# ‘আল কুর’আনের আলোকে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ’

# (Self rectification & moral values in the light of Al Qur’an: Bangladesh perspective)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ


গবেষক

মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০



গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২৯ জুলাই, ২০১৮

# ‘আল কুর’আনের আলোকে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ’

(Self rectification & moral values in the light of Al Qur’an:
Bangladesh perspective)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২৯ জুলাই, ২০১৮

# উৎসর্গ

অনেক প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যাদের অসীম উৎসাহ আর আন্তরিক দো'আর বরকতে এ পর্যন্ত আসতে সক্ষম হয়েছি সে পরম শ্রদ্ধাভাজন মরহুম আব্বা ও মমতাময়ী মা এবং আমার সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের প্রতি।

*Dhaka University Institutional Repository*

# ঘোষণা পত্র

আমি দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করছি যে, 'আল কুর'আনের আলোকে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ' শিরোনামে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে প্রণীত এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সুযোগ্য ও স্বনামধন্য অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান স্যারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা অংশ বিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরো ঘোষণা করছি যে, এ গবেষণাকর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে কোন গবেষক পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য এ শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ রচনা করেননি।

তারিখ, ঢাকা:
২৯ জুলাই, ২০১৮

(মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক)
পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজিঃ নং ৯৬/২০১৩-২০১৪ (পুনঃ)
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান
অধ্যাপক
ইসলামি স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মোবাইল : ০১৯১২৫৫৬২৬৮, ০১৫১৭৮০০৩৫৮
ই-মেইল : mazamanbd@yahoo.com

Dr. Md. Akhteruzzaman
Professor
Department of Islamic Studies
University of Dhaka
Mob : 01912556268, 01517800358
Email : mazamanbd@yahoo.com

সূত্র :

তারিখ : ২৯.০৭.২০১৮

# প্রত্যয়ন পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ.ডি. গবেষক মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক কর্তৃক পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত 'আল কুর'আনের আলোকে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার সার্বিক তত্ত্বাবধানে লিখিত ও সম্পাদিত একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। এটি সম্পূর্ণরূপে গবেষকের একক গবেষণাকর্ম, কোন যুগ্মকর্ম নয়। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশ বিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমার জানামতে, ইতোপূর্বে কোথাও কোন ভাষাতেই এ শিরোনামে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করার জন্য অনুমোদন করছি।

(ড. মোঃ আখতারুজ্জামান)
অধ্যাপক ও তত্ত্বাবধায়ক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

*Dhaka University Institutional Repository*

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সমস্ত প্রশংসা মহান স্রষ্টা ও বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যার অশেষ কৃপায় 'আল কুর'আনের আলোকে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ' শিরোনামে অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। যিনি অসীম দয়ালু একক ও অদ্বিতীয়, সমস্ত জ্ঞান ও ক্ষমতার একমাত্র উৎস, সে মহাপরাক্রমশালী, মহান স্রষ্টা ও রব আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পরম দয়া ব্যতীত কষ্টসাধ্য গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করা এ নগন্য বান্দার পক্ষে কোন ভাবেই সম্ভব ছিলনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তাঁর কাছেই একদিন সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তিনিই বিচার দিনের মহান ও একচ্ছত্র অধিপতি। তাঁর নিকটেই বান্দা স্বীয় কর্মের চূড়ান্ত ফলাফল প্রাপ্ত হবে এবং তিনি অত্যন্ত ন্যায় বিচারক। অগণিত দরুদ ও সালাম পেশ করছি মানবতার মহান শিক্ষক সাইয়েদিনা রাসূলে পাক (সা.) এর প্রতি এবং তাঁর আহাল, আওলাদ ও সাহাবিগণের প্রতি যারা রাসূলের সান্নিধ্য লাভে সত্যের প্রকৃত অনুসারী ছিলেন।

আমি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাবসার সাথে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এ গবেষণা অভিসন্দর্ভের সম্মানিত তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সুযোগ্য অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান স্যারের প্রতি, যিনি গবেষণাকর্মের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিরন্তর উৎসাহ- উদ্দীপনা, অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায়, অনুচ্ছেদ বিন্যাস, গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্য সংযোজন প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে সুচিন্তিত পরামর্শ ও মূল্যবান দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি তাঁর অতি মূল্যবান সময় দিয়ে অভিসন্দর্ভের প্রতিটি শব্দ সযত্ন পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করে গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে এর কাঠামো ও ভাবসৌন্দর্য বৃদ্ধিসহ বর্তমান প্রাণবন্ত পর্যায়ে উন্নীত করতে নিরলস সহায়তা ও প্রেরণা দান করেছেন। তাঁর গভীর স্নেহ ও দো'আ, নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা, নিরলস দায়িত্বশীলতা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলেই আমার গবেষণাকর্মটি সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে এবং অভিসন্দর্ভটি মানসম্পন্ন হয়েছে। আমি 'ইল্‌মে দ্বিনের এ মহান চিন্তানায়ক, আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও সাধনার গভীরে বিচরণকারী বিজ্ঞ 'আলিম এবং ইসলামি সমাজ বিশ্লেষক ও আমার সম্মানিত আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক এর নিকট চির কৃতজ্ঞ।

অভিসন্দর্ভের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে যে সমস্ত লাইব্রেরি থেকে আমি উপকৃত হয়েছি এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কিং ফাহাদ বিন আব্দুল আজীজ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও সেমিনার লাইব্রেরি, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের আন্তরিকতা, সার্বিক সহযোগিতা, সদ্ভাব ও সদাচরণ আমাকে অত্যন্ত মুগ্ধ করেছে। আমি উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে স্মরণ করছি, পরম শ্রদ্ধেয়া গর্ভধারিনী মমতাময়ী মা মুহ্তারামা আনোয়ারা বেগম ও শ্রদ্ধেয় বাবা মাওলানা মুহাম্মদ আরিফ উল্লাহ্ (রহ.) কে, যিনি মাত্র কিছু দিন পূর্বে নেস্‌ফে সা'য়বান জুমু'আর রাত্রে তাহাজ্জুদের সময় ইন্তিকাল করেছেন। শিশু শিক্ষা থেকে এ পর্যন্ত তাদের সযত্ন লালন-পালন, দো'য়া ও অনুপ্রেরণা আমার জীবন চলার অন্তর্নিহিত শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। তাদের পরম স্নেহ, মায়া-মমতা ও কষ্টসাধ্য ত্যাগের কারণেই আজ আমার এতদূর অগ্রসর হওয়া। আমি দয়াময় রাব্বুল 'আলামিনের দরবারে মায়ের কষ্টমুক্ত বার্ধক্য ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি এবং বাবাজানের জন্য মাগফিরাত প্রার্থনা করছি।

*Dhaka University Institutional Repository*

গবেষণাকর্ম সম্পাদনে অফিসিয়াল বিভিন্ন কাজে আমাকে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রেজিষ্টার অফিস ও রেজিষ্টার অফিস পিএইচ.ডি. শাখা এবং কবি জসীম উদ্‌দীন হলের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ যথেষ্ট সহযোগিতা এবং আন্তরিকতা দেখিয়েছেন। তাদের আন্তরিক সহযোগিতা ও ভালবাসা আমার কাজকে আরো সহজতর করে তুলেছে। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্‌র নিকট তাদের যথাযথ ও উত্তম প্রতিদান কামনা করছি।

বিভাগীয় সেমিনার আয়োজনের ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ আমাকে সার্বিক সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা দান করেছেন। তারা সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধের উপর গঠনমূলক সমালোচনা, পর্যালোচনা ও পরামর্শমূলক আলোচনা পেশ করেছেন। থিসিসের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রয়োজনীয় যে সমস্ত পরামর্শ দিয়েছেন, অভিসন্দর্ভটি সুন্দররূপে সম্পাদন করতে তা আমাকে অনেক উপকৃত করেছে। আমি এ মহান শিক্ষকগণের সহযোগিতা ও অবদানের কথা কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

অভিসন্দর্ভটি প্রনয়ণের ক্ষেত্রে আমি তাফসিরুল কুর'আন, 'ইলমুল কুর'আন, 'ইলমুল হাদিস, 'ইলমুল ফিকহ্, ইসলামি সমাজ বিশ্লেষণ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, খিলাফাত বা রাজনীতি, ইতিহাস, শরি'আহ্ বা 'আইন, আত্মশুদ্ধি, 'ইলমে মা'রিফাত ও অন্যান্য বিষয়ের উপর প্রণিত অতীত ও সমকালীন দেশি-বিদেশি বহু বিজ্ঞ লেখক, সম্পাদকের মূল্যবান গ্রন্থ, জার্নাল এবং প্রামাণ্য পত্র-পত্রিকার সাহায্য নিয়েছি। এজন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে আমি পাদটিকায় সেসব লেখকের নাম, গ্রন্থের নাম এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রবন্ধের নাম, প্রকাশনা সংস্থার নামসহ শ্রদ্ধার সাথে রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করেছি। আমি তাদের সকলের নিকট চির কৃতজ্ঞ।

এ গবেষণাকর্মে যারা আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষভাবে স্মরণ করছি আমার সহধর্মিনী রহীমা নাজনীন ও সন্তানদের ত্যাগ স্বীকারের কথা, যাদের ত্যাগের কারণে আমি অনুকূল পরিবেশে দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য এ গবেষণাকর্ম সমাপ্ত করতে পেরেছি। আমার শ্রদ্ধেয় সহোদরগণ এবং পরিবারের অন্যান্য সকল সদস্যের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। জীবনের শুরু থেকে অদ্যাবধি পরম স্নেহ, মমতা ও ভালবাসার বন্ধনে তারা সর্বদা আমাকে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। আমি মুহ্‌তারাম শ্বশুর অধ্যাপক আব্দুল হামিদ এর নিকট কৃতজ্ঞ। যিনি গবেষণা কর্মের নিয়মিত খোঁজখবর নিতেন এবং আমাকে উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করতেন। স্নেহের ছোট ভাই ও সহকর্মী নাজমুল হাসান যিনি অভিসন্দর্ভটি প্রস্তুতকরণে শেষ মুহূর্তে কারিগরি সহযোগিতা করে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। আমার সফলতার জন্য তারা আন্তরিক দো'আ, কল্যাণ কামনা, প্রেরণা দান ও সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছেন। কর্মজীবনে আমার সকল সহকর্মীবৃন্দের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিভিন্ন সময়ে তারা যথেষ্ট সুযোগ তৈরি করে দিয়েছেন, যেন আমি গবেষণায় মনোনিবেশ করতে পারি। আমি তাদের সকলের সাফল্য ও উন্নতি কামনা করছি।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে আকুল আবেদন, তিনি যেন আমার এ সামান্য প্রচেষ্টা কবুল করেন। এ গবেষণাকর্মকে সকল মানুষের, বিশেষ করে মুসলিম উম্মারহ্‌র কল্যাণে কবুল করেন। তাঁর দেয়া মহাগ্রন্থ আল কুর'আনের আলোকে জ্ঞান অন্বেষণ ও গবেষণায় সারাটি জীবন আত্মোনিয়োগ করার তাওফিক দান করেন। তাঁর সন্তুষ্টির পথে জীবনের সবটুকু মেধা, শ্রম, প্রচেষ্টা দিয়ে যেন নিজেকে উৎসর্গ করার মাধ্যমে বিশ্বস্ত গোলাম হিসেবে জীবন যাপন করতে পারি। আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে যথাযথ দায়িত্ব পালন করে হাশরের দিন যেন তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হতে পারি এবং সে দিনের কঠিন সময়ে যেন দয়াময়ের করুণা ও নাজাত লাভ করতে পারি। আমিন।

(মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক)
গবেষক

*Dhaka University Institutional Repository*

# প্রতিবর্ণায়ন (رموز تلفظ الحروف العربية بالبنغالية)

## ‘আরবি বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত

| বর্ণ | প্রতিবর্ণ | বর্ণ | প্রতিবর্ণ | বর্ণ | প্রতিবর্ণ | বর্ণ | প্রতিবর্ণ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ءا | অ | ض | দ/জ্ব | ـَ | া | وُ | উ |
| ب | ব | ط | ত্ব | ـِ | ি | وْوُ | ঊ |
| ت | ত | ظ | য | ـُ | ু | وِيْ | বি/ভী |
| ث | ছ | ع | ‘ | اَ | া | يَ | ইয়া |
| ج | জ | غ | গ | ـِيْ | ী | يِ | ই |
| ح | হ | ف | ফ | ـُوْ | ূ | يِيْ | ঈ |
| خ | খ | ق | ক্ব/ক | أَ | আ | يُ | য়ু |
| د | দ | ك | ক | أ | আ | يُوْ | য়ূ |
| ذ | য | ل | ল | إِ | ই | عَ | ‘আ/‘য়া |
| ر | র | م | ম | إِيْ | ঈ | عَا | ‘আ/‘য়া |
| ز | য | ن | ন | أُ | উ | عِ | ই |
| س | স | ه | হ | أُوْ | ঊ | عِيْ | ঈ |
| ش | শ | و | ও | وَاَوا | ওয়া | عُ | উ |
| ص | ছ | ي | য় | وِ | বি | عُوْ | ঊ |

ء বর্ণটি আলিফের মত। তবে সাকিন হলে (’) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন,قَرَأْتُ=ক্বরা’তু, مُؤْمِنٌ=মু’মিন প্রভৃতি।

ع বর্ণটি সাকিন (‘) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন, سعد=সা‘দ, فُعْلاَنٌ = ফু‘লানুন, جعفى=জু‘ফি, جامع = জামি‘ প্রভৃতি।

এছাড়া বহুল প্রচলিত বাংলা শব্দের বানানগুলো অনেক ক্ষেত্রে যথা অবস্থায় রাখা হয়েছে। যেমন; রহ্মাত, রাসূলুল্লাহ্, ‘আইন, ইমাম, মাযহাব, ফার্য, ওয়াজিব, সুন্নাহ্, হারাম, মাকরুহ্, কুর’আন, হাদিস, সাহাবি, ওয়াহি, মুসলিম, আল্লাহ্ তা‘আলা, দো‘আ, ‘ইবাদাত, মাসজিদ, মাস’আলা, সূরা আ‘রাফ, সূরা আন‘আম, দা‘ওয়াত, ‘ইলম, ‘আরবি, ‘ইবাদাত, ‘আদল, তাফসির, হিদায়াত, ফিরিশতা, নাফ্স, রুহ্, নি‘আমাত, শারি‘আহ্ প্রভৃতি।

# শব্দ সংক্ষেপ

| | |
|---|---|
| অনু. | : অনুবাদ |
| অনূ. | : অনূদিত |
| ‘আ | : ‘আরবি |
| আবি. | : আবির্ভাব |
| (‘আ.) | : ‘আলাইহিস সালাতু ওয়াস্‌সালাম |
| ই. | : ইত্যাদি |
| ইং. | : ইংরেজি |
| ইবি | : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় |
| ই.শি | : ইসলামি শিক্ষা |
| ইফাবা | : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ |
| ঐ | : ib. Ibid, একই পুস্তক |
| খ. | : খণ্ড |
| খ্রি. | : খ্রিষ্টাব্দ |
| খ্রি.পূ. | : খ্রিষ্টপূর্ব |
| জ. | : জন্ম |
| ড. | : ডক্টর (পিএইচ.ডি. /Doctor of Philosophy) |
| ডা. | : ডাক্তার, চিকিৎসক |
| তাং | : তারিখ |
| তাবি. | : তারিখ বিহীন |
| দ্র. | : দ্রষ্টব্য |
| নং. | : নম্বর |
| প. | : পরবর্তী |
| পরি. | : পরিশিষ্ট |
| পাণ্ডু. | : পাণ্ডুলিপি |
| পূ.গ্র. | : পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ |
| পূ. স্থা. | : পূর্বোল্লিখিত স্থান |
| ব.ব. | : বহুবচন |
| মু. | : মুদ্রণ |
| মৃ. | : মৃত্যু, মৃত |
| (সা.) | : সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহে ওয়া সাল্লাম |
| (রা.) | : রাদিআল্লাহু তা‘আলা ‘আনহু/ ‘আনহা |
| (রহ.) | : রহ্‌মাতুল্লাহি ‘আলাইহি |
| (দ.) | : দরুদ |
| হি. | : হিজরি সাল |
| পৃ. | : পৃষ্ঠা |
| সং. | : সংস্করণ |
| সম্পা. | : সম্পাদিত |
| প্রাগুক্ত | : পূর্বোক্ত/ পূর্বের উক্তি |
| প.দ্র. | : পরবর্তীতে দ্রষ্টব্য |

Dhaka University Institutional Repository

| | |
|---|---|
| শিরো. | : শিরোনাম |
| ১ম | : প্রথম |
| ২য় | : দ্বিতীয় |
| ৩য় | : তৃতীয় |
| বি. | : বিশেষ |
| মূপা. | : মূলপাঠ |
| উ. | : উদ্ধৃত |
| ক. | : a |
| খ. | : b |
| আল কুর'আন, ০২: ১০ | : সুরা নম্বর ০২ তথা আল বাকারাহ্ এর ১০ নম্বর আয়াত |
| দুদক | : দুর্নীতি দমন কমিশন |
| ডি.ইউ | : ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা/ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় |
| রেজিঃ | : রেজিস্ট্রেশন |
| ওআইসি | : ইসলামি সম্মেলন সংস্থা |
| এম.এ. | : মাস্টার্স অফ আর্টস |
| বি.এ. | : ব্যাচলর অফ আর্টস |
| এম.কম. | : মাস্টার্স অফ কমার্স |
| এম.ফিল. | : মাস্টার্স অফ ফিলোসফি |
| বি.কম. | : ব্যাচলর অফ কমার্স |
| বি.এস.সি. | : ব্যাচলর অফ সায়েন্স |
| এম.এস.সি. | : মাস্টার্স অফ সায়েন্স |
| জি.ডি.পি. | : সামষ্টিক আভ্যন্তরীণ উৎপাদন (Gross domestic product) |
| বিমসটেক | : বে অফ বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টিসেক্টরাল, টেকনিকাল এন্ড ইকনমিক কোঅপারেশন |
| ডি-৮ | : উন্নয়নশীল ৮টি দেশ (ডেভেলপিং এইট কান্ট্রিস) |

*Dhaka University Institutional Repository*

# সূচিপত্র


- উৎসর্গ ii
- ঘোষণা iii
- প্রত্যয়ন পত্র iv
- কৃতজ্ঞতা স্বীকার v
- প্রতিবর্ণায়ন vii
- শব্দ সংক্ষেপ viii
- সূচিপত্র x

## প্রথম অধ্যায় ১-২৩

### গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা

১.১ গবেষণা প্রস্তাবনা ১
১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব ৫
১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য ৭
১.৪ গবেষণা কর্মের পদ্ধতি ৮
১.৫ গবেষণা কর্মের পরিধি ৯
১.৬ গবেষণা তথ্য-উপাত্তের উৎসসমূহ ১০
১.৭ গবেষণার সময়কাল ১১
১.৮ তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ১২
১.৯ অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা ২০
১.১০ উপসংহার ২৩

## দ্বিতীয় অধ্যায় ২৫-৫৯

### আল কুর’আনের পরিচয়

২.১ আল কুর’আনের সংজ্ঞা ও পরিচিতি ২৬
২.১.১ আল কুর’আনের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা ২৬
২.১.২ আল কুর’আনের নামসমূহ ও নামকরণের কারণ ২৯
২.১.৩ আল কুর’আন অবতীর্ণের পদ্ধতি ৩২
২.১.৪ আল কুর’আন সংরক্ষণ পদ্ধতি ৩৪
২.১.৫ আল কুর’আন সংকলনের ইতিহাস ৩৬
২.১.৬ আল কুর’আনের কিছু মৌলিক তথ্যাবলী ৩৭

২.২ আল কুর’আনের মূল আলোচ্য বিষয় ও প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুসমূহ ৩৯
২.২.১ আল কুর’আনের মূল আলোচ্য বিষয় ৩৯
২.২.২ বিধি-বিধান সংক্রান্ত জ্ঞান ৪০
২.২.৩ বিতর্ক সংক্রান্ত জ্ঞান ৪১
২.২.৪ আল্লাহ্‌র নি‘আমাত ও নিদর্শন সংক্রান্ত জ্ঞান ৪১
২.২.৫ পুরস্কার ও শাস্তি সংক্রান্ত জ্ঞান ৪২
২.২.৬ মৃত্যু পরবর্তী জীবন সংক্রান্ত জ্ঞান ৪৩


*Dhaka University Institutional Repository*

২.৩ আল কুর'আন অবতীর্ণের উদ্দেশ্য ৪৪

২.৩.১ মানব সভ্যতার পবিত্রতা ও পূর্ণতা ৪৫

২.৩.২ মানবতার পূর্ণমুক্তির অনন্ত ঘোষণা ৪৬

২.৩.৩ পূর্ববর্তী নাবি ও রাসূলগণের সত্যতার দলিল ৪৬

২.৩.৪ আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠা ৪৭

২.৩.৫ মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি ৪৮

২.৪ আল কুর'আনের মর্যাদা ৪৯

২.৪.১ অকাট্য ও সংশয়হীন জ্ঞানভাণ্ডার ৪৯

২.৪.২ সুনির্দিষ্ট, বিশদ ও চিরন্তন বক্তব্য ৫২

২.৪.৩ সত্য ও মিথ্যার চূড়ান্ত পার্থক্যকারী ৫২

২.৪.৪ পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী ৫৩

২.৪.৫ সর্বজনীন ও সর্বকালীন অপরিবর্তনীয় একমাত্র গ্রন্থ ৫৪

২.৪.৬ একটি মহা অলৌকিক গ্রন্থ ৫৫

তৃতীয় অধ্যায় ৬১-১০২

আল কুর'আনে মানুষ, মানবাত্মা ও আত্মশুদ্ধি

৩.১ আল কুর'আনে মানুষের পরিচয় ৬২

৩.১.১ আল কুর'আনে মানুষের সৃষ্টিতত্ত্ব বিশ্লেষণ ৬৩

৩.১.২ আল কুর'আনে মানুষের জ্ঞান ও বিবেকের পরিচয় ৬৬

৩.১.৩ আল কুর'আনে মানুষের মৌলিক ইতিবাচক স্বভাব ৬৯

৩.১.৪ আল কুর'আনে মানুষের মৌলিক নেতিবাচক স্বভাব ৭২

৩.২ আল কুর'আনে মানবাত্মার পরিচয় ৭৮

৩.২.১ আল কুর'আনে মানবাত্মার স্বরূপ ৭৮

৩.২.২ আল কুর'আনে মানবদেহ ও মানবাত্মার সম্পর্ক ৭৯

৩.২.৩ আল কুর'আনে মানবাত্মার অবস্থা ৮১

৩.২.৪ আল কুর'আনে মানবাত্মার সাথে মহান আল্লাহ্‌র সম্পর্ক ৮৩

৩.৩ আত্মশুদ্ধির সংজ্ঞা ও পরিচিতি ৮৪

৩.৩.১ আত্মশুদ্ধির আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ৮৪

৩.৩.২ আল কুর'আনে আত্মশুদ্ধির নির্দেশনা ৮৫

৩.৩.৩ আল কুর'আনে আত্মশুদ্ধির তাৎপর্য ৮৬

৩.৩.৪ আত্মা ও আত্মশুদ্ধি সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত বিশ্লেষণ ৮৮

৩.৪ আল কুর'আনের আলোকে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ৮৯

৩.৪.১ ব্যক্তি জীবনের নিরাপত্তা ৮৯

৩.৪.২ উন্নত ব্যক্তিত্ব অর্জনের মাধ্যম ৯২

৩.৪.৩ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সার্বিক কল্যাণের নিশ্চয়তা ৯৪

৩.৪.৪ ধর্মীয় সংস্কার ও খিলাফাতের প্রথম পদক্ষেপ ৯৭


*Dhaka University Institutional Repository*

৩.৪.৫ মানবিক সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপকরণ ৯৮
৩.৪.৬ দেশের সার্বিক উন্নয়নে যোগ্য নাগরিক তৈরি ১০০

চতুর্থ অধ্যায় ১০৪-১৬৪
আল কুর'আনে আত্মশুদ্ধি অর্জনের উপায়

৪.১ আত্মশুদ্ধি অর্জনে 'ইবাদতের ভূমিকা ১০৫
৪.১.১ সালাত আদায় ও প্রতিষ্ঠা ১০৬
৪.১.২ যাকাত আদায় ও বণ্টন ১০৯
৪.১.৩ রোজা পালন ১১১
৪.১.৪ হাজ্জ পালন ১১২
৪.১.৫ কুর'আন তিলাওয়াত ও নফল 'ইবাদাত ১১৪

৪.২ আত্মশুদ্ধি অর্জনে সৎ গুণাবলী ১১৫
৪.২.১ হালাল পন্থায় উপার্জন ও ব্যয় ১১৮
৪.২.২ সততা ও সত্যবাদিতা ১২২
৪.২.৩ 'আদল বা ন্যায়পরায়ণতা ১২৩
৪.২.৪ ধৈর্য ও ক্ষমা ১২৫
৪.২.৫ পর্দা ও শালীনতা ১৩০
৪.২.৬ তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীলতা ১৩২
৪.২.৭ আমানতদারি ও দানশীলতা ১৩৫
৪.২.৮ আত্মসংযম ও আত্মসমালোচনা ১৪৮

৪.৩ আত্মশুদ্ধি অর্জনে অনুকূল পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা ১৪৩
৪.৩.১ পারিবারিক রীতি-নীতি ১৪৪
৪.৩.২ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক রীতি-নীতি ১৪৫
৪.৩.৩ সাহিত্য, সংস্কৃতি ও গণমাধ্যম ১৪৬
৪.৩.৪ দ্বিনি দা'ওয়াহ্ ও সম্প্রচার ১৫০
৪.৩.৫ আত্মশুদ্ধির উপযুক্ত সময় ও বয়স ১৫১

৪.৪ আত্মশুদ্ধি অর্জনে মন্দ স্বভাব পরিত্যাগ ১৫৩
৪.৪.১ মিথ্যাচার ১৫৪
৪.৪.২ অহংকার ও আত্মম্ভরিতা ১৫৫
৪.৪.৩ হিংসা ও ক্রোধ ১৫৭
৪.৪.৪ ধোঁকা ও প্রতারণা ১৫৮
৪.৪.৫ অপব্যয় ও কৃপণতা ১৫৯
৪.৪.৬ অলসতা ও ভোগপ্রিয়তা ১৬০
৪.৪.৭ অশ্লীলতা ও লজ্জাহীনতা ১৬১
৪.৪.৮ নিন্দা ও কুটনামি ১৬৮


*Dhaka University Institutional Repository*

## পঞ্চম অধ্যায় ১৬৬-২০৭

### আল কুর'আনের আলোকে নৈতিক মূল্যবোধ ও বর্ণিত দুর্নীতির পরিচয়


৫.১ নৈতিকতার পরিচয় ১৬৭

৫.১.১ নৈতিকতার আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা ১৬৭
৫.১.২ আল কুর'আনে নৈতিকতার গুরুত্ব ১৬৯
৫.১.৩ ইসলামি নৈতিকতার লক্ষ্য ১৭০
৫.১.৪ ইসলামি নৈতিকতার বিভিন্ন স্তর ১৭১

৫.২ নৈতিক মূল্যবোধের পরিচয় ১৭৭

৫.২.১ নৈতিক মূল্যবোধের সংজ্ঞা ১৭৮
৫.২.২ আল কুর'আনে নৈতিক মূল্যবোধের তাৎপর্য ১৭৯
৫.২.৩ নৈতিক মূল্যবোধের দৃঢ়তা ও উন্নত ব্যক্তিত্ব ১৮০
৫.২.৪ নৈতিক মূল্যবোধের পরিধি ১৮২

৫.৩ মানব সমাজে নৈতিকতার প্রভাব ১৮৩

৫.৩.১ শারীরিক ও মানসিক সুস্থ্যতা অর্জন ১৮৪
৫.৩.২ পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা ১৮৬
৫.৩.৩ সৎ ও দক্ষ নাগরিক তৈরি ১৮৯
৫.৩.৪ উন্নয়ন ও উৎপাদনে সহায়ক ১৯১
৫.৩.৫ পৃথিবী ও পরকালে জবাবদিহিতার অনুভূতি ১৯২
৫.৩.৬ আত্মার প্রশান্তি ও পারলৌকিক মুক্তি ১৯৪

৫.৪ আল কুর'আনে নিষিদ্ধ দুর্নীতির বিবরণ ১৯৬

৫.৪.১ দুর্নীতির আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা ১৯৬
৫.৪.২ আল কুর'আনে দুর্নীতির পরিচয় ১৯৮
৫.৪.৩ দুর্নীতির উৎস ও প্রধান কারণসমূহ ২০১
৫.৪.৪ দুর্নীতির ব্যপ্তি ও সর্বগ্রাসি কুফল ২০৫


## ষষ্ঠ অধ্যায় ২০৯-২৫৯

### আল কুর'আনে উল্লিখিত কতিপয় দুর্নীতি ও প্রতিরোধের উপায়


৬.১ ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে দুর্নীতি ২০৯

৬.১.১ আল্লাহ্র সাথে শির্ক করা ২০৯
৬.১.২ ফার্জ 'ইবাদাত পরিত্যাগ করা ২১৫
৬.১.৩ অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ২১৬
৬.১.৪ প্রতারণা করা ২১৮
৬.১.৫ হিংসা-বিদ্বেষ লালন করা ২১৯
৬.১.৬ আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যাগ করা ২১৯
৬.১.৭ অন্যের অর্থ সম্পদ আত্মসাত করা ২২১
৬.১.৮ চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাই করা ২২১
৬.১.৯ অন্যের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান ও প্রকাশ করা ২২২


*Dhaka University Institutional Repository*

৬.২ নাগরিক পর্যায়ে দুর্নীতি ২২৪

৬.২.১ রাষ্ট্রীয় আনুগত্য না করা ২২৫
৬.২.২ গোপন ষড়যন্ত্র বা তৎপরতা পরিচালনা করা ২২৬
৬.২.৩ যাকাত ও কর বিষয়ে ফাঁকি দেয়া ২২৭
৬.২.৪ নেতৃত্ব নির্বাচনে নৈতিকতার প্রধান্য না দেয়া ২২৮
৬.২.৫ সাধারণ নিয়ম-শৃঙ্খলার ভ্রুক্ষেপ না করা ২৩০
৬.২.৬ সুদ ও ঘুষের বিষয়ে জড়িত হওয়া ২৩১
৬.২.৭ যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা ২৩৪
৬.২.৮ ধর্মীয় বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা ২৩৫

৬.৩ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দুর্নীতি ২৩৬

৬.৩.১ জনগণকে ধোঁকা দেয়া ২৩৬
৬.৩.২ আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী বিচার মিমাংসা না করা ২৩৭
৬.৩.৩ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সম্পত্তির অপব্যবহার করা ২৪০
৬.৩.৪ মুসলিমগণের মধ্যে সালাত ও যাকাত প্রতিষ্ঠা না করা ২৪১
৬.৩.৫ নাগরিকগণের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা না করা ২৪১
৬.৩.৬ ভিন্নমতের নাগরিকগণের উপর অত্যাচার করা ২৪৫

৬.৪ আল কুর'আনের আলোকে দুর্নীতি রোধ ও প্রতিকার ২৪৬

৬.৪.১ ইসলামি শিক্ষা ও আদর্শের পূর্ণ বাস্তবায়ন ২৪৬
৬.৪.২ সর্বস্তরে চরিত্রবান নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ২৪৮
৬.৪.৩ মৌলিক সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা ২৫০
৬.৪.৪ রাষ্ট্রের সকল স্তরে সচেতনতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ২৫১
৬.৪.৫ গণসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ ২৫২
৬.৪.৬ ইসলামি বিধান ও দণ্ডবিধির প্রয়োগ ২৫৪

**সপ্তম অধ্যায় ২৬১-৩১৯**

**বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ**

৭.১ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা ২৬১

৭.১.১ বংলাদেশের পরিচয় ২৬১
৭.১.২ বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস ২৬৩
৭.১.৩ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ২৬৭
৭.১.৪ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অবস্থা ২৬৯
৭.১.৫ বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা ২৭১
৭.১.৬ বাংলাদেশের ধর্মীয় অবস্থা ২৭৩

৭.২ আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সরকারি পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ২৭৭

৭.২.১ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২৭৭
৭.২.২ সরকারি মাদ্‌রাসা শিক্ষা ২৭৯
৭.২.৩ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামি শিক্ষা ২৮৪
৭.২.৪ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ২৮৫


*Dhaka University Institutional Repository*

| | | |
|---|---|---|
| ৭.২.৫ | অন্যান্য সরকারি পদক্ষেপসমূহ | ২৮৭ |
| ৭.৩ | বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত কর্মসূচি | ২৯০ |
| ৭.৩.১ | বেসরকারি মাদ্‌রাসা শিক্ষা ও ইসলামিক স্কুলসমূহ | ২৯১ |
| ৭.৩.২ | ইমাম ও ‘আলিমগণের নানামুখি পদক্ষেপ | ২৯৪ |
| ৭.৩.৩ | ইসলামি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ | ২৯৫ |
| ৭.৩.৪ | ইসলামি দা‘ওয়াহ সংগঠনসমূহ | ২৯৭ |
| ৭.৩.৫ | ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী মিডিয়াসমূহ | ২৯৯ |
| ৭.৪ | আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় করণীয় | ৩০২ |
| ৭.৪.১ | আল কুর’আনের আলোকে শিক্ষা সংস্কার | ৩০২ |
| ৭.৪.২ | আল কুর’আনের আলোকে সামাজিক সংস্কার | ৩০৬ |
| ৭.৪.৩ | আল কুর’আনের আলোকে ব্যবসায় ও অর্থনৈতিক সংস্কার | ৩০৯ |
| ৭.৪.৪ | আল কুর’আনের আলোকে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংস্কার | ৩১২ |
| ৭.৪.৫ | আল কুর’আনের আলোকে রাজনৈতিক সংস্কার | ৩১৫ |
| ৭.৪.৬ | সর্বস্তরে আল কুর’আনের বিধি-বিধান প্রবর্তন | ৩১৮ |

- উপসংহার ৩২১-৩২৪
- গ্রন্থপঞ্জি ৩২৬-৩৩৪


*Dhaka University Institutional Repository*

পিএইচ.ডি. গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম

‘আল কুর’আনের আলোকে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ’

(Self rectification & moral values in the light of Al Qur’an : Bangladesh Perspective)

# Abstract (সারসংক্ষেপ)


গবেষক

মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক

রেজিঃ নং ১৪২/২০০৮-২০০৯

পুনঃ রেজিঃ নং ৯৬/২০১৩-২০১৪

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়


*Dhaka University Institutional Repository*

# Abstract (সারসংক্ষেপ)

আল কুর'আন বিশ্বের মানুষের জন্য সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। এটি মানবজাতির জন্য চিরন্তন, শ্বাশত ও সর্বজনীন একটি জীবন বিধান। ব্যক্তি জীবন থেকে সামাজিক জীবন, অর্থনীতি, রাজনীতি, পরিবার, রাষ্ট্র, দর্শন এবং ব্যবহারিক জীবন সকল বিষয়েই আল কুর'আন মানবজাতিকে পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা দিয়েছে। মানুষের উভয় জগতের সফলতা ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে আল কুর'আনের পূর্ণ অনুসরণের উপর। আল কুর'আন অনুগত ও অনুসন্ধানি আত্মার পূর্ণাঙ্গ পথ প্রদর্শক। আল কুর'আন প্রদর্শিত নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে পরিচালিত জীবনই শ্রেষ্ঠ জীবন। এখানে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। একমাত্র কুর'আনের পথ ধরেই মানুষ কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। কুর'আন অনুযায়ী  জীবন যাপন করতে পারলেই মানব জীবন পরিণত হবে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত জীবনে। মানুষ যখন স্রষ্টাকে ভুলে অন্যায়, অবিচার, যুল্‌ম, নির্যাতন, নিপীড়ন, দুর্নীতি, মদ, জুয়া ও রক্তপাত ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক অপকর্মে লিপ্ত হয়ে পৃথিবীকে জাহিলিয়ার অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছিল, তখনই এ বিপথগামী মানবকুলের আত্মশুদ্ধি, পবিত্রতা, শান্তি-শৃংখলা, অগ্রগতি আর উন্নতির জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আল কুর'আন অবতীর্ণ করেছেন এবং এর প্রশিক্ষক হিসেবে তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সা.) কে পাঠিয়েছেন। তিনি আল্লাহ্‌র মনোনীত আল কুর'আনের প্রশিক্ষক হিসেবে মানব সমাজকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে তুলেছিলেন। মোটকথা, মানুষের আত্মিক পবিত্রতা, নৈতিক উন্নতি এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এ কুর'আন পথনির্দেশ হিসেবে অবতীর্ণ করেছেন।

এ জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইসলামের দা'ওয়াহ্ সম্প্রসারণের জন্য মানুষের চিন্তা প্রসূত ভৌগোলিক বা ভাষাগত 'আরব জাতীয়তাবাদ, বিত্তহীনদের অর্থনৈতিক মুক্তি অথবা সংস্কারবাদী আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ না করে আল্লাহ্‌র নির্দেশে কেবলমাত্র আল কুর'আনের প্রচার ও বাস্তবায়নের কার্যক্রম শুরু করেন। রাসূলের আহ্বানে কুর'আনের শিক্ষা যারাই গ্রহণ করেছেন, তাদের হৃদয় কুসংস্কার ও গোঁড়ামী থেকে মুক্তি পেয়েছে এবং সত্যের চিরন্তন আলোতে আলোকিত হয়েছে। এ কুর'আনের বদৌলতেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং তাঁর সাহাবাগণ দুর্নীতি, অন্যায় ও অত্যাচারে জর্জরিত 'আরব জাহিলি সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপোষহীন ভূমিকা রেখেছেন। সীমাহীন ত্যাগের বিনিময়ে তাঁরা আল কুর'আনের নীতির ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করে আল্লাহ্‌র বিধান পরিপূর্ণভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর উম্মাত হিসেবে সর্বকালের ঈমানদারগণকে কেবলমাত্র এ নীতি ও আদর্শই অনুসরণ করা অপরিহার্য। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের উপর মৌলিকভাবে শুধু আল কুর'আনে অনুসরণ ও রিসালাতের আনুগত্য করা বাধ্যতামূলক করেছেন।

বাস্তবজীবনে আল কুর'আন অনুসরণ না করার ফলে সারা বিশ্বের মত প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলিমগণও আজ চরম অরাজকতা, অশান্তি, অশ্বস্তি আর অবক্ষয়ের মধ্যে পতিত হয়েছে। সুদ, ঘুষ, ওজনে কম দেয়া, পণ্যে ভেজাল দেয়া, ধোঁকা, প্রতারণা, জালিয়াতি, জুল্‌ম, অত্যাচার, ব্যভিচার, বেহায়াপনা, হত্যা, সন্ত্রাস ও দুর্নীতি এখানকার সাধারণ মানুষের অনেক ক্ষেত্রেই জীবন বিপন্ন করে তুলেছে। ফলে সামগ্রিকভাবে দেশ আজ বাস্তবতার তুলনায় অনগ্রসর ও অনুৎপাদনশীল দেশে পরিণত হয়েছে।

এ অনগ্রসরতা ও অশান্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দেশের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নতুন নতুন কলাকৌশল ও 'আইন-কানুন তৈরি হচ্ছে কিন্তু কোনোটিই পুরোপুরি কাজে আসছে না, বরং সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় আর অস্থিরতা বেড়েই চলছে। আর এ চরম অবস্থা হচ্ছে আল্লাহ্

Dhaka University Institutional Repository

তা'আলা কর্তৃক মানুষের কল্যাণে প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা সম্বলিত গ্রন্থ আল কুর'আন বিস্মৃত হওয়ার অনিবার্য পরিণতি।

মতাবস্থায় বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারী ও একমাত্র সঠিক জীবন পদ্ধতি সম্বলিত নির্দেশিকা আল কুর'আনের দিকেই আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে। কারণ এ কুর'আনে অনুসরণই পারে আমাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে, নৈতিক মূল্যবোধকে শক্তিশালী করতে, সমাজে ন্যায়-নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদের শান্তি ও মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে।

এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পরিচয়, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকসহ বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণা করে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জন সম্পর্কে জ্ঞান অন্বেষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠায় 'আল কুর'আনের আলোকে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ' শিরোনামে পুরো বিষয়টিকে একত্রিত করে মৌলিক গবেষণাকর্ম সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নাগরিকগণের আত্মশুদ্ধি অর্জন করে উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠন করার ক্ষেত্রে জ্ঞানগত যে শূণ্যতা ও অস্পষ্টতা রয়েছে, সেটি পূরণের জন্যই গবেষকের এ সামান্য প্রয়াস। অত্র গবেষণাকর্ম সে শূণ্যতা পূরণে সহায়ক হবে ইন্‌শাআল্লাহ্।

'আল কুর'আনের আলোকে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সাতটি অধ্যায় ও একটি উপসংহারে বিন্যস্ত করে সাজানো হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়: এ অধ্যায়ে গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দীর্ঘ গবেষণার অবতরণিকা এ অধ্যায়ে প্রস্তুত করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। যার মধ্যে গবেষণা প্রস্তাবনা, গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি, গবেষণা কর্মের পরিধি, উৎস, গবেষণার সময়কাল, গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা এবং গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পুস্তক পর্যলোচনা এ অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। সবশেষে অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনার ধারাবাহিক পর্যালোচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: এ অধ্যায়ে আল কুর'আনের পরিচয় শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আল কুর'আনের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ, আল কুর'আনের নামসমূহ ও নামকরণের কারণ, আল কুর'আনের প্রধান আলোচ্য বিষয় তথা মানুষ, অন্যান্য মৌলিক বিষয়বস্তুসমূহ, আল কুর'আন অবতীর্ণের উদ্দেশ্য, আল কুর'আন সংরক্ষণ পদ্ধতি ও আল কুর'আনের মর্যাদা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। আল কুর'আনের বিধি-বিধান সংক্রান্ত জ্ঞান, বিতর্ক সংক্রান্ত জ্ঞান, আল্লাহ্‌র নে'য়ামাত ও নিদর্শন সংক্রান্ত জ্ঞান, পুরস্কার ও শাস্তি সংক্রান্ত জ্ঞান এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবন সংক্রান্ত জ্ঞান ইত্যাদি আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সর্বশেষ আল কুর'আনের মর্যাদা বিষয়ে আলোচনা করে শিরোনামসমূহের বিষয়বস্তুর প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট তত্ত্ব উপস্থাপনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সন্নিবেশিত করা হয়েছে ।

তৃতীয় অধ্যায়: এ অধ্যায়টি আল কুর'আনে মানুষ, মানবাত্মা ও আত্মশুদ্ধি শিরোনামে সাজানো হয়েছে। এ অধ্যায়ে মানুষের পরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা প্রসঙ্গে মানুষের সৃষ্টিতত্ত্ব বিশ্লেষণ, মানুষের জ্ঞান ও বিবেকের পরিচয়, মানুষের মৌলিক ইতিবাচক ও নেতিবাচক স্বভাব ইত্যাদি বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে মানুষ ও মানবাত্মার স্বরূপ, মানবদেহ ও মানবাত্মার সম্পর্ক এবং মানবাত্মার সাথে মহান আল্লাহ্‌র সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা তথ্য প্রমাণসহ উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও আত্মশুদ্ধির সংজ্ঞা ও পরিচয় সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ, আল কুর'আনে আত্মশুদ্ধির নির্দেশনা, আত্মশুদ্ধির তাৎপর্য, আত্মা ও আত্মশুদ্ধি সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত বিশ্লেষণ ইত্যাদি

*Dhaka University Institutional Repository*

বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। সবশেষে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা তুলে ধরে মানবিক সাম্য ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার প্রধান উপকরণ হিসেবে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে যোগ্য নাগরিক তৈরিতে আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়: এ অধ্যায়টি আল কুর'আনে আত্মশুদ্ধি অর্জনের উপায় শিরোনামে সাজানো হয়েছে। এ অধ্যায়ে আল কুর'আনের আলোকে আত্মশুদ্ধি অর্জনের উপায় সংক্রান্ত বিষয়সমূহ বিস্তারিত আলোচনা প্রসঙ্গে আত্মশুদ্ধি অর্জনে সালাত আদায় ও প্রতিষ্ঠা, যাকাত আদায় ও বন্টন, রোজা পালন, হাজ্জ পালন, কুর'আন তিলাওয়াত ও অন্যান্য নফল ও মৌলিক 'ইবাদাতের গুরুত্ব ও প্রভাব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া হালাল পন্থায় উপার্জন ও ব্যয়, সততা ও সত্যবাদীতা, 'আদ্‌ল বা ন্যায়পরায়ণতা, ধৈর্য ও ক্ষমা, পর্দা ও শালীনতা, তাওয়াক্কুল বা অল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীলতা, আমানতদারি ও দানশীলতা এবং আত্ম-সংযম ও আত্ম-সমালোচনা ইত্যাদি সৎ গুণাবলীর প্রভাব বিষয়ে এ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আত্মশুদ্ধি অর্জনে অনুকূল পরিবেশ এবং পারিপার্শ্বিকতা বিষয়েও বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে এ ক্ষেত্রে পারিবারিক রীতি-নীতি, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক রীতি-নীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও গণমাধ্যম, দ্বিনি দাও'আহ্‌ ও সম্প্রচার এবং আত্মশুদ্ধির উপযুক্ত সময় ও বয়স ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করা হয়েছে। আত্মশুদ্ধি অর্জনে মিথ্যাচার, অহংকার ও আত্মম্ভরিতা, হিংসা ও ক্রোধ, ধোঁকা ও প্রতারণা, অপব্যয় ও কৃপণতা, অলসতা ও ভোগপ্রিয়তা, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা এবং নিন্দা ও কুটনামি ইত্যাদি মন্দ স্বভাব ত্যাগের গুরুত্ব বিষয়ে এ অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোকপাত করা হয়েছে

পঞ্চম অধ্যায়: এ অধ্যায়টি আল কুর'আনের আলোকে নৈতিক মূল্যবোধ ও বর্ণিত দুর্নীতি পরিচয় শিরোনামে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ অধ্যায়টির প্রথম পর্যায়ে নৈতিকতার পরিচিতি তুলে ধরে নৈতিকতার আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা, আল কুর'আনে নৈতিকতার গুরুত্ব, ইসলামি নৈতিকতার লক্ষ্য এবং ইসলামি নৈতিকতার বিভিন্ন স্তর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অতপর নৈতিক মূল্যবোধের তাৎপর্য ও পরিধি বিষয়ক আলোচনা করে এর বিভিন্ন স্তর ও ধারাবাহিক অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া মানব সমাজে নৈতিকতার প্রভাব বিষয়ক আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করে নৈতিকতার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক সুস্থ্যতা অর্জন, পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা, সৎ ও দক্ষ নাগরিক তৈরি, উন্নয়ন ও উৎপাদনে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি, জাগতিক কল্যাণ অর্জন, পৃথিবী ও পরকালে জবাবদিহিতার অনুভূতি এবং আত্মার শান্তি ও পরকালীন মুক্তি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সর্বশেষ অংশে আল কুর'আনে বর্ণিত দুর্নীতির সংজ্ঞা ও পরিচিতি এবং আল কুর'আনের আলোকে দুর্নীতির পরিচয়, দুর্নীতির উৎস, প্রধান কারণসমূহ এর ব্যাপকতা ও সর্বগ্রাসি কুফল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: এ অধ্যায়টি আল কুর'আনে উল্লিখিত কতিপয় দুর্নীতি ও প্রতিরোধের উপায় শিরোনামে উপস্থাপন করা হয়েছে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌র সাথে শির্‌ক করা, ফরজ 'ইবাদাত পরিত্যাগ, ও'য়াদা ভঙ্গ করা, প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি, যাদুটোনা ও হিংসা-বিদ্বেষ, আত্মিয়-স্বজনদের পরিত্যাগ, দুর্বলের সম্পদ আত্মসাৎ ও জুল্‌ম, চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাই এবং অন্যের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান ও প্রকাশ ইত্যাদি বিষয়গুলোর চরম ক্ষতি গুরুত্বের সাথে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অতপর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের দুর্নীতি বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণকে ধোঁকা দেয়া, আল্লাহ্‌র বিধান মোতাবেক ফায়সালা না করা, উৎকোচ গ্রহণ ও ন্যায় বিচার না করা, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সম্পত্তির অপব্যবহার, মুসলিমগণের মধ্যে সালাত ও যাকাত প্রতিষ্ঠা না করা, নাগরিকদের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা না করা

*Dhaka University Institutional Repository*

এবং ভিন্নমতের নাগরিকদের উপর নির্যাতন করার অপরাধ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে আরো যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণা উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা হচ্ছে, নাগরিক পর্যায়ে দুর্নীতি।

এছাড়াও এ অধ্যায়ে আল কুর'আনের আলোকে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও প্রতিকারের বিভিন্ন উপায় সংক্রান্ত বিষয় যুক্তি ও প্রমাণসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি ইসলামি শিক্ষা ও আদর্শের পূর্ণ বাস্তবায়ন, সর্বস্তরে চরিত্রবান ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, মৌলিক সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রের সকল স্তরে সচেতনতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, গণসচেতনতা ও গণপ্রতিরোধ সৃষ্টি এবং ইসলামি 'আইন ও দণ্ডবিধির প্রয়োগ এ সমস্ত বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষে আলোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়: এ অধ্যায়ে অভিসন্দর্ভের মূল বিষয়টি ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ শিরোনামে সাজানো হয়েছে। এ টি অভিসন্দর্ভের সপ্তম এবং শেষ অধ্যায়। এখানে বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত প্রেক্ষাপট তথ্য উপাত্তসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিত ও ধর্মীয় অবস্থা তুলে ধরে সেগুলোর বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে প্রাসঙ্গিকভাবে বাংলাদেশের পরিচয়, বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয়গুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে এবং বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, সরকারি মাদ্রাসা শিক্ষা, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামি শিক্ষা, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য সরকারি পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে বেসরকারি মাদ্রাসা শিক্ষা ও ইসলামিক স্কুলসমূহ, ইমাম ও 'আলিমগণের নানামুখি পদক্ষেপ, ইসলামি সাহিত্য ও সংস্কৃতিক সংগঠনসমূহের অবদান, ইসলামি দাও'য়াহ্ সংগঠনসমূহের ভূমিকা এবং ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী মিডিয়াসমূহের অবদান বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, ভাষা ও সংস্কৃতি, শিক্ষা ব্যবস্থা, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, আন্তধর্মীয় সম্পর্ক ও ইসলাম প্রচার বিষয়ক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়সমূহ ব্যাপক মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করে কতিপয় করণীয় বিষয় নির্ণয় করে কতিপয় সুপারিশ তৈরি করা হয়েছে।

সর্বশেষ আল কুর'আনের আলোকে শিক্ষা সংস্কার, সামাজিক সংস্কার, ব্যবসায় ও অর্থনৈতিক সংস্কার, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংস্কার বিষয়ে আলোকপাত করে গবেষকের প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের সর্বশেষ অনুচ্ছেদে দীর্ঘ গবেষণার অভিজ্ঞতা ও অর্জিত জ্ঞান বাংলাদেশের বাস্তবতার আলোকে বিশ্লেষণ করে এর সারনির্যাস উপস্থাপন করা হয়েছে।

উপসংহারে সমাজের সকল পর্যায়ে আল কুর'আনের বিধি-বিধান প্রবর্তন করে এ অঞ্চলে মানুষের মধ্যে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সামনে রেখে যে অনুভূতি থেকে অভিসন্দর্ভটি প্রণয়ন করা হয়েছে তার সার নির্যাস তুলে ধরা হয়েছে। যেন আল্লাহ্র খিলাফাত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধশালী, সুখী ও নিরাপদ বাংলাদেশ গঠন করা সম্ভব হয়।

গবেষক

*Dhaka University Institutional Repository*

# প্রথম অধ্যায়

## গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা

### ১.১ গবেষণা প্রস্তাবনা (Research Introduction)

আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থ আল কুর'আন বিশ্ব মানবতার জন্য সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। এটি মানবজাতির জন্য চিরন্তন, শ্বাশত ও সর্বজনীন একটি জীবন বিধান। মানুষের কল্যাণে মহান আল্লাহ্ আল কুর'আন আলো স্বরূপ পাঠিয়েছেন। ব্যক্তি জীবন থেকে সামাজিক জীবন, অর্থনীতি, রাজনীতি, পরিবার, রাষ্ট্র, দর্শন এবং ব্যবহারিক জীবন, সকল বিষয়েই আল কুর'আন মানবজাতিকে পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনা দিয়েছে। এক কথায় মানব জীবনের সকল দিকেই কুর'আনের আলো বিচ্ছুরিত। আল কুর'আন সঠিক, সুষ্ঠু, ভারসাম্যপূর্ণ ও যথাযথ দিক নির্দেশনা দিয়েছে। মানুষের উভয় জগতের সফলতা ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে আল কুর'আনের পূর্ণ অনুসরণের উপর। আল কুর'আন অনুগত ও অনুসন্ধানি আত্মার পূর্ণাঙ্গ পথ প্রদর্শক। এ কুর'আন তার ধারক, বাহক ও অনুসারীদেরকে পৃথিবীতে সমৃদ্ধি এবং মুক্তির পথ রচনায় সার্বিক সাহায্য করে। কিয়ামত দিবসের মহা বিপদকালে মুক্তির মাধ্যম হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে সুপারিশ করবে।

আল কুর'আন প্রদর্শিত নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে পরিচালিত জীবনই শ্রেষ্ঠ জীবন। এখানে অসুন্দরের কোনো স্থান নেই, নেই সন্দেহের কোনো অবকাশ। একমাত্র কুর'আনের পথ ধরেই মানুষ কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। কুর'আন অনুযায়ী  জীবন যাপন করতে পারলেই মানব জীবন পরিণত হবে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত জীবনে। আর তখনই মানুষ ফিরিশতার চেয়েও অধিক মর্যাদাসম্পন্ন হতে সক্ষম হবে। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) ও মনীষীদের  জীবনে এর সফল ও বাস্তব প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়।

আল কুর'আন  আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর উপর অবতীর্ণ সত্য ও সঠিক এবং পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা।[১] মানুষ যখন স্রষ্টাকে ভুলে অপরাধ, অন্যায়, অবিচার, যুল্ম, নির্যাতন, নিপীড়ন, দুর্নীতি, মদ, জুয়া ও রক্তপাত ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক অপকর্মে লিপ্ত হয়ে পৃথিবীকে জাহেলিয়ার অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছিল,[২] তখনই এ বিপথগামী মানবকূলের আত্মশুদ্ধি, পবিত্রতা, শান্তি-শৃঙ্খলা, অগ্রগতি আর উন্নতির জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আল কুর'আন এবং এর প্রশিক্ষক হিসেবে তাঁর রাসূলুল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে পাঠিয়েছেন। তিনি আল্লাহ্র মনোনীত আল কুর'আনের প্রশিক্ষক হিসেবে মানুষকে এবং মানব সমাজকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে তুলেছিলেন। হযরত ইব্রাহিম ('আ.)[৩] এর প্রার্থনার ভাষায় পবিত্র কুর'আনে বর্ণিত হচ্ছে, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি তাদের জন্য তাদেরই মধ্য হতে এমন একজনকে প্রেরণ করুন, যিনি তাদের সামনে আপনার আয়াত

১ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমেদ, Zvdmxi dx wh jwjj †KviAvb, ঢাকাঃ আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, বাংলাদেশ সেন্টার, ২০০৭ খ্রি., খ. ৫, পৃ. ৩৯

২ জাহেলিয়া, জাহেলুন, জুহ্লুন, জাহ্লাতুন- অর্থ হচ্ছে, মূর্খ, নির্বোধ, অজ্ঞ, দুর্ব্যবহার, মূর্খতা ও অজ্ঞতা, ইসলামপূর্ব 'আরব যুগ। দ্র. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, Aviex-evsjv Awfavb (ঢাকা : ইফাবা, ১ম প্রকাশ, ২০০৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৭০৮

৩ হযরত ইব্রাহিম ('আ.) আল্লাহ্ তা'আলার অত্যন্ত প্রিয়, উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ও দৃঢ়চিত্ত রাসূল। ইয়াহুদি, খ্রিষ্টান ও মুসলিমগণ সকলেই তাঁর রিসালাতে বিশ্বাস করেন এবং তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। তাঁর বংশধরগণের মধ্য হতে অনেক নাবি ও রাসূলের আবির্ভাব ঘটেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও কুরাইশগণ হযরত ইব্রাহিমের বংশধর। কুরাইশগণ যখন হযরত ইব্রাহিম ('আ.) এর শিক্ষাকে পরিবর্তন করে শির্ক, নানা প্রকার কুসংস্কার ও বিদ'আতে লিপ্ত হয়, তাদের হেদায়াতের জন্য ইব্রাহিমের শিক্ষা ও আদর্শের প্রকৃত অনুসারী ও পূর্ণতাদানকারী হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেন এবং ঘোষণা করেন যে, যদি তোমরা প্রকৃতই ইব্রাহিমের অনুসারী হতে চাও, তবে এ নাবির উপর বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তাকে অনুসরণ কর। দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjvgx wek‡Kvl (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ৫৪৯

*Dhaka University Institutional Repository*

তিলাওয়াত করবে, আপনার কিতাব (আল কুর'আন) ও হিকমাহ্ তাদেরকে শিক্ষা দিবে আর তাদেরকে পবিত্র করবে, নিশ্চয়ই আপনি মহাপরাক্রমশালী ও মহাপ্রজ্ঞাময়।[৪]

মোটকথা, মানুষের আত্মিক পবিত্রতা, নৈতিক উন্নতি এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এ কুর'আন পথনির্দেশ হিসেবে অবতীর্ণ করেছেন। 'এটি সে কিতাব যাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই এবং এটি আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্য পথপ্রদর্শক।'[৫] অতঃপর 'আরবের ধ্বংসের অতলগহীনে নিমজ্জিত জাহেলি সমাজকে মাত্র তেইশ বছরের সংশোধন ও সংস্কার কর্মসূচির মাধ্যমে এ কুর'আন স্বীয় প্রভাব আর অলৌকিকত্বের দ্বারা পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করেছে।[৬]

আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এর সর্বজনীন ও সর্বকালীন পরিপূর্ণতা সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে, 'আজ আমি তোমাদের জীবন ব্যবস্থাকে (ইসলাম) পূর্ণতাদান করলাম (এ কুর'আনের মাধ্যমে), আর তোমাদের প্রতি আমার করুণা পূর্ণ করলাম (আল কুর'আন), আর দ্বিন তথা জীবনব্যবস্থা হিসেবে কেবল এ ইসলামকে (প্রতিষ্ঠিত খিলাফাত ব্যবস্থাকে) চূড়ান্তভাবে মনোনীত করলাম।'[৭] হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইসলামের দা'ওয়াহ্[৮] সম্প্রসারণের জন্য মানুষের চিন্তা প্রসূত ভৌগোলিক বা ভাষাগত 'আরব জাতীয়তাবাদ,[৯] বিত্তহীনদের অর্থনৈতিক মুক্তি অথবা সংস্কারবাদী আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ না করে আল্লাহ্‌র নির্দেশে কেবল কুর'আন প্রচার ও বাস্তবায়নের কার্যক্রম শুরু করেন। রাসূলের আহ্বানে কুর'আনের শিক্ষা যারাই গ্রহণ করেছেন, তাদের হৃদয় কুসংস্কার ও গোঁড়ামী থেকে মুক্তি পেয়েছে এবং সত্যের চিরন্তন আলো তাদের হৃদয়কে আলোকিত করেছে। এ কুর'আনের বদৌলতেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং তাঁর সাহাবাগণ দুর্নীতি, অন্যায় ও অত্যাচারে জর্জরিত 'আরব জাহেলি সমাজ ব্যবস্থার

---

৪ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلعَزِيزُ ٱلحَكِيمُ দ্র. আল কুর'আন, ০১ : ১২৯

৫ ذالِكَ ٱلْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ দ্র. আল কুর'আন, ০২ :০১

৬ وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ 'এখন পৃথিবীর সর্বোত্তম দল তোমরা, যাদেরকে মানুষের পথ প্রদর্শন ও সংস্কার বিধানের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ কর, অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদের বিরত রাখ এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রক্ষা করে চল।' দ্র. আল কুর'আন, ০৩: ১০৪

৭ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلإِسْلاَمَ دِيناً দ্র. আল কুর'আন, ০৫: ০৩

৮ দা'ওয়াহ্, দা'আও, দা'আ- অর্থ হচ্ছে, আহবান করা, অনুরোধ করা, সম্বোধন করা, ডাকা বা ডাক দেয়া। দ্র. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, AvaïbK Aviex-evsjv Awfavb (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৩৯১; গবেষণা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত, Aviex-evsjv Awfavb (ঢাকা: ইফাবা, ১ম সংস্করণ, ২০০৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৯৫৭; ٱدْعُ إِلِىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ 'হে নাবি (সা.) আপনার রবের দিকে দা'ওয়াত দিন (আহ্বান করুন) হিকমাহ্ ও উত্তম কথার মাধ্যমে। আর লোকদের মাঝে পরস্পর বিতর্ক করুন উত্তম পন্থায়। আপনার রবই অধিক অবগত আছেন কে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে, আর কে সঠিক পথে আছে।' দ্র. আল কুর'আন, ১৬ : ১২৫

৯ জাতীয়তাবাদ সাধারণত ভাষা, অঞ্চল, বর্ণ ও গোত্র কেন্দ্রিক উন্নয়ন চিন্তা, নিরাপত্তা এবং শক্তিমত্তা অর্জনের সম্মিলিত স্বার্থকে ঘিরে গড়ে উঠে। আধুনিক কালে অবশ্য বিভিন্ন রাষ্ট্রকেন্দ্রিক স্বার্থ চিন্তাও জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রধান উপাদান। জাতীয়তাবাদ বলতে বুঝায় বিশেষ ভাষা, অঞ্চল ও গোষ্ঠির লোকদের পারস্পরিক সম্পর্ক, উন্নয়ন চিন্তা, সম্মিলিত শক্তি এবং তা অর্জন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে অন্যদেরকে নিজেদের থেকে আলাদা মনে করা। 'একটি বিশেষ গোষ্ঠির লোকেরা নিজেদের সম্মিলিত স্বার্থ ও কল্যাণে কাজ করবে এবং নিজেদের সামগ্রিক প্রয়োজনে একটি 'জাতি' হিসেবে বসবাস করবে এটি স্বাভবিক। কিন্তু তাদের ভিতরে যখন জাতীয়তার উদ্ভব ঘটে তখন অনিবার্যভাবে তাতে গোত্র প্রীতির বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়। এমন একটি জাতি আপন ও পরের বাছ বিচার করবেই এবং অন্যের তুলনায় আপন লোকদেরকে প্রাধান্য দিবেই। জাতিগত স্বার্থ ও কল্যাণের বিষয়ে যখন বিরোধ দেখা দিবে তখন সে নিজের বা নিজ জাতির স্বার্থকে সংরক্ষণ করবে এবং অপরের স্বার্থকে অগ্রাহ্য করবে। এটিই হচ্ছে জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতা ও সবচেয়ে ভয়ানক কুফল। এ কারণেই ইসলামের দৃষ্টিতে জাতীয়তাবাদ কোন উদার ও বিশ্বজনীন মতবাদ নয়।' দ্র. আব্দুস শহীদ নাসিম ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, Bmjvgx ivó I msweavb (ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ২য় মুদ্রণ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১৪০

বিরুদ্ধে আপোষহীন ভূমিকা রেখেছেন। সীমাহীন ত্যাগের বিনিময়ে তারা আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের[১০] ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করে মানবতা ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর উম্মত হিসেবে সর্বকালের ঈমানদারগণকে কেবল এ নীতি ও আদর্শই অনুসরণ করতে হবে। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের উপর মৌলিকভাবে শুধু আল কুর'আনের অনুসরণ ও রিসালাতের আনুগত্য করা অপরিহার্য করেছেন।

বাস্তবজীবনে আল কুর'আন অনুসরণ না করার ফলে সারা বিশ্বের মতো প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলিমগণও আজ চরম অরাজকতা, অশান্তি, অশ্বস্তি আর অবক্ষয়ের মধ্যে পতিত হয়েছে। সুদ, ঘুষ, ওজনে কম দেয়া, পণ্যে ভেজাল দেয়া, ধোঁকা দেয়া, প্রতারণা, জালিয়াতি, যুল্ম, অত্যাচার, ব্যভিচার, বেহায়াপনা, হত্যা, সন্ত্রাস ও দুর্নীতি এখানকার সাধারণ মানুষের জীবন প্রায় বিপন্ন করে তুলেছে। ফলে সামগ্রিকভাবে দেশটি আজ বাস্তবতার তুলনায় অনগ্রসর ও অনুৎপাদনশীল দেশে পরিণত হয়েছে।[১১]

এ অনগ্রসরতা ও অশান্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দেশের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নতুন নতুন কলাকৌশল ও 'আইন-কানুন সবই তৈরি হচ্ছে কিন্তু কোনোটিই পুরোপুরি কাজে আসছে না, বরং সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় আর অস্থিরতা বেড়েই চলছে। দেশটি আন্তজার্তিক রিপোর্ট অনুযায়ী পরপর কয়েকবার দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন পর্যন্ত হয়েছে।[১২] আর এ চরম অবস্থা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক মানবকূলের কল্যাণে প্রদত্ত, চূড়ান্ত জীবনব্যবস্থা সম্বলিত গ্রন্থ আল কুর'আন বিস্মৃত হওয়ার অনিবার্য পরিণতি।

মহান আল্লাহ্র ঘোষণা, 'যারা আল্লাহ্র দেয়া বিধি-বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না, তারা সত্য অস্বীকারকারী (কাফির)।'[১৩] অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, 'তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশ মানবে আর কিছু অংশ মানবে না?'[১৪] এমতাবস্থায় বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারী ও একমাত্র সঠিক জীবন পদ্ধতি আল কুর'আনের দিকেই আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে। কারণ এ কুর'আনই পারে আমাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে, নৈতিক মূল্যবোধকে শক্তিশালী করতে, সমাজে ন্যায়-নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে এবং আল্লাহ্র বান্দাদের শান্তি ও মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে।

বাতিল 'আকিদার মূলোৎপাটন ও ভ্রান্ত মতবাদের মূলোচ্ছেদ করে আল কুর'আন যখন মানুষের অন্তরে আলোর দিশা দিয়েছিল, তখন তাদের হৃদয় কুসংস্কার ও গোঁড়ামী থেকে মুক্তি পেয়েছিল এবং

---

১০ সার্বভৌমত্ব বলতে সাধারণত সর্বময় ক্ষমতার একক বা মূল উৎসকে বুঝায়। কতিপয় মানুষ স্বীকার করুক বা না করুক এ অর্থে আল্লাহ্ তা'আলাই সার্বভৌমত্বের একমাত্র উৎস। 'রাষ্ট্রব্যবস্থায় আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব বলতে বুঝায়, রাষ্ট্রীয়ভাবে আল্লাহ্ তা'আলার রাজনৈতিক ও 'আইনগত সার্বভৌমত্ব বা সর্বময় ক্ষমতাকে স্বীকার করে নেয়া এবং অকাট্য বাক্যে একথা রাষ্ট্রীয় সংবিধান তথা রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিমালায় ঘোষণা করা য়ে, এ রাষ্ট্র আল্লাহ্র অনুগত এবং তাঁকে সর্বোচ্চ ও সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী স্বীকার করে। তিনি রাব্বুন নাস অর্থাৎ মানুষের প্রভু। তিনি ইলাহুন নাস অর্থাৎ মানুষের উপাস্য এবং মালেকুন নাস বা মানুষের শাসক। এটি রাষ্ট্রব্যবস্থায় ইসলামি বিশ্বাস ও নীতিমালার প্রাথমিক এবং মৌলিক বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত।' দ্র. আবদুস শহীদ নাসিম ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, Bmjvgx ivó I msweavb, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪

১১ এ বি এম বাহাউদ্দিন, ''bxwZi ÿwZ© দৈনিক ইনকিলাব, ৯ অক্টোবর'২০১৫ খ্রি. দ্র. https://www.m.ntvbd.com, visited on, 14/09/2015

১২ নূরুল ইসলাম সম্পাদিত, 'Bmjv‡gi 'wó‡Z 'bxwZ cwZ‡iva© (ঢাকা: মাসিক পৃথিবী, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, মার্চ' ২০০৭ খ্রি.) বর্ষ ২৬, সংখ্যা- ৫, পৃ. ১২৬; Transparency International এর রিপোর্ট মোতাবেক '২০০১-২০০৫ সালে বাংলাদেশ দুর্নীতিতে ১৮৩টি দেশের মধ্যে তালিকার শীর্ষতম হয়। ২০০৬ সালে তৃতীয়, ২০০৭ সালে সপ্তম, ২০০৮ সালে ১০ম, ২০০৯ সালে ১৩ তম, ২০১২ সালে ১২ তম, ২০১৩ সালে ১৩ তম। মোট ১৮৩ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ নীচ থেকে ১২০ তম। কম দুর্নীতিগ্রস্থ দেশের শীর্ষে রয়েছে নিউজিল্যান্ড।' দ্র. মতিউর রহমান সম্পাদিত, ˆ'wbK c_g Av‡jv (ঢাকা: ৩১ আগষ্ট ২০১৩ খ্রি.), https://www.doinikprothomalo.com, visited on, 15/09/2015

১৩ مَن لَمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ দ্র. আল কুর'আন, ০৫: ৪৪

১৪ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَـٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ দ্র. আল কুর' আন, ০২: ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

সত্যের চিরন্তন আলো তাদের হৃদয়ে জ্বলে উঠেছিল। তখন থেকেই মানুষ অনুধাবন করলো মনুষত্ব সম্পর্কে, জানতে সক্ষম হলো তার প্রকৃত মর্যাদা ও কর্তব্য বিষয়ে। কালের বিবর্তনে আবার যখন মানুষ কুর'আনকে ভুলতে বসেছে, কুর'আন বিস্মৃত জীবনযাপন শুরু করেছে, তখন থেকে আবার শুরু হয়েছে শুন্যতা ও বিশৃঙ্খলা। ফলে অরাজকতা আর অশান্তির বেড়াজালে মানবসমাজ আজ দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

অন্ধকার যুগের মতো আবার পাশবিকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। আল কুর'আন অনুসৃত জীবন থেকে বিমুখ হয়ে শান্তির জন্য রচিত হাজারো 'আইন ও মতবাদ শুধু বিফলই প্রমাণিত হচ্ছে না, বরং জীবনের সর্বক্ষেত্রে আরো দুর্ভোগ ও অশান্তি বয়ে আনছে। ইসলাম বিবর্জিত তথাকথিত আধুনিকতা ও ভোগবাদ মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, 'যারা কুর'আনকে পিছনে ফেলে রাখবে, কুর'আন তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেই ছাড়বে।'[১৫] সুতরাং পৃথিবীতে মানবজাতির উন্নতি ও পরকালীন জীবনে আল্লাহ্র করুণা লাভের জন্য আমাদেরকে আল কুর'আনের আদর্শ বাস্তবায়নে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে। আল কুর'আন বিস্মৃত জাতি যেন আবার এর বিধি-বিধান অনুশীলন করে এবং তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে, সর্বোন্নত জাতি হিসেবে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে।

বাংলাদেশের পরিচয় এর ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সাধারণত বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন গবেষণা, পর্যালোচনা ও প্রকাশনা অতীতে সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়াও আত্মশুদ্ধি সম্পর্কে এবং নৈতিকতা ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে এ পর্যন্ত যদিও বিভিন্ন লেখা-লেখি ও পর্যালোচনা সম্পাদিত হয়েছে এবং সেগুলো হতে মুসলিমগণ অনেক ক্ষেত্রে উপকৃতও হচ্ছে। কিন্তু 'আল কুর'আনের আলোকে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ' শিরোনামে পুরো বিষয়টিকে একত্রিত করে কোনো মৌলিক ও পরিপূর্ণ গবেষণাকর্ম না থাকার যে শূণ্যতা ও অস্পষ্টতা রয়েছে, সেটি পূরণের জন্যই গবেষকের এ সামান্য প্রয়াস।

এমতাবস্থায় আমাদের জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির পথ দেখাতে, মানুষের আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় পবিত্র কুর'আনের সর্বজনীন ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, নীতিমালা, নসিহত ও 'আইন-কানুনসমূহ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সঠিকভাবে, বিন্যস্ত আকারে তুলে ধরার জন্য এ গবেষণাকর্ম একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মাত্র। যাতে বাংলাদেশ তথা সারাবিশ্বের মানুষ আল কুর'আনের অনুসরণে আত্মশুদ্ধি অর্জন ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি সুখী সমাজ, উন্নত জাতি ও কল্যাণরাষ্ট্র গঠনে এগিয়ে আসতে পারে আর পরকালে মহান আল্লাহ্র ক্ষমা ও করুণা লাভে ধন্য হতে পারে।

১৫ আল ইমাম মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ আল কুশাইরি, mn gmjg (বৈরুত: দার আল ফিক্র, ১৪০১ হি.), পৃ. ২৭৭

Dhaka University Institutional Repository

## ১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব (Rationality and Importance of the Research)

বাংলাদেশ[১৬] ইসলামি বিশ্ব হতে ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন একটি স্বাধীন মুসলিম[১৭] জনবহুল রাষ্ট্র। অপরদিকে এখানকার মানুষের মাতৃভাষা ও রাষ্ট্রভাষা বাংলা হওয়ার কারণে 'আরবি ভাষা নির্ভর ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান অন্বেষণ ও অর্জন সাধারণভাবে অত্যন্ত কঠিন। তদুপরি দারিদ্র, বেকারত্ব প্রাকৃতিক দূর্যোগ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও আন্তর্জাতিক বহুমুখি ষড়যন্ত্র ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা অর্জনে বড় চ্যালেঞ্জ। এছাড়া বিভিন্ন শ্রেণি স্বার্থ, পুঁজিবাদ ও ভোগবাদের দৌরাত্ম্য, ইসলাম বিদ্বেষী মিডিয়াসমূহের অব্যাহত অপপ্রচার, লক্ষ্যহীন শিক্ষাব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে ইসলাম সম্পর্কে মানুষ খুব অল্পই জানতে পারছে।

আবার আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণির একটি বড় অংশ ইসলাম সম্পর্কে যতটুকুই জানতে পারছে, তার বেশীরভাগ ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টানদের প্রভাবিত শিক্ষাব্যবস্থা থেকে জ্ঞান অর্জনের কারণে ইসলাম সম্পর্কে খণ্ডিত ধারণা নিয়ে ধোঁকায় পতিত হয়েছে। এরাই পাণ্ডিত্য প্রকাশ করে মুসলিমগণকে আরো বিভ্রান্ত করছে। এদের কেউ কেউ আন্তর্জাতিক ইসলাম বিদ্বেষী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এজেন্ট হিসেবেও ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে ইসলামি আদর্শ বিরোধী অপপ্রচার ও বিভ্রান্তি ছড়ানোর কাজে লিপ্ত রয়েছে।[১৮] অপরদিকে ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক বেশকিছু নির্মম বাস্তবতার কারণে বাংলাদেশের ইসলাম প্রচারক ও ধারক-বাহকগণের আর্থিক অসচ্ছলতা, ব্যাপক গবেষণা ও প্রচারণায় অসামর্থ এবং মত ও দৃষ্টিভঙ্গির অনৈক্য এ সংকটকে আরো ঘনিভূত করেছে।

ফলে এ দেশের সাধারণ মানুষ আজ ইসলামের বাস্তব অনুসরণ থেকে অনেকাংশে দূরে চলে গিয়েছে। তারা স্বার্থবাদীদের প্রতারণার জালে বন্দি। আর ভোগবাদী ও স্বার্থবাদীরা ব্যস্ত রয়েছেন ব্যক্তি আর গোষ্ঠিগত স্বার্থসিদ্ধির কুটকৌশল নিয়ে। অন্যায়, অবিচার, অনাচার, হত্যা, সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি ও প্রতারণাসহ বহুবিধ দুর্নীতে দেশটি বর্তমানে জর্জরিত ও ক্ষত-বিক্ষত।[১৯] অথচ সর্বজন স্বীকৃত ও

---

১৬ বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি রাষ্ট্র যার আনুষ্ঠানিক নাম গণপ্রজাতন্ত্রি বাংলাদেশ। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনাবসানে ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান নামে যে দেশটি সৃষ্টি হয়েছিল, এর পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ পূর্ব পাকিস্তান শোষণ, বৈষম্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ, বাংলাদেশ নামে আত্মপ্রকাশ ঘটে। দ্র. ড. সিরাজুল হক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, Bmjvgx wek‡Kvl (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭ খ্রি.), খ. ২৬, পৃ. ৪৮১, ৫৪২ ও ৬৬৫

১৭ مْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أُنزِلِ بِعِلْمِ اللّهِ وَأَن لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ 'তারা যদি আপনার আহবানে এগিয়ে না আসে এটি তো আল্লাহ্‌র জ্ঞানের ভিত্তিতে অবতীর্ণ করা হয়েছে, আর তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। সুতরাং তোমরা কি মুসলিম হবে?' দ্র. আল কুর'আন, ১১: ১৪; পবিত্র ধর্ম ও জীবনব্যবস্থা 'ইসলামের' অনুসারীগণকে মুসলিম বলা হয়। মুসলিম বলতে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অনুগত হয়, আল্লাহ্‌কে নিজের মালিক, প্রভু ও মা'বুদ হিসেবে মেনে নেয়, নিজেকে পুরোপুরি আল্লাহ্‌র হাতে সমর্পণ করে দেয় এবং পৃথিবীতে আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করে সে ই মুসলিম। এ 'আকিদা বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতির নাম 'ইসলাম'। দ্র. আব্দুল মান্নান তালিব অনূদিত ও আব্বাস আলী খান সম্পাদিত, Zvdnxgj KiAvb (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯ সংস্করণ, ২০০৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১১৯

১৮ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মদদপুষ্ট কিছুলোক ইউরোপিয় দৃষ্টিভঙ্গিতে নিজ জাতি, ধর্ম এবং সংস্কৃতিকে বিচার করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। ইয়াহুদি পণ্ডিতেরা যেমন ইসলামকে একটি বর্বর, অসভ্য, জঙ্গি, মধ্যযোগীয় ও অকার্যকর ধর্ম হিসেবে প্রচার করতে সর্বশক্তি ব্যয় করছে, কিছু বিকৃত মস্তিস্ক অর্থলোভী বুদ্ধিজীবিরা শুধু সে সমস্তই আত্মস্থ করে বার বার উদগীরণ করে বেড়াচ্ছে। সামান্য কিছু ব্যক্তিগত বা শ্রেণিস্বার্থের জন্য সাধারণ জনগণ ও স্বল্প শিক্ষিত মুসলিমগণকে তারা অব্যাহতভাবে বিভ্রান্ত করছে। দ্র. আব্দুল মান্নান তালিব সম্পাদিত, ¯vaxbZvi Rb¨ mwnZ¨ (ঢাকা: বাংলা সাহিত্য পরিষদ, মার্চ ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৩৮৭; অথচ এমনই দুর্ভাগা তারা, তাদের অনেকেই মুসলিম পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও আল কুর'আনের প্রথম সুরা আল ফাতেহার অনুবাদটিও পড়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করেনি।

১৯ এ প্রসঙ্গে টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট হচ্ছে, `Corruption in Bangladesh has been a continuing problem with the country being ranked as the most corrupt country for the yer 2005 in the list published by Transparency international. The country`s ranking of the same list for the year`s 2011 and 2012 is 120 respectively.' CF. Corruption perceptions index (2011), Transparency international, 8 january 2017.

প্রমাণিত ঐতিহাসিক সত্য হলো আল কুর'আনের অনুসারি কোন জাতি, গোষ্ঠি বা রাষ্ট্র কোনভাবেই এমন সংকটে পতিত হতে পারেনা।

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল মানবতার মুক্তি। সামাজিক সাম্য ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্র গঠনের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে স্বীকৃত এবং কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় রয়েছে সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও জাতীয় ঐক্যমত্য।'[২০] এ ছাড়াও মুসলিম হিসেবে আমরা এক আল্লাহ্‌র দাস এবং আল কুর'আনের অনুসারী। সকল মুসলিম একমাত্র রাসূলুল্লাহ্‌ মুহাম্মদ (সা.) এর উম্মত। সকলে ক্বা'বামূখী হয়ে আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত করি, একই পদ্ধতিতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি, রোজা, হাজ্ব ও যাকাত ব্যবস্থায় একই শারি'আহ্‌ অনুসরণ করা সত্ত্বেও কেবল সঠিক জ্ঞান চর্চা, সর্বস্তরে সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা আর সম্মিলিত প্রচেষ্টার অভাবে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞতাই সামগ্রিক সাফল্য অর্জনে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ সমস্ত অন্তরায় দূর করে অবশ্যই আত্মগঠন, সমাজগঠন এবং রাষ্ট্রগঠনে একযোগে কাজ করার জন্য প্রয়োজন সর্বস্তরে সচেতনতা, পরিপূর্ণ ও সচ্ছজ্ঞান এবং আন্তরিক সদিচ্ছা। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় পূর্বে বাংলাদেশে অনেক সংস্কার প্রচেষ্টা উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও শুধুমাত্র আল কুর'আনের আলোকে গ্রহণ না করার কারণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছে। আবার কখনো বিচ্ছিন্নভাবে ইসলামের কিছু অংশ গ্রহণ করার কারণে ব্যাপক ফলাফল অর্জনে সক্ষম হয়নি বরং অনেক ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা ও বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

আত্মশুদ্ধি অর্জনে বাংলাদেশের 'আলিমগণ ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনেক লেখা-লেখি ও পুস্তক প্রণয়ন যেমনি করেছেন, তেমনি বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু কর্মসূচিও বাস্তবায়ন করে চলেছেন। অপরদিকে আত্মশুদ্ধির নামে তথাকথিত পির, ফকির, খাজা বাবা, দয়াল বাবা, মুর্শিদ কেবলা ও তাদের ভণ্ডামি আর প্রতারকদের প্রতারণার জালও দিন দিন কেবল বিস্তৃতই হচ্ছে। এটি রোধ করে মুক্তিকামি মানুষের বিভ্রান্তি দূর করার সমন্বিত কোন প্রচেষ্টাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে না বরং বিত্তবান ও প্রভাবশালীগণ নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অজ্ঞতা, অপসংস্কৃতি, অশ্লীলতা এবং বিভ্রান্তিকেই যুগযুগ ধরে পৃষ্ঠপোষকতা করছে। মানুষের সচ্চরিত্র গঠন ও নৈতিকতা সৃষ্টির প্রয়াস যৎসামান্য কর্মসূচির মাধ্যমে চালানো হচ্ছে কিন্তু এটিও বাস্তবতার তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল এবং ইসলামের দৃষ্টিতে নিতান্তই খণ্ডিত কর্মসূচি হওয়ায় কারণে কাঙ্খিত সুফল পাওয়া যাচ্ছেনা।

ফলে দেশের সাধারণ মুসলিমগণ আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হয়ে স্বার্থান্বেষি, লোভি ও ভণ্ড প্রতারকদের খপ্পরে পড়ে ঈমান[২১] 'আকিদা ও ধন-সম্পদ হারাচ্ছেন। অপরদিকে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি, দুর্নীতি রোধ, জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির মিথ্যা শ্লোগানে তথাকথিত

---

২০ 'আমাদের রাষ্ট্র গঠনের মূল লক্ষ্য হইবে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার।' দ্র. আইন বিচার ও সংসদ বিয়ক মন্ত্রণায়, MYcRvZš¿ evsjv‡`‡ki msweavb (ঢাকাঃ ৩১ মে ২০০০ খ্রি.), প্রস্তাবনা অংশ, পৃ. ১; দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে, 'সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার। সকল কার্যাবলীর ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস।' দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

২১ 'আরবি শব্দমূল আলিফ লাম মিম থেকে আম্‌ন ও আমানা শব্দদ্বয় উৎপন্ন হয়েছে। অর্থ দৃঢ় বিশ্বাস(আল্লাহ্‌র উপর)। আম্‌ন হল খাওফ বা ভীতির বিপরীত। আর আমানাহ বা বিশ্বস্ততা হল খিয়ানাহ্‌ বা অসাধুতার বিপরীত। আম্‌ন শব্দমূলের চতূর্থ গঠনরূপ(বাব ইফ'আল) এর ক্রিয়ামূল হিসেবে ঈমান শব্দ দ্বারা নিরাপত্তা বিধান করা কিংবা কোন ব্যক্তি বা বস্তুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা এ দ্বৈত অর্থ বুঝায়। আবার ঈমান অর্থ তানিনাতুন নাফ্‌স বা অন্তরের প্রশান্তি এবং যাওয়ালুল খাওফ বা ভীতির অবসান বুঝায়। 'আন্তরিক বিশ্বাসের সহিত কোন ব্যক্তির সত্যের (আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব) স্বীকৃতি প্রদান এবং আনুগত্য প্রকাশকে ঈমান বলে।' দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjvgx wek¦‡Kvl, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৭২৯; 'তিনটি প্রধান বিষয়ের সমন্বয়ে মূলত ঈমান তা হলো, আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস (তাসদিক বিল কাল্‌ব), মৌখিক স্বীকারোক্তি(ইকরার বিল লিসান) এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা বিধিবদ্ধ কার্যাদি সম্পাদন ('আমাল বিল আরকান)' দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩০

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতিবিদ, প্রতিষ্ঠিত শক্তি, সমাজপতি ও আন্তর্জাতিক বুর্জোয়াশ্রেণি কর্তৃক প্রতারিত হয়ে মুসলিমগণ তাদের নিজস্ব স্বকিয়তা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, উন্নয়ন ও ঐতিহ্য হারিয়ে বিশ্বব্যাপী লাঞ্চিত এবং অপমানিত হয়ে একটি রং বর্ণহীন অনুন্নত এবং হতাশ জাতিতে পরিণত হয়েছে।

এ পরিস্থিতিতে মুসলিমগণ বেশীরভাগ ক্ষেত্রে নিজস্ব বোধশক্তিও আজ হারাতে বসেছেন। উদাসীনতা ও অলসতার চরম পরিণতিতে বিভ্রান্ত হয়ে তারা আজ পরম বন্ধুকে চরম শত্রু জ্ঞান করছেন আর চির শত্রুকে বানিয়েছেন বন্ধু। সর্বোপরি তারা আজ বঞ্চিত হচ্ছেন আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা ও ইসলামি কল্যাণ রাষ্ট্রের পাশাপাশি উন্নত সমাজের সুবিধা থেকে এবং আল্লাহ্ তা'আলার সন্তোষ্টি অর্জন থেকে। এক কথায় আশরাফুল মাখলুকাত পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ এবং মৃত্যুর পর আল্লাহ্র করুণা ও জান্নাত লাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

এমতাবস্থায় বাংলাদেশের সাধারণ মুসলিমগণের মধ্যে আত্মশুদ্ধি সম্পর্কে আল কুর'আনের আলোকে নিশ্চিত জ্ঞান এবং পরিপূর্ণ শিক্ষা লাভ যেমনি অপরিহার্য তেমনি পাঠক ও গবেষকদের জন্য বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা ও অধ্যয়নের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে কিছু লেখা-লেখি ও বই-পুস্তক প্রণয়ন করা হলেও সমন্বিত প্রচেষ্টা ও গবেষণার অভাব স্পষ্ট লক্ষ্যণীয় হওয়ার কারণে এ বিষয়ে গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব অত্যধিক। আর এ প্রচেষ্টাকে বাস্তবে রূপদানের জন্য গবেষণার বিষয়টিকে 'আল কুর'আনের আলোকে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ' শিরোনামে সাজানো হয়েছে।

## ১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য (Purpose of the Research)

বিদ্যমান জ্ঞানের ভিত্তিতে চিন্তা ও বিশ্লেষণ করে নতুন জ্ঞান সৃষ্টিই হচ্ছে সাধারণত গবেষণার উদ্দেশ্য। যে কোন মৌলিক গবেষণার প্রধান লক্ষ্য হলো এমন লুকায়িত সত্যের আবিষ্কার যা এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি।[২২] জ্ঞানের নতুন দিগন্ত উম্মোচিত করাই গবেষণার উদ্দেশ্য। গবেষণা নতুন নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করে। অজানাকে জানা এবং অচেনাকে চেনার জন্য যে যৌক্তিক ও নিয়মতান্ত্রিক অন্বেষা, তাই গবেষণা। কোন সমস্যা সমাধানের যৌক্তিক ও সহজতম পথ এবং পন্থা আবিস্কারই হচ্ছে গবেষণার উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশের জন্মসূত্রে মুসলিম প্রায় নব্বই ভাগ মানুষ আল কুর'আনে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও যে বিশেষ কারণ ও প্রেক্ষাপটে নৈতকিভাবে ক্রমাবনতির শিকার সেগুলো অন্বেষণ করা। চিন্তাগত পরিশুদ্ধি অর্জন ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় অগ্রগতির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা এবং এ ক্ষেত্রে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা। সমাজ ও রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নেয়ার জন্য আল কুর'আনের আলোকে সমাজ গঠন করে সত্যিকার অর্থে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলে বিশ্ববাসির নিকট অনুস্মরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করা এবং পরকালে আল্লাহ্র করুণায় জান্নাতবাসি হওয়ার প্রচেষ্টা এ বিষয়গুলোই অত্র গবেষণা কর্মের উদ্দেশ্য। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হচ্ছে:

- আল কুর'আনের পূর্ণ পরিচয় তুলে ধরে এটি অবতীর্ণের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা।
- আল কুর'আনের মূল বক্তব্য, কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়, প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুসমূহ ও এর সত্যতা এবং শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ উপস্থাপন করা।

---

২২ আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুস, K¨wiqvi MVb I ' ÿZv Dbqb (ঢাকা: সবুজপত্র প্রকাশনি, ৫ম সংস্করণ, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ২৫৯; দ্র. মোঃ শাহজাহান তপন, w_wmm I GmvBb‡g›U wjLb c×wZ I †KŠkj (ঢাকা: প্রতিভা প্রকাশনি, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল'১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ১৩

*Dhaka University Institutional Repository*

- মানুষের প্রকৃত পরিচয়, মানব সৃষ্টির কারণ ও উদ্দেশ্য[২৩] সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করে মানুষকে চূড়ান্ত জীবনোদ্দেশ্যের প্রতি মনোযোগী হতে উদ্বুদ্ধ করা।
- আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনে আল কুর'আনের নির্দেশাবলী ও বিধি-বিধান তুলে ধরা।
- সমাজের দুর্গতি ও অবক্ষয় রোধে নাগরিকগণের আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক সৎ গুণাবলী অর্জনে উদ্বুদ্ধ করা।
- পবিত্র কুর'আনের নির্দেশনা ব্যতীত মানুষের কাল্পনিক চিন্তা প্রসূত সংস্কার প্রচেষ্টার অনিবার্য ব্যর্থতা ও ভ্রান্তির ব্যাপারে সঠিক ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা।
- বর্তমান বাংলাদেশের পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সমস্যাবলী আল কুর'আনের আলোকে বিশ্লেষণ করে আল্লাহ্র প্রত্যাদেশ এর ভিত্তিতে, সংস্কারের নিমিত্তে বাস্তবসম্মত ও বিজ্ঞানসম্মত পথ অন্বেষণ করা।
- এদেশের প্রেক্ষাপটে দুর্নীতি, চুরি ডাকাতি, কালোবাজারী, মজুতদারি, দারিদ্র, সন্ত্রাস চাঁদাবাজি এবং ধর্মীয় গোঁড়ামী, বাড়াবাড়ি ও উগ্রতাসহ জাতীয় সমস্যাসমূহের প্রকৃত কারণ বিশ্লেষণ ও আল কুর'আনের আলোকে সমাধানের সর্বজনীন এবং চিরন্তন পথ অন্বেষণ করে মানবকল্যাণ সাধনে সকলকে উৎসাহিত করা।
- মুসলিম জনগণ ও সংস্কার প্রচেষ্টায় মনোযোগী সকল মহলের নিকট বিবেচনা এবং বাস্তবায়নের জন্য অত্র অভিসন্দর্ভ উপস্থাপন করা।

## ১.৪ গবেষণা কর্মের পদ্ধতি (Research Methodology)

কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে ব্যাপক অনুসন্ধানের মাধ্যমে চূড়ান্ত সত্য উদঘাটন ও উপলব্ধির প্রচেষ্টাকেই সাধারণত গবেষণা বলা হয়। গবেষণার আলোচ্য বিষয় প্রচলিত জ্ঞান ও ধারণার সাথে নব উন্মোচিত জ্ঞানকে সংযোজন ও সমন্বয় করে। গবেষণার উদ্দেশ্য ও নীতিমালাকে ঠিক রেখে প্রথমে গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়েছে। বিষয় নির্বাচনের পর ধারাবাহিকভাবে গবেষণার অবয়ব তৈরি, তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ গবেষণাকর্মের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আদর্শ ও উপযুক্ত পন্থায় আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটসমূহের উপর বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।

এ গবেষণায় অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে কার্যোপযোগী গবেষণার ঐতিহাসিক (Historical), বর্ণনামূলক (Descriptive), বিশ্লেষণমূলক (Analytical) ও পর্যক্ষেণমূলক (Observational) ধাপসমূহ মেনে কাজ করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আত্মশুদ্ধি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যপদ্ধতি ও বাস্তবতা জানার জন্য বিভিন্ন দরবার, খানকা, উরশ, ওয়াজ মাহ্ফিল, আলোচনা সভা ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করে এর প্রায়োগিক দিকসমূহ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে Partcipation and Observation Method অবলম্বন করা হয়েছে।

মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ তৈরিতে আল কুর'আন নির্দেশিত পন্থা ও নীতির বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়াবলী সরেজমিন জানার জন্য বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক প্রতিষ্ঠান ভিজিট করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয়

---

২৩ পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করাই মানুষের প্রধান কাজ, এটিই তাঁর সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য। এ কারণেই সবার উপরে মানুষের মর্যাদা, সে এমনভাবে এ দায়িত্ব পালন করবে যাতে গোটা সৃষ্টির সব কিছুকে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করা যায়। বিশেষ করে তার পরিচালনায় যেন সারা জগতের সকল মানুষ আল্লাহ্র বিধান মতো জীবন যাপন করে শান্তি পেতে পারে। দ্র. সাইয়েদ কুতুব শাহিদ, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, Zvdmxi dx whjwjj †KviAvb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২, ৭৩

ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামত ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ (Indepth Interview Method) করা হয়েছে। আল কুর'আনের আলোকে বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ উপলদ্ধি ও প্রায়োগিক বাস্তবতা অনুধাবন করার জন্য সামষ্টিক আলোচনা (Focus Group Discussion) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

উপরোক্ত আন্তর্জাতিক স্বীকৃত ও অনুসৃত গবেষণা নীতিসমূহ অত্যন্ত যত্নের সাথে অনুসরণের মাধ্যমে আলোচ্য বিষয়ের সর্বোচ্চ গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন মতভেদমূলক বিতর্কিত বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করে কেবল আল কুর'আন ও সহিহ্ হাদিসের ভিত্তিতে অন্যান্য লেখকের বক্তব্যসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে। কোন লেখকের পুরো বক্তব্যের সাথে একমত না হলেও আল কুর'আনের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হওয়া সাপেক্ষে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তাঁর মতামতটুকু তথ্যসূত্র হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণায় অর্জিত ফলাফল যাতে সর্বজনীন ও দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং এর কোন অংশ কখনো যেন অপ্রয়োজনীয় প্রমাণিত না হয় সে বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

এ গবেষণার মাধ্যম বাংলাভাষা। তবে তত্ত্ব-উপাত্ত ও তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রাসংগিক সহযোগিতার জন্য ইংরেজি ও 'আরবি ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীর সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আল কুর'আন ও হাদিসের উদ্ধৃতি মূলভাষা তথা 'আরবিতে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন ব্যক্তি নিজ নাম ও গ্রন্থের নাম বাংলায় যে বানানে লিখেছেন, বানানগুলো ঠিক সেভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। বহুল ব্যবহৃত 'আররি শব্দসমূহ যেমন. নাবি, রাসূলুল্লাহ্, 'আইন, 'আদালত, যাকাত, ফর্জ, মসজিদ ইত্যাদি প্রচলিত শব্দ হিসেবে 'আরবিতেই লিখা হয়েছে।

আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় আল কুর'আনে উল্লিখিত নিয়ম-নীতি ও দর্শন অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং হাদিস[২৪] গ্রন্থসমুহ পর্যালোচনা করে আলোচ্য বিষয়ের প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে গবেষণা শিরোনামের সাথে সেগুলোর সংশ্লিষ্টতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সিরাত[২৫] ও ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করে আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ততা ও প্রাসঙ্গিকতা যাচাই সাপেক্ষে তথ্যসমূহ সুবিন্যস্ত আকারে বিস্তারিত তথ্যসূত্রসহ সংযোজিত হয়েছে। বাংলাদেশ সম্পর্কিত এবং এদেশে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, জার্নাল ও সাময়িকী  ইত্যাদি গবেষণা শিরোনামের সাথে প্রাসঙ্গিকতা যাচাই করে তথ্য সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে।

আল কুর'আনের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থ অনুসরণ করা হয়েছে। আল হাদিস ও অন্যান্য অনুবাদের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার মৌলিকত্ব ও ভাবের বিশুদ্ধতা বজায় রেখে স্বীকৃত অনুবাদ রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে চলিত বাংলা রীতি এবং বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রমিত বাংলা বানান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

---

২৪ 'রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর বাণী, কাজ ও মৌন সম্মতিকে ইসলামি শরি'আতের পরিভাষায় হাদিস বলা হয়। দ্র. ড. শাওকি, মুহাম্মদ মোস্তাফা সম্পাদিত, Avj gÔRvgj IqwmZ (ঢাকাঃ মাকতাবাতু ইসলামিয়্যা, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ১৬৫; 'আল্লামা মুল্লাজিউন, biæj AvbIqvi, পৃ. ২৫৭; রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে আল কুর'আন ব্যতীত যা এসেছে যথা তাঁর কথা- বার্তা, কাজ-কর্ম ও মৌন সম্মতি তাই আল হাদিস। দ্র. ড. আব্দুল কারিম যায়দান, Avj gv'Lvj wd w'ivmwZk kviÔBq¨v Avj Bmjwgq¨v (বৈরুতঃ দারু ইহয়াউল 'উলুম, তাবি.), খ. ১৪, পৃ. ১৬০

২৫ সিরাত অর্থ জীবন চরিত ও যুদ্ধের ঘটনাবলী। বর্তমানে সিরাত শব্দটি শুধু জীবন চরিতের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিশেষত মহানাবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর পবিত্র জীবনী যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তাকে সিরাত নামে অভিহিত করা হয়। দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, mxivZ wek‡Kvl (ঢাকাঃ ইফাবা, ২০০৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১০

*Dhaka University Institutional Repository*

## ১.৫ গবেষণা কর্মের পরিধি (Scope of Research)

বাংলাদেশ তথা সারাবিশ্বের মানুষ আত্মার পরিশুদ্ধির মাধ্যমে প্রকৃত মানবীয় মর্যাদা ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জন করে পার্থিব জীবনে শান্তি ও উন্নতি লাভ এবং পরকালে জান্নাত[২৬] লাভ করার উদ্দেশ্যে আল কুর'আনের আলোকে জ্ঞান অর্জন করা অত্র গবেষণা বিষয়ের পরিধিভুক্ত করে প্রাসঙ্গিকভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে।

- আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াহির ভিত্তিতে আল কুর'আনের পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করে অকাট্য জ্ঞানভাণ্ডার হিসেবে আল কুর'আনের মর্যাদা উপস্থাপন করা।
- মানুষের প্রকৃত পরিচয় ও সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করে মানব স্বভাবের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক বিশ্লেষণ এবং তার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা।
- আল কুর'আনের আলোকে মানুষের আত্মার পরিচয় বিশ্লেষণ করে আত্মশুদ্ধির উপায় অন্বেষণ।
- বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ ও দুর্নীতি সম্পর্কে আলোচনা করে আল কুর'আনে নিষিদ্ধ বিভিন্ন দুর্নীতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করে প্রাসঙ্গিকভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা।
- বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দিক বিশ্লেষণ করে আল কুর'আনের আলোকে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের জন্য করণীয় সম্পর্কে আলোচনা।
- আধুনিক বিশ্ব ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট সংকট সমাধানে জ্ঞান অন্বেষণের মাধ্যমে নতুনভাবে আল কুর'আন উপলব্ধি করার প্রচেষ্টা।
- জাতীয় ও আন্তজার্তিক সমস্যাবলী[২৭] সমাধানে পবিত্র কুর'আনের নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের কৌশলপত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে করণীয় অনুসন্ধান।
- সামাজিক সংস্কার ও আত্মশুদ্ধির জন্য যে কোন প্রচেষ্টা সহজতর করার জন্য আল কুর'আনের আলোকে সুপরিশমালা তৈরি করে অত্র গবেষণা কর্মের পরিধির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

## ১.৬ গবেষণা তথ্য-উপাত্তের উৎসসমূহ (Sources of Research)

গবেষণাকর্মটি প্রাথমিক উৎস (Primary Sources) এবং দ্বৈতীয়িক উৎসের (Secondary Sources) ভিত্তিতে রচিত হয়েছে।

---

২৬ জান্নাত অর্থ হচ্ছে গাছ-গাছালিপূর্ণ উদ্যান, বাগান, বেহেশত, স্বর্গ, সুখ-শান্তির স্থান। দ্র. গবেষণা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত, Aviex-evsjv Awfavb (ঢাকা: ইফাবা, ১ম সংস্করণ, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৭৫৬; إِنَّ ٱلۡمُتَّقِينَ فِى جَنَّـٰتٍ وَعُيُونٍ 'অবশ্য আল্লাহ্ভীরু লোকেরা সে বাগান এবং ঝরণাসমূহের মধ্যে থাকবে। দ্র. আল কুর'আন, ৫১: ১৫; وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا ٱلسَّمَـٰوَٲتُ وَٱلۡأَرۡضُ أُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِينَ 'তোমরা তোমাদের প্রভূ পরোয়ারদিগারের ক্ষমা লাভের প্রতি দ্রুত ধাবিত হও এবং সে জান্নাতের প্রতি যার আয়তন আসমানসমূহ ও পৃথিবীর সমান।' দ্র. আল কুর'আন, ০৩ : ১৩৩

২৭ আমাদের জাতীয় ও আন্তজার্তিক সমস্যাবলীর মধ্যে প্রধান প্রধান সমস্যা হল- অর্থনৈতিক অবিচার, রাজনৈতিক নিপীড়ন, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, উগ্র জাতীয়তাবাদ, পুঁজিবাদ নির্ভর রাজনীতি, শ্রেণি বৈষম্য, ভিন্নমত ও আদর্শের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ এবং সন্ত্রাবাদ। আর এ সমস্ত সমস্যাবলীর একমাত্র কারণ হল- দেশ, পৃথিবী ও মানুষকে শাসন এবং পরিচালনায় পৃথিবীর সকল কিছুর মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারিত নীতি ও বিধান মান্য না করা। وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ 'লোকদের মধ্যে শাসনকার্য পরিচালনা কর আল্লাহ্র নির্দেশিত বিধান অনুযায়ী, এবং কোনরূপ কামনা বাসনা তথা স্বেচ্ছাচারিতাকে অনুসরণ করো না।' দ্র. আল কুর'আন, ০৫: ৪৯; এ প্রসঙ্গে আরো রয়েছে আল কুর'আন, ৯৫: ০৮; ০৫: ৯৫; ০৭: ৮৭; ৩৮: ৬২

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক উৎস (Primary Sources)

গবেষণা কর্মের প্রাথমিক উৎসসমূহের মধ্যে রয়েছে, বাংলাদেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যাবলী। ইসলামি শিক্ষা ও আদর্শ বাস্তবায়নে সক্রিয় সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন ডকুমেন্ট এবং তথ্যাবলী। এ বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি কর্মসূচি, আন্তর্জাতিক কর্মসূচি, ইসলামি 'আইন এবং নীতি বাস্তবায়নে সমস্যা এবং সম্ভাবনা বিষয়ক বিভিন্ন স্মারক, সমীক্ষা ও সুপারিশমালা। বাংলাদেশের দুর্নীতি ও অনৈতিকতার বাস্তব চিত্র, নৈতিক অবক্ষয়ের প্রকৃত কারণ ও প্রতিকারের উপায় বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা ব্যবস্থা, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বর্তমান অবস্থা, পরিবেশ-পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে দেশ-বিদেশে প্রকাশিত বিভিন্ন স্মরণিকা, পত্র-পত্রিকা, জার্নাল, স্মারকগ্রন্থ, ক্রোড়পত্র, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট ও বিভিন্ন সমীক্ষা। এদেশে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় গৃহীত কর্মসূচি সম্পর্কে এবং এর অপূর্ণতা, অপর্যাপ্ততা, সমন্বয়হীনতা ও ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে মাঠ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলীও প্রাথমিক উৎসের অর্ন্তভুক্ত। গবেষণাকর্মে সহায়তা পাওয়ার জন্য ইসলামি চিন্তাবিদগণের সাক্ষাতকার, মতামত ও পরামর্শ প্রাথমিক উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

দ্বৈতীয়িক উৎস (Secondary Sources)

দ্বৈতীয়িক উৎসসমূহের মধ্যে রয়েছে আল কুর'আনুল কারিম। কুর'আনের জ্ঞান সম্পর্কিত মৌলিক গ্রন্থাবলী, তাফসিরুল কুর'আন ও তাফসির সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহ। সিহাহ্ সিত্তাহ্ ও বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থ, মৌলিক ইসলামি 'আইন গ্রন্থ, সিরাত গ্রন্থ ও সিরাত সংক্রান্ত বিশ্বকোষসমূহ অভিসন্দর্ভের দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে আরো রয়েছে ফিকহ্ ও ইসলামিক 'আইন বিষয়ক গ্রন্থাবলী এবং শিক্ষা ব্যবস্থা ও ইসলামি শিক্ষা সম্পর্কিত পুস্তকসমূহ। নীতি শিক্ষা ও শিক্ষা সম্প্রসারণে ইসলামি নীতি বিষয়ক গ্রন্থাবলী। ইসলামি অর্থনীতি, ইসলামি রাজনীতি, খিলাফাত ব্যবস্থা, ইসলামের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ইসলামি সংস্কৃতি বিষয়ক দেশে-বিদেশে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী। 'ইলমে মা'রিফাত, ইসলামি নৈতিকতা, আত্মশুদ্ধি, আধ্যাত্মিকতা এবং তাসাওফ সংক্রান্ত সাধারণ ও মৌলিক গ্রন্থাবলী এবং বিভিন্ন ইসলামি সাহিত্য গবেষণার দ্বৈতীয়িক উৎসসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

১.৭ গবেষণার সময়কাল ( Research Time Frame)

এ গবেষণার সময়কাল ৯ বছর। এ সময়কালকে বিভিন্ন ভাগে বিন্যস্ত করে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এ গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়ে আল কুর'আনে উল্লিখিত বিভিন্ন আয়াতসমূহ সংকলন করে এ সংক্রান্ত বিধিমালা, হাদিস ও তাফসির গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ ও সংকলন করা হয়েছে। অতপর বিভিন্ন ভাষায় রচিত ও অনূদিত বই পুস্তক, বিশ্বকোষ, সিরাতগ্রন্থ, জার্নাল, ম্যাগাজিন ও সাময়িকী অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ওয়েবসাইট, বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, বাংলাদেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিসংখ্যান যা শিরোনামের সাথে সম্পৃক্ত এবং বিভিন্ন পত্র পত্রিকা থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ব্যবস্থা, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বর্তমান অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে নিবিড় পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে এখানকার প্রেক্ষাপটে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় গৃহীত কর্মসূচি সম্পর্কে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে এবং এর অপূর্ণতা, অপর্যাপ্ততা, সমন্বয়হীণতা ও ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভ করার পর আল কুর'আনের আলোকে ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কর্মপন্থা ও করণীয় নির্ধারণ করে কতিপয় সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে যাচাই বাছাই, মূল্যায়ন ও পুনঃমূল্যায়ন করে গবেষণাকর্মটির মানদণ্ড বজায় রেখে অতি যত্নসহকারে সম্পাদন করার চেষ্টা করা হয়েছে। খসড়া (ড্রাফটিং), সম্পাদনা, পুনঃসম্পাদনা ও চূড়ান্ত প্রুফসহ থিসিসটি উপস্থাপনযোগ্য করতে গবেষকের সময় লেগেছে মোট ৯ বছর। গবেষণা কাজে ব্যয়িত মোট সময়কে নিম্নে ছকে দেখানো হলো:

ব্যয়িত সময়ের তালিকা

| কাজের ধরন | ব্যয়িত সময় |
|---|---|
| প্রথম পর্যায়ের উৎস সংগ্রহ | ১২ মাস |
| দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎস সংগ্রহ | ১২ মাস |
| প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎসসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন | ১০ মাস |
| বিশেষজ্ঞগণের মতামত ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ | ৮ মাস |
| তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন | ১৪ মাস |
| সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন ও মতামত গ্রহণ | ১২ মাস |
| কম্পিউটার কম্পোজ | ১২ মাস |
| প্রথম সম্পাদনা | ১০ মাস |
| প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রুফ | ১০ মাস |
| সর্বশেষ সম্পাদনা, চূড়ান্ত প্রিন্ট এবং বাঁধাই | ৮ মাস |
| সর্বমোট সময় = | ১০৮ মাস |

## ১.৮ তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা (Literature Review)

আত্মশুদ্ধি, আদর্শ জীবন গঠন, আত্মোন্নয়ন, নৈতিকতা অর্জন, দুর্নীতি প্রতিরোধ, নৈতিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয়কে উপজীব্য করে বেশ কিছু সংখ্যক বই পুস্তক, প্রবন্ধ ও জার্নাল যেমনি প্রকাশিত হয়েছে, মানবাত্মা, আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কেও কিছু সংখ্যক প্রকাশনা রয়েছে। কুর'আনুল কারিমের তাফসির[২৮] গ্রন্থ, হাদিস ও ফিকাহ্ গ্রন্থ, সিরাত গ্রন্থসমূহ, ইসলামি বিশ্বকোষসমূহ এবং বিভিন্ন ইসলামি সাহিত্যে উপরোক্ত বিষয়সমূহ প্রাসংগিকভাবে আলোচিতও হয়েছে। এ ছাড়াও বাংলাদেশ সম্পর্কে এবং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন সমস্যা এবং সমাধানের উপায় সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রিকা, বই পুস্তক, জার্নাল ও গবেষণা পত্র রয়েছে। নিম্নে এসব বই পুস্তকগুলোর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পর্যালোচনা করা হলো:

২৮ তাফসির শব্দের অর্থ উন্মুক্ত করা বা বর্ণনা করা। 'তাফসির এমন এক বিদ্যা বা শাস্ত্র যার মধ্যে আল কুর'আনের শব্দাবলীর বাচন পদ্ধতি, শব্দাবলীর মূল অর্থ, স্বতন্ত্র অর্থ, ভাবার্থ, বাক্য বিন্যাসে যে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে এবং অনুরূপ বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়।' দ্র. আস সুয়ূতি, A\j BZKvb wd Djyg Ki&Avb (বৈরুতঃ দারু ইহয়াউ 'উলূম, ১৪০৭ হি./ ১৯৮৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৭৪; তাফসির শাস্ত্রের সাহায্যে আল কুর'আনের অর্থ বুঝা ও জানা যায় এবং এর নির্দেশাবলী ও কল্যাণকর দিক সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। দ্র.'আল্লামা বদরুদ্দিন আল যারকাশি, A\j einvb wd &Djyg Ki&Avb (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, তাবি.), খ. ১, পৃ. ১৩

সাইয়েদ কুতুব শহীদ[২৯] প্রণীত ও হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ অনূদিত, Zvdmxi dx whjwjj †KviAvb (২০০৭ খ্রি.) প্রকাশিত অনন্য গ্রন্থটি ২২ খণ্ডে বিভক্ত। 'আরবি ভাষায় প্রণীত বিশ্বের সর্বাধিক ভাষায় অনূদিত ও সর্বাধিক মানুষ কর্তৃক পঠিত একটি আধুনিক তাফসির গ্রন্থ এটি। মিশরের ইসলামি সমাজ আন্দোলনের মহান নেতা শহিদ সাইয়্যেদ কুতুব (রহ.) আধুনিক জাহিলিয়াতে নিমজ্জিত বিশ্ব মুসলিমগণের হৃদয় গভীরে কুর'আনের বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্য যে প্রচণ্ড তাগিদ অনুভব করেছেন তারই প্রতিফলন ঘটেছে এ তাফসির গ্রন্থে।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র কিতাব আল কুর'আনকে চূড়ান্ত ফায়সালাকারী বানানোর তাকিদ, আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত জীবন ব্যবস্থাকে সর্বাংশে গ্রহণ করা, আল্লাহ্‌র যমিনে তাঁরই 'আইনের প্রতিষ্ঠা এবং উক্ত কার্যে আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন ও বিজ্ঞান মনস্ক একদল যোগ্য নাগরিক তৈরি করার প্রেরণা ধারন করে তাফসির গ্রন্থটি প্রণয়ন করা হয়েছে। তাফসির গ্রন্থটি মিশর তথা সমকালীন বিশ্বব্যবস্থার মূল সংকট এবং উত্তোরণের উপায়কে সামনে রেখে প্রণীত হওয়ায় যুগের চাহিদা পূরণের সুপারিশমালায় পরিণত হয়েছে।

উর্দূ ভাষায় প্রণীত এবং মাওলানা আব্দুল মান্নান তালিব কর্তৃক অনূদিত ÔZvdnxgj †KviAvbÕ (২০০৬ খ্রি.) উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধুনিক তাফসির গ্রন্থ। একটি আধুনিক ও অনন্য সাধারণ তাফসির গ্রন্থ এটি। লেখক আল কুর'আনের মূল বক্তব্য স্পষ্ট করে তুলে ধরার মাধ্যমে মানব জাতির সামনে এটিকে হিদায়াতের গ্রন্থ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে আল কুর'আনের প্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষ। কিসে মানুষের কল্যাণ আর কিসে মানুষের অকণ্যাণ এ বিষয়ে মানুষকে পথনির্দেশ করার জন্যই আল কুর'আন অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন।

লেখক সাধারণ পাঠক ও স্বল্প শিক্ষিত মানুষের যোগ্যতা ও চাহিদার কথা বিবেচনা করে তাফসির গ্রন্থটিকে সাজিয়েছেন, যাতে পাঠক সমাজ কুর'আনের দা'ওয়াহ্ নিজের হৃদয়ে অনুভব করতে পারেন এবং কুর'আনের ভিত্তিতে একটি গতিশীল, সমৃদ্ধ ও অমিত শক্তি সম্পন্ন সমাজ গঠনে আগ্রহী ও উদ্যোগী হতে পারেন। আধুনিক মানসে কুর'আনের বক্তব্য ও দা'ওয়াতের নকশা গভীর ভাবে খোদাই করার জন্য হাদিস, ফিকাহ্, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজতত্ব, মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস ও দর্শন ইত্যাদির নির্ভরযোগ্য ও গবেষণামূলক তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশন করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। বাংলা ভাষায় ১৯ খণ্ডে প্রকাশিত তাফসির গ্রন্থটি আধুনিক শিক্ষিত সমাজে কুর'আনের দা'ওয়াত পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে সর্বাধিক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

---

২৯ শহিদ সাইয়েদ কুতুব বিংশ শতকের এক মহান চিন্তানায়ক, গবেষক ও প্রথপ্রদর্শক। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী যেমনি ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে তোলে তেমনি জেগে থাকা মানুষকে সমাজ সংস্কারে উদ্বুদ্ধ করে। তাঁর প্রতিটি বই যেমন ইসলামি জ্ঞান গরিমায় মহীয়ান তেমনি সমাজ সংস্কারের উদ্দীপনায়ও পরিপূর্ণ। জন্ম: ১৯৬০ খ্রি., মিশরের উসউত জেলার প্রাচীন পল্লি 'মুশা' নামক গ্রামে। পিতার নাম: হাজি ইব্‌রাহিম কুতুব, মাতার নাম: ফাতেমা হোসাইন ওসমান, ১৯৪৫ সালে শাহিদ হাসানুল বান্না (রহ.) প্রতিষ্ঠিত ইসলামি কাফেলা ইখওয়ানুল মুসলেমুনে যোগদান করেন। ১৯৫৫ সালে ইসলাম বিদ্বেষী জালিম সরকার প্রহসনের 'আদালতের মাধ্যমে ১৫ বৎসর কারাদণ্ড প্রদান করে এবং ১৯৬৬ সালে শাহাদাত বরণ করেন। বিশেষ কয়েটি গ্রন্থ: Zvmlwqiæj dwb wdj KiÔAvb, Avj ÔAv'vjvZj GR‡ZgvÔwqqvZ wdj Bmjvg, gv‡iKvZj Bmjvg Iqvi †imgvwjqvn, Avm mvjvgj ÔAvjv‡g Iqvj Bmjvg, bvnR gRZv‡gÔqj Bmjwg, Avj AvZBqvdj AviewÔ ইত্যাদি। দ্র. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, mvB‡q' KZe knx' GKwU gnv Rxeb, Zvdmxi dx whjwjj †KviAvb এর ভূমিকা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫-২২

শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা শাব্বির আহমদ ‘উসমানি (রহ.)[৩০] রচিত এবং মাওলানা আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম কর্তৃক অনূদিত ÔZvdmx‡i Imgvbx©(২০০৪ খ্রি.)। তাফসিরখানি উর্দু ভাষায় লিখিত একটি সংক্ষিপ্ত তাফসির। শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহ.) এবং তারই সুযোগ্য ছাত্র হযরত ‘উসমানি (রহ.) তাফসিরটি প্রণয়ন করেন। সাধারণ পাঠক এবং কুর’আনের জ্ঞান লাভে আগ্রহী ছাত্র ও গবেষকগণের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে গ্রন্থটিতে সহজ সরল ভাষা, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত ভাষা বিশ্লেষণ, সংক্ষিপ্ত টীকা, ছোট ছোট ফিক্হি মাস’আলার সমাধান ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য প্রধান্য পাওয়ার কারণে অত্র গবেষণা কর্মের জন্য যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।

‘আল্লামা আবু জা‘ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারির তাবারি (রহ.)[৩১] প্রণীত, ইফাবা সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনূদিত ÔZvdmx‡i Zvevix kix‡dÕ(১৯৯৭ খ্রি.)। ‘আল জামি‘উল বয়ান ফি তাফসিরিল কুর’আন’ নামক গ্রন্থখানি তাফসিরে তাবারি নামে পরিচিত। এটি ‘আরবি ভাষায় প্রণিত একটি বিখ্যাত প্রাচীন তাফসির। প্রায় হাজার বছর ধরে কুর’আন মাজিদের ব্যাখ্যা জানা এবং উপলব্ধি করার জন্য গ্রন্থখানি অন্যতম প্রধান প্রামাণ্য মৌলিক তাফসির ও তাফসির শাস্ত্রের সূত্ররূপে বিবেচিত হয়ে আসছে। এটি একটি ঐতিহাসিক, সমালোচনামূলক, তাত্ত্বিক, হাদিস ভিত্তিক ও ফিকাহ্ ভিত্তিক অনুসরণীয় তাফসির গ্রন্থ। আল কুর’আনের ভাব ও ভাষাগত জ্ঞান অন্বেষণকারীগণের জন্য এটি অত্যন্ত কার্যকর একটি গ্রন্থ। যদিও প্রচলিত সমাজ বিশ্লেষণ, সমাজের সমস্যাসমূহ যথাযথভাবে সনাক্তকরণ এবং খিলাফাত ভিত্তিক নৈতিক সমাজ বিনির্মাণে কার্যকর দিকনির্দেশনা এ গ্রন্থে তেমন আলোচিত হয়নি।

‘আল্লামা কাযি ছানাউল্লাহ পানীপথী (রহ.)[৩২] প্রণীত, ইফাবা সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনূদিত ÔZvdwm‡i gvRnvwiÕ (১৯৯৭ খ্রি.) প্রকাশিত হয়। ‘আরবি ভাষায় প্রণীত আধুনিক ফিকাহ্ ভিত্তিক একটি বিখ্যাত তাফসির গ্রন্থ। গ্রন্থটি তাফসির শাস্ত্রের প্রাচীন ও আধুনিক উভয় রীতির সমন্বয়ে

---

৩০ মাওলানা শাব্বির আহমদ ‘উসমানি (রহ.) ১৩১০ হি. ভারতের বিজনুরে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত ‘উসমান (রা.) বংশধর হওয়ায় তাঁকে ‘উসমানি বলা হয়। দারুল ‘উলুম দেওবন্দ থেকে ‘ইল্‌মে হাদিসে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের পর সেখানেই অধ্যাপনা শুরু করেন। শায়খুল হাদিস হযরত আনোয়ার শাহ্ কাশ্মিরি (রহ.) এর ওফাতের পর তিনি দেওবন্দের শায়খুল হাদিস মনোনীত হন। পরবর্তীতে দারূল ‘উলুমের মুহ্‌তামিমের দায়িত্বও পালন করেন। উস্তাজ শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহ.) অনুসরণে তাঁরই রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কাজ ÔZvdwm‡i ÔDmgwb’ নামক তাফসির গ্রন্থটি প্রনয়ণের কাজ সমাপ্ত করেন। ১৩৭৫ হিজরি সালে ৬৪ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। দ্র. মাওলানা আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম অনূদিত, ‘Zvdmx‡i Dmgvbx (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি.), খ. ১ পৃ. ৩২

৩১ ‘আল্লামা আবু জা‘ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারির তাবারি (রহ.) ইরানের তাবারিস্তান নগরের আমুল নামক অঞ্চলে ২২৪ হি./৮৩৯ খ্রি. জন্ম গ্রহণ করেন। ৩১০ হি./ ৯২৩ খ্রি. ১৭ ফেব্রুয়ারি, সোমবার, বাগদাদে আব্বাসিয় খিলাফাতকালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। জ্ঞান বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ ইসলামের মধ্যযুগের সুন্নি মতাদর্শ অনুসারী এ মহান দার্শনিক স্বীয় শিক্ষক দাউদ আল জাহিরি ও মুহাম্মদ ইব্‌ন দাউদ আল জাহিরির চিন্তাধারায় প্রভাবিত হন। তিনি ছিলেন একাধারে গভীর জ্ঞানের অধিকারী একজন পণ্ডিত, প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ, ফিকহ্‌বিদ ও মুফাসসির। ইসলামি জ্ঞান বিশ্লেষণ ও তাফসির বিষয়ে পাণ্ডিত্বের কারণে তিনি বিশ্বব্যাপী আজও সমাদৃত। কাব্য, অভিধান, ব্যাকরণ, নীতিশাস্ত্র, গণিত ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও অনবদ্য কর্ম হচ্ছে ‘তাফসিরে তাবারি’ এবং ঐতিহাসিক গ্রন্থ ‘তারিখ আর রুসুল ওয়াল মুলুক’। এটি ইংরেজিতে ‘হিস্ট্রি অব দ্যা প্রফেটস এন্ড কিংস’ বলে পরিচিত। তিনি তাঁর নিজস্ব ফিকহ্ ভিত্তিক মাজহাব প্রতিষ্ঠা করেন, যা তাঁর নামানুসারে ‘জারিরি’ হিসেবে পরিচিত। দ্র. ইব্‌ন জারির তাবারি, Cf.https://bn.m.wikipedia.org, vesited on 26/10/2015.

৩২ ‘আল্লামা কাজি হাফিজ মুহাম্মদ সানাউল্লাহ্ মুজাদ্দেদি ‘উসমানি (রহ.) পূর্ব পাঞ্জাবের পানীপথ নামক স্থানে ১৭৩০ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহ্‌লবি (রহ.) নিকট ‘ইল্‌মে হাদিস ও তাফসির শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। হাফিজ মুহাম্মাদ ‘আবিদ লাহুরি (রহ.) এর নিকট তরিকত ও ‘ইল্‌মে মা‘রিফাতের শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীতে মির্জা মাজহার ‘আলি (রহ.) এর নিকট বাই‘আত গ্রহণ করেন। তাঁর সুক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি, আল্লাহ্ প্রদত্ত ‘ইলম ও ‘ইবাদাত বন্দেগি দেখে মির্জা জানই জানান তাঁকে ‘আলামুল হুদা অর্থাৎ হিদায়াতের ঝাণ্ডা উপাধি প্রদান করেন। হাদিস, তাফসির, ফিকাহ্ ও অন্যান্য বিষয়ে তিনি ত্রিশটির বেশি গ্রন্থ রচনা করেন। “gvjveỈwgbû” ‘ইল্‌মে ফিকাহ্ সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ এবং ÒBkvivZ Zv‡jwebÓ তাসাউফ সম্পর্কিত অনন্য গ্রন্থ অন্যতম ঐতিহাসিক রচনা। ‘ইল্‌মে শরি‘আতের এ মহান পণ্ডিত ১৮১০ খ্রি. ইন্তিকাল করেন। দ্র. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনূদিত, Zvdmx‡i gvhnvix (ঢাকা: ইফাবা. ১৯৯৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রণীত। গ্রন্থটিতে ব্যাকরণগত ও ভাষা সংক্রান্ত আলোচনা, কিরাত ও ‘আকিদা বিষয়ক আলোচনা এবং ফিকাহ্ বিষয়ক আলোচনা সন্নিবেশিত হওয়ার কারণে ছাত্র, গবেষক ও শিক্ষকগণের নিকট একটি অত্যন্ত সহায়ক ও তাৎপর্যপূর্ণ তাফসিরগ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত। এটি গতানুগতিক একটি তাফসির গ্রন্থ। এখানে খুটিনাটি ফিক্হি মাস’আলা ও ভাষা বিশ্লেষণ যত গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে ঠিক ততখানিই উপেক্ষিত হয়েছে আল কুর’আনের কেন্দ্রীয় বক্তব্যটি তথা সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা শুদ্ধিকরণের বিপ্লবী আহবান।

হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইব্‌ন কাসির (রহ.)[৩৩] প্রণীত, Zvdwmi Beb Kwmi, মূল নাম: ‘তাফসিরুল কুর’আনিল ‘আযিম’ (২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে অনূদিত ও প্রকাশিত চার খণ্ডে প্রায় ২৪০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত গ্রন্থ। ইতোপূর্বে গ্রন্থটি অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন এবং তাফসীর পাবলিকেসন্স কমিটি কর্তৃক গ্রন্থটি ১৯৮৬ সালে প্রথম বাংলায় প্রকাশিত হয়। কুর’আনি তত্ত্ব বিশ্লেষণে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী গ্রন্থটি তাফসির শাস্ত্রের জগতে একটি বহুল আলোচিত, ব্যাপক পঠিত ও সর্ববাদী সম্মত নির্ভরযোগ্য অনন্য তাফসির গ্রন্থ এটি।

ইব্‌ন কাসির (রহ.) প্রামাণ্য তথ্যসমূহ হাদিস ও সুন্নাহ্‌র আলোকে অত্যন্ত সাবলীল ভাবে তুলে ধরেছেন যাতে পাঠক মাত্রই আল কুর’আনের মর্মবাণী সহজে উপলব্ধি করার মাধ্যমে নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে এবং কুর’আনের বাণী সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখতে উদ্যোগী হয়। এটি আল কুর’আনের ধারাবাহিক তাফসির। আল কুর’আনের ভাব, ভাষা, আদেশ ও নিষেধসমূহ বুঝার জন্য অত্যন্ত কার্যকর ও সফল গ্রন্থ এটি। যদিও গ্রন্থটিতে আল কুর’আন অবতীর্ণের উদ্দেশ্য, এর কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়, সমাজ সংস্কার কর্মসূচি, মানব সমাজের পবিত্রতা অর্জন ও পবিত্র সমাজ গঠন ইত্যাদি মূল বিষয়গুলো যথাযথ গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়নি।

ড. মুহাম্মদ হোসাইন হায়কল রচিত এবং মওলানা আব্দুল আউয়াল কর্তৃক অনূদিত Ôgnvbexi (mv.) Rxeb PwiZÕ (১৯৯৮ খ্রি.)। এটি ‘হায়াতে মুহাম্মদ (সা.)’ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। মিশরের প্রখ্যাত লেখক ড. হায়কল স্বীয় সিরাত গ্রন্থে প্রাচীন ‘আরবের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক বিবরণ ঐতিহাসিক নিয়মানুযায়ী উপস্থাপন করেছেন। মহানবির জীবনী বর্ণনাকালে লেখক আধুনিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন এবং মহানাবি (সা.) এর শিক্ষা ও জীবনাদর্শকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যাতে আধুনিক  সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিচিত্র সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান ও দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়।

ডক্টর ওসমান গনী রচিত Ôgnvbex (mv.)Õ ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত সিরাত গ্রন্থ। বাংলা ভাষায় রচিত আল কুর’আনের আলোকে প্রণীত মহানবি (সা.) এর জীবনী গ্রন্থ। মানব জাতির উত্থান, মানবতার বিকাশ ও সমাজ সংস্কারে মহানবির কর্মময় জীবনচিত্র অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তিনি তুলে ধরেছেন। তিনি একই সাথে গ্রন্থে মহানবি (সা.) কে মানবজাতির আদর্শ হিসেবে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। লেখক উপস্থাপন করেছেন সত্যবাদী, সংগ্রামী, সাধক, বিশ্বসংস্কারক ও ব্যক্তি সমস্যা থেকে শুরু করে

৩৩ ঈসমাইল ইব্‌ন ‘উমার ইব্‌ন কাসির আল কুরাশি যিনি ইমাদুদ্দিন নামে পরিচিত। তিনি ১৩০০ খ্রি. দামেশ্‌কে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৩৭৩ খ্রি. ইন্তিকাল করেন। ঐতিহাসিক তাফসিরকার ও বিখ্যাত মুহাদ্দিস হিসেবে দুনিয়াব্যাপী পরিচিত। ইব্‌ন কাসির প্রখর প্রতিভা ও স্মরণ শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি একবার যা পাঠ করতেন বা শুনতেন অথবা দেখতেন তা সহজে ভুলতেন না। হাদিস, তাফসির, ফিকাহ্ ও ইতিহাস শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ব্যাকরণ ও হাদিসের রাবিদের জীবনী (আসমাউর রিজাল) সংক্রান্ত বিষয়েও তিনি অত্যন্ত পারদর্শি ছিলেন। ইতিহাস বিষয়ে প্রায় ৫৩০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত তাঁর অনন্য গ্রন্থ, ‘আল বিদায়া ওয়ান-নিহায়া’। এছাড়া ফাদায়েলুল কুর’আন, আল ফসূল ফি মুখতাসার সিরাতুন নাবাবিয়্যা, জামি‘উ মাসানিদ ওয়াস সুনান, কিতাবুল আহ্‌কামুল কাবির ইত্যাদি তাঁর বিশ্ববিখ্যাত অসাধারণ গ্রন্থ। দ্র. এ. টি. এম. মুসলেহ উদ্দীন ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, Bmjvgx wek¦‡Kvl (ঢাকা: ইফাবা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৬ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২৩৪

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ব সমস্যা সমাধানকারী মহানাবিকে। রাসূলের জীবন ইতিহাস থেকে উপস্থাপন করেছেন শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, গরিব, দুর্বল ও সবলের সমন্বয়ে শান্তিময় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন প্রতিষ্ঠা করার প্রেরণা এবং বাস্তব শিক্ষা।

যায়নুল আবেদিন রাহনুমা প্রণীত ও আবু জা'ফর কর্তৃক অনূদিত Ôwekbex gnv¤§' (mv.)Õ ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থ। ইরানের বিখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক যায়নুল 'আবেদিন রাহনুমার ফার্সি ভাষায় প্রণীত অনবদ্য সিরাত গ্রন্থ এটি। গ্রন্থকার মহানাবি (সা.) এর জন্ম পূর্ববর্তী 'আরবের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা, রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের অবস্থা এবং এরই প্রক্ষাপটে তাঁর জন্ম ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা, অতঃপর নবুয়ত লাভের ঘটনা থেকে শুরু করে তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত ঘটনাবলী এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। মহানাবির জীবনের যেসব ছোটখাটো ঘটনাবলী ইতিহাসে উপেক্ষিত হয়ে আছে লেখকের সুক্ষ্মদর্শী গবেষণা থেকে সেসব বাদ পড়েনি। অতি যত্নের সাথে তিনি সেসব ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন সাবলীলভাবে। এতে গ্রন্থখানির মাধ্যমে অনেক অনুদঘাটিত তথ্য উদঘাটিত হয়েছে এবং অনেক অজানা বিষয় জানা সম্ভব হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে মুসলিম জাতির চরম সংকট অবস্থায় করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য গ্রন্থখানি একটি প্রমাণ্য দালিল হিসেবে সহযোগিতা করবে।

নঈম সিদ্দিকী প্রণীত, আকরাম ফারুক অনূদিত ও আব্দুস শহীদ নাসিম সম্পাদিত ÔgvbeZvi eÜ ivmjjøvn (mv)Õ (১৯৯৮ খ্রি.)। উর্দু ভাষায় রচিত 'মুহ্সিনে ইন্সানিয়াত' নামক সিরাত গ্রন্থের অনুবাদ। লেখক রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর আগমনের উদ্দেশ্য, সমাজ গঠন পদ্ধতি, অনুপম সংস্কার কৌশল এবং এ সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গৃহীত বৈজ্ঞানিক কর্মসূচিসমূহ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে উপস্থাপন করেছেন। ইসলামি সমাজ গড়ার পর্যায়ক্রমিক চিত্র এবং এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের কারণে গ্রন্থটি ইসলামি সমাজ বিনির্মাণে আগ্রহী মু'মিনগণের জন্য জীবন্ত উপদেশ হিসেবে যুগযুগ ধরে ভূমিকা রাখছে।

ইফাবা সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক রচিত ও সম্পাদিত, mxivZ wek‡Kvl[৩৪] (২০০৩ খ্রি.) প্রকাশিত গ্রন্থটি ১-১৪ খণ্ডে বিভক্ত। বাংলা ভাষায় আম্বিয়া ('আ.) এর জীবনীর উপর প্রণীত সর্ববৃহত মৌলিক প্রামাণ্য গ্রন্থ। পৃথিবীর প্রথম মানুষ ও প্রথম নাবি হযরত আদম ('আ.) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) পর্যন্ত সকল নাবি রাসূল ও সাহাবিগণের জীবনী, জীবনের মৌলিক শিক্ষা, ঘটনাবলীর দালিলিক বিশ্লেষণ, আপত্তি খণ্ডন ও আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসার সমাধানে বাস্তব শিক্ষা ও উদাহরণ গ্রহণ সিরাত বিশ্বকোষের অনন্য বৈশিষ্ট্য। পবিত্র কুর'আন, বিভিন্ন তাফসির গ্রন্থ, হাদিস গ্রন্থ, ফিকাহ্ গ্রন্থ ও বিভিন্ন ভাষায় রচিত সিরাত গ্রন্থাবলী সিরাত বিশ্বকোষের প্রধান উৎস। আধুনিক বিশ্বব্যবস্থায় উন্নত মানবীয় চরিত্র অর্জন ও নির্মল সমাজ বিনির্মাণের জন্য কার্যপদ্ধতি নির্ধারণে সিরাত বিশ্বকোষ পথ প্রদর্শকের মতো ভূমিকা রাখতে পারে।

ইমাম আবূ 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারি[৩৫] কর্তৃক সংকলিত ও মাওলানা আব্দুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী কর্তৃক অনূদিত ÔAvj-Av'vej gdiv'Õ গ্রন্থটি 'অনন্য শিষ্ঠাচার' শিরোনামে

---

৩৪ বিশ্বকোষ হল জ্ঞান জগতের এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যভাণ্ডার। ইংরেজি Encyclopaedia কে বাংলায় বিশ্বকোষ বলা হয়। এটি গ্রিক শব্দ Enkyklios (বৃত্তাকারে বা চক্রাকারে) paideia (শিক্ষা) হতে নির্গত। এর অর্থ বিদ্যা শিক্ষা চক্র বা পরিপূর্ণ জ্ঞান সংগ্রহ। 'আরবিতে বলা হয়-'দাইরাতুল মা'আরিফ' অথবা আল মাওসু'আ। দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, mxivZ wek‡Kvl (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৯

৩৫ 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারি রহ. (১৯৪ হি.-২৫৬ হি.) সমরকন্দে জন্ম গ্রহণ করেন। এক হাজারেরও বেশি সংখ্যক মুহাদ্দিস থেকে হাদিসের শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি জামি' সহিহ বুখারি শরিফ সর্বপ্রথম মক্কা মকাররমায় মসজিদে হারামে প্রণয়ন শুরু করেন এবং দীর্ঘ ষোল বছর সময়ে এ বিরাট বিশুদ্ধ গ্রন্থটি রচনা করেন। অস্বাভাবিক ও বিস্ময়কর স্মৃতি শক্তির অধিকারী ইমাম বুখারি এর নিকট হতে সরাসরি হাদিস শ্রবনকারী 'আলেমের সংখ্যা নব্বই হাজারেরও অধিক। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযি, ইমাম আবু হাতিম আর রাযি প্রমুখ। দ্র.

২০০৪ খ্রি. প্রকাশিত হয়। এটি ইমাম বুখারি (রহ.) এর সংকলিত অসাধারণ ও ব্যতিক্রমধর্মী হাদিস গ্রন্থ। উম্মতের চরিত্র গঠন, নৈতিক মান উন্নয়ন, উন্নত ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণসহ মানবজীবনের খুঁটিনাটি সকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর হাদিসসমূহ গ্রন্থটিতে একত্রিত করা হয়েছে। হাদিস গ্রন্থটি অধ্যয়নে পাঠক মাত্রই অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন যে, কেবল 'আইন, বিচার ও রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা দিয়েই ইসলাম বিশ্বজয় করেনি বরং মু'মিনের সদা জাগ্রত বিবেক, উন্নত মানবীয় আচরণ ও হৃদয়গ্রাহী আধ্যাত্মিক শক্তিই এর প্রধান কারণ।

ইমাম গাযালি,[৩৬] প্রণীত ও মুফতি মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ কর্তৃত অনূদিত ÔgKvkvdvZj Kje Ő (২০০৩ খ্রি.)। ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ আল গাযালি (রহ.) রচিত 'ইল্‌মে মা'রেফাত সংক্রান্ত কুর'আন ও সুন্নাহ্ ভিত্তিক দর্শনগ্রন্থ এটি। আধ্যাত্মিকতার প্রাণ পুরুষ ইমাম গাযালি (রহ.) আলোচ্য গ্রন্থে আধ্যাত্মিকতা কী এবং কিভাবে তা অর্জিত হতে পারে, মানবদেহ ও মনের সার্বিক দুর্বলতা কোথায় এবং কিভাবে তা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে, মানবাত্মার উৎকর্ষ সাধন ও পবিত্রকরণের মাধ্যমে কিভাবে আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্য লাভ করতে পারে এ বিষয়গুলি অত্যন্ত বিশ্লেষণমূলক ও যৌক্তিকভাবে কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে উপস্থাপন করেছেন।

লেখকের আরেকটি গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন আব্দুল খালেক Ô†mŠfv‡M¨i cikgwbŐ (২০০৭ খ্রি.)। 'কিমিয়ায়ে সা'আদাত' নামে একটি অনন্য গ্রন্থের অনুবাদ এটি। মোট চার খণ্ডে রচিত গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডে 'ইবাদাত প্রসঙ্গে বিদ্যা শিক্ষা, ঈমান, পবিত্রতা, নামায, যাকাত, রোজা, কুর'আন তিলাওয়াত, যিক্‌র ও দো'আ ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে। ২য় খণ্ডে মানুষের ব্যবহারিক জীবন প্রসঙ্গে জীবিকা অর্জন, ব্যবসায় বাণিজ্য, পারস্পরিক সম্পর্ক, রাজ্য শাসন ও প্রজা পালন ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ৩য় খণ্ডে মানব চরিত্রের খারাপ দিক প্রসঙ্গে ক্রোধ, কৃপণতা, বিদ্বেষ, অহংকার, আত্মাভিমান ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এবং ৪র্থ খণ্ডে আল কুর'আন, সুন্নাহ্ ও যুক্তি দর্শনের আলোকে পরিত্রাণের উপায় নির্দেশ করা হয়েছে। মানব স্বভাবের খারাপ দিক ও অনিষ্টকর স্বভাব দূর করে একে উত্তম আচরণ এবং উন্নত গুণরাজিতে, বিশেষ করে ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, আল্লাহ্‌র মহব্বত, আশা, তাওয়াক্কুল ইত্যাদিতে সুসজ্জিত করার প্রেরণা নিয়ে এ বিশেষ গ্রন্থটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

ড. মুহাম্মদ 'আলি আল হাশেমি প্রণীত ও মাসউদুর রহমান নূর কর্তৃক অনূদিত ÔAv'k gmwjg I Av'k gmwjg bvixŐ(২০১১ খ্রি.)। 'আরবি ভাষায় রচিত 'শাখছিয়াতুল মুসলিম ও শাখছিয়াতু মার'আতুল মুসলিমা' গ্রন্থদ্বয়ের বাংলা অনুবাদ। একজন মুসলিম স্বীয় জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে ইসলামি আচরণ ও দিক নির্দেশনাকে কিভাবে যথাযথ ফুটিয়ে তুলতে পারে, নিজের ব্যক্তিসত্তার সৌন্দর্য প্রকাশের মাধ্যমে অপরকে প্রভাবিত করে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে এ বিষয়গুলি অত্যন্ত সুনিপুনভাবে গ্রন্থটিতে উপস্থাপিত হয়েছে। গ্রন্থকার মুসলিম তার স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক, তার নিজের সাথে সম্পর্ক, পিতা মাতার সাথে সম্পর্ক, আত্মিয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক, তার প্রতিবেশীর সাথে

---

এ.টি.এম. মুছলেহ্ উদ্দীন ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, Bmjvgx wek‡Kvl (ঢাকা: ইফাবা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৬ খ্রি.), খ. ১৬, প্রথম ভাগ, পৃ. ৩৮৪

৩৬ ইমাম গাযালি (রহ.) এর মূল নাম আবু হামিদ মুহাম্মদ, তিনি হুজ্জাতুল ইসলাম নামে পরিচিত। হিজরি ৪৫০ সালে খোরাসানের তেহরান নগরের তুস জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের এ মহান সাধক ও পথ প্রদর্শক দর্শন, তর্ক, কালাম, ধর্মতত্ত্ব, স্বভাব বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, নীতি বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। মুখতাসার, তাহ্‌সিনুল মাখায, মি'য়ারুল 'ইলম, আহাতাফুল ফালাসিফাহ্, ইহইয়াউল 'উলুম, কিমিয়ায়ে সা'আদাত, আখলাকিল আবরার, মিনহাজুল 'আবিদিন, হিদায়াতুল হিদায়াহ ইত্যাদি তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ। পাশ্চাত্য জড়বাদী ভ্রান্ত দার্শনিক মতবাদের মোকাবিলায় ইসলামি দর্শনের যৌক্তিকতা বলিষ্ঠভাবে প্রমাণ করে ইমাম গাযালি বিশ্বমানবের মূল্যবোধ ও চিন্তাধারায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করেন। বিশেষত আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও চিন্তধারাকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে তিনি মানবেতিহাসে অমর হয়ে আছেন। এ মহান ইসলামি দার্শনিক ৫০৫ হি. ৫৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। দ্র. আব্দুল খালেক অনূদিত, †mŠfv‡M¨i cikgwY (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১০-২০

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়াবলী কুর'আন ও সুন্নাহ্র আলোকে অত্যন্ত উন্নত ভাষায় উপস্থাপন করেছেন যাতে একজন মুসলিমের ইসলামি আচরণ ও মূল্যবোধের ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় গ্রন্থটি মুসলিম নারীদের নৈতিক শিক্ষা, আচরণ ও পারিবারিক এবং সামাজিক দায়িত্বের বিষয়কে সামনে রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে। একজন মুসলিম নারীর প্রত্যাশিত নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন ও সুষম ব্যক্তিসত্তা গঠনের জন্য তার করণীয় আলোচনা করতে গিয়ে লেখক মুসলিম নারী তার স্রষ্টার সাথে, নিজের সাথে, তার স্বামী ও পিতা মাতার সাথে, সন্তানদের সাথে, আত্মিয় স্বজন ও প্রতিবেশির সাথে এবং ভাই বোন ও সমাজের সাথে কী আচরণ করবে, কী তার দায়-দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয় আল কুর'আন ও সুন্নাহ্র আলোকে অত্যন্ত বৈজ্ঞানিকভাবে উপস্থাপন করেছেন। আত্মগঠন ও ইসলামি নৈতিকতার আলোকে নিজেকে তৈরি করার জন্য গ্রন্থটি যথেষ্ট সহায়ক হিসেবে বিবেচিত।

মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম ÔwkÿvmwnZ¨ I ms¯‹…wZÕ(২০০০ খ্রি.)। গ্রন্থটিতে শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা দিক নিয়ে অত্যন্ত বিস্তৃত ও মনোজ্ঞ আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনায় যেমন ইসলামের ইতিবাচক দিকটি ফুটে উঠেছে চমৎকারভাবে তেমনি পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির চুলচেরা বিশ্লেষণও স্থান পেয়েছে যথাযথভাবে। বিশেষত আধুনিকতার নামে পাশ্চাত্য শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি যে মুসলিম জাতিকে একটি মেরুদণ্ডহীণ জাতিতে পরিণত করেছে এবং তাদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে এ সত্যটির বলিষ্ঠ প্রতিফলন ঘটেছে গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে।

মুসলিম জাতি আজ ইসলামের সুমহান আদর্শের পরিবর্তে বর্ণ, ভাষা ও অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে যা তাদের জাতি সত্তাকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলেছে। তারা ইসলামি শিক্ষা ও দর্শন পরিহার করে পাশ্চাত্যের জড়বাদি শিক্ষা দর্শনকে গ্রহণ করেছে, তাদের সাহিত্যে নৈতিক মূল্যবোধের পরিবর্তে ভোগবাদী চিন্তা দর্শনের প্রতিফলন ঘটছে, তাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে নির্মল সৌন্দর্য বোধের পরিবর্তে উগ্রতা, নগ্নতা ও অশ্লীলতা ছায়াপাত করেছে। ফলে আজকের মুসলিম জনগোষ্ঠি নৈতিকতা ও আদর্শিক মূল্যবোধ হারিয়ে কার্যত এক নিস্তেজ ও অকার্যকর জাতিতে পরিণত হয়েছে। গ্রন্থটিতে মুসলিম জাতির নৈতিক মূল্যবোধের যৌক্তিকতা এবং পুনরুদ্ধারের উপায় নির্দেশ করা হয়েছে। তবে নৈতিক মূল্যবোধ পুনরুদ্ধারে শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংস্কার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হলেও বাংলাদেশের সমকালীন প্রেক্ষাপট নিয়ে তেমন আলোচনা করা হয়নি।

গ্রন্থকারের আরেকটি পুস্তক হল ÔAvj KiÕAv‡bi Av‡jv‡K DbZ Rxe‡bi Av‘kÕ(২০০৪ খ্রি.) প্রকাশিত। মানব জীবনের প্রকৃত স্বার্থকতা বিত্তবৈভবে নয়, বরং পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছানুরূপ জীবন যাপনের মধ্যে নিহিত, পৃথিবীতে মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে আল্লাহ্র খিলাফাতের দায়িত্ব পালন করার জন্য। সুতরাং মানুষ যখন আল্লাহ্র ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পন করে আপন চিন্তা শক্তি ও বিচার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে থাকে, তাহলেই সে জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। সে অর্জন করতে পারে আল্লাহ্র প্রতিনিধির মর্যাদা। আর আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরতার কারণে মানুষ সকল প্রকার ভয়-ভীতি ও অনিশ্চয়তা এমন কি মৃত্যুভয় থেকেও মুক্ত হয়ে যায়। ফলে মানুষের প্রতিটি কাজই হয় ন্যায়ভিত্তিক, নৈতিক, গঠনমূলক ও কল্যাণকর। লেখক আল্লাহ্র খালিফা হিসেবে নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য নৈতিকতা, ন্যায্যতা, সুবিচার, উন্নত আচার-আচরণ, 'ইবাদাত বন্দেগি ও সামাজিক কর্মকাণ্ড, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গঠন ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক আলোকপাত করেছেন এবং মানব জীবনের মহান উদ্দেশ্য আল্লাহ্র খিলাফাত প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে কুর'আন ও সন্নাহ্র ভিত্তিতে তুলে ধরেছেন।

জাবেদ মুহাম্মদ রচিত গ্রন্থ Ôm”PwiÎ MV‡bi i¨c‡iLvÕ(তা.বি)। সম্পাদনা করেছেন আ.ন.ম আব্দুল মান্নান খাঁন ও অন্যান্য। মানুষের সচ্চরিত্র গঠনের লক্ষ্যে কখন কী করা উচিত, কী করা অনুচিত ইত্যাদি বিষয়সমূহ কুর'আন ও হাদিস ভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক দায় দায়িত্ব, উন্নত ব্যবহারিক জীবন পদ্ধতি এবং বাহ্যিক চাল-চলনে সমস্যা

Dhaka University Institutional Repository

ও সমাধানের উপায় বিষয়ক আলোচনা বইটিতে প্রধান্য পেয়েছে। বইটিতে সচ্চরিত্র ও নৈতিক চরিত্র গঠনের বিভিন্ন দিক সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। অবশ্য আত্মার পরিচয়, কার্যাবলী এবং পরিশুদ্ধির বিষয়টি তেমন আলোচিত হয়নি এবং হাদিস ও অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র উল্লেখ করা হয়নি। গ্রন্থটিতে নৈতিকতা গঠন ও বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কার্যাবলী নিয়ে তেমন কোন পর্যালোচনা করা হয়নি।

মাওলানা হুমায়ুন কবির খান রচিত ÔkqZv‡bi †gvKvwejv Ges Avjøvn cwß‡i DcvqÕ(২০০৯ খ্রি.) প্রকাশিত গ্রন্থ। এটি 'ইল্‌মে মা'রিফাতের[৩৭] একটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক। লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বইটিতে 'ইল্‌মে মা'রেফাতের প্রকৃত পরিচয়, শারি'আহ্‌ ও মা'রিফাতের পার্থক্য এবং সম্পর্ক, আল কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে শয়তানের কুমন্ত্রণা ও মৌলিক মানবিয় দুর্বলতাসমূহের বিবরণ ও বাঁচার উপায় নির্দেশ করেছেন। প্রাজ্ঞ লেখক পুস্তকটিতে হাক্কানি পির, মাশায়েখ ও ভণ্ড প্রতারক পির দরবেশদের প্রকৃত পরিচয় যোগ্যতা ও যোগ্যতার মাপকাঠি স্পষ্ট বর্ণনা করার প্রয়াস চালিয়েছেন। আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতা অর্জনে তথ্যবহুল বইটি থেকে যথেষ্ট উপকৃত হওয়া সম্ভব। সাধারণ মানুষ মাজারপন্থি, ওরশপন্থি ও বেদা'য়াতপন্থি ভণ্ডপির ও প্রতারকদের ধোঁকাবাজি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে সঠিক পথ অন্বেষণে মনোযোগী হতে পারেন। অবশ্য পুস্তকটিতে ব্যক্তিগত সংশোধনের বিষয়ে এবং ভণ্ড প্রতারকদের প্রতারণা সম্পর্কে আলোচনা করা হলেও এ ব্যাপারে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের করণীয় সম্পর্কে কোন দিক নির্দেশনা নেই।

আশরাফ 'আলি থানভি (রহ.) (হাকিমুল উম্মত)[৩৮] কর্তৃক প্রণীত ÔZviweqvZm mwjKÕ(২০১১ খ্রি.) বাংলা ভাষায় প্রকাশিত। 'ইল্‌মে তাসাওউফ তথা আধ্যাত্মিকতা সংক্রান্ত জ্ঞান ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ একটি কিতাবটি অনুবাদ করেছেন মাওলানা মাসউদুর রহমান। হযরত থানভি (রহ.) তাঁর 'ইল্‌মে মা'রিফাতের ছাত্রগণকে পত্র মারফত প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে যে সমস্ত নসিহত ও নির্দেশ প্রদান করতেন এটি মূলত তারই একটি সংকলিত গ্রন্থ। গ্রন্থটি ইসলাহে নাফ্‌স বা আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে স্বকীয় বৈশিষ্টের অধিকারী একটি অনবদ্য ও অনুসরণীয় গ্রন্থ। গোটা ভারত বর্ষে লাখ লাখ মুসলিম স্বীয় উস্তাদ ও পিরের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জনের উক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে ব্যাপক উপকৃত হচ্ছেন। গ্রন্থটিতে কেবল ব্যক্তির নিজের হাল বা অবস্থা, অভিব্যক্তি, সমস্যা, ওয়াসওয়াসা ও সংশয় ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন আসার কারণে হযরত থানভি (রহ.) সে আংগিকেই উত্তর দিয়েছেন। পারিপার্শ্বিক ও সমসাময়িক অন্যান্য সমস্যা, গোটা সমাজে সংস্কার কর্মসূচি ইত্যাদি বিষয় আলোচনায় স্থান পায়নি।

---

৩৭ মা'রিফাত শব্দটি 'আরবি 'উরফুন শব্দ থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ পরিচয় লাভ করা, চেনা, জানা, পরিচিত হওয়া ইত্যদি। পরিভাষায়, অদৃশ্য বিষয়সমূহের ব্যাপারে অবগত মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ক্বাল্‌বসমূহের জীবন লাভ করা এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য সব কিছু থেকে ক্বাল্‌বকে মুক্ত করার নাম মা'রিফাত। দ্র. ড. শাওকি, সম্পা. মুহাম্মদ মুস্তাফা, Avj gÕRvgj IqwmZ (ঢাকাঃ আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ্‌, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ৬১৬; 'মা'রিফাত হচ্ছে ক্বাল্‌ব নিসৃত জ্ঞান। এ জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিকাশ ক্বাল্‌বের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। এ জ্ঞানের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ্‌ তা'আলার মহব্বত, কুদরত ও পরিচয় লাভ করতে পারে।' দ্র. মাওলানা হুমায়ুন কবির খান, kqZv‡bi †gvKv‡ejv Ges Avjøvn cwß‡i Dcvq (ঢাকাঃ সিরাজাম মুনীরা প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ১১৯

৩৮ হযরত আশরাফ 'আলি থানভি (রহ.) ভারতের মুজাফফর নগর জেলার থানা ভবন নামক স্থানে ১২৮০ হি. সালে জন্মগ্রহণ করেন। 'ইলমুত তাসওফ সম্পর্কে তিনি অনেকগুলো মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর মতে মানব শরীরের অঙ্গ-পতঙ্গে যেমন(জাহিরি) প্রকাশ্য শক্তি রয়েছে, সেরূপ মানুষের রূহ বা আত্মা এর মধ্যে অনেক গুপ্ত (বাতিনি) শক্তি রয়েছে। শরীর চর্চার মাধ্যমে যেমন মানুষের অঙ্গ-প্রতঙ্গ শক্তিশালী হয়ে উঠে, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক সাধনায় তাদের রুহানি শক্তি বৃদ্ধি পায়। তাঁর মতে, তাসাওফ শারি'আহ্‌ হতে পৃথক নয় বরং শারি'আহ্‌ হতেই এর উৎপত্তি। ভারত উপমহাদেশের এ বিশিষ্ট 'আলিম, দার্শনিক, মুফাসসির ও মা'রিফাতের মুর্শিদ উর্দূ, 'আরবি ও ফার্সি ভাষায় বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে বায়ানুল কুর'আন, হিফজুল ঈমান, তা'লিমুদ্দিন, ইসলাহুন নিসা, তারবিয়াতুস সালিক, হায়াতুল মুসলিমিন, কালিমাতুল হাক্ব প্রভৃতি। হাকিমুল উম্মত নামে অধিক খ্যাত মা'রিফাতের এ মহান শিক্ষক ১৩৬২ হি. ১৬ রাজাব, ৮৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। দ্র. এ. টি. এম. মুসলেহ উদ্দিন ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, Bmjvgx wek¦‡Kvl, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৫৭

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আলমগীর ÔBwZnv‡mi Av‡jv‡K Avgv‡'i wkÿvi HwZn¨ I cKwZÕ(২০০৬ খ্রি.)। জনসংখ্যার বিচারে বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা একজন মুসলিমের জাগতিক ও পারলৌকিক উন্নয়নে কতটুকু সহায়ক, এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থার অতীত অবস্থা ও বর্তমান সমস্যা, সংকট অবস্থা এবং ভবিষ্যত কর্মপন্থা নিরূপণ ইত্যাদি বিষয় গ্রন্থটিতে আলোকপাত করা হয়েছে। উন্নত জাতি গঠনে ইসলামি শিক্ষার গুরুত্ব, শিক্ষা ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান, আধুনিক বিশ্বের শিক্ষা সংকট, বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার ঐতিহ্য, বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষা আন্দোলন, উন্মেষ ও বিকাশ ইত্যাদি বিষয় আলোচনার মাধ্যমে লেখক ইসলামের আলোকে শিক্ষা সংস্কারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথাই মূলত তুলে ধরেছেন যাতে দেশ গড়ার উপযুক্ত, উন্নয়ন ও উৎপাদনে দক্ষ সৎ ও যোগ্য নাগরিক তৈরি করা যায়।

## ১.৯ অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা (Structure of the study)

গবেষণার সুবিধার্থে 'আল কুর'আনের আলোকে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ' শীর্ষক পিএইচ.ডি. গবেষণা অভিসন্দর্ভকে ৭টি অধ্যায় এবং প্রত্যেকটি অধ্যায়কে কয়েকটি করে অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় ভিত্তিক আলোচনার শিরোনাম এবং অনুচ্ছেদের বর্ণনা নিম্নরূপঃ

### প্রথম অধ্যায়

এ অধ্যায়ে মূলত গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দীর্ঘ গবেষণার অবতরণিকা এ অধ্যায়ে প্রস্তুত করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। যার মধ্যে গবেষণা প্রস্তাবনা, গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি, গবেষণা কর্মের পরিধি, উৎস, গবেষণার সময়কাল, গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা। এবং গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পুস্তক পর্যলোচনা এ অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে। সবশেষে অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা ইত্যাদির ধারাবাহিক পর্যালোচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

### দ্বিতীয় অধ্যায়

এ অধ্যায়ে আল কুর'আনের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ, আল কুর'আনের নামসমূহ ও নামকরণের কারণ, প্রধান আলোচ্য বিষয় তথা মানুষ, অন্যান্য মৌলিক বিষয়বস্তুসমূহ, অবতীর্ণের উদ্দেশ্য, সংরক্ষণ পদ্ধতি ও আল কুর'আনের মর্যাদা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি আল কুর'আনের বিধি-বিধান সংক্রান্ত জ্ঞান, বিতর্ক সংক্রান্ত জ্ঞান, আল্লাহ্‌র নি'আমাত ও নিদর্শন সংক্রান্ত জ্ঞান, পুরস্কার ও শাস্তি সংক্রান্ত জ্ঞান ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন সংক্রান্ত জ্ঞান ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আল কুর'আনের মর্যাদা বিষয়ক আলোচনা প্রসংগে এটি অকাট্য ও সংশয়হীন জ্ঞান ভাণ্ডার, সুনির্দিষ্ট, বিস্তারিত ও চিরন্তন বক্তব্যের সমাহার, সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী, পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী এবং একটি মু'জিযা ও অলৌকিক গ্রন্থ ইত্যাদি বিষয়সমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

### তৃতীয় অধ্যায়

অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে আল কুর'আনের আলোকে মানুষের পরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মানুষের সৃষ্টিতত্ত্ব বিশ্লেষণ, জ্ঞান ও বিবেকের পরিচয়, মৌলিক ইতিবাচক ও নেতিবাচক স্বভাব ইত্যাদি বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে মানুষ ও মানবাত্মার স্বরূপ, মানবদেহ ও মানবাত্মার সম্পর্ক এবং মানবাত্মার সাথে মহান আল্লাহ্‌র সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা তথ্য প্রমাণসহ উপস্থাপন করা হয়েছে।

*Dhaka University Institutional Repository*

এছাড়াও এ অধ্যায়ে আত্মশুদ্ধির সংজ্ঞা ও পরিচয় সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে আত্মশুদ্ধির আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ, আল কুর'আনে আত্মশুদ্ধির নির্দেশনা, আত্মশুদ্ধির তাৎপর্য, আত্মা ও আত্মশুদ্ধি সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। আত্মশুদ্ধি ব্যক্তি জীবনের রক্ষাকবজ, এটি উন্নত ব্যক্তিত্ব অর্জনের মাধ্যম, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সার্বিক কল্যাণের নিশ্চয়তা এবং ধর্মীয় সংস্কার ও খিলাফাতের প্রথম পদক্ষেপ। মানবিক সাম্য ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার প্রধান উপকরণ হিসেবে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে যোগ্য নাগরিক তৈরিতে আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বিধৃত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

মানবতার পূর্ণমুক্তি মূলত আত্মার পরিশুদ্ধির উপর নির্ভরশীল। আর এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে মানুষকে পবিত্র করে তোলার উদ্দেশ্যে মহানাবি (সা.) কে পাঠিয়েছেন মহাগ্রন্থ আল কুর'আনুল কারিম সহকারে। তাঁকে প্রেরণ করেছেন কুর'আনের প্রশিক্ষক হিসেবে।[৩৯] তাই আত্মশুদ্ধির চূড়ান্ত পথনির্দেশনা কেবল আল কুর'আনেই পাওয়া সম্ভব। চতুর্থ অধ্যায়ে আল কুর'আনুল কারিমের আলোকে আত্মশুদ্ধি অর্জনের উপায় সংক্রান্ত বিষয়সমূহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আত্মশুদ্ধি অর্জনে সালাত আদায় ও প্রতিষ্ঠা, যাকাত আদায় ও বন্টন, রোজা পালন, হজ্জ পালন, কুর'আন তিলাওয়াত ও অন্যান্য নফল ও মৌলিক 'ইবাদাতের  গুরুত্ব ও প্রভাব বিষয়ে আলোচিত হয়েছে।

হালাল পন্থায় উপার্জন ও ব্যয়, সততা ও সত্যবাদীতা, 'আদ্ল বা ন্যায়পরায়ণতা, ধৈর্য ও ক্ষমা, পর্দা ও শালীনতা, তাওয়াক্কুল, আমানতদারি ও দানশীলতা এবং আত্ম-সংযম ও আত্ম-সমালোচনা ইত্যাদি সৎ গুণাবলীর প্রভাব বিষয়ে এ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে আত্মশুদ্ধি অর্জনে অনুকূল পরিবেশ এবং পারিপার্শ্বিকতা বিষয়েও বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে পারিবারিক রীতি-নীতি, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক রীতি-নীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও গণমাধ্যম, দ্বিনি দা'ওয়াহ্ ও সম্প্রচার এবং আত্মশুদ্ধির উপযুক্ত সময় ও বয়স ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। আত্মশুদ্ধি অর্জনে মিথ্যাচার, অহংকার ও আত্মম্ভরিতা, হিংসা ও ক্রোধ, ধোঁকা ও প্রতারণা, অপব্যয় ও কৃপণতা, অলসতা ও ভোগপ্রিয়তা, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা এবং নিন্দা ও কুটনামি ইত্যাদি মন্দ স্বভাব ত্যাগের গুরুত্ব বিষয়ে এ অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোকপাত করা হয়েছে

পঞ্চম অধ্যায়

এ অধ্যায়ে আল কুর'আনের আলোকে নৈতিক মূল্যবোধ ও আল কুর'আনে বর্ণিত দুর্নীতি বিষয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে নৈতিকতার পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। নৈতিকতার আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা, আল কুর'আনে নৈতিকতার গুরুত্ব, ইসলামি নৈতিকতার লক্ষ্য এবং ইসলামি নৈতিকতার বিভিন্ন স্তর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অতঃপর নৈতিক মূল্যবোধ এর তাৎপর্য ও পরিধিসূমহ এর বিভিন্ন স্তর ও ধারাবাহিক অগ্রগতি ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

এছাড়া ও এ অধ্যায়ে মানব সমাজে নৈতিকতার প্রভাব বিষয়ক আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে। নৈতিকতার মাধ্যমে শারীরিকও মানসিক সুস্থ্যতা অর্জন, পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা, সৎ ও দক্ষ নাগরিক তৈরি, উন্নয়ন ও উৎপাদনে সহায়ক পরিবেশ, জাগতিক কল্যাণ অর্জন, পৃথিবী ও আখিরাতে জবাবদিহিতার অনুভূতি এবং আত্মার শান্তি ও

---

৩৯ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أنتَ ٱلعَزِيزُ ٱلحَكِيمُ 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি তাদের জন্য তাদেরই মধ্য হতে এমন একজনকে প্রেরণ করুন যিনি তাদের সামনে আপনার আয়াত তিলাওয়াত করবে, আপনার কিতাব (আল কুর'আন) তাদেরকে শিক্ষা দিবে, হিকমাহ্ শিক্ষা দিবে আর তাদেরকে পবিত্র করবে, নিশ্চয় আপনি মহাপরাক্রমশালী ও মহাপ্রজ্ঞাময়।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ১২৯

Dhaka University Institutional Repository

পরকালীন মুক্তি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের শেষে আল কুর'আনে নিষিদ্ধ দুর্নীতির বিবরণ, দুর্নীতির পরিচয়, দুর্নীতির উৎস, প্রধান কারণসমূহ, এর ব্যাপতকা ও সর্বগ্রাসি কুফল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অভিসন্দর্ভের এ অধ্যায়ে মহাগ্রন্থ আল কুর'আনে উল্লিখিত বিভিন্ন দুর্নীতি ও প্রতিকারের জন্য নির্দেশিত উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে আল্লাহ্‌র সাথে শির্‌ক করা, ফার্‌জ 'ইবাদাত পরিত্যাগ, ও'আদা ভঙ্গ করা, প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি, যাদুটোনা ও হিংসা-বিদ্বেষ, আত্মিয়-স্বজনদের পরিত্যাগ, দুর্বলের সম্পদ আত্মসাত ও জুল্‌ম, চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাই এবং অন্যের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান ও প্রকাশ ইত্যাদি বিষয়গুলোর চরম ক্ষতি গুরুত্বের সাথে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এ অধ্যায়ে আরো যে সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণা উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা হচ্ছে, নাগরিক পর্যায়ে দুর্নীতি। অতপর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের দুর্নীতি তথা রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণকে ধোঁকা দেয়া, আল্লাহ্‌র বিধান মোতাবেক ফায়সালা না করা, উৎকোচ গ্রহণ ও ন্যায় বিচার না করা, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সম্পত্তির অপব্যবহার, মুসলিমগণের মধ্যে সালাত ও যাকাত প্রতিষ্ঠা না করা, নাগরিকগণের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা না করা, এবং ভিন্নমতের নাগরিকগণের উপর নির্যাতন করা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

এছাড়াও এ অধ্যায়ে আল কুর'আনের আলোকে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও প্রতিকারের বিভিন্ন উপায় সংক্রান্ত বিষয় যুক্তি ও প্রমাণসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পাশাপাশি ইসলামি শিক্ষা ও আদর্শের পূর্ণ বাস্তবায়ন, সর্বস্তরে চরিত্রবান ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, মৌলিক সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রের সকল স্তরে সচেতনতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, গণসচেতনতা ও গণপ্রতিরোধ সৃষ্টি এবং ইসলামি 'আইন ও দণ্ডবিধির প্রয়োগ এ সমস্ত বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষে আলোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়ে বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত প্রেক্ষাপট তথ্য উপাত্তসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আর্থ-সামাজিত ও ধর্মীয় অবস্থা তুলে ধরে সেগুলোর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে বাংলাদেশের পরিচয়, বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয়গুলো আলোচনায় স্থান পেয়েছে। আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে এবং বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, সরকারি মাদ্‌রাসা শিক্ষা, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামি শিক্ষা, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য সরকারি পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায়ে বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে বেসরকারি মাদ্‌রাসা শিক্ষা ও ইসলামিক স্কুলসমূহ, ইমাম ও 'আলিমগণের নানামুখি পদক্ষেপ, ইসলামি সাহিত্য ও সংস্কৃতিক সংগঠনসমূহের অবদান, ইসলামি দা'ওয়াহ্‌ সংগঠনসমূহের ভূমিকা এবং ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী মিডিয়াসমূহের অবদান বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, ভাষা ও সংস্কৃতি, শিক্ষা ব্যবস্থা, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, আন্তধর্মীয় সম্পর্ক ও ইসলাম প্রচার বিষয়ক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়সমূহ ব্যাপক মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করে কতিপয় করণীয় বিষয় নির্ণয় করা হয়েছে।

*Dhaka University Institutional Repository*

আল কুর'আনের আলোকে শিক্ষা সংস্কার, সামাজিক সংস্কার, ব্যবসায় ও অর্থনৈতিক সংস্কার, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংস্কার বিষয়ে আলোকপাত করে গবেষকের প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়েছে। সর্বশেষ অনুচ্ছেদে গবেষণার অভিজ্ঞতা ও অর্জিত জ্ঞান বাংলাদেশের বাস্তবতার আলোকে বিশ্লেষণ করে এর সারনির্যাস উপস্থাপন করা হয়েছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে আল কুর'আনের বিধি-বিধান প্রবর্তন করে এ অঞ্চলে মানুষের মধ্যে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার কল্যাণময় কর্মসূচি সহজে বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

## ১.১০ উপসংহার

অভিসন্দর্ভের শেষে উপসংহার হিসেবে সমগ্র অভিসন্দর্ভের সারনির্যাস সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে যে অনুভূতিতে এ অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত করা হয়েছে সে বিষয়ে নিজের একান্ত অভিব্যক্তি প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। সবশেষে একটি গ্রন্থপঞ্জি সংযোজন করা হয়েছে যা ইসলাম প্রচারক, 'আলিম সমাজ, শিক্ষার্থী ও গবেষকবৃন্দসহ সাধারণ জনগণ বিশেষভাবে উপকৃত হবে বলে আশা করা যায়। এ অভিসন্দর্ভ থেকে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাখাত সংশোধন ও সংস্কারমূলক প্রভাব এবং ব্যক্তির দ্বিনি অনুভূতি জাগ্রত করণের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় জাতি কিংবা কোন ব্যক্তি যদি সামান্যতম উপকৃত হয় তাহলে গবেষকের কষ্টসাধ্য শ্রম সার্থক হবে।

*Dhaka University Institutional Repository*

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## আল কুর'আনের পরিচয়

আল কু'রআন হচ্ছে মহান আল্লাহ্‌র বাণী। সর্বকালের সকল মানুষের দিকদর্শন হিসেবেই পবিত্র কুর'আন অবতীর্ণ হয়েছে। কুর'আনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষকে পথচলার নির্দেশনা দিয়েছেন। আল কুর'আন পড়ার মানে হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাণীকে শ্রদ্ধা করা, তাঁর সঙ্গে কথা বলা, তাঁর সঙ্গে পথ চলা। এ হচ্ছে জীবন সংগ্রামে জীবনদাতার সম্মুখীন হওয়া। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব এবং তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনিই তোমাদের জন্য অবতীর্ণ করেছেন মহাসত্যসহ মহাগ্রন্থ, মানব জাতির দিক নির্দেশনা হিসেবে।'[১] 'কুর'আন মানবজাতির প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক মহান নি'আমত। বিশ্বজগতের কাছে প্রেরিত আল্লাহ্‌র বাণীসমূহের পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক বাহন হচ্ছে কুর'আন।'[২] এটি হচ্ছে হযরত আদম ('আ.)[৩] এবং তাঁর বংশধর বা উত্তরসূরীগণের প্রতি প্রদত্ত মহান আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, 'অতপর আমার নিকট থেকে যে জীবন বিধান তোমাদের নিকট পৌঁছবে, যারা আমার সে বিধান মেনে চলবে, তাদের জন্য দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার কোনো কারণ থাকবে না।'[৪]

আল কুর'আন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশ্ব মানবতার জন্য হিদায়াত[৫] ও সঠিক পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। সকল প্রকার অজ্ঞতা, বিভ্রান্তি, অমঙ্গল, অন্ধকার দূরীভুত করে চিরন্তন আলোর দিকে আল কুর'আন মানব জাতিকে উদাত্ত আহবান জানাচ্ছে। এটি মানব জাতির সামনে উপস্থাপন করছে মুক্তি ও সাফল্যের সত্যিকার এবং চিরন্তন জ্ঞান সম্ভার, যার আলোকচ্ছটায় সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত হয়। সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য উপস্থাপন করে আল কুর'আন মানবজাতির সামনে সত্যের আহ্‌বান নিয়ে এসেছে। 'বলো, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবারই।'[৬]

পার্থিব লোভ-লালসা এবং শয়তানি শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য এটিই হচ্ছে মানুষের ক্ষণস্থায়ী জীবনের একমাত্র সহায়ক উপায়। ভয় ও চিন্তা দূর করার এটিই হচ্ছে একমাত্র মাধ্যম। অন্ধকারের

---

১ ٱللَّهُ لا إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ ٱلْحَى ٱلْقَيُّومُ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ দ্র. আল কুর'আন, ০৩ : ২- ৩

২ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, Zvdmxi dx whjwjj †KviAvb (ঢাকা: আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, বাংলাদেশ সেন্টার, ৭ম সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.), খ. ২০, পৃ. ১৮

৩ يَٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً 'হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি ('আদম) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন আর তাদের দু'জন হতে অসংখ্য নর-নারী সৃষ্টি করে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ০১; আদম ('আ.) হলেন প্রথম মানুষ ও মানবজাতির আদি পিতা। পৃথিবীর প্রথম অধিবাসী ছিল জিন জাতি। তারা এখানে ফিৎনা, ফাসাদ, খুনা-খুনি ও নানা রকম বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের শাস্তি বিধানের জন্য ইবলিসসহ ফিরেশতাদের একটি বাহিনী পাঠালেন। ইবলিস ও তার সাথী ফিরেশতাগণ তাদেরকে হত্যা করল এবং বিভিন্ন সাগরের দ্বীপে ও পাহাড়-পর্বতে তাড়িয়ে দিল। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা আদম ('আ.) কে সৃষ্টি করে তাঁকে ও মানবজাতিকে জিনদের স্থলাভিষিক্ত করলেন। পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত ও খিলাফাতের ভার আদম ও তাঁর বংশধরদের উপর অর্পন করলেন। দ্র. ড. সিরাজুল হক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, mxivZ wek‡Kvl (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৫

৪ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ দ্র. আল কুর'আন, ০২: ৩৮

৫ ذَٰلِكَ ٱلْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلاةَ وَممَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 'এটিই সে মহাগ্রন্থ আল কুর'আন, যাতে কোন সন্দেহ নেই, যারা আল্লাহ্‌ তা'আলাকে ভয় করে, এ কিতাব কেবল তাদের জন্যই পথপ্রদর্শক। যারা না দেখে আল্লাহ্‌ তা'আলাকে বিশ্বাস করে, যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, তাদের আমি যা কিছু দান করেছি তারা তা থেকে আমার নির্দেশিত পথে ব্যয় করে।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ০২-০৩ ; فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ 'এখন তো তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ, পথ নির্দেশ ও দয়া এসেছে।' দ্র. আল কুর'আন, ০৬: ১৫৭

৬ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً দ্র. আল কুর'আন, ১৭: ৮১

Dhaka University Institutional Repository

অমানিশায় মুক্তি ও সাফল্যের পথ দেখার জন্য এটিই হচ্ছে একমাত্র আলোকবর্তিকা। ভিতরের অসুস্থতা ও সামাজিক ব্যধি মানুষকে যে প্রতিনিয়ত গ্রাস করতে চায়, তার একমাত্র নিরাময় হচ্ছে আল্লাহ্‌র এ কালাম। এ হচ্ছে মানুষের প্রকৃতি, গন্তব্য, অবস্থান, দায়িত্ব-কর্তব্য এবং ধ্বংস সম্পর্কে স্থায়ী এক স্মরণিকা।[৭] সবচাইতে বড় কথা, এটিই হচ্ছে মহান স্রষ্টার সান্নিধ্য এবং নৈকট্য লাভের একমাত্র পথ। কুর'আনের পথে চলার যে পুরস্কার এ পৃথিবীতে নিঃসন্দেহে তা অনেক এবং আরো অফুরন্ত ও অনন্ত পুরস্কার রয়েছে আখিরাতে।[৮] এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সে সম্পর্কে হযরত আবু হুরায়রা (রা.)[৯] বলেন, 'এ পুরস্কার এমন যে, চোখ কখনো দেখেনি, কান কোনোদিন শুনেনি, মানুষের হৃদয় কোনোদিন অনুভব করেনি।'[১০] অর্থাৎ আল কুর'আনের অনুসারী ও অনুগত বান্দার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিশ্রুত পুরস্কারসমূহ এতোই ব্যাপক যে এর কোন দৃষ্টান্ত মানবজাতির জানা নেই।

## ২.১ আল কুর'আনের সংজ্ঞা ও পরিচিতি

আল কুর'আন মানুষের জন্য মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডার। এ সম্পর্কে জানার জন্য সর্বপ্রথম কুর'আন শব্দের আভিধানিক অর্থ, এর নামকরণের কারণ এবং অর্থের ব্যাপকতা সম্পর্কে জানা আবশ্যক। আল কুর'আন সম্পর্কে মৌলিক ধারণা লাভ করার জন্য এর পারিভাষিক সংজ্ঞা, সংক্ষিপ্ত, সুন্দর ও ব্যাপক অর্থবোধক নামসমূহ, অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট ও পদ্ধতি, অবতীর্ণের উদ্দেশ্য, সংরক্ষণ পদ্ধতি এবং সংকলনের ইতিহাস সঠিক ভাবে জানা জরুরি। একইসাথে মাক্কি-মাদানি সূরা, আয়াতে নাসেখ-মানসুখ, মুহ্‌কাম-মুতাশাবিহ্ আয়াতসমূহ, হুরুফুল মুকাত্তা'আত ইত্যাদি মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোও আল কুর'আন সম্পর্কিত জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। নিম্নে আল কুর'আনের সংজ্ঞা ও পরিচিতি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হল।

### ২.১.১ আল কুর'আনের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা

কুর'আনের আভিধানিক সংজ্ঞা

قُرْآنٌ (কুর'আন) শব্দটি قَرْءٌ অথবা قِرَاءَةٌ অথবা قَرْنٌ ক্রিয়ামূল থেকে উৎসারিত। যদি قَرْءٌ ক্রিয়ামূল থেকে উৎসারিত হয়, তাহলে তার অর্থ- জমা করা, একত্রিত করা। এ অর্থে আল কুর'আনকে কুর'আন এজন্য বলা হয় যে, এটি সমুদয় আদি- অন্তের জ্ঞানের ভাণ্ডার। দ্বিন ও দুনিয়ার এমন কোনো জ্ঞান নেই যা কুর'আনে উল্লিখিত নেই। আল কুর'আন সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের একত্রিত ভাণ্ডার।

আর যদি কুর'আন শব্দটি قراءة ক্রিয়ামূল থেকে উৎসারিত হয়, তাহলে তার অর্থ হবে– পঠিত বিষয়। এ অর্থে আল কুর'আনকে কুর'আন এজন্য বলা হয় যে, অন্যান্য নাবি ও রাসূলগণকে কিতাব বা

৭ খুররম মুরাদ, অনু. কামারুজ্জামান, KiÕAvb Aa¨qb mnwqKv (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ১২৬

৮ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ 'অনন্তর যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ ভাল কাজ করবে, সে তার ফলাফল দেখতে পাবে। আর যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সেও তার কর্মফল দেখতে পাবে।' দ্র. আল কুর'আন, ৯৯: ৭-৮।

৯ হযরত আবু হুরায়রা আদ দাওসি (রা.), ইসলাম পূর্ব নাম, 'আব্দুস শামস। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) নাম রাখেন 'আব্দুর রহমান। আবু হুরায়রা তাঁর কুনিয়ত বা উপনাম। তিনি প্রখ্যাত সাহাবি হযরত তুফাইল ইব্‌ন আমর আদ দাওসির (রা.) হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। খাইবার বিজয়ের পর সপ্তম হিজরিতে মাদিনায় আসেন এবং রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা রাসূলের খেদমতে মসজিদেই অবস্থান করেন। রাসূলের নিকট থেকে সরাসরি তা'লিম ও তারবিয়াত লাভ করতেন এবং তাঁর ইমামতিত্বে নামায পড়তেন। অগাধ জ্ঞান ভাণ্ডার, সীমাহীন বিনয় ও উদারতায় পরিপূর্ণ এ মহান মুহাদ্দিস ও মুফাসসির সাহাবি সর্বাধিক হাদিস বর্ণনা করার গৌরব লাভ করেন। 'ইল্‌মে হাদিসের এ মহান খাদেম, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অত্যন্ত নৈকট্য লাভকারী সাহাবি ৭৮ বছর বয়সে ৫৭ হি. সালে ইনতিকাল করেন। দ্র. ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, Avmnv‡e ivm‡j i RxebK_v (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, সপ্তদশ সংস্করণ, ২০১৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৫০

১০ gynv¤§` Be&b Avn&gv` Avj KziZywe, *Avj-RvwgÕD wj Avn&Kvwgj KziÕAvb* (ˆeiæZ: `viæj KzZzwej ÔBjwgq¨vn&, Zvwe.), c,,. 321

সহিফা আল্লাহ্‌র পক্ষ্য থেকে লিখিতভাবে দান করা হয়েছিল, কিন্তু কুর'আনুল কারিম পঠিত অবস্থায় অবতীর্ণ হয়েছে। জিবরাঈল আমিন ('আ.) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর নিকট উপস্থিত হতেন এবং সদ্য অবতীর্ণ আয়াত পড়ে শুনাতেন। এমনিভাবে কুর'আন শব্দটি যদি قَرْنٌ ক্রিয়ামূল থেকে উৎসারিত হয়, তাহলে তার অর্থ হবে মিলানো বা সংযুক্ত করা। এই অর্থে আল কুর'আনকে কুর'আন এজন্য বলা হয় যে, কুর'আনের প্রত্যেকটি বিষয় একে অপরের সাথে মিলিত বা সংযুক্ত।[১১]

আল কুর'আনের পারিভাষিক সংজ্ঞা

মহাগ্রন্থ আল কুর'আনের আলোকে বিজ্ঞ 'আলিমগণ এর কতিপয় পারিভাষিক পরিচয় নির্ণয় করেছেন যে গুলোর মাধ্যমে খুব সহজে আল্লাহ্‌র এ মহান ও পবিত্র কিতাবকে চেনা যায়। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপন করা হল:

ক. 'কুর'আন এমন এক গ্রন্থের নাম যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তদ্বীয় রাসূলুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ্ (সা.) এর প্রতি অবতীর্ণ, গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ এবং সন্দেহাতীত বহু সূত্রে বর্ণিত।'[১২]

উপরোক্ত সংজ্ঞার ব্যাখ্যা

কুর'আনুল কারিমের শব্দ ও অর্থ উভয়টিই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। হাদিস শারিফের শুধু অর্থ ও বিষয়বস্তু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ আর শব্দমালা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর নিজের। কুর'আন ও হাদিসের মধ্যে এটিই পার্থক্য। কেউ কেউ এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে বলেন, হাদিসের মতোই কুর'আনুল কারিমের শুধু বিষয়বস্তু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, আর শব্দ জিবরাঈল('আ.) কিংবা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর। তাদের এ বক্তব্য সম্পূর্ণ বাতিল ও অবান্তর। কারণ কুর'আনুল কারিমের অসংখ্য আয়াত এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, কুর'আনুল কারিমের শব্দ ও অর্থ উভয়টিই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। কুর'আনুল কারিমের উপরোক্ত সংজ্ঞার ক্ষেত্রে সকল 'উলামায়ে কিরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন এতে কারো দ্বিমত নেই। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রমাণ তুলে ধরা হলো:

আল কুর'আনুল কারিমের বিভিন্ন জায়গায় তার বিশেষ একটি গুণ 'আরবি হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। অর্থাৎ এটিকে সুস্পষ্ট 'আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করা হয়েছে।[১৩] সুতরাং এ কথাটি একেবারে সুস্পষ্ট যে, যদি কুর'আনের শুধু বিষয়বস্তুই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হতো তাহলে (আমি এটিকে 'আরবি কুর'আনরূপে অবতীর্ণ করলাম) এ আয়াতের কোনো অর্থই থাকে না।

'আরবি হওয়া শব্দের একটি গুণ, অর্থের গুণ নয়।[১৪] কুর'আনুল কারিমের কয়েকটি জায়গায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর উপর বিশেষ তিনটি অবশ্য কর্তব্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, 'তিনি তাদের

---

১১ আর রাগিব আল ইসফাহানি, Avj gdiv' wd Mwiwej KiÔAvb (বৈরুত: দারু মাকতাবাতিল হিলাল, ১৯৯১ খ্রি./১৪১১ হি.), পৃ. ৪১১; দ্র. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াকুব মাজদুদ্দিন আল ফিরোজাবাদি, Avj Kvgmj gwnZ (কায়রো: আল মাকতাবাতুত তাওফিকিয়্যাহ্, তাবি.), খ. ১, পৃ. ৩৮ ;

১২ gynv¤§` ÔAvãyj ÔAvwhg Avh hviKvwb, *gvbvwnjyj ÔBidvb wd ÔDj~wgj KziÕAvb* (wgki: `viæZ ZvIwdwKq¨vn& wjZ Zzivm, 2011 wL^a.), L. 1, c,,. 44; ÔÑ القران هو المنزل علي الرسول المكتوب في المصاحف المنقول الينا نقلا متواترا بلا شبهة `^a. Avj-gybwR` m¤úv`bv cwil`, *Avj-gybwR`, ÔAviwe-D`y© Awfavb* (KivwP: B`vivZzj KziÕAvb Iqvj ÔDjyg, 1390/1974), c,,. 278

১৩ মাতবা'আ মুস্তাফা আল বালি, AvZ Zvjwen gvÔAvZ ZvIwhn (মিশর: দারুল 'ইলম লিল মালায়িন, ১৯৮২ খ্রি. ), খ. ১, পৃ. ২৬; দ্র. মুহাম্মদ আলি আস সাবূনি, AvZ wZeBqvb wd ÔDjwgj KiÔAvb (বৈরুত: আলামুল কুতুব, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৩২

১৪ ড. মুহাম্মদ হুসাইন, AvZ-Zvdwmi Iqvj gdvmwmiæb (করাচি: ইদারাতুল কুর'আন ওয়াল 'উলুম, ১৪০৬/১৯৮৭), পৃ. ৪৩; দ্র. মাওলানা জা'ফর আহমাদ 'উসমানি, AvnKvgj KiÔAvb (করাচি: 'ইদারাতুল কুর'আন ওয়াল 'উলুমিল

Dhaka University Institutional Repository

সামনে আল্লাহ্‌র আয়াত পাঠ করবেন, তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দিবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন।’[১৫]

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর উপর অর্পিত তিনটি পৃথক দায়িত্ব ছিল। একটি আল্লাহ্‌র আয়াত তাদের নিকট শুধু পাঠ করা, দ্বিতীয়টি তাদেরকে শিক্ষা দেয়া এবং তৃতীয়টি হচ্ছে প্রথম দু'য়ের সমন্বয়ে তাদের অন্তকরণকে সার্বিকভাবে পবিত্র করে গড়ে তোলা। এটি প্রকাশ্য কথা যে, শব্দ শুধু পাঠ করা হয়ে থাকে, অর্থ নয়। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর উপর অর্পিত সর্বপ্রথম দায়িত্ব হলো কুর’আনুল কারিমের শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট, অর্থের সাথে নয়।

কুর’আনুল কারিমের বিভিন্ন স্থানে কুর’আনকে বুঝানোর জন্য কিতাব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর্থিক বিষয়বস্তুর উপর কিতাব শব্দের প্রয়োগ হয় না, বরং যখন বিষয়বস্তুকে শব্দের ছন্দে সাজানো হয় তখনই তাকে কিতাব বলা হয়। এর দ্বারাও পরিষ্কার হয়ে গেল যে, কুর’আনের শব্দ ও অর্থ উভয়টিই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। সূরা কিয়ামাহ্ দ্বারা জানা যায় যে, হযরত জিবরাঈল (‘আ.) যখন ওয়াহি নিয়ে আগমন করতেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সেটিকে আত্মস্থ করার জন্য তাড়াহুড়া করে একই শব্দ পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করতেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা নির্দেশ দিলেন তাড়াতাড়ি শিখে নেয়ার উদ্দেশ্যে দ্রুত ওয়াহি আবৃত্তি না করার জন্য। এর সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব তিনি নিজের তত্ত্বাবধানে রেখেছেন।’[১৬]

প্রাক্ত আয়াত সুস্পষ্টভাবে প্রত্যয়ন করে যে, হযরত জিবরাঈল (‘আ.) যে সমস্ত শব্দাবলী নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর নিকট আবির্ভূত হতেন, সেগুলো আল্লাহ্‌র কালাম (বাণী) ছিল। এ জন্যই এর শব্দ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে আত্মস্থ করানো, এর তিলাওয়াত শিক্ষা দেয়া এবং এর অর্থ ব্যাখ্যা করা এ তিনটি কাজের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘আলা নিজ দায়িত্বে রেখেছেন।

উপরোক্ত দলিল প্রমাণের আলোকে কুর’আনুল কারিমের শব্দ ও অর্থ উভয়টিই ওয়াহির মাধ্যমে অবতীর্ণ হওয়া সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো। শায়খ মুহাম্মদ ‘আব্দুল ‘আযিম যারকানি (রহ.) বলেন, কুর’আনুল কারিমের শব্দ ও অর্থ উভয়টিই আইম্মায়ে কিরামের ঐক্যমতে ওয়াহির মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে।

হাদিসে কুদসিতেও[১৭] প্রসিদ্ধ বর্ণনা রয়েছে যে, কুর’আনুল কারিমের অর্থ ও শব্দ উভয়টিই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।’ [১৮]

খ. এটি আল্লাহ্‌র কালাম যা তাঁর বান্দা মোহাম্মদ (সা.) এর উপর ‘আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। এটি একটি মু‘জিযা এর সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত সূরার ক্ষেত্রেও। এটি লিপিবদ্ধ আছে

---

ইসলামিয়্যাহ্, ১৪১৩ হি.), পৃ. ৪৭; ত্বাহা হোসাইন, wgb nw‘wmk wkÔwi Iqvb bvQwi (মিশরঃ দারুল মা‘আরিফ, ১০ম সংস্করণ, তাবি.), পৃ. ২৫

১৫ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلعَزِيزُ ٱلحَكِيمُ দ্র. আল কুর’আন, ০২: ১২৯

১৬ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, Zvdmxi dx whjwjj †KviAvb, প্রাগুক্ত, খ. ২১, পৃ. ২৫০

১৭ হাদিসে কুদ্‌সি হচ্ছে সে সমস্ত হাদিস, যে হাদিসের মূল কথা সরাসরি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত এবং আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কিত করে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাঁর নাবি মুহাম্মদ (সা.) কে ইলহাম কিংবা সপ্নযোগে অথবা জিব্রাঈল (‘আ.) এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। দ্র. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, eLvix kixd (ঢাকাঃ ইফবা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৪

১৮ মুহাম্মদ ‘আব্দুল ‘আযিম আয যারকানি, gvbwnjj ÔBidvb wd ÔDjwgj KiÔAvb (মিশরঃ দারুত তাওফিকিয়াহ্ লিত তুরাস, ২০১১ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪৪; ‘আল্লামা বদরুদ্দিন আয যারকাশি, Avj einvb wd ÔDjwgj KiÔAvb (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়াহ্, ২৯৯৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২২৯

Dhaka University Institutional Repository

এবং আমাদের কাছে এটি মুতাওয়াতির বর্ণনায় এসে পৌঁছেছে। এর পঠনের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্‌র ‘ইবাদাত করি এবং এটি সূরা ফাতিহা দিয়ে শুরু সূরা নাস দিয়ে এর সমাপ্তি।[১৯]

উপরোক্ত সংজ্ঞার ব্যাখ্যা

প্রথমত: ‘এটি আল্লাহ্‌র কালাম এবং সে কালাম যা হচ্ছে ই‘জায[২০] বা মহা অলৌকিক। কুর’আনে ই‘জায হচ্ছে এর অতি উচ্চমাত্রায় বাগ্মীতা বা বাচন শৈলী। আল্লাহ্‌র অন্য কোন বাণী কুর’আনের অংশ হবে না। উদাহরণ স্বরূপ- হাদিসে কুদ্‌সি। দ্বিতীয়ত: সম্পূর্ণ কুর’আনই বিশুদ্ধ ‘আরবি ভাষায় অবতীর্ণ। এটি সম্পূর্ণ ‘আরবি এবং এতে কোন বিদেশি শব্দ নেই। আল্লাহ্‌র কুর’আনের কোন অংশই ‘আরবি ভাষার বাইরে নয়। কুর’আনের অনুবাদও কুর’আন হিসেবে গণ্য হবেনা তা যতই বিশুদ্ধ হোক না কেন। এ কারণেই আমরা অনুবাদ হতে আহ্‌কাম আহরণ করতে পারিনা। অনুবাদ দিয়ে নামাযও পড়া যায় না এবং অনুবাদ পঠনে ‘ইবাদাতও হয় না। তৃতীয়ত: আল কুর’আন আমাদের কাছে মুতাওয়াতির[২১] বর্ণনার মাধ্যমে এসে পৌঁছেছে যা একে নিশ্চিত বিশুদ্ধতা দান করে। এটি আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সময় হতে মুখস্ত ও লিখিতরূপে আজকের দিন পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে।’[২২]

## ২.১.২ আল কুর’আনের নামসমূহ ও নামকরণের কারণ

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর উপর অবতীর্ণ কুর’আনকে আল্লাহ্ তা‘আলা স্থান ও অবস্থাভেদে বিভিন্ন নামে ভূষিত করেছেন। এতে পবিত্র কালামুল্লাহ্‌র সীমাহীন মাহাত্ম, অর্থের ব্যাপকতা ও হিদায়াতের উৎস হিসেবে নানামূখি বৈশিষ্ট্যের সমাহার ফুটে উঠেছে। যেমন- ক. আল কুর’আন খ. আল ফুরকান গ. আল কিতাব ঘ. আয যিক্‌র ঙ. আত তান্‌যিল

ক. আল কুর’আন। যেমন আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, ‘এ কুর’আন এমন পথ প্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সরল এবং সৎ কর্মপরায়ণ মু’মিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য মহা পুরস্কার রয়েছে।’[২৩]

খ. আল কিতাব। আল্লাহ্ তা‘আলার বাণী, ‘আমি তোমাদের প্রতি একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি, এতে তোমাদের জন্য উপদেশ রয়েছে। তোমরা কি বুঝ না?’[২৪]

---

১৯ ‘আলি ইব্‌ন মোহাম্মদাল ‘আমিদি আল হাসান, Avj GnKvg wd ÔDjwgj AvnKvg (বৈরুত: দারু কিতাবিল ‘আরাবি, ১৪০৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৭৮; দ্র. জালালুদ্দিন আস সুয়ূতি, Avj BZKvb wd ÔDjwgj KiÕAvb (রিয়াদ: মাকতাবা নিযার মুস্তাফা আল বায, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৮ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৭

২০ ই‘জায বাব ইফ‘য়াল এর ওয়াজনে মাসদার বা ক্রিয়ামূল। অর্থ অপারগ করা বা ব্যর্থ প্রতিপন্ন করা। ই‘জায ক্রিয়ামূল হতে মু‘জিযা শব্দ গঠিত। মু‘জিযা সে কাজ বা বিষয়কে বলা হয়, যা দ্বারা চ্যালেঞ্জের মুখে বিরুদ্ধবাদীদেরকে অপারগ, অক্ষম ও ব্যর্থ প্রতিপন্ন করা হয়। এটি আল কুর’আনের অলৌকিক ক্ষমতা। দ্র. মাজদুদ্দিন আল ফিরোযাবাদি, Avj Kvgmj gwnZ (কায়রো: আল মাকতাবাতুত তাওফিকিয়্যাহ্, ৭২৯ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২০৪

২১ মুতাওয়াতির অর্থ পরস্পরাগত, পারস্পরিক, ধারাবাহিক, আনুক্রমিক ইত্যাদি। দ্র. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, Avj gÔRvgj Iqvdx/AvawbK Avie©x-evsjv Awfavb (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৭২৩; পারিভাষিকভাবে মুতাওয়াতির বলা হয়, রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে এত অধিক সংখ্যক সাহাবা আল কুর’আন একই সময়ে একইরূপে শ্রবণ করেছেন, মুখস্ত ও লিপিবদ্ধ করেছেন, তাদের অনেকেই বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছেন এবং আলাদা আলাদাভাবে বর্ণনা করেছেন অথচ তাঁদের বর্ণনার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য সৃষ্টি হয়নি। আবার এত অধিক সংখ্যক মানুষের কৃত্তিম কোন বিষয়ে ঐক্যমত হওয়াও অসম্ভব ব্যাপার। আল কুর’আনের প্রতিটি আয়াত প্রতিটি পর্যায়ে মুতাওয়াতির সনদে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। পরিভাষাটি আল কুর’আন ও আল হাদিসের বর্ণনাকারীর সংখ্যাধিক্যের কারণে সর্বসম্মতভাবে সঠিক হওয়ার নিশ্চয়তা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, nv‘xm msKj‡bi BwZnvm (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৪৭

২২ *The Quran-the first source of law*, https://www.islamicsystem.blogspot.com, 06 january, 2007, visited on 08.10. 2015

২৩ إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْآنَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً দ্র. আল কুর’আন, ১৭: ৯

২৪ لَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ দ্র. আল কুর’আন, ২১: ১০

Dhaka University Institutional Repository

গ. আল ফুরকান। আল কুর'আনে বর্ণিত হয়েছে, 'পরম কল্যাণময় তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফায়সালার গ্রন্থ (ফুরকান) অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হয়।'[২৫]

ঘ. আয যিক্‌র। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'আমি স্বয়ং এ উপদেশগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।'[২৬]

ঙ. আত তান্‌যিল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'হে নাবি, অবশ্যই এটি জগতসমূহের মহান প্রতিপালক কর্তৃক অবতীর্ণ করা গ্রন্থ। একজন বিশ্বস্ত ফিরিশতা আমারই আদেশে এটি অবতীর্ণ করেছে।'[২৭] মাবাহিছ ফি 'উলুমিল কুর'আনে আল কুর'আনের উপরোক্ত পাঁচটি নাম উল্লেখ করা হয়েছে।'[২৮]

বিখ্যাত কুর'আন বিশারদ আবুল মু'আলির মতে আল কুর'আনের নাম পঞ্চান্নটি। 'আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি (রহ.) আল ইতকান গ্রন্থে আল কুর'আনের পঞ্চান্নটি নাম উল্লেখ করেছেন।[২৯] ড. মুহাম্মদ 'আব্দুল্লাহ্ দাররায এর মতে আল কুর'আনের সুপরিচিত ও খ্যাতি অর্জনকারী নামের সংখ্যা দু'টি। সে গুলো হচ্ছে আল কুর'আন এবং আল কিতাব।[৩০] আল কুর'আন আত তাফসির গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থে আল কুর'আনের একান্নব্বইটি নামের উল্লেখ করেছেন।[৩১] আল কুর'আনের মূল নাম আল কিতাব এবং এ কিতাবের উপাধি, উপনাম, শিরোনাম বা পরিচিত নাম (Title, nickname, surname, known name) হলো আল কুর'আন। এছাড়া কুর'আন মাজিদের বাকি সকল নাম গুণ বা বৈশিষ্ট্যমূলক বা আসমাউস সিফাত।[৩২]

আল কুর'আনের নামকরণের কারণ

আল কুর'আনকে কুর'আন কেন বলা হয় এর যথার্থ কারণ ও যৌক্তিকতা রয়েছে। আল কুর'আন শব্দের অর্থ এবং এর নামকরণের যৌক্তিকতাগুলো বিশ্লেষণ করলে, নামকরণের প্রকৃত ও বহুবিধ কারণসহ তার যথার্থতা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। এর কয়েকটি ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:

ক. আল কুর'আন বহু আয়াত এবং বহু সূরার সমষ্টি।

খ. পূর্ববর্তী নাবিগণের উপর অবতীর্ণ কিতাব ও সহিফাসমূহে যে সকল শিক্ষণীয় বিষয় বর্ণিত হয়েছিল, এ গ্রন্থে তার সারসংক্ষেপ সন্নিবেশিত হয়েছে।

গ. গ্রন্থে পূর্ববর্তী উম্মতগণের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা ও ঘটনাবলী, আদেশ, নিষেধ, অঙ্গীকার, সতর্কীকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় যথোচিতভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে।

---

২৫ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً দ্র. আল কুর'আন, ২৫: ০১

২৬ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ দ্র. আল কুর'আন, ১৫: ০৯

২৭ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلأَمِينُ দ্র. আল কুর'আন, ২৬: ১৯২-১৯৩

২৮ মান্না আল কাত্তান, gvewwnQ wd ÔDjwgj KiÕAvb (বৈরুত: মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ্, ২৬তম সংস্করণ, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ২১-২২; দ্র. মুহাম্মদ তাকি 'উসমানি,ÔDjgj KiÕAvb (মিশর: দারুল কিতাবুল 'আরাবি, তাবি ), খ. ১, পৃ. ২৬

২৯ ÔAvjøvgv RvjvjywÏb Avm myq~wZ, *Avj BZKvb wd ÔDjywgj KziÕAvb, cÖv¸³*, L. 1, c,,. 43

৩০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

৩১ আব্দুস শহীদ নাসিম, Avj KiÕAvb AvZ Zvdmxi (ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৭৩-৮৭

৩২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

*Dhaka University Institutional Repository*

ঘ. এটি জ্ঞান ও বিজ্ঞানের একটি শ্রেষ্ঠ সংকলন। উপরোক্ত কারণসমূহের আলোকে কুর'আনকে কুর'আন নামকরণ করা হয়েছে।[৩৩]

আল কিতাব নামকরণের কারণ হচ্ছে, এটি একটি লিখিত গ্রন্থ এবং একে যথারীতি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র বাণী, 'এটি সে কিতাব, এতে কোনো সন্দেহ নেই।'[৩৪] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং এতে তিনি কোন বক্রতা রাখেননি।[৩৫] পবিত্র কুর'আনকে আয যিক্‌র নামে এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, এতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাগণকে বিভিন্ন আদেশ উপদেশ প্রদান করেছেন এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব কুর'আন হলো বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র নির্দেশনামা। আল্লাহ্ বলেন, 'এবং নিশ্চয়ই কুর'আন তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য সদুপদেশ।'[৩৬] অপর আয়াতে বলা হয়েছে, 'এটি কল্যাণময় উপদেশ, আমি এটি অবতীর্ণ করেছি।'[৩৭] সুতরাং মানবজাতির জন্য আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ্য থেকে নিঃসন্দেহে এটি একটি উপদেশ হওয়ায় আয যিক্‌র নামকরণ যথার্থ হয়েছে।

এ মহাগ্রন্থকে আল কুর'আন নামে এজন্য অভিহিত করা হয়েছে যে, এটি পাঠ করা হয় এবং এটি বহু আয়াত ও সূরার সংকলন। তাছাড়া এতে নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিভিন্ন ইতিবৃত্ত ও ঘটনাবলী অনবদ্য রীতিতে বর্ণনা করা হয়েছে। 'আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি, ওয়াহির মাধ্যমে তোমার নিকট এই কুর'আন বর্ণনা করে, যদিও এর পূর্বে তুমি ছিলে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত।'[৩৮] অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'বানি ইসরাঈল যে সমস্ত বিষয়ে মতভেদ করে, এ কুর'আন তার অধিকাংশ তাদের নিকট বিবৃত করে।'[৩৯]

পবিত্র কুর'আনকে আল ফুরকান নামে এজন্য নামকরণ করা হয়েছে যে, এতে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী রেখা বা মানদণ্ড বিবৃত হয়েছে। যেমন কুর'আনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'বরকতময় মহান তিনি, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে।'[৪০]

### ২.১.৩ আল কুর'আন অবতীর্ণের পদ্ধতি

৩৩ মাজদুদ্দিন আল ফিরোযাবাদি, evmwqiæ hwweZ Zvgwqh wd jvZwqwd wKZwej ÔAwhh (কায়রোঃ মাকতাব আল জামহুরিয়্যাহ্, ২৬৩ হি.), খ. ৪, পৃ. ৭৬

৩৪ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমেদ, Zvdmxi dx wh jwj j †KviAvb, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬২

৩৫ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا দ্র. আল কুর'আন, ১৮: ০১

৩৬ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ দ্র. আল কুর'আন, ৪৩: ৪৪

৩৭ وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ দ্র. আল কুর'আন, ২১: ৫০

৩৮ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ هَٰذَا ٱلْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلْغَافِلِينَ দ্র. আল কুর'আন, ১২: ০৩

৩৯ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ দ্র. আল কুর'আন, ২৭: ৭৬

৪০ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً দ্র. আল কুর'আন, ২৫: ০১

Dhaka University Institutional Repository

মহান আল্লাহ্ ওয়াহির[৪১] মাধ্যমে স্বীয় রাসূলুল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি আল কুর'আন অবতীর্ণ করেছেন। বিভিন্ন পন্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর উপর ওয়াহি প্রেরণ করা হয়। বিভিন্ন ঘটনা ও বাস্তবতার মাধ্যমে এ প্রত্যাদেশ প্রেরণ করা হয় এবং ধীরে ধীরে পূর্ণরূপে তার ধারাবাহিকতা কার্যকর করা হয়। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলঃ

ক. সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। হাদিসে যাকে আররু'ইয়া আস সাদিকা বা রু'ইয়াতু ফিল মানাম বলা হয়েছে।

খ. কোন কথা হৃদয়ে উদয়ের মাধ্যমে। যাকে হাদিসে ইলকাউ ফিল কাল্‌ব নামে অভিহিত করা হয়েছে।

গ. ঘন্টা ধ্বনির মাধ্যমে, যাকে সালসারাতুল জারাস রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

ঘ. মানব আকৃতিতে ফিরিশতাগণের আগমনের মাধ্যমে, যাকে তামাচ্ছুল বলা হয়েছে।

ঙ. স্বরূপে ফিরিশতাগণের আগমনের মাধ্যমে বা বিওয়াসিতাতিল মালায়িকা।

চ. কথোপকথনরূপে, যেমন মি'রাজের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সাথে আল্লাহ্ তা'আলার কথোপকথন হয়েছিল।

ছ. কোন প্রকার মাধ্যম ছাড়াই। আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সরাসরি কথোপকথনরূপে।[৪২]

প্রথম প্রত্যাদেশ

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর উপর সর্বপ্রথম যে আয়াতসমূহ জিব্রাঈল ('আ.) এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করেন, তা হল, 'পাঠ করুন, আপনার (রব) প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক হতে। পাঠ করুন, আর আপনার প্রতিপালক মহা মহিমান্বিত, যিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে, যা সে জানতোনা।'[৪৩] জিবরাঈল ('আ.) যখন এ ওয়াহি নিয়ে আসেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হেরা গিরি গুহায় অবস্থান করছিলেন। আল্লাহ্‌র ফিরিশতা বললেন পাঠ করুন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন আমি তো পড়তে জানিনা। তখন জিবরাঈল ('আ.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং এমন জোরে চাপ দেন যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ক্লান্ত হয়ে পড়েন। এর পর জিবরা'ঈল ('আ.) তাঁকে ছেড়ে দেন এবং বলেন, পাঠ করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন আমি তো পড়তে জানিনা। তখন জিবরা'ঈল ('আ.) তাঁকে আবার এমনভাবে বুকে জড়িয়ে ধরে চাপ দেন যে তিনি ভীত হয়ে পড়েন। অতপর জিবরা'ঈল ('আ.) তাকে ছেড়ে দেন এবং তৃতীয় বার রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে সজোরে বুকে জড়িয়ে ধরেন, তারপর ছেড়ে দেন। এবার রাসূলুল্লাহ্ (সা.)

---

৪১ ওয়াহি শব্দের আভিধানিক অর্থ ইঙ্গিত করা, লেখা, প্রত্যাদেশ, সংবাদ দেয়া, ইলহাম হওয়া, গোপনীয়ভাবে কথা বলা, মনে উদয় হওয়া ইত্যাদি। দ্র. ড. শাওকি দাইফ, সম্পা. মুহাম্মদ মুস্তাফা, Avj gÔRvgj IqwmZ (ঢাকাঃ আল মাকতাবাতু ইসলামিয়্যাহ্, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ১০৬১; ইসলামি শারি'আতের পরিভাষায় ওয়াহি বলতে সে বিশেষ গোপন মাধ্যমকে বুঝায়, যা দ্বারা কোনরূপ চেষ্টা সাধনা ছাড়াই কেবল আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তাঁর কোন নাবি তাঁর জ্ঞান লাভ করে। দ্র. জনাব আ.ফ.ম. আব্দুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, Bmjvgx wek‡Kvl (ঢাকাঃ ইফাবা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১০ খ্রি,), খ. ৮, পৃ. ৪৬৭

৪২ জনাব আ. ফ. ম. আব্দুল হক ফরিদী, Bmjvgx wek‡Kvl, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪৬৭; দ্র. ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারি (রহ.), মাওলানা উবায়দুল হক ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত, eLvix kixd (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪-৫

৪৩ ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِنْ عَلَقٍ ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ عَلَّمَ ٱلْإِنسَٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ '. Avল কুর'আন, ৯৬: ১-৫

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আয়াতসমূহ পাঠ করেন। অতপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কম্পিত হৃদয়ে আয়াতগুলো স্মৃতিতে ধারণ করে হেরা গুহা হতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।[৪৪]

অবস্থার প্রেক্ষাপটে দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে ধীরে ধীরে ও পর্যায়ক্রমে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর উপর সম্পূর্ণ কুর'আন অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, নিশ্চয়ই আমি এটি অবতীর্ণ করেছি কদরের রাত্রিতে।[৪৫] পবিত্র রমজান মাসের কদর রাত্রিতে আল কুর'আন নাযিল সূচনা হয়েছে এবং যখনই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, তখনই প্রয়োজন অনুযায়ী আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। মানব সমাজের চলমান এবং ভবিষ্যত সমস্যাসমূহের যুগোপযুগী সমাধান দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতির প্রতি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ করুনা 'আল কুর'আনকে' পূর্ণতা দান করেছেন।

সর্বশেষ প্রত্যাদেশ

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর ইন্তিকালের সাত অথবা দশ দিন পূর্বে সর্বশেষ ওয়াহি অবতীর্ণ করা হয়েছে। হযরত 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস (রা.) এর বর্ণনানুসারে সর্বশেষ অবতীর্ণ ওয়াহি হচ্ছে, 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বিন পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের জন্য আমার অনুগ্রহ সম্পুর্ণ করলাম এবং একমাত্র ইসলামকে তোমাদের দ্বিন মনোনীত করলাম।'[৪৬] এরপর হালাল ও হারাম সম্পর্কিত কোন আয়াত আর অবতীর্ণ হয়নি। অপর এক বর্ণনায় আছে সর্বশেষ ওয়াহি ছিল, 'যখন আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্র দ্বিনে প্রবেশ করতে দেখবেন। তখন আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবেন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থণা করবেন। তিনি তো তওবা কবুলকারী।'[৪৭]

পর্যায়ক্রমে ও ধারাবাহিকভাবে অবতীর্ণ করা হয়

প্রথম পর্যায়ে ওয়াহি অবতীর্ণের ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর মনে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল এবং অঙ্গ প্রতঙ্গে যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল। মানুষের মধ্যে দু'টি শক্তি ক্রিয়াশীল থাকে একটি মানবীয় শক্তি এবং অপরটি আধ্যাত্মিক শক্তি। আল্লাহ্ তা'আলার নবুয়াতের বার্তা এবং ওয়াহি নিয়ে ফিরিশতাগণ যখন নাবির অন্তরে প্রবেশ করেন, তখন তিনি প্রথম প্রথম মানবীয় প্রকৃতির বাইরে এসে আধ্যাত্মিক জগতে পদার্পণের ফলে প্রবল মানসিক ও শারীরিক চাপ অনুভব করেন। এতে তাঁর সকল অঙ্গ-প্রতঙ্গ প্রচণ্ড প্রভাবিত হয়। এমতাবস্থায় ওয়াহি অবতীর্ণে বিরতির প্রয়োজন হয়। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর আত্মস্থকরণ, ওয়াহির যথাযথ সংরক্ষণ এবং দা'ওয়াত সঠিকভাবে পৌঁছে দেয়ার জন্যও বিরতির প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি কুর'আন অবতীর্ণ করেছি খণ্ড খণ্ডভাবে, সময় সময়, যাতে আপনি মানুষের নিকট ক্রমে ক্রমে পাঠ করতে পারেন এবং আমি এটি পর্যায়ক্রমে প্রত্যাদেশ করেছি।'[৪৮]

কিছুকাল বিরতি এবং দ্বিতীয় ধারাবাহিকতা

---

৪৪ জনাব আ. ফ.ম. আব্দুল হক ফরিদী, ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, Bmjvgx wek‡Kvl, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭০; দ্র. আব্দুস সালাম মিতুল সম্পাদিত, Zvdmx‡i mvC'x (ঢাকা: গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ২০০৮ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৬৩

৪৫ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ দ্র. আল কুর'আন, ৯৭: ০১

৪৬ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْأِسْلَامَ دِيناً দ্র. আল কুর'আন, ০৫: ০৩; 'আল্লামা কাযি মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ্ পানীপথী (রহ.), সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত, Zvdmx‡i gvhnvix (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৫০৮

৪৭ إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِى دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجاً فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابَا আল কুর'আন, ১১০: ১-৩

৪৮ وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلاً দ্র. আল কুর'আন, ১৭: ১০৬

Dhaka University Institutional Repository

কার্যত কিছুকাল ওয়াহি অবতীর্ণ বন্ধ[৪৯] থাকলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অত্যন্ত চিন্তিত ও বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি পাহাড়ের চূড়ায় আরোহন করে জিবরা'ঈলের ('আ.) সাক্ষাতের আশা করতেন। অতঃপর একদিন হযরত জিবরা'ঈল ('আ.) তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন, হে মুহাম্মদ! আপনি সত্য সত্যই আল্লাহ্র রাসূল। এরপর দ্বিতীয় ওয়াহি[৫০] অবতীর্ণ হলো এবং এ ধারাবাহিকতা দীর্ঘ ২৩ বছর অব্যাহত থেকে মানবতার চিরস্থায়ী মুক্তি সনদ আল কুর'আন অবতীর্ন সমাপ্ত হলো।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর উপর আল কুর'আন অবতীর্ণের পদ্ধতিই প্রমাণ করে নিঃসন্দেহে এটি জগতসমূহের মহান স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার প্রত্যাদেশ। এটি প্রাতিষ্ঠানিক যে কোন শিক্ষা এবং অক্ষরজ্ঞান মুক্ত উম্মি একজন মানুষের রচনা হতে পারেনা। যিনি পৃথিবীর কোন মানুষের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেননি এ সকল তাঁর নিজের কথাও হতে পারেনা। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর শিক্ষার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর জন্য অত্যন্ত কষ্টকর পদ্ধতিতে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করে মানব সমাজের শিক্ষকের মহান দায়িত্ব প্রদান করেছেন। তিনি যেন এ প্রত্যাদেশের ভিত্তিতে মানব সমাজকে পরিশুদ্ধ করে সভ্যতার সর্বোচ্চ শিখরে উন্নিত করতে পারেন।

### ২.১.৪ আল কুর'আন সংরক্ষণ পদ্ধতি

বর্তমান সমাজে বিদ্যমান যে কুর'আন রয়েছে, এটি হুবহু সে গ্রন্থ, যা আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিবরাঈল ('আ.) এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর উপর অবতীর্ণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যেভাবে কুর'আনকে নিজের সামনে লিখিয়েছেন, যেভাবে সাহাবিগণকে মুখস্ত করিয়েছেন, তিনি নিজে পাঠ করেছেন সাহাবিগণকে পাঠ শিক্ষা দিয়েছেন, ঠিক সে অবস্থায় সে বিন্যাসেই এখনো তা বিদ্যমান আছে। এর বিন্যাসে কোনরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়নি বা কোনরূপ হ্রাস বৃদ্ধি হয়নি। কোন অক্ষর, শব্দ, বাক্য এবং আয়াতে বা তিলাওয়াত পদ্ধতিতেও কোন প্রকার রদবদল ঘটেনি। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা আল কুর'আনকে সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন।[৫১] তাই কিয়ামাত পর্যন্ত এতে কোনরূপ পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারো নেই। আল কুর'আন মূলত যুগপতভাবে  দু'টি পদ্ধতিতেই সংরক্ষণ করা হয়েছে, তা হলো।

K. মুখস্তকরণ বা হিফ্জের মাধ্যমে হৃদয়ে ধারণ করে সংরক্ষণ। এ পদ্ধতিকে ইসলামের পরিভাষায় জাম'উ সুদুর বলা হয়।

L. লিখিতভাবে সংরক্ষণ করা হয়। যাকে জাম'উ মাকতুব বলা হয়েছে।

হৃদয়ে ধারণের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'বস্তুত যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের অন্তরে এটি স্পষ্ট নিদর্শন।'[৫২] রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সময়ে কাগজের অভাব থাকায় সাহাবিগণ (রা.) বিভিন্ন জিনিসের উপর আল কুর'আনের আয়াত লিখে রাখতেন। কাগজ পাওয়া গেলে তখন তাতেই লেখা হত, অন্যথায় খেজুর পাতা, বিভিন্ন কাঠের টুকরা, উটের প্রশস্ত হাড়, পাতলা চামড়া বা গাছের ছালে

---

৪৯ ওয়াহি অবতীর্ণে যে কিছুকাল বিরতি ছিল তাকে 'ফাত্রাতে ওয়াহি' নামে অভিহিত করা হয়। বিরতির সময়কাল ছিল তিন বছর, কারো মতে আড়াই বছর আবার কারো মতে কয়েক মাস। উদ্দ্যেশ্য ছিল প্রথম ওয়াহি অবতীর্ণের ফলে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শরীর ও মনে যে প্রভাব পড়েছিল, তা দূরীভূত হওয়া। তিনি যেন ধীরে ধীরে তা সহ্য করার ক্ষমতা লাভ করেন এবং পর্যাক্রমে এর দা'ওয়াত মানুষের নিকট পৌঁছাতে পারেন। দ্র. আ.ফ.ম আব্দুল হক ফরিদী, Bmjvgx wek‡Kvl, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪৬৮; وَقُرْءَانًا فَرَقْنَهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَهُ تَنزِيلًا 'আমি কুর'আন অবতীর্ণ করেছি খণ্ড খণ্ডভাবে সময় সময়, যেন আপনি তা মানুষের নিকট পাঠ করতে পারেন ক্রমে ক্রমে এবং আমি এটি অবতীর্ণ করেছি পর্যায়ক্রমে। দ্র. আল কুর'আন, ১৭: ১০৬ তাফসির হবে

৫০ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ. 'হে বস্ত্রাদিত! উঠুন, সতর্কবাণী প্রচার করুন এবং আপনার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। আপনার পরিচ্ছেদ পবিত্র রাখুন, অপবিত্রতা হতে দূরে থাকুন।' দ্র. আল কুর'আন, ৭৪: ১-৫

৫১ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ 'এটি সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমারই।' দ্র. আল কুর'আন, ৭৫: ১৭

৫২ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِى صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلعِلمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَآ إِلاَّ ٱلظَّالِمُونَ দ্র. আল কুর'আন, ২৯: ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

লেখা হত। তাছাড়া পাথর বা কাপড়ের টুকরাকেও লেখার কাজে ব্যবহার করা হত।[৫৩] এ ছাড়াও ওয়াহি অবতীর্ণের সাথে সাথেই সাহাবিগণকে তা মুখস্ত করানো হত।

আল কুর'আন স্মৃতিতেই রক্ষিত হোক বা লিখিত আকারে থাকুক, আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং আয়াতের ক্রমধারা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর উপর যখন কোন আয়াত অবতীর্ণ হতো, তখন তিনি কোন ওয়াহি লেখককে ডেকে পাঠাতেন এবং আয়াতটি কোন সূরায় রাখা হবে, তা নিজে বলে দিতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত 'বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম' অবতীর্ণ না হতো, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন সূরা পূর্ণ হয়েছে তা বুঝা যেত না। হযরত আবু দাউদ (রা.) এর বর্ণনা মতে এ সংক্রান্ত নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়। যেমন-

১. প্রত্যেক সূরার শুরুতে যে 'বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম' লিখিত আছে, এটি আল্লাহ্র নাযিলকৃত কুর'আনের একটি স্বতন্ত্র আয়াত এবং কারো কারো মতে এটিও সূরার অংশ।
২. প্রত্যেক সূরার প্রারম্ভ এবং অপর সূরার সমাপ্তির লক্ষণ এ বিসমিল্লাহ্ এবং কুর'আনের সকল সূরা ও আয়াতের বিন্যাসও আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত।
৩. সূরার বিন্যাসের বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াহি দ্বারাই নিষ্পন্ন, এটি কারও গবেষণার ফসল নয়। এ জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন।[৫৪]

মোটকথা পবিত্র কুর'আন বর্তমানে যেভাবে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সময়েও ঠিক সে ভাবেই ছিল। এরমধ্যে বিন্দুমাত্র কোনরূপ পরিবর্তন, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন হয়নি। পৃথিবীর কারো পক্ষে তেমনটি সম্ভবও নয়। কারণ, এ কুর'আন আল্লাহ্র কিতাব এবং এটিকে অবিকল সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলার। তাঁর বিশেষ কুদরাতে এর মুদ্রণ জনিত সামান্য কোন ত্রুটিকেও বিশ্বের কোন প্রান্তের কোন সাধারণ মুসলিমও কুর'আন হিসেবে গ্রহণ করেনি। অনিবার্য ব্যর্থতার পরিণতির কথা ভেবে কোন ইসলাম বিদ্বেষি শক্তিও সেরূপ দুঃসাহস দেখায়নি। এটি আল কুর'আনের অন্যতম মু'জিযা।

### ২.১.৫ আল কুর'আন সংকলনের ইতিহাস

৫৩ وَكِتَابٍ مُّسْطُورٍ فِى رَقٍّ مَّنْشُورٍ 'শপথ কিতাবের, যা লিখিত আছে উন্মুক্ত পত্রে।' দ্র. আল কুর'আন, ৫২: ২-৩; إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِى كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ ٱلْمُطَهَّرُونَ 'নিশ্চয়ই এটি সম্মানিত কুর'আন, যা লিপিবদ্ধ আছে সুরক্ষিত কিতাবে, যারা পুত-পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ এটি স্পর্শ করেনা।' দ্র. আল কুর'আন, ৫৬: ৭৭-৭৯; এছাড়াও বর্ণিত আছে আল কুর'আন, ৮০: ১১-১৬; ৮৫: ২১-২২; ৯৮: ২-৩

৫৪ আল্লামা বদরুদ্দিন যারকাশি, Avj einvb wd ÛDjyg KiÛAvb, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৩৮; দ্র. আব্দুস সালাম মিতুল সম্পাদিত, Zvdmx‡i mvC'x, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৭

*Dhaka University Institutional Repository*

হযরত আবু বকর[৫৫] (রা.) এর খিলাফাত কালে, ১১ হিজরি সালে ইয়ামামার যুদ্ধে বহু সংখ্যক ক্বারি এবং হাফিজে কুর'আন শাহিদ হয়েছিলেন। এর ফলে মাক্কা ও মাদিনায় হাফিজে কুর'আনের সংখ্যা অনেক হ্রাস পাওয়ায় হযরত 'উমর(রা.) অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হন এবং খালিফা হযরত আবু বকর (রা.) এর নিকট আল কুর'আন সংকলনের সরকারি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব উপস্থাপন করেন।[৫৬] অনেক চিন্তা ভাবনা ও আলোচনার পর খালিফার পক্ষ থেকে হযরত যায়েদ ইব্‌ন সাবিত (রা.) এর উপর কুর'আন সংকলনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তিনি দীর্ঘ দিনের কঠোর পরিশ্রম এবং জীবিত হাফিজ ও ক্বারিগণের সম্মিলিত সহযোগিতা, শুনানি ও প্রচেষ্টায় একটি একক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। এটি ছিল সর্বজন স্বীকৃত সরকারি পাণ্ডুলিপি।[৫৭] মূলত এ পাণ্ডুলিপিটি ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর জীবদ্দশায় তাঁর সামনেই লিখিত পাণ্ডুলিপির একটি নকল।

হযরত আবু বকর (রা.) এর জীবদ্দশায় সর্বজন স্বীকৃত সরকারি পাণ্ডুলিপিটি তাঁর নিকট সংরক্ষিত ছিল। তাঁর ইন্তিকালের পর এটি হযরত 'উমর (রা.) এর নিকট সংরক্ষিত ছিল। হযরত 'উমর (রা.) এর ইন্তিকালের পর এটি তাঁর কন্যা ইম্মুল মু'মিনিন হযরত হাফসা (রা.) এর কাছে রক্ষিত থাকে। খিলাফাতকালে হযরত 'উমর (রা.) এক লক্ষ পণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেন।[৫৮] সে সময় সৈন্যগণও কুর'আনের পাণ্ডুলিপি সঙ্গে রাখতেন। এত বিপুল সংখ্যক মুসলিমের জন্য এ সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল ছিল।

পরবর্তীতে হযরত 'উসমান (রা.) এর খিলাফাত কালে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় আল কুর'আন লিখন ও অধ্যয়নের আশংকা দেখা দিলে হযরত হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামানের প্রস্তাবে হযরত 'উসমান[৫৯] (রা.) কুর'আনের আরো অধিক পাণ্ডুলিপি সরকারি তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত করে বিভিন্ন

---

৫৫ হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামের প্রথম খালিফা। মূল নাম 'আব্দুল্লাহ্। সিদ্দিক ও 'আতিক হচ্ছে উপাধি। পিতা হচ্ছেন কুরাইশদের মধ্যে অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি হযরত আবু কুহাফা (রা.)। মাতা সালমা উম্মুল খায়ের। তিনি দারুল আরকামে প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। মক্কায় পূর্ণ বয়স্ক স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম রাসূলের দা'ওয়াত গ্রহণকারী এ মহান সাহাবি ইসলামের দা'ওয়াত সম্প্রসারণে নিজের সকল সম্পত্তি উৎসর্গ করেছিলেন। মাদিনা হিজরতে রাসূলের একমাত্র সঙ্গী হযরত আবু বকরকে খালিফাতুর রাসূলুল্লাহ বলা হতো। তিনি উম্মুল মো'মিনিন হযরত 'আয়েশা (রা.) এর পিতা। রাসূলের ইন্তিকালের পর যাকাত দানে অস্বীকারকারী গোত্রদ্বয় এবং নাবুয়তের মিথ্যা দাবীদারদের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান পরিচালনা করে ইসলামের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র নস্যাত করে দেন। অতি সাধারণ ও অনাড়ম্বন জীবন যাপনে অভ্যস্ত এ মহান সাহাবির দূরদর্শী রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সীমাহীন দৃঢ়তা ও অসীম সাহসীকতা এবং আল্লাহ্‌র সাহায্যের কারণে রাসূলের ওফাতের পর ইসলামের বিজয়ের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। জামে'উল কুর'আন বা কুর'আন সংকলনকারী তাঁর অন্যতম উপাধী। দু'বছর তিন মাস দশম দিন খিলাফাতের দায়িত্ব পালনকালে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ১৩ হি. ৭ জমাদিউল উখরা সিদ্দিকে আকবর (রা.) ইন্তিকাল করেন। দ্র. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, Avmnv‡e ivm‡ji RxebK_v (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, সপ্তদশ সংস্করণ, ২০১৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২১-২৮

৫৬ হযরত 'উমর (রা.) ইসলামের দ্বিতীয় খালিফা। উপাধি হচ্ছে ফারুক আর কুনয়িাত আবু হাফ্‌স। পিতা খাত্তাব ও মাতা হানতামা। নবুয়াতের ষষ্ঠ বছর রাসূলুল্লাহ (সা.) কে হত্যার উদ্দেশ্যে বের হয়ে নাটকীয়ভাবে আল্লাহ্‌র মহিমায় ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পরই ইসলাম প্রচারে বাধাদানকারী দুশমনদেকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করেন। 'উমরের দুঃসাহসিক দা'ওয়াতি অভিযানের কারণেই ইসলাম প্রকাশ্য রূপলাভ করে। রাসূলের নির্দেশে তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে মাদিনায় হিজরত করেন। তিনি বদর, ওহুদ ও খন্দকসহ সকল যুদ্ধেই রাসূলুল্লাহ (সা.) সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মাত্র দশ বছরের শাসনামলে গোটা বাইজান্টাইন রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে অর্ধ্ব পৃথিবীর অধিক অঞ্চল জুড়ে আল্লাহ্‌র খিলাফাত ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা চালু করেন। হযরত 'আলি (রা.) বলেছেন, নাবিজীর পর উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি আবু বকর, তার পর 'উমর। আবু লুলু নামক অগ্নি উপাসক এক কৃতদাসের ছুরিকাঘাতে ২৩ হি. ২৭ জিলহজ্জ ফজরের সময় এ মহান বীর ও বিশ্বনায়ক শাহাদাত বরণ করেন। দ্র. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, Avmnv‡e ivm‡ji RxebK_v, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯-৩৮; দ্র. ইবন সা'দ, ZvevKvZ Keiv, ২৬৭ হি. খ. ৩, পৃ. ৬৯

৫৭ জনাব আ. ফ.ম. আব্দুল হক ফরিদী, Bmjvgx wek¦‡Kvl, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪৮০

৫৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮১

৫৯ হযরত 'উসমান ইব্‌ন 'আফফান (রা.) এর কুনিয়াত আবু আমর, আবু 'আব্দিল্লাহ্ এবং লকব যুন নূরাইন। মাতা আরওয়া বিনতু কুরাইয। সততা, আমানতদারী, প্রজ্ঞা, সৌজন্যবোধ, লজ্জা ও প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মহান চরিত্রের অধিকারী ইসলামের তৃতীয় খালিফা হযরত 'উসমান (রা.) 'আরবে অতি ধনবান সফল ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। অত্যন্ত

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম দেশে প্রেরণের প্রয়োজন অনুভব করেন। তিনি হযরত হাফসা (রা.) এর নিকট এ মর্মে সংবাদ পাঠান যে, তিনি যেন তাঁর কাছে রক্ষিত কুর'আনের পাণ্ডুলিপিখানা প্রেরণ করেন। তাহলে সে পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে আরো বহুসংখ্যক প্রতিলিপি প্রস্তুত করে তাঁর পাণ্ডুলিপি ফেরৎ দেয়া হবে। হযরত হাফসা (রা.) তাঁর পাণ্ডুলিপি খালিফার কাছে পাঠিয়ে দেন। খালিফা হযরত 'উসমান (রা.) কয়েকজন লেখকের মাধ্যমে কুর'আনের প্রতিলিপি তৈরি করে মূললিপি হযরত হাফসার নিকট ফেরৎ পাঠান।

আল কুর'আনের প্রতিলিপি প্রস্তুতকারী সাহাবিগণ হচ্ছেন, হযরত যায়েদ ইব্ন সাবিত (রা.), 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা.), সা'দ ইব্ন আবিল 'আস (রা.), 'আব্দুর রহমান ইব্ন হারিছ ইব্ন হিশাম (রা.)। হযরত যায়েদ ছিলেন আনসার সাহাবি আর বাকী তিনজন ছিলেন কুরাইশ গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও সাহাবি। নকলকৃত সকল পাণ্ডুলিপি সরকারিভাবে বিভিন্ন মুসলিম দেশে প্রেরণ করা হয়।[৬০] হযরত 'উসমান (রা.) কে আল কুর'আনের সংকলক বা জামে'উল কুর'আন বলা হয়। তিনি তাঁর খিলাফতকালে লেখকগণকে একই লিখন ও পঠন পদ্ধতি ও রীতিতে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন।

### ২.১.৬ আল কুর'আনের কিছু মৌলিক তথ্যাবলী

আল কুর'আনের আয়াতসমূহ আহ্কামুল কুর'আনের দিক থেকে তিন প্রকার। যেমন, ১. হালাল বিষয়ক আয়াতসমূহ ২. হারাম বিষয়ক আয়াতসমূহ এবং ৩. আমছাল বা বর্ণনামূলক আয়াতসমূহ। অপরদিকে অর্থ গ্রহণ বা শব্দের দিক থেকে দুই প্রকার। যেমন, ১. মুহ্কামাত বা স্পষ্ট আয়াতসমূহ এবং ২. মুতাশাবিহাত বা অস্পষ্ট আয়াতসমূহ।[৬১]

ওয়াহি অবতীর্ণের সময়কাল বিবেচনায় আল কুর'আনের সূরাসমূহ দু'প্রকার। যথা- ১. সূরাতুল মাক্কি ও ২. সূরাতুল মাদানিয়া। যে সমস্ত সূরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর মাক্কি জীবনে অথবা হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে সে সমস্ত সূরাকে মাক্কি সূরা বলা হয়। আর যে সমস্ত সূরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর হিজরতের পরে বা মাদিনা যুগে অবতীর্ণ হয়েছে সে গুলোকে মাদানি সূরা বলে। মাক্কি সূরার বৈশিষ্ট্য হলো- এর সূরা ও আয়াতগুলো ছোট ছোট ও ছন্দোময় এবং সহজে মুখস্ত করার যোগ্য। এ গুলোতে তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতের যুক্তিপূর্ণ আলোচনা বিশেষভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

---

ঘনিষ্ঠজন হযরত আবু বকর (রা.) এর দা'ওয়াতে উৎসাহিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে আজীবন ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় নিজের সর্বস্ব উৎসর্গ করেন। তিনি ও তদ্বীয় স্ত্রী হযরত রুকাইয়া (রা.) সর্বপ্রথম হাবশায় হিজরত করার সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং তথায় ইসলাম প্রচারে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। পরবর্তীতে মাদিনায় হিজরত করেন। একমাত্র বদর ছাড়া সকল যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। হিজরি ২৪ সালের ১ মুহাররম খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরাজিত ইয়াহুদিদের নানারূপ ষড়যন্ত্র ও অর্ধ্ব পৃথিবী বিস্তির্ণ প্রশাসনিক এলাকা এবং নানা জাতি, ভিন্নভাষা ও সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত নবদিক্ষিত মুসলিমদের চিন্তার অনৈক্য সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে প্রায় ১২ বছর খিলাফাতের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর ক্ষমা ও উদারতার সুযোগ নিয়ে ইয়াহুদিদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত কিছু সংঘবদ্ধ বিদ্রোহী রোযা ও কুর'আন তিলাওয়াত অবস্থায় তাঁকে হত্যা করে। ৩৫ হি. ১৮ জিলহাজ্জ শুক্রবার তিনি শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ করেন। দ্র. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, Avmnv‡e ivm‡ji RxebK_v, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯-৩৮; দ্র. ইব্ন সা'দ, ZvevKvZj Keiv, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৬৯

৬০ জনাব আ. ফ.ম. আব্দুল হক ফরিদী, Bmjvgx wek‡Kvl, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪৬

৬১ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ مِنۡهُ ءَايَٰتٌ مُّحۡكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلۡكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٌ 'তিনি সে সত্ত্বা যিনি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন আল কিতাব, যার কিছু আয়াত মুহ্কাম, সে গুলোই এ কিতাবের মূল; বাকীগুলো মুতাশাবিহ্। দ্র. আল কুর'আন, ০৩: ০৭; মুহ্কাম এর বহুবচন মুহ্কামাত। পাকা, স্বচ্ছ, সুস্পষ্ট জিনিসকে মুহ্কাম বলা হয়। মুহ্কাম আয়াত হলো সে সমস্ত আয়াত যে গুলোর ভাষা একেবারেই স্বচ্ছ ও স্পষ্ট, যে গুলোর অর্থ নির্ধারণ করার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ সংশয় থাকেনা এবং যেগুলোর অর্থ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বিকৃত করার সুযোগ বিদ্বেষ পোষণকারীদের জন্য কঠিন। মুতাশাবিহ্ হলো সে সমস্ত আয়াত যে গুলোর অর্থ অস্পষ্ট। যে অর্থ গ্রহণে মতভেদের অবকাশ থাকে। এ ধরনের আয়াতের সঠিক তাৎপর্য মহান আল্লাহ্ই ভাল জানেন। দ্র. মুহাম্মদ 'আব্দুল 'আযিম আয যারকানি, gvbvwnjj ÔBidvb wd AvnKvwgj KiÔAvb, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৪৫; মাওলানা আব্দস শহীদ নাসিম, Avj KiAvb mnR evsjv Abev' (ঢাকাঃ বাংলাদেশ কুর'আন শিক্ষা সোসাইটি, ১ম প্রকাশ, ২০১২ খ্রি.), পৃ ৮৩; দ্র. আব্দুল মান্নান তালিব অনূদিত, Zvdnxgj †KviAvb (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ৮ম সংস্করণ, ২০০২ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৮-৯

অপরদিকে মাদানি সূরাসমূহ এবং এর আয়াতসমূহ দীর্ঘ। সামাজিক আচরণ, বিধি-বিধান, ফৌজদারী ‘আইন, বিবাহ, তালাক, উত্তরাধীকার ‘আইন, চুক্তি ‘আইন ও শাস্তি ‘আইন এবং এ জাতীয় নীতি ও নসিহত উক্ত সূরাসমূহের প্রধান আলোচ্য বিষয়।[৬২] মোট একশত চৌদ্দটি সূরার মধ্যে সূরা বাকারাহ্, আলে ‘ইমরান, নিসা, মায়িদাহ্, বারাআত, রা‘দ, নাহ্ল, হাজ্জ, নূর, আহ্যাব, মুহাম্মাদ, ফাতহ্, হুজুরাত, আর রাহ্মান, হাদিদ, মুজাদালাহ্, হাশর, মুমতাহানাহ্, সাফ, জুমু‘আ, মুনাফিকুন, তাগাবুন, তালাক, যিলযাল ও নাসর এ সূরাসমূহ মাদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে।[৬৩] অন্যান্য সমুদয় সূরা মাক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

আল কুর’আনের মোট আয়াত সংখ্যা ছয় হাজার। আয়াত সংখ্যা নিয়ে আল কুর’আন বিশেষজ্ঞগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কারণ, আয়াত গণনার ক্ষেত্রে কেউ দু’টি আয়াতকে একত্রিত করে পড়েছেন। আবার কেউ কেউ বড় একটি আয়াতকে দু’টি বাক্য গণনা করেছেন। কারো মতে আয়াত সংখ্যা ছয় হাজারের বেশী নয়। কারো মতে ছয় হাজারের চেয়ে আরো দু’শ চারটি আয়াত বেশী রয়েছে। কোন কোন মুফাসসির ছয় হাজার দু’শ চৌদ্দটি আবার কেউ দু’শ ঊনিশটি, কেউ দু’শ পঁচিশটি এবং কেউ দু’শ ছাব্বিশটির কথা উল্লেখ করেছেন।[৬৪] আল কুর’আনের আয়াত সংখ্যা ছয় হাজার ছয়শ ছিষট্রি (৬৬৬৬) বলে প্রচলিত বক্তব্য আছে, যদিও এ বিষয়ে কোন বিশেষজ্ঞ মতামত পাওয়া যায়নি।

আল কুর’আনের শব্দ সংখ্যা সাতাত্তর হাজার চারশ’ উনচল্লিশটি। অক্ষর সংখ্যা হল তিন লক্ষ একুশ হাজার একশ’ আশিটি। ফযল ইব্ন ‘আতা ইব্ন ইয়াসার (রহ.) বলেন, আল কুর’আনের মোট অক্ষর হল তিন লক্ষ তেইশ হাজার পনেরটি। অন্য মতে আল কুর’আনের মোট শব্দ সংখ্যা তিন লক্ষ সাতশত’ চল্লিশটি।[৬৫] আল কুর’আনের সকল আয়াতকে মোট সাতটি মান্যিল এবং ত্রিশ পারায় ভাগ করে তিলাওয়াত করা হয়।[৬৬] আল কুর’আনের ভাষা সম্পূর্ন ‘আরবি। এতে ‘আরবি ভাষা বহির্ভূত কোন শব্দ স্থান পায়নি। ইব্রাহিম, নূহ্ ও লূত ইত্যাদি অনারব সাদৃশ্য যে সব নামবাচক শব্দ বর্ণিত হয়েছে তা ‘আরবি হিসেবেই বর্ণিত হয়েছে।[৬৭] শুধুমাত্র ভিন্ন ভাষার কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে।

আল কুর’আনের কতিপয় সূরার শুরুতে একক উচ্চারণের কিছু বিচ্ছিন্ন হরফকে ‘হুরুফে মুকাত্তাআত’ বলে। এগুলোকে এককভাবেই তিলাওয়াত করা হয়। যেমন- আলিফ লাম মিম, আলিফ লাম রা, ক্বাফ, নূন ইত্যাদি। এগুলোর প্রকৃত অর্থ ও নিগুঢ় তত্ত্ব আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই জানেন। এগুলো আল কুর’আনের মুতাশাবিহ্ এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তা‘আলা ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর মাঝে এ হর্ফগুলো ছিল গোপন ইঙ্গিত।[৬৮] এগুলো আল কুর’আনের অন্যমত মু‘জিযা। আল কুর’আন ঐশী প্রত্যাদেশ হওয়ার ব্যাপারে ‘আরব পণ্ডিতদের মনে সে সময় এগুলো যথেষ্ট ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে।

আল কুর’আনে এমন অনেক আয়াত ও নির্দেশনা আছে যেগুলো অন্য আয়াত বা নির্দেশনা অবতীর্ণ করার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা‘আলা রহিত বা মানছুখ করে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে রহিতকারী আয়াত বা নির্দেশকে নাছেখ বলা হয়। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, ‘আমি কোন আয়াত রহিত করলে তদপেক্ষা

---

৬২ ডা. জাকির নায়েক, পিস সম্পাদনা পর্ষদ কর্তৃক সম্পাদিত, †jKPvi mgM (ঢাকা: পিস পাবলিকেসন্স, ১ম সংস্করণ, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৩২৯

৬৩ হাফিজ ইমামুদ্দিন ইব্ন কাসির (র.), অনু. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, Zvdmxi Beb Kvmxi (ঢাকা: তাফসীর পালিকেশন কমিটি, পঞ্চদশ সংস্করণ, ২০১২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪৬

৬৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

৬৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

৬৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

৬৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

৬৮ ডা. জাকির নায়েক, অনু ও সংকলন, মোঃ রফিকুল ইসলাম, †jKPvi mgM, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৭; দ্র. কাযী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ পানীপথী (রহ.), মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ আব্দুল হাই ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, Zvdmx‡i gvhnvix (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৭

*Dhaka University Institutional Repository*

উত্তম বার্তা বা সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি। আপনি কি জানেন না আল্লাহ্ সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান!'[৬৯] যখন আমি একটি আয়াতের যায়গায় অন্য আরেকটি আয়াত প্রতিস্থাপন করি, প্রতিস্থাপন করি এর থেকে উত্তম বা সমমান আয়াত দিয়ে।[৭০]

নাসেখ ও মানসুখের উদাহরণ হচ্ছে- মাদকাসক্ত 'আরব সমাজকে মদ ও নেশাজাতিয় দ্রব্য থেকে মুক্ত করার জন্য আল্লাহ্র ধারাবাহিক নির্দেশ। প্রথমত আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে মাদকদ্রব্য সম্পর্কে। আপনি বলেদিন এতে কিছু উপকার আছে, তবে ক্ষতির পরিমাণ বেশি।'[৭১] দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি বলেন, 'হে মুমিনগণ তোমরা নেশাগ্রস্থ অবস্থায় সালাতের কাছে যেও না।'[৭২] সর্বশেষ তিনি এ বিষয়ে চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা দেন, 'হে ঈমানদার লোকেরা! জেনে রাখ মদ, জুয়া, আস্তানা এবং ভাগ্য নির্ণয় এগুলো সবই নোংরা শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা এগুলো বর্জন করো, তবেই সফলকাম হবে।'[৭৩] সর্বশেষ আয়াত হচ্ছে নাছেখ, সে পূর্ববর্তী দু'টি আয়াতের হুকুমকে মানছুখ বা রহিত করে দিয়েছে।

## ২.২ আল কুর'আনের মূল আলোচ্য বিষয় ও প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুসমূহ

আল কুর'আন বিভিন্ন বিষয়বস্তুর একটি হৃদয়স্পর্শী সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানকোষ এবং এতে রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ের মনোরম প্রতিচ্ছবি।[৭৪] মানব জীবনে প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুই আল কুর'আনে বিবৃত হয়েছে যা মানুষের আত্মিক, মানসিক, জ্ঞানজগত এবং কর্মক্ষেত্রে নিশ্চিত উপকারে আসবে। এ সকল বিষয়বস্তুর মধ্যে কিছু কিছু বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং কিছু কিছু বিষয় সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করা হয়েছে। আল কুর'আনের সকল বিষয়বস্তুকে মোটামুটি পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়, যার কোন কোনটি 'ইবাদাতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আবার কোন কোনটি জাগতিক কর্মতৎপরতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ ক্ষেত্রে একটি মূল ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়কে ঘিরে প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হল:

### ২.২.১ আল কুর'আনের মূল আলোচ্য বিষয়

আল কুর'আনের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষ। মানুষের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তা'আলা আল কুর'আন অবতীর্ণ করেছেন। মানুষের জীবন পরিচালনার নির্দেশনাই এ কুর'আনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়। কিভাবে মানুষ সফল হতে পারবে, কিভাবে কল্যাণ অর্জন করতে পারবে এবং কিভাবে স্বীয় স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবে মানুষকে এসকল বিষয়ে পথ প্রদর্শনই হচ্ছে আল কুর'আনের প্রধান আলোচ্য বিষয়। এ কুর'আন মূলত মানুষের কল্যাণ আর অকল্যাণ নিয়ে আলোচনা করেছে। কোন কাজ করলে এবং কোন পথে অগ্রসর হলে, কিভাবে জীবন পরিচালনা করলে মানুষ একটি সুখী সমৃদ্ধশালী, শান্তিপূর্ণ, ভীতিহীন, বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত, সমাজ দেশ ও জাতি গঠন করতে সক্ষম হবে এবং কিভাবে পরকালীন জীবনে কল্যাণ লাভ করতে পারবে সে বিষয়ে এ কুর'আনে আলোচনা করা হয়েছে।[৭৫]

---

৬৯ مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ দ্র. আল কুর'আন, ০২: ১০৬

৭০ وَإِذَا بَدَّلْنَآ آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ দ্র. আল কুর'আন, ১৬: ১০১

৭১ يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ দ্র. আল কুর'আন, ০২: ২১৯

৭২ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ ٱلصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ৪৩

৭৩ يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلأَنصَابُ وَٱلأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ দ্র. আল কুর'আন, ০৫: ৯০

৭৪ gvIjvbv Avgxb Avnmvb Bmjvnx, Aby. ^mq` †gvnv¤§` Rnxiæj nK, *KziÕAvb M‡elYvi g~jbxwZ* (XvKv: BmjvwgK dvD‡Ûkb evsjv‡`k, 1400wn./1980 wL^a^.), c,,. 33

৭৫ আব্দুস সালাম মিতুল সম্পাদিত, Zvdmx‡i mvC'x, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৯

*Dhaka University Institutional Repository*

মানুষ কোন পথে নিজেকে অগ্রসর করালে ধ্বংসের শেষপ্রান্তে নিজেকে পৌঁছে দিবে, পৃথিবীর জীবন হবে অস্থিরতা আর শঙ্কা জড়িত, পরকালে তাকে যন্ত্রণাময় জীবনে নিক্ষিপ্ত হতে হবে, আল কুর'আনে তা স্পষ্ট দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। মানুষকে নির্ভুল কর্মনীতি ও আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামিন প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর করানোর লক্ষ্যেই আল কুর'আনের সকল বক্তব্য কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে।[৭৬] মানুষকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মনীতি অবলম্বনের প্রতি আহবান জানানো এবং আল্লাহ্ তা'আলার হিদায়াতকে স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করে তাদেরকে তাঁর প্রদত্ত খিলাফাতের দায়িত্বের প্রতি মনোযোগী করাই হচ্ছে আল কুর'আনের প্রধান আলোচ্য বিষয়।[৭৭] মানুষের বাস্তব উপলব্ধি ও প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয়য়াবলীকে কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংযুক্ত করে এমনভাবে আলোচনা করা হয়েছে যেন প্রত্যেকটি বিষয় একটি  সূতোর বাঁধনে পরস্পর নিবিড় সম্পর্কে গাঁথা। সুতরাং এটি অত্যন্ত স্পষ্ট যে মানুষই হচ্ছে আল কুর'আনের মূল আলোচ্য বিষয় এবং অন্য সকল আলোচনা হচ্ছে প্রসঙ্গিক বক্তব্য।

## ২.২.২ বিধি-বিধান সংক্রান্ত জ্ঞান

আল কুর'আনের অন্যতম আলোচ্য বিষয় হলো 'ইলমুল আহ্কাম' তথা ইসলামের বিধি-বিধান সংক্রান্ত আয়াত। এতে ইসলামের ফারজ, ওয়াজিব, সুন্নাহ্, মুস্তাহাব, হারাম, মাকরূহ, মুবাহ্ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। কুর'আনের সকল আহ্কাম বা বিধি-বিধান এ 'ইলমুল আহ্কাম' এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এসব আহ্কাম ধারাবাহিকভাবে নয়, বরং বান্দার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যেভাবে প্রয়োজন মনে করেছেন সেভাবে বর্ণনা করেছেন। কোনো কোনো আহ্কাম আগে বা কোনো কোনোটি পরে বর্ণিত হয়েছে। 'ইলমুল আহ্কামের অন্যতম মৌলিক নীতি হচ্ছে, নাবি কারিম (সা.) মিল্লাতে ইব্রাহিমের উপর আবির্ভূত হয়েছেন, তাই সে শারি'আতের ঐতিহ্য ও পদ্ধতির সাথে সঙ্গতি রাখা।

আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু 'আরব সমাজকে নাবি কারিম (সা.) এর হাত দিয়ে এবং অবশিষ্ট বিশ্বকে 'আরবদের হাত দিয়ে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করার ইচ্ছা করেছেন, তাই তিনি শারি'আতের প্রাথমিক উপকরণ 'আরবদের সমস্যা, সংকট, প্রয়োজন ও অভ্যাস অনুযায়ী সাজিয়েছেন। কালের পরিক্রমায় মিল্লাতে ইব্রাহিমের বিধি-বিধান ও 'আকিদা বিশ্বাসে যেসব বিকৃতি দেখা দিয়েছিল, পবিত্র কুর'আন সেসব বিকৃতি দূর করে তার সংস্কার সাধন করে সমস্ত অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দান করেছে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, ব্যবসায়িক, সামাজিক ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও বিকৃতির চরম অবস্থা ফুটে উঠেছিল। আল কুর'আন সেসব বিকৃতি দূর করে পুনরায় আল্লাহ্র দেয়া রীতিনীতি সুবিন্যস্ত করেছে।

আল কুর'আন পরিবার গঠন, সন্তান পালন, স্বামী ও স্ত্রীর ভরণ-পোষণ এবং দায় দায়িত্ব, জৈবিক চাহিদার সীমা ও দাম্পত্য পবিত্রতা, বংশীয় পবিত্রতা, উত্তরাধীকার, সম্পদ অর্জন ও ব্যয় বিষয়ক, সম্পদ রক্ষা, ব্যবসায় ও চুক্তি এবং যুদ্ধ নীতিসহ মানব জীবনে প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে 'আইন ও বিধি-বিধান ঘোষণা করেছে। এছাড়াও আল কুর'আন সমাজকে অপরাধ ও কলুষমুক্ত করার জন্য বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক বিধি ও শাস্তিমূলক 'আইন প্রণয়ন করেছে। এ বিবেচনায় আল কুর'আন মানব সমাজের জন্য একটি অনবদ্য 'আইন গ্রন্থ। এ 'আইন, বিধি-বিধান এবং নীতিমালা হচ্ছে অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল 'আইনের উৎস। এ কারণে আল কুর'আনের বিধি-বিধানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ যে কোন 'আইন, বিধি বা নীতি সর্বাবস্থায় বাতিল ও পরিত্যাজ্য।

## ২.২.৩ বিতর্ক সংক্রান্ত জ্ঞান

৭৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

৭৭ মাওলানা আব্দল মান্নান তালিব অনূদিত, Zvdnxgj †KviAvb, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

আল কুর'আনের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় হলো 'ইলমুল মুখাসামা তথা বিতর্ক সংক্রান্ত আয়াত। পথভ্রষ্ট চার জাতি তথা ইয়াহুদি,[৭৮] খ্রিষ্টান,[৭৯] পৌত্তলিক[৮০] ও মুনাফিকদের[৮১] সাথে আলোচনা ও বিতর্কের ধারা ও রূপ বিধৃত হয়েছে এসব আয়াতে। পবিত্র কুর'আনে ইয়াহুদি, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক ও মুনাফিক এই চারটি পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় সম্পর্কে বারবার আলোচনা করা হয়েছে। এসব আলোচনা দু'ভাবে করা হয়েছে। প্রথমত তাদের ভ্রান্ত 'আকিদা ও বিশ্বাসসমূহ বর্ণনা করে তার অসারতা তুলে ধরা হয়েছে এবং এভাবে সেসব ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রতি কুর'আনের পাঠকদের সঠিক ও পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে ঘৃণার উদ্রেক করানো হয়েছে। দ্বিতীয়ত পথভ্রষ্টদের অমূলক সন্দেহগুলো উল্লেখ করে সেসব অপনোদন করে সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানে পথ নির্দেশ করা হয়েছে।

### ২.২.৪ আল্লাহ্র নি'আমাত ও নিদর্শন সংক্রান্ত জ্ঞান

আল কুর'আনের তৃতীয় আলোচ্য বিষয় হলো আল্লাহ্র নি'আমত ও নিদর্শনাবলীর আলোচনা। পবিত্র কুর'আন সমগ্র মানব জাতির জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় সম্পর্কে ঠিক ততোটুকুই বর্ণনা করা হয়েছে যতোটুকু মানবজাতির সীমাবদ্ধ বোধশক্তিতে উপলব্ধি করা সম্ভব। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোকপাতও করা হয়নি। তবে যতোটুকু বর্ণনা করা হয়েছে ততোটুকু অত্যন্ত সহজ সাবলীলভাবে বোধগম্য করে বর্ণিত হয়েছে।

'ইলমে কালামের বা বিশেষ বিদ্যার যারা অধিকারী নয়, বর্ণনা থেকে তাদেরও আল্লাহ্র পরিচয় সম্পর্কে জানতে অসুবিধা হয় না। আল্লাহ্র গুণাবলী সম্পর্কে উপলব্ধি করার জন্যে সহজ সরলভাবে বুঝানো হয়েছে। আমরা যা জানি এবং আমাদের কাছে যা উপলব্ধি করা সম্ভব সেভাবেই বুঝানো

---

৭৮ ইয়াহুদি জাতি পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্ কর্তৃক অভিশপ্ত জাতি। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে অসংখ্য নে'আমাতে ধন্য করেছিলেন অথচ তারা অস্বীকারকারীই রয়ে গিয়েছে। আল্লাহ্ তাদের হিদায়াতের জন্য অসংখ্য নাবি ও রাসূলুল্লাহ পাঠিয়েছিলেন অথচ তারা তাঁদের বেশীরভাগকেই প্রত্যাখ্যান করেছে এমনকি তাঁদের অনেককে হত্যাও করেছে। তারা আল্লাহ্র কিতাব তাওরাত শারিফ নিজেদের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক স্বার্থে বিকৃত এবং বদল করে ফেলেছে। তারা আল্লাহ্র সাথে শির্ক করেছে এবং পাপাচার ও অশ্লিলতায় নিজেদেরকে নিমজ্জিত করেছে। অবশেষে তাদের পথপ্রদর্শনের জন্য সর্বশেষ নাবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে পাঠানো হলে তারা জেনে বুঝে কেবল বিদ্বেষ ও একঘেয়েমীবশত তাঁর দা'ওয়াত প্রত্যাখ্যান করে এবং পদে পদে ইসলাম প্রচারে বাধার সৃষ্টি করে। দ্র. সাইয়েদ কুতুব শাহিদ, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, Zvdmxi dx whjwjj †KviAvb, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৭; وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْداً فَلَنْ يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ 'তারা (ইহুদিরা) বলে জাহান্নাম আমাদের স্পর্শ করবে না, করলেও তা করবে কেবল কয়েক দিনের জন্য। এদেরকে জিজ্ঞাসা করুন (হে রাসূল) 'তোমরা কি আল্লাহ্র কাছ কোন অঙ্গীকার আদায় করে নিয়েছো? যে আল্লাহ্ কখনো তা ভঙ্গ করবেন না। নাকি তোমরা আল্লাহ্র প্রতি এমন কথা আরোপ করছো, যার জ্ঞান তোমাদের নেই।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ৮০

৭৯ খ্রিষ্টান জাতি হযরত 'ঈসা ('আ.) ও ইঞ্জিল শরিফের এককালীন অনুসারী এবং পরবর্তীতে আল্লাহ্র কিতাব বিকৃতকারী ও তিন খোদায় বিশ্বাসী, নানামূখি শির্ক এ নিমজ্জিত জাতি। আল কুর'আনের ভাষায় এদেরকে নাসারা বলা হয়। وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ الاية 'ইয়াহুদিরা বলে 'উযায়ের' আল্লাহ্র পুত্র। নাসারা বলে 'মাসিহ' আল্লাহ্র পুত্র। এগুলো তাদের মুখের কথা। এরা তাদের মতোই কথা বলে, যারা ইতিপূর্বে কুফ্রি করেছিল। আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করুন! কোন দিকে তারা ফিরে যাচ্ছে? তা ছাড়া তারা তাদের পণ্ডিত এবং সংসার বিরাগীদেরও রব বানিয়ে নিয়েছে এবং মরিয়মের পুত্র মসিহ্কেও। অথচ তাদেরকে এক ইলাহ্ ছাড়া আর কারো 'ইবাদাত করতে আদেশ করা হয়নি। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তারা যাদেরকে তাঁর শরিক বানায় তিনি তাদের থেকে অনেক ঊর্ধ্বে।' দ্র. আল কুর'আন, ০৯: ৩০-৩১

৮০ পৌত্তলিক মানে পুতুলপূজক, মূর্তিপুজাকারী, প্রতিমাপুজক বা অগ্নি উপাসক। দ্র. আহমদ শরীফ সম্পাদিত, msw ÿ ß evsjv Awfavb (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৩৬০; فَٱجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلأَوْثَانِ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ 'সুতরাং তোমরা মূর্তি পূজার নোংরামি বর্জন করো এবং বর্জন করো মিথ্যা কথা।' দ্র. আল কুর'আন, ২২: ৩০

৮১ মুনাফিক হচ্ছে দ্বিনের ব্যাপারে দ্বিমুখিতা, কপট, প্রবঞ্চক, ভণ্ড, প্রতারণা, শঠতা, কপটাচার, বক্রতা, স্বার্থপরতা অবলম্বনকারী। দ্র. আহমদ শরীফ সম্পাদিত, msw ÿ ß evsjv Awfavb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭১; ইসলামের শত্রুদের নিকট হতে পুরস্কৃত হওয়ার মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ। لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِى ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلاَّ قَلِيلاً 'মুনাফিকরা, যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা, আর যারা শহরে গুজব রটায় তারা নিজেদের অপতৎপরতা থেকে বিরত না হলে তাদের বিরুদ্ধে আমরা তোমাকে প্রবল করে তুলবো, তার পর এ নগরীতে তারা তোমার প্রতিবেশী হিসেবে খুব কম সমই থাকতে পারবে।' দ্র. আল কুর'আন, ৩৩: ৬০

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। যেসব নি'আমতের আলোচনা সমিচীন মনে করেছেন, সেসব নি'আমতের উপস্থাপন বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। যেমন আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি, মেঘ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ, মাটি থেকে পানির ধারা প্রবাহিতকরণ, মাটি থেকে গাছপালা উৎপন্ন এবং সেসব গাছপালা থেকে রকমারি ফুল, ফসল ও ফল ফলাদি উৎপাদনের কথা বলা হয়েছে।

### ২.২.৫ পুরস্কার ও শাস্তি সংক্রান্ত জ্ঞান

আল কুর'আনের চতুর্থ আলোচ্য বিষয় হলো আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দাদের জন্য পুরস্কার এবং অবাধ্য বান্দাদের জন্য শাস্তি সংক্রান্ত আলোচনা। হিদায়াত ও গুমরাহি এবং হক ও বাতিল সম্পর্কে আল কুর'আনে নানাভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। শাস্তি ও পুরস্কার সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।[৮২] পূর্ববর্তী 'আদ ও সামূদ জাতির পাপাচার ও ধ্বংসপ্রাপ্তির কাহিনীও বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত ইব্‌রাহিম ('আ.) এবং বনি ইসরাঈলের নাবিগণের কাহিনী আলোচনা করা হয়েছে। অবাস্তব বা বানোয়াট কোনো কাহিনী বর্ণিত হয়নি। বিখ্যাত কাহিনীসমূহের মধ্যে শুধু ততোটুকু বর্ণনা করা হয়েছে যতোটুকু শিক্ষামূলক। তবে কাহিনী বর্ণনার ক্ষেত্রে ধারাবাহিক বর্ণনা পেশ করা হয়নি এবং সাধারণ ইতিহাসের মত কাহিনী সমাপ্তও করা হয়নি। কারণ আল কুর'আন কোন ইতিহাস গ্রন্থ নয়, কোন গল্পের পুস্তকও নয়। এটি একটি সম্পূর্ণ পথ প্রদর্শনের গ্রন্থ। অতীতের আশ্চর্যজনক ঘটনাবলী শুনিয়ে মানুষকে কষ্ট দেয়া বা শিহরিত করার উদ্দেশ্যে এসব কাহিনী বর্ণনা করা হয়নি বরং শ্রোতারা যেন সেসব কাহিনী শুনে শির্কের ক্ষতি ও অপকারিতার প্রতি ঘৃণার মনোভাব পোষণ করে সে উদ্দেশ্যেই এসব ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। উপরন্তু তারা এর মাধ্যমে যেন পূণ্যবানদের পুরস্কার ও পাপীদের শাস্তি সম্পর্কেও অবহিত হতে পারে।

পৃথিবীতে সীমা লংঘনকারীদের পরিণতি কত ভয়াভহ হতে পারে সেটি স্মরণ করিয়ে দেয়া, সীমা লংঘনকারী, উদ্ধত ও অহংকারী কর্তৃক নিপিড়ীত, বঞ্চিত ও অত্যাচারিত মানুষের সফলতার সুসংবাদ ইত্যাদি বিষয়সমূহ পবিত্র কুর'আনে ব্যাপক গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। যে কোন পরিস্থিতিতে আল্লাহ্‌র পথে অবিচল থাকার ও ধৈর্য ধারণ করার কথা, আল্লাহ্‌র পথে জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করে সর্বাত্মক ত্যাগ স্বীকারকারীর মর্যাদা ও পুরস্কারের বর্ণনা আল কুর'আনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

### ২.২.৬ মৃত্যু পরবর্তী জীবন সংক্রান্ত জ্ঞান

আল কুর'আনের পঞ্চম আলোচ্য বিষয় হলো মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে আলোচনা। মানুষের মৃত্যুর ধরন, প্রকৃতি, অসহায়ত্ব, মৃত্যুর পর জাহান্নাম ও জান্নাতের সামনে উপনীত হওয়া,

---

৮২ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُۥ فِى حَرْثِهِۦ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِۦ مِنْهَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ 'যে কেউ পরকালের ফসল চায়, তার ফসল আমি বৃদ্ধি করি। আর যে লোক জাগতিক ফসল পেতে চায়, তাকে জাগতিক হতেই দান করি, কিন্তু পরকালে তার কিছুই প্রাপ্য থাকবে না।' দ্র. আল কুর'আন, ৪২: ২০

Dhaka University Institutional Repository

‘আযাবের ফিরিশতাগণের সামনে আনা সম্পর্কেও নানাভাবে আলোচনা করা হয়েছে।[৮৩] কবরের চিত্র, কিয়ামাতের ভয়াবহ দৃশ্য, কঠিন হাশরের ময়দান, প্রশ্ন ও উত্তর, মিযান, ‘আমলনামা, ঈমানদারগণের দিদারে ইলাহি তথা আল্লাহ্‌র সাক্ষাত লাভ, পরকালে শাস্তি বা ‘আযাবের প্রকৃতি, জান্নাতের নি‘আমাতসমূহের বর্ণনা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সেসব প্রসঙ্গ আলোচনার উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিষয়গুলোকে কোথাও সংক্ষেপে কোথাও বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।[৮৪]

সারকথা হলো, মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ (রহ.) পবিত্র কুর’আনের বিষয়াবলীকে উপরোক্ত পাঁচটি ভাগে বিন্যস্ত করেছেন। এর অর্থ হলো, পবিত্র কুর’আনে বর্ণিত আয়াতগুলোতে হয়তো আল্লাহ্ প্রদত্ত কোনো বিধি-নিষেধের কথা বলা হয়েছে। কিংবা আলোচিত হয়েছে জাতি চতুষ্টয় সম্পর্কে, তাদের মৌলিক বিশ্বাস, উপস্থাপন পদ্ধতি, বা মতের নির্যাস। অতপর এসবের অযথার্থতাকে তুলে ধরে পবিত্র ইসলামের প্রত্যয়, সুন্দর্য ও যথার্থতাকে যথাস্থানে স্থাপন করা হয়েছে যুক্তির শিল্প সুন্দর উপস্থাপনায়। কোথাও তাঁর অপার অসীম নি‘আমতের কথা আলোচিত হয়েছে আবার কোথাও অতীতকালে আল্লাহ্‌র আদেশে সংঘটিত শাস্তি ও পুরস্কারের বর্ণনা করা হয়েছে। বিশেষভাবে মানুষের হৃদয়, মন ও বিবেক বারবার আকৃষ্ট করা হয়েছে মৃত্যুর পর পরকালীন জীবনের সত্যতার প্রতি। জাস্টিস মুফ্‌তি তাকি ‘উসমানি বলেছেন ভিন্নভাবে। তিনি বলেছেন, আমরা যদি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করি, তাহলে দেখব, পবিত্র কুর’আনের বিষয়াবলীকে মৌলিকভাবে চারভাগে বিভক্ত করা যায় এবং পবিত্র কুর’আনের প্রতিটি আয়াত এই চারটি শিরোনামের যে কোনো একটির অন্তর্ভুক্ত অবশ্যই হবে। শিরোনাম চারটি হলোঃ

ক. ‘আকায়িদ বা বিশ্বাস সংক্রান্ত আয়াতসমূহ

খ. আহ্‌কাম বা বিধি-নিষেধ সংক্রান্ত আয়াতসমূহ

গ. কাসাস বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শিক্ষামূলক ঘটনাবলী

ঘ. আমছাল বা বিভিন্ন ধরনের উপমা।

‘আকায়িদ সংক্রান্ত মৌলিকভাবে তিনটি বিষয় স্থান পেয়েছে। সেগুলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর স্বীকৃতি ও পরকাল। তাছাড়া মূর্তি পূজারী, ইয়াহুদি, খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত বিশ্বাসসমূহের অসারতাও প্রমাণ করা হয়েছে এবং রয়েছে মুনাফিকদের দ্বিমুখিতার নীতি উন্মুক্ত করা সংক্রান্ত আয়াতসমূহ। অবশ্য তাফসিরের পরিভাষায় শেষোক্ত বিষয়ে বিধৃত আয়াতগুলোকে আয়াতে মুখাসামা বা বিতর্কমূলক আয়াত বলা হয়। আয়াতে আহ্‌কাম বা বিধি-নিষেধ সম্পর্কিত আয়াতগুলোতে তিন শ্রেণির বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে।

ক. একমাত্র আল্লাহ্‌র দাসত্ব সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ

খ. মু‘আমালা বা পারস্পরিক লেনদেন সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ

গ. এক হিসেবে আল্লাহ্‌র দাসত্ব আরেক হিসেবে পারস্পরিক লেনদেন সম্পর্কিত আলোচনা।

---

৮৩ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ‘আল্লাহ্ মু’মিন নর নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতের। যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান, সেথায় তারা চিরকাল থাকবে। এ চির সবুজ শ্যামল জান্নাতে তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র পরিচ্ছন্ন বসবাসের স্থান। আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভ করে তারা হবে সৌভাগ্যবান আর তা হবে তাদের জন্য বড় সাফল্য।’ দ্র. আল কুর’আন, ০৯: ৭২; জাহান্নাম সম্পর্কে বলা হচ্ছে, وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا۟ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورٍ ‘আর যারা কুফরি করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না যে তারা মরে যাবে এবং তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবে না। এভাবেই আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি।’ দ্র. আল কুর’আন, ৩৫: ৩৬

৮৪ আব্দুস সালাম মিতুল সম্পাদিত, Zvdmx‡i mvC‘x, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ এতে এক দৃষ্টিতে বান্দার অধিকার পরিলক্ষিত হয়, যাকে আমরা লেনদেন বলি। আরেক দৃষ্টিতে পরিলক্ষিত হয় আল্লাহ্‌র অধিকার, যাকে আমরা বলি ‘ইবাদত। যেমন বিয়ে শাদি, তালাক, হত্যাজনিত শাস্তি, অন্যান্য অপরাধের শাস্তি, জিহাদ, কসম ইত্যাদি। এছাড়াও কাসাস বা শিক্ষামূলক ঘটনাবলী আলোচিত হয়েছে। এতে অতীত ও ভবিষ্যতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা স্থান পেয়েছে। ভবিষ্যত বলতে, যেসব ঘটনায় ভবিষ্যত সম্পর্কে বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। জান্নাত, জাহান্নামের বর্ণনা, জান্নাতের চিত্তাকর্ষণ এবং নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলীর চমৎকার বর্ণনাও এর অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু মানব জাতির প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আল কুর’আন ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হয়েছে, তাই প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে একই ঘটনা বারবারও বর্ণিত হয়েছে। উপমা পেশ করা হয়েছে পবিত্র কুর’আনের বিষয়াবলীকে সহজে মানুষের হৃদয়ের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য।[৮৫]

এ ছাড়াও আরো কিছু বিষয়কে আল কুর’আনের বিষয়বস্তু সাব্যস্ত করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে আল্লাহ্ তা‘আলার অস্তিত্ব, তাঁর একত্ববাদ ও পবিত্রতা, অদৃশ্য সম্পর্কিত জ্ঞান, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে অংশীদার করার পরিণতি, আল্লাহ্‌র ভয়, নাবি রাসূলগণের স্বীকৃতি, রাসূলের অনুসরণ, জিহাদ বা দ্বিন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা, নামাজ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ, যাকাত আদায় ও বন্টন সংক্রান্ত বিধান, রোজা সংক্রান্ত বিষয়, বায়তুল্লাহ্ যিয়ারাত, ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা, সুদ সংক্রান্ত কঠোর নীতিমালা, সচ্চরিত্র অর্জনের গুরুত্ব, আয় এবং ব্যয় বিষয়ক নীতিমালা বা অর্থনীতি, মজলিসের শিষ্টাচার, রাসূলের সহিত আদব, জ্ঞানার্জনের প্রতি উৎসাহ দান এবং জ্ঞানীর মর্যাদা, ইসলামে বিবেক বুদ্ধির স্থান, কিসাস ও দিয়াত বা দণ্ডবিধি, লুটতরাজ ও ডাকাতির শাস্তি, চুরির শাস্তি, অপবাদ রটনার শাস্তি, ব্যভিচারের শাস্তি, ব্যবসার ক্ষেত্রে পরিমাপ বা ওজন ঠিক রাখা, সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মে নিষেধ।[৮৬] মূলত দ্বিন ব্যতীত অন্যান্য জ্ঞান বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্য কুর’আনের আলোচ্য বিষয় নয়। যদিও এ সম্পর্কিত অনেক তথ্য আল কুর’আনে বিধৃত হয়েছে, সেটি একান্তই প্রাসঙ্গিক, মূল লক্ষ্য নয়। এসব বিষয়ে বিশদ আলোচনা কুর’আনের মূল লক্ষ্য বহির্ভূত।

## ২.৩ আল কুর’আন অবতীর্ণের উদ্দেশ্য

আল্লাহ্ তা‘আলা আল কুর’আন অবতীর্ণ করেছেন মানুষের জন্য, মানব জাতির জন্য। আল কুর’আন কোন বিশেষ জাতি বা গোষ্ঠি বা ধর্মাবলম্বির জন্য অবতীর্ণ করা হয়নি। কুর’আন পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্য আল্লাহ্ তা‘আলার কিতাব। এ কিতাব পড়া, জানা, বুঝা, মানা ও অনুসরণ করার বাপারে পৃথিবীর সকল মানুষে অধিকার সমান। এ কিতাব প্রেরণ করা হয়েছে মানব জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখানোর জন্য। ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনা করার জন্য।[৮৭] আল কুর’আন অবতীর্ণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তা‘আলা পবিত্র কুর’আনের বিভিন্ন আয়াতে বর্ণনা করেছেন। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে:

### ২.৩.১ মানব সভ্যতার পবিত্রতা বা পূর্ণতা

আল্লাহ্ তা‘আলা পথহারা মানবসমাজকে সঠিক পথ প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রকৃত সভ্যতা ও পবিত্রতার দিকে পরিচালিত করার জন্য আল কুর’আন অবতীর্ণ করেছেন। আল কুর’আন সততা, মানবতা, পবিত্রতা ও উন্নয়নের পথ মানব জাতির সামনে উপস্থাপন করেছে এবং সকল প্রকার অন্ধকার থেকে মানুষকে আলোর দিকে আহ্বান করছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন আইয়ামে জাহিলিয়ার অন্ধকার থেকে ‘পৃথিবীর মানুষের মুক্তির পথ অন্বেষণে হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন, সে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে আল্লাহ্

---

৮৫ মুহাম্মদ ‘আব্দুল ‘আযিম আয যারকানি, gvbwnjj ÔBidvb wd ÔDjywgj KziÔAvb, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৪; দ্র. ‘আল্লামা বদরুদ্দিন আয যারকাশি, Avj einvb wd ÔDjywgj KziÔAvb, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৪

৮৬ জনাব আ. ফ. ম. আব্দুল হক ফরিদী, Bmjvgx wekv‡Kvl, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪৮৮

৮৭ আব্দুস শহীদ নাসিম, Avj KziÔAvb AvZ Zvdmxi, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

Dhaka University Institutional Repository

তা'আলা বলেন, 'তিনি কি আপনাকে পথ অজানা অবস্থায় পাননি, অতপর পবিত্রতার সঠিক পথ দেখাননি?'[৮৮] আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করছেন, 'আলিফ লাম রা। এ কিতাব, এটি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে আপনি মানব জাতিকে তাদের রবের নির্দেশক্রমে বের করে আনতে পারেন অন্ধকার থেকে আলোকে, তাঁর পথে যিনি মহাপরাক্রমশালী ও সকল প্রশংসার অধিকারী।'[৮৯]

সূরা আল ফাতিহার ৫নং আয়াতে 'আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর' এ মর্মে মানবজাতির স্বভাবগত যে করুণ আর্তি প্রকাশ পেয়েছে, এর জবাবেই রাব্বুল 'আলামিন বিশ্ববাসীর সামনে গোটা কুর'আন মাজিদ উপস্থাপন করেছেন, যার মর্মার্থ দাঁড়ায়, গোটা কুর'আনে যা বলা হয়েছে, যে পথের দিকে সকলকে আহ্বান করা হয়েছে, সেটিই মানবতার কাঙ্ক্ষিত সরল সঠিক পথ আর সে পথেই রয়েছে মানব সমাজের সত্যিকারের কল্যাণ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'যেমন আমি তোমাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায়। তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ ও উৎকর্ষিত করে, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ্ শিক্ষা দেয় এবং যে সব কথা তোমাদের অজ্ঞাত তা তোমাদের শিক্ষা দেয়।[৯০] মানবের অন্তর্নিহিত পবিত্রতা, উন্নতি ও বিকাশ লাভের জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা আল কুর'আন অবতীর্ণ করেছেন।

হযরত আদম ('আ.) থেকে মানব সভ্যতা শুরু হলেও তা ধীরে ধীরে উন্নত ও বিকশিত হয়। জাগতিক পরিবেশে মানুষ পর্যায়ক্রমে চিন্তা ভাবনাকে শানিত ও উন্নত করতে সক্ষম হয়। পৃথিবীতে বসবাসের নানারূপ বৈজ্ঞানিক উপকরণ আবিস্কারের মাধ্যমে চলার পথকে অনেক সহজ করে তোলে। অপরদিকে আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান ভিত্তিক পথ ছেড়ে দিয়ে মানুষ মাঝে মাঝে নিজেদের চরম ক্ষতি, অকল্যাণ ও ধ্বংস ডেকে আনে। সে অবস্থায় মানুষের জাগতিক জ্ঞান, বৈজ্ঞানিক উপকরণ, ঐতিহ্যগত বাস্তবতা, সমসাময়িক সমস্যাবলী ও ভবিষ্যত প্রয়োজনীতার বিষয়টিকে প্রাসঙ্গিক করে আল্লাহ্ তা'আলা দীর্ঘ প্রায় তেইশ বছরে আল কুর'আন অবতীর্ণ করেছেন। এ কুর'আনের অনুসারীদেকে মানব সভ্যতার সর্বোন্নত ও পরিপূর্ণ অনুসারী বলে ঘোষণা দিয়েছেন। পৃথিবী ধ্বংসের পূর্ব পর্যন্ত এ সভ্যতাই হবে সর্বাধুনিক, সর্বজনীন, পরিপূর্ণ, কল্যাণময় ও সর্ববিজ্ঞানময়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বিনকে পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের জন্য আমার করুনা পরিপূর্ণ করে দিলাম আর তোমাদের জন্য জীবন ব্যবস্থা হিসেবে এ ইসলামকে মনোনীত করলাম।[৯১] মানবসভ্যতার পূর্ণতা ঘোষণা করেছে আল কুর'আন আর যারা একে অনুসরণ করেছে তারা পবিত্রতা লাভ করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য তাদের মধ্য হতে একজন রাসূল পাঠিয়েছিন, যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াত পড়ে শোনাবেন তাদের জীবন পবিত্র পরিশুদ্ধ ও উৎকর্ষিত করে কিতাব ও হিকমাহ্ শিক্ষা দিবেন এবং সে সব কথা শিক্ষা দিবেন যা মানুষ জানে না।[৯২] এ হচ্ছে আল কুর'আন অবতীর্ণের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

## ২.৩.২ মানবতার পূর্ণমুক্তির অনন্ত ঘোষণা

mgvR I ivóª †_‡K `yb©xwZ `~i K‡i ˆbwZK g~j¨‡eva cÖwZôv Ki‡Z n‡j mgvR I iv‡óªi mKj ¯Í‡i KziÕAvb mybœvn&i wfwË‡Z mywePvi cÖwZôv Ki‡Z n‡e| KviY mgv‡R hZ Ab¨vq I g›` Av‡Q, Zv Aek¨B wbg~©j Kiv Ges me©cÖKvi b¨vq I fv‡jv KvR‡K cÖwZôv Kivi Rb¨B

---

৮৮ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ দ্র. আল কুর'আন, ৯৩: ০৭

৮৯ الر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ দ্র. আল কুর'আন, ১৪: ০১

৯০ كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنْكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ দ্র. আল কুর'আন, ০২: ১৫১

৯১ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلأِسْلاَمَ دِيناً দ্র. আল কুর'আন, ০৫: ০৩

৯২ মাওলানা আব্দল মান্নান তালিব অনূদিত, Zvdnxgj †KviAvb, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৯

Avj KziÕAvb AeZxY© Kiv n‡q‡Q|[93] cweÎ KziÕAvbyj Kvwi‡g mgv‡Ri cÖwZwU †ÿ‡Î b¨vq-bxwZ I mywePvi cÖwZôvi ZvwK` K‡i †NvlYv Kiv n‡q‡Q ÔwbðqB Avwg Avgvi ivm~jM‡K †cÖiY K‡iwQ ¯úó cÖgvYmn Ges Zv‡`i m‡½ w`‡qwQ wKZve I b¨vq-bxwZ, hv‡Z gvbyl mywePvi cÖwZôv K‡i|Õ[94] Ges hLb †Zvgiv K_v ej‡e, ZLb b¨vq K_v ej‡e, ¯^R‡bi m¤ú‡K© n‡jI|[95] Avi †Zvgiv Bb&mvd (me©ve¯’vq mywePvi) K‡iv| wbtm‡›`‡n Avjøvn& BbmvdKvix‡`i fvjev‡mb|[96] †Zvgiv hLb gvby‡li wePvi Ki‡e, ZLb †Zvgiv b¨vqcivqYZvi mv‡_ wePvi Ki‡e|[97] †h mgv‡R I iv‡óª Bbmvd I b¨vq-bxwZ †bB, †mwU‡K KL‡bv mf¨ mgvR I ivóª ejv P‡j bv|[98] mgv‡R emevmKvix e¨w³MY ci¯ú‡ii mv‡_ m¤ú„³ n‡q Kg©Rxeb I †ckvMZ Rxeb wbe©vn K‡i| Kv‡RB Kv‡iv cÖwZ hv‡Z AwePvi bv nq †mw`‡K Aek¨B jÿ¨ ivL‡Z n‡e|

AvaywbK ivóª e¨e¯’vq ivóªxq cÖkvmb gvby‡li Rxe‡bi me©Î cÖfve we¯Ívi K‡i, b¨vqwePvi cÖwZôvi P~ovšÍ `vq-`vwqZ¡ kvmK †kªwYi nv‡Z _v‡K| †`‡ki kvmb e¨e¯’v, wePvi e¨e¯’v, A_© e¨e¯’vq hw` b¨vq-bxwZ cÖwZôvq e¨_© nq, Z‡e RvZxq Rxe‡b AkvwšÍ, wek„sLjv, mš¿vm I wbivcËvnxbZv †`Lv w`‡eB| myZivs RvZxq Rxe‡b kvwšÍ I w¯’wZkxjZv wbwðZ Kiv Ges `yb©xwZ wbg©~j Kivi Rb¨ me©‡ÿ‡Î b¨vq wePvi cÖwZôv Acwinvh©|[99] myZivs G K_v m‡e©vZfv‡e cÖgvwYZ †h gvbyl‡K gvbem„ó c_ I c×wZi msKxY©Zv, RwUjZv, †kvlY, k„sLj I `vmZ¡ †_‡K m¤ú~Y© gy³ K‡i gvbexq gh©v`vq c~bcÖwZôv KivB n‡”Q Avj KziÕAvb AeZx‡Y©i D‡Ïk¨|

### ২.৩.৩ পূর্ববর্তী নাবি ও রাসূলগণের সত্যতার দলিল

আল্লাহ্ রাব্বুল ‘আলামিন মানব জাতির পিতা হযরত আদম (‘আ.) এবং মা হাওয়া (‘আ.) কে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে এ ঘোষণাসহ প্রেরণ করেন ‘পরে যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট হিদায়াতের বাণী আসবে তখন যারা আমার হিদায়াতের অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।’[১০০] আল্লাহ্ পাক তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী সকল যুগে সকল গোত্রে নাবি ও রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাঁদেরকে আসমানি কিতাব, সহিফা তথা ‘হিদায়াতের নির্দেশমালা’ দিয়ে মানবজাতির মধ্যে পাঠিয়েছেন। উদ্দেশ্য হলো, গোটা মানব জাতিকে সে পথের সন্ধান দেয়া, যে পথ তার জাগতিক ও পরকালীন জীবনকে সুন্দর এবং সার্থক করবে। মানবজাতিকে হিদায়াতের জন্য আল্লাহ্ পাকের স্বীয় বিধান অবতীর্ণ চূড়ান্তরূপ পরিগ্রহ করেছে আল কুর’আন অবতীর্ণের মধ্য দিয়ে।

---

৯৩ ZwKDwÏb Be&b ZvBwgqv, *Avj wQqvQvZ Avj kviÔBq¨vn* (wgki: `vi Avj wKZve Avj ÔAvivwe, Zvwe), c„,. 27

৯৪ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ দ্র. আল কুর’আন, ৫৭: ২৫

৯৫ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ দ্র. আল কুর’আন, ০৬: ১৫২

৯৬ وَأَقْسِطُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ দ্র. আল কুর’আন, ৪৯: ৯

৯৭ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ দ্র. আল কুর’আন, ০৪: ৫৮

৯৮ kvgQzwÏb Be&b gydwjn&, *Avj Av`vey Avm kvwiÔqv* (Avi wiqv`: `vi Avj BdZv, 1977 wLª.), c„,. 322

৯৯ Lvwjdv Avãyj nvwKg, Abyev` mvB‡q¨` Ave`yj nvB, *Bmjvgx fveaviv* (XvKv: BmjvwgK dvD‡Ûkb evsjv‡`k, cÖLg cÖKvk, 1998 wLª.), c„,. 63

১০০ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ দ্র. আল কুর’আন, ০২: ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্ রাব্বুল ‘আলামিন আল কুর’আনকে সকলের জন্য শাশ্বত ও চিরন্তন জীবন বিধান হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

এ মর্মে আল্লাহ্ তা‘আলা সত্যসহ রাসূলুল্লাহ্র প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যা এর পূর্বের কিতাবের সমর্থক। আর তিনি অবতীর্ণ করেছিলেন তাওরাত ও ইন্জিল ইতোপূর্বে মানব জাতির হিদায়াতের জন্য এবং তিনি ফুরকানও তথা আল কুর’আন, সত্য ও মিথ্যার প্রভেদকারী অবতীর্ণ করেছেন। ‘যারা আল্লাহ্র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের জন্য কঠোর শাস্তি আছে। আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, দণ্ডদাতা।’[১০১] পবিত্র কুর’আনুল কারিম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছে, মানবতার পথ প্রদর্শনের জন্য হযরত (‘আ.) থেকে হযরত ‘ঈসা (‘আ.) পর্যন্ত যত নাবি ও রাসূল পৃথিবীতে এসেছেন তাঁরা সকলেই ছিলেন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্য দ্বিনের তথা ইসলামের আহ্বায়ক ও বাস্তবায়নকারী।

পরবর্তীতে মানুষ আল্লাহ্র দ্বিন ও নাবিগণের শিক্ষাকে বিকৃত করে দ্বিনের মূলশিক্ষা থেকে ছিটকে পড়ার কারণে চূড়ান্ত, সর্বজনীন, সর্বশেষ ও সর্বকালীন হিদায়াত গ্রন্থ হিসেবে আল কুর’আন সহকারে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে মানবজাতির প্রতি প্রেরণ করেছেন। সুতরাং পূর্ববর্তী নাবিগণ ছিলেন আল্লাহ্র প্রেরিত এবং ইসলামেরই নাবি। তাদের অনুসারী দাবীদার বর্তমান জনগোষ্ঠি হচ্ছে বিকৃতকারী, সত্য বিচ্যুত, পথভ্রান্ত এবং বিপথগামী। তাদের নাবিগণ যে সত্যের অনুসারী ও প্রচারক ছিলেন, সে সত্যের চূড়ান্ত ধারক বাহক ও প্রশিক্ষক হচ্ছেন মুহাম্মদ (সা.)। সে সত্যের অনবদ্য দালিল ও সত্যতার সাক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্ তা‘আলার এ মহান কিতাব আল কুর’আন। মানবজাতির সামনে এ চিরসত্যটি স্পষ্ট করা আল অবতীর্ণের অন্যতম উদ্দেশ্য।

## ২.৩.৪ আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠা

wLjvdvZ Z_v Bmjvwg ivóª e¨e¯’vi g~jbxwZ n‡”Q, iv‡óªi mve©‡fŠg‡Z¡i AwaKvix wn‡m‡e Avjøvn&‡K †g‡b wb‡Z n‡e|[102] Bmjvg P~ovšÍ ÿgZv I B”Qvi gvwjKiƒ‡c Avjøvn& Qvov Avi KvD‡KI ¯^xKvi K‡i bv| Avjøvn&B n‡”Qb g~jZ wb‡`©k `v‡bi GKgvÎ AwaKvix| mg¯Í RbMY‡K kZ©nxbfv‡e Zuvi B”Qv I wb‡`©‡ki wbKUB g_v bZ Ki‡Z n‡e|[103] KziÕAvbyj Kvwig G e¨vcv‡i Ø¨_©nxb †NvlYv w`‡”Q, ÔAvjøvn Qvov Kv‡iv wb‡`©k ev ûKyg †bB| ZuviB wb‡`©k †Zvgiv Zuv‡K Qvov Kv‡iv `vmZ¡ K‡iv bv| GwUB mZ¨I mwVK my`„p wØb|Õ[104] Av‡iv ejv n‡q‡Q,ÔZviv e‡j, Avgv‡`iI wK †Kv‡bv BL&wZqvi ev ÿgZv Av‡Q? ej, mg¯Í BL&wZqvi Avjøvn&iB|[105]

Dc‡iv³ AvqvZØq †_‡K Ges cweÎ KziÕAv‡bi Av‡iv eû mgv_©K AvqvZ †_‡K GwUB cÖgvwYZ nq †h, Bmjv‡g gvby‡li mve©‡fŠg‡Z¡i †Kvb ¯^xK…wZ †bB, Zv †Kv‡bv ivRv-ev`kvn&, †kÖwY, †MvÎ esk ev †`‡ki

---

১০১ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْتِقَامٍ দ্র. আল কুর’আন, ০৩: ৪

১০২ gynv¤§` jyrdi ingvb †kL, *Bmjvg : ivóª I mgvR* (XvKv: evsjv GKv‡Wgx, 1404/1984), c„. 43; gvIjvbv gynv¤§` Avãyi inxg, *Avj KziAv‡b ivóª I miKvi* (XvKv: Lvqiæb cÖKvkbx, Z…Zxq ms¯‹iY, 2000 wLª.), c„. 85

১০৩ gynv¤§` jyrdi ingvb †kL, *Bmjvg : ivóª I mgvR*, cÖv¸³, c„. 52

১০৪ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ দ্র. আল কুর’আন, ১২: ৪০

১০৫ يَقُولُونَ هَلْ لَّنَا مِنَ ٱلأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ ٱلأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ `ª. Avj KziÕAvb, 03: 154

†MvUv RbM‡Yi bv‡gB †nvK bv †Kb|[106] Bmjvwg ivóªZ‡Ë¡ P~ovšÍ ÔAvBbMZ ÿgZv, KZ©„Z¡, ¯^vaxbZv I B”Qv †Kej Avjøvn& ZvÔAvjvi| †`‡ki cÖkvmbmn mKj RbMY ÔAvBbZ Ges Kvh©Z Zv gvb‡Z eva¨| hw` RbMY ÔAvBbMZ Ges Kvh©Z Avjøvn&i mve©‡fŠg‡Z¡i P~ovšÍ I wbi¼zk ÿgZv ¯^xKvi bv K‡i Zvn‡j Bmjv‡gi cÖv_wgK `vex Ges Bmjvwg iv‡óªi wfwËB ¯'vwcZ n‡Z cv‡i bv|[107] Giƒc RbMY wb‡R‡`i‡K gymwjg e‡j `vex KivI Avjøvn&i weavb Abyhvqx G‡Kev‡iB Ab_©K|

Avjøvn&i mve©‡fŠgZ¡ I wLjvdv‡Zi Av‡jv‡K ivóª e¨e¯'v cÖwZôv Kivi gva¨‡g µgk †`‡ki bvMwiKiv mybxwZevb I PwiÎevb n‡q M‡o DV‡e| d‡j mgvR I iv‡óª †Kv‡bv Ab¨vq Ges `yb©xwZ _vK‡e bv| AvaywbK gvbem„ó ivóª e¨e¯'vq Ggb wKQz †gŠwjK `ye©jZv i‡q‡Q †h,‡jv †Kv‡bv ÔAvBb K‡iB eÜ Kiv m¤¢e bq| KviY G ivóª e¨e¯'vq gvby‡li mybxwZevb n‡q M‡o DVvi †Zgb †Kv‡bv Dcv`vb †bB| G c‡_ h‡ZvB AMÖmi nq, ZZB gvbyl wnsmª, AcivacÖeY I `yb©xwZcivqY n‡q I‡V| gvby‡li g‡a¨ m”PwiÎ I DbœZ ˆbwZKZv cÖejfv‡e weKwkZ nqbv| gvbyl mvaviYZ AvivgwcÖq, †fvMev`x, †jvfx I ¯^v_©ci n‡q I‡V| d‡j †m mg¯Í wQ`ªc_ w`‡q mgv‡Ri i‡Ü« i‡Ü« `yb©xwZ, Ab¨vq, AwePvi, hyj&g, wek„sLjv I AkøxjZv cÖ‡ek K‡i mgvR Rxeb‡K KjywlZ K‡i †Zv‡j|

myZivs mgvR Rxe‡b hveZxq KjylZv `~i Ki‡Z n‡j Avjøvn&i mve©‡fŠg‡Z¡i wfwË‡Z Ges nhiZ gynv¤§` (mv.) KZ©„K cÖwZwôZ e¨e¯'vi Abymi‡Y ivóª e¨e¯'v cÖwZôv Kiv Acwinvh©|[108] hvi P~ovšÍ I cÖgvY¨ iƒc‡iLv Avj KziÕAvb Dc¯'vcb K‡i‡Q| gvbem„ó mKj Rxeb c×wZ, ivóªbxwZ, mgvRbxwZ, A_©bxwZ, wkÿv bxwZ, ms¯‹…wZ I Dbœqb cwiKíbv‡K Am¤ú~Y©, fvimvg¨nxb, AÁZvcÖm~Z, AKj¨vYKi I AKvh©Ki cÖgvwYZ K‡i Z`¯'‡j Avjøvn&& ZvÔAvjv cÖ`Ë wLjvdvZ wfwËK e¨e¯'v cÖeZ©‡bi D‡Ï‡k¨B Avj KziÕAvb AeZxY© Kiv n‡q‡Q|

## 2.3.5 gvby‡li mvwe©K Kj¨vY I ciKvjxb gyw³

gvbyl cÖK…Z c‡ÿ eoB Amnvq, `~e©j, Aÿg I A`~i`k©x| kvixwiK I gvbwmKfv‡e AwZ `~e©j, gvby‡li Øviv KL‡bv Ávb I cÖÁv wbf©i fvimvg¨c~Y© Ges b¨vq wfwËK †Kvb mvgvwRK, ms¯‹…wZK ev ¯'vqx ivóªxq wewa-weavb cÖbqY †Kvb Ae¯'v‡ZB m¤¢e bq| GgZve¯'vq gvbe Rxe‡bi mvwe©K Kj¨vY I cvi‡jŠwKK gyw³i Rb¨ Avjøvn& ZvÔAvjv gvby‡li cÖwZ Kiæbv ¯^iƒc G me©Rbxb I P~ovšÍ wewa-weavb cÖeZ©‡Yi fvi wbR `vwq‡Z¡ I KZ©„‡Z¡ †i‡L‡Qb| Avjøvn& ZvÔAvjv

১০৬ সাইয়্যেদ কুতুব, wd whjvwjj KiÕAvb (কায়রো: দার আল শুরুক, ১৪০২ হিজরি), খ. ২, পৃ. ৮৭; দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Avj KiAv‡b ivó I miKvi, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

১০৭ gynv¤§` †Mvjvg gy¯Ívdv m¤úvw`Z, *wek¦kvwšÍ I gvbevwaKvi cÖwZôvq gnvbex (mv:)* (XvKv: BmjvwgK dvD‡Ûkb evsjv‡`k), c„,. 148

১০৮ খিলাফাত ভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণিত আছে, هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُشۡرِكُونَ ‘তিনি তাঁর রাসূলকে একটি স্পষ্ট পথনির্দেশ ও সঠিক জীবন বিধান দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যেন সে উক্ত বিধানকে পৃথিবীতে প্রচলিত সকল জীবন ব্যবস্থার উপর বিজয়ী করে দিতে পারে, তা মুশরিকদের কাছে যতই অপছন্দনীয় হোকনা কেন!’ দ্র. আল কুর’আন, ৬১: ০৯

Dhaka University Institutional Repository

e‡jb, ÔAvgvi cÿ †_‡K †h Rxeb weavb †Zvgv‡`i Kv‡Q †cuŠQv‡e, hviv Avgvi †m weavb AbymiY Ki‡e, Zv‡`i Rb¨ fq fxwZ Ges wPšÍvi †Kvb KviY Aewkó _vK‡e bv|[109] A_©vr Avj KziÕAvb AeZx‡Y©i Ab¨Zg D‡Ïk¨ n‡"Q Dbœqb, Drcv`b, mylg e›Ub, wbqš¿Y I k‚„•Ljv weav‡b Zv‡`i wPšÍvi †Kvb KviY †bB, Avjøvn& ZvÔAvjv Zv‡`i Rb¨ GmKj wel‡q AZ¨šÍ my¯úó I mywbw`©ó c_ iPbv K‡i †i‡L‡Qb| gvby‡li KvR ïay GZUzKzB, Zviv †m Abyhvqx wb‡Riv cwiPvwjZ n‡e Ges mgvR I ivóª‡K cwiPvjbv Ki‡e|

gvbe Rxe‡bi mvwe©K Kj¨v‡Yi c_ wb‡`©k †`qvi AwaKvi †K msiÿY K‡ib G weZ‡K©i mgvavbI cweÎ KziÕAvb my¯úó fvlvq cÖ`vb K‡i‡Q| hv‡Z c„„w_exi gvbyl weåvšÍ n‡q wec_Mvgx bv nq| Avjøvn& ZvÔAvjv e‡jb, ÔAvwg Avcbvi cÖwZ G wKZve G Rb¨ AeZxY© K‡iwQ †h, Avcwb G gZ‡f‡`i Zvrch© G‡`i Kv‡Q my¯úó K‡i Zz‡j a‡ib| hvi g‡a¨ Giv Wy‡e i‡q‡Q| G wKZve c_wb‡`©k I in&gvZ wn‡m‡e AeZxY© n‡q‡Q Zv‡`i Rb¨ hviv G‡K †g‡b wb‡e|Õ[110] Aciw`‡K gvbyl‡K m„„wóB Kiv n‡q‡Q Avjøvn&i `vmZ¡ Kivi Rb¨| Avi gvby‡li ciKvjxb gyw³ †Kej Avjøvn&i `vmZ¡ Kivi g‡a¨B wbwnZ|

G †ÿ‡Î Avj KziÕAvb AeZx‡Y©i D‡Ïk¨ m¤ú‡K© Avjøvn& ZvÔAvjv e‡jb, Ô†n ivm~j! Avwg Avcbvi Kv‡Q mZ¨mn G wKZve AeZxY© K‡iwQ| ZvB Avcwb GKwbôfv‡e ïaygvÎ Avjøvn&i `vmZ¡ Kiæb|Õ[111] Avj KziÕAv‡bi Abymvix‡`i ciKvjxb gyw³i wbðqZv cÖ`vb K‡i gnvb iveŸyj ÔAvjvwgb †NvlYv K‡ib, Ô†mw`b Aek¨B Avm‡e hLb †Lv`vfxiæ †jvK‡`i‡K Avwg †gngvb‡`i gZ ivngv‡bi `iev‡i Dcw¯'Z Kie| Avi cvcx Acivax †jvK‡`i wccvmy cïi gZ Rvnvbœv‡gi w`‡K Zvwo‡q wb‡q hve| †m mgq †jv‡Kiv †Kvb mycvwik Ki‡Z mÿg n‡e bv, Zv‡`i e¨ZxZ hviv `qvg‡qi wbKU n‡Z cÖwZkÖæwZ jvf K‡i‡Q|Õ[112] G n‡"Q AbyMZ ev›`vi cyi¯‹vi Ges we‡`ªvnx‡`i kvw¯Í msµvšÍ Avjøvn&i bxwZ|

†gvUK_v Avjøvn& ZvÔAvjv gvby‡li RvMwZK Kj¨v‡Yi mwVK c_ †hgb G KziÕAv‡b wb‡`©k K‡i‡Qb wVK †Zgwb ciKvjxb gyw³i my¯úó wewa-weavbI G KziÕAv‡bi gva¨‡g †`wL‡q w`‡q‡Qb| hv‡Z gvbyl RM‡Z DbœwZi Rb¨ Ab¨vq I evovevwoi mKj c_ cwinvi K‡i Avjøvn& cÖ`Ë¡ b¨vq I Bbmv‡di c_ AbymiY K‡i| cvcvPvi I Aciv‡a wjß Ges Avjøvn&i ÔAvB‡bi e¨vcv‡i we‡`ªvnx †bZ…Z¡ cÖZ¨vL¨vb K‡i mgvR I iv‡óªi me©¯Í‡i mr I Avjøvn&fxiæ †bZ…Z¡ evQvB K‡i wb‡Z cv‡i| Dc‡iv³ welqmg~‡ni †ÿ‡Î gvbyl‡K ¯^xq mªóv I i‡ei cÿ †_‡K mvwe©K

---

১০৯ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ দ্র. আল কুর'আন, ০২: ৩৮

১১০ وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ দ্র. আল কুর'আন, ১৬: ৬৪

১১১ إِنَّآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ فَٱعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ ٱلدِّينَ দ্র. আল কুর'আন, ৩৯:০২

১১২ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَـٰنِ وَفْداً وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْداً لاَّ يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَـٰنِ عَهْداً দ্র. আল কুর'আন, ১৯: ৮৫-৮৭; আখিরাত সম্পর্কে আরো রয়েছে, আল কুর'আন, ২৮: ৮৩; ১৭: ২১; ৪২: ২০; ৮৭: ১৬-১৭; ১০: ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

Kj¨vY Ges ciKvjxb gyw³i mwVK c_ cÖ`k©‡bi Rb¨B Avj KziÕAvb AeZxY© Kiv n‡q‡Q|

## ২.৪ আল কুর’আনের মর্যাদা

আল কুর’আনের মর্যাদা বর্ণনা করে তা শেষ করা কোন মানব, জিন এমনকি পৃথিবীর সকল মানুষ ও জিনদের সম্মিলিতভাবেও সম্ভব নয়। পবিত্র কুর’আনে আল্লাহ্ তা‘আলা এর মর্যাদা সম্পর্কে যা কিছু বর্ণনা করেছেন, তাতেই তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। অনেক সময় চোখে পড়ে না এমন অনেক মহান ও অলৌকিক দিকও উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে সেসব বর্ণনায়। কুর’আন সম্পর্কিত বিক্ষিপ্ত সে সব আয়াত যদি একত্রিত করা হয়, সংকলিত করা হয় নতুনভাবে, তাহলে কুর’আন জানার এক নয়া দিগন্ত উন্মোচিত হবে, যে দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে স্বয়ং কুর’আন নিজের ভাষায়। এ পর্যায়ে আল কুর’আনের আলোকে এর মর্যাদার কয়েকটি মৌলিক দিক আলোচনা করা হল:

### ২.৪.১ অকাট্য ও সংশয়হীন জ্ঞান ভাণ্ডার

কুর’আনের সবচেয়ে বড়, অলৌকিক ও মানবীয় ক্ষমতার ঊর্ধ্বে যে বৈশিষ্ট্য, তাহলো কুর’আনের জ্ঞান ও তথ্য অকাট্য, এর ভাষ্য ও নির্দেশনা সকল প্রকার সংশয় ও সন্দেহের ঊর্ধ্বে। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, ‘এটি সে কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।’[১১৩] ‘এটি বিধানসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা। এতে কোনো সন্দেহ নেই। এটি জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।’[১১৪] ‘এটি অবশ্যই এক মহিমাময় গ্রন্থ। কোনো মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না, অগ্র থেকেও না, পশ্চাৎ থেকেও না। এটি প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।’[১১৫] এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা কেবলই আল কুর’আনের। মানুষের ভাষা ও রচনা এ বৈশিষ্ট্যকে স্পর্শ করতে পারেনি, কোনোদিন পারবেও না। কারণ, আল কুর’আনের মূল উৎস হলো ‘ইল্‌মে ইলাহি’ আর তা অবতীর্ণ হয়েছে ‘ওয়াহির’ মাধ্যমে।

মহান এ উৎস সর্বপ্রকার ত্রুটি, দূর্বলতা, সংশয়, দ্বন্দ্ব, মিশ্রণ, ধারণা, অনুমান, ক্ষয়, লয়, বিরোধ ও বিভিন্নতা থেকে পবিত্র। এখানে যা আছে, তা চূড়ান্ত, অকাট্য ও সন্দেহাতীত। সবই পরীক্ষিত, বাস্তব ও শাশ্বত। আল্লাহ্ তা‘আলার ‘ইল্‌ম ও জ্ঞান চূড়ান্ত তা বাড়েও না, কমেও না। তাতে বাড়া বা কমার কোনো স্তর নেই। অন্যান্য গুণাবলীর মতো তাঁর ‘ইল্‌মও চিরন্তন ও শাশ্বত। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, ‘তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনিই সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত।’[১১৬] তাঁর ব্যাপক ও ব্যাপ্ত ‘ইল্‌ম সম্পর্কে বলা হয়েছে, ‘তোমাদের মা‘বুদ তো কেবল আল্লাহ্ই, যিনি ব্যতীত অন্য কোনো মা‘বুদ নেই, তাঁর জ্ঞান সর্ববিষয়ে ব্যাপ্ত।’[১১৭] রাসূলগণের কাছে যা আছে, তা তাঁর জ্ঞানগোচর এবং তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত হিসেব রাখেন।’[১১৮] তাঁর দরবারে ভুল ও বিস্মৃতির কোনো সুযোগ নেই। বর্ণিত হয়েছে, ‘মূসা বললো, এর জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট কিতাবে (লাওহে মাহ্‌ফুজ অথবা ‘আমলনামায়) আছে, আমার প্রতিপালক ভুল করেন না এবং বিস্মৃতও হন না।’[১১৯]

---

১১৩ ذَٰلِكَ ٱلكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ দ্র. আল কুর’আন, ০২: ০২

১১৪ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ দ্র. আল কুর’আন, ১০: ৩৭

১১৫ لاَّ يَأْتِيهِ ٱلْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ দ্র. আল কুর’আন, ৪১: ৪২

১১৬ هُوَ ٱلأَوَّلُ وَٱلآخِرُ وَٱلظَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم দ্র. আল কুর’আন, ৫৭: ০৩

১১৭ إِنَّمَآ إِلَـٰهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لاۤ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلماً দ্র. আল কুর’আন, ২০: ৯৮

১১৮ لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَالاَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً দ্র. আল কুর’আন, ৭২: ২৮

১১৯ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى فِى كِتَابٍ لاَّ يَضِلُّ رَبِّى وَلاَ يَنسَى দ্র. আল কুর’আন, ২০: ৫২

মানুষের অনুভূতি ও ইন্দ্রিয়ক্ষমতা যা স্পর্শ করতে পারে না, তাও তাঁর জানা। তাঁর জ্ঞানের বাইরে বিশ্ব চরাচরের একটি পরামাণুও নেই। সৃষ্টির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিন্দু-কণিকা অবধি বিস্তীর্ণ তাঁর জ্ঞান ও ‘ইলম। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, ‘তিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁর অগচোর নয় অণু পরিমাণ কিছু কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কোনো বস্তু। এর প্রত্যেকটিই রয়েছে সুস্পষ্ট কিতাবে।’[১২০] আল্লাহ্‌র কিতাব আল্লাহ্‌র জ্ঞানভাণ্ডার থেকে উৎসারিত। তাই এ মহান কালাম মহান মালিকের বৈশিষ্ট্যাবলীরও পাতাকাবাহী। ‘যদি তারা তোমাদের আহ্‌বানে সাড়া না দেয়, জেনে রেখো এ তো আল্লাহ্‌র ‘ইলম মোতাবেক অবতীর্ণ এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোনো মা‘বুদ নেই। তবে কি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হবে না?’[১২১]

মহান এ গ্রন্থ আল্লাহ্ তা‘আলার জ্ঞান থেকে উৎসারিত, তাই এতে পরস্পর কোনো বিরোধ ও ভিন্নতা নেই, নেই কোনো দ্বন্দ্ব ও অসঙ্গতি। কারণ, পরস্পর বিরোধ, ভিন্নতা, দ্বন্দ্ব ও অসঙ্গতি হয় অজ্ঞতা, অক্ষমতা এবং কম জানার কারণে। কিংবা ক্রমবর্ধমান জ্ঞান, কিংবা ধারণা, অনুমান, বিস্মৃতি, গাফলতি, অসাবধানতা, মিথ্যা ও অবিচারী মানসিকতার কারণে। আর আল্লাহ্ তা‘আলা এ জাতীয় সকল দূর্বলতা ও দীনতা থেকে সম্পূর্ণ পাক ও পবিত্র। তাই তাঁর কালামও পবিত্র সকল প্রকার পরস্পরিক বিরোধ, দ্বন্দ্ব ও তথ্যবিভ্রাট থেকে। আল্লাহ্ বলেন, ‘অতঃপর তারা কি কুর’আন সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে না? যদি তা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষ থেকে আসতো, তবে তারা তাতে অনেক অসঙ্গতি পেত।’[১২২]

কখনো এমনও হয়, একটি বিষয় এক পূর্ণ স্বচ্ছ-বিধৌত উৎস থেকে প্রবাহিত, কিন্তু কারো কাছে সেটি পূর্ণ নির্ভরযোগ্য সূত্রে পৌঁছেনি। মূল উৎস থেকে পূর্ণ খাঁটি ও বিশুদ্ধরূপেই একটি বিষয় প্রেরিত হয়েছে। কিন্তু তা শেষ গন্তব্য অবধি আর সংরক্ষিত, খাঁটি ও বিশুদ্ধ থাকেনি। সম্ভাব্য এ দূর্বলতাকেও স্পষ্ট করে দিয়েছে আল কুর’আন। বলে দিয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর কাছে এ কালাম পৌঁছেছে ওয়াহির মাধ্যমে। আর মহান এ মাধ্যম পূর্ণ সংরক্ষিত, নিরাপদ ও সতত নির্ভরযোগ্য। এতে কারো পক্ষ থেকে কোনো কিছুর মিশ্রণ বা অনুপ্রবেশের অবকাশ নেই।

‘নিশ্চয়ই আল কুর’আন জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। এটি নিয়ে জিবরাঈল অবতরণ করেছে তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পারো। অবতীর্ণ করা হয়েছে সুস্পষ্ট ‘আরবি ভাষায়।’[১২৩] ‘এবং সে মনগড়া কথাও বলে না। এতো কেবলই ওয়াহি, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।’[১২৪] ‘বলো! তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ‘রুহুল কুদ্স’ (জিবরাঈল) সত্যসহ কুর’আন অবতীর্ণ করেছে যারা মু’মিন তাদেরকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এবং মুসলিমগণের জন্য জন্য হিদায়াত ও সুসংবাদস্বরূপ।’[১২৫] ‘নিশ্চয়ই এ কুর’আন সম্মানিত বার্তাবাহকের আনয়নকৃত বাণী,

---

১২০ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِى ٱلسَّمَاوَاتِ وَلاَ فِى ٱلأَرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ مِن ذَٰلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلاَّ فِى كِتَابٍ مُّبِينٍ দ্র. আল কুর’আন, ৩৪: ০৩

১২১ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّمَآ أنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لاَّ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ فَهَلْ أَنتُمْ مُّسْلِمُونَ দ্র. আল কুর’আন, ১১: ১৪

১২২ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلاَفاً كَثِيراً দ্র. আল কুর’আন, ০৪: ৮২

১২৩ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرا ‘হে রাসূল! এভাবে আমি একে ‘আরবি কুর’আন বানিয়ে অবতীর্ণ করেছি এবং এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সতর্কবাণী করেছি।’ দ্র. আল কুর’আন, ২০: ১১৩; এ প্রসঙ্গে আরো বর্ণিত হয়েছে, আল কুর’আন, ৩৯: ২৭-২৮; ৪১: ০২-০৪

১২৪ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَىٰ দ্র. আল কুর’আন, ৫৩: ৩-৪

১২৫ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ দ্র. আল কুর’আন, ১৬: ১০২

Dhaka University Institutional Repository

যিনি শক্তিমান ‘আর্‌শের[১২৬] মালিকের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন, যাকে সেথায় মান্য করা হয়, তিনি বিশ্বাসভাজন।’[১২৭]

আল কুর’আনের উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় আল কুর’আনের জ্ঞানের উৎস সন্দেহাতীত ভাবেই স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘আলা। এর অবতীর্ণের মাধ্যম অর্থাৎ যার মাধ্যমে অবতীর্ণ করা হয়েছে তিনি বা জিবরাঈল (‘আ), যার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে বা রাসূলুল্লাহ্ (সা.), যাদের নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে বা সাহাবিগণ, যে পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং যে পদ্ধতিতে বর্তমান পর্যন্ত পৌঁছেছে, প্রত্যেকটি স্তরই আল্লাহ্ তা‘আলা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। সকল প্রক্রিয়াই পূর্ণ বিশ্বস্ত ও সর্বোন্নত পন্থায় সুরক্ষিত।

### ২.৪.২ সুনির্দিষ্ট, বিশদ ও চিরন্তন বক্তব্য

পবিত্র কুর’আনে দ্বিনের মৌলিক নীতিমালা, মানুষের পরকালীন নাজাত,[১২৮] মুক্তি ও সফলতার পথ অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় দ্ব্যর্থহীন ভঙ্গিতে সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এতে পৃথিবীর জীবন ও পরকাল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে অত্যন্ত জোরালোভাবে। ‘বলো, তবে কি আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে সালিশ মানবো, যদিও তিনিই তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট কিতাব অবতীর্ণ করেছেন।’[১২৯] ‘অবশ্য আমি তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি এমন এক কিতাব, যা পূর্ণ জ্ঞান বিশদ বিশ্লেষণ করেছি এবং যা ছিল মু’মিন সম্প্রদায়ের জন্য পথ নির্দেশ ও দয়া।’[১৩০] ‘আলিফ লাম রা। এ কিতাব প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞের নিকট থেকে অবতীর্ণ। এর আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট, সুবিন্যস্ত ও বিশদভাবে বিবৃত।’[১৩১]

তবে ইসলাম ধর্ম ও দ্বিনের মর্ম খুবই বিস্তীর্ণ ও উদার। অন্যান্য ধর্মের অনুসারীগণ যেভাবে তাদের ধর্মের মনগড়া সংকীর্ণ ব্যাখ্যা দাঁড় করেছে, তাদের কিতাবকে ব্যক্তি বা গোষ্ঠিগত স্বার্থে বিকৃত করেছে, ইসলামে তার কোনো অবকাশ নেই। মানব জীবনের এমন কোন দিক বা বিভাগ নেই, যে বিষয়ে তাদেরকে কাল্পনিক চিন্তা বা সিদ্ধান্তের অনুসরণ করা প্রয়োজন হতে পারে। মানুষ সম্পর্কে আল কুর’আনের বক্তব্য হলো, মানুষ জীবনের সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহ্‌র দাস। তার জীবনের একটি মুহূর্তও দাসত্বের বাইরে নয়। তার প্রতিটি ক্রিয়া কর্ম এমনকি তার রাজত্বও (যা বাহ্যত দাসত্বের পরিপন্থী মনে হয়) আল্লাহ্‌র দাসত্বেরই বিকাশ মাত্র। আর এ কারণেই ইসলামে ধর্মপালন ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে আলাদা করে দেখার সুযোগ নেই।

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, ‘গোটা বিশ্বের প্রতিটি বস্তুই আল্লাহ্‌র একচ্ছত্র প্রভুত্বের অধীন এবং তাঁর অনুগত হয়ে আছে। আল্লাহ্‌র এ রাজ্যের একমাত্র মালিক তিনিই, এ ব্যাপারে কেউ তাঁর শরিক নেই।

---

১২৬ ‘আর্‌শে ‘আযিম সম্পর্কে বর্ণিত আছে, لَوْ كَانَ فِيهِمَآ آلِهَةٌ إِلاَّ ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ‘যদি আল্লাহ্ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে বহু ইলাহ্ থাকত, তবে উভয়েই ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে তা হতে ‘আর্‌শের অধিপতি আল্লাহ্ পবিত্র, মহান।’ দ্র. আল কুর’আন, ২১: ২২; ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ شَفِيعٍ أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ ‘আল্লাহ্, তিনিই সৃষ্টি করেছেন মহাকাশ, পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয়টি সময়কালে, তারপর তিনি সমাসীন হন ‘আর্‌শে। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী নেই। তারপরও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবেনা?’ দ্র. আল কুর’আন, ৩২: ০৪

১২৭ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ দ্র. আল কুর’আন, ৮১: ১৯-২১

১২৮ নাজাত শব্দটি নূন জিম ওয়াও এ তিনটি মূল অক্ষর বা মাদ্দাহ্ থেকে গঠিত। অর্থ হচ্ছে মুক্তি পাওয়া, দ্রুত অগ্রসর হওয়া, অগ্রগামী হওয়া ইত্যাদি। দ্র. মাওলানা মুফাজ্জল হোসাইন খান, Aviex-evsjv Awfavb (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ২০০৬ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৯১২; ইসলামি পরিভাষায় মৃত্যুর পর বিচার দিবসে আল্লাহ্ তা‘আলার অসন্তুষ্টি অর্জন ও শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ করাকে নাজাত বলা হয়।

১২৯ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِى حَكَماً وَهُوَ ٱلَّذِيَ أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَابَ مُفَصَّلاً দ্র. আল কুর’আন, ০৬: ১১৪

১৩০ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ দ্র. আল কুর’আন, ০৭: ৫২

১৩১ الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ দ্র. আল কুর’আন, ১১: ০১

Dhaka University Institutional Repository

সাবধান! সৃষ্টি তাঁরই এর উপর প্রভুত্ব চালাবার, একে শাসন করার অধিকারও একমাত্র তাঁরই।[১৩২] এ দাস ও গোলামকে তার মনিব ও প্রভুর পক্ষ থেকে কুর'আনের আকারে একটি মৌলিক সংবিধান দেয়া হয়েছে। এ সংবিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে পূর্ণ জীবনটাকেই দাসত্বের ভিতরে কাটানো তাদের জন্য বাধ্যতামূলক। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বব্যবস্থা সবকিছুই পরিচালিত হবে কেবল আল কুর'আন প্রদত্ত বিধি ও পন্থা অনুযায়ী। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী মানুষের মধ্যে ফায়সালা কর, মনের খেয়ালখুশী ও ধারণা বাসনা অনুসরণ করোনা।[১৩৩] কিয়ামাত পর্যন্ত মানবতার উৎকর্ষ সাধনে প্রয়োজনীয় সকল দিক নির্দেশনাই এ কুর'আনে রয়েছে।

### ২.৪.৩ সত্য ও মিথ্যার চূড়ান্ত পার্থক্যকারী

আল কুর'আনের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো, এটি সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য বিধানকারী। আর এটি কুর'আনের এমন একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যা তার নামের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে পরিচিত। 'কত মহান তিনি, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান (সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী)[১৩৪] অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্ববাসীর জন্যে সতর্ককারী হতে পারে।'[১৩৫] পবিত্র কুর'আন হিদায়াত ও গোমরাহি, ঈমান ও কুফ্র, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি, বিশ্বাস ও ধারণা, হালাল ও হারাম আর আলো ও অন্ধকারের যে চূড়ান্ত বিভেদ ও পার্থক্যরেখা টেনে দিয়েছে, তার কোনো উপমা অন্য কোনো ধর্মীয় শিক্ষা কিংবা আসমানি গ্রন্থে নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাওহিদ ও শির্কের মাঝে যে স্পষ্ট পার্থক্যসীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে, এ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সংশয়, দূর্বলতা, সন্দেহ করারও কোনো পথ খোলা রাখেনি পবিত্র কুর'আন।

এটি তার একটি উল্লেখযোগ্য মু'জিযা বা বিস্ময়কর দিক।[১৩৬] 'নিশ্চয়ই হিদায়াত পথভ্রষ্টতা থেকে আলাদা হয়ে উঠেছে।'[১৩৭] 'যাতে যে কেউ ধ্বংস হবে, সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পর ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকবে, সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পর জীবিত থাকে। আল্লাহ্ তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'[১৩৮] আল কুর'আন সৃষ্টিকর্তা, মালিক, প্রতিপালক, নিরাপত্তাদাতা, 'আইন প্রণেতা ও শাস্তিদাতা রাব্বুল আ'লামিনের স্পষ্ট পরিচয় তুলে ধরেছে পাশাপাশি বিভিন্নভাবে প্রভু দাবীদার দুর্বল, অক্ষম, মরণশীল, ধোঁকাবাজ, অকৃতজ্ঞ ও মিথ্যাবাদীদের চাতুর্যপূর্ণ অপকৌশলের বিষয়টিও মানব সমাজে স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেছে। এ সকল কারণে আল কুর'আনই হচ্ছে সত্য ও মিথ্যার ব্যাপারে চূড়ান্ত মাপকাঠি।

### ২.৪.৪. পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহকে সত্যায়নকারী

অন্যান্য কিতাবসমূহ যেগুলো আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে এসেছে, আল কুর'আন এ বিষয়ে স্বীকৃতি দিয়েছে। আর সংশ্লিষ্ট কিতাবের অনুসারীগণ নিজেদের ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক ও গোষ্ঠিগত স্বার্থে কিতাবের কতটুকু অংশ বিকৃত করেছে তাও আল কুর'আন স্পষ্ট করে দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় লক্ষ্যণীয়:

---

১৩২ أَلا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلعَالَمِينَ দ্র. আল কুর'আন, ০৭: ৫৪

১৩৩ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ দ্র. আল কুর'আন, ০৫: ৪৯

১৩৪ ফুরকান শব্দের অর্থ হচ্ছে যা দ্বারা সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করা হয়, দলিল প্রমাণ, তাওরাত, কুর'আন, সাহায্য, ভোর, ভোরের আলো ইত্যাদি। দ্র. মাওলানা মুফাজ্জল হোসাইন খান, Aviex-evsjv Awfavb, খ. ২, পৃ. ৯১২

১৩৫ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلعَالَمِينَ نَذِيراً দ্র. আল কুর'আন, ২৫: ০১

১৩৬ Bmjvgx wek¦‡Kvl m¤úv`bv cwil`, *KziÕAvb cwiwPwZ* (XvKv: Bdvev, 1995 wL^a.), c„. 228

১৩৭ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ দ্র. আল কুর'আন, ০২: ২৫৬

১৩৮ لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ দ্র. আল কুর'আন, ০৮: ৪২

ক. দ্বিনের মৌলিক বিষয়াবলী ও মূলনীতিসমূহ সকল আসমানি গ্রন্থ ও আসমানি শিক্ষায় এক ও অভিন্নরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। এ বিষয়টি কুর'আনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত।

খ. কুর'আনের পূর্বে অবতীর্ণ সকল আসমানি সহিফা ছিলো স্ব স্ব কালের জন্য। তাই সংরক্ষিতও ছিলো একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। এর কোনো কিছু স্থায়ী ও শাশ্বত ও চিরন্তন ছিলো না।

গ. কুর'আন হলো এক শাশ্বত চিরন্তন মহাগ্রন্থ। দ্বিনের সকল মূলনীতি রয়েছে এর মধ্যে। মহান এ গ্রন্থ সংরক্ষিত থাকবে কিয়ামাত পর্যন্ত।

এ মূলনীতি থেকে সহজেই এ কথা বুঝা যায়, পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবগুলোর জন্য আল কুর'আন হলো একটি সাক্ষ্য বা 'সনদ'। পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলোর জন্য এটি মানদণ্ড ও মাপকাঠী। তাই সে সব আসমানি গ্রন্থের যেসব বিষয় ও অংশ কুর'আনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, সেগুলো সত্য ও সংরক্ষিত, আর যেগুলো বিরোধপূর্ণ সেগুলো অরক্ষিত ও বিকৃত। কুর'আন যে অন্যান্য আসমানি গ্রন্থের জন্য সত্যায়নকারী এ কথা আল কুর'আনের বহু আয়াতে বিধৃত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আনুল কারিমকে পৃথিবীর শুরু থেকে যত ওয়াহি ভিত্তিক গ্রন্থ রয়েছে সবগুলোর জন্য সত্যায়নকারীর মর্যাদা দিয়েছেন।

আল কুর'আনই বলে দিচ্ছে কোন গ্রন্থটি আল্লাহ্ প্রদত্ত গ্রন্থ, কোন গ্রন্থটি তার অনুসারীরা কতটুকু বিকৃত করেছে এবং সেটির আসলরূপ কী ছিল? কোন গ্রন্থটি সম্পূর্ণই বিকৃত করা হয়েছে এবং বর্তমানে কী কী কারণে তা অগ্রহণযোগ্য ও বাতিল? আল কুর'আন স্পষ্ট করে দিচ্ছে কোন গ্রন্থটি শুরু থেকেই মানব সৃষ্টগ্রন্থ এবং মিথ্যা ও কল্পকাহিনীতে ভরপুর। পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহের মৌলিক শিক্ষা কী ছিল? মানব জাতির সামনে সেটি স্পষ্ট করে উপস্থাপনের কারণে সত্যায়নকারীর যে সম্মান ও মর্যাদা, আল্লাহ্ তা'আলা কেবল আল কুর'আনকেই তা দান করেছেন। আল কুর'আন হচ্ছে পরিপূর্ণ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ।

### ২.৪.৫ সর্বজনীন ও সর্বকালীন অপরিবর্তনীয় একমাত্র গ্রন্থ

কুর'আনুল কারিমই পৃথিবীতে একমাত্র গ্রন্থ, যা সকল গোত্র, জাতি, শ্রেণি, বর্ণ, অঞ্চল এমনকি ধনী-গরিব সকলের জন্য একই 'আইন ও নীতি প্রণয়ন করেছে। সকলকে মানুষ হিসেবে সমমর্যাদা ও সম্মান দান করেছে।[১৩৯] সকলের কর্মকে একই মানদণ্ডে পরিমাপ করেছে আল কুর'আন।[১৪০] 'আরব অনারব, এশিয়া বা আফ্রিকার অধিবাসী সকলের অধিকার সমান, মানব সন্তান পৃথিবীর যেখানেই বসবাস করুক তাকে কোন অধিকার বা প্রাপ্য থেকেই বঞ্চিত করা যাবেনা। সমপর্যায়ের কর্মের জন্য সকলকে একই ফলাফলের ঘোষণা দিয়েছে আল কুর'আন। আল কুর'আনের দৃষ্টিতে সকল মানুষ এক আল্লাহ্র সৃষ্টি, এক আল্লাহ্র সৃষ্ট পৃথিবীতেই তাদের সকলের বসবাস। এক আল্লাহ্ই তাদের সকলকে প্রতিপালন করেন। একমাত্র আল্লাহ্ই তাদের সকলের মহান অধিপতি।[১৪১] এটিই আল কুর'আনের চিরন্তন ঘোষণা।

---

১৩৯ মর্যাদার এ দৃষ্টিকোণ থেকে সকল মানুষ একে অপরের ভাই। يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً 'হে মানুষ তোমরা তোমাদের মালিককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একটিমাত্র ব্যক্তিসত্ত্বা থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি তা থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তিনি উভয়ের সমন্বয়ে বহু সংখ্যক নর-নারী পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ০১

১৪০ وَمَن يَعۡمَلۡ مِنَ ٱلصَّٰلِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٌ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُونَ نَقِيراً 'যে ব্যক্তি ভাল কাজ করবে নর কিংবা নারী, সে যদি ঈমানদার অবস্থায়ই তা সম্পাদন করে তাহলে সে সকল লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের উপর বিন্দুমাত্র অবিচার করা হবে না।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ১২৪; ০২: ২২৮; ৩৩: ৩৫

১৪১ রাসূলুল্লাহ (সা.) কে সম্বোধন করে বর্ণিত হয়েছে, قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلۡمُلۡكِ تُؤۡتِى ٱلۡمُلۡكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلۡمُلۡكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ بِيَدِكَ ٱلۡخَيۡرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٍ قَدِيرٌ 'বলুন, হে আল্লাহ্! আপনি সমস্ত কর্তৃত্বের অধিপতি। আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান করেন যার থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন। যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন যাকে ইচ্ছা লাঞ্চিত করেন। সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশক্তিমান।' দ্র. আল কুর'আন, ০৩: ২৬

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যুর পর সকলকে আল্লাহ্‌র কাছেই ফিরে যেতে হবে এবং স্বীয় কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। আর আল্লাহ্‌ই তাদেরকে কর্মফল হিসেবে পুরস্কার অথবা শাস্তি প্রদান করবেন।[১৪২] এরূপ সর্বজনীন একক মানদণ্ডের অতি স্পষ্ট ঘোষণা পৃথিবীতে অন্য কোন গ্রন্থে কল্পনাও করা যায়না। অপরদিকে আল কুর'আনই পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র গ্রন্থ যা হাজার বছর ধরে অসংখ্য জাতি ও ভাষায় অভ্যস্ত মানুষ সর্বাত্মভাবে অনুসরণ করছে, অথচ এর আবেদন শেষ হচ্ছেনা। অসংখ্য ভাষায় আল কুর'আন অনুবাদ করে মানুষ কুর'আনের মর্ম উপলব্ধি করেছে অথচ কেউ বিভ্রান্তির শিকার হয়নি।

আল কুর'আন যে শব্দে, বাক্যে, ভাষায়, রূপে ও ভাবগাম্ভীর্যে অবতীর্ণ করা হয়েছে, আজও ঠিক তেমনি অবিকল। একটি দাঁড়ি, কমা বা হরফ পর্যন্ত পরিবর্তন সাধিত হয়নি। কুর'আনের প্রত্যেকটি বক্তব্য এতই বৈজ্ঞানিক ও অত্যাধুনিক যে, মনে হয় বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন তো নয় বরং কুর'আনের মর্ম বুঝার একেকটি ধাপ অতিক্রম। বিজ্ঞান যতোই উন্নতি লাভ করছে আল কুর'আন অনুধাবন ততোই সহজতর হচ্ছে।[১৪৩] বৈজ্ঞানিক যখনই ভুল পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেছে, সাথে সাথেই আল কুর'আন তাকে সাবধান করে দিচ্ছে। অবশেষে সত্য উদঘাটনে তাকে আল কুর'আনের দেখানো পথেই অনুসন্ধান চালাতে হয়েছে। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী মানুষ আল কুর'আন বিশ্বাস করে, অনুসরণ করে, পাঠ করে। সবচেয়ে বেশী যে গ্রন্থ মুখস্ত করা হয়েছে তা হচ্ছে আল কুর'আন। সর্বজনীন 'আইন ও বিধান প্রনয়ণের একমাত্র উৎস হচ্ছে আল কুর'আন।[১৪৪] কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তনীয় ও অলংঘনীয় একমাত্র গ্রন্থ যার উন্মুক্ত চ্যালেঞ্জ আজও কেউ গ্রহণ করার দুঃসাহস দেখাতে পারেনি।[১৪৫]

## ২.৪.৬ একটি মহা অলৌকিক গ্রন্থ

কুর'আন একটি শাশ্বত মু'জিযা।[১৪৬] আল কুর'আনই এ দাবি করেছে।[১৪৭] যারা 'কুর'আন আসমানি কিতাব এ বিষয়ে সন্দেহ করেছে, কুর'আনই তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছে। মোকাবিলা করার দা'ওয়াত

---

১৪২ আল্লাহ্‌ তা'আলার পুরস্কার বিষয়ে বর্ণিত হচ্ছে, مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ 'যারা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং পরকালের প্রতি ঈমান আনে আর সৎকর্ম করে, তাদের রবের নিকট থেকে তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই, চিন্তাও নেই।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ৬২; আল্লাহ্‌ তা'আলার কঠোর শাস্তির বর্ণনা দিয়ে ঘোষণা করা হচ্ছে, وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورٍ 'আর যারা সত্য অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। সেখানে তাদের মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবে না। এভাবেই আমি প্রত্যেক অকৃজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি।' দ্র. আল কুর'আন, ৩৫: ৩৬

১৪৩ মুহাম্মদ আবু তালেব, mvBÝ dg Avj †KviAvb (ঢাকা: র‍্যাকস পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৩০

১৪৪ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Bmjvgx kixqv‡Zi Drm (ঢাকা: কায়রুন প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৪১; আল কুর'আন 'আইন প্রণয়নের উৎস এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) 'আইনের প্রশিক্ষণদাতা ও বাস্তবায়নকারী। بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ 'আমরা আপনার প্রতি কুর'আন অবতীর্ণ করেছি এ উদ্দেশ্যে যে, আপনি লোকদেরকে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে বলবেন, যা তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং এ উদ্দেশ্যে যে, তারা যেন তা গভীরভাবে চিন্তা বিবেচনা করে।'দ্র. আল কুর'আন, ১৬: ৪৪

১৪৫ প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে আল কুর'আন এ উন্মুক্ত চ্যালেঞ্জ বিশ্ববাসীর সামনে ছুড়ে দিয়েছে, অথচ আজও কেউ এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি, হবেও না কোন দিন। দ্র. ড. মুহাম্মদ ইব্‌ন লুতফি আস সাব্বাগ, jvgnvZ wd ÔDjyg KiÔAvb (বৈরুত: আল মাকতাবুল ইসলামি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ৮৫

১৪৬ মু'জিযার শাব্দিক অর্থ অভিভূতকারী, অক্ষম করে দেয়া, ক্ষমতাহীন করে দেয়া, অপারগ করে দেয়া ইত্যাদি। অলৌকিক কর্মের পারিভাষিক শব্দরূপে মু'জিযা শব্দটি ব্যাবহৃত হয়। যিনি আল্লাহ্‌র নাবি বলে দাবী করবেন, তার সত্যতা প্রমাণ করা ও অস্বীকারকারীদের অক্ষম করে দেয়াই মু'জিযার উদ্দেশ্য। নাবি রাসূলগণের নিজস্ব দাবীর সমর্থনে এমন অলৌকিক ও আশ্চার্য ঘটনা ঘটিয়ে দেখানো যা পয়গাম্বর ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে ঘটানো সম্ভব নয়। দ্র. Nasima begum, Cf.www.bangla.irib.ir, visited on, 15.07.2015.; মক্কার অধিবাসীরা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের শর্তস্বরূপ কয়েকটি অলৌকিক কর্ম সম্পাদনের দাবী করে। সূরা বানি ইসরাঈলে তাদের দাবীগুলো ছিল নিম্নরূপ: যমিন থেকে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করা, খেজুর বাগান তৈরি করে তাতে অসংখ্য নদী-নালা বইয়ে দেয়া এবং কিয়ামাতের

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছে। 'তারা কি বলে, সে (মুহাম্মদ সা.) এটি রচনা করেছে? বলো, তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা আনয়ন করো এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অপর যাকে পার আহ্বান করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'[১৪৮] 'তারা কি বলে, মুহাম্মদ (সা.) এটা রচনা করেছে? বলো, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে এর মতো দশটি স্বরচিত সূরা আনয়ন করো এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অপর যাকে পারো ডেকে লও। যদি তারা তোমাদের আহ্বানে সাড়া না দেয়, তবে জেনে রাখো, এটি আল্লাহ্র 'ইল্‌ম মোতাবেক অবতীর্ণ এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোনো মা'বুদ নেই। সুতরাং তোমরা আত্মসমর্পণকারী হবে কি?'[১৪৯]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'বলো, তোমরা সত্যবাদী হলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোনো কিতাব আনয়ন করো, যা পথনির্দেশ এতদুভয় (তাওরাত ও কুর'আন) থেকে উৎকৃষ্ট হবে, আমি সে কিতাব অনুসরণ করবো। অতঃপর তারা যদি তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহলে মনে করবে, তারা কেবল তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করে। আল্লাহ্র পথনির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল খুশির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক ভ্রান্ত আর কে আছে? নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।[১৫০]

উল্লিখিত আয়াতসমূহে সন্দেহবাদী আর মুশরিকদের কুর'আনের অনুরূপ কোনো গ্রন্থ বা সূরা আনয়ন করতে বলা হয়েছে। আর কোনো রচনা বা গ্রন্থ কুর'আনের অনুরূপ হতে হলে তার মধ্যে কুর'আনের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ও অলৌকিকতার সকল দিক অবশ্যই থাকতে হবে। কারণ কুর'আন শুধু শব্দচয়ন, বাক্য বিন্যাস, সাহিত্যরস, শিল্প-অলংকার আর ভাষাতত্ত্বের বিচারেই অলৌকিক নয়। বরং ভাব, বিন্নাস, তথ্য, ভবিষ্যত সংবাদ, উচ্চতর চিন্তা-দর্শন, অদৃশ্যজ্ঞান ও চিরন্তন নির্দেশনার বিচারেও এক জীবন্ত মু'জিযা। তাছাড়া যে ধর্মচিন্তা ও সমাজদর্শন আল কুর'আন উপস্থাপন করেছে, তার আদর্শ, চরিত্র, সামাজিক ও নাগরিক গঠনের পরিকল্পনার বিচারেও এটি শ্রেষ্ঠতম মু'জিযা।

আল কুর'আন মু'জিযা এতে প্রতিফলিত ব্যাপকতর আবেগ ও প্রভাব সৃষ্টির দিক থেকে। এর ভবিষ্যদ্বাণী ও প্রদত্ত সংবাদের নিরিখে সকল সন্দেহবাদীদের সম্মিলিত শক্তিকে মুহূর্তে ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম। কিন্তু বিশাল এ অলৌকিকতার একটি মাত্র দিক, তার ভাষাশৈলীর অলৌকিকতার চ্যালেঞ্জই যখন তারা গ্রহণ করতে পারেনি, তখন আর ব্যাপকতর বিচারে কুর'আনের চূড়ান্ত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সকল বিচারেই অসম্ভব।

আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, মা'বুদ হিসেবে তিনি যেমন তাঁর সকল গুণাবলীতে অদ্বিতীয়, লা শারিক, তেমনি তাঁর অমর গ্রন্থ কুর'আনের জবাব দেয়ার মতোও কেউ নেই। থাকতেও পারে না। 'অবশ্য আমি তাদেরকে পৌঁছে দিয়েছিলাম এমন এক কিতাব, যা পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা বিশদ ব্যাখ্যা করেছিলাম এবং যা ছিলো মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও দয়া।'[১৫১] জ্ঞানের সম্পর্ক শুধু শব্দ ও বাক্য বিন্যাসের সাথেই নয়, বরং মর্ম এবং তত্ত্বও জ্ঞানের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই কুর'আন তার শব্দগত শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতা বিকাশের জন্য الكتاب المبين সুস্পষ্ট কিতাব', قرءانا عربيا

---

'আলামাত স্বরূপ আসমানকে টুকরো টুকরো করে ফেলা ও আল্লাহ্ আর ফিরিশতাদের এনে তাদের সামনে উপস্থিত করা।' দ্র. আল কুর'আন, ১২: ৯০

১৪৭ মান্না আল কাত্তান, gvewnQ wd ÔDjwgj KiÔAvb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

১৪৮ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ দ্র. আল কুর'আন, ১০: ৩৮

১৪৯ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَآ أُنزِلِ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لاَّ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ فَهَلْ أَنتُمْ مُّسْلِمُونَ দ্র. আল কুর'আন, ১১: ১৩-১৪

১৫০ قُلْ فَأْتُواْ بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَآ أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ দ্র. আল কুর'আন, ২৮: ৪৯-৫০

১৫১ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ দ্র. আল কুর'আন, ০৭: ৫২

Dhaka University Institutional Repository

‘আরবি ভাষায় অবতীর্ণ কিতাব’ এবং لسان عربي مبين সুস্পষ্ট ‘আরবি ভাষায় অবতীর্ণ কিতাব’ ইত্যাকার শব্দ ব্যবহার করেছে, যাতে তার ভাষাগত নৈপুণ্য আর সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে ওঠেছে।[১৫২]

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, ‘আলিফ লাম রা। এ হলো সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াতসমূহ। আমি নিশ্চয়ই এ কুর’আনকে ‘আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।’[১৫৩] তারা যার প্রতি এটি আরোপ করে, তার ভাষা তো অনারব। কিন্তু কুর’আনের ভাষা তো স্পষ্ট ‘আরবি ভাষা।’[১৫৪] আল কুর’আন তার ভাষা, অনুপম বর্ণনাভঙ্গি অলংকারিত্বের জন্য সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মু‘জিজা হিসেবে অক্ষুন্ন থাকবে।[১৫৫] কুর’আনের উঁচুমানের সাহিত্যিক ব্যঞ্জনা, উপমা উদাহরণ অতুলনীয়।[১৫৬] এর ভাব ও ভাষা ‘আরব অনারব সবার জন্য উন্মুক্ত। শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকারী ‘আইন এবং অকাট্য প্রমাণসহ উপস্থাপিত এর অর্থগুলো চিত্তাকর্ষক সম্মোহনী শক্তি সম্বলিত।

অতএব, আল কুর’আনের ভাষাগত অলৌকিকতা, বিস্ময়কর সাহিত্য ও শিল্প কুর’আনের অলৌকিকতার একটি দিক মাত্র। এটিই তার একমাত্র অলৌকিক দিক নয়। প্রাচীন কালের মুসলিম গবেষকগণ যখন কুর’আনের অলৌকিকতা সম্পর্কে ভেবেছেন, এ বিষয়ে কলম ধরেছেন, সেই সময়ে সাধারণ স্বভাব, ‘আরবদের সাহিত্যিক মন, শিল্প চিন্তা ও ভাষার গুরুত্বের বিচারে এ দিকটিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল তাদের রচনায় ও বর্ণনায়। এ বিষয়ে তারা যে অসাধারণ মেধার পরিচয় দিয়েছেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তারা মন, মগজ ও বিশ্বাসকে উজাড় করে দিয়ে এ বিষয়ে তথ্য ও তত্ত্বের যে প্রাচুর্য প্রদর্শন করেছেন, তাতে আর নতুন করে কিছু যুক্ত করার অবকাশ নেই।

আল কুর’আনের বর্ণনারীতির প্রত্যেকটি দিক একটি মু‘জিযা। ‘আরবরা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, কুর’আনের এ বর্ণনারীতি তাদের ভাষার প্রকৃত প্রাণ বা আত্মা।[১৫৭] কুর’আন তার বাচন ভঙ্গিতে স্বকীয় বৈশিষ্টমণ্ডিত, কেননা এটি মানব সৃষ্ট নয়।[১৫৮] আল কুর’আনের অনুপম ভাষাশৈলী দর্শনে ‘আরব অনারব সকল কবি, সাহিত্যিক, ভাষাবিধ ও অলংকার শাস্ত্রবিদই হতভম্ব হয়ে এর চ্যালেঞ্জের উত্তর প্রদানে নিদারুনভাবে ব্যর্থ হয়েছে। পূর্বে ও পরে অন্য কোন রচনা বা রচনা শৈলীর সাথে এর কোন তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না।[১৫৯]

আল কুর’আনের অলৌকিকত্ব সম্পর্কে অমুসলিম পণ্ডিতগণের সাক্ষ্য

বর্তমান সমাজে কিছু লোক এমন আছে যারা নিজেদেরকে আধুনিক ও মুক্তমনা দাবী করে। অনেক ক্ষেত্রে তারা নিজ ঘরে সংরক্ষিত কুর’আন খুলে দেখার প্রয়োজন বোধ করেনা। অথচ তারা কুর’আন ও ইসলামের ব্যাপারে কাল্পনিক বক্তব্য প্রদান করছে। নিজেদেরকে বিজ্ঞান মনস্ক প্রমাণ করতে গিয়ে

---

১৫২ ওবায়দুল হক মিয়া, Avj- KiAvb meh‡Mi †kô MŠ (ঢাকা: ইসলামিক ফাইন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ১; দ্র. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, যয়নুল আবেদীন অনূদিত, Ki0Avb M‡elYvi gjbwZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

১৫৩ الر تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ إِنَّآ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ দ্র. আল কুর’আন, ১২: ১-২; ‘আল কুর’আনের এ ভাষাশৈলী মানবজাতির জন্য অনুকরণীয়। এটি নকল বা অনুকরণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।’ দ্র. ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, KiAvb cwiwPwZ (ঢাকা: নুবালা পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৯

১৫৪ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ ٱلَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَـٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ দ্র. আল কুর’আন, ১৬: ১০৩

১৫৫ বাদরুদ্দিন মুহাম্মদ ইব্ন ‘আব্দুল্লাহ্ আয যাকাশি, Avj einvb wd 0Djyg KiAvb (কায়রো: মাকতাবা দারুত তুরাছ, তাবি), খ. ২, পৃ. ১০১

১৫৬ ড. এ.বি.এম ফারুক, cwe Î KiAv‡bi fvlvMZ ˆkwíK weeiY: GKwU chv‡jvPbv (কুষ্টিয়া: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ডিসেম্বর ১৯৯৮ খ্রি.), দি ইসলামিক স্টাডিজ জার্নাল, পার্ট-এ, নং-১, পৃ. ১০২

১৫৭ মোস্তাফা সাদেক আর রাফি‘ঈ, B0Rvhj Ki0Avb (কায়রো: দারুল জিল, ১৩৪৬ হি.), উসলুবুল কুর’আন শীর্ষক নিবন্ধ, পৃ. ২১৩

১৫৮ মোস্তাফা সাদেক আর রাফি‘ঈ, ZwiL Av‘wej 0Avie (বৈরুত: দারাল কুত্তাব আল ‘আরবি, তাবি.), খ. ২, পৃ. ২০৩

১৫৯ আহ্মাদ আল ইস্কান্দারি আহ্মাদ আমিন ও অন্যান্য, Avj gdvmmvj wd ZwiL Avj Av‘e Avj 0Aviwe (বৈরুত: দার ইহ্ইয়াউল ‘উলুম, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ১০৫

Dhaka University Institutional Repository

তারা অযথাই কুর'আনের বিরোধীতা করছে। ইউরোপ আমেরিকার অমুসলিম পণ্ডিতদের বক্তব্য অন্ধভাবে গ্রহণ করতে এসব লোকের মোটেই আপত্তি থাকেনা। আবার তারা এ বিষয়ে কোন খোঁজই রাখেনা যে, আল কুর'আনের ব্যাপারে ইউরোপ এবং আমেরিকান বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত, বিজ্ঞানি ও দার্শনিকদের চূড়ান্ত মতামত কী? নিম্নে এ বিষয়ে কয়েকজনের মতামত তুলে ধরা হল:

ক্যামব্রিজ এনসাইক্লোপিডিয়ায় উল্লেখ করা হয়েছে আল কুর'আন যুল্‌ম, মিথ্যা, ধোঁকা, শাস্তি, গিবত, লোভ, অতিরিক্ত খরচ, হারাম কাজ, খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা এবং কুধারণাকে বড়ই অপরাধ হিসেবে বর্ণনা করেছে এবং এটিই এর বড় সৌন্দর্য। স্যার উইলিয়ম ম্যুর বলেন, 'আল কুর'আন প্রকৃতি ও সৃষ্টিকূলের প্রমাণাদি দ্বারা আল্লাহ্‌কে সর্বোচ্চ শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং মানবমণ্ডলীকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতার দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়েছে।' আল কুর'আনের অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে ড. জনসন সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, কুর'আন মাজিদের উদ্দেশ্যাবলী এমন উপযোগী ও সাধারণের বোধগম্য যে, পৃথিবী সেগুলোকে সহজেই গ্রহণ করে, আমাদের চিন্তভাবনার উপর আফসোস যে, আমাদের দেখে দেখে পৃথিবী এ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।[১৬০]

আল কুর'আন সম্পর্কে ফ্রান্স দার্শনিক আলকেস লাওয়াঝু তাঁর সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, 'কুর'আন আলো এবং বিজ্ঞানময় গ্রন্থ। এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই যে, তা এমন এক ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হয়, যিনি সত্য নাবি ছিলেন এবং আল্লাহ্ তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন। নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোর মধ্যে এমন বিষয়াবলী যাদের সমাধান আমরা বিজ্ঞান বা জ্ঞানের জোরে করেছি, এসব বিশ্লেষণ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে এমন কোন কথা নেই যা কুর'আনি বিশ্লেষণের পরিপন্থী। আমরা খ্রিষ্টানগণ খ্রিষ্টবাদের জ্ঞান বিজ্ঞানে অগ্রসর বানানোর জন্য এ পর্যন্ত যতোখানি অগ্রসর হয়েছি ইসলাম এবং কুর'আনে এগুলো পূর্ব থেকেই আছে এবং পূর্ণভাবেই আছে।'[১৬১]

বিখ্যাত দার্শনিক আর্যু রন্ড মাক্সওয়েল কং বলেন, 'কুর'আন ঐশী বাণীর সমষ্টি। এতে ইসলামের নিয়মাবলী, বিধান, এবং চারিত্রিক প্রশিক্ষণ ও দৈনন্দিন কার্যাবলীর সাথে সম্পৃক্ত নির্দেশনা রয়েছে। এদিক দিয়ে খ্রিষ্টবাদের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব যে, এর ধর্মীয় শিক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় বিধানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।' আরেকজন বিখ্যাত দার্শনিক ও পণ্ডিত মি. গ্যেটে বলেন, 'আমি এ গ্রন্থের যতোই নিকটবর্তী হই, যতোই এর উপর বেশি বেশি চিন্তাভাবনা করি তা এতো পরিমাণ উঁচু মনে হয়, তা ধীরে ধীরে আমাকে আচ্ছন্ন করে, অতপর আশ্চর্য করে দেয়, খুশির আমেজের আন্দোলনও দেয়, সর্বশেষ তাঁকে সম্মান করিয়ে ছাড়ে। এভাবে এ কিতাব সকল দৃষ্টিতে সম্মান করিয়ে ছাড়ে। এভাবে এ কিতাব সকল দৃষ্টিতে প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে।[১৬২]

এছাড়া আল কুর'আনের অলৌকিকত্ব, এর মহাত্ম, সর্ববাদী প্রভাব, বিজ্ঞানময়তা, সত্যতা এবং ঐশী বাণী হওয়ার ব্যাপারে যে সকল ইতিহাস বিখ্যাত ব্যক্তিগণ সাক্ষ্য প্রদান করেছেন তাঁদের কয়েকজন হলেন, ড. গুস্তাভলিবান ফ্রান্সিসি, প্রফেসর এডওয়ার্ড জি ব্রাউন, মিষ্টার ইমানুয়েল ডি ইন্‌শ, প্রফেসর রলিণ্ডা এ নিকোলসন, জার্মান দার্শনিক জ্যাঁ জ্যাক রুশো, জর্জ সেল, মেজর লিওনার্ড, আখবার নিরায়েষ্ট, মিষ্টার জে টি বুটানি, এইচ. জি. ওয়েলস, একিম ডি. বুলফ, এডমন্ড বারক, বাবু দিপেন্দ্র চন্দ্র পাল, মিসেস সরোজিনি নাইডু ও মহাত্মাগান্ধি প্রমুখ।[১৬৩]

আল কুর'আন আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক অবতীর্ণ বিশ্বয়কর এক মহা অলৌকিক গ্রন্থ। এটি সকল দিক থেকে সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ মুক্ত। মানুষের প্রশিক্ষণ ও পবিত্রতা অর্জনের জন্য তিনি এর

---

১৬০ ডা. জাকির নায়েক, অনু ও সংকলন, মোঃ রফিকুল ইসলাম, সম্পা. পিস সম্পাদনা পর্ষদ, evQvBKZ Wv. RwKi bv‡qK †jKPvi mgM, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭০

১৬১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭১

১৬২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭২-৫৭৩

১৬৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৩

*Dhaka University Institutional Repository*

বাস্তবায়নকারী ও প্রশিক্ষক হিসেবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে মনোনীত করেছেন। এ কুর'আন মানুষকে উদ্দেশ্য করেই অবতীর্ণ করা হয়েছে। পৃথিবীতে বিদ্যমান শির্ক, কুফর, মূর্খতা, অজ্ঞতা, অন্যায়, অসত্য, অবিচার, অনাচার, অশ্লীলতা, অস্বাস্থ্য, অনুৎপাদন ও অমানবিকতা ইত্যাদির মোকাবিলায় আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান, আনুগত্য, আল্লাহ্‌ভীতি ও আল্লাহ্‌র খিলাফাত ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থাকে বিজয়ী করাই হচ্ছে আল কুর'আনের মূল উদ্দেশ্য।

উপরোক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে খিলাফাত প্রতিষ্ঠার মহান প্রশিক্ষক, নেতা ও বিশ্বনাবি মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাথীদের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা আল্লাহ্ তা'আলা নিজের দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। ইসলাম বিরোধীরা যখনই কোন আপত্তি, সন্দেহ, ষড়যন্ত্র, আক্রমণ বা জটিলতা সৃষ্টি করেছে তখনই তিনি প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তা দূরীভূত করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর দীর্ঘ তেইশ বছরের খিলাফাত ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় এ ধরনের বিচিত্র অসংখ্য পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে আর এ সকল অবস্থার মোকাবিলার জন্য যে সব নির্দেশনা ও ভাষণ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ করা হয়েছে সেগুলোর সমষ্টিই হচ্ছে আল কুর'আন। আল কুর'আন মানব জাতির জন্য ন্যায়ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে বৈপ্লবিক ঘোষণাপত্র এবং ইতিবাচক পরিবর্তনের দালিল।

*Dhaka University Institutional Repository*

# তৃতীয় অধ্যায়

## আল কুর'আনে মানুষ, মানবাত্মা ও আত্মশুদ্ধি

মানুষ মহান আল্লাহ্র সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি জীব। তিনি মানুষকে অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় দৈহিক কাঠামোর দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন বুদ্ধি, জ্ঞান ও চিন্তাভাবনার দিক থেকেও। এ মানুষকেই তিনি দিয়েছেন শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন স্বরূপ পরস্পর বিপরীত ও সমান্তরালে চলমান দু'টি মৌলিক সত্ত্বা। যার একটি হচ্ছে মানবীয় দেহসত্ত্বা এবং অন্যটি হচ্ছে অশরীরি ও অদৃশ্য মানবীয় সত্ত্বা তথা রুহ্ বা আত্মা।[১] মানবীয় দেহ তিনি তৈরি করেছেন মাটি থেকে, মাটির মৌলিক উপাদান থেকে এবং এ মাটির উপর নির্ভরশীল করে।

মানবদেহ মাটি থেকে খাদ্যরস গ্রহণ করে বেড়ে উঠে, মাটির শক্তিতে সে সতেজ ও সবল হয়। মাটির গুণে সে গুণান্বিত হয়। ফলে মাটির বৈশিষ্ট্যসমূহ তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে। মাটির মতোই সে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে আবার মৃত্যুর মাধ্যমে মাটির সাথেই মিশে যায়। মাটির বৈশিষ্ট্য হলো অলসতা, রুগ্নতা, আরামপ্রিয়তা, ভোগবাদিতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা, ভীরুতা, অধপতিত হওয়া, দ্রুত পরিবর্তনশীলতা, ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া ও ধ্বংস হওয়া ইত্যাদি। তাই মানব স্বভাবের মধ্যে উক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ সাধারণত বিদ্যমান থাকে। দেহসত্ত্বাকে পরিচালনাকারী আরেকটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিশেষ সত্ত্বা আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মধ্যে দান করেছেন, সেটি হচ্ছে 'নাফ্স'।

রুহ্ হচ্ছে উচ্চতম, অনন্য, মৌলিক ও অদৃশ্য সত্ত্বা। যে সত্ত্বাকে বুঝা যায়, অনুভব করা যায় কিন্তু দেখা যায়না। যে সত্ত্বা ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর কোন খাবার গ্রহণ করে না। এমন উপাদান সে গ্রহণ করে না, যার কারণে মানুষ অপবিত্র হতে পারে। যেটির সংযোগ এবং সম্পর্ক সরাসরি অনাদি ও অনন্ত একক সত্ত্বা, জগতসমূহের মহান স্রষ্টা ও অধিপতি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে।[২] এ সত্ত্বা উর্ধ্ব জগত থেকে খাদ্যরস গ্রহণ করে সতেজ ও সবল হয়ে বেড়ে উঠে। আল্লাহ্র যিক্র, শুক্র, আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল, আল্লাহ্র জন্য সব্র, আল্লাহ্র ভালবাসা, আল্লাহ্র ধ্যান ও আল্লাহ্র পরিচয় লাভের জ্ঞান ইত্যাদি এ 'রুহ্' সত্ত্বার প্রাণ শক্তির উৎস।

এ কারণেই এ 'রুহ্' আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত হয়।[৩] সে মানুষকে উচ্চতর স্বভাবের মাধ্যমে উঁচু মর্যাদায় নিয়ে যেতে চায়। মহান স্রষ্টার সান্নিধ্য পেতে সে অস্থির ও উদগ্রীব হয়ে পড়ে। এ 'রুহ্' সত্ত্বা

---

১ ক্বাল্ব, রুহ্ ও নাফ্স এ শব্দ তিনটি কখনো একই অর্থে কখনো কাছাকাছি বা সমার্থক হিসেবে আবার কখনো ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এমনকি বিপরীত অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً مَّا يُؤْمِنُونَ 'তারা বলে, আমাদের ক্বাল্বসমূহ সংরক্ষিত। না, বরং আল্লাহ্ তাদের লা'নাত করেছেন তাদের কুফরি বা সত্য অস্বীকারের কারণে। সুতরাং তারা অতি অল্পই বিশ্বাস স্থাপন করে।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ৮৮; فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ 'তাদের ক্বাল্বে বা অন্তরসমূহে রয়েছে (সন্দেহ ও দ্বিমুখিতা) রোগ। তাই আল্লাহ্ তাদের এ রোগকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যা বলে।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ১০; নাফ্স সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, يَٰأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ٱرْجِعِى إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَٱدْخُلِى فِى عِبَادِي وَٱدْخُلِى جَنَّتِي 'হে নাফ্সে মোতমায়িন্না (প্রশান্ত আত্মা)! ফিরে আস তোমার রবের কাছে সন্তুষ্ট চিত্তে এবং তাঁর সন্তোষভাজন হয়ে, প্রবেশ করো আমার সম্মানিত বান্দাদের মধ্যে, আর প্রবেশ করো আমার জান্নাতে।' দ্র. আল কুর'আন, ৮৯: ২৭-৩০

২ 'রুহ্' আল্লাহ্র তা'আলার আদেশ বিশেষ। وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى 'লোকেরা আপনাকে রুহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন রুহ্ আমার রবের (আল্লাহ্র) আদেশ বিশেষ।' দ্র. আল কুর'আন, ১৭: ৮৫

৩ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় গুণাবলী দ্বারা মানব স্বভাবকে গুণান্বিত করেছেন। দ্র. এ. টি. এম. মুছলেহ্ উদ্দীন ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, Bmjvgx wek‡Kvl (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৬ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১১৮;

Dhaka University Institutional Repository

মানুষকে আল্লাহ্‌র রঙ্গে রাঙ্গিয়ে দিয়ে অনেকগুলো উন্নত বৈশিষ্ট্য বহন করে। সেগুলো হলো উদারতা, ক্ষমাপরায়ণতা, দয়া, মমতা, বড়ত্ব, মহত্ম, বীরত্ব, সাহসিকতা, ত্যাগ, শ্রম-সাধনা, ধৈর্য, সত্যবাদিতা, সততা ও ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি।

মানুষের 'রুহ্' সত্ত্বার প্রভাব বিনষ্টকারী বিপরীতমুখী আরেকটি সত্ত্বা হচ্ছে 'নাফ্স' বা আত্মা। যদি 'নাফ্স' কে আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান মোতাবেক পরিশুদ্ধির নিমিত্তে পরিচর্যা ও পরিচালনা করা যায় তবে সে নিম্নমূখী বৈশিষ্ট্যকে দুর্বল করে দিয়ে ধীরে ধীরে উর্ধ্ব জগতের বৈশিষ্ট্য অর্জনে সক্ষম হয়।[৪] সে অবস্থায় ক্বাল্‌ব, রুহ্ ও নাফ্স সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তখন আর মানুষের মধ্যে পাপাচারের প্রবণতা থাকেনা, সে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের যোগ্য হয়ে উঠে এবং তাঁর সাক্ষাত ও নাজাত লাভের জন্য যোগ্য হয়ে উঠে। আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের এ প্রক্রিয়াকে ইসলামের পরিভাষায় 'আত্মশুদ্ধি' বলা হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের আত্মার পবিত্রতার জন্যই স্বীয় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে প্রশিক্ষক হিসেবে পাঠিয়েছেন। আত্মশুদ্ধির চূড়ান্ত আলোকবর্তিকা হিসেবে 'আল কুর'আন' দিয়েছেন।[৫] আর শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন স্বরূপ মানুষকে পৃথিবীতে মনোনীত করেছেন তাঁর খালিফা বা প্রতিনিধিরূপে।[৬] এ পর্যায়ে আল কুর'আনের আলোকে মানুষের পরিচয় এবং এর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে। মানুষের প্রধান সত্ত্বাই তার বিবেক। রুহ্, কাল্‌ব, নাফ্স ও মানবাত্মার পরিচয় সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া মানুষ ও মানবাত্মার সাথে মহান আল্লাহ্‌র সম্পর্ক, মানবাত্মার পরিশুদ্ধি এবং এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আলোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

### ৩.১ আল কুর'আনে মানুষের পরিচয়

মানুষ বলতে মানব জাতি, একজন অনুভূতিশীল ব্যক্তি বা পরিণত প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ। এর সমার্থক হচ্ছে মানব, মনুজ, মনুষ্য, মনিষ্যি, নর, লোক, জন, ব্যক্তি এবং এর বিপরীত হচ্ছে অমানুষ, অমনুষত্ব ও ইতর ইত্যাদি।[৭] ইংরেজিতে বলা হয় Man, জার্মান ভাষায় Mann ও Mensch, 'আরবিতে ইনসান বহুবচনে নাস। আল কুর'আনে এ নামে 'সূরাতুন নাস' একটি সূরা রয়েছে।'[৮] কে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন? কখন কোন উদ্দেশ্যে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে? এ বিষয়গুলি পবিত্র কুর'আনে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পবিত্র কুর'আনে মানুষের দৈহিক সৌন্দর্য ও সৃষ্টিতত্ত্বের নৈপুণ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে। মানুষের জ্ঞান ও বিবেক, মানবীয়

---

صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدونَ 'বলো আমাদের রং হলো আল্লাহ্‌র রং। এবং রংয়ের দিক থেকে আল্লাহ্‌র চেয়ে সুন্দর আর কে? আমরা তাঁরই 'ইবাদাত করি।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ১৩৮

৪ جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهُ 'তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের পুরস্কার রয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাত, যেগুলোর নিচ দিয়ে প্রবাহমান থাকবে অসংখ্য নদ-নদী ও নহর। চিরকাল তারা সেখানে থাকবে। আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়েছেন তাদের প্রতি আর তারা পরিতৃপ্ত আল্লাহ্‌র করুণা লাভ করে। এসব কিছু সে সকল লোকের জন্য যারা স্বীয় রবকে ভয় করে চলে ।' দ্র. আল কুর'আন, ৯৮: ০৮

৫ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلاَلٍ مُّبِينٍ 'আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন, তাদের নিজেদের মধ্য হতে তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করে। যিনি তাঁর আয়াত তাদের নিকট তিলাওয়াত করেন, তাদের তাযকিয়া বা পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও হিকমাহ্ শিক্ষা দেন। তারা তো পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল।' দ্র. আল কুর'আন, ৬২: ০২

৬ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلأَرْضِ خَلِيفَةً 'স্মরণ করো সে সময়ের কথা যখন তোমার রব ফিরিশতাদের বলেছিলেন, আমি পৃথিবীতে আমার খালিফা বা প্রতিনিধি নিয়োগ করতে যাচ্ছি।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ৩০

৭ স্যার সুবাস ভট্টাচার্য, msm' †e½wj-Bswjk wWK‡kvbwi (কলকাতা: শিশু সাথিয়া সংসদ প্রা. লি., ৩য় সংস্করণ, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ৮৫৯

৮ Wilson, D.e, & Reeder, http://bn.m.wikipedia.org/wiki, Grovs, c. (2005), D. M, editor Mammal, Species of the world (3rd edition ) visited on 10 Oct. 2015

Dhaka University Institutional Repository

দুর্বলতা, মৌলিক ইতিবাচক স্বভাব ও মৌলিক নেতিবাচক স্বভাব আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই বর্ণনা করেছেন যা থেকে মানুষের প্রকৃত পরিচয় লাভ করা যায়। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হল:

### ৩.১.১ আল কুর'আনে মানুষের সৃষ্টিতত্ত্ব বিশ্লেষণ

আল কুর'আনের আলোকে মানব সৃষ্টির তিনটি পর্যায় রয়েছে। তার প্রথমটি হচ্ছে প্রথম মানুষ হযরত আদম ('আ.) এর সৃষ্টি, দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে আদম ('আ.) থেকে তাঁর স্ত্রী তথা হযরত হাওয়া ('আ.) এর সৃষ্টি এবং সর্বশেষ হচ্ছে নারী-পুরুষের মিলনের মাধ্যমে সন্তান জন্মদান প্রক্রিয়ায় মানব বংশধারা চলমান থাকা। 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে মাটি থেকে বিস্ময়করভাবে উদ্ভাবিত করেছেন। অতঃপর তোমাদেকে সে মাটিতেই ফিরিয়ে আনবেন।'[৯] 'এ মাটি থেকেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, সে মাটিতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনব এবং তা থেকেই আমরা তোমাদেরকে আরেকবার বের করে আনব।'[১০] 'তাতেই তোমরা জীবন যাপন করবে এবং সেখানেই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে। আর শেষ পর্যন্ত সেখান থেকেই তোমাদেরকে বের করে নেয়া হবে।'[১১] আল্লাহ্ তা'আলার উপরোক্ত বাণীর আলোকে স্পষ্ট বুঝা যায়, মানব সত্তায় জীবনের উপস্থিতি ও স্থিতি গ্রহণ শুরু হয়েছিল উদ্ভিদ থেকে।[১২] উদ্ভিদ যেমন মাটি থেকে সৃষ্ট, মানুষকেও তেমনি মাটি থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

মাটির উপাদান থেকে মানুষ সৃষ্টি করাকে উদ্ভিদের ন্যায় তুলনা করা হয়েছে। যখন পৃথিবীতে মানুষ ছিল না তখন আল্লাহ্র কুদরতে মানুষের জীবন উদ্ভিদ জগতে বিরাজ করছিল। বর্তমানে উদ্ভিদের চেয়ে উন্নত ও ভিন্নতর জীবন মানুষের মধ্যে এসেছে ও বিরাজ করছে। মানুষের সৃষ্টি মাটির উপাদান দিয়েই সম্পন্ন হয়েছে এবং সেটির মূল উপাদান দিয়েই বিশেষ এক সংমিশ্রণে মানবদেহ তৈরি করা হয়েছে। মানুষ এ মাটিতে উদ্ভূত উদ্ভিদ থেকেই খাদ্য পায়, উদ্ভিদের মতোই বড় হয় এবং সন্তান জন্মদান ও বংশ বৃদ্ধি করে। মানুষ যে মাটির মৌল উপাদান দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে তার অকাট্য প্রমাণ হল, মানুষ মৃত্যুর পর সে মাটিতেই ফিরে যায়, হাশরের দিন সে মাটি থেকেই মানুষকে বের করা হবে।

'স্মরণ করুন, আপনার রব ফিরিশতাদের বলেছিলেন, 'আমি একজন মানুষ মাটি থেকে সৃষ্টি করতে সংকল্পবদ্ধ। যখন তাকে সুবিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ করে নিব এবং তার মধ্যে আমার রুহ্ থেকে ফুঁকে দিব তখন তোমরা তার প্রতি সিজ্দায় অবনত হয়ে পড়বে।'[১৩] মাটি দিয়ে তৈরি আকৃতির মধ্যে রুহ্ ফুঁকে দিয়েই মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে। সে মাটি বৈশিষ্ট্য উপরোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে 'ত্বিন' অর্থ শুধু মাটি নয়, বরং এর অর্থ গারা, মাটি ও পানি উভয়ের সংমিশ্রণ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'সে মহান আল্লাহ্ই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি ও পানির সংমিশ্রণ থেকে।'[১৪] মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি

---

৯ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا দ্র. আল কুর'আন, ৭১: ১৮; পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় মানুষের সৃষ্টি ও প্রবৃদ্ধি সব কিছুই এ পৃথিবী থেকেই হচ্ছে। যা কিছু মানুষ খায় তা থেকে যেমন তার অস্তিত্ব টিকে আছে, তেমনি তার শরীরে উৎপন্ন যে বীজ দিয়ে মানুষ তৈরির সূচনা হয় তাও পার্থিব বিভিন্ন উপাদান থেকে গঠিত হয়। মায়ের বুকে যে দুধ আসে তাও এ পৃথিবীর বিভিন্ন খাদ্য উপাদান থেকে গঠিত হয়। সুতরাং একথা স্পষ্ট যে শাক সবজি ও গাছ পালার মতো মানব দেহও পৃথিবী থেকেই সৃষ্ট। এ মাটির বুক থেকেই সবাই যার যার খাদ্য পায়। দ্র. সাইয়েদ কুতুব শহিদ, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমেদ, Zvdwmi wd wjjvwj †KviAvb (ঢাকা: আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, বাংলাদেশ সেন্টার, ৮ম সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.), খ. ২১, পৃ. ১৬৩

১০ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ দ্র. আল কুর'আন, ২০: ৫৫; দ্র. মুহাম্মদ আবু তালেব, mvBÝ dg Avj †KviAvb (ঢাকা: র‍্যাক্স পালিকেসন্স, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ২৭০

১১ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ দ্র. আল কুর'আন, ০৭: ২৫

১২ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (র.), móv I mwóZË (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৪০৮

১৩ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ দ্র. আল কুর'আন, ১৫: ২৯

১৪ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ দ্র. আল কুর'আন, ০৬: ০২; এ বিষয়ে আরো বর্ণিত আছে, قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ দ্র. আল কুর'আন,

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়েছে এ বিষয়টি আমাদের বোধগম্য হওয়ার আরেকটি উপায় হল, মাটিতে যত মৌলিক পদার্থ রয়েছে তা সবই মানবদেহে বিদ্যমান।[১৫]

মানুষের উৎপত্তি হয়েছে মাটির মৌল উপাদান থেকে এবং প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একজন পুরুষ মানুষ সৃষ্টি করেছেন। পরে সে একজন মানুষের অবয়ব থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। পরে একজন পুরুষ ও একজন নারীর মিলনের মাধ্যমে মানব বংশের ধারা অব্যাহত রেখেছেন।[১৬] বর্তমানে পৃথিবীতে যত মানুষই বসবাস করছে, তারা সকলেই সে স্বামী ও স্ত্রী দু'জনের বংশধর, দু'জনের সন্তান হিসেবেই বসবাস করছে।

সব মানুষের দেহে একই পিতামাতার রক্ত প্রবাহিত, মানুষ অভিন্ন বংশধর। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'আর সে আল্লাহ্ই মানুষ সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে। পরে তাকে বংশধারা ও শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মিয়তার মধ্যে কার্যকর করে রেখেছেন।[১৭] মানব সৃষ্টির উপরোক্ত তত্ত্ব বর্ণনা করে আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতির বহুত্বকে একত্বের মধ্যে সংরক্ষিত করেছেন, বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতাকে সংরক্ষিত করেছেন ঐক্যের মধ্যে। একই সাথে মানুষের মতামতের ভিন্নতাকে ঈমান ও কুফরের মধ্যে সংজ্ঞায়িত করে মানবীয় ঐক্য ও সংহতি অটুট রেখেছেন। আদম ও হাওয়া ('আ.) পরবর্তী সমস্ত মানুষের সৃষ্টি সন্তান প্রজনন প্রক্রিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তা পৈতৃক ও মাতৃক ক্রোমজম থেকে রূপান্তরিত হয়ে মানব শিশু হিসেবে জন্ম লাভ করে। এভাবে জন্মগত উত্তরাধীকার সুনিশ্চিত হয়ে থাকে। প্রথমে তা সুনিশ্চিত করে গর্ভ সৃষ্টির পর দ্বিতীয় মাসের পূর্বে ভ্রুণে এবং পরে এর অঙ্গ সংস্থান জনিত পরিবর্তনের সম্ভাব্য দৃশ্যমানতা, পিতা ও মাতার সহিত তুলনা করা হয়।[১৮] সন্তান জন্মলাভের পর তার দৈহিক কাঠামো, আচরণ, স্বভাব ও ধরন পর্যায়ক্রমে বিকশিত হয় এবং স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব তার মাঝে বিকাশ লাভ করে।

সৃষ্টি কর্মের বিভিন্ন পর্যায় ও স্তর অতিক্রমের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের পূর্ণাঙ্গ আকৃতি দান করেছেন। পিতা মাতার শরীরে আলাদা শুক্রকীট রূপে মানুষের অস্তিত্ব আল্লাহ্ তা'আলা বিরাজমান রেখেছিলেন। পরে তাঁর কুদরতেই উভয় শুক্রকীট মিলিত হয় এবং মিলিতরূপেই মাতৃগর্ভে মানুষের স্থিতি সাধিত হয়। এরপর নয় মাস পর্যন্ত মাতৃগর্ভে ক্রমশ বিকাশ লাভের পর আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ণ

---

وَإِذۡ بَوَّأۡنَا لِإِبۡرَٰهِيمَ مَكَانَ ٱلۡبَيۡتِ أَن لَّا تُشۡرِكۡ بِي شَيۡـًٔا দ্র. আল কুর'আন, ৫৫: ১৪; خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِن صَلۡصَٰلٖ كَٱلۡفَخَّارِ ; ০৭: ১২;
فَٱسۡتَفۡتِهِمۡ أَهُمۡ أَشَدُّ خَلۡقًا أَم مَّنۡ خَلَقۡنَآۚ إِنَّا خَلَقۡنَٰهُم ; দ্র. আল কুর'আন, ২২: ২৬; وَطَهِّرۡ بَيۡتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلۡقَآئِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ
مِّن طِينٖ لَّازِبِۭ দ্র. আল কুর'আন, ৩৭: ১১; وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٖ مِّن طِينٖ দ্র. আল কুর'আন, ২৩: ১২

১৫ মাটির যে আটটি মৌলিক পদার্থ মানব দেহে অল্প পরিমাণে পাওয়া যায় সে গুলো হচ্ছে, Molybdenum, Silicon, Fluorine, Cobalt, Manganese, Iodine, Copper, Zink. অপর যে আটটি উপাদান মানব দেহে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে, Megnesium, Sodium, Potassium, Calcium, Phosphorous, Chlorine, Sulohur, Iron. এ ছাড়াও অন্য চারটি মৌলিক পদার্থ মানবদেহে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে, সে গুলোর বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে, Oxygen, Carbon, Hydrogen, Nitrogen. বিশেষ করে হাইড্রোজেন সাধারণত পানি বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাওয়া যায়। এতে নিশ্চিভাবে প্রমাণিত হয় মানবদেহ সরাসরি মাটির উপাদানে তৈরি। দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (র.), móv I mwóZË, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৯

১৬ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ 'তিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র মানবসত্ত্বা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকেই তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর এই দু'জন থেকে অসংখ্য নারী ও পুরুষ পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ১

১৭ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلۡمَآءِ بَشَراً فَجَعَلَهُۥ نَسَباً وَصِهۡراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً দ্র. আল কুর'আন, ২৫: ৫৪; এখানে পানি অর্থ 'সাধারণ পানি হতে পারে, আবার কাদায় মিশ্রিত পানি হতে পারে, অথবা এর অর্থ শুক্রও হতে পারে।' দ্র. মাওলানা আব্দুর রহীম, móv I mwóZË, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১১; দ্র. মুহাম্মদ আবু তালেব, mvBÝ dg Avj †KviAvb , প্রাগুক্ত, পৃ.১০৫

১৮ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (র.), móv I mwóZË, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১২

Dhaka University Institutional Repository

মানবীয় অবয়ব দান করেন।[১৯] পৃথিবীতে মানুষরূপে বসবাসের জন্য যেসব শক্তি সামর্থ অপরিহার্য তার সবই তিনি মানুষকে দান করেন।

মাতৃগর্ভে প্রথমে শুক্রকীট, তারপর রক্তপিণ্ড, তারপর মাংসপিণ্ড এর পর হয় অস্থি। তারপর সে অস্থির উপর আল্লাহ্ তা'আলা মাংসের আবরণ সৃষ্টি করে ভিন্নতর ও সর্বোন্নত এক সৃষ্টির রূপ দেন।[২০] আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'আমরা মানুষকে মাটির সার নির্যাস দিয়ে সৃষ্টি করেছি। পরে তাকে এক সংরক্ষিত স্থানে টপকানো ফোঁটায় পরিবর্তিত করেছি। পরে সে ফোঁটাকে জমাট বাঁধা রক্তে পরিণত করেছি। তারপর সে জমাট বাঁধা রক্তকে মাংসপিণ্ড বানিয়েছি। সে মাংসপিণ্ডকে অস্থির জন্য সজ্জা বানিয়েছি, এই অস্থিকে গোস্ত দিয়ে ঢেকে দিয়েছি। শেষ পর্যন্ত তাকে অপর এক সৃষ্টির রূপ দিয়ে দাঁড় করে দিয়েছি। অতএব বড়ই বরকত সম্পন্ন হচ্ছেন সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা।'[২১]

কোন লোক মুক্ত মনে মায়ের গর্ভস্থ ভ্রূণকে লালিত পালিত ও বর্ধিত হতে দেখে ধারণাই করতে পারবেনা যে, এখানে সে মানুষ তৈরি ও পালন হচ্ছে যে বাইরে বের হয়ে জ্ঞান বুদ্ধি ও শিল্প সৌকর্যের এমন সব প্রতিভা ও কৃতিত্ব দেখাবে এবং বিস্ময়কর শক্তি সামর্থ ও মেধা যোগ্যতার পরিচয় দিবে। মায়ের গর্ভে তো সে একটি অস্থি মজ্জার একটি পিণ্ডের মত হয়ে থাকে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার মূহুর্ত পর্যন্ত জীবনের প্রাথমিক নিদর্শন ছাড়া তাতে আর কোন লক্ষণই পাওয়া যায় না। না শ্রবণ শক্তি থাকে, না দেখার শক্তি থাকে, না বাক শক্তি না জ্ঞান বুদ্ধি, না অন্য কোন বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্ব।

জন্মের পর বাইরের জগতে এসে ধীরে ধীরে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের সত্তা ও ব্যক্তিত্ব লাভ করে।[২২]

মানুষ সৃষ্টির তিনটি আবরণ বলতে পেট, রেহেম ও জরায়ুর ফুল বা গর্ভাধার এ তিনটিকে বুঝানো হয়েছে। আর এ সৃষ্টি সম্পন্ন হয় সাতটি স্তরে। সর্বপ্রথম মাটির সার নির্যাস থেকে, অতঃপর শুক্রকীট আকারে, তার পর মাতৃগর্ভে রক্তপিণ্ড, কিছুদিন পর মাংসপিণ্ড, এর পর সৃষ্টি হয় অস্থিমজ্জা, অস্থি পরিবেষ্টক মাংস ও সর্বশেষ আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ শিল্পের পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ হিসেবে, নবতর সৃষ্টি তথা আকৃতি

---

১৯ প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান, gnvb móvi Aci|c mwó (ঢাকাঃ আল্লামা আলীমুদ্দীন একাডেমী, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ১৪২

২০ يَٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ الى اخر الاية 'হে মানুষ! মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে তোমরা যদি মনে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করে থাক, তাহলে তোমাদের জেনে নেয়া উচিত, আমরা তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, পরে শুক্রকীট থেকে, তারপর রক্তপিণ্ড থেকে, পরে মাংসপিণ্ড থেকে যা কোন আকৃতিসম্পন্ন হয় আবার আকৃতিহীন। ... পরে তোমাদেরকে একটি শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ করি।' দ্র. আল কুর'আন, ২২: ০৫; আরো বর্ণিত আছে, ২৩: ১২-১৪; ০৩: ০৬; ৩৯: ০৬; ৮২: ০৬-০৭

২১ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَٰهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً الى اخر الاية আল কুর'আন, ২৩: ১২-১৪

২২ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, móv I mwóZË, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৬; এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুর'আনে রয়েছে, يَٰأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِيٓ أَىِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ হে মানুষ! কোন জিনিস তোমাকে তোমার সে রব এর ব্যাপারে ধোঁকায় ফেলেছে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে সুস্থ্য সঠিক ভারসাম্যপূর্ণ বানিয়েছেন এবং যে আকার আকৃতি এবং প্রকৃতিতে চেয়েছেন তোমাতে সংযোজিত ও সুসজ্জিত করেছেন।' দ্র. আল কুর'আন, ৮২: ০৬-০৮; يَخْلُقُكُمْ فِى بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِى ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ 'তিনিই তোমাদেরকে তোমাদের মা' দের গর্ভে তিন তিনটি অন্ধকারাচ্ছন্ন আবরণের মধ্যে একের পর এক স্তরে সৃষ্টি করেছেন।, দ্র. আল কুর'আন, ৩৯: ০৬; আরো বর্ণিত আছে, ০৩: ৬; ৮৬: ০৫-০৭; ৮০: ১৭-১৯; ৭৬: ০২; ৩২: ০৭-০৮

Dhaka University Institutional Repository

দান এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভারসাম্য সৃষ্টি করে 'রুহ্' দান।[২৩] মূলত রুহ্ এমন একটি অতি উচ্চস্তরের আলোকিত উপাদান, তা মানব দেহে স্থান লাভ করার পর মানুষ চিন্তা, চেতনা, বিবেক, বুদ্ধি, পার্থক্যবোধ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ইচ্ছা প্রয়োগ করার শক্তি লাভ করে। মানুষ লাভ করে মানুষের প্রাথমিক মর্যাদার স্তর।

আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিকূলের মধ্যে কেবল মানুষকেই সর্বোন্নত শারীরিক কাঠামো ও মানসিক বিন্যাস দান করেছেন, যাতে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সে যথাযথ ভাবে পালন করতে পারে।[২৪] তিনি মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, এক অতীব উত্তম ধরনের দেহ অবয়ব, পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, অতি উচ্চমানের দৈহিক ও মানসিক শক্তি তার মধ্যে সন্নিবেশিত করেছেন।[২৫] সোজা সমান্তরাল দেহ, হাত, পা, চোখ, কান, নাক, বাকশক্তি সম্পন্ন জিহ্বা, অতি উত্তম স্মৃতি ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন মগজ ও সর্বোন্নত প্রতিভা সম্পন্ন চিন্তা এবং বিশ্লেষণী শক্তি সম্পন্ন প্রজ্ঞা আর নব উদ্ভাবনের প্রেরণা সম্বলিত মানসিকতা দিয়ে মানুষকে স্বীয় খিলাফাতের যোগ্য করে তৈরি করেছেন।

মানুষ যেন শ্রেষ্ঠ নি'য়ামাত হিসেবে প্রাপ্ত চোখ, কান, নাক, হৃদয়, বিবেক ও বিচেনাকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সত্য সন্ধানী হয়ে অনুগত জীবন যাপন করে আল্লাহ্‌র সন্তোষ্টি অর্জন করতে পারে। আর এটিই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য।

### ৩.১.২ আল কুর'আনে মানুষের জ্ঞান ও বিবেকের পরিচয়

পবিত্র কুর'আনে মানুষের মানবীয় জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব, উদ্ভাবন ও বিশ্লেষণের ক্ষমতা, বিবেকের শক্তি ও স্বাধীনতার কথা আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করেছেন। যাতে মানুষ তার নিজের সম্পর্কে এবং সমাজে অন্যান্য মানুষ সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় মৌলিক ধারণা লাভ করতে পারে। কারণ, মানব সমাজে একে অন্যের সাথে বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা, আনুগত্য, নেতৃত্ব দান, ব্যবসা বাণিজ্য ও সামাজিক যোগাযোগ ইত্যাদির ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এমনকি মানুষ গোটা সৃষ্টি জগতের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে জ্ঞান ও বিবেকের এক উচ্চতম শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেই সৃষ্টি করেছেন। জ্ঞানগত এ শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশতাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তারা যেন প্রথম মানুষ ও প্রথম নাবি হযরত আদম ('আ.) এর কাছ থেকে সৃষ্টিলোকের নাম পরিচয়সমূহ জেনে নেয় এবং তাকে সম্মাসূচক সিজদা করে।[২৬] সৃষ্টিকূলের পক্ষ থেকে ফিরিশতাগণের সম্মানসূচক সিজ্দা আদায়ের মাধ্যমেই আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্বের যাত্রা শুরু করিয়ে দেন।

---

২৩ উদ্ধৃত, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, móv I mwóZË, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৬;

২৪ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ 'তিনি তাদেরকে আকার আকৃতি সম্পন্ন বানিয়েছেন এবং অতি উত্তম আকার আকৃতিতে তোমাদেরকে ভূষিত করেছেন। আর তোমাদেরকে উত্তম উৎকৃষ্ট জিনিস থেকে রিয্ক দিয়েছেন।' দ্র. আল কুর'আন, ৪০: ৬৪

২৫ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ'তিনি মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনিই তোমাদের আকৃতি দিয়েছেন এবং তোমাদের আকৃতিকে সুন্দর করেছেন। তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।' দ্র. আল কুর'আন, ৬৪: ০৩; لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإِنسَانَ فِيٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ 'নিশ্চয়ই আমি মানুষকে অতীব উত্তম কাঠামো দিয়ে তৈরি করেছি।' দ্র. আল কুর'আন, ৯৫:০৪

২৬ قَالَ يَـٰٓادَمُ أَنۢبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّآ أَنۢبَأَهُم بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّيٓ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِـَٔادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ 'হে আদম! এদের নাম পরিচয় সম্পর্কে তাদের অবহিত করো। তারপর সে যখন সে সমস্ত নাম পরিচয় সম্পর্কে তাদের অবহিত করল, তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি, আমি মহাকাশ এবং পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়সমূহ জানি, আর তাও জানি যা কিছু তোমরা প্রকাশ কর এবং যা কিছু তোমরা গোপন রাখো।' যখন আমি ফিরিশতাদেরকে বলেছিলাম, আদমকে সিজদা করো, তখন তারা সবাই সিজদা করলো, ইবলিস ব্যতীত। সে অস্বীকার করল, অহংকার করল এবং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ৩৩-৩৪; দ্র. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, Zvdmxi dx whjwjj †KviAvb, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৮

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত সৃষ্টিলোকের মাঝে মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষভাবে দান করেছেন বিবেক-বুদ্ধি, বিদ্যা-জ্ঞান, ভাল মন্দ ও ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্যবোধ এবং বর্জন বা গ্রহণে ইচ্ছা প্রয়োগের ক্ষমতা। সৃষ্টিলোকের মধ্যে এ যোগ্যতা কেবল মানুষেরই রয়েছে। মানুষ খাদ্য-পানীয় গ্রহণে দৃশ্যত অন্যান্য জীব-জন্তুর সমান পর্যায়ের মনে হলেও বাস্তবিকপক্ষে মানুষের খাদ্য, পানীয়, খাদ্য গ্রহণ পদ্ধতি, পোষাক পরিচ্ছেদ গ্রহণ, রুচিবোধ, চেতনাবোধ ও ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি দিক দিয়ে মানুষের সাথে অন্য কোন সৃষ্টির একবিন্দু সামঞ্জস্যও নেই।

মানুষের বসবাস, জীবন ধারন, ঘর-বাড়ী নির্মাণ পদ্ধতি ও নিত্য নতুন সৃষ্টিশীলতার প্রবণতা অন্যান্য সকল সৃষ্টি থেকে সম্পুর্ন স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর।[২৭] মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীব যন্তু বা উদ্ভিদের কোন পারিবারিক জীবন নেই। অথচ পরিবার ছাড়া মানুষের জীবন অকল্পনীয়। এ সব ক্ষেত্রে মানুষ স্থবিরতার শিকার নয় বরং তাতে প্রতি মুহুর্তে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, বিবর্তন ও উন্নতি চলছেই। অথচ বাবুই পাখির নীড় বুনন কিংবা জঙ্গলে বাঘ বা শৃগালের বসবাস পদ্ধতি লক্ষ কোটি বছর ধরে সম্পূর্ন অপরিবর্তিত অবস্থায়ই রয়ে গিয়েছে এবং ভবিষ্যতে পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনাও নেই।[২৮]

মানুষের অসংখ্য বৈশিষ্ট্য ও গুণের মাঝে শ্রেষ্ঠতম হচ্ছে তার বুদ্ধি, বিবেক এবং জ্ঞান। একইসাথে তার রয়েছে অন্তরঙ্গ ভাব বিনিময় ও কথা বলা এবং লিখার এক আশ্চর্যজনক প্রতিভা।[২৯] এর ফলে সে সত্যকে চিনতে ও জানতে পারে। বিবেচনায় নিতে পারে কোনটি সত্য, কোনটি মিথ্যা আর কোনটি ন্যায় অথবা অন্যায়। কোনটি কল্যাণকর আর কোনটি ক্ষতিকর। শুধু বুঝতে পারাই নয়, তদানুযায়ী বাস্তবে পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষমতা ও দক্ষতা যা মানুষের আছে, তার কোন তুলনা বা দৃষ্টান্ত বিশ্ব সৃষ্টিকূলের অন্য কোথাও পাওয়া যাবেনা। এমনকি তার নিকট যা কিছু সত্য, সঠিক, যৌক্তিক ও কল্যাণকর মনে হবে সে বিষয়ে অন্যের সাথে মত বিনিময় করা এবং অন্যের উপর তার প্রভাব সৃষ্টি করার মত আরেক বিশেষ উচ্চপর্যায়ের দক্ষতাও এ মানুষের মাঝেই বিদ্যমান।[৩০]

মানুষের এ সমস্ত মৌলিক গুণাবলী তার নিজের সৃষ্ট নয় আবার অর্জিতও নয়। বরং মহান রাব্বুল 'আলামিন আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে পৃথিবীর বুকে স্বীয় খালিফা নিযুক্ত করার উদ্দেশ্যেই তার মাঝে শ্রেষ্ঠতম এ সমস্ত গুণাবলীর সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন।[৩১] তিনি এতো অসংখ্য প্রজাতি সৃষ্টির পরও নতুন এক সৃষ্টির প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। ফিরিশতা, জ্বিন, পশু বা উদ্ভিদ কাউকেই খিলাফাতের এ মহান দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি বরং সকলকে মানুষের আজ্ঞাবহ বানিয়ে দেয়া হয়েছে।[৩২] মানুষ

---

২৭ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً 'এবং আমরা আদম সন্তানকে শ্রেষ্ঠ সম্মানিত ও মর্যাদাবান করেছি, তাকে স্থল ও জলপথে বহন করে নিয়েছি এবং পবিত্র উত্তম উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি তাদের রিয্‌ক রূপে দিয়েছি। আমাদের বহুসংখ্যক সৃষ্টির উপর তাদেরকে সুস্পষ্ট উচ্চ মর্যাদা দান করেছি আমার একান্ত দয়া ও অনুগ্রহ রূপে।' দ্র. আল কুর'আন, ১৭: ৭০

২৮ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, móv I mwóZË, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪২

২৯ ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ 'তিনি দয়ালু, তিনি শিক্ষা দিয়েছেন আল কুর'আন, তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে শিক্ষা দিয়েছেন ভাব বিনিময় বা কথা বলার পদ্ধতি হিসেবে ভাষা।' দ্র. আল কুর'আন, ৫৫: ০১-০৪

৩০ মানুষের এ প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতার স্বীকৃতি স্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ 'মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও প্রভাবসৃষ্টিকারী যোগ্যতার সাথে। আর লোকদের সাথে পরস্পর পর্যালোচনা কর উত্তম পন্থায়। তোমার রবই অধিক অবগত আছেন কে তাঁর পথ হতে ভ্রষ্ট হয়েছে, আর কে সঠিক পথে রয়েছে।' দ্র. আল কুর'আন, ১৬: ১২৫

৩১ উদ্ধৃত, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, móv I mwóZË, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৪

৩২ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً 'আমরা এ আমানতকে আকাশমণ্ডল, পৃথিবী ও পাহাড় পর্বতের সামনে উপস্থাপন করেছি, কিন্তু তারা সকলেই তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করল, তারা এ আমানতের ভয়ে ভীত হয়ে পড়ল। আর সম্মুখে এগিয়ে এসে তা গ্রহণ করল মানুষ। বস্তুত এ মানুষ বড়ই অত্যাচারী ও মূর্খ।' দ্র. আল কুর'আন, ৩৩: ৭২

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত স্বীয় জ্ঞানের দ্বারা অন্য সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সকল সৃষ্টিই মানুষের সেবায় নিয়োজিত। আর মানুষ একমাত্র আল্লাহ্র জন্য, আল্লাহ্র 'ইবাদাত করার জন্য এবং প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীর সর্বত্র আল্লাহ্র বিধান বাস্তবায়ন করার জন্য।

এ ক্ষেত্রে অসীম দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের উপর স্বীয় বিধান চাপিয়ে দেননি। তাকে স্বাধীন বিবেক-বিবেচনা ও চিন্তাশক্তি দান করেছেন, যাতে সে নিজের বিবেককে কাজে লাগিয়ে স্বাধীনভাবে আল্লাহ্র দ্বিনকে গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে। অথবা পৃথিবীতে নানারকম ভোগ বিলাসে হাবুডুবু খেয়ে এবং ধ্বংসাত্মক কর্মে সম্পৃক্ত হয়ে নিজ অপরাধের দায় নিজের কাঁধেই বহন করতে পারে।[৩৩] মানুষের সম্মুখে তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দু'টি পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, তার যে কোন একটি অবলম্বনের স্বাধীনতা মানুষের রয়েছে।

মানুষ নিজের ইচ্ছা ও উদ্যোগে সে আল্লাহ্র আনুগত্যের পথ অবলম্বন করবে অথবা নিজ ইচ্ছাতেই তাঁকে অস্বীকার ও নাফরমানির পথ গ্রহণ করবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'বলো, সত্য তোমাদের রবের নিকট থেকেই এসেছে। সুতরাং যার ইচ্ছা সে ঈমান আনবে, যার ইচ্ছা সে কুফ্রি করবে। তবে এ কথা জেনে রাখা ভাল যে, যালিম, বেঈমান, কাফিরদের জন্য আমি জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি।'[৩৪] বিবেক থাকা সত্ত্বেও যারা যুল্ম ও কুফরির পথ অবলম্বন করবে তারা যে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে তা তাদেরই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলাফল। এজন্য অন্য কেউই দায়ী নয়। পক্ষান্তরে যারা জ্ঞান ও বিবেক বুদ্ধিকে খাটিয়ে ঈমান এবং আনুগত্যের পথ অনুসরণ করবে, পৃথিবীতে সাফল্য আর পরকালে জান্নাত লাভ সেটিও তাদের নিজেদেরই পছন্দের ফলস্বরূপ।[৩৫] মানুষ নিজ ইচ্ছায় ন্যায় ও কল্যাণের পথে তখনই নিজেকে পরিচালিত করতে পারে, যখন তার মধ্যে লুকায়িত খারাপ স্বভাবকে দমন করে অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জন করতে পারে। এক কথায় মানুষের এ জ্ঞানগত উৎকর্ষ ও বিবেকের স্বাধীনতাই তার সর্বোন্নত প্রাণী হওয়ার কারণ। আর এ স্বাধীনতার সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমেই মানুষের চূড়ান্ত সাফল্য অথবা চিরস্থায়ী ব্যর্থতা নির্ধারিত হবে।

### ৩.১.৩ আল কুর'আনে মানুষের মৌলিক ইতিবাচক স্বভাব

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি মানুষকে শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন হিসেবে বেশ কিছু ইতিবাচক স্বভাব ও গুণাবলী সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছেন। এ সমস্ত স্বভাব অনুকূল পরিবেশে মানুষকে উন্নতির দিকে নিয়ে যায় এবং প্রতিকূল পরিবেশে চরম ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। প্রজ্ঞা, শক্তিমত্তা, অভিপ্রায়, চেতনাবোধ, ব্যক্তিত্ববোধ, বীরত্ব, সাহসীকতা, সৃজনশীলতা ইত্যাদি মানুষের ইতিবাচক স্বভাব। মূলত এ সমস্ত

---

৩৩ মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের এ স্বাধীনতা আল্লাহ্ প্রদান করেছেন। إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ سَلَٰسِلَا۟ وَأَغْلَٰلًا وَسَعِيرًا 'আমরা মানুষকে পথ দেখিয়েছি একদিকে কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্যের পথ অপরদিকে কুফর ও অস্বীকৃতির পথ। তবে কুফর ও অস্বীকৃতির পথ অবলম্বনকারীদের জন্য জিঞ্জির ও কড়া এবং নির্দিষ্ট জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি।' দ্র. আল কুর'আন, ৭৬: ০৪; 'মানুষ যদি বিবেকের এ স্বাধীন ইচ্ছাকে কার্যকর করে আল্লাহ্র সাথে সম্পাদিত নিজ প্রতিশ্রুতি ও অংগীকার পূরণ করে, প্রবৃত্তির লালসার কাছে নতি স্বীকার না করে তার দিকে ধাবমান গোমরাহি ও ভ্রষ্টতাকে পরাস্ত করতে পারে, তাহলে ফিরিশতার চেয়েও উচ্চ মর্যাদা সে লাভ করে। নিঃসন্দেহে এ স্বাধীনতা মানুষের সর্বোচ্চ সম্মানের লক্ষণ।' দ্র. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, Zvdmxi dx whjwjj †KviAvb, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

৩৪ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظَّٰلِمِينَ نَارًا দ্র. আল কুর'আন, ১৮: ২৯

৩৫ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, móv I mwóZË, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৫; বিবেকের স্বাধীনতাকে যারা আল্লাহ্র বিধানের অধীন করে দিবেন তাদের ব্যাপারে ঘোষণা হচ্ছে, وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلْ صَٰلِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ 'আর যে লোক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান গ্রহণ করবে এবং ভাল কাজ করবে, আল্লাহ্ তার সব খারাপ দিকগুলো লাঘব করে দিবেন, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিম্নদেশে সব সময়ই ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। এটি একটি বিরাট সাফল্য।' দ্র. আল কুর'আন, ৬৪: ০৯

Dhaka University Institutional Repository

গুণবাচক স্বভাব আল্লাহ্ তা'আলার সমষ্টিগত গুণাবলীর প্রতিবিম্ব। পরম সত্তার অস্তিত্ব, গুণাবলী ও দয়ামায়ার ধারক বাহক এ মানুষ।

মানুষ জীবনের প্রতিক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিনিধিত্ব লাভ করেছে।'[৩৬] আর এ প্রতিনিধি প্রেরণের উদ্দেশ্য হলো, 'আল্লাহ্ তা'আলার বিধানাবলীর প্রচলন, পথ প্রদর্শন, সত্য পথের প্রতি আহবান, আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি কর্ম সম্পাদন।'[৩৭] মানুষের সে সমস্ত উন্নত স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যাবলী নিম্নরূপ:

মানুষের সাধারণ ইতিবাচক স্বভাব

মানুষের উত্থান ও উন্নয়ন তার ইতিবাচক স্বভাবসমূহের যথাযথ প্রয়োগের উপরই নির্ভরশীল। সে ঈমানদার হোক বা অস্বীকারকারী হোক, সৎকর্মশীল বা বদকার হোক তার মধ্যে প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ শক্তি, প্রবল বাসনা, উচ্চাকাঙ্খা ও নির্ভীক সাহস, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, মিতব্যয়, বীরত্ব, সহনশীলতা, কর্মপরায়ণতা, উদ্দেশ্য অর্জনের আকর্ষণ, সতর্কতা, বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতা, স্বপ্নময়তা, সংযম শক্তি, প্রভাব বিস্তার করার দুর্বার বিচক্ষণতা ইত্যাদি স্বভাব সাধারণত সুপ্ত অবস্থায় বিরাজমান থাকে।[৩৮] যেগুলোর স্বভাবিক প্রয়োগে মানুষ পৃথিবীতে নিজের সাফল্য নিশ্চিত করতে পারে।

উন্নত ইতিবাচক স্বভাব

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে এর চেয়েও উন্নত আরো কিছু মৌলিক মানবীয় স্বভাবে ভূষিত করেছেন সেগুলো হচ্ছে, আত্মসম্মান বোধ, বদ্যান্যতা, দয়া-অনুগ্রহ, সহানুভূতি, সুবিচার, নিরপেক্ষতা, ঔদার্য ও হৃদয়ের প্রসারতা, সত্যবাদিতা, বিশ্বাসপরায়ণতা, ন্যায়-নিষ্ঠা, ও'আদা পূর্ণ করা, সমাজ সভ্যতা, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা এবং আত্মার সংযম।'[৩৯] মানুষ ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে উপরোক্ত গুণ ও স্বভাবগুলো নিজেদের মধ্যে বিকশিত করতে পারলে সে ব্যক্তি বা সমাজ পূর্ণতা লাভ করতে সক্ষম হবে। আল কুর'আন মানুষের মধ্যে যে সমস্ত ইতিবাচক স্বভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর জন্য বিশেষভাবে নির্দেশনা ও উৎসাহ প্রদান করেছে তা হলো-

বিরত্ব ও সাহসীকতা: মানুষের মৌলিক স্বভাবের অন্যতম হচ্ছে বীরত্ব ও সাহসীকতা যা মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতার সাথে ওতপ্রোৎভাবে সম্পৃক্ত। মানুষ নিজেকে কোনভাবেই অন্যের নিকট ছোট, পরাজিত বা আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় দেখতে চায় না। কারণ তার মধ্যে সৃষ্টিগতভাবেই কেবল এক ও একক মহান স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণের আকাঙ্খা বিদ্যমান। মানব সমাজে সৃষ্ট অন্যায়ের প্রতিবাদ করা এবং দুর্বলের সাহায্যে এগিয়ে আসা তার স্বভাবসুলভ ব্যাপার। বীরত্ব ও কৃতিত্বের মধ্যে সে এক চরম আত্মতৃপ্তি লাভ করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'তারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম সাধনা করবে এবং

৩৬ এ. টি. এম. মুছলেহ উদ্দীন ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, Bmjvgx wek‡Kvl (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৬ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১১৭

৩৭ উদ্ধৃত, কাযি সানা উল্লাহ্ পানিপথি, অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক ও অন্যান্য সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, Zvdmxi gvRnvix (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩ খ্রি.), খ. ১০, পৃ. ২৯৭

৩৮ আব্দস শহীদ নাসিম, অনূদিত ও সম্পাদিত, Bmjvgx Rxeb-e¨e¯'vi †gŠwjK iƒc‡iLv (ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ১৪০

৩৯ আব্দস শহীদ নাসিম, অনূদিত ও সম্পাদিত, Bmjvgx Rxeb-e¨e¯'vi †gŠwjK iƒc‡iLv, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

Dhaka University Institutional Repository

কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না।'[৪০] এ বীরত্ব ও সাহসীকতার কারণেই মানুষ সকল বাধা, বিপদ ও মুসিবত উপেক্ষা করে ন্যায় প্রতিষ্ঠার সাধনায় আত্মোনিয়োগ করতে পারে। এটি মানুষের স্বভাবজাত শক্তি ও অন্তর্নিহিত প্রবণতা।

আমানতদারি: মানব স্বভাব সমূহের মধ্যে আমানতদারী একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক স্বভাব। আমানত অর্থ জ্ঞানের আলো, বিবেকের জ্যোতি বা পরম পবিত্র সত্ত্বার জ্যোতি ধারন করার যোগ্যতা। এ গুণটিও সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে, প্রয়োজন তাকে কেবল ঈমানের আলোয় জাগ্রত করে দেয়া। এ আমানতদারীতার কারণেই মানুষ আল্লাহ্‌র খালিফা হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং সত্য, ন্যায়, সুবিচার ও অন্যের অধিকার প্রতিষ্ঠার দায়ভার গ্রহণ করতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আসমান, যমিন ও পর্বতমালার নিকট এ আমানত পেশ করেছিলেন। তারা সেটি বহন করতে অস্বীকার করেছিল এবং শংকিত হলো। মানুষ এ আমানতের ভার গ্রহণ করে শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিল।'[৪১] এখানে আমানত বলতে আল্লাহ্‌র কুর'আনকে গ্রহণ, ধারন, বহন, অনুশীলন, সম্প্রচার ও বাস্তবায়নের কথা বুঝানো হয়েছে।[৪২] সুতরাং আমানতদারি মানুষের মৌলিক ও অন্তর্নিহিত স্বভাব। এ যোগ্যতা কেবল হযরত আদম ('আ.) ও তাঁর বংশধরদের মধ্যেই বিরাজমান বিধায় তারাই আল্লাহ্ তা'আলার খালিফার মর্যাদা লাভ করেছেন।

ক্ষমা: মানুষের মধ্যে আরেকটি সর্বোন্নত স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য হলো 'ক্ষমা'। প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি থাকা সত্ত্বেও তা থেকে বিরত থাকাই হচ্ছে ক্ষমা। এটি মূলত সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার একটি গুণ। তিনি পরম ক্ষমাশীল। কুফ্‌র, শির্‌ক, মুনাফেকি ও তাগুতি আচরণের পরও তিনি তাঁর সৃষ্ট জীবকে অবকাশ দেন, ক্ষমা করেন। সীমাহীন উদারতা ও অতি উচ্চ বড়ত্বের ইলাহি গুণ বৈশিষ্ট্যকে মানুষের ক্ষেত্রে মহৎ গুণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ স্বভাব তার অর্জন করার প্রয়োজন হয়না, কেবল এটিকে জাগ্রত বিবেকে লালন করাই মানুষের কাজ।

মানব সৃষ্টির মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মাঝে এ গুণ ও স্বভাবটি সৃষ্টি করেছেন। যাতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় এ মহত্মকে তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'আর তোমরা যদি ওদের মার্জনা কর, ওদের দোষ ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর তবে জেনে রেখ, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[৪৩] অন্যের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে মানুষ পরিতৃপ্তি লাভ করে, হৃদয়ে এক ধরনের নির্মল শীতলতা ও প্রশান্তি অনুভব করে। মানব হৃদয়ের এ বিশালত্বই মানুষকে জগতসমূহের আধিপত্য দান করেছে। ফিরিশতাগণের আশংকা ভুল প্রমাণিত করে অন্যান্য জাতির তুলনায় মানুষকে সুশৃংখল, সুনিয়ন্ত্রিত, সংঘবদ্ধ, সংগঠিত ও সৃষ্টিশীল একমাত্র জাতির মর্যাদা দান করেছে।[৪৪] যে মর্যাদা তাকে আল্লাহ্‌র খিলাফাতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত করেছে।

---

৪০ يُجَاهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ দ্র. আল কুর'আন, ০৫: ৫৪; এ হচ্ছে শির্‌ক ও মুনাফেকি থেকে পবিত্রতা লাভকারী মু'মিনগণের ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা। মু'মিন ব্যক্তিত্বের বিশেষ দু'টি উচ্চতর বৈশিষ্ট্য এখানে বর্ণিত হয়েছে, তাহলো আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা এবং দ্বিনের উপর অবিচল থাকা। এ ক্ষেত্রে সুবিধাবাদী ভীরু মুনাফিকদের মত কাফির নিন্দুকের নিন্দার ভয়, ইসলামের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব হারাবার ভয় অথবা সম্পদ বা জীবন হানীর ভয় কোন কিছুই তাদেরকে স্পর্শ করতে পারেনা। দ্র. কাযী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ পানীপথী (রহ.), অনু. মাওলানা মুহাম্মদ হাসনাত রহমতী, সম্পা. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক ও অন্যান্য, Zvdmx‡i gvhnvix (ঢাকা: ১৯৯৮ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৭২৮

৪১ হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইব্‌ন কাসির (রহ.), অনু. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, Zvdwmi Beb Kwmi (তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.), খ. ১৫, পৃ. ৮৮৫

৪২ এ. টি. এম. মুছলেহ উদ্দীন ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, Bmjvgx wek‡Kvl, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

৪৩ إِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ দ্র. ৬৪: ১৪; এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌র আরো বাণী হচ্ছে, ২৪: ২২; ০৩: ১৩৪; ৪২: ৪৩; ০৩: ১৫৯; ৪৬: ৩৫; ০৩: ১৩৩-১৩৪; ০২: ২৩৭

৪৪ ফিরিশতাগণের আশংকা এবং আল্লাহ্ তা'আলার বৃহৎ পরিকল্পনার কথা বর্ণনা করে অবতীর্ণ করা হয়েছে, قَالُوٓاْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ 'তারা বলেছিল, আপনি কি সেখানে এমন কাউকে নিয়োগ করবেন, যারা সেখানে বিপর্যয় বা অশান্তি সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত করবে? বরং আমরাইতো

Dhaka University Institutional Repository

সহিষ্ণুতা: ধৈর্য, দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা মানুষের আরেকটি মৌলিক স্বভাবসুলভ বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ্ তা'আলা পরম ধৈর্যশীল আর বান্দার মধ্যে এ বৈশিষ্ট্য তিনিই সন্নিবেশিত করে দিয়েছেন। যাতে মানুষ পরস্পরের ব্যাপারে ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে সর্বাত্মক কল্যাণ ও দয়াময়ের সর্বময় করুণা লাভ করতে পারে। মানব জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য 'আল্লাহ্‌র সন্তোষ্টি' অর্জনের উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে শান্তি ও সৃষ্টিকূলের নিরাপত্তা বিধানের নিমিত্বে 'আল্লাহ্‌র 'আইন' বাস্তবায়ন করা। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম প্রতিবন্ধকতা, বাধা-বিপত্তি ও বিপদের সম্মুখীন হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক।

এ পরিস্থিতিতে সফলভাবে সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের স্বভাবে 'সবর' নামক অতি উন্নত গুণ বৈশিষ্ট্য মিশ্রিত করে দিয়েছেন এবং আল কুর'আনে বহুবার এ মৌলিক স্বভাবকে সচেতনভাবে লালন করার জন্য তাকিদ দিয়েছেন।[৪৫] যেহেতু শয়তানকে অভিশপ্ত ও মানবজাতির চিরশত্রু হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে,[৪৬] সেহেতু সে কিছু আদম সন্তানকে তার মৌল সত্ত্বা ও দায়িত্বানুভূতি থেকে বিচ্যুত করে আল্লাহ্‌র খিলাফাতের বিরোধী শক্তি হিসেবে দাঁড় করাবে, এটিই স্বাভাবিক।[৪৭] অপরদিকে শয়তান ও তার অনুসারীদের এ চক্রান্ত মোকাবিলার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মধ্যে ধৈর্যশীলতার এ মহান স্বভাব দান করেছেন। মানুষ যেন শয়তানের ধোঁকায় পতিত না হয়ে অত্যন্ত দৃঢ়তা, একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে স্বীয় লক্ষ্যপানে অগ্রসর হতে পারে।

উপরোক্ত অতি উচ্চমানের ইতিবাচক স্বভাবসমূহ ছাড়াও মানুষের মাঝে আরো যে সমস্ত উন্নত মানবীয় স্বভাব বিদ্যমান তার মধ্যে বিশেষগুলো হচ্ছে সততা, সত্যবাদিতা, সত্যাশ্রয়ী হওয়ার প্রবণতা, মধ্যম পন্থায় সস্তি বোধ করা, পরোপকার বা অন্যের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেয়ার মানসিকতা, লজ্জাশীতা ও শালীনতা, লজ্জাস্থান ও বংশীয় পবিত্রতা রক্ষার গৌরব অনুভব, দানশীলতায় পরম প্রশান্তি অনুভব, ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের বিরত্ব, অনুরাগ, দয়া, মায়া, মমতা ও ভালবাসা, বিনয় ও কৃতজ্ঞতা, সুবিচার ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রবণতা, সেবামূলক মানসিকতা, মহা শক্তিমানের আনুগত্য ও ভয়ের প্রবণতা, সামাজিকতা ও আত্মীয়তার জন্য ত্যাগ স্বীকার পরিপাটি পবিত্রতা এবং পরিচ্ছন্নতার রুচিবোধ ইত্যাদি।

মানব অস্তিত্বে বিদ্যমান উপরোক্ত সুপ্ত স্বভাবগুলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করার জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুর'আন অবতীর্ণ করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে এর মহান প্রশিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। মানুষ পবিত্রতার সর্বোচ্চ স্তরে আরোহন করে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ করাই এর উদ্দেশ্য।

### ৩.১.৪ আল কুর'আনে মানুষের মৌলিক নেতিবাচক স্বভাব

মানব চরিত্রে বেশ কিছু নেতিবাচক স্বভাবও বিদ্যমান। এ সমস্ত নেতিবাচক স্বভাব থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কঠোর নির্দেশও প্রদান করেছেন। নেতিবাচক স্বভাবকে জয় করে পরিশুদ্ধি অর্জন করার জন্য পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। আর এ পথে সাফল্য অর্জনের জন্য প্রশিক্ষক হিসেবে নাবি

---

আপনার প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাসবিহ্ আদায় করছি আর আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আল্লাহ্ বলেছিলেন, আমি যা জানি তোমরা তা জান না।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ৩০

৪৫ وَٱصۡبِرۡ وَمَا صَبۡرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحۡزَنۡ عَلَيۡهِمۡ وَلَا تَكُ فِي ضَيۡقٖ مِّمَّا يَمۡكُرُونَ 'হে রাসূল, ধৈর্যশীলতার সাথে কাজ করতে থাকুন। আপনাকে এ সবরের সামর্থতো আল্লাহ্ই দান করেছেন। ওদের কার্যকলাপে আপনি দুঃখিত বা চিন্তিত হবে না এবং তাদের ষড়যন্ত্র ও কুটকৌশলের কারণে মন ভারাক্রান্ত করবেন না।' দ্র. আল কুর'আন, ১৬: ১২৭; সবর এবং এ বিষয়ক নির্দেশনা প্রসঙ্গে আরো বর্ণিত হয়েছে, আল কুর'আন, ৪৬: ৩৫; ০৬: ৩৪; ৩৭: ১০২; ৭০: ০৫; ১০: ১০৯

৪৬ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ 'আর তোমরা শয়তানের পদাংঙ্ক অনুসরণ করো না, সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ১৬৮

৪৭ قَالَ فَبِمَآ أَغۡوَيۡتَنِي لَأَقۡعُدَنَّ لَهُمۡ صِرَٰطَكَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ثُمَّ لَأٓتِيَنَّهُم مِّنۢ بَيۡنِ أَيۡدِيهِمۡ وَمِنۡ خَلۡفِهِمۡ وَعَنۡ أَيۡمَٰنِهِمۡ وَعَن شَمَآئِلِهِمۡۖ وَلَا تَجِدُ أَكۡثَرَهُمۡ شَٰكِرِينَ 'সে বলল, আপনি আমাকে যেমন উদভ্রান্ত অভিশপ্ত করেছেন, আমিও অবশ্য তাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য আপনার সরল পথে বসে থাকবো। এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনে থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।' দ্র. আল কুর'আন, ০৭: ১৬-১৭

Dhaka University Institutional Repository

ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। নাবি ও রাসূলের অবর্তমানে এ দায়িত্ব উলিল আমর তথা নেতা, রাষ্ট্র প্রধান ও 'আলিমগণের উপর অর্পণ করেছেন।[৪৮]

আর মানুষের মধ্যে এ বিপরীতমুখী আচরণ ও স্বভাব আল্লাহ্ তা'আলা এজন্যই বিদ্যমান রেখেছেন যে, বিবেকের স্বাধীনতাকে কাজে লাগিয়ে মানুষ যেন আল্লাহ্র 'আইন অনুসরণের মাধ্যমে পবিত্রতা, পরিশুদ্ধি ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হতে পারে। অথবা বিবেকের স্বাধীনতার সুযোগে বিদ্রোহী হয়ে অন্যায় অপরাধ ও অপবিত্রতার পথ বেছে নেয়। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা কর্মফল হিসেবেই তাদেরকে চিরস্থায়ী মহাপুরস্কার অথবা কর্মের পরিণতি হিসেবেই চিরস্থায়ী যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করবেন। আল কুর'আনে মানব স্বভাবের সে সমস্ত অপরাধ প্রবণতা বা নেতিবাচক স্বভাব রয়েছে সে বিষয়ে আলোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে, যেগুলো থেকে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে মুক্ত রাখতে চান।

'মানুষের সহজাত প্রকৃতির নেতিবাচক দিকগুলো হচ্ছে স্বেচ্ছাচারিতা ও নৈরাজ্য, ভয় ও কাপুরুষতা, উদাসীনতা, জড়তা ও স্থবিরতা, কৃপণতা, আত্মম্ভরিতা, লালসা ও ভোগবাদীতা, জোর জবরদস্তি প্রবণতা, অদূরদর্শিতা এবং সংশয়বাদিতা ও দূর্বলমনা ইত্যাদি।'[৪৯] 'মানুষের অন্তরের ক্ষতিকর রোগসমূহের মধ্যে সর্বাধিক ক্ষতিকর হিসেবে প্রমাণিত যে গুলো তা হচ্ছে অহংকার, হিংসা, মিথ্যাচার, ক্রোধ, ভোগের মোহ, দীর্ঘ আশা আকাঙ্খা, লৌকিকতা, সুখ্যাতির প্রবণতা, শত্রুতা পোষণ করা, লালসা, পরনিন্দা ও আত্মম্ভরিতা ইত্যাদি।'[৫০] এসমস্ত নেতিবাচক প্রকৃতি ও আবেগ অনুভূতি মানুষ বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রকাশ করে থাকে। সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে মানব স্বভাবকে পরিচ্ছন্ন করাই হচ্ছে আল কুর'আনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রধান কাজ।

মানব স্বভাবের নেতিবাচক দিকগুলো সম্পর্কে ইমাম গাযালি (র.) বলেন, 'এ গুলো হচ্ছে, ভোজন লিপ্সা ও কামরিপু, বাহুল্য কথন প্রবণতা, ক্রোধ, হিংসা, বিদ্বেষ, মালের মহব্বত বা আসক্তি, কৃপণতা, সম্মান লালসা, রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা, অহংকার বা আত্মগর্ব, উদাসীনতা এবং অজ্ঞানতাজনিত ভ্রান্তি।'[৫১] মানুষের মন্দ স্বভাবের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতিকর স্বভাব হচ্ছে 'আল কেব্র' বা অহংকার প্রবণতা। 'সত্যকে অস্বীকার করা এবং মানুষকে অবজ্ঞা বা হেয় প্রতিপন্ন করার প্রবণতাকেই অহংকার বলে।'[৫২] এটি একটি মনোঃরোগ বিশেষ। মানুষ ভাল করেই জানে এ পৃথিবীতে সে ছিল অস্তিত্বহীন, ভুমিষ্ট হওয়ার পর সে ছিল চরম অক্ষম ও অসহায়, এখনো সে প্রতিটি মূহুর্তে অন্যের

---

৪৮ يُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্য থেকে যে উলিল আমর (নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি) তার আনুগত্য কর।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ৫৯; এ প্রসঙ্গে আরো বর্ণিত হয়েছে, আল কুর'আন, ০৪: ১৩; ০৪: ৮০; ২৪: ৫৪; ২৪: ৫২; ২৪: ৫৩; ৪৭:৩৩; রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, 'যে আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করল। আর যে আমার হুকুম অমান্য করল সে আল্লাহ্রই হুকুম অমান্য করল। যারা আমিরের আনুগত্য করল তারা আমার আনুগত্য করল। আর যারা আমিরের আদেশ অমান্য করল তারা প্রকৃতপক্ষে আমারই আদেশ অমান্য করল।' দ্র. ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী (রহ.), সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, mwnn eLvix kixd (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৫ খ্রি.), খ. ১০, কিতাবুল আহ্কাম, পৃ. ৪০৫; হযরত আবূ দারদা (রা.) সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, 'নিশ্চয় 'আলিমগণই হচ্ছেন নাবিগণের উত্তরাধিকারী। তারা উত্তরাধিকার লাভ করেছেন 'ইল্‌মের। (হাদিসটি আবূ দাউদ, তিরমিযি, ইব্ন হিব্বান ও হাকিম উদ্ধৃত করেছেন) দ্র. সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান, অনু. ড. খন্দকার আ. ন. ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, wdKûm mbwb Iqvj AvQvi (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৫৩

৪৯ আফজাল হোসাইন, অনু. অধ্যাপ মোশাররাফ হোসাইন, wkÿv I cwkÿY (ঢাকাঃ ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ১০০

৫০ মাওলানা মুহাম্মদ হুমায়ন কবির খান, kqZv‡bi †gvKwejv Ges Avjøvn cwßi Dcvq (ঢাকাঃ সিরাজাম মুনীরা প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৭৩

৫১ হযরত ইমাম গাযালি (র.), অনু. আব্দুল খালেক, †mŠfv‡M¨i cikgwb (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পঞ্চম সংস্করণ, ২০০৩ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৫১

৫২ D×„Z, ÔAvjøvgv Avey RvÔdi gynv¤§` Be&b Rvwii AvZ Zvevwi (in.), *Zvnwheyj AvQvi* (ˆeiæZ: `viæj gvÔwidv, 1406 wn/1986 wLª.), L. 6, c„. 218

উপর নির্ভরশীল, অন্যের সাহায্য ছাড়া তার মূহুর্তকালও বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, নিজের শরীর এবং স্বাস্থ্যের ব্যাপারে পর্যন্ত সে বড়ই অসহায়, অতিশীঘ্রই বার্ধক্য তাকে গ্রাস করবে এবং যে কোন সময় তার সম্পদ ও জীবন নিঃশেষ হয়ে যাবে।[৫৩]

তদুপরি সে অপরিণামদর্শী মানুষটি কিভাবে নিজের মধ্যে মিথ্যা অহংকারকে প্রশ্রয় দেয়! পৃথিবীতে কোন মানুষেরই এমন কোন যোগ্যতা নেই, যার কারণে সে অন্যের সাথে গর্ব বা অহংকার করতে পারে। হৃদয়, মন, ও স্বভাব থেকে অহংকার নামক রোগ অব্যাহত প্রচেষ্টার মাধ্যমে দূর করতে না পারলে, সে মানুষটির ধ্বংস অনিবার্য।[৫৪] আল্লাহ্ তা'আলা সর্বাধিক 'ইবাদাতকারি হওয়া সত্ত্বেও ইবলিসকে কেবল অহংকার প্রদর্শণের কারণে ধ্বংস করেছিলেন। ফলে সে অভিশপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।[৫৫]

অহংকার বা আত্মগৌরব জঘন্য খারাপ স্বভাব, এটি করলে আল্লাহ্ তা'আলার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়, অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই শোভা পায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'আমি কত গ্রাম, গঞ্জ ও বস্তিই না ধ্বংস করে দিয়েছি যার অধিবাসীরা স্বীয় জীবিকা ও সহায় সম্পদ নিয়ে গর্ব অহংকার করতো। এগুলোই তাদের ঘর বাড়ী, তাদের পরে সেখানে কম সংখ্যক লোক বসবাস করেছে। অবশেষে আমিই চূড়ান্ত মালিক রয়েছি।'[৫৬] অহংকার নামক এ মৌলিক মানসিক রোগ থেকেই তৈরি হয় বাড়াবাড়ি, যুল্ম বা অত্যাচার, শক্তি প্রয়োগ প্রবণতা, অন্যের সম্মান ও অধিকার অস্বীকার করার মনোবৃত্তি ইত্যাদি মারাত্মক ক্ষতিকর সামাজিক সংকট। অথচ মানুষ আল্লাহ্র দাস মাত্র। তার মধ্যে অন্যের তুলনায় বাড়তি যা কিছু রয়েছে, সবই আল্লাহ্ তা'আলা মালিক হিসেবে তাকে করুণা করে পরীক্ষা স্বরূপ দান করেছেন। সময় মতো তিনি সবই কেড়ে নিবেন। দাস যেন নিজের অসামর্থের ব্যাপারে সচেতন থাকে এবং নিজেকে মনিব আল্লাহ্ তা'আলার অনুরূপ স্বয়ংসম্পূর্ণ না ভাবে।

হিংসা বা 'আল হাসাদ' মানব প্রকৃতির আরেকটি অতি নিকৃষ্ট স্বভাব।[৫৭] অন্যের মঙ্গল, উন্নতি বা কল্যাণ দেখলে মনে কষ্ট অনুভব করা এবং সচেতন ভাবে অথবা অবচেতন মনে সেটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার কামনা লালন করাই হচ্ছে হিংসা।[৫৮] ভোগবাদি মানসিকতা, পৃথিবীর জীবনকেই চূড়ান্ত জ্ঞান করা, তুচ্ছ সম্পদ ও সম্মানের প্রতি নিজে লালায়িত থাকা ইত্যাদি হচ্ছে হিংসার প্রাথমিক লক্ষণ।[৫৯] মাটির স্বভাবে, মাটির স্বাদে ও ঘ্রাণে বেড়ে উঠার কারণে মানুষের মধ্যে অত্যন্ত নিচু মানের এ প্রবণতা

---

৫৩ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 'তোমরা কি করে আল্লাহর প্রতি অস্বীকৃতি ও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছো, অথচ তোমরা ছিলে মৃত (অস্তিত্বহীন), তারপর তিনিই তোমাদের জীবন তথা অস্তিত্ব দান করেছেন। পুনরায় তিনিই তোমাদের জীবন কেড়ে নিবেন, আবার তোমাদের জীবিত করবেন এবং সর্বশেষ তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিবেন।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ২৮

৫৪ ইমাম গাযালি (রহ.), অনু. আব্দুল খালেক, †mŠfv‡M¨i cikgwY, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৫৭

৫৫ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ 'যখন আমরা ফেরেশতাদের বলেছিলাম 'আদমকে সিজদা করো' তখন তারা সবাই সিজদা করলো কেবল ইবলিশ ব্যতীত। সে সিজদা করতে অস্বীকার করলো, অহংকার করলো এবং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ৩৪; فَٱدْخُلُوۤاْ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ 'এখন যাও জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ করো, সেখানেই তোমাদের চিরদিন অবস্থান করতে হবে, বস্তুত এটি অহংকারিদের জন্য নিকৃষ্ট বাসস্থান।' দ্র. আল কুর'আন, ১৬: ২৯

৫৬ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلاَّ قَلِيلاً وَكُنَّا نَحْنُ ٱلْوَارِثِينَ দ্র. আল কুর'আন, ২৮: ৫৮; অহংকারের ভয়ানক পরিণতি সম্পর্কে আরো উদ্ধৃত আছে, আল কুর'আন, ৩১: ১৮; ০৪: ৩৬; ১৬: ২২-২৩; ৫৭: ২৩; ৩৭: ৩৪-৩৫; ১০৪: ১; ২৩: ০৩

৫৭ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 'আমি পানাহ্ চাই প্রত্যেক হিংসুকের হিংসা হতে, যখন সে হিংসা করে।' দ্র. আল কুর'আন, ১১৩: ০৫

৫৮ ইমাম গাযালি (রহ.), অনু. আব্দুল খালেক, †mŠfv‡M¨i cikgwY, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৪০

৫৯ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ˆ'bw›`b Rxe‡b Bmjvg (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৮ম সংস্করণ, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৭৪০

Dhaka University Institutional Repository

অতি সুক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে। মানুষ অন্যের তুলনায় নিজেকে সকলদিক থেকে সুখী, সমৃদ্ধশালী, বিজয়ী ও শ্রেষ্ঠ হিসেবে দেখতে চায়, হিংসার বীজ মূলত এখানেই নিহীত। অথচ তার জানা দরকার পৃথিবীর জীবনের এসমস্ত বন্টন মানুষের ইচ্ছাধীন নয় বরং এটি আল্লাহ্‌র বন্টন। আর এর উপযোগ তথা ব্যবহার নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী, যা অতি দ্রুতই নিঃশেষ হয়ে যাবে।[৬০]

অপরদিকে অন্যের ক্ষতির মধ্যে নিজের কল্যাণ খুঁজতে গিয়ে সে অন্যের ক্ষতি তো করতে পারেইনা বরং নিজের কল্যাণের জন্য সুস্থ্য মস্তিষ্কে ভাল কোন কাজও করতে সামর্থ হয়না। এটি এক ধরনের মানসিক রোগ, যার সঠিক ঔষধ যথাসময়ে প্রয়োগ করতে ব্যার্থ হলে এ রোগ এতোই বৃদ্ধি পায় যে, শেষ পর্যন্ত রোগীকে মৃত্যুর পূর্বেই জাহান্নামের যন্ত্রণায় নিক্ষেপ করে ছাড়ে এবং তার সকল ভাল কর্মকে নিঃশেষ করে দেয়।

ঈর্ষাপরায়ণ লোক অন্যের ক্ষতি করতে পারুক আর নাই পারুক, আজীবন অন্তর জ্বালায় সে নিজে যে নিঃশেষ হয়ে যায়, তাতে কোন সন্দেহ থাকে না।[৬১]

কারো প্রতি হিংসা করা আল্লাহ্‌র দান ও অনুগ্রহে অসন্তুষ্টির অন্তর্ভুক্ত। অন্তরে ঈর্ষা পোষণ সম্পূর্ণ হারাম বা নিষিদ্ধ। 'অন্তরে অন্যের প্রশংসা করার মনোভাব পোষণ করা, মানুষের প্রতি কোমলতা, বিনয় ও নম্রতা পোষণ করা, সকলকে বন্ধু ভাবা, সকলের কল্যাণ কামনার প্রচেষ্টা অন্তরে জাগ্রত রাখা এবং ভোগবাদি মনোভাব পরিহার করে পৃথিবীর জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে সদা সচেতন থাকা হিংসা থেকে পরিত্রাণের কার্যকরি উপায়।'[৬২] এছাড়া আল্লাহ্‌র সৃষ্টির বিশালত্ব উপলব্ধি, সৃষ্টির সৌন্দর্য ও মর্ম সম্পর্কে গভীর পর্যবেক্ষণ ও ধ্যান, হৃদয়ে প্রশান্তি অনুভবের চেষ্টা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা এ সমস্ত উচ্চ পর্যায়ের সাধনা হৃদয় হতে ঈর্ষা দূরীকরণে অত্যন্ত সহায়ক।

ঈর্ষা এমন একটি মৌলিক মনোব্যাধী যা অতি সংগোপনে মানুষের নৈতিক আচরণকে চরম নিকৃষ্টতম পর্যায়ে নিক্ষেপ করে। মানব আচরণে ঈর্ষার বহিঃপ্রকাশ ঘটে অন্যান্য যে সমস্ত নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তা হচ্ছে, লোভ, অন্যের অকল্যাণ কামনা, অপবাদ ও অপপ্রচার প্রবণতা, বিশ্বাসঘাতকতা, ঠাট্টা বা উপহাস, অন্তরে শত্রুতা পোষণ, ধোঁকা ও প্রতারণা এবং কুটনামি বা চোগলখুরি করা ইত্যাদি। সুতরাং ঈর্ষা শুধু একটি খারাপ স্বভাবই নয় রবং সেটি অসংখ্য খারাপ স্বভাবের উৎসস্থল।

ক্রোধ, ক্ষোভ ও প্রতিশোধ পরায়ণতা মানুষের মৌলিক নেতিবাচক স্বভাব। যেটি থেকে মানব চরিত্রে অসংখ্য ক্ষতিকর আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কারো থেকে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য অন্তরে যন্ত্রণা অনুভব করা এবং দেহে এক ধরনের উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়াকে ক্রোধ বলে। স্বার্থপরতা থেকেই সাধারণত ক্ষোভের উৎপত্তি হয়। মানুষের ক্রোধ নামক রিপুর দুয়ার দিয়ে শয়তান আত্মায় প্রবেশ করে এবং মানুষকে ভয়ানক ক্ষতির দিকে নিক্ষেপ করে। তাই এটি দমন প্রত্যেক মুসলিমের জন্য

---

৬০ পৃথিবীর এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের ভোগ বিলাসের গুরুত্বহীনতা সম্পর্কে বর্ণিত হচ্ছে, وَمَا ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَآ إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ ٱلآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ 'আর পার্থিব জীবনতো এবং তামাশা ব্যতীত কিছুই নয়, আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্য পরকালের বাসস্থানই উত্তম, তোমরা কি ভেবে দেখ না?' দ্র. আল কুর'আন, ০৬: ৩২

৬১ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, 'তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাক। কেননা হিংসা এমন ভাবে সাওয়াবকে খেয়ে ফেলে যেভাবে আগুন লাকড়িকে খেয়ে ফেলে।' দ্র. mbvb Ave 'vD', হাদিস নং-৪৯০৩; আবদ হুমাইদ, বায়হাকি ফি শুয়াবিল ঈমান; হযরত আবু হুরায়রা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতে এ বিষয়ে আরেকটি হাদিস বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তোমরা পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করবে না, বিবাদ করবে না, আল্লাহ্‌র বান্দা ভাই ভাই হয়ে থাকবে।' দ্র. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারি, অনু. মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, Avj Av'vej gdiv' (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি.), হাদিস নং-৪০২, পৃ. ১৯৬

৬২ ইমাম গাযালি (রহ.), অনু. আব্দুল খালেক, †mŠfv‡M¨i cikgwY, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৪৪

অপরিহার্য।[৬৩] আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষদেরকে ক্ষমাকারী। আর আল্লাহ্ তা'আলা সৎকর্ম পরায়ণদেরকে ভাল বাসেন।'[৬৪]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, 'মল্লযোদ্ধা প্রকৃত শক্তিশালী নয়। বরং প্রকৃত শক্তিশালী হচ্ছে সে, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।'[৬৫] এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আরো বলেন, 'তোমরা রাগ থেকে বেঁচে থাক। কেননা রাগ হলো একটি জ্বলন্ত অঙ্গার, যা আদম সন্তানের ক্বাল্বের মধ্যে প্রজ্জলিত করা হয়। তুমি কি দেখনি যে, যখন সে রাগ করে তখন তার ঘাড়ের রগ ফুলে উঠে এবং তার চোখ লাল হয়ে যায়? সুতরাং যে ব্যক্তি এরূপ কিছু অনুভব করবে সে যেন মাটির সাথে লেগে থাকে।'[৬৬] এ ক্রোধ হচ্ছে খারাপ কাজের চাবি। শিক্ষা দাও ও সাচ্ছন্দ সৃষ্টি কর। আর যখন তুমি ক্রুদ্ধ হও, তখন মৌনতা অবলম্বন কর।'[৬৭] ক্রোধের সময় মানুষ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তাই শয়তান তাকে নিয়ে তখন এমনভাবে খেলায় মত্ত হয়, যেভাবে শিশুরা বল নিয়ে খেলা করতে থাকে। ফলে সে এমন কাজ করে বসে, যে কারণে পরবর্তীতে তাকে অনুতপ্ত হতে হয়।

এ ক্রোধের কারণে মানুষের মাঝে অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ যে সমস্ত আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে তা হচ্ছে, অসদাচরণ, অন্যায় আক্রমণ, চরম দুর্ব্যবহার, ভাংচুর করা, লাগামহীন কথাবার্তা, সন্ত্রাস ও হত্যা ইত্যাদি। হত্যার মতো জঘন্য অপরাধের জন্মদাতাও এ ক্ষোভ নামক মৌলিক মনোব্যধি।[৬৮] মানুষ যতবেশী আত্মপুজারী, স্বার্থান্বেষী, অহংকারি ও হিংসা পরায়ণ হবে, তার মধ্যে ততবেশী পরিমাণে ক্ষোভ প্রবণতা সৃষ্টি হতে থাকবে। এ ক্ষোভ থেকে পরিত্রাণের জন্য দরকার সর্বাবস্থায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন, ইহ্সান বা পরোপকার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার মানসিকতা লালন, লোভ নিয়ন্ত্রণ, দয়া ও কোমলতায় আত্ম প্রশান্তি লাভের চেষ্টা, হৃদয়ের উদারতা পোষণ এবং যে কোন বিষয়ে ত্যাগের মানসিকতা।

লৌকিকতা, প্রদর্শনেচ্ছা, আত্মপ্রচার  মানুষের নেতিবাচক স্বভাব। আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্যের নিকট মান মর্যাদা কামনা করার নাম 'রিয়া,।[৬৯] লোকেরা দেখবে এবং তার সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করবে, এরূপ উদ্দেশ্যে কোন কাজ বা 'ইবাদাত করাকে রিয়া বলে।[৭০] আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'সে সকল নামাজিদের জন্য ধ্বংস যারা নিজেদের নামাজ থেকে উদাসীন। যারা লোক দেখানো 'ইবাদাত করে এবং মানুষকে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রি প্রদান করা থেকে বিরত থাকে।'[৭১] আল্লাহ্‌র 'ইবাদাতে লোক দেখানো ভাব মহাপাপ এবং প্রকারান্তরে এটি শির্ক বা অংশীবাদের তুল্য। পুণ্যবান লোকের অন্তরে রিয়া অপেক্ষা মারাত্মক ব্যাধি আর কিছু নেই। 'ইবাদাত বা সৎকর্মে অন্যের ভক্তি আকর্ষণ উদ্দেশ্য থাকলে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বলে পরিগণিত হয় না। আর যে কোন কাজে

---

৬৩ মাওলানা মুহাম্মদ হুমায়ন কবির খান, kqZv‡bi †gvKwejv Ges Avjøvn cwßi Dcvq (ঢাকা: সিরাজাম মুনীরা প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৭৮

৬৪ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلۡكَٰظِمِينَ ٱلۡغَيۡظَ وَٱلۡعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ দ্র. আল কুর'আন, ০৩: ১৩৪

৬৫ ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারি, Avj Av'vej gdiv', প্রাগুক্ত, হাদিস নং-১৩৩৪, পৃ. ৫৭৩

৬৬ প্রাগুক্ত, হাদিস নং-১৩৩৬, পৃ. ৫৭৪

৬৭ প্রাগুক্ত, হাদিস নং-১৩৩৭, পৃ. ৫৭৪

৬৮ মাওলানা মুহাম্মদ হুমায়ন কবির খান, kqZv‡bi †gvKwejv Ges Avjøvn cwßi Dcvq, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

৬৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

৭০ আব্দুল মান্নান তালিব অনূদিত, Zvdnxgj †KviAvb (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২২ তম প্রকাশ, ২০০৯ খ্রি.), খ. ১৯, পৃ. ২৫৮; এটি মুনাফিকদের একটি বৈশিষ্ট্য। তারা হৃদয়ে কপটতা, কলুষতা ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত চিন্তাভাবনা নিয়ে মুসলিমদের মাথে একাকার হওয়ার চেষ্টা করে মাত্র। আসলে তারা সর্বান্তকরণে অপবিত্রই রয়ে গিয়েছে। কারণ, তারা যখন সমাজে মিশে তখন লোক দেখানের জন্য নামাজ পড়ে ও ভাল কাজ করে। কিন্তু যখন তারা একা থাকে তখন তারা নামাজ ছেড়ে দেয়। وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلٗا 'আর যখন তারা নামাজের জন্য উঠে অবসাদগ্রস্তের ন্যায় উঠে। লোকদের দেখায়, আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে খুব কমই।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ১৪২

৭১ فَوَيۡلٞ لِّلۡمُصَلِّينَ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ দ্র. আল কুর'আন, ১০৭: ৪-৭

Dhaka University Institutional Repository

লোকের ভক্তি আকর্ষণ ও আল্লাহ্‌র ‘ইবাদাত উভয় উদ্দেশ্য হলে শির্‌ক। এখানে আল্লাহ্‌র সাথে মানুষকে অংশিদার করে তারও ‘ইবাদাত করা হলো।[৭২]

লৌকিকতা বা আত্ম প্রচারের কয়েকটি মৌলিক কারণ মানব চরিত্রে বিদ্যমান থাকায় মানুষের মধ্যে অতি ক্ষতিকর এ রোগটির উপশম অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আত্ম প্রচারের প্রধান কারণ হচ্ছে অধিক প্রাপ্তির আশা, এবং সে আশাটি স্বীয় রবের কাছে না করে মানুষের কাছে করা। আত্মপ্রচারের রোগে আক্রান্ত মানব নিজেকে বিশ্বস্ত, আমানতদার, পরহেজগার ও সন্দেহজনক ধন বর্জনকারীরূপে পরিচয় প্রদান করে প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জন করত কুকর্মের সুযোগ সুবিধা লাভের প্রত্যাশায় সততার খোলস পরিধান করে।[৭৩] এটি সরাসরি প্রতারণা বা প্রবঞ্চণার অন্তর্ভুক্ত।

আবার কখনো সে কেবল পার্থিব ও ক্ষণস্থায়ী লাভের প্রত্যাশায় তার প্রজ্ঞা, জ্ঞান, বিচক্ষণতা, বক্তব্য, লেখনি বা সাধুতা ইত্যাদি প্রয়োগ ও প্রচার করে থাকে। প্রত্যাশা পূরণ হয়ে গেলে তার নিকট থেকে সে সমস্ত গুণ আর প্রকাশিত হয়না। এটিও পরিকল্পিত প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। কখনো সে শুধুমাত্র সম্মান, প্রতিপত্তি, প্রভাব ও মর্যাদা বৃদ্ধির আশায় উত্তম পোষাক পরিধাণ করে, মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করে, দান ও অনুদান প্রদান করে, স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় অর্থব্যয় করে। কখনো বিশেষ কোন কারণে তার উদ্দেশ্য অর্জনে বেঘাত ঘটলেই তার আসল উদ্দেশ্য উম্মোচিত হয়ে পড়ে।

মানব স্বভাবে লৌকিকতা এমন একটি মৌলিক মনোবিকৃতি, যার থেকে সৃষ্টি হয় ধোঁকা ও প্রতারণা। আর এ প্রতারণা কখনো সে করে নিজের সাথে, কখনো নিজ রবের সাথে, কখনো সমাজের মানুষের সাথে। প্রকারান্তরে সে সকল প্রতারণাই নিজের সাথে করে।[৭৪] আর এ প্রতারণা থেকে অসংখ্য পারিবারিক ও সামাজিক সংকট সৃষ্টি হয়। ক্ষমতা ও সম্মান লিপ্সা এ দু’টি চরম নেতিবাচক প্রবণতা থেকেই আত্ম প্রচার বা রিয়ার উৎপত্তি। প্রশংসা প্রীতি, নিন্দা ভীতি ও পর প্রত্যাশী এ তিনটিও রিয়ার মৌলিক কারণ।[৭৫] এগুলো হৃদয় মন থেকে সমূলে উৎপাটন করার জন্য কেবল আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করতে হবে।[৭৬]

কোন কিছু কেবল আল্লাহ্‌র নিকটই প্রত্যাশা করতে হবে। ভোগবাদী মানসিকতা ত্যাগ করে পরকাল মুখী চিন্তা ভাবনা সর্বদা লালন করতে হবে। পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী সম্পদ ও মান সম্মানের প্রকৃত বিচারে গুরুত্বহীনতা হৃদয়ে জাগ্রত রাখতে হবে। সার্বক্ষণিক যিক্‌র[৭৭] এ মশগুল থাকতে হবে। সকল কাজের কেন্দ্র বিন্দু হবে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। লালসা, লোভ, অতি আকাঙ্খা মানব স্বভাবের অত্যন্ত নেতিবাচক আরেকটি মৌলিক স্বভাব। ভাল মন্দ বাছ বিচার না করে কেবল সাময়িক স্বার্থের কারণে

---

৭২ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ‘অনন্তর যে ব্যক্তি স্বীয় প্রভূর দর্শন লাভের আশা রাখে তার উচিত যে, সৎকাজ করে এবং আপন রবের ‘ইবাদাতে কাউকে শরিক না করে।’ দ্র. আল কুর’আন, ১৮: ১১০

৭৩ ইমাম গাযালি (রহ.), অনু. আব্দুল খালেক, †mŠfv‡M¨i cikgwY, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৩০

৭৪ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ‘তারা যখন ঈমানদার লোকদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে আমরা ঈমানদার। কিন্তু নিরিবিলিতে যখন তারা তাদের শয়তানদের সাথে একত্রিত হয়, তখন তারা বলে, আসলে আমরা তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি, আর তাদের সাথে আমরা শুধু ঠাট্টাই (প্রতারণা) করি মাত্র।’ দ্র. আল কুর’আন, ০২:১৪

৭৫ ইমাম গাযালি (রহ.), অনু. আব্দুল খালেক, †mŠfv‡M¨i cikgwY, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯

৭৬ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ্ তার জন্য যথেষ্ট, আল্লাহ্ তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেনই, তিনি প্রতিটি বস্তুর জন্য নির্ধারণ করেছেন পরিমাণ ও মাত্রা।’ দ্র. আল কুর’আন, ৬৫: ০৩; أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ‘আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?’ দ্র. আল কুর’আন, ৩৯: ৩৬

৭৭ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ‘যারা মুমিন, আল্লাহ্‌র স্মরণে তাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্‌র স্মরণ দ্বারাই অন্তরে প্রশান্তি এসে থাকে। জেনে রেখ, আল্লাহ্‌র স্মরণ আসলে এমন জিনিস যার দ্বারা হৃদয় পরম শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে থাকে।’ দ্র. আল কুর’আন, ১৩: ২৮

Dhaka University Institutional Repository

কোন বস্তুর প্রতি আকাঙ্খা লালন করাকে লালসা বা লোভ বলে।[৭৮] পৃথিবীতে বহুলোক সম্মান, সম্পদ, নেতৃত্ব ও প্রশংসা লাভের আকাঙ্খায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। আর এ প্রবৃত্তিসমূহের কারণেই মানুষ পরস্পর শত্রুতা, ঝগড়া-বিবাদ ও পাপের কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

প্রধানত 'দু'টি বিষয় মানুষকে নিশ্চিত ধ্বংস করে একটি হল, প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং অন্যটি হচ্ছে, নিজের গুণ ও প্রশংসা শ্রবণের লালসা। বৃষ্টির পানি যেমন তৃণাদি জন্মায়, লালসা তেমন মানব মনে কপটতা জন্মায়।'[৭৯] মানুষের এ লালসা প্রবণতা আল্লাহ্ তা'আলাই তার মধ্যে পরীক্ষা হিসেবে দান করেছেন যাতে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়, কে লালসার পিছনে দৌঁড়ায় আর কে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য পরকালকে প্রাধান্য দেয়।[৮০] সুতরাং লালসা মানুষের একটি স্বাভাবিক নেতিবাচক প্রবণতা। কেবল আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত পদ্ধতিতে আত্মশুদ্ধি অর্জনের মাধ্যমেই এরূপ বিধ্বংসী মনোরোগ থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব। কেননা হৃদয় সংশোধন না করলে মানুষ এ সমস্ত ক্ষতিকর মনোরোগ থেকে মুক্তি পেতে পারেনা। সে স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে আর পরকালে আল্লাহ্‌র অনিবার্য শাস্তির জন্য শুধু কিছুমাত্র সময় অপেক্ষা করতে থাকবে।

এ সমস্ত হচ্ছে মানব স্বভাবে বিদ্যমান মৌলিক নেতিবাচক বা খারাপ দিক। এছাড়াও মানুষের মধ্যে আরো কিছু বিশেষ নেতিবাচক দিক রয়েছে যেমন, অদূরদর্শীতা, সংকীর্ণতা, অকৃতজ্ঞতা, অসতর্কতা, ভুলে যাওয়ার প্রবণতা, স্বার্থপরতা, অলসতা, আরাম প্রিয়তা ও হতাশা ইত্যাদি। আল্লাহ্‌র বিধান মোতাবিক ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে মানুষের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করলে, মানুষ এসমস্ত নেতিবাচক স্বভাবকে পরাজিত করে সম্পূর্ণ ইতিবাচক এবং সফল মানুষে পরিণত হতে পারে।

### ৩.২ আল কুর'আনে মনবাত্মার পরিচয়

মানবাত্মা নিরাকার এক অবিনাশী সত্ত্বা। এটি অবিভাজ্য এবং অশরীরী। আত্মা মানবদেহের চালিকা শক্তি। এটি ছাড়া দেহ অচল। তাই দেহকে সচল বা গতিশীল রাখতে হলে আত্মাকে পরিশুদ্ধ রাখা অপরিহার্য। আর আত্মাকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করতে হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর অনুসৃত নীতিতে আত্মপরিচর্যা করতে হবে। মানব জীবনের শান্তি মূলত আত্মার পরিশুদ্ধি ও প্রশান্তির মধ্যে নিহিত। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্ তা'আলা মানবাত্মা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যেন মানুষ নিজেকে অন্যান্য জীবের মতো মনে না করে বরং স্বীয় পরিচয় লাভ করতে পারে।

আত্মা অর্থ হচ্ছে প্রবৃত্তি যার মধ্যে ক্রোধ ও লোভের শক্তি আছে। মানুষের দোষাবলীর সমন্বয়ের মূল বস্তু হচ্ছে আত্মা। অথবা মানবদেহের পুষ্টি সাধনের নিমিত্তে এক বা একাধিক খাদ্যরূপ উত্তেজক উপাদান তথা জৈব রসায়নের সংমিশ্রণ, যার ফলে প্রবৃত্তি নিচয়ের উদ্ভব ঘটেছে তা হচ্ছে আত্মা।'[৮১] আবার 'রুহ্' বা ক্বাল্‌বকেও আত্মা বলা হয়। এ পর্যায়ে মানবাত্মার পরিচয়, মানব দেহ ও মানবাত্মার

---

৭৮ মাওলানা মুহাম্মদ হুমায়ন কবির খান, kqZv‡bi †gvKwejv Ges Avjøvn cwß i Dcvq, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮; রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আদম সন্তান বড় হয়, আর তার সাথে দু'টি জিনিস বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রথমটি হল সম্পদের মোহ আর দ্বিতীয়টি হল দীর্ঘায়ু কামনা। দ্র. ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারি, মাওলানা উবায়দুল হক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত, eLvix kixd (ঢাকাঃ ইফাবা, পঞ্চম সংস্করণ, ২০০৬ খ্রি.), হাদিস নং ৬০৫৮; হযরত হাতেম আল আসম বর্ণনা করেন, 'তিনটি বস্তু আনুগত্যের মূল সেগুলো হচ্ছে চিন্তা, সন্তুষ্টি ও ভালবাসা। আর পাপ কাজেরও মূল তিনটি বস্তু তা হচ্ছে অহংকার, লোভ-লালসা ও হিংসা।' দ্র. বায়হাকি ফি শুয়াবিল ঈমান, হাদিস নং-৮২২১

৭৯ ইমাম গাযালি (রহ.), অনু. আব্দুল খালেক, †mŠfv‡M¨i cikgwY, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২০১

৮০ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنْطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ ٱلْمَآبِ 'নারী, সন্তান, সোনা-রুপার স্তুপ, উন্নত ঘোড়া বা বাহন, গবাদি পশু এবং ক্ষেত খামারের প্রতি ভালবাসা ও আসক্তি মানুষের জন্য সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে। এসবই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর ভোগের বস্তু। আর উত্তম আশ্রয়স্থল তো রয়েছে আল্লাহ্‌র কাছেই।' দ্র. আল কুর'আন, ০৩: ১৪

৮১ মাওলানা মুহাম্মদ হুমায়ন কবির খান, kqZv‡bi †gvKwejv Ges Avjøvn cwß i Dcvq, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্ক, মানবাত্মার প্রকৃত অবস্থা এবং মানবাত্মার সাথে আল্লাহ্ তা'আলার সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করা হল:

### ৩.২.১ আল কু'রআনে মানবাত্মার স্বরূপ

আত্মা এবং এর স্বাভাবিক গুণ সম্পর্কে ইসলামি শারি'আহ্তে বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়না। তবে মুসলিম দার্শনিকগণ এবং 'ইল্মে মা'রিফাতের জ্ঞানে আলোকিত 'আলিম ও সূফিগণ এ বিষয়ে নিজস্ব গবেষণা লব্ধ বিশ্লেষণ, অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করেছেন।

'লোকেরা আপনাকে আত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। আপনি বলুন, আত্মা আমার রবের হুকুম।'[৮২]
আত্মা আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট এবং 'আলমে আমরের অন্তর্ভুক্ত একটি বিশেষ সৃষ্টি।[৮৩] 'আলমে খাল্ক ও 'আলমে আমর দু'টি স্বতন্ত্র জগত। যে সকল বস্তুর দৈর্ঘ, প্রস্থ, উচ্চতা ও সংখ্যা আছে তাকে 'আলামে খাল্ক বা জড়জগত বলে। আত্মার আকার বা পরিমাপ নেই, এটি অবিভাজ্য এবং পরিমাপের উর্ধ্বে।
এটি আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন তাই এটি সৃজিত অর্থে 'আলমে খাল্কের অন্তর্ভুক্ত। অপরদিকে এর কোন আকার নেই, পরিমাণ নেই, বিভক্ত করা সম্ভব নয় ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের কারণে এটি 'আলমে আমরের অন্তর্ভুক্ত।[৮৪] মানবাত্মা অনাদি নয়। এটি গুণ পদার্থও নয়। কারণ গুণ পদার্থ স্বয়ং বিদ্যমান থাকতে পারেনা, গুণাধার পদার্থের আশ্রয়ে অবস্থান করে। আত্মা যখন মানুষের আসল জিনিস এবং দেহ তার অধীন, তখন আত্মা কিরূপে গুণ পদার্থ হতে পারে? আবার আত্মা সাকার বা শরিরী বস্তুও নয়। কেননা শরীর বিভাজ্য, তার অংশ হতে পারে আত্মা বিভক্ত হতে পারে না।[৮৫]

আত্মা  প্রতিটি প্রাণির দেহে স্রষ্টার আদেশে নির্দিষ্ট সময়কাল বাস করে, নির্দিষ্ট সময় পার হলে আত্মা দেহ ছেড়ে চলে যায়। মানুষ যেমন বসবাসের অনুপযোগি বাসায় থাকেনা, বাসা ছেড়ে চলে যায় আত্মাও তেমন বসবাসের অনুপযোগি দেহে থাকেনা, দেহ ছেড়ে চলে যায়। আত্মা আসলে একটি শক্তি, দেহ তার বাহন, মস্তিষ্ক এ সবের পরিচালনাকারী।[৮৬] মানুষ যদি মেধা ও বুদ্ধি দিয়ে সততা এবং নিষ্ঠার সাথে আত্মার যথাযথ উন্নতি সাধন করে, তবে আল্লাহ্র নিকট পুরস্কৃত হয়, নয়তো হয় তিরস্কৃত।

### ৩.২.২ আল কুর'আনে মানবদেহ ও মানবাত্মার সম্পর্ক

---

৮২ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً দ্র. আল কুর'আন, ১৭: ৮৫; রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে আত্মার পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তাঁকে কেবল এতটুকুই বলতে নির্দেশ দেয়া হলো যে, এটি মহান আল্লাহ্র আদেশ বিশেষ এবং এর সঠিক পরিচয় ও প্রকৃতি সম্পর্কে আল্লাহ্ই ভাল জানেন। আত্মা অদৃশ্য ও অতিন্দ্রিয় রহস্য, আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ সৃষ্টি। মানুষের সীমিত জ্ঞানে এর রহস্য ভেদ করা অসম্ভব। এ ব্যাপারে মানুষকে কোন দায়িত্বও দেয়া হয়নি। মানুষের সীমিত শক্তি ও সামর্থ অনুযায়ী তার আওতাধীন বিষয়াদির ব্যাপরেই তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সুতরাং মানুষের কাজ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া পদ্ধতি ও বিধান মতো আত্মশুদ্ধি অর্জনের প্রাণান্তকর চেষ্টা করা এবং পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করা। দ্র. সাইয়েদ কুতুব শহিদ, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমেদ, Zvdmxi wd wh jwjj †KviAvb, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ২৫৭

৮৩ اَلْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ 'অবগত হও, সৃষ্টি তাঁর এবং আদেশ করার অধিকার একমাত্র তাঁরই আছে। মহাকল্যাণের মালিক আল্লাহ্ই মহাজগতের প্রতিপালক।' দ্র. আল কুর'আন, ০৭: ৫৪

৮৪ ইমাম গাযালি (রহ.), অনু. আব্দুল খালেক, †mŠfv‡M¨i cikgwb, cv¸3, খ. ১, পৃ. ৩২

৮৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৮৬ হেলালউদ্দিন, AvZ¥i cwiPq ev AvZ¥i K_v, Cf.https://www.spiritualknowledge-77, visited on, 22.02.2016

Dhaka University Institutional Repository

আত্মা এবং দেহের সম্পর্ক গাড়ির ইঞ্জিন আর কাঠামোর মত। আত্মা দেহকে পরিচালনা করে, দেহ আত্মার অধীনে চলে। যে সকল বস্তু মানবাত্মার অধীনে আছে তন্মধ্যে স্বীয় দেহই প্রধান। কারণ দেহের কোন অঙ্গেই আত্মা আবদ্ধ নয়, অথচ সমস্ত দেহই আত্মার আদেশে চলে। যেমন আত্মা হাতের মধ্যে নয়, এতে জ্ঞান বা ইচ্ছা শক্তিও নেই, অথচ আত্মার আদেশে হাত পরিচালিত হয়। হৃদয়ে রাগ বা ক্রোধের সঞ্চার হলে সমস্ত শরীরে রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি পায়, শরীর হতে ঘাম নির্গত হয়। কামভাব হৃদয়ে প্রবল হলে শরীরে এক প্রকার আন্দোলনের সৃষ্টি হয় এবং গতি প্রবাহ অঙ্গ বিশেষের দিকে ধাবিত হয়। অন্তরে আহারের ইচ্ছা হলে রসনার নিম্নস্থ গ্রন্থি থেকে এক প্রকার শক্তি খিদমতের জন্য প্রস্তুত হয়। এসকল বিষয় হতে বুঝা যায় শরীর আত্মার অধীন।[৮৭] আত্মার চাহিদা মোতাবেক তারই ইশারায় শরীর কর্মতৎপর হয়ে উঠে।

তবে কখনো শরীরের পাশবিক চাহিদা যেমন, আরাম আয়েশ, অলসতা, ভোগ বিলাস ইত্যাদি পূরণের জন্য আত্মা তৎপর হয়ে উঠে।[৮৮] বিশেষ করে যখন আত্মা পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি লাভ না করে, দেহের চাহিদার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দেয়। তখন সে দেহকে পরিচালনা করে সত্য কিন্তু নিজের উচ্চতর স্বাধীনতা সে বিলীন করে দিয়ে ভোগ বিলাসে আসক্ত হয়ে যায় আর মানুষটি আত্ম প্রবঞ্চণার স্বীকার হয়ে নিজেকে হতাশায় নিমজ্জিত করে।[৮৯] আর এজন্যই আত্মাকে তার কাংখিত পথে পরিচালনা করার নিমিত্তে আত্মশুদ্ধির পথ অনুসরণ করতে হয়। মানবাত্মাকে মাটির স্বভাব থেকে মুক্ত করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশিত পন্থায় তাকে মুক্ত করতে হবে মানুষ এবং মানুষের তৈরি ব্যবস্থার দাসত্ব থেকে।[৯০] কারণ, আত্মার প্রকৃত অবস্থা কেবল তাঁরই জানা রয়েছে।

মানবাত্মা তার নিজস্ব চিন্তা ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য দেহ শক্তিকে ব্যবহার করে মাত্র। আত্মা হচ্ছে সওয়ারি আর দেহ তার ঘোড়া বিশেষ। কিন্তু সে মোটেও দেহ খাঁচায় বন্দি নয়, তার রহস্যজ্ঞান সীমাহীন ও স্বাধীন, এটি আল্লাহ্ তা'আলার এক অনন্য নিগুঢ় হিকমত বৈ কিছু নয়।[৯১] একটি সীমিত সময়ের জন্য আত্মা আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত স্বাধীনতা ভোগ করবে এবং ন্যায় অথবা অন্যায় যে কোন একটি পথ সে বেছে নিবে। সে হয়তো আল্লাহ্র 'আইন অনুসরণ করবে নয়তো শয়তানের পদাংঙ্ক অনুসরণে নাফ্সের স্বেচ্ছাচারিতা মতো চলবে।[৯২] আর এজন্য তার কর্ম বাস্তবায়নের জন্য উন্নত ও উপযোক্ত একটি দেহ কাঠামো দরকার। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে তাই একটি সর্বোন্নত দেহ কাঠামো দান করেছেন।[৯৩]

---

৮৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

৮৮ এ প্রেক্ষাপটে মানবাত্মা নেতিবাচক কর্মপ্রবণ হয়ে উঠে। إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ 'নিশ্চয়ই মানুষের নাফ্স বা আত্মা মন্দ কর্ম প্রবণ।' দ্র. আল কুর'আন, ১২: ৫৩

৮৯ মানবাত্মার এ পরিস্থিতিকে আত্মভৎসনাকারী আত্মা বলা হয়। وَلَآ أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ 'ভৎসনাকারী আত্মার শপথ।' দ্র. আল কুর'আন, ৭৫: ০২

৯০ সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, অনু. মাওলানা কেরামত আলী নিযামী, Bmjv‡g mvgwRK myePvi (ঢাকা: ইসলামিয়া কুরআন মহল, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০2 খ্রি.), পৃ. ৮৮

৯১ মওলানা জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ রূমী (র.), অনু. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী, gmbex kixd (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৪৪৭

৯২ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ 'আর তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না, সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ১৬৮; আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন, إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّاۚ إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُۥ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ 'শয়তান তোমাদের শত্রু, সুতরাং তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে আহবান করে কেবল এ জন্য যে, তারা যেন জাহান্নামি হয়।' দ্র. আল কুর'আন, ৩৫: ০৬

৯৩ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِيٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَٰهُ أَسْفَلَ سَٰفِلِينَ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ 'নিশ্চয়ই আমরা মানুষকে সর্বোত্তম গঠন প্রকৃতিতে সৃষ্টি করেছি। তারপর আমরা তাদের পৌঁছে দেই নিচুদের চাইতেও নিচুতে। তবে তাদের নয় যারা ঈমান আনে এবং 'আমলে সালেহ্ (সৎ কর্ম) করে। তাদের জন্যতো রয়েছে এমন পুরস্কার, যা কখনো শেষ হবে না।' দ্র. আল কুর'আন, ৯৫: ০৪-০৬

Dhaka University Institutional Repository

নির্ধারিত সময় পূর্ণ হলে মাটির দেহ থেকে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হবে। মাটির দেহ মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হবে।[৯৪] আত্মা স্বীয় কর্মের বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে রাব্বুল 'আলামিনের দরবারে উপস্থিত হবে এবং সেদিন আত্মারই বিচার হবে। প্রত্যেকটি কাজের বিন্দু বিন্দু হিসেব সে দিন তার নিকট থেকে আদায় করা হবে।[৯৫] চিরস্থায়ী সাফল্য তথা জান্নাত তিনিই লাভ করবেন অথবা অনন্তকালের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। মাটির দেহ তখন অকার্যকর ও অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে।

মানব দেহ আত্মার অস্থায়ী বাহনমাত্র। পৃথিবীতে মানুষের নির্দিষ্ট জীবনকাল শেষ হলে মানব দেহের প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আসলে মানুষ বলতে মানবাত্মাকেই বুঝায়, মানব দেহকে নয়। তবে পার্থিব জীবনে দেহ যেহেতু আত্মার বাহন সেহেতু আত্মা এবং দেহের মধ্যে এক নীবিড় সম্পর্ক ও সমন্বয় গড়ে উঠে। আত্মা দেহের ব্যাপারে যথেষ্ট যত্নবান ও অনুরাগী হয়ে উঠে। দেহের সামান্য কষ্টও সহ্য করা তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। কখনো মনে হয় দু'জনেই সমান্তরালে চলে। আর একারণেই অজ্ঞরা দেহ আর আত্মার সত্ত্বাগত ও স্বভাবগত পার্থক্য একেবারেই বুঝতে পারেনা। মৃত্যুর পর মানুষ কেবল দেখতে পায়, নিথর দেহটি কথা বলছেনা, সে মাটিতে পড়ে আছে, কোন খাবার নিচ্ছেনা এবং সে পঁচে গলে যাচ্ছে। এটিকে লাশ বলে। যে ব্যক্তিটি কিছুক্ষণ আগেও জীবিত ছিল এটি তার লাশ। সে ব্যক্তিটিই হলো মানবাত্মা যে আল্লাহ্‌র নির্দেশে দেহসত্ত্বাকে ত্যাগ করে কিছুক্ষণ আগেই চলে গিয়েছে। সেখানে তাকে পৃথিবীর জীবনকালের সকল কাজের হিসেব দিতে হবে।

### ৩.২.৩ আল কুর'আনে মানবাত্মার অবস্থা

মানবাত্মা তার কর্মের ভিন্নতার কারণে মৌলিকভাবে তিনটি অবস্থা বা স্তরে অবস্থান করে। তার প্রথমটি হল নাফ্‌সে 'আম্মারাহ্[৯৬] বা মন্দকাজে অনুরুক্ত আত্মা।[৯৭] যদি আত্মা কোনরূপ প্রতিবাদ বা আত্মপীড়ন বোধ না করেই কোন অন্যায় করে। অথবা প্রবৃত্তির আদেশ মত ও স্বেচ্ছাচারীভাবে চলে। কোন অনুতাপ, অনুশোচনা তার মধ্যে কাজ না করে। বিনা সংকোচে শয়তানের অনুসরণ করে। সেরূপ প্রেক্ষাপটে তাকে নাফ্‌সে 'আম্মারা বা অন্যায় প্রবণ আত্মা বলে। কপট বিশ্বাসি ও সত্য অস্বীকারকারী কাফিরদের আত্মা সাধারণত এত অধঃপতনের স্তরে পৌঁছে থাকে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে নাফ্‌সে লাওয়্যামাহ্ বা মন্দকাজে ভৎসনাকারী আত্মা। যখন আত্মা খারাপ কাজে নিরুৎসাহিত করে, খারাপ কাজ অপছন্দ করে। স্বার্থের কারণে খারাপ কাজে অগ্রসর হতে চাইলে মানুষ দিধাগ্রস্থ হয় এবং বেশিরভাগ সময়ই সে খারাপ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়। কখনো সক্ষম না হলে পরবর্তীতে অনুশোচনা করে। সে বার বার অন্যায় কাজ করলেও আত্মপীড়নের কারণে আবার সৎপথে ফিরে আসে। ভাল কাজে সে তৃপ্তিও লাভ করে। আত্মার এ পর্যায়কে নাফ্‌সে লাওয়্যামাহ্ বা অনুতপ্ত আত্মা বলে। মু'মিন জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অথবা একেবারে নিম্নস্তরে আত্মা সাধারণত এ বৈশিষ্ট্য লাভ করে।

---

৯৪ মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী (রহ.), অনু. মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম, Zvdmx‡i Dmgvbx (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৩০০; مِنْهَا خَلَقْنَٰكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ 'এ মাটি থেকেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এ মাটির সাথেই তোমাদেরকে মিশিয়ে দেব এবং বিচার দিনে তা থেকেই তোমাদেরকে আরেকবার বের করব।' দ্র. আল কুর'আন, ২০: ৫৫

৯৫ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ 'অনন্তর যে ব্যক্তি পৃথিবীতে বিন্দু পরিমাণ ভাল কাজ করবে সে দিন সে তা দেখতে পাবে। আর যে ব্যক্তি পৃথিবীতে বিন্দু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে সেও সে দিন তা দেখতে পাবে।' দ্র. আল কুর'আন, ৯৯: ০৭-০৮

৯৬ মুফতি মুহাম্মদ শফি' (রহ.), অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, Zvdwm‡i gv0Av‡idj Ki0Avb(সৌদি আরব: বাদশা ফাহাদ কুর'আন মুদ্রণ প্রকল্প, তাবি.), পৃ. ৬৭১

৯৭ মাওলানা মুহাম্মদ হুমায়ন কবির খান, kqZv‡bi †gvKwejv Ges Avjøvn cwßi Dcvq, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় বা সর্বশেষ ও ঊর্ধ্বতন স্তর হচ্ছে নাফ্সে মুত্বমাইন্নাহ্ তথা প্রশান্ত আত্মা।[৯৮] মানবাত্মা এ পর্যায়ে শান্তভাব ধারন করে এবং মানবীয় নেতিবাচক প্রভাব চলে যায়।[৯৯] মানুষের আচরণে উন্নত ও মার্জিত রুচিশীলতা, শৃঙ্খলা এবং ভারসাম্য পরিলক্ষিত হয়। অহংকার, হিংসা ও ক্রোধ মুক্ত সাধামাটা নির্মোহ জীবন যাপনে সে অভ্যস্ত হয়ে যায়। সদা জাগ্রত হৃদয়ে সৃষ্টির সর্বত্র সে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব খুঁজে পায়। দয়া, অনুরাগ, ভালবাসা, ধৈর্য আর ক্ষমাপরায়ণতা তার চরিত্রের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হয়ে যায়। কোমলতা ও নমনীয়তা তার তার স্বভাবে পরিণত হয়। তার আত্মা সর্বদা মহান রবের স্মরণে নিমগ্ন থাকে।[১০০] আল্লাহ্‌র জন্য সে নিজের সর্বস্ব উৎসর্গ করে দেয়।

মু'মিন জীবনের চূড়ান্ত পর্যায়ে মানবাত্মা এরূপ উন্নত স্তরে পৌঁছায় যাকে আত্মার মর্যাদা বা স্তরের দিক থেকে 'প্রশান্ত আত্মা' বলা হয়েছে। আর নৈতিকতার দিক থেকে থেকে বলা হয়েছে 'ইহ্সান'।[১০১] আত্মশুদ্ধির চূড়ান্ত স্তরে যখন আত্মা পৌঁছায় তখনই তাকে বলা হয় নাফ্সে মোত্বমাইন্নাহ্। আত্মা অতিশয় সুক্ষ্ম, যা আল্লাহ্ তা'আলার বস্তু বিহীন বিস্ময়কর এক সৃষ্টি। এর অতিসূক্ষ্ম পাঁচটি উপাদান রয়েছে। যেমন ক্বাল্ব, রূহ্, সির্‌র, খাফি ও আখফা। সবগুলোই 'আলম ই আমর এর (নির্দেশ জগত) এর রহস্য বিশেষ।[১০২] নাফ্স হচ্ছে মানবের নিম্ন জাগতিক রূহ্ বা মানবাত্মা। আল্লাহ্ তা'আলা একে ঊর্ধ্বজাগতিক রূহের দর্পণ স্বরূপ করেছেন।

ঊর্ধ্বজাগতিক রূহ্সমূহ বস্তুমুক্ত হওয়া সত্ত্বেও নাফ্সের মাঝে প্রতিবিম্ব হয়ে উঠে। ফলে তার গুণাগুণ তাতে প্রকাশ পায়। নাফ্সে অর্জিত এ প্রতিবিম্বই প্রতিটি ব্যক্তির শাখাগত রূহ্। নিন্মজাগতিক রূহ্ এভাবে ঊর্ধ্বজাগতিক রূহ্কে ধারন করার পর সে ক্বাল্‌বের গোশ্তপিণ্ডের সাথেও সম্পৃক্ত। এর মাঝে সে জৈব শক্তি ও মানবিক জ্ঞান, বোধ ইত্যাদি যা কিছু রূহ্ থেকে আহরণ করে তা সঞ্চারিত করে। তারপর এ জ্ঞান ও শক্তি সাথে নিয়ে সে শিরা উপশিরায় প্রবেশ করে এবং এভাবে পৌঁছে যায় দেহের কোষে কোষে। একে আল কুর'আনে 'আন নাফ্খু'[১০৩] বলা হয়েছে।

নাফ্সের ঊনিশটি চালিকা শক্তি রয়েছে। এর প্রত্যেকটি শক্তিই স্বাদ গ্রহণ, শারীরিক তৃপ্তি এবং কুপ্রবৃত্তির উপাদেয় বস্তুগুলোর দিকে মানুষকে আহ্বান করে। এদের পাঁচটি হলো বাহ্যিক অনুভূতি শক্তি। যেমন দর্শন শক্তি, শ্রবণ শক্তি, ঘ্রাণ শক্তি, স্বাদ আস্বাদন শক্তি এবং অনুভূতি শক্তি। অন্য পাঁচটি হল গোপন বা সুক্ষ্ম অনুভূতি শক্তি। অন্যতম দু'টি হল কামভাব ও ক্রোধ বা রাগ শক্তি। সাতটি লুকায়িত বা আড়ালে অবস্থানকারী শক্তি হচ্ছে প্রলোভনকারী শক্তি, ক্রোধ ধারনকারী শক্তি, অন্যায়ভাবে ক্ষমতা প্রয়োগকারী শক্তি, প্রতিরোধকারী শক্তি বা চালিকা শক্তি, হজম শক্তি, প্রাণ শক্তি

---

৯৮ يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ 'হে চিন্তামুক্ত বা প্রশান্ত আত্মা।' দ্র. আল কুর'আন, ৮৯: ২৭

৯৯ মাওলানা মুহাম্মদ হুমায়ন কবির খান, kqZv‡bi †gvKwejv Ges Avjøvn cwß‡i Dcvq, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

১০০ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ 'আর জেনে রেখ! আল্লাহ্‌র স্মরণেই আত্মাসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।' দ্র. আল কুর'আন, ১৩: ২৮; يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا 'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ্‌কে কে অধিক স্মরণ কর এবং সকাল সন্ধ্যা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।' দ্র. আল কুর'আন, ৩৩: ৪১-৪২

১০১ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ وَإِلَى ٱللَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ 'আর যে ব্যক্তি ইহ্সানকারীরূপে আল্লাহ্‌র নিকট একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করে, সে তো মজবুত হাতল ধারন করে, আর সমস্ত কাজের ফলাফল তো আল্লাহ্‌রই ইখ্তিয়ারে।' দ্র. আল কুর'আন, ৩১: ২২

১০২ কাযী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ পানীপথী (রহ.), অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দল মালেক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, Zvdmx‡i gvhnvix প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৭

১০৩ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى خَٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن صَلْصَٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُواْ لَهُۥ سَٰجِدِينَ 'স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফিরিশতাগণকে বললেন, আমি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করছি। যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হয়ো।' দ্র. আল কুর'আন, ১৫: ২৮-২৯; 'আন নাফখু' অর্থ হচ্ছে, কোন শুণ্যগর্ভ বস্তুর মাঝে হাওয়া ঢুকানো। দ্র. কাযী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ পানীপথী (রহ.), অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল মালেক ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত এবং সম্পাদিত, Zvdwm‡i gvhnwi, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

এবং উৎপাদনকারী বা আবিষ্কারকারী শক্তি।[১০৪] উল্লিখিত শক্তিগুলো সর্বাবস্থায় মানুষকে শরীর জগতের দিকে আহবান করে আত্মার উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করে। কেবল অব্যাহত প্রচেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমেই আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জন করে এ সমস্ত পাশবিক বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব।

### ৩.২.৪ আল কুর'আনে মানবাত্মার সাথে মহান আল্লাহ্‌র সম্পর্ক

মানবাত্মার সাথে মহান আল্লাহ্‌র সম্পর্ক হলো দাস ও প্রভুর সম্পর্ক।[১০৫] প্রতিনিধির সাথে রাজাধিরাজ মহান অধিপতির সম্পর্ক।[১০৬] মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বোন্নত ও সবচেয়ে সৌন্দর্য মণ্ডিত সুঠাম দেহ কাঠামো দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাকে চিন্তা ভাবনা, অনুধাবন শক্তি, বিশ্লেষণ ক্ষমতা, বিবেক বুদ্ধি খাটানোর অধিক উন্নতমানের যোগ্যতা দিয়েছেন। স্পষ্ট অর্থবোধক ভাষায় মুখে কথা বলা ও হাতে লিখার মতো বিস্ময়কর বহুমূখি যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।[১০৭] পৃথিবীর অন্য কোন সৃষ্টিতে তার কোন উপমা নেই। মানুষের জন্যই নির্দিষ্ট করেছেন অনন্ত পরকালীন জীবন।

পৃথিবীর সবকিছুই একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে অতি সুন্দর এ মানব দেহ ও রূপ-লাবণ্য এবং অন্য সকল সৃষ্টি। কেবল ধ্বংস হবেনা মানুষটির চিরন্তন সত্ত্বা তথা মানবাত্মা। সুতরাং মানবাত্মা আল্লাহ্ তা'আলার রহস্যময় এক বিশেষ সৃষ্টি, যেটিকে তিনি আপন মহিমায় অমরত্ম দান করেছেন। যার চূড়ান্ত সম্পর্ক কেবল অনাদি অনন্ত রাব্বুল 'আলামিন আল্লাহ্‌র দিকেই নির্দেশ করা যায়। আল্লাহ্‌র নিকট থেকে সে মাটির পৃথিবীতে অবতরণ করেছে। নির্দিষ্ট সময় মাটির দেহের উপর ভর করে সে এখানে অবস্থান করবে। তার দায়িত্ব হলো, পৃথিবীতে সে নিজে কেবল আল্লাহ্‌রই বিধান মেনে চলবে ও বাস্তবায়ন করবে।

আল্লাহ্‌র সৃষ্টির উপর সে আল্লাহ্‌র বিধান প্রয়োগ করবে।[১০৮] আল্লাহ্‌র নিকটেই উপস্থিত হয়ে তাকে স্বীয় কর্মের বিন্দু বিন্দু করে হিসেব দিতে হবে। সে তার প্রয়োজন পূরণে কেবল আল্লাহ্ তা'আলার নিকটই প্রতিদান প্রত্যাশা করবে। আত্ম সমর্পণও সে কেবল আল্লাহ্‌র নিকটেই করবে। আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকর করতে সে যত ধরনের বাধার সম্মুখিন হবে, নিঃসংকোচে ও নির্দ্বিধায় সে তা প্রতিহত করবে।[১০৯] সম্পদ, সম্মান, রাজত্ব এমনকি জীবন মৃত্যুর মালিক সে আল্লাহ্‌কেই মনে করবে।

---

১০৪ dvLiæwÏb Avi ivwh, *AvZ Zvdwmiæj Kvwei* (^eiæZ: `viæj wdK&i 1981 wL[a]./1401 wn.), L. 5, c,,. 216

১০৫ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ 'আমি জ্বিন ও মানুষকে কেবল আমার দাসত্ব করার জন্য সৃষ্টি করেছি।' দ্র. আল কুর'আন, ৫১: ৫৬; وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلاَةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ 'তাদেরকে এ ব্যতীত আর কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা একনিষ্ঠভাবে নিজেদের জীবন ব্যবস্থাকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নির্দিষ্ট করবে আর ঐকান্তিকভাবে শুধুই আল্লাহ্‌র দাসত্ব করবে।' দ্র. আল কুর'আন, ৯৮: ০৫; এ বিষয়ে আরো বর্ণিত হয়েছে, আল কুর'আন, ৩৯: ০২; ৩৯: ১১

১০৬ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের উপর স্বীয় আমানত তথা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব অর্পণের বিষয়ে বর্ণনা করে বলেন, ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ 'তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করলে তারা আমার পক্ষ থেকে নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন করবে, সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে। আর সকল বিষয়ের চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহ্‌র হাতে।' দ্র. আল কুর'আন, ২২: ৪১; সম্পর্কে আরো বর্ণনা রয়েছে, আল কুর'আন, ২৪: ৫৫; ০৭: ১০; ০৭: ৬৯

১০৭ মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, Avj KiAv‡bi Av‡jv‡K DbZ Rxe‡bi Av'k (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৯০

১০৮ يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ 'হে দাউদ, আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছি। এতএব তুমি লোকদের মধ্যে পরম সত্যতা সহকারে আমার নির্দেশ কার্যকর কর।' দ্র. আল কুর'আন, ৩৮: ২৬

১০৯ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ 'অপরদিকে মানুষের মধ্যেই এমন লোক রয়েছে যে, কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই নিজের জীবন প্রাণ উৎসর্গ করে। আল্লাহ্ এ সকল বান্দার প্রতি খুবই অনুগ্রহশীল।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ২০৭; وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَٰهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَنَبْلُوَاْ أَخْبَارَكُمْ 'আমি

পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের সে একজন আমানতদার।[১১০] সে সরাসরি আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি। প্রতিনিধি হিসেবে আমানতের যথাযথ সংরক্ষণ ও দায়িত্ব পালনের জন্য সে অনন্ত কালের জন্য জান্নাত লাভ করবে। খিলাফাতের এ মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিলে সে আল্লাহ্‌ তা'আলার ক্ষোভে নিপতিত হবে। তিনি তার থেকে সম্মানজনক খিলাফাতের মর্যাদা কেড়ে নিবেন। তাকে আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গের অপরাধে অনন্তকাল কষ্টদায়ক ও লজ্জাজনক শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করবেন।[১১১] যে শাস্তি থেকে তাকে উদ্ধার করা বা সুপারিশ করার মতো আর কেউ থাকবে না।[১১২]

'আত্মার উৎপত্তিস্থান আল্লাহ্‌র দরবারে এবং এটি জবাবদিহিতা নিয়ে তাঁর কাছেই ফিরে যাবে। 'ইবাদাতের দায়িত্বভার এ আত্মার উপরই ন্যাস্ত করা হয়েছে। মানবাত্মাকে লক্ষ্য করেই যত আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়েছে। মা'রিফাত লাভ ও তাঁর অতুলনীয় সৌন্দর্য দর্শনই মানবাত্মার প্রকৃত কাজ।[১১৩] মানবাত্মার সাথে আল্লাহ্‌ তা'আলার সম্পর্ক হচ্ছে তিনি নিজে একে এক আলোক রশ্মি হিসেবে অনন্তকালের জন্য সৃষ্টি করেছেন, এর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ হয় সে অনন্তকাল আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে থাকার মত পবিত্রতা অর্জন করবে আর না হয় অপবিত্র খিয়ানতকারী ও কপটতা অবলম্বনকারী হিসেবে অনন্তকাল আল্লাহ্‌র শাস্তি ভোগ করবে। মোটকথা মানবাত্মার সাথে আল্লাহ্‌ তা'আলার সম্পর্ক হচ্ছে সৃষ্টি এবং স্রষ্টার সম্পর্ক। দাস ও মনিবের সম্পর্ক এবং প্রতিনিধি ও মালিকের সম্পর্ক।

## ৩.৩ আত্মশুদ্ধির সংজ্ঞা ও পরিচিতি

পাশবিকতা ও মানবিকতা মানুষের পরস্পর বিপরীত দু'টি বৈশিষ্ট্য। উভয়ের আবাস হচ্ছে আত্মা। পাশবিকতা মানুষের মধ্যে পাপপ্রবণতা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, ঘৃণা, গর্ব-অহংকার প্রভৃতি জাগিয়ে তোলে। অপরদিকে মানবিক গুণাবলী চায় মানুষের ইতিবাচক স্বভাবের বিকাশ ঘটাতে। এ দ্বিবিধ টানপোড়নে আত্মায় পরস্পর বিরোধী এ শক্তিদ্বয়ের দ্বন্দ্ব চলে নিরন্তর। আত্মার পরিশুদ্ধি বলতে কঠিন সাধনায় হৃদয়ের পশুত্বকে পরাজিত করে যাবতীয় কুপ্রবৃত্তি ও পাপাচার থেকে আত্মাকে মুক্ত করা বুঝায়। আল কুর'আনে এ অবস্থাকে 'মুতমাইন্না' বা পরিতৃপ্ত, পরিতুষ্ট আত্মা হিসেবে উল্লেখ করা করেছে।

### ৩.৩.১ আত্মশুদ্ধির আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

আভিধানিক অর্থ

আত্মশুদ্ধির 'আরবি প্রতিশব্দ হচ্ছে 'তাযকিয়াতুন নাফস' (تزكية النفس)। এখানে তাযকিয়ার আভিধানিক অর্থ হলো পরিশুদ্ধ করা, পরিশোধন করা, পবিত্রকরণ করা, যোগ্যতা তৈরি করা, উন্নতি

অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখিন করবো। যেন আমি তোমাদের অবস্থা যাচাই করতে পারি এবং তোমাদের মাঝে কে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাকারী ও নিজ কর্মে অবিচল, তা স্পষ্ট করতে পারি।' দ্র. আল কুর'আন, ৪৭: ৩১; এ বিষয়ে আরো বর্ণিত হয়েছে, আল কুর'আন, ০২: ১৫৫; ০২: ২১৪; ০৩: ১৪২৬৭: ০২

১১০ لَّهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلأُمُورُ 'আকাশ ও পৃথিবীর বাদশাহী তাঁরই, সকল ব্যাপার তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হয়।' দ্র. আল কুর'আন, ৫৭: ০৫; وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ 'বান্দাদের উপর নিয়ন্ত্রণাধিকার একমাত্র তাঁরই, তিনি সকল কর্তৃত্বের মালিক, মহা জ্ঞানী এবং সর্বজ্ঞ।' দ্র. আল কুর'আন, ০৬: ১৮

১১১ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لاَ يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيَىٰ 'যে তার প্রতিপালকের নিকট অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সেথায় সে মরবেও না আবার বাঁচবেও না।' দ্র. আল কুর'আন, ২০:৭৪; إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ 'আল্লাহ্‌র অবাধ্য লোকেরা অনন্তকাল ধরে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে।' দ্র. আল কুর'আন, ৪৩: ৭৪

১১২ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً 'নিশ্চয়ই যারা মুনাফিক (আল্লাহ্‌র খিলাফাত প্রাপ্ত হওয়ার পরও কপটতা অবলম্বনকারী) তারা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে। আর আপনি তাদের সাহায্যকারী হিসেবে কখনোই কাউকে পাবেন না।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ১৪৫

১১৩ ইমাম গাযালি (রহ.), অনু. আব্দুল খালেক, †mŠfv‡M¨i cikgwb, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩১

Dhaka University Institutional Repository

সাধন করা, ত্রুটিমুক্ত করা, কুফ্‌র ও শির্‌ক থেকে পবিত্র করা ইত্যাদি।[১১৪] আর নাফ্‌স শব্দের দ্বারা বুঝায় প্রাণ, সত্তা, আত্মা, অন্তর, ব্যক্তি, স্বয়ং, নিজ, মানুষ প্রভৃতি।[১১৫] সুতরাং শব্দ দুটির সমন্বিত অর্থ দাঁড়ায় 'সত্তা বা অন্তরের পবিত্রতা' বা 'আত্মশুদ্ধি'।

আত্মশুদ্ধির পারিভাষিক অর্থ

ইসলামি শরি'আতের পরিভাষায়, পবিত্র কুর'আন ও হাদিসের আলোকে সকল প্রকার পাপ-পঙ্কিলতা, অশালীনতা, বেহায়াপনা, কলুষতা প্রভৃতি থেকে প্রকাশ্য এবং গোপনে নিজেকে মুক্ত রাখাকে আত্মশুদ্ধি বলা হয়। একদিকে যেমন নাফ্‌স বা অন্তরকে সকল প্রকার আত্মিক নাপাকি তথা কুফ্‌র, শির্‌ক, আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যের ভরসা করা, পরনিন্দা, অহংকার, ক্রোধ, কৃপণতা, লোভ, হিংসা, পৃথিবীর মোহ, লৌকিকতা প্রভৃতি থেকে মুক্ত করতে হবে, তেমনিভাবে অন্তরে সকল প্রকার ভালো ও সৎ গুণ তথা ইখলাস, তাকওয়া, তাওক্কুল, সবর, শোকর প্রভৃতিকেও তদস্থলে পুনঃস্থাপন করতে হবে। একেই তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি বলে।[১১৬]

তাযকিয়াতুন্নাফ্‌স দ্বারা যে অর্থ গ্রহণ উদ্দেশ্য তা হলো- উপকারী ইল্‌ম অর্জন, সৎকর্ম সম্পাদন, আদিষ্ট কার্যাবলী বাস্তবায়ন ও বর্জনীয় কাজসমূহ বর্জন করার মাধ্যমে মানবাত্মাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করা।[১১৭] কর্মশক্তি অনুযায়ী আত্মার গুণাবলীর পূর্ণতা অর্জন করাকে তাযকিয়া বলা হয়।[১১৮] গুনাহ্‌, অবাধ্যতা ও পাপের দাগ থেকে মানুষের বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জন করাই হল তাযকিয়া।[১১৯] এটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র নৈকট্যের নূর। এটি প্রবৃত্তিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয় এবং আত্মাকে তাওহিদের আলোয় ভরিয়ে দেয়। হৃদয় ও মন সে নূরে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। ফলে মানুষ আল্লাহ্‌র 'ইবাদাতের ব্যাপারে সচেতন হয়ে যায়।[১২০] আত্মাকে অপরাধ প্রবণতা থেকে মুক্ত করে ন্যায় ও পবিত্রতার পথে পরিচালিত করার নামই আত্মশুদ্ধি।

৩.৩.২ আল কুর'আনে আত্মশুদ্ধির নির্দেশনা

আল কুর'আনের বহু আয়াতে মানুষের আত্মশুদ্ধি প্রসঙ্গে বর্ণনা এসেছে। যেহেতু আল্লাহ্‌ তা'আলাই মানুষের স্রষ্টা, তিনিই জানেন প্রকৃত পক্ষে কী গুণবৈশিষ্ট্য ও স্বভাব দিয়ে মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন সেহেতু মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মশুদ্ধির জন্য তিনি যে নির্দেশ প্রদান করেছেন সেটিই চূড়ান্ত, বাস্তবসম্মত, কার্যকরী ও কল্যাণকর। তিনিই জানেন কীরূপে এ মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করলে সে ভারসাম্য হারাবে না। মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সীমাবদ্ধতা সন্দেহাতীতভাবে তাঁরই জানা আছে। এ সমস্ত বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই।

'সে দিন ধন সম্পদ এবং সন্তান সন্ততি কোন কাজে আসবে না। তবে সে ব্যক্তি সফল হবে যে আল্লাহ্‌র সম্মুখে ক্বাল্‌বে সালিম বা পবিত্র আত্মা নিয়ে উপস্থিত হবে।'[১২১] আর এটি হচ্ছে তার

---

১১৪ মাওলানা মুহাম্মদ নাসিম, অনু. মাওলানা শাহ আব্দুল হালীম হোসাইনী, Rv'x' †jvMvZj KiAvb (ঢাকাঃ আল কাউসার প্রকাশনী, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৬৬

১১৫ মাওলানা মুফাজ্জল হোসাইন খান ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, Aviex-evsjv Awfavb (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৯৬২

১১৬ BmgvÕCj Be&b ÔAvgi Be&b Kvwm Bgv`ywÏb, *Zvdwmiæj KziÕAvwbj ÔAvwhg* (wiqv`; gvKZveve `viæm mvjvg 1412/1992), c,,. 106

১১৭ কাযী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ পানীপথী (রহ.), অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল মালেক ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত এবং সম্পাদিত, Zvdwm‡i gvhnwi, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩১২

১১৮ মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি, অনু. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান খান, Bmjvnx gvRwjm (ঢাকাঃ মুমতায লাইব্রেরী, ২য় সংস্করণ, ২০০৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪২

১১৯ মাওলানা মুহাম্মদ হুমায়ুন কবির খান, kqZv‡bi †gvKv‡ejv Ges Avjøvn cwßi Dcvq, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

১২০ মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি, অনু. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান খান, Bmjvnx gvRwjm, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩, ৪৪

১২১ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ দ্র. আল কুর'আন, ২৬: ৮৮-৮৯

*Dhaka University Institutional Repository*

প্রতিদান যে পবিত্রতা অর্জন করেছে।[১২২] যে ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জন করল সে নিজের কল্যাণেই পবিত্রতা অর্জন করল।[১২৩] যে পবিত্রতা অর্জন করেছে সে সফল হয়েছে।[১২৪] এ সমস্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশনা অত্যন্ত স্পষ্ট।

মানুষ সর্বদা 'ইবাদাতে আবদ্ধ থাকলে তার মধ্যে আল্লাহ্র স্মরণ চালু থাকে। আত্মা প্রশান্তি লাভ করে। তার ক্বাল্বে পাপ প্রবণতা বন্ধ হয়ে আল্লাহ্র ভালবাসার বীজ বপিত হয়। অন্তরে পরকালের শাস্তির ভয় জাগ্রত থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা যত আদেশ-নির্দেশ প্রদান করেছেন তার বেশীরভাগই আত্মশুদ্ধি ও পবিত্রতা অর্জন বিষয়ক। ব্যক্তির বিশ্বাসকে পবিত্রকরণ, ব্যক্তির চিন্তা চেতনাকে পবিত্রকরণ, তার আচরণকে পবিত্রকরণ, তার স্বভাবকে পবিত্রকরণ, তার পোষাক ও খাদ্য গ্রহণকে পবিত্রকরণ, তার কথা ও কাজকে পবিত্রকরণ ইত্যাদি হচ্ছে আল কুর'আন অবতীর্ণের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এমনকি ব্যক্তির পর সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও লেন-দেনকে পবিত্র করার জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা আল কুর'আন অবতীর্ণ করেছেন। উপরোক্ত আয়াতসমূহে পবিত্রতা বলতে উক্ত সকল ধরনের পবিত্রতাকে বুঝানো হয়েছে। এ সব পবিত্রতার একক বা সম্মিলিত প্রতিশব্দই হচ্ছে 'আত্মশুদ্ধি'।

সুতরাং এটি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, আল কুর'আনের যাবতীয় বিধি-নিষেধ কোন না কোন ভাবে মানুষের আত্মশুদ্ধি বিষয়ক নির্দেশনার সাথে সম্পৃক্ত। যেমন ঈমান গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে বিশ্বাসের পবিত্রতা অর্জন। শিরক ও বিদ'আত মুক্ত থাকা মানে হচ্ছে চিন্তা চেতনার পবিত্রতা অর্জন। সত্য কথা বলা, কোমল ও বিনয়ী হওয়ার অর্থ হচ্ছে আচরণের পবিত্রতা লাভ। হালাল খাদ্য গ্রহণ ও হারাম খাদ্য বর্জন করার অর্থ হচ্ছে খাদ্য গ্রহণের পবিত্রতা অর্জন। অন্যকে এ পবিত্রতম পথের সন্ধান দেয়া, কথা ও কাজের মিল রাখা, সমাজের কল্যাণ চিন্তা করা মানে হচ্ছে সামাজিক পবিত্রতা লাভ। আল্লাহ্র 'আইন ও বিধান মোতাবেক খিলাফাত ভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনা অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় পবিত্রতা। 'যে ব্যক্তি আত্মশুদ্ধি লাভ করেছে, আপন রবের নাম স্মরণ করেছে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করেছে, সে নিশ্চয়ই মুক্তি পেয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে যে সমস্ত মহান দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন সে গুলোর মধ্যে দ্বিতীয় দায়িত্ব ছিল তাযকিয়াতুন্নাফ্স বা মানুষকে আভ্যন্তরীণভাবে পবিত্র করে দেয়া।[১২৫] সকল ধরনের পবিত্রতার উৎসস্থল হচ্ছে মানুষের আত্মিক পবিত্রতা বা 'আত্মশুদ্ধি'।

### ৩.৩.৩ আল কুর'আনে আত্মশুদ্ধির তাৎপর্য

নাবি ও রাসূলগণ পৃথিবীতে আগমন করেছেন, মানবাত্মার যথার্থ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করার জন্য, যেন মানুষের দ্বারা সম্পাদিত প্রতিটি কাজকর্ম মানবতার পক্ষে কল্যাণকর প্রতিপন্ন হতে পারে। তারা যেন হিংস্র পশুর মতো অন্যান্য মানুষকে কষ্ট দিয়ে না বেড়ায় এবং নিজের পরিণতি সম্পর্কে অবহিত হয়ে পরকালের অনন্ত জীবনের জন্য যথার্থ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে।

আর মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার কাজেও হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর মর্যাদা অন্যান্য নাবি-রাসূল অপেক্ষা স্বতন্ত্র। তিনি তাঁর মাক্কি জীবনে শুধু মানব সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য যোগ্য নাগরিক গঠনের কাজই সম্পাদন করেছেন। পরবর্তীতে মাদিনায় এবং মাক্কায় সে উন্নত চরিত্রের সঙ্গীদের নিয়ে এমন এক সমাজ গঠন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, যার মর্যাদা ফিরিশতাগণের চেয়েও উর্ধ্বে। সারা পৃথিবী এর পূর্বে আর কখনও এমন ধরনের মানুষ এবং সমাজ প্রত্যক্ষ করেনি। তাঁদের একেকজন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর প্রত্যক্ষ প্রশিক্ষণে আত্মশুদ্ধি অর্জন

---

১২২ جَنَّٰتُ عَدۡنٍ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّىٰ দ্র. আল কুর'আন, ২০: ৭৬

১২৩ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفۡسِهِۦۚ দ্র. আল কুর'আন, ৩৫: ১৮

১২৪ قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا দ্র. আল কুর'আন, ৯১:০৯; আত্মশুদ্ধি বিষয়ে আরো বর্ণিত হয়েছে, আল কুর'আন, ০২: ১০১; ২৪: ৬১; ০৪; ৪৯; ৭৯: ১৮; ৮০: ০৩; ০২: ১২৯

১২৫ মাওলানা মুহাম্মদ হুমায়ন কবির খান, kqZv‡bi †gvKwejv I Avjøvn cwßi Dcvq, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। তাঁদের পরবর্তীদের জন্যও তিনি যে শিক্ষা এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি রেখে গিয়েছেন, তার পূর্ণ বাস্তবায়ন করা হলে সাহাবায়ে কিরামের অনুরূপ সমাজ বিনির্মাণ করে মর্যাদার আসনে স্থান লাভ করা যেতে পারে। আর যেহেতু এ শিক্ষা সারা বিশ্বের সকল মানুষের জন্য, সেহেতু তিনি সমগ্র বিশ্বমানবের জন্যই অনুগ্রহ স্বরূপ।[১২৬]

প্রত্যেক নর-নারীর জন্যই আত্মশুদ্ধি অর্জন করা অত্যাবশ্যক। কারণ আত্মার পরিশুদ্ধি ছাড়া আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করা সম্ভব নয়। এজন্য যে, আত্মশুদ্ধি ব্যতীত মানুষের জন্য পাপকাজ থেকে বেঁচে থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব। শয়তানের ধোঁকা ও নাফ্সের চাহিদাবশত অন্যায় কাজে জড়িত হওয়া থেকে বেঁচে থেকে আল্লাহ্‌র খালিফা হিসেবে কেবল তখনই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব, যখন এ আত্মাকে অন্ধকার মুক্ত করা যায় এবং স্রষ্টার সাথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। পাপাচারি আত্মা কখনোই আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ করতে পারে না। মানবত্মার পরিশুদ্ধির জন্যই নাবি-রাসূল এবং কিতাব পাঠানো হয়েছে। আত্মশুদ্ধিকেই আল্লাহ্ তা'আলা সফলতার চাবিকাঠি বলে ঘোষণা করেছেন।

সে ব্যক্তিই সফলকাম হয়েছে যে আত্মশুদ্ধি অর্জন করেছে। এ তাযকিয়াকেই হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে প্রেরণের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতির পিতা হযরত ইব্‌রাহিম ('আ.) এর ঐতিহাসিক প্রার্থনা উদ্ধৃত করে বলেন, 'হে আমাদের রব! তাদের প্রতি তাদের জাতির মধ্য হতেই এমন একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি তাদেরকে আপনার আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ্ শিক্ষা দান করবেন এবং তাদের বাস্তব জীবনকে পরিশুদ্ধ করবেন। আপনি নিশ্চয়ই বড় শক্তিমান ও বিজ্ঞ।'[১২৭] আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের প্রতি মানুষের মধ্য হতে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি মানুষকে তাঁর আয়াত পড়ে শোনাবেন মানুষের জীবন পরিশুদ্ধ ও উৎকর্ষিত করবেন মানুষকে কিতাব ও হিকমাহ্‌র শিক্ষা দিবেন এবং যেসব কথা মানুষকে জানিয়ে দিবেন যে সম্পর্কে মানুষ অজ্ঞ ছিল।'[১২৮]

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী, 'আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন, তাদের নিজেদের মধ্য হতে তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করে। যিনি তাঁর আয়াত তাদের নিকট তিলাওয়াত করেন, তাদের তাযকিয়া বা পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও হিকমাহ্ শিক্ষা দেন। তারা তো পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল।'[১২৯] 'তিনি নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াতসমূহ পড়ে শুনান, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে তাঁর কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেন। পূর্বে তারা সুস্পষ্ট পথ ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ছিল।'[১৩০] এক কথায় আল কুর'আনের তিলাওয়াত এবং প্রশিক্ষণ দেয়া বিজ্ঞান শিক্ষার পাশাপাশি তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধিও রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর আগমণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অন্তর্ভূক্ত।[১৩১]

কোনো শাস্ত্র পুঁথিগতভাবে শিক্ষা করলেই তার প্রয়োগ ও পূর্ণতা অর্জিত হয় না। প্রয়োগ ও পূর্ণতা অর্জন করতে হলে উপযুক্ত প্রশিক্ষকের শিক্ষাধীনে থেকে অনুশীলনের অভ্যাসও গড়ে তুলতে হয়। ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, দাঈ' এবং সূফিবাদে কামেল পিরগণ মূলত মানুষের আত্মশুদ্ধির জন্যই কাজ করেন। তারা আল কুর'আন ও সুন্নাহ্ থেকে অর্জিত শিক্ষাকে কার্যক্ষেত্রে মানুষকে সাথে

১২৬ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَلَمِينَ দ্র. আল কুর'আন, ২১: ১০৭

১২৭ আবুল ফিদাহ্ ইসমা'ঈল ইব্‌ন কাছির, Zvdwm‡i Beb KwQi (দামেস্কঃ দার তাইয়্যেবাতু লিলনাশরে ওয়াল তাওজি', ১৯৯৯খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪৪৩

১২৮ আবুল ফিদাহ্ ইসমা'ঈল ইব্‌ন কাছির, Zvdwm‡i Beb KwQi, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৬৪

১২৯ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ দ্র. আল কুর'আন, ০৩:১৬৪

১৩০ আবুল ফিদাহ্ ইসমা'ঈল ইব্‌ন কাছির, Zvdwm‡i Beb KwQi, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১১৫

১৩১ মুফতী মাহমূদ 'আশরাফ উসমানী, ZvmvDd ZË I we‡kølY (ঢাকাঃ মারকাযুদ্দা'ওয়া আল ইসলামিয়া, তাবি), পৃ. ১৯২

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে অনুশীলন করে এবং করিয়ে অভ্যাসে পরিণত করার চেষ্টা করেন।[১৩২] ঈমানের আলোতে মানুষের অন্তরকে আলোকিত করে দেয়াই এ প্রচেষ্টার প্রধান কাজ।

মানুষের আত্মশুদ্ধি হচ্ছে মহৎ গুণাবলীসমূহ অর্জনের মূল প্রেরণা শক্তি। এর তাত্ত্বিক ভিত্তি হচ্ছে উন্নত চেতনা বোধ, ভারসাম্যপূর্ণ জীবনাচার ও আদর্শ রীতি-নীতির এক অপূর্ব সমন্বয়। এগুলো হচ্ছে পরিতৃপ্তি, জাগতিক ভোগ বিলাসের নির্মোহ, পবিত্র হওয়া, গভীর ও পবিত্র ধ্যান, সদা সতর্কতা, আত্ম সচেতনতা, সাহসিকতা, জ্ঞানার্জনের আগ্রহ, আত্মার পরিচ্ছন্নতা, বড়দের সম্মান করা, ছোট, দুর্বল বা অসুস্থদের মায়া করা, আল্লাহ্‌র সৃষ্টি থেকে সমস্ত মানুষ ও সকল প্রকার সৃষ্টির প্রতি নিয়মানুযায়ী সহানুভূতি প্রদর্শন, লেন-দেনের ক্ষেত্রে সদয় আচরণ, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতি সমবেদনা, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের মাধ্যমে সৌন্দর্য মণ্ডিত হওয়া, তাওহিদে বিশ্বাসিদের সাথে পরস্পর সহযোগিতা করা, এমন প্রত্যেক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে মু'মিনদেরকে সাহায্য করা যা সকলের ঐক্য রক্ষায় সহায়ক হয়, তাদের সারিগুলোকে একত্রিত করে এমন পথ বের করে দেয়া যার মাধ্যমে স্বাধীনতা, সামাজিক ন্যায়-নীতি, নিরাপত্তা, চুক্তি, শান্তি, প্রশান্তি, সৌভাগ্য, স্বাচ্ছন্দ্য এবং ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধি অর্জিত হয়।[১৩৩] উপরোক্ত উন্নত কর্ম ও আচরণ এর নেপথ্যে রয়েছে মানুষের আত্মিক শক্তি। আত্মশুদ্ধির নিগূঢ় রহস্য ও দৃশ্যমান তাৎপর্য এ সমস্ত গুণাবলীর মধ্যেই নিহিত।

### ৩.৩.৪ আত্মা ও আত্মশুদ্ধি সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত বিশ্লেষণ

আত্মা শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে প্রাণীদেহে ব্যাপৃত চৈতন্যময় সত্তা, প্রাণ, জীবাত্মা, নাফ্স, স্বরূপ, রূহ, পরমাত্মা ও স্বয়ং ইত্যাদি।[১৩৪] 'রূহ' হলো আত্মার যথার্থ 'আরবি প্রতিশব্দ। 'ক্বাল্ব' অর্থ হলো বোধি বা হৃৎপৃণ্ড, কিন্তু আত্মার বিকল্পে এরও ব্যবহার রয়েছে।[১৩৫] সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত বিবেচনায় পূর্ব অভিজ্ঞতা স্মরণ রাখতে পারে এমন অদৃশ্য সত্তাই হলো আত্মা। আত্মা একটি অদৃশ্য সত্তা। আত্মা হলো সে অপরিবর্তিত স্থির সত্তা যা বিভিন্ন পরিবর্তনশীল মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে, এদের ঐক্যবদ্ধ করে আমাদের অভিজ্ঞতাকে বাস্তব করে তোলে। অন্যভাবে বলা যায়, আত্মা বলতে এমন একটি আধ্যাত্মিক সত্তাকে বুঝায় যা দেহকে ধারন করে আছে।[১৩৬] এক কথায় আত্মা হচ্ছে দেহের চালিকা শক্তি।

মানবাত্মা সম্পর্কে অন্যান্য ধর্মীয় বক্তব্য বিশ্লেষণ

জৈন ধর্মে আছে, 'আধ্যাত্মিক শক্তিধর একটি সত্তা হলো আত্মা।' হিন্দু ধর্ম মতে, ভাল চৈতন্যের নাম আত্মা যা মানুষের সকল কর্মের নিয়ামক শক্তি।' বৌদ্ধ ধর্ম মতে, 'মানুষের মধ্যে প্রতিনিয়ত ইচ্ছা, চিন্তা, দুঃখ, বিরহ, সুখ প্রভৃতি যে সকল মানবিক প্রক্রিয়া ও চেতনা আসা যাওয়া করে আত্মা হচ্ছে এ সবের অবিরাম প্রবাহ ধারা। ইয়াহুদি ধর্ম মতে, আত্মা অবিনশ্বর এক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্যোতি এবং আধ্যাত্মিক সত্তা।' খ্রিস্ট ধর্ম মতে, আত্মা হচ্ছে−Everlasting Immortal and Eternal এক আধ্যাত্মিক অন্তর্নির্হিত শক্তি।[১৩৭]

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টিতে আত্মা

১৩২ মুফতি মুহাম্মদ শাফি', অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, gv0Awidj K0iAvb (ঢাকা; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০৯ হি./১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ২২৬

১৩৩ মাওলানা মুহাম্মাদ হুমায়ুন কবির খান, kqZv‡bi †gvKwejv I Avjøvn cwßi Dcvq, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

১৩৪ আহমদ শরীফ সম্পাদিত, msw ÿß evsjv Awfavb (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৪৫

১৩৫ জামালুদ্দিন ইব্‌ন মানযূর মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুক্‌রিম, wjmvbj 0Avive (বৈরুত; দারুস সাদির, ১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ২০৭

১৩৬ ড. শাওকি, Avj g0Rvgj IqwmZ (মিশরঃ মাজমু'উ লুগাতুল 'আরাবিয়া আল জামহুরিয়াহ, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৩৯৪

১৩৭ আত্মার পরিচয়, Cf.https://bn.m.wikipedia.org/wiki, visited on, 12/04/2016

দার্শনিক হেগেলের মতে, 'আত্মা হচ্ছে এমন একটি যন্ত্র যা তাঁর আত্মজ্ঞান ও উপলব্ধির পথের প্রথম স্তর। 'আত্মা হলো একই সাথে দেহ সংশ্লিষ্ট ও দেহোত্তীর্ণ আধ্যাত্মিক সত্তা।' ইবনুল আরাবির মতে, 'আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের উপায় বা মাধ্যম হলো আত্মা। দার্শনিক এরিস্টটলের মতে, 'আত্মা দেহাতিরিক্ত আধ্যাত্মিক দ্রব্য এবং দেহের আত্মিক সংগঠন।' আল কিন্দির মতে, 'আত্মা হচ্ছে পরম সত্তা থেকে বিচ্ছুরিত জ্যোতি, যেমন সূর্যালোক সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত হয়।' 'আল্লামা ইকবালের মতে, 'আত্মা হলো খুদি, যা এক বাস্তব সত্তা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমে যাকে জানা যায়।'[১৩৮]

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায় যে, আত্মা হচ্ছে এমন এক Spiritual Substance আধ্যাত্মিক সত্তা যা চিরন্তন, অমর, অবিনশ্বর, অস্পৃশ্য ও অদৃশ্য।

## ৩.৪ আল কুর'আনের আলোকে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ্ তা'আলাকে বিশ্ব জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালকরূপে চেনা ও জানার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষ সমগ্র জীবনব্যাপী কেবল তাঁরই দাসত্ব করবে। সে এখানে আল্লাহ্র খিলাফাতের দায়িত্ব পালন করবে।[১৩৯] এটিই মানুষের প্রধান দায়িত্ব। আত্মশুদ্ধি অর্জন করে নিজ আচরণ ও জীবনকে পবিত্র করে আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভ ব্যতীত এ মহান দায়িত্ব পালন একজন মানুষের দ্বারা কখনোই সম্ভব হতে পারে না।[১৪০] আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য আত্মশুদ্ধি অর্জন করার মাধ্যমে ব্যক্তি জীবনের নিরাপত্তা লাভ, উন্নত ব্যক্তিত্ব অর্জন, পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে কল্যাণ লাভ এবং ধর্মীয় সংস্কার কার্যকর করার মাধ্যমে খিলাফাত প্রতিষ্ঠার যোগ্য নাগরিক গড়ে তোলা।

### ৩.৪.১ ব্যক্তি জীবনের নিরাপত্তা

মানুষের জীবনের সামগ্রিক নিরাপত্তা লাভের জন্য আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীতা অনেক। মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে এ উদ্দেশ্যে যে, সে আল্লাহ্ তা'আলাকে বিশ্ব জগতের স্রষ্টারূপে, মালিকরূপে, শাসকরূপে চিনবে, জানবে এবং সমগ্র জীবনব্যাপী কেবল তাঁরই দাসত্ব করবে।[১৪১] মানুষ এখানে আল্লাহ্র খিলাফাতের দায়িত্ব পালন করবে। তার সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, খিলাফাত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মহান প্রভুর 'ইবাদত ও দাসত্ব করা। পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে সবই মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আর মানুষের কাজ শুধু আল্লাহ্র 'ইবাদত করা, তাঁর দেয়া যাবতীয় বিধি-বিধান নিজের উপর, সকল মানুষের উপর এবং সমগ্র সৃষ্টিকূলের উপর প্রয়োগ করা।

একজন মানুষ যখন অব্যাহত প্রচেষ্টা ও কঠোর সাধনার মাধ্যমে অন্তরের খারাপ রোগসমূহকে দূর করে আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে পারে, তখন তার ব্যক্তিজীবন যাবতীয় অকল্যাণ থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। নিরাপদ হয়ে যায় তার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন অভ্যাসসমূহ, যার ফলে অসুস্থ্যতা বা রুগ্নতা খুব সহজে তাকে স্পর্শ করতে পারেনা।[১৪২] আত্মশুদ্ধির ফলে তার খাদ্য গ্রহণ বিষয়ক অভ্যাসসমূহ

---

১৩৮ প্রাগুক্ত।

১৩৯ হাফেজ ইমামুদ্দিন ইব্ন কাসীর (রহ.), অনু. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, Zvdmxi Beb Kvmxi (ঢাকা: তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, ৪র্থ সংস্করণ, ০০৪ খ্রি.), খ. ১৭, পৃ. ১০৯

১৪০ ড. মুহাম্মদ আলী হাশেমী, অনু. শহীদুল ইসলাম ফারুকী, Av'k মুসলমান (ঢাকা: আল কাউসার প্রকাশনী, ), পৃ. ৫১

১৪১ قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ مَلِكِ ٱلنَّاسِ إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ 'বলো আমি আশ্রয় চাই মানবজাতির প্রভূর নিকট, মানবজাতির বাদশার নিকট, মানবজাতির ত্রাণকর্তার নিকট।' দ্র. আল কুর'আন, ১১৪: ১-৩; وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَٰهٌ وَفِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَٰهٌۚ وَهُوَ ٱلۡحَكِيمُ ٱلۡعَلِيمُ 'তিনিই আসমানেও ইলাহ্ এবং পৃথিবীতেও ইলাহ্ আর তিনি মহাপ্রকৌশলী ও মহাজ্ঞানী।' দ্র. আল কুর'আন, ৪৩:

১৪২ ইসলামে মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত যে বিধান দিয়েছে তা পরিপালন করার কারণে তারা স্বাভাকিভাবেই সুস্থ্য জীবন যাপন করতে পারে। حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ 'তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোস্ত এবং সে সব জন্তু যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে হত্যা করা হয়েছে।' দ্র. আল কুর'আন, ০৫: ০৩; يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ 'মদ, জুয়া, আস্তানা ও ভাগ্য গণনার জন্য তীর ছোড়া প্রভৃতি শয়তানের কাজের চরম

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার ফলে তার অপচয় কমে গিয়ে একদিকে সম্পদ বৃদ্ধি পায় অপরদিকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি গ্রহণের মাধ্যমে শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তার কর্মক্ষেত্র বাছাই, কর্ম পন্থা নির্ণয়, কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ, কর্ম বাস্তবায়ন নীতি, কর্ম গ্রহণের উদ্দেশ্য ও সম্ভাব্য ফলাফল সব কিছুই সে গ্রহণ করবে ধীর সুস্থে, চিন্তা ভাবনা করে এবং ইসলামের আলোকে। তখন মানুষ যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নির্লোভ ও নির্মোহ চিত্তে, সততা ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে এবং আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে।[১৪৩] এমতাবস্থায় মানুষ তার কর্মপন্থা গ্রহণে নিশ্চিতভাবেই আল কুর'আনের অনুসরণ করবে এবং তার কর্মের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও সদা সজাগ থাকবে।[১৪৪] ফলে, মানুষ যে কোন বিষয়ে দূরদর্শী ও পরিপক্ক সিদ্ধান্ত নেয়ার কারণে কাউকে ঠকাবেনা নিজে ঠকবাজির শিকারও হবেনা।[১৪৫] পরিশুদ্ধ চিন্তা ও কর্ম পরিকল্পনার ফলে মানুষ দুঃশ্চিন্তা ও হতাশায় নিমজ্জিত হবেনা এবং তার সকল কর্মই চূড়ান্ত সফলতা বয়ে আনবে।

আত্মশুদ্ধি মানুষকে জীবনে সকল অকল্যাণ থেকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে, কারণ এ পর্যায়ে ব্যক্তি স্বীয় খামখেয়ালি বশত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনা। তার খাদ্যগ্রহণ, স্বাস্থ্যপালন, কর্মগ্রহণ, ব্যবসা বাণিজ্য, পরিবার গঠন, পরিবার পরিপালন, সামাজিক কর্মকাণ্ড, রাষ্ট্রীয় অংশগ্রহণ সব কিছুই সে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী গ্রহণ করে।[১৪৬] তার কোন সিদ্ধান্তেই শয়তান প্রভাব সৃষ্টি করে ধোঁকায়

---

মলিনতা। অতএব তোমরা তার প্রত্যেকটিই পরিহার কর। আশা করা যায় তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।' দ্র. আল কুর'আন, ০৫: ৯০; 'নিশ্চয়ই মানুষকে স্বাস্থ্য ও সুস্থ্যতার চেয়ে আর কোন নি'আমাত দান করা হয়নি।' দ্র. অধ্যাপক এটিএম মুসলেহ উদ্দিন ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, mxivZ wek‡Kvl (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮ খ্রি.), খ. ৪. পৃ. ২১৮; মানুষের ইসলাম নির্ধারিত দৈনন্দিন ভারসাম্যপূর্ণ অভ্যাস সম্পর্কে وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا 'তোমাদের ঘুমকে আমি শান্তির বিশ্রাম বানিয়েছি, আর রাতকে তোমাদের জন্য আবরণ করে দিয়েছি' দ্র. আল কুর'আন, ৭৮: ৯-১০; 'ইসলাম মানুষের রুহ্ বা আত্মার সুস্থ্যতার মাধ্যমে তার মানবিক শক্তি সামর্থ ও দৈহিক সুস্থ্যতার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করে, যা মেনে চলার মাধ্যমে মানুষ পূর্ণ সুস্থ্য থাকতে পারে।' দ্র. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Avj KiAv‡b ivó I miKvi (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ২২২

১৪৩ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ 'হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহ্র খাতিরে সত্যের উপর অবিচল থাক এবং ন্যায়ের সাক্ষী হও। কোন দলের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে এতটা খেপিয়ে না দেয় যে, তোমরা ন্যায় থেকে ফিরে যাও। ন্যায় প্রতিষ্ঠা কর। এটি আল্লাহ্র নৈকট্য। আল্লাহ্কে ভয় করে চল। নিশ্চয়ই তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ তার পুরোপুরি খবর রাখেন।' দ্র. আল কুর'আন, ০৫: ০৮; আরো বলেন, إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ 'তিনিতো মহান রবের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এ কাজ করে। অবশ্যই তার রব তার উপর সন্তুষ্ট।' দ্র. আল কুর'আন, ৯২: ২০, ২১

১৪৪ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ 'অপরদিকে মানুষের মধ্যে কেউ এমনও আছে, যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন বিক্রি করে দেয় এবং এমন বান্দার উপর আল্লাহ্ বড়ই মেহেরবান।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ২০৭; قُلْ ...لَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ 'হে রাসূল বলুন, নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার সব রকম 'ইবাদাত, আমার জীবন, আমার মৃত্যু সবকিছুই আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামিনের জন্য।' দ্র. আল কুর'আন, ০৬: ১৬২

১৪৫ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا 'হে বিশ্বাস স্থাপনকারী লোকেরা, তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে খেয়োনা। পারস্পরিক সন্তুষ্টি সাপেক্ষ্যে লেনদেন করা উচিত। তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করোনা। নিশ্চয়ই জানবে আল্লাহ্ তোমাদের উপর দয়াবান।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ২৯; وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ 'খিয়ানত করা কোন নাবির কাজ হতে পারেনা। আর যে খিয়ানত করে কিয়ামাতের দিন সে তার খিয়ানতসহ উপস্থিত হবে। তারপর প্রত্যেক লোকই তার কর্মের ফলাফল পাবে এবং কারো উপর কোন কমবেশী করা হবেনা।' দ্র. আল কুর'আন, ০৩: ১৬১

১৪৬ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ 'হে রাসূল! আল্লাহ্র দেয়া বিধান অনুযায়ী আপনি মানুষের মাঝে বিচার মিমাংসা করুন। তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করবেন না। আপনি সাবধান থাকুন, যাতে তারা আপনাকে বিভ্রান্তিতে ফেলে হেদায়াতের কোন অংশ থেকে সরিয়ে রাখতে না পারে, যা আল্লাহ্ আপনার উপর অবতীর্ণ করেছেন। আর যদি ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে জেনে রাখুন, আল্লাহ্ তাদের অপরাধের জন্য তাদেরকে শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েই রেখেছেন। আসলে মানুষের মধ্যে অনেকেই পাপ প্রবণ।' দ্র. আ কুর'আন, ০৫: ৪৯; أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ 'তোমরা কি জনো না, আসমান ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহ্রই জন্য, তিনি ছাড়া আর কেউ তোমাদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ১০৭; أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ

Dhaka University Institutional Repository

ফেলতে পারেনা।[১৪৭] এমতাবস্থায় ব্যক্তি জীবনের সামগ্রিক সফলতা ও নিরাপত্তার জন্য আত্মশুদ্ধি অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

পৃথিবীর মোহ তাকে ভুলের সাগরে নিক্ষেপ করতে পারেনা।[১৪৮] এমতাস্থায় ব্যক্তি শারীরিক ও মানসিকভাবে পূর্ণ সুস্থ্যতা বজায় রাখতে পারে। আর্থিক ঝুঁকি থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখতে পারে। ভারসাম্যপূর্ণ সামাজিক দায়ভার গ্রহণ করার কারণে সামাজিক সুস্থ্যতা বিরাজমান রাখতে পারে। আর এসকল কিছুই কেবল ব্যক্তির আত্মিক সুস্থ্যতা, অন্তকরণের সুস্থ্যতা তথা আত্মশুদ্ধি অর্জনের কারণেই সম্ভব। সুতরাং ব্যক্তি জীবনের সার্বিক নিরাপত্তা ও উন্নতির জন্য সর্ব প্রথম ব্যক্তির অন্তকরণের রোগসমূহ নির্মূলকরণ তথা আত্মশুদ্ধি অর্জন অপরিহার্য।

## ৩.৪.২ উন্নত ব্যক্তিত্ব অর্জনের মাধ্যম

ব্যক্তিত্ব[১৪৯] বলতে সাধারণত ব্যক্তি চরিত্রের এমন কিছু বৈশিষ্ট্যকে বুঝায়, যার দ্বারা অন্য সাধারণ মানুষ থেকে ব্যক্তিটিকে একটু ভিন্ন বা আলাদা মনে হয়। যিনি নিজের, নিজ পরিবার পরিজনের এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণের ব্যাপারে সজাগ তিনিই ব্যক্তিত্ববান মানুষ। এরূপ মানুষের বৈশিষ্ট্য হলো তিনি দায়িত্ব নিতে পারেন আবার নিঃসংকোচে দায়ও গ্রহণ করতে পারেন। সত্যকে সর্বদা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারেন আবার মিথ্যার বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবস্থান নিয়ে সোচ্চার হতে পারেন তিনিই

---

يَبۡغُونَۚ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ ‘তাহলে কি তারা আবার জাহিলিয়াতের বিচার মিমাংসা চায়? অথচ যারা আল্লাহ্র উপর আস্থা রাখে, তাদের কাছে আল্লাহ্ থেকে কে বেশি ভালো মিমাংসাকারী হতে পারে?’ দ্র. আল কুর’আন, ০৫: ৫০

১৪৭ إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ لَكُمۡ عَدُوّٞ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّاۚ إِنَّمَا يَدۡعُواْ حِزۡبَهُۥ لِيَكُونُواْ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ‘শয়তান তোমাদের শত্রু, সুতরাং তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ কর। সে তার দলবলকে আহবান করে কেবল এজন্য যে, মানুষ যেন জাহান্নামি হয়।’ দ্র. আল কুর’আন, ৩৫: ০৬; يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ ‘আর তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না, সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।’ দ্র. আল কুর’আন, ০২: ১৬৮

১৪৮ وَمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَآ إِلَّا لَعِبٞ وَلَهۡوٞۖ وَلَلدَّارُ ٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ‘পৃথিবীব জীবনটা তো মানুষের জন্য একটা খেলা ও তামাশা ছাড়া কিছুই নয়। আসলে যারা ধ্বংস থেকে বাঁচতে চায়, তাদের জন্য পরকালের আবাসই উত্তম। তবে কি তোমরা বুদ্ধিমানের পরিচয় দিবে না?’ দ্র. আল কুর’আন, ০৬: ৩২; ٱلۡيَوۡمَ نَخۡتِمُ عَلَىٰٓ أَفۡوَٰهِهِمۡ وَتُكَلِّمُنَآ أَيۡدِيهِمۡ وَتَشۡهَدُ أَرۡجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ ‘আজ আমি তাদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি। তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা সাক্ষ্য দিবে যে, তারা পৃথিবীতে কী অর্জন করে এসেছে।’ দ্র. আল কুর’আন, ৩৬: ৬৫; قُلۡ إِنَّ ٱلۡمَوۡتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنۡهُ فَإِنَّهُۥ مُلَٰقِيكُمۡۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ‘তাদেরকে বল, যে মৃত্যু হতে তোমরা পালাবার চেষ্টা করছ সে তো তোমাদের কাছে আসবেই। তখন তোমাদেরকে আল্লাহ্র কাছে উপস্থিত করা হবে, যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু জানেন। আর তিনি তোমাদের সবই জানিয়ে দিবেন, যা তোমরা করেছিলে।’ দ্র. আল কুর’আন, ৬২: ০৮

১৪৯ ইংরেজিতে বলে Personality. Personsl existence, the quality or state of being a person, The set of emotional qualities, ways of behabing etc., that makes a Person different from other people. https://www.merriamwebster.comdictionary, Visited on, 17/02/2016.; Personality has two individual differences among People in behaviour Patterns, Cognition and emotion. Cf. Michel W. and others, *Introduction to Personality: Toward an intergration* (New York: Jhon wily and sons, 2004), https://en.m.wikipeadia.org. Visited on, 11.02. 2016

ব্যক্তিত্ববান মানুষ।[১৫০] ব্যক্তিত্ব বলতে ব্যক্তিসত্ত্বার অন্তর্নিহিত ও সুক্ষ্ম গুণাবলীর বিকাশ ব্যক্তির চরিত্রে ও আচরণে পরিলক্ষিত হওয়ার মাধ্যমে তার স্বাতন্ত্র ফুটে উঠাকে বুঝায়।[১৫১]

একজন ব্যক্তির চিন্তাধারা, পোষাক পরিচ্ছেদ, রুচিবোধ, আবেগ অনুভূতি, খাদ্যাভ্যাস, বাচনভঙ্গি ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্য আরেকজন থেকে ভিন্ন হওয়াটিই স্বাভাবিক। ব্যক্তি বিশেষের এ ভিন্নতাকেই সাধারণত ব্যক্তিত্ব বলে।[১৫২]

নিজ অস্তিত্বের বাস্তবতা, ধরন, প্রকৃতি, বিকাশ, বিস্তৃতি, সফলতা ও ব্যর্থতার বিষয়ে যিনি বাস্তব জ্ঞান লাভ করেছেন। অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী নিজের কথা-বার্তা, আচার-আচরণ ও কর্মপন্থাকে সাজিয়ে নিয়ে সমাজের অন্যদের চেয়ে একটু ভিন্নতা অর্জন করেছেন। ব্যক্তিসত্ত্বার এ বিকাশ লাভকেই ব্যক্তিত্ব বলা হয়।[১৫৩] যে এক বা একাধিক গুণের কারণে একজন ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিকে আলাদা মনে হয় সেটিকেই ব্যক্তিত্ব বলে। আর উন্নত ব্যক্তিত্ব হচ্ছে ব্যক্তির চরিত্রের এমন কিছু উন্নততর স্বভাব ও আচরণ যা কেবল সমপর্যায়ে ব্যক্তিগণের মধ্যেই দেখা যায়, তবে সেগুলোর ধরন, রং ও রূপ ভিন্নতা ও বৈচিত্রে ভরপুর হওয়ার কারণে প্রত্যেককেই আলাদা মনে হলেও একটু গভীর পর্যবেক্ষণ করলে মনে হবে যেন আলাদা নয়।[১৫৪]

আত্মশুদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বেও বিকাশ লাভকারী প্রত্যেকেই নিজ জীবনে একই ধরনের নিয়ম-নীতি, মাপকাঠি ও আচার আচরণ মেনে চলেন। এক্ষেত্রে একজনের প্রকাশভঙ্গি ও প্রয়োগ শৈলী অন্যের চেয়ে সুক্ষ্ম কিছু ভিন্নতা মেনে চলার কারণে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠে। ব্যক্তির সকল কর্মে স্বীয় বিশ্বাসের স্বীকৃতি ও মূল্যবোধের উপর অটল থাকার যে দৃঢ় প্রত্যয় প্রষ্ফুটিত হয় তাকেই উন্নত ব্যক্তিত্ব বলে।[১৫৫] যত কঠিন পরিস্থিতিই হোক কথা ও কাজের মিল রেখে চলা, সকল

---

১৫০ কঠিন বাধা ও প্রতিরোধের মুখে একজন ঈমানদারের কাঙ্খিত দৃঢ়তা, ইসলামের উপর অবিচল থাকা, সত্য ও ন্যায়ের ব্যাপারে স্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ বর্ণনা করে وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ٱتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْـَٔلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ 'নগরপ্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এলো। সে বললো, হে আমার জাতির লোকেরা, তোমরা রাসূলদের অনুসরণ করো। তোমরা তাদের অনুসরণ করো যারা তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চান না এবং যারা সঠিক পথ প্রাপ্ত।' দ্র.আল কুর'আন, ৩৬: ২০, ২১

১৫১ Michel w, and others, *Introduction to Personality: Toward an intergration* (New York: Jhon wily and sons, 2004), https://en.m.wikipeadia.org. Visited on, 11/02/ 2016

১৫২ শহীদ আল বুখারী, কোয়ন্টাম ফাউন্ডেশন, https://www.quantummethod.org.bd, visited on,14/02/ 2016; আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনের ব্যক্তিত্বের বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন, مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ 'মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল। যারা তাঁর সাথে আছে তারা অস্বীকারকারীদের উপর কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে কোমল। তুমি যখন তাদেরকে দেখবে তখন তাদেরকে রুকু সিজদা অবস্থায় এবং আল্লাহ্‌র দয়া ও সন্তুষ্টি অন্বেষণে মগ্ন পাবে। তাদের চেহারায় সিজদার নিদর্শন রয়েছে, যা থেকে তাদেরকে আলাভাবে চিনা যায়।' দ্র. আল কুর'আন ৪৮: ২৯

১৫৩ মু'মিন ব্যক্তিত্বের অবিচল, দৃঢ় ও উন্নত বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ 'প্রকৃত মু'মিন তারাই, যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি আনুগত্য গ্রহণ করার পর আর সন্দেহে পতিত হয় না এবং আনুগত্যের দাবী অনুযায়ী নিজেদের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করে আল্লাহ্‌র পথে সর্বাত্মক জিহাদ করে। এরাই সত্যবাদী।' দ্র. আল কুর'আন, ৪৯: ১৫

১৫৪ মু'মিন নারী ও পুরুষের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ أُوْلَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 'মু'মিন নারী পুরুষের বৈশিষ্ট্য এমন যে তারা পরস্পরের বন্ধু সাহায্যকারী। তারা একে অপরকে যাবতীয় ভাল কাজের নির্দেশ দেয়, অন্যায় ও পাপকাজ থেকে বিরত রাখে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত পরিশোধ করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এরা এমন লোক যাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত অবশ্যই বর্ষিত হবে।' দ্র. আল কুর'আন, ০৯: ৭১; শিক্ষা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, আর্থিক সামর্থ, রং, বর্ণ ও দেশ বা অঞ্চল ভিন্ন হওয়া সত্তেও ব্যক্তিত্বের বিবেচনায় মুসলিমগণের মধ্যে উক্ত গুণাবলী অবশ্যই পাওয়া যাবে। ভিন্ন মানুষ ও ভিন্ন ব্যক্তিত্ব হওয়ার পরও একটু ঘনিষ্ঠভাবে চলা ফেরা করলেই মনে হবে সকল মুসলিম আচার আচরণ ও ব্যক্তিত্বে যেন প্রায়একই রকম।

১৫৫ আত্মশুদ্ধির কারণে মুমিন ব্যক্তিত্বে যে দৃঢ়তা, নীতি ও মূল্যবোধের ব্যাপারে আপোষহীণতা সৃষ্টি হয়, সেদিকে ইঙ্গিত করে إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ 'প্রকৃত

*Dhaka University Institutional Repository*

অবস্থায় কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করা,[১৫৬] সকল মানুষ ও প্রাণীকূলের অধিকার[১৫৭] পূর্ণভাবে আদায় করা উন্নত ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ। এ সমস্ত উন্নততর গুণ মানুষের মধ্যে এমনি এমনি সৃষ্টি হয়না, সেগুলো অর্জন করতে হয়।

ব্যক্তিসত্ত্বায় বিরাজমান নেতিবাচক স্বভাবসমূহ যখন আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী অব্যাহত সাধনা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে দূরীভুত করা সম্ভব হয়, তখনই তার মধ্যে উন্নততর গুণ ও আচরণগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠে। এজন্য উন্নত ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে হলে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে ব্যক্তিসত্ত্বার সাধারণ দূর্বলতাকে দূর করতে হয়। বিশ্বাস ও কর্মের সমন্বয়ের মাধ্যমে ব্যক্তিসত্ত্বার অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হয়। বিশেষ করে বিরত্ব, সাহসিকতা, সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি উন্নত আচরণের বিকাশ ঘটাতে হয়। এরূপ দৃঢ় ও উন্নত ব্যক্তিত্ব কেবল মানুষের আত্মউপলব্ধি, আত্মনিরীক্ষণ, আত্মপর্যালোচনা, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মসংশোধনের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে।[১৫৮] পরিমার্জিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিসত্ত্বা ব্যতীত উন্নত ব্যক্তিত্ব কল্পনাও করা যায়না। জীবন ও কর্মের ক্ষেত্রে লক্ষ্য স্থির করা, নিজের সম্পর্কে উন্নত ধারণা সৃষ্টি করা, সময়মত কাজ করা, ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করা, নিয়মিত অধ্যয়ন করা, অঙ্গীকার রক্ষা করা এবং আত্মপর্যালোচনা করা মানব স্বভাবে উন্নত ব্যক্তিত্বের উল্লেখযোগ্য লক্ষণ।

উন্নত ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ছাড়া মানুষের ব্যক্তিসত্ত্বার সৌন্দর্য ফুটে উঠেনা। সমাজে মানুষের নিকট তেমন গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়না। ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অন্যকে আকৃষ্ট করার মাধ্যমেই সমাজে নেতৃত্ব দিতে হয়।[১৫৯] আর আত্মশুদ্ধি বা আত্ম নিয়ন্ত্রণই হচ্ছে এরূপ উন্নত ব্যক্তিত্ব অর্জনের একমাত্র মাধ্যম। উন্নত গুণসমৃদ্ধ আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে হলে অবশ্যই আল কুর'আন নির্দেশিত

---

মু'মিন তারাই, যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর আর সন্দেহে পড়েনা এবং নিজেদের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে।' দ্র. আল কুর'আন, ৪৯: ১৫

১৫৬ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِأَمَٰنَٰتِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رَٰعُونَ 'যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে।' দ্র. আল কুর'আন, ২৩: ০৮; وَأَوۡفُواْ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمۡ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلۡأَيۡمَٰنَ بَعۡدَ تَوۡكِيدِهَا وَقَدۡ جَعَلۡتُمُ ٱللَّهَ عَلَيۡكُمۡ كَفِيلًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا تَفۡعَلُونَ 'আল্লাহ্র সাথে যখন কোন অঙ্গিকার কর তখন তা পালন কর। আর অঙ্গিকার করার পর তা ভেঙ্গে ফেল না। অথচ তোমরা আল্লাহ্কে তোমাদের উপর সাক্ষী বানিয়েছ। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ সবকিছুই জানেন।' দ্র. আল কুর'আন, ১৬: ৯১; يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفۡعَلُونَ كَبُرَ مَقۡتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفۡعَلُونَ 'হে বিশ্বাসস্থাপনকারীগণ, তোমরা এমন কথা কেন বলো, যা তোমরা করো না? তোমরা যা করোনা, তোমাদের সে কথা বলা আল্লাহ্র নিকট খুবই অসন্তোষজনক।' দ্র. আল কুর'আন, ৬১: ২, ৩

১৫৭ وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـًٔاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخۡتَالًا فَخُورًا 'তোমরা সবাই আল্লাহ্র দাসত্ব কর, তাঁর সাথে কাউকে শরিক করো না, পিতা মাতার সাথে ভাল ব্যবহার কর, নিকটাত্মীয় ইয়াতিম ও মিসকিনদের সাথে ন্যায়-সঙ্গত আচরণ কর এবং আত্মীয় প্রতিবেশী ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী সাথী মুসাফির ও তোমাদের অধীনে যে সব দাস দাসি ও কর্মচারি রয়েছে তাদের প্রতি সদয় হও। নিশ্চয়ই জেনে রাখ, যে গৌরব ও অহংকার করে, আল্লাহ্ এমন লোককে পছন্দ করেন না।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ৩৬

১৫৮ শহীদ আল বুখারি, প্রাগুক্ত, Cf.https://www.quantummethod.org.bd. Visited on, 15/02/2016

১৫৯ 'নেতা' ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে, Leader; guide; conductor; headman; chief commander; pioneer. দ্র. মোহাম্মদ আলি ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, †e½wj-Bswjk wWK‡kbwi (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৩ তম সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৩৮৪; 'শব্দটি (Lead) শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ: to show the way by going first, প্রথমে অগ্রসর হয়ে পথ দেখানো; to act first, প্রথমে করা; direction, পরিচালনা; chief Way by going first, প্রথমে অগ্রসর হয়ে পথ দেখানো; to act first, প্রথমে করা; direction, পরিচালনা; chief role, প্রধান ভূমিকা; initiative, স্বতঃপ্রণোদিত প্রথম উদ্যম; to act as a leader of or take the lead, নেতৃত্ব গ্রহণ করা, আদর্শ স্থাপন করা।' দ্র. জুলিয়া এলিয়ট, msm' Bswjk-†e½wj wWK‡kbwi (কলকাতা: শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি., ১৫ তম সংস্করণ, মার্চ' ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৬১৬; বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় নেতা বলতে সাধারণত, জনপ্রতিনিধি ও 'আইন পরিষদের সদস্য বুঝায়। 'নেতাকে বিশ্লেষণি ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে, নিজের বুদ্ধি বিবেচনা প্রয়োগের সামর্থ থাকতে হবে, পরিস্থিতি সামলাবার মত মনের জোর, নৈতিকতা, সাহস ও প্রজ্ঞা সর্বোপরি দৃঢ়চেতা হতে হবে।' দ্র. শাহীন রেজা নূর, †bZ‡Zi ¸Yvejx (ঢাকা: দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ ফেব্রুয়ারি' ২০১৩ খ্রি.), নেতৃত্ব https://bn.m.wikipedia.org/wiki, Visited on, 11/04/2016

Dhaka University Institutional Repository

পন্থায় আত্মশুদ্ধি অর্জন করা অপরিহার্য। সমাজ ও রাষ্ট্রে বিদ্যমান অন্যায়, অপরাধ ও দুর্নীতি দূর করার জন্য সর্বপ্রথম অধিক সংখ্যক উন্নত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নাগরিক তৈরি হতে হবে। তাদের সমন্বয়ে সমাজ ও প্রশাসনের সকল স্তরে সৎ ও উন্নত মানসিকতা সম্পন্ন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে এবং আল্লাহ্র দেয়া বিধান অনুযায়ী সবকিছু পরিচালিত হলে একটি সুখী ও কল্যাণকর সমাজ বিনির্মাণ করা সম্ভব হবে।[১৬০]

### ৩.৪.৩ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সার্বিক কল্যাণের নিশ্চয়তা

আত্মশুদ্ধি মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণ এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়। বাবা, মা, ভাই, বোন, স্ত্রী, স্বামী, সন্তান নিয়ে মানুষের পরিবার।[১৬১] মানুষ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, পরিবারেই বেড়ে উঠে। পরিবারের বড়দের মায়া-মমতা, আদর-স্নেহ, যত্ন, তত্ত্বাবধান ও লালন পালনের মাধ্যমেই মানুষ শারীরিক ও মানসিকভাবে বিকশিত হয়। পরিবারের বড় সদস্যদের আচার আচরণ, চিন্তা ভাবনা, বিশ্বাস ও কর্মপন্থা ছোটদের উপর ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করে। মূলত পরিবারই হচ্ছে একজন মানুষের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র।[১৬২] পারিবারিক শিক্ষার প্রভাব মানুষের মাঝে মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এভাবে মানুষ বড় হয়ে সমাজে বিচরণ করে, সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে। একসময় সে নিজেও আবার পরিবার গঠন করে। মোট কথা পরিবার মানুষকে গঠন করে আবার মানুষ বড় হয়ে পরিবার গঠন করে। এজন্য মানব জীবনে পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম।

পরিবার গঠনের পূর্বে পরিবার প্রধান যখন নিজ ক্বাল্বকে কলুষমুক্ত করে আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জন করে, তখন পরিবার গঠনে এর ইতিবাচক প্রভাব কাজ করে। তিনি জীবন সঙ্গিনী হিসেবে একজন দ্বিনদার স্ত্রী খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেন।[১৬৩] আর এ উভয়ের সমন্বয়ে একটি তাকওয়া ভিত্তিক পরিবারের ভিত্তি স্থাপিত হয়। বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে একটি পরিবারের সাথে অন্য পরিবারসমূহের আন্তপারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। সে ক্ষেত্রে চাচার পরিবার, মামার পরিবার, খালার পরিবার, ফুফুর পরিবার, ভাই বোনদের শশুরের পরিবার এবং শশুর পক্ষীয় বিভিন্ন পরিবারের সাথে অতীব গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠে। সম্পর্কের খাতিরে এবং অধিকার আদায়ের প্রয়োজনে বিভিন্ন আদান, প্রদান, যোগাযোগ ও যাতায়াত অনিবার্য হয়ে পড়ে।

---

১৬০ মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Bmjvgx ivRbxwZi fwgKv (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ৮ম সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১৭০

১৬১ পরিবার মাতা পিতা ও তাদের সন্তানদের কেন্দ্র করে হতে পারে। আবার একসঙ্গে বসবাসরত আত্মীয় স্বজন সমবায়ে প্রসারিত পরিবারও হতে পারে। তৃতীয় ধরনের পরিবার হল একটি বৃহৎ সংসার, যেখানে অন্যান্য আত্মীয় ও ছেলে মেয়েদের সঙ্গে কিংবা তাদের সাথে অনাত্মীয়রাও যুক্ত হয়। পরিবার প্রায়শঃ সন্তানসহ বা সন্তানবিহীন এক বা একাধীক দম্পতির ছোট সংসার নিয়ে গঠিত। এর আর্থিক ভিত্তি রয়েছে। এ ভিত্তিকে কেন্দ্র করে আত্মীয়, সামাজিক সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে এবং ঐক্যবদ্ধ কাজের মাধ্যমে তা রূপায়িত হয়। পারিবারিক শৃঙ্খলার মধ্যে সদস্যরা সমাজের আর্থিক ও সামাজিক উপপ্রথাগুলি গড়ে তোলে। নির্দিষ্ট বংশধারার একজন নারী সাধারণত ভিন্ন বংশের পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শশুর বাড়ীতে যুক্ত হয় এবং সন্তান লাভ করে। শিশুটি পিতা মাতা উভয় দিক থেকে বংশানুগতির অংশীদার হয়। দ্র. ইব্রাহীম হোসাইন মিরাজ, cwievi, Cf.https://bn.m.wikipedia.org/wiki. Visited on, 11/04/2016

১৬২ মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, cwievi I cwiewiK Rxeb (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৬শ সংস্করণ, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৩৪৬-৩৪৭

১৬৩ কনে বাছাই করার সময় ইসলামের দৃষ্টিতে বিশেষ একটি গুণের যাচাই করে দেখা আবশ্যক। সে গুণটি হচ্ছে কনের দ্বিনদার ও ধার্মিক হওয়া। দ্র. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, cwievi I cwiewiK Rxeb, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০; রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, চারটি গুণের কারণে একটি মেয়েকে বিবাহ করার কথা বিবেচনা করা হয়। তার ধনমাল, তার বংশ গৌরব, সামাজিক মান মর্যাদা, তার রূপ ও সৌন্দর্য এবং তার দ্বিনদারি। কিন্তু তোমরা দ্বিনদার মেয়েকেই গ্রহণ করবে। দ্র. ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারি, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত, mwnn Avj eLwi (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পঞ্চম সংস্করণ, ২০০৬ খ্রি.), হাদিস নং- ৪৭২৩, খ. ৮, পৃ. ১৭৫

Dhaka University Institutional Repository

এমতাবস্থায় পরিবারের ভিতর এবং বাইরে একে অন্যের ব্যাপারে দায়িত্বশীলতা, সচেতনতা, যত্নশীলতা, অধিকার রক্ষা, আমানত রক্ষা, সম্মান বজায় রাখা, পর্দার বিধান মান্য করা ও ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আর এ সকল অপরিহার্য কার্যাদি সঠিকভাবে ও সকলের জন্য কল্যাণকর ভাবে কেবল তখনই একজন মানুষ করতে পারে, যখন সে অন্তরের ক্ষতিকর রোগসমূহ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। সে লোভ এবং ক্ষোভকে সংবরণ করতে পারে। হিংসা, মিথ্যাচার ও অহংকারকে দমন করতে পারে। নিজের ভিতর লুকায়িক পাশবিকতা ও কামরিপুকে নিয়ন্ত্রণ করে আত্মসংশোধনের মাধ্যমে ক্বাল্বের পবিত্রতা অর্জন করতে পারে।

যথাযথ যত্নশীলতার মাধ্যম সন্তান পালন করা,[১৬৪] স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের অধিকার বিষয়ে সচেতন থাকা,[১৬৫] পিতা মাতার সেবা যত্ন করা,[১৬৬] ভাই বোনদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত রাখা, আত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপারে সকল ধরনের দায়িত্ব সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করা ও তাদের হক আদায় করা,[১৬৭] পরিবারের ভিতর পর্দা ও শালীনতা[১৬৮] বজায় রাখা এবং সার্বিকভাবে ইতিবাচক দ্বিনি পরিবেশ অব্যাহত রাখা কেবল আত্মশুদ্ধি অর্জনকারী মানুষের দ্বারাই সম্ভব। সুতরাং সুখী ও কল্যাণময় পরিবার গঠন করার জন্য আত্মশুদ্ধি অর্জন করা এবং সকলকে আত্মার সংশোধনের পথে অগ্রসর করা অপরিহার্য। আত্মশুদ্ধির পথ অনুসরণই সার্বিকভাবে পারিবারিক কল্যাণের নিশ্চয়তা দান করে।

অনেকগুলো পরিবার যেখানে মিলে মিশে বসবাস করে, একে অন্যের সাহায্য ও সহযোগিতায় এগিয়ে আসে, সুখ ও দুঃখের অংশীদার হয়, পারস্পরিক সমন্বয় ও সম্পর্কের ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য, হাটবাজার ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে, প্রয়োজনে একে অপরের সাথে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়, এরূপ সম্মিলিত জনসমষ্টিকে মানব সমাজ বলে। সমাজের মানুষ একে অপরের নিকট দায়বদ্ধ। একজন আরেকজনের উপর নির্ভশীল। সমাজে কোন মানুষই একা চলতে পারেনা। সামজিক বন্ধন ছাড়া মানুষ বড়ই অসহায়। সমাজ ছাড়া মানবজীবনের কল্পনাও করা যায়না।[১৬৯] একটি সুন্দর ও নিরাপদ সমাজের বৈশিষ্ট্য হলো সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত থাকা, পারস্পরিক সম্মান ও অধিকার রক্ষা বিদ্যমান থাকা এবং সকল পর্যায়ের আত্মীয় স্বজনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকা।[১৭০]

---

১৬৪ মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, cwievi I cwiewiK Rxeb, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯;

১৬৫ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ‘তারা তোমাদের জন্য পোষাক এবং তোমারা তাদের জন্য পোষাক।’ দ্র. আল কুর’আন, ০২: ১৮৭

১৬৬ وَٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِۦ شَيْـًٔا وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ‘তোমরা আল্লাহ্‌র দাসত্ব কর, তাঁর সাথে কোন অংশীদার সাব্যস্ত করোনা। আর পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর।’ দ্র. আল কুর’আন, ০৪: ৩৬; وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حُسْنًا ‘আমি মানব জাতিকে আদেশ দিয়েছি তাদের পিতামাতার সাথে সুন্দর আচরণ করার জন্য।’ দ্র. আল কুর’আন, ২৯: ০৮

১৬৭ ড. মুহাম্মদ আলী আল হাশেমী, অনু. মাসঊদুর রহমান নূর, Av‘k gmwjg (ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ১৩৭; وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ‘আল্লাহ্‌কে ভয় করে চল, যার নামের দোহাই দিয়ে তোমরা পারস্পরিক সন্ধিতে আবদ্ধ হও এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকে ভয় করে চল।’ দ্র. আল কুর’আন, ০৪: ০১

১৬৮ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ‘এবং তোমরা তোমাদের ঘরের অভ্যন্তরে স্থায়ীভাবে বসবাস করো আর পূর্বকালীন জাহিলিয়াতের মত নিজেদের রূপ সৌন্দর্য ও যৌনদীপ্ত দেহাঙ্গ প্রদর্শন করে বেড়িয়োনা।’ দ্র. আল কুর’আন, ৩৩: ৩৩; ‘ইসলামে পর্দা ব্যবস্থার দু’টি পর্যায় রয়েছে, প্রথম পর্যায় হচ্ছে ঘরোয়া জীবনে। ঘরের অভ্যন্তরে পালন ও অনুসরণের নিয়ম বিধান। কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর প্রকৃত কর্মক্ষেত্র হচ্ছে তার ঘর। অপর পর্যায় হচ্ছে বাইরে যখন নারী কোন প্রয়োজনে বের হবে সে অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট। দ্র. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, cwievi I cwiewiK Rxeb, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২

১৬৯ অধ্যাপক এ টি এম মুসলেহ্ উদ্দিন ও অন্যান্ন কর্তক সম্পাদিত, mxivZ wek‡Kvl (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮ খ্রি.), খ. ১৪, পৃ. ১২১; আল্লামা ইয্‌দুদ্দীন বালীক (রহ.), অনু. হাফিজ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল, সম্পা. অধ্যাপক আ. ন. ম. আব্দুল মান্নান খান, wgbnvRm mv‡jnxb (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৬৫

১৭০ আব্দুস শহীদ নাসিম ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, Bmjvgx ivó I mswevb (ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ২২৩

Dhaka University Institutional Repository

সমাজে একজনের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, গোপনীয়তা, সম্পদ ও সম্মান অন্যের নিকট পবিত্র আমানত। সমাজের পরিবেশটি হতে হবে এমন, যেখানে একে অন্যের বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিবে, কোন অন্যায়, অশ্লীলতা দেখলে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তা দূর করবে এবং প্রত্যেকের অনুভূতি হবে এমন,'আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদার একমাত্র মাপকাঠি ঈমান, নৈতিকতা ও উন্নত চরিত্র।[১৭১]

এরূপ কাঙ্খিত কল্যাণকর ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থা বিনির্মাণের জন্য নাগরিকগণের উন্নত সামাজিক আচরণ বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। যখন একজন নাগরিক নৈতিক সচ্চরিত্র অর্জন করবে, তার মধ্যে আল্লাহ্‌র ভয় ও পরকালের বিশ্বাস জাগ্রত থাকবে এবং আত্মগঠনের অব্যাহত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সে আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা লাভ করবে, কেবল তখনই তার মধ্যে উন্নত সামাজিক আচরণ বিকাশ লাভ করবে।[১৭২] সুতরাং সুন্দর সমাজ গঠন ও সামাজিক কল্যাণ লাভের জন্য নাগরিকগণের আত্মশুদ্ধি অর্জন করা অপরিহার্য। আত্মার পবিত্রতা অর্জনকারী একজন নাগরিক পরিবার ও সমাজের জন্য আর্শীবাদ স্বরূপ। তিনি স্বীয় গুণ ও আচরণের দ্বারা পরিবার এবং সমাজকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে একটি মজবুত ও কল্যাণকর সামাজিক কাঠামো বিনির্মাণে পথ প্রদর্শকের দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

### ৩.৪.৩ ধর্মীয় সংস্কার ও খিলাফাতের প্রথম পদক্ষেপ

মানুষকে আল্লাহ্‌ তা'আলা পৃথিবীতে নিজ দাস ও প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেছেন।[১৭৩] পৃথিবীর বহুসংখ্যক মানুষ আজ আল্লাহ্‌র দাসত্ব পরিত্যাগ করে নিজ খেয়াল খুশীমত জীবন যাপন করছে। কেউ কেউ নিজ সমাজ, রাষ্ট্র বা নেতার দাসত্বে নিজেকে বন্দি করে ফেলেছে।[১৭৪] আল্লাহ্‌র দেয়া দ্বিন ও ধর্ম ত্যাগ করে অনেকে নিজেদের মতো করে ধর্ম বানিয়ে নিয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ধর্মের নাম ব্যবহার করে নিজস্ব ধ্যান ধারণা ও স্বার্থের কারণে বিভিন্ন দল-উপদল সৃষ্টি করে নিয়েছে এবং তাদের নেতাদের অন্ধ অনুকরণ করছে, তারা তাদের সে সমস্ত নেতাদেরকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ জ্ঞান করছে।[১৭৫] অনেক ক্ষেত্রে ধর্মের নাম ব্যবহার করেই ব্যক্তি ও গোষ্ঠিগত স্বার্থ অর্জন করতে গিয়ে সাধারণ মানুষকে মহা বিভ্রান্তির মধ্যে নিক্ষেপ করছে। তাসাওফ, মা'রিফাত, তরিকত, উসিলা, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি মূল্যবান শব্দসমষ্টির ছদ্মাবরণে অনেক ক্ষেত্রেই মানুষকে আল কুর'আন

---

১৭১ বিদায় হজ্বের ভাষণে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেন, ' তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন সম্পত্তি ও মান সম্মান সব কিছুই পরস্পরের জন্য আজকের দিনের মত সম্মানিত ও পবিত্র।' দ্র. যায়নুল আবেদীন রাহনুমা, অনু. আবু জাফর, wekbex gnv¤§' (mv.), ঢাকা: আল আমীন প্রকাশন, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ২২৩; وَمَن يَعۡمَلۡ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُونَ نَقِيرٗا 'যে ব্যক্তি ভাল কাজ করবে, নর কিংবা নারী, সে যদি ঈমানদার অবস্থায় তা করে, তাহলে সে সব লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের উপর বিন্দুমাত্র অবিচার করা হবেনা।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ১২৪

১৭২ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, wkÿv mwnZ¨ I ms¯wZ (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ৫ম সংস্করণ, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ১৯; ড. মুহাম্মদ আলী আল হাশেমী, Av'k gmwjg, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫-২০৬; অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আলমগীর, BwZnv‡mi Av‡jv‡K Avgv‡'i wkÿvi HwZn¨ I cKwZ (ঢাকা: বুক পয়েন্ট, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৬৭, ৬৮

১৭৩ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمۡ خَلَٰٓئِفَ ٱلۡأَرۡضِ وَرَفَعَ بَعۡضَكُمۡ فَوۡقَ بَعۡضٖ دَرَجَٰتٖ لِّيَبۡلُوَكُمۡ فِي مَآ ءَاتَىٰكُمۡۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلۡعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٞ رَّحِيمُۢ 'তিনিই সে সত্ত্বা যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং তোমাদের কতক লোককে অপর কতকের উপর বেশি মর্যাদা দিয়েছেন, যাতে তোমাদেরকে তিনি যা দিয়েছেন, সে বিষয়ে পরীক্ষা করতে পারেন। নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক যেমন জলদি শাস্তি দিতে পরেন তেমনি তিনিই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।' দ্র. আল কুর'আন, ০৬: ১৬৫; 'মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি একথার মর্ম হচ্ছে, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সাথে আচরণের বেলায় মানুষের অনুসৃত নীতি যদি স্বয়ং আল্লাহ্‌র মতোই হয়, আল্লাহ্‌র 'আইন ও বিধান অনুসারে হয়, কেবল তখনই সে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্ব ও খিলাফাতের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করতে পারে।' দ্র. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান অনূদিত, Bmjvgx ms¯wZi ggK_v (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১০ম প্রকাশ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৩১

১৭৪ 'মানুষের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে যে অন্যান্য অনেককে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ জ্ঞান করে এবং তাদেরকে সেভাবেই ভালবাসে ও অনুসরণ করে যেভাবে আল্লাহ্‌কে ভালবাসা ও অনুসরণ করা দরকার। তারা হচ্ছে সে সমস্ত ব্যক্তি যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্যান্য অনেককে অংশীদার গণ্য করেছে। এরা সত্য প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে কাজ করে যুলম করেছে, প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদেরকে ভয়াবহ পরিণতির দিকে নিক্ষেপ করেছে।' উদ্ধৃত, সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, Zvdwmi wd whjwjj †KviAvb, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৭

১৭৫ মাওলানা মুহাম্মদ হুমায়ুন কবির খান, kq‡Zv‡bi †gvKv‡ejv Ges Avjøvn cwßi Dcvq, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮; সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, Zvdwmi wd whjwjj †KviAvb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

Dhaka University Institutional Repository

প্রদর্শিত আত্মশুদ্ধির পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।[১৭৬] বর্তমান প্রেক্ষাপটে ধর্মের নামে এবং বিভিন্ন আধুনিক মতবাদের নামে যাবতীয় শোষণ, অনাচার ও বিভ্রান্তি বন্ধ করে এ ক্ষেত্রে যথাযথ সংস্কার সাধন করতে হলে আল কুর'আনের আলোকে আত্মশুদ্ধির পথ অনুসরণ করতে হবে।

কাল্পনিক সকল মতবাদ বন্ধ করে তদস্থলে আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া বিধি-বিধানের আলোকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।[১৭৭] আলোচ্য সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হলে সর্ব প্রথম যে জিনিসটি প্রয়োজন সেটি হচ্ছে, সকল প্রকার লোভ, ভোগ বিলাস, ক্ষোভ, অহংকার, হিংসা ও অজ্ঞানতামুক্ত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হৃদয়ের একদল মানুষ। যারা নিজেদের আধ্যাত্মিক শক্তি, জ্ঞানের আলো এবং আল্লাহ্র সাহায্যে সমাজে ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিদ্যমান সকল অপকর্ম ও অপসংস্কৃতি দূর করবে। আল কুর'আন বহির্ভূত এবং শোষণমূলক সকল মতবাদের বিপরীতে মানুষকে খিলাফাত ভিত্তিক ব্যবস্থার মাধ্যমে ন্যায় কল্যাণের পথে আহ্বান জানাবে।[১৭৮] এ জন্য আত্মশুদ্ধি অর্জন করাকে ধর্মীয় সংস্কার ও খিলাফাতের প্রথম পদক্ষেপ বলা হয়েছে।

### ৩.৪.৫ মানবিক সাম্য ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপকরণ

মানুষ জ্ঞান, বুদ্ধি, মেধা, সম্পদ ও কর্মদক্ষতায় একে অপরের চেয়ে অগ্রবর্তী হতে পারে। একজনের যে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা রয়েছে, অন্য জনের তা নাও থাকতে পারে। একজন সমাজ ও রাষ্ট্রের নিকট অনেক গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, অন্যজন ততো গুরুত্বপূর্ণ নাও হতে পারে। এক জনের অবদান সমাজ ও রাষ্ট্রে অনেক বেশী থাকতে পারে আবার অন্য জনের তেমন কোন অবদান নাও থাকতে পারে। ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ পরিচালনায় অতি সাধারণ থেকে সর্বোচ্চ অসাধারণ সকল কাজই আসলে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কোন কাজকেই ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। সততা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে পরিচালিত সকল কাজই ইসলামে মর্যাদাপূর্ণ। আল কুর'আনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করে যখন একজন মানুষ আভ্যন্তরীণ পত্রিতা অর্জন করে, কেবল তখনই তার চিন্তাধারায় উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি

---

১৭৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯; আত্মশুদ্ধির জন্য ইসলামের দীক্ষা পদ্ধতি হচ্ছে, দৈনিক পাঁচ বার সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্কে স্মরণ করে তাঁর ভয় ও ভালবাসায় মনকে সতেজ রাখা। প্রত্যেক বছর পূর্ণ একমাস ধরে সিয়াম পালনের মাধ্যমে তাকওয়ার দীক্ষা লাভ করা। যাকাত প্রদানের মাধ্যমে ভোগের ও সম্পদের পবিত্রতা লাভ এবং সমাজে সম্প্রীতির পরিবেশ সৃষ্টি করা। আল্লাহ্র 'ইবাদাতের কেন্দ্রস্থল বাইতুল্লাহ্ যিয়ারত বা হাজ্জ পালনের মাধ্যমে বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে শক্তিশালী করা। এ সকল মৌলিক প্রশিক্ষণমূলক কাজের ধারাবাহিকতায় পূর্ণ ঈমান, আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ আনুগত্য, সর্বদা আল্লাহ্র ভয় ও আল্লাহ্র জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়ে ফানা ফিল্লাহ্র পর্যায়ে উন্নিত হওয়া। দ্র. আবদুস শহীদ নাসিম অনূদিত, Bmjvgx Rxeb e¨e¯'vi †gŠwjK iƒc‡iLv (ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ১৩৮, ৩১৯

১৭৭ وَمَا ٱخۡتَلَفۡتُمۡ فِيهِ مِن شَيۡءٖ فَحُكۡمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَإِلَيۡهِ أُنِيبُ 'তোমাদের মধ্যে যে সব বিষয় মতপার্থক্য হয় সে সবে ফায়সালা করা আল্লাহ্র কাজ। আল্লাহ্ই আমার রব। আমি তাঁরই উপর ভরসা করেছি এবং তাঁরই দিকে মনোনিবেশ করেছি।' দ্র. আল কুর'আন, ৪২: ১০; وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا 'যখন আল্লাহ্ ও রাসূল কোন বিষয়ে মিমাংসা করে দেন, তখন কোন মু'মিন পুরুষ ও মহিলার এ অধিকার থাকেনা যে, সে ঐ বিষয়ে নিজে মিমাংসা করবে। আর যে কেউ আল্লাহ্ ও রাসূলের নাফরমানি করে, সে সুস্পষ্ট গোমরাহিতে পড়ে গেল।' দ্র. আল কুর'আন, ৩৩: ৩৬

১৭৮ وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ 'তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোকতো অবশ্যই থাকা উচিত যারা মানুষকে ন্যায় ও কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, উত্তম কাজের নির্দেশ দিবে এবং মন্দকাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে। যারা একাজ করবে তারাই সফল হবে।' দ্র. আল কুর'আন, ০৩: ১০৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সমাজের প্রত্যেক মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির অন্তর্ভূক্ত।[১৭৯] সাধারণভাবে কেউ কারো থেকে নিচু বা উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন নয়। উচ্চ মর্যাদার একমাত্র মাপকাঠি হচ্ছে, আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী নিজেকে পরিচালিত করা।[১৮০] ইসলামে সাম্যের বিধান হচ্ছে, মৌলিক অধিকারের[১৮১] ক্ষেত্রে ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানি, অশিক্ষিত, নেতা, কর্মী, কর্মকর্তা ও কর্মচারি সকলের অধিকার সমান। প্রতিটি নাগরিক এ ক্ষেত্রে সমান অধিকার ভোগ করবে এবং একই ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে একই শাস্তি ভোগ করবে।[১৮২] রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে একই ধরনের মাপকাঠি মেনে চলা হবে। বিশেষ শ্রেণি, জাতি, গোষ্ঠি বা দলের জন্য কোন সুবিধা বা অসুবিধা কমবেশী করা হবেনা।[১৮৩] সমাজে প্রত্যেক মানুষ পরস্পর ভাইভাই। সকলে একই আদম ('আ.) ও হাওয়া ('আ.) এর সন্তান এবং সকলেই আল্লাহ্র বান্দা। ইসলাম মানবিক সাম্যের এ নীতি একজন মানুষের অন্তরের গভীরে পৌঁছে দেয়। ফলে সে মানুষের অধিকার, সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে সর্বদা আল্লাহ্র দরবারে জবাবদিহিতার ভয়ে ভীত থাকে।[১৮৪] আল কুর'আনের পূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে আত্ম নিয়ন্ত্রণের কারণে, একজন মানুষ যখন লোভ, মোহ, ক্রোধ, হিংসা, অহংকার ও ভোগবাদ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয় তখনই তার দ্বারা উপরোক্ত সাম্যের নীতি পুরোপুরি অনুসরণ করা সম্ভব হয়।[১৮৫]

অপরদিকে সমাজ ও রাষ্ট্রে ন্যায় বিচার[১৮৬] প্রতিষ্ঠাও প্রথমত নির্ভর করে নাগরিকের চিন্তা ও কর্মের পরিশুদ্ধির উপর। একজন মানুষ যখন নিজের চিন্তা ও কর্মকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধির পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়, সে মানুষটি সর্বাবস্থায় ন্যায়-নীতির উপর নিজেকে অবিচল রাখে। ন্যায় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সে হয় আপোষহীণ। ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য করতে গিয়ে তিনি আপন-পর ভেদাভেদ করেন না। অতি আপনজন কেউ কোন অন্যায় করে বসলেও তিনি তাকে সমর্থন বা সহযোগিতা না করে তা প্রতিরোধ ও প্রতিহত করতে উদ্যোগী হন।[১৮৭] তিনি ন্যায় সঙ্গত 'আইন ও বিধানকে সমর্থন করেন,

---

১৭৯ অধ্যাপক এ.টি.এম. মুসলেহ উদ্দিন ও অন্যান্ন কর্তৃক সম্পাদিত, mxivZ wek‡Kvl, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৯৯; ইমাম গাযালি, অনু. মুফতি মুহাম্মদ উবায়দুল্লাহ, gKvkvdvZj Kje (ঢাকা: ঢাকা: দারুল কিতাব, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৩ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৬২

১৮০ সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমেদ, Zvdmxi dx wh‡jwjj †KviAvb (ঢাকা: আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, বাংলাদেশ সেন্টার, ১০ সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.), খ. ১২, পৃ. ১৩৯

১৮১ 'আল্লামা ইযদুদ্দিন বালিক (র.), অনু. হাফিজ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল, wgbnvRm mv‡jnxb (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০০৩ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৯৩

১৮২ প্রাগুক্ত।

১৮৩ প্রাগুক্ত।

১৮৪ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ 'হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন লক্ষ্য করে যে, সে পরকালের জন্য কী সামগ্রীর ব্যবস্থা করে রেখেছে। আল্লাহ্কেই ভয় করতে থাক। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তোমাদের সেসব কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত যা তোমরা কর।' দ্র. আল কুর'আন, ৫৯:১৮

১৮৫ ইসলামে সাম্যের নীতি হচ্ছে: 'ইসলাম মানুষের গোত্রীয়, বংশীয়, সাম্প্রদায়িকতা, ধার্মিকতা, ও মতবাদের গোঁড়ামি থেকে মানবতাকে মুক্ত করে এক উদার, গণমুখি ও সর্বজনীন সামাজিক সাম্য বিশ্বমানবতার সামনে উপস্থাপন করেছে। যা চন্দ্র বিজয়ের এ যুগেও পাশ্চাত্য সভ্যতা কল্পনা করতে পর্যন্ত অক্ষম।' দ্র. সাইয়্যেদ কুতুব শহিদ, অনু. মাওলানা কেরামত আলী নিযামী, Bmjv‡g mvgwRK mwePvi (ঢাকা: ইসলামিয়া কুরআন মহল, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ১২০

১৮৬ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ 'বিশেষ কোন দলের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে এতোদূর আক্রোশে জর্জরিত না করে যে, তোমরা তাদের প্রতি সুবিচার করা থেকে বিরত থাকবে, তোমরা অবশ্যই ন্যায় বিচার করবে। বস্তুত তা আল্লাহ্ভীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল। আর তোমরা সর্বদা আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক। নিশ্চিত জানবে, তোমরা যা কিছুই কর, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত রয়েছেন।' দ্র. আল কুর'আন, ০৫: ০৮

১৮৭ 'তোমাদের যে কেউ কোন অন্যায় দেখবে, সে তার শক্তি প্রয়োগ করে তা বন্ধ করবে, তাতে সামর্থ না হলে তার বক্তব্য দিয়ে তা প্রতিহত করবে, তাতেও সামর্থ নাহলে অন্তকরণে তা দূরীকরণের পরিকল্পনা করবে। এটি ঈমানের প্রাথমিক স্তর। দ্র. 'আল্লামা ইযদুদ্দিন বালিক (র.), অনু. হাফিজ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল, wgbnvRm mv‡jnxb, প্রাগুক্ত, খ. ১,

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্‌র ‘আইনের বিরোধি কোন ‘আইনকে তিনি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। আবার প্রত্যেক অন্যায় কাজের বিরোধিতাও তিনি ন্যায় সঙ্গতভাবেই করেন, যেন সমাজে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা তৈরি না হয়।[১৮৮] নিজে কখনো বিচারকের আসনে আসীন হলে শত্রুর বেলায় যে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, একই ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা আপনজনের ক্ষেত্রেও একই সিদ্ধান্ত প্রদানে বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করেন না।[১৮৯] আল কুর’আনের আলোয় আলোকিত একজন ব্যক্তি ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোন পদ-পদবী বা ভয় ভীতিরও তোয়াক্কা করেন না। কোন লোভ-লালসাও তখন তাকে স্পর্শ করতে পারেনা। তিনি যা কিছু করেন, কেবল স্বীয় প্রতিপালক আল্লাহ্‌ তা‘আলার সন্তুষ্টি ও আত্ম প্রশান্তি লাভের উদ্দেশ্যেই করেন। আত্মশুদ্ধি অর্জন করার কারণে প্রত্যেক মানুষ একে অপরের ব্যাপারে নিজেকে দায়বদ্ধ মনে করবে, কেই কারো বিশ্বাস ও চেতনায় আঘাত করবেনা, তাদের মধ্যে সৃষ্টি হবে মায়া, মমতা ও সহমর্মিতা।[১৯০] সুতরাং সমাজ ও রাষ্ট্রে মানবিক সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান উপকরণ হচ্ছে, আত্মশুদ্ধি বা আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জন। যতো অধিক সংখ্যক নাগরিক আত্মশুদ্ধির পথ অনুসরণ করবে, সমাজ ততোই সাম্য ও ন্যায়ের পথে অগ্রসর হবে।

## ৩.৪.৬ দেশের সার্বিক উন্নয়নে যোগ্য নাগরিক তৈরি

দেশের সার্বিক উন্নয়নে যোগ্য নাগরিক তৈরির ক্ষেত্রে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, উন্নয়ন,[১৯১] উৎপাদন ও সার্বিক অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন সৎ, দক্ষ, বিশ্বস্ত, আন্তরিক, দায়িত্ব পরায়ণ, নিষ্ঠাবান এবং ন্যায়পরায়ণ নাগরিক। দেশের উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার জন্য নাগরিকগণের নৈতিকমান উন্নত হওয়া অত্যন্ত জরুরি। কর্মক্ষেত্রে যথাযথ দায়িত্ব পালন করার জন্য একজন নাগরিকের সর্বপ্রথম যে জিনিসটি প্রয়োজন তা হচ্ছে, ইসলামি শারি‘আহ্‌ নির্দেশিত পন্থায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার মাধ্যমে শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখা। নিজের ও পরিবারের

---

পৃ. ৪৫৩; وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ‘তোমরা যখন কথাবার্তা বলবে, তখনো অবশ্যই ন্যায় বিচার করবে। যার সাথে এবং যার সম্পর্কে কথা বলছ, সে নৈকট্য সম্পন্ন ব্যক্তি হলেও।’ দ্র. আল কুর’আন, ০৬: ১৫২

১৮৮ وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ‘লড়াই কর, যেন শেষ পর্যন্ত বিশৃঙ্খলা একেবারে নির্মূল হয়ে যায় এবং মানুষের সামগ্রীক জীবন যাপন শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই হয়ে যায। পরে তারা যদি বিশৃঙ্খলা হতে বিরত হয়ে নিয়মতান্ত্রিকতার দিকে ফিরে আসে, তাদের ব্যাপারটি আল্লাহ্‌ নিজেই দেখবেন।’ দ্র. আল কুর’আন, ০৮: ৩৯; বিশৃঙ্খলা একটি বড় অপরাধ হওয়ার কারণে, কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে সামাজিক শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা নষ্ট করা যাবেনা। আবার অন্যায় যতো ছোট বা বড়ই হোক, সেটি কোন অবস্থাতেই গ্রহণ করা যাবেনা। রাসূলুল্লাহ্‌ সা.) বলেন, ‘গুনাহের কাজে কোন আপোষ বা আনুগত্য নেই, আপোষ ও আনুগত্য শুধু ভাল কাজের ব্যাপারে।’ দ্র. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত, eLvix kixd (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪ খ্রি.), কিতাবুল আহ্‌কাম, হাদিস নং-৬৪১০, খ. ১০, পৃ. ৩২৬

১৮৯ অধ্যাপক এ. টি. এম. মুসলেহ উদ্দিন ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, mxivZ wek‡Kvl, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৩১০

১৯০ ‘আল্লামা ইযদুদ্দিন বালিক (র.), অনু. হাফিজ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল, wgbnvRm mv‡jnxb, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৬৯

১৯১ উন্নয়ন ইংরেজিতে বলা হয় ‘Development’. K.C Alexander উন্নয়নের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেন, ‘Development is fundamentally a process of change that involves the whole society-its economic, socio-cultural, political, and physical structures, as well as the value system and way of life of the people’; দ্র. K. C Alexander, *Dimensions and Indicators of Development.*’রুরাল ডেভেলপমেন্ট জার্নাল (হায়দারাবাদ: এন. আই. আর. ডি, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ২৫৭; ‘উন্নয়ন অবশ্যই বহুমূখী প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত যা সামাজিক কাঠামো, জনগণের মনোভাব এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর সাথে সম্পর্কিত হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অসমতা দূরীকরণ, এবং প্রকৃত দারিদ্র দূরীকরণ। উন্নয়ন মানে সমগ্র সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আনা। যা মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং এ ব্যবস্থার অধীনে ব্যক্তি এবং সমাজের ইচ্ছা পূরণ করা বা সন্তোষজনক জীবন যাপনের লক্ষ্যে বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক দিকে জীবনের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে।’ দ্র. ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, mvgwRK Dbqb : bxwZ I cwiKíbv (ঢাকা: তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, প্রথম সংস্করণ, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ১০

*Dhaka University Institutional Repository*

স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সর্বদা যত্নশীল থাকা।[১৯২] সমাজে অন্যদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর যে কোন তৎপরতা থেকে নিজেকে বিরত রাখা।

দ্বিতীয়ত প্রয়োজন নিজের নৈতিক মানোন্নয়ন এবং কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিকরণ। ইসলামি আদর্শের অনুসারী একজন মানুষ আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে নিজের নৈতিকতাকে এমনভাবে গড়ে তোলেন, তিনি কেবল আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া আর কারো নিকট আত্মসমর্পণ করেন না, আল্লাহ্র 'আইন ও বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে কোন বিধান ও নির্দেশ গ্রহণ করেন না,[১৯৩] আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো উপর তিনি ভরসা করেন না,[১৯৪] অন্য কারো নিকট তিনি কোনরূপ পুরস্কার বা প্রতিদানও আশা করেন না।[১৯৫] তিনি সর্বাবস্থায় উপলব্ধি করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সকল কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করছেন[১৯৬] এবং তিনি কেবল আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজের সকল কিছু সমর্পণ করেন।

অপরদিকে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে একজন নাগরিকের বৈষয়িক যোগ্যতাও এমনভাবে গড়ে উঠে তখন আল্লাহ্র সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসেবে সঠিকভাবে নিজ কর্ম সম্পাদন সম্ভব হয়। এজন্য নিজের শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, বুদ্ধিমত্তা অর্জন, বিচক্ষণতা লাভ এবং নেতৃত্ব প্রদানের প্রস্তুতি নিতে হয় অত্যন্ত নিখুঁতভাবে। অব্যাহত চেষ্টা, গবেষণা ও অন্বেষণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সার্বিক উন্নতির জন্য নিজেকে যুগোপযোগী বৈজ্ঞানিক শিক্ষা এবং চিন্তাধারায় সমৃদ্ধকরণ প্রত্যেক নাগরিকের জন্য অপরিহার্য। যেন নিজ কর্মক্ষেত্রে আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসেবে সততা, যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে ব্যক্তিগত জীবনে সফলতা অর্জন এবং সার্বিকভাবে দেশীয় উন্নয়নে অবদান রাখা সম্ভব হয়। এক কথায় নাগরিকের আত্মগঠনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত, যেটি অর্জিত না হলে সামগ্রিকভাবে দেশীয় উন্নয়ন কল্পনাও করা যায় না।

---

১৯২ নিশ্চয়ই মানুষকে স্বাস্থ্য ও সুস্থ্যতার চাইতে শ্রেষ্ঠ কোন নি'আমাত দেয়া হয় নাই। উদ্ধৃত, অধ্যাপক এ.টি.এম. মুছলেহ উদ্দিন ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, mxivZ wek‡Kvl, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২১৮; হযরত 'আব্দুলাহ ইব্‌ন আমর(রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্(সা.) বেশি পরিমাণে এ দু'আ করতেন, 'হে প্রভূ! আমি তোমার কাছে সুস্বাস্থ্য, নিষ্কলুষ চরিত্র, আমানতদারী, সুন্দর স্বভাব এবং তাকদিরে সন্তুষ্টি প্রার্থনা করছি।' দ্র. ইমাম বুখারী, অনু. মাওলানা মুহাম্মদ বিন সাঈদ জালালাবাদী, Avj Av'vej gdiv' (ঢাকা: ইফাবা, ৩য় সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি.), হাদিস নং ৩০৮, পৃ. ১৬০

১৯৩ وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْأٓخِرَةِ ۖ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 'তিনি আল্লাহ্, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। পৃথিবীতে ও আখিরাতে সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্য। শাসন, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব কেবল তাঁরই এবং তোমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাবে।' দ্র. আল কুর'আন, ২৮: ৭০; মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Bmjvgx ivRbxwZi fwgKv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

১৯৪ আল্লাহ্ তা'আলা কেবল তাঁরই উপর নির্ভর করার আদেশ দিয়েছেন এবং এটিকে ঈমানের শর্তরূপে নির্ধারণ করেছেন। দ্র. হযরত ইমাম গাযালি (র.), অনু. আব্দুল খালেক, †mŠfv‡M¨i cikgwb, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৮২

১৯৫ আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে শিখিয়েছেন, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ 'আমরা একমাত্র তোমাই দাসত্ব করি, আর সাহায্য প্রার্থনা করি শুধুই তোমারই নিকট, আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখাও, সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নি'আমাত দান করেছ।' দ্র. আল কুর'আন, ০১: ৪-৭

১৯৬ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ ۚ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 'তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবেনা। আল্লাহ্ তোমাদের ফায়সালা করে দিবেন; তোমরা যা কর তিনি তা দেখেন।' দ্র. আল কুর'আন, ৬০: ০৩

Dhaka University Institutional Repository

নাগরিকগণের উপরোক্ত আচরণ, গুণবৈশিষ্ট্য ও দক্ষতার বিকাশ লাভের জন্য প্রয়োজন আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা বা আত্মশুদ্ধি অর্জন। এ কারণে আল কুর'আন মানুষের আত্মশুদ্ধি লাভের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে প্রেরণের উদ্দেশ্য হিসেবেও মানুষকে পবিত্রকরণের কথাই আল কুর'আনে বর্ণনা করেছেন। অন্তরের পবিত্রতা ও আচরণের পরিচ্ছন্নতা অর্জনকারী  নাগরিকই সমাজ বিনির্মাণের পত্রিতম দায়িত্ব ও আমানত সঠিক এবং পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করতে পারে। অন্যায়, অনাচার, অবিচার, অপরাধ, অস্থিরতা, অস্থিতিশীলতা, অশালীনতা ও সকল ধরনের অপকর্মের বিরুদ্ধে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে। দুর্নীতি, দুরাচার, দারিদ্র, দুর্দশা, দুঃশাসন, দুঃখ, হতাশা ও সর্বপ্রকার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সমাজ ও দেশকে রক্ষায় কার্যকর এবং বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার জন্য অন্তরের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে আত্মশুদ্ধি অর্জন প্রত্যেক নাগরিকের জন্য অপরিহার্য।

আত্মশুদ্ধি অর্জনকারী একজন নাগরিক সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা, রাষ্ট্রীয় আনুগত্য, 'আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, সরকারের বিরোধীতায় ভারসাম্য রক্ষা, ইসলাম নির্ধারিত যাকাত ও রাষ্ট্র নির্ধারিত কর প্রদান, ন্যায়-নীতির প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতা, নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে সৎ ও দক্ষ নেতৃত্ব বাছাই, প্রয়োজন সাপেক্ষ্যে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষায় জিহাদে অংশগ্রহণ এবং নিজে যে কোন ধরনের ক্ষতিকর কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে দেশের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করে থাকেন। এ জন্যই আল কুর'আন সার্বিক অগ্রগতির জন্য নাগরিকের ব্যক্তিগত পরিশুদ্ধি অর্জনের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে।

সৃষ্টিতত্ত্বের বিবেচনায় যেমন মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তেমনি জ্ঞান, বিবেক, বাকশক্তি ও লিখনি শক্তির বিবেচনায়ও মানুষ অতুলনীয় সেরা জীব। বিভিন্ন ইতিবাচক ও নেতিবাচক স্বভাবের কারণে মানুষ অতি জটিলতম এক সৃষ্টি। মানুষের স্বভাব এতোই জটিল ও বহুমুখী যে, পৃথিবীর কোন দার্শনিক বা বিজ্ঞানির পক্ষেই এ বিষয়ে চূড়ান্ত কোন মতামত প্রদান সম্ভব নয়। তাই মানুষকে কোন মানবীয় নিয়ম নীতি বা 'আইন দিয়েই নিয়ন্ত্রণ করা বাস্তবিক পক্ষে অসম্ভব। এ জন্য মানুষের স্রষ্টা নির্দেশিত জ্ঞানই কেবল মানুষের কল্যাণ অকল্যাণের নিশ্চিতভাবে পথ প্রদর্শন করতে পারে। অপরদিকে মানুষের বিশেষ শক্তিসম্পন্ন অনন্ত সত্ত্বা 'রুহ্' বা আত্মা এবং এ আত্মার স্বাধীনতা তাকে আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্ব লাভের যোগ্য করেছে। আত্মার স্বাধীনতাকে ব্যবহার করে মানুষ নিজের ভিতর লুকায়িত খারাপ স্বভাবের দিকে ধাবিত হয়ে খারাপ পরিণতি লাভ করবে, নাকি খারাপ স্বভাবকে দমন করে ন্যায় স্বভাবের বিকাশ ঘটানোর মাধ্যমে পৃথিবীতে সফলতা ও পরকালে জান্নাত লাভ করবে। এটি মানুষের নিজস্ব সিদ্ধান্ত। যদি সে খারাপ স্বভাবকে দমন করত আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা বা আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে পারে, তবেই তার দ্বারা আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্ব করা সম্ভব। আল্লাহ্র প্রতিনিধিগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকবে, এটিই হচ্ছে আত্মশুদ্ধির প্রকৃত উদ্দেশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

# চতুর্থ অধ্যায়

## আল কুর'আনে আত্মশুদ্ধি অর্জনের উপায়

সৃষ্টিজগতের সকল কিছুই মহান স্রষ্টা আল্লাহ্[১] প্রদত্ত নিয়ম নীতি মোতাবেক পরিচালিত হবে, এটিই স্বাভাবিক। মানুষ এ ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে কিছু সীমিত স্বাধীনতা দিয়েছেন। এ স্বাধীনতার কারণেই মানুষ চাইলে আল্লাহ্র দেয়া বিধান মোতাবেক নিজেকে পরিচালনা করতে পারে, আবার সেচ্ছাচারী জীবন যাপনও বেছে নিতে পারে।[২] আল্লাহ্ তা'আলার বিধানকে তোয়াক্কা না করে মানুষ যখন নিজের ইচ্ছামত জীবন যাপন করে, সেটিই হচ্ছে মানুষের জন্য সীমালংঘন। এ অন্যায়ের কারণ হচ্ছে, মানবাত্মার কলুষতা ও নিয়ন্ত্রণহীনতা। মানুষের রূহ্ ও নাফ্সের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। রূহ্ মানুষকে সুপথে আকৃষ্ট করে আর নাফ্স দেহ সত্তার চাহিদার কারণে তাকে কুপথে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। রূহ্ ও নাফ্সের এ ভিন্নপথ, মানুষের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ সৃষ্টিরহস্য।

নাফ্সের চাহিদার বিরোধিতাকে জিহাদে আকবার বা সবচেয়ে কঠিন সংগ্রাম বলা হয়েছে।[৩] একজন মু'মিনকে নাফ্সের বিরুদ্ধে এ কঠিন সংগ্রামে বিজয়ী হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হতে হবে। এ জন্য আত্মশুদ্ধি অর্জন করার লক্ষ্যে নাফ্সের কুস্বভাব থেকে নিজেকে মুক্ত ও পবিত্র করা অপরিহার্য। অতএব, আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য কাল্পনিক কোন মতবাদ অবলম্বন গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, এ সংক্রান্ত সকল পন্থা আল্লাহ্ তা'আলা আল কুর'আনে পরিপূর্ণভাবেই বর্ণনা করেছেন[৪] এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজ জীবদ্দশায় তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বোন্নত, পবিত্র ও চরিত্রবান জাতি গঠন করে[৫] একক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

আল কুর'আন ও সুন্নাহ্র পরিপূর্ণ অনুসরণই হলো আত্মশুদ্ধির জন্য একমাত্র উপায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য পবিত্র কুর'আনের যে শিক্ষা ও আদর্শ উপস্থাপন করেছেন ইতিহাসে তার

---

১ আল্লাহ্ সৃষ্টিকর্তার ইস্মে যাত বা সত্ত্বাবাচক নাম। এছাড়া তাঁর কতগুলি গুণবাচক নাম আছে। যেমনঃ খালিক, মালিক, রাহিম ও রাহ্মান ইত্যাদি। আল্লাহ্ শব্দের কোন দ্বিবচন বা বহুবচন নেই। এ নাম দ্বারা একমাত্র সে অদ্বিতীয়, অনাদি, অনন্ত, সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তাকেই বুঝায়। এটি কোন বিশেষ ধাতু হতে উৎপন্ন নয়, আরবি ভাষায় এর হুবহু অর্থবাচক কোন শব্দ নেই, অন্য কোন ভাষায়ও আল্লাহ্ নামের অনুবাদ হয়না। দ্র. জনাব এ. টি. এম. মুছলেহ উদ্দীন ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, Bmjvgx wek¦‡Kvl (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০০৬ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৩০৬

২ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. হাফিজ মুনির উদ্দিন আহম', Zvdmxi dx whjwjj †KviAvb (ঢাকাঃ আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, বাংলাদেশ সেন্টার, ৭ম সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.), খ. ১২, পৃ. ৮৯

৩ মাওলানা মুহাম্মদ হুমায়ন কবির খান, kqZv‡bi †gvKv‡ejv I Avjøvn cvwßi Dcvq (ঢাকাঃ সিরাজাম মুনীরা প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ১০৭; পৃথিবীতে যতো অন্যায়, নৈতিক বিচ্যুতি, পদস্খলনজনিত অপরাধ, ও অত্যাচার তা সবই শয়তানের আনুগত্যের পরিণতিতে সংগঠিত হয়। আর শয়তান মানুষের নাফ্সের চাহিদাকে উস্কে দেয়। তাই, নাফ্সকে নিয়ন্ত্রণ মানে হচ্ছে, শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, Aciva cvZ‡iv‡a Bmjvg (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ৪র্থ সংস্করণ, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৭১

৪ وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ 'যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বিন অন্বেষণ করে কখনো তা গ্রহণ হবে না। এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্থ হবে।' দ্র. আল কুর'আন, ০৩ঃ ৮৫; দ্র. ড. মুহাম্মদ হোসাইন হায়কল, অনু. মাওলানা আবদুল আউয়াল, gnvbexi (mv.) Rxeb PwiZ (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৩য় সংস্করণ, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৬১৪

৫ 'আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, অনু. খাদিজা আখতার রেজায়ী, Avi ivnxKj gvLZg (ঢাকাঃ আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, বাংলাদেশ সেন্টার, ১৯তম সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৪৯৩; অধ্যাপক এ. টি. এম. মুসলেহ উদ্দীন ও অন্যান্য কর্তৃত সম্পাদিত, mxivZ wek¦‡Kvl (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৩ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৫৩০

Dhaka University Institutional Repository

কোনো উপমা খুঁজে পাওয়া যায় না।[৬] তিনি নিজেও আল কুর'আনের আদর্শেই গড়ে উঠেছেন। শুধু তাই নয়, একটি জাতিকেও সে মহান আদর্শে গড়ে তুলেছিলেন। তারা ছিলেন তাঁর (সা.) আদর্শের বাস্তব প্রতিফলন।[৭] মানব ইতিহাসে একমাত্র আল কুর'আনই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধি ও সংস্কারমূলক বিপ্লব সাধন করেছে। আল কুর'আনের সে মহান শিক্ষা সকল যুগে, সকল পরিস্থিতিতে নতুন করে মানব জাতির সংস্কার ও সংশোধনের প্রয়োজনে যে কোন সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম।

আত্মশুদ্ধির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে, বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণভাবে মানুষকে পরিশুদ্ধ করে তোলা। এ জন্য পরিপূর্ণ ঈমান গ্রহণ, শির্ক, কুফ্র, বিদ'আত, নিফাক ও নাফরমানি থেকে নিজেকে মুক্ত করার পাশাপাশি আল কুর'আনের আলোকে সৎ গুণাবলী দ্বারা সজ্জিত হতে হবে এবং বর্ণিত সকল ধরনের অসৎ প্রবণতা থেকে নিজেকে পবিত্র রাখতে হবে। এক কথায়, আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা.) এর নির্দেশিত পথে চলা এবং নিষেধাবলী থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমেই একজন মানুষ নিজেকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করে তুলতে পারে।[৮] নিম্নে আল কুর'আনে বর্ণিত আত্মশুদ্ধি অর্জনের উপায় নিয়ে আলোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

## 4.1 AvZ¥ïw× AR©‡b ÔBev`v‡Zi f~wgKv

আত্মশুদ্ধি অর্জনের প্রথম ধাপ হলো আল্লাহ্ তা'আলার 'ইবাদাত[৯] বা তাঁর যাবতীয় বিধি-বিধান যথাযথভাবে মেনে চলা। সঠিকভাবে 'ইবাদত পালনের মাধ্যমেই একজন মানুষ নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে তুলতে সক্ষম হয়। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে জ্ঞান ও বিবেক প্রদান করে অন্যান্য সৃষ্টি জীব থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। এজন্যই মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব।[১০] আর আল্লাহ্ তা'আলা

---

৬ ব্যক্তির দেহ, মন, আক্বিদা বিশ্বাস, আচার আচরণ, সমাজ ও সংস্কৃতি, সব কিছুই আত্মশুদ্ধির আওতাভূক্ত। এ কারণে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) 'ইবাদাত প্রচলনে, আল্লাহ্ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর আনুগত্যের চর্চা করার জন্য সরাসরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসূচি চালিছেন। সার্বক্ষণিক ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সাহাবিগণের মধ্য থেকে জাহিলি যুগের কুপ্রভাব দূর করে তাদেরকে পবিত্র করে গড়ে তুলেছিলেন। উদ্ধৃত, প্রফেসর ড. আব্দুর রহমান আনওয়ারী, gnvbex (mv.) Gi 'vÔIqvZ (ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ১০৯

৭ مُّحَمَّدٞ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡۖ تَرَىٰهُمۡ رُكَّعٗا سُجَّدٗا يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗاۖ سِيمَاهُمۡ فِي وُجُوهِهِم مِّنۡ أَثَرِ ٱلسُّجُودِۚ 'মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল, অন্য যেসব লোক তার সাথে আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর, আবার তারা নিজেদের মধ্যে একান্ত সহানুভূতিশীল, তুমি তাদের দেখবে, তারা রুকু ও সিজদাবনত অবস্থায় আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করছে, তাদের চেহারায়ও এই সিজদার চিহ্ন রয়েছে।' দ্র. আল কুর'আন, ৪৮: ২৯

৮ আব্বাস আলী খান অনূদিত, mxiv‡Z milqv‡i Avjg (ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ৪র্থ মুদ্রণ, ২০০৬ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ২৯; يَأۡمُرُهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَىٰهُمۡ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إِصۡرَهُمۡ وَٱلۡأَغۡلَٰلَ ٱلَّتِي كَانَتۡ عَلَيۡهِمۡۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ 'তিনি তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করেন, অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখেন। তাদের জন্য পবিত্র জিনিস হালাল করে দেন, অপবিত্র জিনিস হারাম করে দেন। তাদের উপর থেকে বোঝা নামিয়ে দেন সে সব বাঁধা নিষেধ রহিত করে দেন, যার বন্ধনে তারা আবদ্ধ ও নিষ্পেষিত হয়েছিল। অতএব যারা ঈমান আনবে, তাঁর সহযোগিতা করবে এবং সে আলোর অনুসরণ করবে, যা তাঁর সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, তারাই সাফল্য লাভকারী।' দ্র. আল কুর'আন, ০৭: ১৫৭

৯ ÔBev`ZÕ (عبادت) kãwU ÔAviwe عبدÔAve&` kã †_‡K DrcwË jvf K‡i‡Q, hvi A_© AvbyMZ¨ Kiv, Dcvmbv Kiv, `vmZ¡ Kiv BZ¨vw`| `ª. Be&ivwng gv`Kzi, m¤úv. gynv¤§` †gv¯Ívdv, *Avj gyÔRvgyj IqvwmZ* (XvKv: Avj gvKZvevZzj Bmjvwgq¨vn, 4_© ms¯‹iY, 2013 wLª.), c". 600; ÔBmjvwg kvwiÔAv‡Zi cwifvlvq, ÔBev`Z n‡jv Bmjv‡gi Avek¨Kxq wKQz KiYxq welq †hgb: mvjvZ, mvIg, nv¾ I hvKvZ BZ¨vw`| m‡e©vcwi ejv hvq, Avjøvn& cÖ`Ë weavb Abyhvqx ivm~jyjøvn& (mv.) Gi cÖ`wk©Z cš'v Aej¤^b K‡i Rxeb hvcb Kiv‡KB ÔBev`Z e‡j| ÔBev`Z ej‡Z †Kej ag©xq AvPvi Abyôvbvw`‡KB eySvq bv| eis ÔBev`‡Zi g‡a¨ mvgvwRK welqvw`I gyL¨| †gvUK_v GKRb gymwj‡gi Rxeb Pjvi cÖwZwU wµqvKjvc‡KB ÔBev`Z e‡j, hw` Zv Avjøvn& I Zuvi ivm~‡ji wb‡`©wkZ cš'vq nq| `ª. ZwKDwÏb Be&b ZvBwgqv, *AvQ wQqvQvZ Avm kviÔBq¨vn* (wgki: `vi Avj wKZve Avj ÔAvivwe, 1969 wLª.), c". 292; ÔBev`vZ A_© n‡"Q, gywb‡ei `vmZ¡ Kiv, AvbyMZ¨ Kiv Ges Zuvi m¤§vb I m¤£g iÿv Kiv| †PZbv jv‡fi ci †_‡K g"Zy¨ ch©šÍ Avjøvn&i ÔAvBb Abyhvqx Pjv Ges ZuviB wba©vwiZ weavb †gvZv‡eK Rxeb hvcb Kivi bvgB n‡"Q Avjøvn&i ÔBev`vZ| `ª. gynv¤§` Avãyi inxg Ab~w`Z, *Bmjv‡gi eywbqv`x wkÿv* (XvKv: AvaywbK cÖKvkbx, 16k cÖKvk, 2005 wLª.), c". 102, 106

১০ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ¯óv I m„óZ¡ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৪৪৩

মানুষকে মর্যাদাশীল করে সৃষ্টি করেছেন এবং তার সুন্দরভাবে জীবনযাপনের জন্য দিয়েছেন অফুরন্ত নি'আমতরাজি।[১১] তাই মানুষকে স্রষ্টার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁর দাসত্ব করা বা এবং তাঁর প্রদত্ত বিধি-বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা একান্ত কর্তব্য।[১২] তাঁর বিধি-নিষেধ পালনের মধ্য দিয়েই একজন মানুষ প্রকৃতপক্ষে পরিশুদ্ধ হতে পারে। তাঁর নির্দেশ পালনের বাইরে কোনো মানুষ কাঙ্খিত আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে পারে না এমনকি চূড়ান্ত বিচারে সফলতাও অর্জন করতে পারেনা। মুসলিমগণের সকল কর্মকাণ্ডই নামায ও রোযার মত 'ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত, যদি তা একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য করা হয়। এ পর্যায়ে মানবাত্মার পবিত্রতা অর্জনের জন্য সালাত, যাকাত, সাওম, হাজ্জ ও অন্যান্য মৌলিক এবং আনুষ্ঠানিক 'ইবাদাতের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করা হল।

## 4.1.1 mvjvZ Av`vq I cÖwZôv

ঈমান গ্রহণের পর সালাত[১৩] আত্মশুদ্ধির জন্য এক সুন্দরতম ও বিজ্ঞানসম্মত পন্থা।[১৪] এ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে বান্দা গভীর ও পবিত্র সম্পর্ক স্থাপন করে, হৃদয়ে আল্লাহ্‌র ভয় এবং আল্লাহ্‌র কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের মনোভাব তৈরি করতে পারে। সালাতে মানবদেহের প্রায় সব কয়টি অঙ্গ-প্রতঙ্গ নিয়োজিত হয়। দিন-রাত্রির চব্বিশ ঘন্টায় পাঁচবার সালাত পালন আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ণবয়স্ক সব মানুষের উপর বাধ্যতামূলক  করেছেন।[১৫] এর মাধ্যমে বান্দা ও আল্লাহ্‌র মধ্যে স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপিত হয়। পৃথিবীর কোনো মোহই সে সম্পর্ককে দূর্বল বা ছিন্ন করতে পারে না। বান্দা তখন ভুলে যায় না যে, তার উপর আল্লাহ্‌র হক সর্বাগ্রে এবং তাঁর নির্দেশসমূহ কাজে পরিণত করেই তাঁর সে অধিকার যথাযথভাবে আদায় করা সম্ভব হতে পারে।

কুফ্‌র থেকে মুক্তি লভের পরেই ইসলামের প্রধান স্তম্ভ হলো সালাত।[১৬] এটি ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি ও শ্রেষ্ঠ 'ইবাদত। কোনো ব্যক্তির ঈমান গ্রহণ ও প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর যে কাজটি সর্বাগ্রে বাধ্যতামূলক তা হলো সালাত। কুর'আন, হাদিস, ইজমা' ও কিয়াসের মাধ্যমে এর ফারয্

---

১১ ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ 'তারপর সেদিন পৃথিবীতে প্রদত্ত নি'য়ামতরাজি সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।' দ্র. আল কুর'আন, ১০২: ০৮; সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, Zvdmxi dx whjvwj j কোরআন, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ১৬২

১২ ড. মুহাম্মদ আলী হাশেমী, অনু. মাসউদুর রহমান নূর, Av'k gmwjg (ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ২য় সংস্করণ, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ২২; দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Avj KiAv‡bi Av‡jv‡K DbZ Rxe‡bi Av'k (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১০২

১৩ 'সালাত' শব্দের অর্থ রহমাত, দু'আ, দরূদ ও ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাদি। দ্র. ইবরাহিম মাদকুর ও ড. শাওকি দাইফ, সম্পা. মুহাম্মদ মোস্তাফা, Avj gÔRvgj IqwmZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪১; মাওলানা শাহ আব্দুল হালীম হুসাইনী, Rv'x' †jvMvZj KiAvb (ঢাকা: আল কাউসার প্রকাশনী, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ১৭; ইসলামের পরিভাষায়, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট আরকান এবং আফ'আল সম্পন্ন করাকে সালাত বলে। দ্র. আল মুনজিদ সম্পাদনা পরিষদ, Avj-gbwR' ÔAviwe-D' Awfavb (করাচি: ১৩৯০/১৯৭৪ খ্রি.), পৃ. ৩৯৪

১৪ অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল মান্নান ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, ^'bw›'b Rxe‡b Bmjvg (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৮ম সংস্করণ, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ২১৫; ٱتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ 'আপনার প্রতি ওয়াহির মাধ্যমে যে কিতাব পাঠানো হয়েছে তা আপনি তিলাওয়াত করুন এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করুন। নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে। আর আল্লাহ্‌র যিক্‌র এর চেয়েও বড় জিনিস। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ তা জানেন।' দ্র. আল কু'আন, ২৯: ৪৫

১৫ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ 'আর দেখ, দিনের দুই কিনারায় ও রাতের কিছু অংশ পার হওয়ার পর সালাত প্রতিষ্ঠা কর।' দ্র. আল কুর'আন, ১১: ১১৪; আরো বলেন, أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا 'সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত সালাত প্রতিষ্ঠা করুন। আর ফজরের সালাতের সময় কুর'আন পড়ুন, কেননা ফজরের কুর'আন পড়ার সময় ফিরিশতারা উপস্থিত থাকেন।' দ্র. আল কুর'আন, ১৭: ৭৮

১৬ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, 'ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর স্থাপিত। তা হচ্ছে ঈমানের এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র রাসূল। সালাত প্রতিষ্ঠা করা। যাকাত প্রদান করা ও হাজ্জ করা।' দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী ও অন্যান্য, ^'bw›'b Rxe‡b Bmjvg, প্রাগুক্ত, হাদিস নং- ৪৮৬, পৃ. ৩১৯; দ্র. ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী, অনু. মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ্ ও অন্যান্য, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, eLvix kixd (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ, ২০০০ খ্রি.), হাদিস নং- ০৭, খ. ১, পৃ. ১৬

হওয়ার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত।[১৭] যে সালাত বাস্তবায়ন  করল সে দ্বিনকেই জীবন্ত করে তুললো। আর যে সালাত পরিত্যাগ করল সে দ্বিনের ভিত্তিই ভেঙ্গে চুরমার করে দিল।[১৮] হযরত ‘আব্দুলাহ্ ইব্ন মাস‘উদ (রা.) বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে জিজ্ঞেস করলাম, সর্বোৎকৃষ্ট কাজ কোনটি? রাসূলুলাহ্ (সা.) বললেন, যথাসময়ে সালাত আদায় করা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোনটি সর্বোত্তম কাজ? তিনি (সা.) বললেন, পিতা-মাতার সাথে সৎ ব্যবহার করা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোনটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা।[১৯] সালাত বান্দা ও রবের[২০] মাঝে একটি সুনিবিড় সম্পর্কের নিখুঁত মাধ্যম। এর মাধ্যমে মানুষ পার্থিব ব্যস্ততা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার গোটা সত্ত্বাসহ একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন ও মনোনিবেশ করে। আল্লাহ্র কাছেই হিদায়াত ও সাহায্য চায় এবং সঠিক পথে দৃঢ়পদ থাকার প্রার্থনা করে। এজন্য এটি কোন বিস্ময়ের কথা নয় যে, সালাত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট ‘আমল। কারণ, সালাত এমন একটি প্রশস্ত স্টেশন, যেখান থেকে মানুষ তাকওয়ার প্রেরণা লাভ করে।[২১] সালাত এমন একটি সুমিষ্ট ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ঝরণাধারা, যার নির্মল পানি দ্বারা মানুষের গুনাহ্ ও অপরাধসমূহকে ধুয়ে পরিশুদ্ধ করে ফেলে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুলাহ্ (সা.) বলেছেন, ‘আচ্ছা বল দেখি, যদি কারো দরোজার পাশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়, আর সে নদীতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তাহলে তার শরীরে কোনো ময়লা আবর্জনা কি থাকতে পারে? সাহাবিগণ (রা.) বললেন, না, তার শরীরে কোনো ময়লা আবর্জনা থাকতে পারে না। রাসূলুলাহ্ (সা.) বললেন, এ দৃষ্টান্ত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়কারীর। আল্লাহ্ তা‘আলা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের মাধ্যমে তার সকল অপরাধ ও গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন।’[২২] ফলে সে পবিত্র হয়ে যায়।

হযরত ইব্ন মাস‘উদ (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি এক নারীকে চুমু দিল। এরপর সে রাসূলুলাহ্ (সা.) এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলেন। এর পর এ আয়াত অবতীর্ণ হলো ‘আর দিনের দুই প্রান্তেই সালাত ঠিক রাখবে এবং রাতের প্রান্তভাগে। পূণ্য কাজ অবশ্যই পাপ দূর

---

১৭ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ قِيَٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا ‘তারপর যখন তোমরা সালাত আদায় কর তখন দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহ্র যিক্র করতে থাক। অতঃপর যখন তোমরা নিশ্চিত হও তখন পুরো সালাত আদায় কর। আসলে সালাত এমন এক ফার্‌জ, যা নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করার জন্য মু’মিনদের উপর আদেশ করা হয়েছে।’ দ্র. আল কুর’আন, ০৪: ১০৩

১৮ এ প্রসংগে হযরত আনাস (রা,) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, ‘আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর বান্দাদের উপর দৈনিক পাঁচবার সালাত ফার্‌জ করেছেন।’ দ্র. ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী, অনু. মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ্ ও অন্যান্য, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, eLvix kixd, প্রাগুক্ত, খ. ১, হাদিস নং- ২৯১, ২৮৯, ২৯০, ২৮৮, পৃ. ১২৭; দ্র. ‘আল্লামা মুফতি সাইয়েদ মুহাম্মদ আমিমুল ইহসান, অনু. ড. খন্দকার আ. ন. ম. আব্দুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর, wdKûm mbwb Iqvj AvQvi (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০ খ্রি.), খ. ০১, পৃ. ১২৬

১৯ ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী, অনু. মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ্ ও অন্যান্য, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, eLvix kixd, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ০৭

২০ রব শব্দটি ‘আরবি রা-বা-বা এ তিনটি মূল অক্ষর থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। মৌলিক অর্থ প্রতিপালন, তত্ত্বাবধান, নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, আধিপত্য ও প্রভুত্ব ইত্যাদি। দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ নাসীম, অনু. মাওলানা শাহ আব্দুল হালীম হুসাইনী, Rv‘x‘ jMvZj KiAvb, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪; রব শব্দের অর্থ প্রতিপালক, প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহকারী, ত্রমবিকাশদাতা, যিম্মাদার, হস্তক্ষেপ ও বল প্রয়োগের অধিকার আছে যার। পারিভাষিক অর্থে, ‘বিশ্বজাহানের একমাত্র রব আল্লাহ্ তা‘আলা। যিনি সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন, প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন, অভাব অভিযোগ পূরণ করেন। যিনি আদেশ নিষেধের অধিকারী, সর্বোচ্চ ক্ষমতার মালিক, হিদায়াত ও পথ নির্দেশের উৎস, ‘আইন ও বিধানের মূল কর্ণধার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার কেন্দ্র বিন্দু। দ্র. গোলাম সোবহান সিদ্দিকী অনূদিত, KiAv‡bi PviwU †gŠwjK cwifvlv (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৫ তম সংস্করণ, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৮১; قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ‘বল, আল্লাহ্ ছাড়া আমি কি অপর কোন রব অন্বেষণ করবো? অথচ তিনিই তো হচ্ছেন সব কিছুর রব।’ দ্র. আল কুর’আন, ০৬: ১৬৪

২১ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম অনূদিত, Bmjv‡gi ewbqv‘x wkÿv, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩

২২ ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী, অনু. মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ্ ও অন্যান্য, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, eLvix kixd, প্রাগুক্ত, হাদিস নং- ৫০৩, খ. ০২, পৃ. ০৭;

Dhaka University Institutional Repository

করে দেয়, যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহা স্মারক।’ সে ব্যক্তি নিবেদন করলেন, এটি কি শুধু আমার জন্য হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)! রাসূলুলাহ্ (সা.) বললেন, এটি আমার গোটা উম্মতের মধ্যে যারাই এ অনুসারে করবে তাদের সকলের জন্য।’[২৩]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুলাহ্ (সা.) বলেন ‘পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এবং এক জুম‘আ থেকে অপর জুম‘আর সারাত মধ্যবর্তী সময়গুলোর গুনাহ্সমূহের জন্য কাফফারা হয়ে যায়। তবে কাবিরা গুনাহ্ ছাড়া। (কারণ কাবিরা গুনাহ্ নিষ্ঠাপূর্ণ তাওবা ছাড়া মাফ হয় না)।’[২৪] হযরত ‘উসমান ইব্ন ‘আফফান (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুলাহ্ (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ে ভালভাবে ওযু[২৫] করে একাগ্রতা ও মনোযোগের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে এবং রুকু‘ সিজদাগুলো যথানিয়মে আদায় করবে, এ সালাত তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ্ নিশ্চিহ্ন করে দিবে। তবে কবিরা গুনাহ্ ছাড়া।’[২৬]

একজন মানুষ সালাত আদায় করার সময় যে সকল দো‘আ, তাসবিহ্ ও আয়াত তিলাওয়াত করেন, তা যদি অর্থ ও মর্ম খেয়াল করে আদায় করেন এবং প্রতিদিন অন্তত পাঁচবার এভাবে আল্লাহ্ তা‘আলার সামনে কলিজা উপুড় করে তাঁর বড়ত্ব ঘোষণা ও গুণ বর্ণনা করতে থাকেন, তাহলে সে মানুষটির স্বভাব চরিত্রে এর গভীর ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হয়। মানুষের সামগ্রিক জীবনকে তাঁর দাসত্বের অধীনে পরিচালনা করতে এবং গোটা জীবনকে ‘ইবাদাতে পরিণত করতে হলে যে সব গুণাবলী অর্জন করা অপরিহার্য সালাতের সাহায্যে তা সৃষ্টি হয়।[২৭] পূর্ণ আন্তরিকতা ও মনোযোগের সাথে নিয়মিত সালাত আদায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে আত্মশুদ্ধির জন্য প্রধান প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। আর এ কারণেই সমাজে সালাত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গোটা সমাজকে পবিত্র করে গড়ে তোলার দায়িত্ব আল্লাহ্ তা‘আলা মুসলিম নেতাদের উপর অর্পণ করেছেন।

## 4.1.2 hvKvZ Av`vq I eÈb

যাকাত[২৮] **(الزكاة)** মুসলিম ব্যক্তি ও সমাজের সামষ্টিক এবং অর্থনৈতিক ‘ইবাদত। লোভ, লালসা, কার্পণ্য, সংকীর্ণতা, হিংসা, বিদ্বেষ, সম্পদের মায়া ইত্যাদি থেকে মানব মনকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে

---

২৩ الصَّلَاةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ দ্র. ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী, অনু. মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ্ ও অন্যান্য, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, eLvix kixd, প্রাগুক্ত, হাদিস নং- ৪৩৩০, খ. , পৃ. প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ২২ إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّٰكِرِينَ ‘নিশ্চয়ই সৎ কাজ মন্দ কাজকে দূর করে দেয়। যারা আল্লাহ্কে মনে রাখে তাদের জন্য এটি একটি উপদেশ।’ দ্র. আল কুর’আন, ১১: ১১৪;

২৪ আল ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ, mwnn gmwjg (আর রিয়াদঃ দার আল ইফ্তা, ১৪০০ হি.), খ. ১, পৃ.২২; وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ‘হে মু’মিনগণ! তোমরা সকলেই আল্লাহ্র কাছে তাওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।’ দ্র. আল কুর’আন, ২৪: ৩১

২৫ ‘ইবাদাতের উদ্দেশ্যে শরীরের নির্দিষ্ট অঙ্গ ধৌত ও মাসেহ্ করা। নিয়্যাতের সাথে মাথা মাসেহ্ করা, মুখ ধোয়া, হাত ধোয়া ও উভয় পা ধোয়াকে শারি’আতের পরিভাষায় অযু বলে। দ্র. পৃ. ইবরাহিম মাদকুর ও ড. শাওকি দাইফ, সম্পা. মুহাম্মদ মোস্তাফা, Avj gÔRvgj IqwmZ , প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮২

২৬ আল ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ, mwnn gmwjg, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৩

২৭ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম অনূদিত, bvgvh †ivhvi nvKxKZ (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ২৬

২৮ যাকাত অর্থ পবিত্রতা এবং পরিচ্ছন্নতা বা সাদাকা, যা মালিক তার মাল পবিত্র করার জন্য দেয়। দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, Aviex-evsjv Awfavb (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ২০০৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১০৮৭; ‘নিজের ধন সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ গরিব, মিসকিন ও অভাবী লোকদের মধ্যে বণ্টন করাকে যাকাত বলা হয়। কারণ এর ফলে সমগ্র ধন সম্পদ এবং সে সাথে তার নিজের আত্মা পরিশুদ্ধ হয়ে থাকে। মুহাম্মদ আব্দুর রহীম অনূদিত, Bmjv‡gi ebqv‘x wkÿv, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০; আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ‘তাদের ধন সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করে তাদেরকে পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন করে দাও।’ দ্র. আল কুর’আন, ০৯: ১০৩

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত। আল কুর'আনে ত্রিশ স্থানে সালাতের সাথে যাকাতের সংযুক্তরূপে আদেশ উচ্চারিত হয়েছে।[২৯] ইসলামি শারি'আহ্র দৃষ্টিতে কেউ নির্দিষ্ট মেয়াদে নিসাব পরিমাণ[৩০] সম্পদশালী হলে তার উপর যাকাত আদায় করা আবশ্যক। যাকাত সম্পদকে পবিত্র ও দোষমুক্ত করে, সম্পদের মালিককে লোভ, কৃপণতা, আত্মকেন্দ্রিকতা ও ভোগবাদের ত্রুটি থেকে মুক্ত করে পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন মানসিকতা অর্জনে সহায়তা করে। তাই, আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে হলে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী যথানিয়মে যাকাত আদায় ও যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।

প্রত্যেক মুসলিম তার সমুদয় সম্পদের হিসেব করে যাকাত আদায় করতে বাধ্য। তার উপর যতটুকু যাকাত ফার্‌জ হয়েছে, ততটুকু সে তাকওয়া ও আমানতের সাথে যথাযথ হিসেব করে তাদের মধ্যে বন্টন করে দেয়, যাদের কথা আল কুর'আন ও হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। তার উপর আবশ্যক হওয়া যাকাতের অর্থ লক্ষ কোটি কোটি টাকা হলেও সে তা আদায় করতে কার্পণ্য করে না। কৌশল অবলম্বন করে তার থেকে বাঁচবার চেষ্টাও করে না। কারণ, যাকাত একটি নির্ধারিত আর্থিক 'ইবাদত। শারি'আতের নির্দেশানুসারে তা যথাযথভাবে আদায় করে দিতে হয়।[৩১]

যাকাত ব্যবস্থায় ব্যক্তি ও সমাজের জন্য সীমাহীন কল্যাণ নিহীত রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'তোমরা নিজ নিজ প্রিয় জিনিসগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ব্যয় না করবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পুণ্য ও মহত্বের উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে পারবে না।[৩২] এটি মানুষের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার অর্থনৈতিক পরীক্ষা। সকল সংকীর্ণতা ও কৃপণতাকে উপেক্ষা করে বান্দা যখন স্বীয় মালিকের নির্দেশে সঞ্চিত সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ তাঁরই নির্ধারিত খাতে ব্যয় করে, তখনই সে আল্লাহ্ তা'আলার পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করতে পারে এবং আর্থিকভাবে পবিত্র হওয়ায় খাঁটি বান্দা হিসেবে স্বীকৃতির আশা করতে পারে।

যাকাত আদায়ের নিয়ম

আল কুর'আনে যাকাত আদায়ের জন্য আটটি খাতের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র সক্ষম ব্যক্তিদের নিকট থেকে যাকাত আদায় করে, বাস্তবতা ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উল্লিখিত খাতসমূহে যাকাতের অর্থ ব্যয় করবে। যাকাত আদায়ে কোন কারণে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা না থাকলে নিজ দায়িত্বে যাকাত প্রদান করতে হবে। যে অঞ্চলের যাকাত সে অঞ্চলে আগে ব্যয় করতে হবে, তাদের চাহিদা পূর্ণ হলে পরে অন্য অঞ্চলে ব্যয় করা যাবে। কোন ব্যক্তি নিজ পিতা বা পুত্রকে যাকাত দিতে পারবেনা

---

২৯ 'আল্লামা ইয্‌দুদ্দীন বালীক (রহ.), অনু. হাফিজ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল, সম্পা. অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান, wgbnvRm mv‡jnxb (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৬০

৩০ যাকাতের নিসাব হচ্ছে, সাড়ে সাত তোলা বা নব্বই গ্রাম স্বর্ণ হিসেবে সাড়ে বায়ান্ন তোলা বা ছয়শত ত্রিশ গ্রাম (প্রায়) রূপা বা সমপরিমাণ নগদ অর্থ কারো কাছে যদি জীবন ধারণের অতিরিক্ত হিসিবে পূর্ণ এক বছর সঞ্চিত থাকে তবে তার উপর নিম্ন হারে যাকাত আদায় করা ফার্‌জ। অর্থ মুদ্রা ও ব্যবসায়িক পণ্যে যাকাতের হার শতকরা আড়াই ভাগ। পশু সম্পদের হারও এর কাছাকাছি। ফল ও ফসল সেচ বিহীন জমির উৎপাদন হলে এক দশমাংশ, সেচকৃত জমির ফসল হলে বিশভাগের একভাগ। দ্র. 'আল্লামা ইযদুদ্দীন বালীক (র.), অনু. হাফিজ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল, wgbnvRm mv‡jnxb, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬০

৩১ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ 'যাকাত আল্লাহ্র নির্ধারিত ফার্‌জ। এটি দেয়া হবে ফকির, মিসকিন, এবং যাকাত আদায়কারী কর্মচারীদেরকে, ভিন্ন ধর্মের লোকদের মন জয় করা, দাসত্বের মধ্যে আবদ্ধ লোকদেরকে মুক্ত করা, দায়গ্রস্থ লোকদের দায় শোধ করা, আল্লাহ্র নির্ধারিত সর্বজনীন কাজে এবং নিঃস্ব পথিকদের সাহায্যার্থেও এটি খরচ করা হবে।' দ্র. আল কুর'আন, ০৯: ৬০; দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী ও অন্যান্য, ^'bw›'b Rxe‡b Bmjvg, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯

৩২ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ كَٰفِرُونَ ৪১: ০৭; যাকাত ও এর গুরুত্ব আরো যে সকল আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে, আল কুর'আন, ০৯: ১০৩; ২৩: ০৩; ৩০: ৩৯; ০২: ২৭৬; ০৯: ৬০; ০৯: ১১; ৬৪: ১৬; ৭৬: ০৮-০৯; ২৪: ২২

এবং স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে যাকাত দিতে পারবে না। অমুসলিমগণ যাকাতে অর্থ পেতে পারেন না। যার দৈনিক দু'বেলা খাবারের ব্যবস্থা আছে তার পক্ষে যাকাত গ্রহণ করা উচিত নয়।[৩৩]

যাকাতের খাতসমূহ

যাকাতের অর্থ ব্যয়ের সর্ব প্রথম খাত হচ্ছে গরিব মানুষ। যাদের কাছে কিছুনা কিছু সম্পদ আছে কিন্তু তা তাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যথেষ্ট নয়, অভাবের সংসার, তারা যাকাত পাওয়ার অধিকারী। এরপর মিসকিন মানুষ, যে সব লোকের অবস্থা আরো খারাপ। যারা পরের নিকট হাত পাততে বাধ্য হয়, নিজের খাদ্য ও বস্ত্র জোগাড় করতে পারে না, তারা যাকাত পাওয়ার অধিকারী। যাকাত বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন-ভাতা যাকাতের অর্থ থেকে প্রদান করা যাবে। নও মুসলিম বা ইসলাম গ্রহণে আগ্রহীগণ বা ইসলামের পক্ষে কাজে লাগানোর জন্য যাদেরকে সাহায্য করা দরকার, এ সকল খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে। গোলাম বা এমন বন্দি যিনি জরিমানা আদায়ে অক্ষম হওয়ার কারণে কারাভোগ করছেন। দায় শোধ করার সম্বল নেই এমন দায়গ্রস্থ ব্যক্তি। আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদের প্রয়োজনে এবং অভাবগ্রস্থ পথিক যিনি অর্থিক সাহায্যের মুখাপেক্ষী এমন খাতে যাকাতে অর্থ ব্যয় করা যাবে।[৩৪] এ হচ্ছে আল কুর'আন নির্ধারিত যাকাতের খাতসমূহ।

যাকাতের উক্ত খাতসমূহই প্রমাণ করে ইসলামের যাকাত ব্যবস্থা কেবল যাকাত দাতা ও তার সম্পদকেই পবিত্র করে তা নয় রবং একটি পবিত্রতম সামাজিক বন্ধনও সৃষ্টি করে। এ কারণে, আত্মশুদ্ধি অর্জনে যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম। যাকাত দান করা যেমনি ব্যক্তির আত্মসমর্পণ ও চিন্তাগত পরিশুদ্ধির বহিঃপ্রকাশ, তেমনি যাকাত আদায় ও বণ্টন করা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আল্লাহ্‌র আনুগত্য এবং খিলাফাতের প্রকাশ। আর এ উভয়ের মাধ্যমে একটি ভারসাম্যপূর্ণ, শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থা সৃষ্টি হয়।

### ৪.১.৩ রোজা পালন

আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য রোজা আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। রমযানের এক মাস সিয়ামের[৩৫] প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, ব্যাপক ও গভীর। সিয়াম মানব মনের যাবতীয় কু-প্রবৃত্তির উপর শক্ত লাগাম লাগিয়ে দেয় এবং সিয়ামকারীকে যাবতীয় নাফরমানির কাজকর্ম থেকে

---

৩৩ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম অনূদিত, Bmj‡gi ewbqv'x wkÿv, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯; 'আল্লামা ইযদুদ্দীন বালীক (র.), অনু. হাফিজ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল, wgbnvRm mv‡jnxb, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬১

৩৪ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম অনূদিত, Bmj‡gi ewbqv'x wkÿv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০-২০২; আল্লামা মুফতি সাইয়েদ মুহাম্মদ আমিমুল ইহসান, অনু. ড. খোন্দকার আ.ন.ম. আব্দুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর, wdKûm mbwb Iqvj AvQvi (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ২০১০ খ্রি.), খ. ০১, হাদিস নং ১১৮৪, পৃ. ৪১৯; দ্র. অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাশেম মুহাম্মদ সিফাতুল্লাহ্, দারিদ্র বিমোচনে যাকাতঃ শরয়ী অবদান ও বিধান, নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, 'wi' we‡gvP‡b Bmjvg (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৮৫

৩৫ সিয়াম বহুবচন একবচনে সাওম, অর্থ রোজা। আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। নিয়্যাতসহ সূর্যোদয়ের পূর্ব হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, স্ত্রী সহবাস ও আরো কিছু কাজ থেকে বিরত থাকাকে রোজা বলে। পবিত্র রমযান মাসকে শাহরুস সিয়াম বলে। দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, Aviex-evsjv Awfavb (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ২০০৬ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২৫৩; দ্র. ইব্‌রাহিম মাদকুর, সম্পা. মুহাম্মদ মোস্তাফা, Avj gÔRvgj IqvwmZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৯; يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ 'হে বিশ্বাসস্থাপনকারীগণ তোমাদের উপর রোজা বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ১৮৩

Dhaka University Institutional Repository

বিরত রাখে। মানুষের মনে তাকওয়া বা আল্লাহ্ ভীতি জাগ্রত করে দেয়। অন্যদিকে মানুষের অপরাধ যে ধরনের ও যে প্রকৃতিরই হোক, তা কামনা, বাসনা, লোভ ও লালসা থেকেই উৎসারিত হয়।[৩৬] আর এর মূলে রয়েছে লোভ লালসার শক্তি, যৌন স্পৃহা ও কুপ্রবৃত্তি এবং অহমিকা বা দাম্ভিকতাবোধের মত তিনটি নেতিবাচক প্রবণতা।

এ তিনটি উৎসকে একেবারে দূর্বল করে দেয়ার জন্য সিয়াম সাধনার প্রবল প্রভাব রয়েছে। মানুষ সাধারণত সকাল, দুপুর এবং রাতে তিনবার পানাহারে অভ্যস্ত। আর যখনই পিপাসা লাগে পানি পান করে। কিন্তু রামযান মাসে এ পানাহারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয়। সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তা সবই বন্ধ থাকে। এ সময় ক্ষুধা তাকে যন্ত্রণা দেয়, পিপাসা তার গলা শুকিয়ে যায়, যদিও তার সুমিষ্ট পানীয় ও সুস্বাদু খাদ্য সবই বর্তমান থাকে। আর তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তা হালালও করেছিলেন। কিন্তু সিয়ামের সময় সে আল্লাহ্ তা'আলার নিষেধের কারণে সব কিছু পান ও গ্রহণ থেকে নিজেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য যে সব পানাহার হালাল করে দিয়েছেন, এ সময়টায় তারই আদেশে তা থেকে বিরত থেকে মানুষ এ কথাই প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করে, সে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ ছাড়া কিছু করে না।[৩৭] সে যেসকল কাজ করে এবং সে সময় করে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা যা করার অনুমদি দান করেছেন। বছরের বারটি মাসের মধ্যে একটি পূর্ণ মাস যে নিজেকে এভাবে পরিচালিত করতে অভ্যস্ত হয়, তার এ অভ্যাস দীর্ঘস্থায়ী ফলাফল সৃষ্টি করে। পরবর্তী এগারটি মাস সে আল্লাহ্র নিষিদ্ধ পানাহার ও সকল কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে বিরত রাখতে সহজেই সক্ষম হয়।[৩৮] সিয়াম মুসলিমকে অশ্লীল, বাজে ও অর্থহীন কথার্বাতা বলা থেকেও বিরত রাখে। এ কাজ মুসলিম ব্যক্তির জন্য সাধারণভাবেও হারাম তবে সিয়াম পালনের কারণে রমাযান মাসে এ কাজগুলি থেকে দীর্ঘদিন বিরত থাকায় তা পরবর্তীতে অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়।[৩৯] ফলে একজন মানুষ রোজা পালনের মাধ্যমে নিজেকে নানাবিধ খারাপ কাজ ও আচরণ থেকে থেকে মুক্ত এবং পবিত্র করে তুলতে পারে।

আল কুর'আনে যদিও অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার সকলকেই দেয়া হয়েছে কিন্তু সিয়াম পালনকারীকে এ ক্ষেত্রে বিশেষ নিয়ন্ত্রণ মেনে চলতে হয়। কারো পক্ষ থেকে অন্যায় হলেই সেও তার জবাবে অন্যায় করবে, এরূপ স্বাধীনতা তাকে শুনিয়ে দিবে, তা সিয়াম পালনকারীর জন্য বাঞ্ছনীয় নয়। এরূপ অবস্থা দেখা দিলে সিয়ামই তাকে ঢাল স্বরূপ আড়াল করে রাখবে। হাদিসে এ কথাই বলা হয়েছে, 'সিয়াম ঢাল স্বরূপ'।[৪০] সিয়ামের দিনে স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়া বৈধ নয় এবং হৈ হিল্লা বা চিৎকার ও গোলমাল করা উচিত নয়। কেউ যদি তাকে গালমন্দ বলে বা তার সাথে মারামারি করতে উদ্ধত হয়, তাহলে তার বলা উচিত, 'আমি একজন সিয়ামপালনকারী ব্যক্তি।'[৪১] এ হচ্ছে আত্মশুদ্ধির জন্য নিয়ন্ত্রণমূলক এক জীবন্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা।

---

৩৬ মাওলানা মুহাম্মদ হুমায়ুন কবির খান, kqZv‡bi gKv‡ejv Ges Avjøvn cwßi Dcvq, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

৩৭ মু'মিন জীবনের সব কিছু আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমেই চলবে। وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْأَخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 'তিনিই এক আল্লাহ্, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। পৃথিবীতে এবং পরকালে সকল প্রশংসা তাঁরই। সকল শাসন কর্তৃত্বও তাঁরই হাতে এবং তাঁর দিকেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।' দ্র. আল কুর'আন, ২৮: ৭০

৩৮ সৈয়দ আব্দুল মান্নান অনূদিত, Bmjvg cwiwPwZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২; দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী ও অন্যান্য, ^'bw›'b Rxe‡b Bmjvg, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১

৩৯ কাযি ছানাউল্লাহ্ পানীপথী (রহ.), মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল হাই ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, Zvdwm‡i gvhnwi (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪৫৮; মুহাম্মদ আব্দুর রহীম অনূদিত, Bmjv‡gi ewbqv'x wkÿv, cv¸³, পৃ. ১৪৬

৪০ ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী, অনু. মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ্ ও অন্যান্য, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, eLvix kixd, প্রাগুক্ত, খ. ০৩, হাদিস নং-১৭৭৩, পৃ. ২৩৮

৪১ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল বুখারি, mwnûj eLwi (মিশর: আল জামে'আতুল আযহার লাইব্রেরি, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ২৬৫

*Dhaka University Institutional Repository*

একজন লোক যখন সিয়াম পালনের মাধ্যমে সারা মাস ধরে ক্রোধ-আক্রোশ এড়িয়ে চলার অভ্যাস করে, অন্যদের উপর বাড়াবাড়ি করা থেকেও বিরত থাকে, তখন পরবর্তী এগারো মাস এ অভ্যাসের শক্তি দিয়ে সকল প্রকার অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি এড়িয়ে চলতে সক্ষম হবে, এটিই স্বাভাবিক। সাধারণভাবে মানুষের উপর সর্বাধিক প্রভাব ও কর্তৃত্ব খাটায় মানুষের ইচ্ছাশক্তি। সে ইচ্ছাশক্তি যখন এক মাস ধরে উক্তরূপে নিয়ন্ত্রণ মেনে চলতে অভ্যস্ত হয়, তখন সে তার ঈমানি শক্তিকে প্রবল ও অনমনীয় ইচ্ছাশক্তির উপর বিজয়ী করে ও তার আত্মাকে শরি'আতের বিধানের আওতায় নিয়ন্ত্রিত ও পবিত্র রাখতে সক্ষম হয়। এ উদ্দেশ্যেই সিয়ামের এ সুমহান ব্যবস্থা ইসলামি শরি'আতে গ্রহণ করা হয়েছে।

## 4.1.4 nv¾ cvjb

বিশ্ব মুসলিমের মহাসম্মেলন বা মিলন প্রক্রিয়া হলো হাজ্জ।[৪২] এটি একজন মুসলিমের জন্য দেহ, সম্পদ, সময়, আত্মা ও হৃদয়-মন সহকারে আল্লাহ্ তা'আলার ডাকে সাড়া দেয়ার একমাত্র মাধ্যম। আল্লাহ্র ঘরে[৪৩] উপস্থিত হয়ে তাঁর রাজত্ব, বড়ত্ব ও একত্ববাদ ঘোষণার উত্তম বিশ্বজনীন প্রক্রিয়া। প্রত্যেক মুসলিম হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর ভালবাসা পোষণ করার কারণে সব সময় আল্লাহ্র ঘর বাইতুল্লাহ্ যিয়ারতের আকাঙ্ক্ষা লালন করে থাকেন। হাজ্জ আত্মশুদ্ধির জন্য ব্যয়বহুল, কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ্য একটি বাস্তব প্রভাব সৃষ্টিকারী মহান 'ইবাদত। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে হাজ্জ হচ্ছে পঞ্চম।[৪৪] এটি একই সাথে আর্থিক ও দৈহিক 'ইবাদত। এতে যেমন কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয় করতে হয়, তেমনি কঠোর পরিশ্রমও করতে। নিজের পরিবার পরিজন, ব্যবসা-বাণিজ্য সব কিছু রেখে দীর্ঘ সময় ধরে সফরের কষ্টও স্বীকার করে নিতে হয়।

নামায, রোযা ও যাকাত আদায়ের পর একজন মু'মিন অন্তরে অনাবিল প্রশান্তি ও আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে পবিত্র ক্বাবায় গমন করেন। এখানে একজন মানুষ বান্দা হিসেবে আল্লাহ্র প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে তাঁরই আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে, ক্বাবার চারপাশে প্রদক্ষিণসহ, চুম্বন করে জান্নাতি পাথর হাজরে আসওয়াদ, সায়ী করে সাফা ও মারওয়ায়, ছুটে যায় 'আরাফা, মুযদালিফা ও মিনার ময়দানে এবং জামারায়, পশু কুরবানির সাথে সাথে কুরবানি[৪৫] দেয় নিজের মধ্যে লুকায়িক পাশবিকতা।

এমনিভাবে সে তার খিলাফতের দায়িত্বকে উপলব্ধি করার জন্য 'আরাফার ময়দানে শামিল হয় মুসলিম উম্মাহর আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনে। সেখানে জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে, ভাষায় ভাষায়, হৃদয়ে হৃদয়ে ঘটে মহামিলন। সিলাই বিহীন ইহ্রামের একই পোশাকে সজ্জিত হয়ে সব ধরনের

৪২ হাজ্জ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ইচ্ছা করা, সংকল্প করা, কোন কিছু করার জন্য মনস্থির করা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে হাজ্জ বলা হয়, হাজ্জের সময়, হাজ্জের উদ্দেশ্যে, নিয়্যাতের সাথে ইহ্রাম বেঁধে বাইতুল্লাহ্ শারিফ তাওয়াফ, 'আরাফার মাঠে অবস্থান, মুজদালিফায় অবস্থান, সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে দৌড়ানো, জামারায় পাথর নিক্ষেপ ইত্যাদি কার্যাবলী কেবল আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য সম্পাদন করা। দ্র. ইবরাহিম মাদকুর ও ড. শাওকি দাইফ, সম্পা. মুহাম্মদ মোস্তাফা, Avj gÔRvgj IqwmZ , প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২; দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ নাসীম, মাওলানা শাহ আব্দুল হালীম হুসাইনী র, Rv'x' jMvZj KiAvb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

৪৩ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَٰهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْـًٔا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ وَٱلركعِ لَلسجُودِ 'স্মরণ করো, আমরা ইবরাহিমের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সে ঘর নির্মাণের স্থান, আর তাকে বলে দিয়েছিলাম, আমার সাথে কোন কিছুর শরিক করো না এবং আমার ঘরকে পবিত্র রাখবে তাদের জন্য, যারা তাওয়াফ করে, যারা সালাতে দাঁড়ায় এবং রুকু' ও সিজ্দা করে।' দ্র. আল কুর'আন, ২২: ২৬

৪৪ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, 'ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর স্থাপিত। সেগুলো হচ্ছে, এ সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্র রাসূল, নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, রমজানের রোযা রাখা, যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন করা ও হাজ্জ করা।' দ্র. ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারি, মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, eLvix kixd, প্রাগুক্ত, খ. ১, হাদিস নং- ০৭, পৃ. ১৬

৪৫ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْبَلَٰٓؤُا۟ ٱلْمُبِينُ وَفَدَيْنَٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ 'অতপর আমরা তাকে মুক্ত করেছিলাম এক মহা কুরবানির বিনিময়ে। আর আমরা পরবর্তীদের মধ্যেও এ কুরবানির রীতি চালু রেখেছি।' দ্র. আল কুর'আন, ৩৭: ১০৬-১০৭

ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে যায় সকলেই। সেখানে সারা বিশ্বের মুসলিমগণের খোঁজ-খবর নিতে পারে, একজন আরেকজন থেকে। তারা নিজেদের সমস্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করার সুযোগ পায়। আর সে আলোকে সমস্যাসমূহের সমাধানও খুঁজে নিতে পারে।[৪৬]

বস্তুত হাজ্জ মুসলিম উম্মাহর জন্য ইসলামি ঐক্যের প্রতীক। এ ধরনের ‘ইবাদাত অন্য কোন ধর্ম বা জাতির মধ্যে কখনো অনুষ্ঠিত হয় না। একমাত্র মুসলিম জাতিই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আল্লাহ্‌র ডাকে ছুটে আসেন। এখানে বর্ণ ও ভাষার ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সবাই এক কাতারে দণ্ডায়মান হয়ে একই সুরে উচ্চারণ করেন, লাব্বাইকা আলাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারিকালাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি‘মাতা লাকা ওয়াল মুল্‌ক, লা শারিকালাক।’[৪৭] অশ্রুসিক্ত নয়নে লক্ষ লক্ষ আল্লাহ্‌প্রেমিক বান্দার সমুচ্চ কণ্ঠের এ আওয়াজ ক্বা‘বায় ধ্বনিত হয়ে ‘আরশ মু‘আলায় গিয়ে পৌঁছে। আর তখন আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর বান্দার ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, হে আমার প্রিয় বান্দা! আমি তোমার সাথেই আছি। আজ তুমি যা চাও তাই আমি তোমাকে দেয়ার জন্য প্রস্তুত আছি।[৪৮]

মু’মিন বান্দা যখন হাজ্জব্রত পালন শেষে বাড়ীতে ফিরে আসেন, তখন তার সকল পাপ নির্মূল হয়ে যায়, অন্তর হয় ক্লান্তিহীন, প্রশান্ত, নির্মল ও পুত পবিত্র। তিনি যেন আজই মায়ের পেট থেকে জন্ম লাভ করেছেন। তার হৃদয়ে দ্বিনের অনুসরণ, রাসূলের আনুগত্য এবং আল্লাহ্ তা‘আলার বড়ত্ব ও একক রাজত্ব  চিরস্থায়ী আসন বদ্ধমূল হয়ে যায়।[৪৯] মানুষকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করার জন্য হাজ্জ আল্লাহ্ তা‘আলা নির্দেশিত এমন আরেকটি সর্বব্যাপী বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া যা শুধু ব্যাখ্যা করার বিষয় নয় বরং বাস্তবে পালন করার মাধ্যমে গভীরভাবে অনুভব করার বিষয়।

### ৪.১.৫ কুর’আন তিলাওয়াত ও নফল ‘ইবাদাত

আল কুর’আন তিলাওয়াতের[৫০] মাধ্যমে একজন মু’মিন যে তৃপ্তি অনুভব করে অন্য কোন কাজে তা অনুভব করে না। তিলাওয়াত মু’মিনের জন্য আত্মার প্রশান্তিদায়ক খোরাক। এটি এক দিকে যেমন জ্ঞান চর্চা তেমনি আবার আল্লাহ্ তা‘আলার যিক্‌র। কুর’আন তিলাওয়াতকে সর্বোত্তম যিক্‌র বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে বান্দা স্বীয় মালিকের কথা শোনে, তাঁর সাথে কথা বলে আধ্যাত্মিক ও নৈতিকভাবে উৎকর্ষ লাভ করে।[৫১] খুব নিবীড়ভাবে বান্দা তার প্রভূকে উপলব্ধি করে, প্রভূর নি‘আমাতসমূহ অনুভব করে এবং সতর্কতাগুলো স্বরণ করে। মানব জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতার

---

৪৬ ড. মুহাম্মদ আলী  হাশেমী, অনু. মাসউদুর রহমান, Av‘k gmwjg (ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ২য় সংস্করণ, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ৩৫৭; অনু. সৈয়দ আব্দুল মান্নান, Bmjvg cwiwPwZ (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২৯ তম সংস্করণ, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ৮৬

৪৭ ‘আমি উপস্থিত, হে আল্লাহ্ আমি উপস্থিত। আমি উপস্থিত, আপনার কোন অংশীদার নেই, আমি উপস্থিত। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নি‘আমাত আপনারই, আর সকল সাম্রাজ্যও আপনার, আপনার কোন অংশীদার নেই।’ ইমাম আবু আবদির রাহমান আন্-নাসাঈ (র), অনু: মাও. রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, সম্পা. অধ্যাপক আবদুল মালেক ও অন্যান, mbvb bvmvC kixd (ঢাকা : ইফাবা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮খ্রি.), খ. ৩, হাদিস নং ২৭৪৭ পৃ. ১৫৬

৪৮ অধ্যাপক আব্দুল মান্নান ও অন্যান্ন কর্তৃক সম্পাদিত, ^‘bw›‘b Rxe‡b Bmjvg (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৮ম সংস্করণ, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৩৪২

৪৯ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম অনূদিত, Bmjv‡gi ewbqv‘x wkÿv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩

৫০ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادٗا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَٰكِن كُونُواْ رَبَّٰنِيِّـۧنَ بِمَا كُنتُمۡ تُعَلِّمُونَ ٱلۡكِتَٰبَ وَبِمَا كُنتُمۡ تَدۡرُسُونَ ‘তিনি নাবি তো এমনটিই বলবেন যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপাকের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও এভাবে যে, তোমরা কিতাব নিজেরা শিখ এবং অন্যকে শিক্ষা দাও।’ দ্র. আল কুর’আন, ০৩: ৭৯

৫১ আব্দুস সালাম মিতুল সম্পাদিত, Zvdmx‡i mvC‘x (ঢাকা: গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ২০০৮ খি.), খ. সূরা আল ফাতিহা অংশ, পৃ. ৯১

Dhaka University Institutional Repository

পথগুলো বার বার সামনে এসে উপস্থিত হয়। অবাধ্য ও সীমালংঘনকারীদের করুন পরিণতি বার বার দৃশ্যমান হয়ে উঠে। অনুগত বান্দাদের জন্য ঘোষিত নি'আমাতের দৃশ্য বার বার তিলাওয়াতকারীকে মুগ্ধ ও বিমোহিত করে।[৫২] এভাবে বান্দা যতোই আল্লাহ্‌র বাণী তিলাওয়াত করতে থাকে, ততেই নিজের করণীয় সম্পর্কে সচেতন হতে থাকে, আর তার ঈমান ও আচরণ উচ্চস্তরে[৫৩] পৌছাতে থাকে বিধায় এটি আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি পন্থা।

শিরক মুক্ত পরিশুদ্ধ ঈমানের পর ইসলামে যে চারটি আনুষ্ঠানিক ফারজ 'ইবাদাত রয়েছে, সেগুলো বান্দার আত্মশুদ্ধির জন্য সন্দেহাতীতভাবে কার্যকর মৌলিক প্রশিক্ষণ। উক্ত দৃশ্যমান ফারজ কার্যসমূহ মানব চরিত্রকে এমনভাবে আকৃষ্ট করে যে, তখন সে কেবল আরো বেশি পরিমাণে আল্লাহ্‌ তা'আলার দাসত্বে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে পছন্দ করে। 'ইবাদাতে এতোই তৃপ্তি লাভ করে যে, সে নিদ্রা বিসর্জন দিয়ে গভীর রাতে তাহাজ্জুদ[৫৪] নামাজ পড়ে, প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাজের আগে ও পরে নফল নামাজ আদায় করে, অধিক পরিমাণে দান সাদাকা করে, মানব কল্যাণমূলক কাজে আত্মোনিয়োগ করে।

সার্বক্ষণিক দো'আ ও যিক্‌রে মনোনিবেশ করে, আল্লাহ্‌ তা'আলার নাম নিয়ে, তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করে প্রত্যেকটি কাজ শুরু করে।[৫৫] এ কারণে সে প্রত্যেকটি কাজ তাঁর দেয়া নির্দিষ্ট নিয়মেই করে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় সে নিজেকে এমনভাবে জড়িয়ে নেয় যে, সে সর্বদা তাঁর দাসত্ব ও স্বরণের মধ্যেই দিন রাত[৫৬] অতিবাহিত করে এবং তার মধ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলার অপন্দনীয় স্বভাবগুলো দূরীভূত হয়ে গিয়ে পছন্দনীয় গুণগুলো দীর্ঘস্থায়ীভাবে স্থাপিত হয়। সকল প্রকার দোষ থেকে পবিত্রতা লাভ করে তার আত্মা প্রশান্তির এমন উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়, ন্যায় চিন্তা, উন্নত আচরণ ও মর্যাদাশীল কাজ তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়।

## 4.2 AvZ¥ïw× AR©‡b mr ¸Yvejx

AvZ¥ïw× AR©‡bi Rb¨ e¨w³MZ AvbyôvwbK ÔBev`v‡Zi cvkvcvwk mZZv I m`vPi‡Yi f~wgKv Amxg| †gŠwjK mr ¸Yvejx PP©vq m‡Pó gvbyl ax‡i ax‡i

---

৫২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪; إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ 'সে বলে, 'আমরা শুধু তোমারই দাসত্ব করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য চাই। তুমি আমাদেরকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করো। তাদের পথে যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছো। তাদের পথে নয়, যাদের প্রতি তুমি ক্রোধান্বিত আর যারা পথ ভ্রষ্ট।' দ্র. আল কুর'আন, ০১: ০৫-০৭

৫৩ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ 'প্রকৃত ঈমানদার তো সেসব লোক, যাদের অন্তর আল্লাহ্‌র স্মরণে কেঁপে উঠে, যখন তাদের সামনে আল্লাহ্‌র আয়াত তিলাওয়াত করা হয় তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা তাদের রবের উপর ভরসা রাখে।' দ্র. আল কুর'আন, ০৮: ০২

৫৪ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا 'রাতের কিছু অংশ তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করুন, এটি আপনার জন্যই অতিরিক্ত করা হয়েছে। সম্ভবত এর বিনিময়ে আপনার প্রতিপালক আপনাকে প্রশংসিত স্থান দান করবেন।' দ্র. আল কুর'আন, ১৭: ৭৯; আরো বলেন, يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِّصْفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا 'হে চাদরাচ্ছাদিত, উঠে পড়ুন, রাতের অধিকাংশ সময় দাঁড়িয়ে আমার উপাসনা করুন। অথবা রাতের অর্ধাংশ অথবা তার চেয়ে একটু কম দাঁড়িয়ে সালাতে ধীরে ধীরে সুমিষ্ট সূরে কুর'আন তিলাওয়াত করুন।' দ্র. আল কুর'আন, ৭৩: ০১-০৪

৫৫ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ 'হে বিশ্বাস স্থাপনকারী লোকেরা, তোমরা সবর এবং সালাত দ্বারা আল্লাহ্‌র সাহায্য অর্জন করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সবরকারীদের সাথে থাকেন। দ্র. আল কুর'আন, ০২: ১৫৩; যিক্‌র এর গুরুত্ব বর্ণনা করে وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 'তোমরা বেশি পরিমাণ আল্লাহ্‌কে স্মরণ করো, অবশ্যই তোমরা সফলকাম হবে।' দ্র. আল কুর'আন, ০৮: ৪৫

৫৬ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا 'হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌ তা'লাকে স্মরণ কর এবং সকাল-সন্ধ্যা সর্বক্ষণ তাঁর প্রশংসার তাসবিহ্‌ পাঠ কর।' দ্র. আল কুর'আন, ৩৩: ৪১; আরো বর্ণিত হয়েছে, আল কুর'আন, ০৩: ৪১; ৬২: ১০; ০৪: ১০৩; ০৭: ২০৫; ৩৯: ২৩; ২৪: ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

mZZvq Af¨¯Í n‡q hvq| gvby‡li wPšÍvaviv, AvPvi-AvPiY, K_v-evZ©v I KvR-K‡g©i gva¨‡g Zv ¯úó n‡q D‡V| G Kvi‡Y AvZ¥ïw× AR©b Kivi Rb¨ cÖ_‡gB nvjvj cš'vq DcvR©b, ¯^xK…Z Lv‡Z e¨q, me©ve¯'vq mZZv, mKj cwi‡e‡k mZ¨evw`Zv, b¨vqcivqYZv, ˆah©kxjZv, ÿgvcivqYZv, Avjøvn& ZvÔAvjvi Dci wbf©ikxjZv I AvZ¥mshg BZ¨vw` †gŠwjK mr¸Yvejxi PP©v Kiv Acwinvh©| D³ mr ¸Yvejxi cÖfv‡e gvbyl †hfv‡e ch©vqµ‡g Avf¨šÍixY †`vlÎæwU †_‡K gy³ n‡q AvZ¥vi cweÎZv jvf Ki‡Z cv‡i †m wel‡q Av‡jvPbv Kiv nj|

## 4.2.1 nvjvj cš'vq DcvR©b I e¨q

হালাল পন্থায় অর্থ উপার্জনে আত্মনিয়োগ করা মু'মিনগণের জন্য অত্যাবশ্যক।[৫৭] এটি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ। 'হে মুমিনগণ! জুমু'আর দিনে যখন সালাতের দিকে আহবান করা (আযান দেয়া) হয়, তখন তোমরা ব্যবসা রেখে দ্রুত আল্লাহ্র যিক্র এর দিকে আসো। এতেই তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে, যদি তোমরা বুদ্ধিমান হও। অতঃপর সালাত শেষ হওয়ার সাথে সাথে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো (তোমাদের পেশায়) এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধান করো, আর বেশি বেশি আল্লাহ্র কথা আলোচনা করো। এভাবেই তোমরা কল্যাণ ও সাফল্য অর্জন করবে।'[৫৮] একজন মানুষের পক্ষে আল্লাহ্র 'ইবাদত করতে হলে তাকে অবশ্যই খাবার গ্রহণ করতে হবে। খাবার গ্রহণ না করলে 'ইবাদতের শক্তি থাকবেনা। তাই দিনরাত আল্লাহ্র 'ইবাদত করতে হলে তাকে অবশ্যই খাবার গ্রহণের মাধ্যমে শারীরিক শক্তি অর্জন করতে হবে। আর 'ইবাদত আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গৃহীত হওয়ার জন্য সে খাবার হতে হবে সম্পূর্ণ বৈধ পন্থায় উপার্জন। এ ছাড়া কোন 'ইবাদত শুদ্ধ হবে না। আর 'ইবাদত শুদ্ধ না হলে আত্মশুদ্ধিও অর্জন সম্ভব হবে না। তাই মু'মিনদের জন্য আত্মশুদ্ধির স্বার্থে হালাল উপার্জন করা অপরিহার্য।[৫৯]

মানুষের জন্য জীবিকা অর্জনের গুরুত্ব এবং নিদ্রা ব্যবস্থাপনায় রাত ও দিন সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'আমি তোমাদের নিদ্রাকে বানিয়ে দিয়েছি বিশ্রাম ও প্রশান্তি লাভের উপায়। রাতকে বানিয়ে দিয়েছি আবরণ। আর দিনকে বানিয়ে দিয়েছি জীবিকা উপার্জনের উপযুক্ত সময়।'[৬০] এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, 'নিজের উপার্জনের চেয়ে উত্তম জীবিকা কেউ কখনো ভোগ করেনি।'[৬১] 'তোমাদের সর্বোত্তম জীবিকা নিজের উপার্জন। আর তোমাদের সন্তানের উপার্জনও তোমাদের উপার্জনের অন্তর্ভূক্ত।'[৬২] অর্থ উপার্জন কত যে গুরুত্বপূর্ণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর এ হাদিসটি তার নির্দেশক। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, 'অন্যান্য ফার্‌জের মতোই হালাল উপার্জনও একটি ফার্‌জ।'

---

৫৭ হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'হালাল উপার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর অবশ্য কর্তব্য।' দ্র. 'আল্লামা মুফতি সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমিমুল ইহ্‌সান, অনু. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর, প্রাগুক্ত, খ. ২, হাদিস নং-১৯২৬, পৃ. ২১৮; দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী ও অন্যান্য, ^'bw›'b Rxe‡b Bmjvg, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭১

৫৮ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ দ্র. আল কুর'আন, ৬২: ৯-১০; মাওলানা মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক অনূদিত, Zvdnxgj †KviAvb (আধুনিক প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, ২০০২ খ্রি.), খ. ১৭, পৃ. ১৪০

৫৯ প্রফেসর ড. খুরশীদ আহমদ কর্তৃক সংকলিত, আব্বাস আলী খাঁন ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, Bmjvgx A_bxwZ (ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৫১; يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ 'হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু তা হতে তোমরা আহার করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ১৬৮

৬০ وَجَعَلۡنَا نَوۡمَكُمۡ سُبَاتٗا وَجَعَلۡنَا ٱلَّيۡلَ لِبَاسٗا وَجَعَلۡنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشٗا দ্র. আল কুর'আন, ৭৮: ০৯-১১; মাওলানা মুহাম্মদ মজোম্মেল হক অনূদিত, Zvdnxgj †KviAvb, প্রাগুক্ত, খ. ১৯, পৃ. ৮

৬১ ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারি, মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, eLvix kixd, প্রাগুক্ত, খ. ০২, পৃ. ১৩৬

৬২ 'মুফতি সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমিমুল ইহ্‌সান, অনু. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর, wdKûm mbwb Iqvj AvQvi, প্রাগুক্ত, খ. ২, হাদিস নং- ১৯২৫, পৃ. ২১৮

*Dhaka University Institutional Repository*

রাফে' বিন খাদিজ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন ধরনের উপার্জন সর্বোত্তম? তিনি বললেন, 'ব্যক্তির সশ্রমে বৈধ ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জন।'[৬৩]

হালাল অর্থ উপার্জনের উপায়সমূহ

অর্থ উপার্জন ও ভোগ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইসলামে হালাল পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইসলাম নোংরা উপার্জন ও জীবিকাকে নিষিদ্ধ করে এবং উত্তম ও সুন্দর উপার্জন ও জীবিকাকে প্রশংসা করে।'[৬৪] আল কুর'আন ও সুন্নাহ্ দ্বারা নিষিদ্ধ উৎসসমূহ ছাড়া ইসলামের দৃষ্টিতে উপার্জনের বাকী সব উৎসই হালাল বা বৈধ। এ পর্যায়ে উপার্জনের জন্য কয়েকটি হালাল পন্থা উপস্থাপন করা হল।

ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে উপার্জন হালাল।[৬৫] বৈধ পন্থায় ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে উপার্জনকে ইসলাম সর্বাধিক উৎসাহিত করেছে। ব্যবসা করা যায় একক ব্যবসা, পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে অংশিদারী ব্যবসা, পুঁজি ও শ্রম বিনিয়োগের মাধ্যমে যৌথ বা অংশিদারী ব্যবসা। কৃষি কাজের মাধ্যমে উপার্জনে মধ্যে রয়েছে নিজের জমিতে ফল ফসল ও অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদন ও উপার্জন, পরের জমিতে বর্গা চাষের মাধ্যমে উৎপাদন ও উপার্জন ও পরের জমি ভাড়া (ইজারা) নিয়ে উৎপাদন।

খামার প্রতিষ্ঠাকরণ এবং পশু-পাখি ও মৎস পালনের মাধ্যমে উপার্জন। ছোট বড় বিভিন্ন শিল্প কারখানা স্থাপন এবং পরিচালনার মাধ্যমে উপার্জন। বিভিন্ন পেশা গ্রহণের মাধ্যমে উপার্জনের মধ্যে রয়েছে শিক্ষকতা, ডাক্তারি, ওকালতি ইত্যাদি। সরকারি ও বেসরকারি চাকুরি গ্রহণের মাধ্যমে উপার্জন। শ্রম ও সেবা প্রদান করে সার্ভিস চার্জ গ্রহণের মাধ্যমে উপার্জন। মানসিক ও শারীরিক শ্রমদানের মাধ্যমেও উপার্জন করা যায়।[৬৬]

মধ্যস্থতা বা সহযোগিতা করার মাধ্যমে উপার্জন করা যায়। দান লাভের মাধ্যমে অর্জন, হাদিয়া, যাকাত, সাদকা, উপহার ও অসিয়াতের মাধ্যমে অর্থ লাভ করা যায়। উত্তরাধিকার ও অন্যান্য লাভ, অধিকার হিসেবে অভিভাবক থেকে লাভ এবং সরকারি সাহায্য লাভ অর্থ প্রাপ্তির মাধ্যম হতে পারে।[৬৭] তবে অবশ্যই এ ক্ষেত্রেও অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ইসলাম নির্ধারিত সীমা ও পন্থা অনুসরণ করতে হবে। কোনরূপ যুল্ম, চালাকি বা বাড়াবাড়ি করা যাবেনা।

অর্থ উপার্জনে হারাম ও নিষিদ্ধ পন্থাসমূহ

ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্যে যা কিছু ক্ষতিকর, তা সবই হারাম, নিষিদ্ধ এবং অবৈধ। ইসলামের এ নীতি অর্থনৈতিক বিষয়াদিসহ মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ইসলামের অর্থনীতি সমন্বিতভাবে ইতিবাচক ও নেতিবাচক। ইসলামের এ বিধান শাশ্বত আদর্শিক নীতিবোধ দ্বারা

---

৬৩ আল ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ, mwnn gmwjg, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২৬; দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী ও অন্যান্য, ^'bw›'b Rxe‡b Bmjvg, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭১

৬৪ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلٗا طَيِّبٗاۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ যেসব ভালো জিনিস তোমাদের হালাল করেছেন তোমরা সেগুলো নিষিদ্ধ করে নিয়োনা এবং তিনি সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। আর আল্লাহ্ তোমাদের যেসব হালাল ও ভালো জীবিকা এবং জীবনোপকরণ দিয়েছেন সেগুলো ভোগ করো এবং সে আল্লাহ্কে ভয় করো, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছো।' দ্র. আল কুর'আন, ০৫: ৮৭-৮৮

৬৫ হযরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, সত্যপরায়ণ বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী নাবিগণ, সিদ্দিকগণ এবং শাহিদগণের সহচর।' দ্র. 'আল্লামা মুফতি সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমিমুল ইহ্সান, অনু. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর, প্রাগুক্ত, খ. ২, হাদিস নং- ১৯২৭, পৃ. ২১৯

৬৬ মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী ও অন্যান্য, ^'bw›'b Rxe‡b Bmjvg, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৮; মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, উন্নয়নঃ ইসলামী প্রেক্ষিত, সম্পা. নুরুল ইসলাম, 'wi' we‡gvP‡b Bmjvg, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৬৭ প্রফেসর ড. খুরশীদ আহমদ কর্তৃক সংকলিত, আব্বাস আলী খাঁন ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, Bmjvgx A_bxwZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ন্ত্রিত। সে হিসেবে ইসলামের নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ায় উপার্জন করা হারাম নিষিদ্ধ ও অবৈধ, যা থেকে একজন মুসলিমকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

সুদ ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ ব্যবসা বাণিজ্য হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।'[৬৮] প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে ধরনের উৎকোচের মাধ্যমে উপার্জন নিষিদ্ধ। যে কোন প্রকারের প্রতারণার মাধ্যমে উপার্জন নিষিদ্ধ। ডাকাতি, লুণ্ঠন, ছিনতাই ও অপহরণের মাধ্যমে উপার্জন নিষিদ্ধ। দখল ও জবরদখলের উপার্জন নিষিদ্ধ। নিজের খুশিমতো দাম বা বিনিময় দিয়ে স্বত্তাধিকারীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিয়ে নেয়া নিষিদ্ধ।[৬৯] আমানতের খিয়ানত ও আত্মসাতের মাধ্যমে উপার্জন নিষিদ্ধ।

জুয়া, বাজি এবং এমন সব প্রক্রিয়া অবলম্বন করে উপার্জন করা, যার মাধ্যমে ঘটনাচক্রে একজনের অর্থ সম্পদ আরেকজনের কাছে চলে যায়। এগুলো হারজিতের ধ্বংসাত্মক খেলা। এতে এক পক্ষ কোনো প্রকার বিনিময় ছাড়াই আরেক পক্ষকে ক্ষতিগ্রস্থ করে তার অর্থ লুটে নেয়।[৭০] হারাম বস্তু উৎপাদন, ক্রয় বিক্রয় ও ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে উপার্জন নিষিদ্ধ। এর মধ্যে রয়েছে মদ ও মাদকদ্রব্য, মৃত প্রাণীর গোস্ত, শুকর ইত্যাদির ব্যবসা। লটারি, ভাগ্য গণনা ও জ্যোতিষ ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জন নিষিদ্ধ। [৭১] এগুলো সর্বাবস্থায় সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর।

অশ্লীলতা ও অপসংস্কৃতি প্রচার ও প্রসারকারী কার্যক্রমের মাধ্যমে উপার্জন।[৭২] ইহ্তিকারের মাধ্যমে উপার্জন নিষিদ্ধ। ইহ্তিকার হলো দাম বাড়ানোর উদ্দেশ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য মওজুদ করে রাখা। বাজারে এর বিভিন্ন ধরনের নাম রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ ধরনের কারবার নিষিদ্ধ করেছেন রাষ্ট্র ও ক্ষমতার ভয় দেখিয়ে অর্থোপার্জন ও চুরির মাধ্যমে উপার্জন নিষিদ্ধ।[৭৩] দেহ প্রদর্শন ও বেশ্যাবৃত্তির মাধ্যমে উপার্জন নিষিদ্ধ।[৭৪] মাপে কমবেশি করার মাধ্যমে উপার্জন নিষিদ্ধ। অর্থাৎ মেপে বা ওজন করে নেয়ার সময় বেশি নেয়া এবং দেয়ার সময় কম দেয়া। আল কুর'আন এবং সুন্নাহ্তে এ ধরনের লোকদের জন্য কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে।[৭৫]

---

৬৮ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ দ্র. আল কুর'আন, ০২: ২৭৫; হযরত জাবির (রা.) বলেন, সুদ গ্রহণকারী, সুদ প্রদানকারী এবং সুদের সাক্ষীদ্বয়কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অভিশাপ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন, তারা সকলেই সমান। দ্র. 'আল্লামা মুফতি সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমিমুল ইহ্সান, অনু. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর, wdKûn mbwb Iqvj AvQvi, প্রাগুক্ত, হাদিস নং- ১৯৮৪, খ. ২, পৃ. ২৪২

৬৯ وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ 'তোমরা অন্যায় প্রক্রিয়ায় নিজেদের একে অপরের সম্পদ খেয়োনা এবং জেনে বুঝে অন্যের সম্পদের কিছু অংশ অন্যায়ভাবে গ্রাস করার জন্য শাসকদের সামনে উপস্থাপন করোনা।' দ্র.আল কুর'আন, ০২: ১৮৮; ০৫:৩৯

৭০ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 'হে ঈমানদার লোকেরা! জেনে রাখো, মদ, জুয়া, আস্তানা এবং ভাগ্য নির্ণয়ের শর এগুলো সবই নোংরা শয়তানি কাজ। সুতরাং তোমরা এগুলো বর্জন করো, তবেই সফলকাম হবে।' আল কুর'আন, ০৫: ৯০

৭১ মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী ও অন্যান্য, ^'bw›'b Rxe‡b Bmjvg, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৩

৭২ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 'যারা মু'মিনদের মাঝে অশ্লিলতার প্রচার প্রসার পছন্দ করে, তাদের জন্য পৃথিবীতে এবং পরকালে বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জানোনা।' দ্র. আল কুর'আন, ২৪: ১৯

৭৩ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 'চোর পুরুষ হোক বা নারী হোক, তাদের হাত কেটে দাও। এটি তাদের কৃতকর্মের শাস্তি, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সঠিক দণ্ড, আল্লাহ্ দুর্জয় শক্তিমান মহাপ্রজ্ঞাময়।' দ্র. আল কুর'আন, ০৫: ৩৮

৭৪ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ 'ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিনী তাদের প্রত্যেককে একশটি করে বেত্রাঘাত করো। আল্লাহ্র 'আইন বাস্তবায়নে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ্র প্রতি এবং পরকালের প্রতি ঈমান রাখ। আর তাদের শাস্তি দেখার জন্য একদল মু'মিন যেন উপস্থিত থাকে।' দ্র. আল কুর'আন, ২৪: ২, ৩৩

৭৫ কাযি ছানাউল্লাহ্ পানীপথী (রহ.), মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল হাই ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, Zvdwm‡i gvhnvwi, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৭৬; এ বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে, আল কুর'আন, ৮৩: ১-১০

Dhaka University Institutional Repository

চোরাই মাল ক্রয় বিক্রয় এবং চোরাচালানী করা, অর্থ সম্পদ ও জমিজমা অনুৎপাদনশীল ফেলে রাখা, ভাল জিনিসের সাথে মন্দ, আসলের সাথে নকল ও ভেজাল মিশিয়ে বিক্রয়, ফটকাবাজারি এবং মুনাফাখোরী ইত্যাদি অন্যায্য রোজগার নিষিদ্ধ।[৭৬] ইয়াতিমের অর্থ ও সহায় সম্পত্তি ভোগ দখল করা নিষিদ্ধ। 'যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতিমের অর্থ, সম্পদ ও সহায় সম্পত্তি ভোগ দখল করে, তারা মূলত আগুন দিয়ে নিজেদের উদর ভর্তি করে। অচিরেই তাদের পোড়ানো হবে জ্বলন্ত আগুনে।'[৭৭] বোনদের বা অন্য কারো উত্তরাধিকার না দিয়ে নিজের সম্পদের সাথে একাকার করে রেখে ভোগ করা। যারা সঠিকভাবে উত্তরাধিকার বণ্টন করেন, পবিত্র কুর'আনে তাদের জন্য পুরস্কারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[৭৮] ধনীদের যাকাত খাওয়া নিষিদ্ধ। দোকানী বা কারো নিকট থেকে কিছু ক্রয় করে মূল্য না দেয়া। ফলে ক্রয় করা বস্তু তার অবৈধ উপার্জন যা তার জন্যে সম্পূর্ণ হারাম। এটি যুল্‌মের উপার্জন। অপরের অধিকার হরণ।[৭৯]

অন্যায্য বণ্টন নিষিদ্ধ। উত্তরাধিকার বণ্টন হোক, যৌথ কারবারের লাভ লোকসান বণ্টন হোক, যৌথ ক্রয়ের মাল বা সম্পদ বণ্টন হোক, অথবা অন্য যে কোনো ধরনের বণ্টনের ক্ষেত্রে নিজের ভাগে বেশি নেয়া, বেছে বেছে ভালোটা নেয়া, কিংবা নিজে সুবিধাজনকটা নিয়ে নেয়া অবৈধ। এগুলো যুল্‌মের মাধ্যমে উপার্জন হওয়ায় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।[৮০] ঋণ নিয়ে পরিশোধ না করা। মানুষ সাধারণত উন্নয়ন কাজের জন্য, ব্যবসায়ে বিনিয়োগের জন্য কিংবা অভাবের তাড়নায় মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্য ঋণ করে থাকে। ঋণ গ্রহণ করা হয়ে থাকে সাধারণত সরকারি তহবিল, সরকারি ব্যাংক, প্রাইভেট ব্যাংক, সংস্থা এবং সামর্থবান ব্যক্তিদের নিকট থেকে। কোনো চরম অভাবী বা দেউলিয়াকে ব্যক্তি তার ঋণ মাফ করে দিতে পারে। কিন্তু যারা ঋণ গ্রহণ করে চরম অভাবী বা দেউলিয়া না হয়েও ঋণ পরিশোধ করে না, কিংবা সময়মতো করেনা, ইসলামের দৃষ্টিতে তারা চরম শাস্তি ভোগ করবে। কারণ তারা অন্যায়ভাবে অন্যদের অর্থ-সম্পদ গ্রাস করেছে।

হারানো বা পড়ে থাকা অর্থ সামগ্রী নিয়ে নেয়া। এ ধরনের কিছু পাওয়া গেলে তা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হবে। কর্তৃপক্ষ উক্ত অর্থ সামগ্রীর স্বত্বাধিকারীকে খুঁজে বের করার জন্য প্রচার ও বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা  করবে। শেষ পর্যন্ত তাকে পাওয়া না গেলে এ অর্থ সামগ্রী জনকল্যাণমূলক তহবিলে জমা হবে। সন্ত্রাসী কার্যক্রমের মাধ্যমে ত্রাস ও আতংক সৃষ্টি করে এবং দাপট দেখিয়ে অর্থ আদায় করা নিষিদ্ধ। বিশেষত চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, লুটপাট ইত্যাদি আয়কে আল কুর'আন এবং হাদিসে নিষিদ্ধ করা  হয়েছে।[৮১]

মূর্তি, প্রতিকৃতি ও ভাস্কর্য  নির্মাণ, উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। যাদুমন্ত্র বা যাদুটোনার মাধ্যমে উপার্জন নিষিদ্ধ। এটি মানুষের জন্য ক্ষতিকর বিধায় কুর'আন ও হাদিসে এটিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ছাড়াও ব্যক্তি,

---

৭৬ আল্লামা ইযদুদ্দীন বালিক (রহ.), প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৭; দ্র. অনু. আব্বাস আলী খান ও অন্যান্য, Bmjvgx A_bxwZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২- ৭৩

৭৭ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, Zvdmxi dx whjwjj †KviAvb (ঢাকা: আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, বাংলাদেশ সেন্টার, ৮ম সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৪২

৭৮ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ 'এগুলো হচ্ছে উত্তরাধীকার বিষয়ে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমানা যে কেউ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে তিনি তাকে জান্নাতসমূহের মধ্যে প্রবেশ করাবেন।' আল কুর'আন, ০৪: ১৩-১৪

৭৯ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ অনূদিত, Zvdmxi dx whjwjj †KviAvb, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১২৬; আল কুর'আন, ০৪: ২৯, ৩০, ৩১, ৩২ ও ৩৩

৮০ হাফেজ ইমামুদ্দিন ইব্‌ন কাসীর (রহ.), অনু. ড. মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান, Zvdmxi Beb Kvmxi (ঢাকা: তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ২০০৬ খ্রি.), খ. ৪-৭, পৃ. ২৯৫

৮১ সাইয়্যেদ কুতুব শাহিদ, অনু. হাফেজ মুনীর উদ্দীন আহমেদ, Zvdmxi dx whjwjj †KviAvb, প্রাগুক্ত, খ. ০৪, পৃ. ১২৬

Dhaka University Institutional Repository

মানবতা ও ঈমান ‘আকিদার জন্যে ক্ষতিকর সকল ধরনের উপার্জনই নিষিদ্ধ।[৮২] আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য উক্ত সকল ধরনের আয়ের খাত থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে।

হালাল পন্থায় ব্যয়ের খাতসমূহ

ইসলামের দৃষ্টিতে অর্জিত অর্থ সম্পদ বিনিয়োগ ব্যতীত যাবতীয় ব্যয়ের খাতসমূহ দু'প্রকার। একটি হচ্ছে ব্যয়ের বাধ্যতামূলক খাত অপরটি স্বেচ্ছামূলক খাত। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হল।

ব্যয়ের বাধ্যতামূলক খাতসমূহ

রক্ত সম্পর্কের কারণে যারা অধিকার লাভ করেছে তাদের জন্য ব্যয় করা। এর মধ্যে রয়েছে সন্তান, পিতা ও মাতা। বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে যারা অধিকার লাভ করে তাদের জন্য ব্যয় করা। এর মধ্যে রয়েছে স্ত্রীগণ। এমনকি স্ত্রীকে তালাক দিলেও ইদ্দত পালন কালে, গর্ভে সন্তান থাকলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত এবং সন্তানকে দুধ পান করালে দুধ পান শেষ হওয়া পর্যন্ত তার ব্যয়ভার বহন করতে হবে।[৮৩] বিবাহের মোহর, বিয়ের সময় একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে যে অর্থ প্রদান করে তার নাম মোহর। মোহর প্রদান করা বাধ্যতামূলক।[৮৪]

যাকাত এবং উশর। মূলত উশর যাকাতেরই একটি অংগ। উশর হলো ফল ও ফসলের যাকাত। বছর শেষে হিসেব করে উদ্বৃত্ত অর্থ বা সম্পদ থেকে ইসলাম নির্ধারিত হারে এবং খাতে অর্থ পরিশোধ করাকে যাকাত বলা হয়। সালাত আদায় করার মতোই যাকাত আদায় করা ফার্‌য। আল্লাহ্ তা‘আলা সালাত প্রতিষ্ঠা এবং যাকাত পরিশোধ করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৮৫]

কাফফারা আদায়। কেউ কোনো পাপ বা অপরাধ করে ফেললে তা থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য যে নেক কাজ করতে হয়, তাকে কাফফারা বলা হয়। আল কুর'আনে তিনটি পাপের ক্ষেত্রে কাফফারার মাধ্যমে নিস্কৃতি লাভের বিধান দেয়া হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে, ইচ্ছাকৃতভাবে রমযান মাসের ফার্‌য রোজা ভঙ্গ করলে ও যিহার করলে। যিহার হচ্ছে, নিজের স্ত্রীকে বা স্ত্রীর কোনো অঙ্গকে নিজের মা বা বোনের কোনো অঙ্গের মতো বলে তুলনা করা। অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করলে। এসব ক্ষেত্রে কাফফারা হিসেবে রোযা রাখা কিংবা অভাবীদের খাওয়ানো অথবা মানুষকে দাসত্ব থেকে মুক্তিদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[৮৬]

ফিদিয়া প্রদান ইসলামের অন্যতম একটি নিদর্শন। নানাবিদ কারণে ফিদিয়া প্রদান করা হয় যেমন; বার্ধক্যজনিত কারণে বা এমন রোগের কারণে যে রোগ থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার লক্ষণ না থাকায় রমযান মাসের রোযা রাখতে অক্ষম হওয়া। সে ক্ষেত্রে ঐ বিধানের বিনিময়ে আল কুর'আন নির্দেশিত প্রক্রিয়ায় ও পরিমাণে দান করাকে ফিদিয়া বলা হয়। উদ্দেশ্য পূর্ণ হলে কোনো ত্যাগ স্বীকার বা দান করার স্বাগত অঙ্গীকার করলে তা পূরণ করা। এ ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুত বিষয় বাস্তবায়ন করা বা দান করা বাধ্যতামূলক।[৮৭]

---

৮২ আব্বাস আলী খান ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, Bmjvgx A_bxwZ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯; আব্দুশ শহীদ নাসিম, Bmjv‡g A_ DcvRb (ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ২৭

৮৩ সাইয়্যেদ কুতুব শাহিদ, অনু. হাফেজ মুনীর উদ্দীন আহমেদ, Zvdmxi dx whjvwjj †KviAvb, প্রাগুক্ত, খ. ০৪, পৃ. ১২৬; আল কুর'আন, ০৪: ৩৪; ৬৫: ০৬-০৭

৮৪ আল্লাহ্ তা‘আলার ঘোষণা, وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ‘আর তোমরা স্ত্রীদের মোহর খোলা মনে আনন্দ চিত্তে দিয়ে দাও। তবে তারা নিজেরাই যদি সন্তুষ্টচিত্তে মোহরানার কিছু অংশ মাফ করে দেয়, তবে তোমরাও সানন্দচিত্তে তা গ্রহণ করতে পরো।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ০৪

৮৫ আব্বাস আলী খান ও অন্যান্য অনূদিত, Bmjvgx A_bxwZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

৮৬ ‘আল্লামা কাযী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ্ পারপিথী (রহ.), সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনূদতি ও সম্পাদিত, Zvdmx‡i gvhnvix (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫ খ্রি.), খ. ১২, পৃ. ২৭

৮৭ يُوفُونَ بِٱلنَّذۡرِ وَيَخَافُونَ يَوۡمٗا كَانَ شَرُّهُۥ مُسۡتَطِيرٗا ‘যারা তাদের মানত পূর্ণ করে এবং এমন একটি দিনের ভয়ে ভীত কম্পিত থাকে, যে দিনটির বিপদ সবখানে ছড়িয়ে পড়বে।' দ্র. আল কুর'আন, ৭৬: ০৭

Dhaka University Institutional Repository

সাদাকাতুল ফিতর বা ফিতরা আদায় করা। ঈদুল ফিতরের পূর্বে সামর্থবানরা ব্যক্তিগণ কর্তৃক অভাবীগণকে ঈদ আনন্দে অংশিদার করার জন্য সুন্নাহ্ নির্ধারিত হারে সাহায্য প্রদানকে সাদাকাতুল ফিতর বলা হয়।[৮৮] রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ সাহায্য প্রদানের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। কুরবানির গোশত বিতরণ। যারা তামাত্তু' হজ্জ করেন তাদেরকে বাধ্যতামূলক কুরবানি করতে হয়। তাছাড়া সকল সামর্থবান মুসলিমকেই কুরবানি করতে তাকিদ করা হয়েছে। কুরবানির গোশতের একটি অংশ অভাবীদের দান করতে বলা হয়েছে।[৮৯] ব্যয়ের উক্ত হালাল পন্থাসমূহ ইসলাম নির্ধারিত। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এগুলো থেকে যে কোন অযুহাতে বিরত থাকার কোন সুযোগ নেই।

ব্যয়ের স্বেচ্ছামূলক খাতসমূহ

আল কুর'আন এবং হাদিসে মু'মিনদেরকে ব্যাপকভাবে স্বেচ্ছামূলক দান করতে উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত করা হয়েছে। এসব দানের প্রক্রিয়া ও খাত নিম্নরূপ:

সাধারণভাবে দান করা। এটিকে সাধারণত দান, খয়রাত, কল্যাণমূলক কাজ ও সাদাকা ইত্যাদি বলা হয়। এ দানের একটি বড় খাত হলো আল্লাহ্র পথে দান করা।[৯০] এ দানের ব্যাপারে আল কুর'আন ও হাদিসে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। সামাজিক সুবিচার ও ভারসাম্য রক্ষায় এ ধরনের ব্যয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দরিদ্র ও অভাবী আত্মীয়-স্বজনকে, অভাবী প্রতিবেশীকে, নিঃস্ব সাহায্য প্রার্থীকে, সাধারণ অভাবী লোকদেরকে, অভিভাবকহীন বিধবাদেরকে, নিঃস্ব ইয়াতিমদেরকে, অত্যাচারিতকে, বিপদগ্রস্থদের সাহায্যার্থে, নিগৃহীত, ঘরবাড়ী থেকে উচ্ছেদকৃতদের দান করা এবং মুহাজিরদের সাহায্যার্থে, নিঃস্ব পথিকদেরকে, ঋণগ্রস্থ দেউলিয়াদেরকে, পরের দাসত্ব থেকে মানুষকে মুক্তির কাজে দান করা এ খাতের অন্তর্ভুক্ত।

জনকল্যাণের অন্যান্য কাজে অর্থাৎ শিক্ষা, চিকিৎসা, জনপথ তৈরি, সুস্থ্য পরিবেশ তৈরি, পানি সরবরাহসহ যাবতীয় মানব কল্যাণের কাজে ব্যয় করা। আরো রয়েছে মসজিদ নির্মাণের কাজে, আল্লাহ্র পথে অর্থাৎ ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কাজে ব্যয়। ইসলাম ও মুসলিমগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্র, মামলা, হামলা ইত্যাদি প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষার কাজে ব্যয় করা। আল কুর'আনে এ খাতটিকে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।[৯১] এ সব কাজে ব্যয় করা আল কুর'আন এবং হাদিসে মু'মিনদের জন্য প্রভুত সওয়াব, মর্যাদা, কৃপণতা থেকে মুক্তি, রোগ ও বিপদের কাফফারা এবং জান্নাত লাভের উপায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

উপহার বা হাদিয়া হিসেবে এবং অসিয়তের মাধ্যমে দান করা। কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত অসিয়ত করে (আদেশ/উপদেশ দিয়ে) দান করে যেতে পারেন। কোনো ব্যক্তি কর্তৃক তার উৎপাদনশীল কোনো অর্থ সম্পত্তি জনকল্যাণের কাজে দান করে যেতে পারেন। এরূপ দান করে যাওয়াকে ওয়াকফ বলা হয়। ওয়াকফ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করতে হবে সরকার কিংবা জনস্বার্থে প্রতিষ্ঠিত কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে।[৯২] হিবাও এক প্রকার ব্যক্তিগত দান। হিবা হলো কোনো ব্যক্তিকে স্থায়ী ও নিঃস্বার্থভাবে নিজের কোনো সম্পদ দিয়ে দেয়া। কোন ব্যক্তিকে ফল বা উৎপাদন ভোগের সুবিধা প্রদান করা। এটি হলো নির্দিষ্ট মওসূম বা সময়ের জন্য

---

৮৮ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, Aviex-evsjv Awfavb, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৪৯

৮৯ আব্বাস আলী খান ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, Bmjvgx A_bxwZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

৯০ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا۟ مَنًّا وَلَآ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ 'যারা তাদের মাল আল্লাহ্র পথে খরচ করে এবং এরপর তা বলে বেড়ায়না ও কষ্ট দেয়না, তাদের পুরস্কার তাদের রবের কাছে রয়েছে। তাদের কোন চিন্তা ও ভয়ের কারণ নেই।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ২৬২

৯১ Avãyj Lv‡jK, *A_©‰bwZK e¨e¯'vq hvKvZ* (XvKv: BmjvwgK dvD‡Ûkb evsjv‡`k, 1994 wLª.), c„. 124

৯২ নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, 'wi' we‡gvP‡b Bmjvg, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫

Dhaka University Institutional Repository

নিজের কোনো বাগান বা গাছের ফল কিংবা গাভীর দুগ্ধ কাউকে দিয়ে দেয়া। আকস্মিক সংকট উত্তরণে বা হঠাৎ কেউ কোনো সংকটে ও সমস্যায় বা বিপদে পড়লে তাকে আর্থিক সাহায্য করা।[৯৩]

দান করার অসীম কল্যাণ সম্পর্কে আল কুর'আনে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে উপদেশ দিয়েছেন ও উৎসাহিত করেছেন। 'তোমরা ততোক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণ লাভ করবে না, যতোক্ষণ না তোমাদের পছন্দের জিনিস দান করো।'[৯৪] 'যারা নিজেদের অর্থ সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি শস্যবীজ, যা উৎপাদন করে সাতটি শীষ এবং প্রত্যেক শীষে শতদানা। এভাবেই যাকে ইচ্ছা আল্লাহ্ বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন। তিনি মহা প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞানী।'[৯৫]

অতএব এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে যেমনি ইসলামি শারি'আহ্ অনুযায়ী বৈধ পথ অবলম্বন করতে হবে, তেমনি ভাবে ব্যয়ের ক্ষেত্রেও স্বেচ্ছাচারী না হয়ে নির্ধারিত খাতে ব্যয় করতে হবে। আয়ের ব্যাপারে শতভাগ হালাল পথ অনুসরণ করতে হবে এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা ও জনকল্যাণকে প্রাধান্য দিতে হবে।

### ৪.২.২ সততা ও সত্যবাদিতা

সততা ও সত্যবাদিতা হলো আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপায়। এ দু'টি জিনিসের অভাব থাকলে আভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধি দূরের কথা, সাধারণ ব্যক্তিত্ববান মানুষ হিসেবে নিজেকে গঠন করাও অসম্ভব ব্যাপার হয়ে যায়। একটি বৃহৎ সমাজে এ দু'টি গুণ সম্পন্ন মানুষের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। বিশেষ করে পরিশুদ্ধ নাগরিক প্রত্যাশি ও কল্যাণমূখী সমাজের জন্য সৎ এবং সত্যবাদী মানুষের কোন বিকল্প নেই। আর ব্যক্তিগতভাবে আত্মশুদ্ধি অর্জনের উপায় হিসেবে উক্ত দু'টি বৈশিষ্ট্য অর্জন পরিশুদ্ধ সমাজের প্রাথমিক পদক্ষেপ মাত্র।

সততা একটি কঠিন পরীক্ষা। মানুষ সৎ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, এটি তার স্বাভাবিক প্রবণতা। কিন্তু বাস্তবে সৎ মানুষ হওয়া অতো সহজ বিষয় নয়। সততা একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এটি ব্যক্তির চিন্তাভাবনা থেকে শুরু করে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সকল বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। সততা ব্যক্তির পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সকল বিষয়ের সাথেই সমান গুরুত্বের সাথে সম্পৃক্ত। এটি সম্পৃক্ত ব্যক্তির আপন স্রষ্টার সাথে সম্পর্কের বিষয়ে এবং ব্যক্তির নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে।[৯৬] যে কোন লোভ, ক্ষোভ, ভয়, শংকা বা মোহের উর্ধ্বে উঠে কেবল সত্যকে গ্রহণ করা, সমর্থন করা, সহযোগিতা করা এবং বাস্তবায়নে উদ্যোগী হওয়াকে সততা বলে। এটি সততার প্রাথমিক অবস্থা।

নিজের জ্ঞান, অবস্থান, শক্তি, ক্ষমতা ও সুযোগ এমনভাবে কাজে লাগানো, যাতে কেবল আল্লাহ্ তা'আলাকেই সন্তুষ্ট করা যায় এবং তাঁর বিধান চূড়ান্ত সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এ সত্যের উপর অবিচল থাকতে গিয়ে পদ, পদবী, সম্মান ও সম্পদ হারানোকে মোটেই ভ্রুক্ষেপ না করা। এমনকি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত আমানত বা দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে গিয়ে জীবন বিপন্ন হলেও দৃঢ়তার সাথে তা সম্পন্ন করাই হচ্ছে সততা।[৯৭] সে দায়িত্ব পরিবার পরিচালনার ক্ষেত্রে,

৯৩ আব্দুল খালেক, A_%bwZK e¨e¯vq hvKvZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭; আল্লামা ইয্‌যুদ্দীন বালীক (রহ.), wgbnvRm mv‡jnxb, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯৭

৯৪ لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ দ্র. আল কুর'আন, ০৩: ৯২; আব্দুল মান্নান তালিব অনূদিত, Zvdnxgj KiAvb (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ৯ম সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৭৫,৭৬;

৯৫ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ দ্র. আল কুর'আন, ০২: ২৬১

৯৬ 'আল্লামা ইয্‌যুদ্দীন বালীক (রহ.), wgbnvRm mv‡jnxb, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫১

৯৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বা আল্লাহ্‌র দ্বিন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও হতে পারে।

সত্যবাদিতা এমন একটি মহৎ গুণ, যা আদর্শবান মানুষের জন্য অপরিহার্য। সত্যবাদিতার সম্পর্ক যেমনিভাবে কথা ও কাজের সাথে সম্পৃক্ত, তেমনিভাবে চিন্তা এবং আচরণের সাথেও সম্পৃক্ত। আদর্শবান মানুষের মাঝে সত্যবাদিতার গুণের সমন্বয় থাকতে হবে। এটি মু'মিনের এমন একটি মহৎ গুণ, যা সত্যবাদীর অনুভূতিবোধ, বিশ্বাস, কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও কর্ম পরিধিতে পরিস্ফুটিত হয়ে থাকে। সত্যবাদী ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ ও ন্যায়নিষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ণ ঐকান্তিকতা ও সদিচ্ছার আয়না সদৃশ হয়ে থাকেন। তাই তাকে বলা হয় 'সিদ্‌দিক' বা সত্যবাদী। সত্যবাদিতা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।'[৯৮]

সত্য ও সততাই হলো সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের এবং অনুপম চারিত্রিক মাধুর্যের ভিত্তি। সত্য সর্বদা ন্যায় কাজের দিকে পথ নির্দেশ করে এবং ন্যায় কাজ মানুষকে জান্নাতের পথে পরিচালনা করে। পক্ষান্তরে মিথ্যা পাপের দিকে পথ নির্দেশ করে এবং পাপ কাজ জাহান্নামে নিয়ে পৌঁছায়। মানুষ যখন সত্য বলে তখন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তার নাম সত্যবাদী বান্দাগণের তালিকায় লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। মানুষ যখন মিথ্যা বলে তখন আল্লাহ্‌র নিকট তার নাম মিথ্যাবাদীদের তালিকায় লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।'[৯৯]

সত্যবাদী লোকদের পরিচয় আল্লাহ্ তা'আলা এভাবে দিয়েছেন,'বস্তুত তারাই মু'মিন যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে এবং এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ পোষণ করেনি এবং নিজের জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করেছে। তারাই সত্যবাদী।'[১০০] এ আয়াতে প্রকৃত সত্যবাদীদের পরিচয় দেয়া হয়েছে। ঈমানদারদের অন্তরে যে ঈমান ছিল তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে এ কথা দ্বারা প্রমাণ করেছে এবং তাদের 'কাজ দ্বারাও তার সত্যতার স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কথা, বিশ্বাস ও কাজের পূর্ণাঙ্গ সামঞ্জস্যের নামই হলো সত্যবাদিতা। সত্যবাদীগণের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা উচ্চমর্যাদার ব্যবস্থা রেখেছেন। 'আর কেউ আল্লাহ্ এবং রাসূলের আনুগত্য করলে সে নাবিগণ, সত্যনিষ্ঠগণ, শাহিদগণ ও সৎকর্মপরায়ণ, যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন, তাদের সঙ্গী হবে এবং তারা কতোইনা উত্তম সঙ্গী হবে।'[১০১]

বস্তুত সততা ও সত্যবাদিতা আখলাকে হাসানার অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাই যার মধ্যে এ গুণ থাকবে তাকে সমাজের সব ধরনের লোক ভক্তি শ্রদ্ধা করবে। সে আখিরাতে আল্লাহ্‌র কাছে এর বিনিময় লাভ করবে এবং সত্যবাদিতার কারণে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ কারণেই প্রকৃত মুসলিম সর্বদা সত্য কথা বলে। সে তার কথা ও আচরণে সততার নীতি অবলম্বন করে। আল্লাহ্‌র দরবারে সৎ ও সত্যবাদীদের তালিকায় নাম এসে যাওয়া নিঃসন্দেহে একটি উচ্চমর্যাদা এবং এটি আত্মশুদ্ধি অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ উপায়।

## 4.2.3 ÔAv`j ev b¨vqcivqYZv

---

৯৮ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ 'হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং সত্যবাদী সত্যপন্থীদের সঙ্গী হয়ে যাও।' দ্র. আল কুর'আন, ০৯: ১১৯

৯৯ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًاۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُۢ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ 'তাদের অন্তরসমূহে রয়েছে দ্বিমুখীতার ব্যাধী। তাই আল্লাহ্ তাদের এ রোগকে আরো বাড়িয়ে দেয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছে।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ১০

১০০ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ দ্র. আল কুর'আন, ৪৯: ১৫

১০১ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَۚ وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقًا দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ৬৯

gvbyl, gvbevZ¥v I gvbe mgv‡Ri cwiïw×i Rb¨ Avj KziÕAvb †m me Dcvq wba©viY K‡i w`‡q‡Q, b¨vqcivqYZv Zvi Ab¨Zg| gvbyl mvgvwRK Rxe| mgv‡R G‡K Ac‡ii mv‡\_ Pjvwdivi †ÿ‡Î b¨vq-bxwZ I mywePv‡ii ¸iæZ¡ Acwimxg|[102] cvw\_©e Rxe‡bi me©Î b¨vq-bxwZ ev¯Íevqb I cÖwZôv Acwinvh©| b¨vq civqYZvi aviYvwU AZ¨šÍ e¨vcK I we¯Í…Z| e¨w³, mgvR, ivóª Ges AvšÍtivóªxq, Rxe‡bi mKj †ÿ‡Î b¨vqcivqYZvi welqwU AZxe ¸iæZ¡c~Y©| e¨w³ Rxe‡b b¨vq-bxwZ I mywePvi Ggb GKwU e¨vcK PvwiwÎK ¸Y I ˆewkó¨ GwU e¨ZxZ mgvR I ivó¨ e¨e¯'v cÖwZwôZ I my`„p _vK‡Z cv‡i bv| mywePvi ev b¨vq-bxwZ e¨w³, mgvR Ges iv‡óªi mvwe©K Kg©Kv‡Ði mv‡_ m¤ú„³[3] nIqvq Avj KziÕAvb I nvw`‡m Gi cÖwZ AZ¨waK ¸iæZ¡v‡ivc Kiv n‡q‡Q Ges Rxe‡bi cÖwZwU †ÿ‡Î b¨vq-bxwZ I mywePvi cÖwZôvi wb‡`©k †`qv n‡q‡Q|[103] Avjøvn& ZvÔAvjv ivm~jMY‡K b¨vq-bxwZ I mywePvi cÖwZôv Kivi Rb¨B †cÖiY K‡i‡Qb|Õ[104]

ÔAvi †Zvgiv mywePvi K‡iv| wbtm‡›`‡n Avjøøvn& mywePviKvix‡`i fv‡jvev‡mb|Õ[105] wePvi e¨e¯'vq Bbmv‡di ¸iæZ¡ Acwimxg| gvbyl AZ¨vPvwiZ n‡j wePv‡ii Øvi¯' nq| RvwZ, ag©, eY©, DuPz-wbPz wbwe©‡k‡l mK‡ji Rb¨ b¨vq wePvi Kiv wePvi‡Ki `vwqZ¡| G m¤ú‡K© Avjøøvn& ZvÔAvjv e‡jb, Ô†Zvgiv hLb gvby‡li wePvi Ki‡e, ZLb †Zvgiv b¨vqcivqYZvi mv‡_ wePvi Ki‡e|Õ[106]

b¨vq-bxwZ I mZ¨wegyL nIqv Cgv‡bi cwicš'x Ges gvbe Pwi‡Îi Pig AatcZb| †h mgv‡R I iv‡óª mywePvi I b¨vq-bxwZ †bB, †mwU‡K KL‡bv mf¨mgvR ev mf¨ivóª ejv P‡j bv| e¨w³ Rxe‡b wb‡Ri AwaKvi msiÿY Kivi mv‡_ mv‡_ cwiev‡ii Ab¨vb¨ m`‡m¨i AwaKv‡ii cÖwZ jÿ¨ †i‡L Zv‡`i g‡a¨ b¨vq-bxwZ cÖwZôv Ki‡Z n‡e|[107] mgv‡R emevmKvix e¨w³iv ci¯ú‡ii mv‡_ m¤ú„³ n‡q Kg©Rxeb I †ckvMZ Rxeb wbe©vn K‡i| Kv‡RB Kv‡iv cÖwZ hv‡Z AwePvi bv nq †mw`‡K Aek¨B jÿ¨ ivL‡Z n‡e|[108]

RvZxq Rxe‡bI b¨vq-bxwZi ¸iæZ¡ Ab¯^xKvh©| AvaywbK ivóª e¨e¯'vq ivóªxq cÖkvmb wbR¯^ †fŠ‡MvwjK mxgvi g‡a¨ gvby‡li Rxe‡bi me©Î cÖfve

---

১০২ অধ্যাপক এটিএম মুসলেহ্ উদ্দীন ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, mxivZ wek‡Kvl (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮ খ্রি.), খ. ১৪, পৃ. ১২১; সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, অনু. মাওলানা কেরামত আলী নিযামী, Bmjv‡g mvgvwRK mwePvi (ঢাকা: ইসলামিয়া কুরআন মহল, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৬৬

১০৩ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ দ্র. আল কুর'আন, ৫৭: ২৫

১০৪ وَأَقْسِطُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ দ্র. আল কুর'আন, ৪৯: ০৯

১০৫ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ৫৮

১০৬ Avãym knx` bvwmg Ab~w`Z, *Bmjvgx ivóª I miKvi* (XvKv: kZvãx cÖKvkbx, 2q ms¯‹iY, 2004 wLª.), c„. 223

১০৭ বিদায় হাজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, 'তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন সম্পত্তি ও মান সম্মান সবকিছুই পরস্পরের জন্য আজকের দিনের মতোই সম্মানিত ও পবিত্র।' উদ্ধৃত, যায়নুল আবেদীন রাহনুমা, অনু. আবু জাফর, wekbex (mv.) (ঢাকা: আল আমীন প্রকাশন, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ৬০৪

১০৮ আব্দুস শহীদ নাসিম ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, Bmjvgx ivó I msweavb (ঢাকা: শতাব্দি প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৫০;

*Dhaka University Institutional Repository*

we¯Ívi K‡i,[109] b¨vqwePvi cÖwZôvi `vwqZ¡ kvmK †kÖwYi nv‡Z _v‡K| †`‡ki kvmb e¨e¯’v, wePvi e¨e¯’v, A_© e¨e¯’vq hw` b¨vq-bxwZ cÖwZôvq e¨_© nq, Z‡e RvZxq Rxe‡b Akvwšl, wek„•Ljv, mš¿vm I wbivcËvnxbZv †`Lv w`‡e| myZivs RvZxq Rxe‡b kvwšl I w¯’wZkxjZv wbwðZ Kivi R‡b¨ me©‡ÿ‡Î b¨vq wePvi cÖwZôv Acwinvh©| Ab¨_vq Avjøøvn&i ÔAv`vj‡Z Revew`wnZvi Rb¨ cÖ¯‘Z _vK‡Z n‡e| b¨vq weP‡ii †ÿ‡Î wcZvgvZv, AvZ¥xq-¯^Rb, abx-`wi`ª, ivRv-cÖRv mevi Rb¨B b¨v‡qi gvb`Ð mwVK ivL‡Z n‡e| G e¨vcv‡i cweÎ KziÕAv‡b K‡Vvi wb‡`©k we`¨gvb| ÔGes Avjøøvn&i weavb Kvh©KixKi‡Y Zv‡`i cÖwZ `qv †hb †Zvgv‡`i‡K cÖfvweZ bv K‡i|Õ[110]

b¨vq-bxwZ cÖwZôv Ki‡Z n‡j ivóª cwiPvjbvi Rb¨ b¨vqcivqY kvmK Ges, wePviKv‡h©i Rb¨ cÖ‡qvRb b¨vqcivqY wePviK|[111] ÔwKqvgv‡Zi w`b Avjøøvn& ZvÔAvjvi wbKU me©vwaK wcÖq I Zuvi ˆbKU¨cÖvß †jvK n‡e b¨vqcivqY kvmK| cÿvšl‡i Zuvi wbKU wKqvgv‡Zi w`b me‡P‡q N„wYZ I KwVb kvw¯Í‡hvM¨ e¨w³ n‡e AZ¨vPvix kvmK|Õ[112] b¨vqwePvi †_‡K wePz¨wZ GKwU RvwZ‡K aŸsm K‡i †`q| cwievi-cwiRb, mšÍvb-mšÍwZ mK‡ji e¨vcv‡i b¨vq-bxwZ I mywePvi cÖ‡hvR¨| A_©vr hvi hv AwaKvi i‡q‡Q Zv cwic~Y©fv‡e Av`vq Kiv b¨vqcivqYZvi AšÍf©~³|

AvZ¥ïw× AR©‡b gvbevAvZ¥v‡K memgq wbqwš¿Z ivL‡Z n‡e †hb ch©vµ‡g gvbe Pwi‡Î Kvw•LZ wPšÍv I AvPiY ¯’vqxiƒc jvf K‡i| b¨vqcivqYZv AR©b Kivi Rb¨ me©`v b¨vq wPšÍv Ki‡Z n‡e, b¨vq Ab¨v‡qi cv_©K¨ Mfxifv‡e Abyaveb Ki‡Z n‡e, Ab¨vq I AwePv‡ii me©e¨vcx Kzdj m¤ú‡K© m`v m‡PZb _vK‡Z n‡e| Avjøvn& ZvÔAvjv †h mywePvi I b¨vq cÖwZôvi Rb¨B gvbyl‡K c„w_ex‡Z †cÖiY K‡i‡Qb, †mwU mve©ÿwYK Abyaveb Ki‡Z n‡e| Avi Zv Kiv m¤¢e n‡e †Kej mve©ÿwYK Avj KziÕAvb, mybœvn Aa¨qb, PP©v I Abykxj‡bi gva¨‡g| g‡bi Dci †Rvi w`‡q b¨vq I kvwiÔAvn& m¤§Z KvR Ki‡Z AšÍKi‡Y †Póv Ki‡Z n‡e| Ae‡k‡l GwU e¨w³i Af¨v‡m cwiYZ n‡q hv‡e| †m mywePvi Ges b¨vqcivYZvq cig Z…wß Abyfe Ki‡e Ges GwU Zvi Avf¨šÍixY ¯^fv‡e ¯’vwqZ¡ jvf K‡i G msµvšÍ mKj Kz¯^fve †_‡K gy³ n‡q AvZ¥vi cweÎZv I cwiïw× jvf Ki‡e|

### ৪.২.৪ ধৈর্য ও ক্ষমা

আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য যে সকল মৌলিক সৎ গুণাবলীর অত্যধিক প্রভাব রয়েছে, ধৈর্য ও ক্ষমা এ দু'টি তার অন্যতম। এ দু'টি গুণ মহান আল্লাহ্ তা'আলা অনেক বেশি পছন্দ করেন। 'আরবি عفو আফউ' শব্দের অর্থ ক্ষমা করা। ইসলামি পরিভাষায় 'আফউ' হলো, প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা

১০৯ মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, Bmjvgx ivó e¨e¯v (ঢাকাঃ আহসান পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৮৯

১১০ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ `ª. Avj KziÕAvb, 24: 02

১১১ আব্দুস শহীদ নাসিম ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, Bmjvgx ivó I msweavb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৮; সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. মাওলানা কেনামত আলী নিযামী, Bmjv‡g mvgwRK mwePvi, cv¸³, পৃ. ১২৭

১১২ আবু 'ঈসা আল-তিরমিযি, mbvb Avj wZiwgwh (বৈরুতঃ দারুল ফিক্র, ১৪০০ হি.), পৃ. ২৫২

সত্ত্বেও প্রতিপক্ষকে ক্ষমা করে দেয়া।[১১৩] আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল।[১১৪] মহান আল্লাহ্ অপরাধী বান্দাদের ধ্বংস করে দিতে পারেন। তাঁর কাজে বাঁধা দেয়ার ক্ষমতা কারো নেই। এতদসত্ত্বেও বহু সংখ্যক মানুষ তাঁকে এবং তাঁর দেয়া জীবন বিধানকে কেবল অস্বীকারই করে না, বরং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে এবং শির্কের মতো জঘন্য পাপে লিপ্ত হয়। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমা করে দিয়ে সুযোগ এবং অবকাশ দেন।[১১৫] মহান আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ব্যক্তিকে ভালবাসেন। ক্ষমা করা মহত্বের লক্ষণ। ক্ষমা করা নিঃসন্দেহে উচ্চমানের উদারতা ও সাহসিকতাপূর্ণ কাজের অন্যতম। ক্ষমা করা দৃঢ় সংকল্প ব্যক্তিত্বের চিহ্ন। ক্ষমা ব্যতীত এ জাগতিক কর্মকাণ্ড অচল হতে বাধ্য।[১১৬] ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে, মনিব তার চাকর-বাকরকে, মালিক তার শ্রমিককে, কর্তা ব্যক্তি তার অধীনস্তদেরকে ক্ষমা করবেন, এটিই ইসলামের শিক্ষা।

পশু-পাখি, জীব-জন্তুর প্রতি দয়াপরবশ হয়েও ক্ষমা করতে হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্র হুকুম হচ্ছে,'আপনি ক্ষমা করুন, সৎ কাজের নির্দেশ দিন এবং অজ্ঞ বা মুর্খ ব্যক্তিদের এড়িয়ে চলুন।'[১১৭] 'আর তাদের উচিত তাদরেকে ক্ষমা করা এবং তাদের দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করা। তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আর আল্লাহ্ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[১১৮] 'তারা (মু'মিনরা) লোকদেরকে ক্ষমা করে থাকে। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।'[১১৯] 'যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারন করবে ও ক্ষমা করবে, নিঃসন্দেহে এটি বড় উচ্চমানের সাহসিকতাপূর্ণ কাজের অন্যতম।'[১২০] প্রতিটি মানুষের জন্য দয়া ক্ষমার গুণে গুণান্বিত হওয়া  অবশ্য কর্তব্য। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষণা, 'আর তোমরা যদি ওদের মার্জনা কর, ওদের দোষ ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর  তবে জেনে রেখ, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[১২১] এ হচ্ছে ধৈর্য ও ক্ষমা বিষয়ক ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি।

আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য দয়া-মায়া ও ক্ষমা প্রদর্শনের ব্যাপারে আল কুর'আন ও সুন্নাহ্র নীতি ও নির্দেশ অনুসরণ করা আবশ্যক। মানুষ সাধারণত ভুল-ত্রুটি মুক্ত নয়। কোনো কাজে ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়া মানুষের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কাজেই সাধারণ ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা করাই শ্রেয়। আল কুর'আনে এসেছে 'তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমা ও সে জান্নাতের দিকে ধাববান হও যার প্রশস্ততা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ন্যায়। যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকিদের জন্য। যারা স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল উভয় অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী আর মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল।'[১২২] অন্যায়কারীর অপরাধ ক্ষমা করা তাকওয়া লাভের উপায় এবং ক্ষমা তাকওয়ার নিকটবর্তী গুণ। তিনি আরো বলেন, 'আর মাফ করে দেয়াই তাকওয়ার নিকটবর্তী।'[১২৩] ইসলাম নম্রতার সাথে ধৈর্য, সহনশীলতা ও ক্ষমার দৃষ্টান্ত স্থাপন করার নির্দেশনা দিয়েছে এবং ক্ষমাশীলদের 'উলুল 'আযম' বা দৃঢ় প্রত্যয়ীদের স্তর হিসেবে ঘোষণা করেছে।

---

১১৩ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, Avj gÔRvgj Iqvdx (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৫৭১; সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, Aviex-evsjv Awfavb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৬

১১৪ إِنَّمَا ٱلتَّوۡبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٖ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٖ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا 'আল্লাহ্ সেসব লোকদের তওবাই গ্রহণ করেন, যারা অজ্ঞতা বা ভুল বশত মন্দ কাজ করে ফেলে এবং পরক্ষণেই ভীষণ অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে। এরা সেসব লোক আল্লাহ্ যাদের তওবা কবুল করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী প্রজ্ঞাময়।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ১৭

১১৫ অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল মান্নান ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, ^'bw›'b Rxe‡b Bmjvg, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২২

১১৬ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ 'আপনি তাদের দোষ মাফ করে দিন তাদের পক্ষে মাগফিরাতের দো'আ করুন এবং দ্বিনের কাজে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।' দ্র. আল কুর'আন, ০৩: ১৫৯

১১৭ خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ দ্র. আল কুর'আন, ০৭: ১৯৯

১১৮ وَلۡيَعۡفُواْ وَلۡيَصۡفَحُوٓاْۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغۡفِرَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٌ দ্র. আল কুর'আন, ২৪: ২২

১১৯ وَٱلۡعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ দ্র. আল কুর'আন, ০৩: ১৩৪

১২০ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ দ্র. আল কুর'আন, ৪২: ৪৩

১২১ وَإِن تَعۡفُواْ وَتَصۡفَحُواْ وَتَغۡفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ দ্র. আল কুর'আন, ৬৪: ১৪

১২২ وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ أُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِينَ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلۡكَٰظِمِينَ ٱلۡغَيۡظَ وَٱلۡعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِۗ দ্র. আল কুর'আন, ০৩: ১৩৩

১২৩ وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۚ দ্র. আল কুর'আন, ০২: ২৩৭

Dhaka University Institutional Repository

মু'মিনগণের সমাজ হলো একটি আদর্শ সমাজ। এ সমাজ ধোঁকা, প্রতারণা, শঠতা, স্বার্থপরতা ও প্রতিশোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় না। বরং এ সমাজ সম্পূর্ণ এর বিপরীত। এটি ক্ষমা, মার্জনা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।[১২৪] এদিকেই আল কুর'আন আহবান করে এবং এর উপরই দ্বিনের সুউচ্চ ও সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত।

'ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। অতএব মন্দকে ভালোর দ্বারা জয় করতে হবে, তবেই শত্রু বন্ধুতে পরিণত হবে। যখন মন্দের বদলা মন্দের দ্বারা নেয়া হবে, তখন অন্তরে ক্রোধ ও প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠবে। হৃদয়ে সৃষ্টি হবে হিংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণা। প্রতিপক্ষ প্রতিশোধের নেশায় উম্মাদ হয়ে যাবে।[১২৫] মন্দের বদলায় ভালোর অবতারণা করলে ক্রোধ ও প্রতিহিংসার আগুন প্রশমিত হবে। আত্মঅহমিকা, আত্মগরিমা, হিংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণার মতো মলিন স্বভাব অন্তর থেকে বের হয়ে যাবে। প্রতিহিংসার অগ্নি শীতল হয়ে যাবে। সুতরাং যাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও প্রতিহিংসা চলে আসছিল, তাদের এক পক্ষ থেকে যখন ভাল আচরণ বা প্রীতি-ভালবাসা সঞ্চারকারী মুসকি হাসি প্রকাশিত হবে, তখন তাদের মাঝে বন্ধুত্ব সৃষ্টি হবে এবং পরস্পরে সহনশীল আচরণে অভ্যস্ত হয়ে তারা একে অপরের জন্য নিবেদিতপ্রাণ হয়ে উঠবে।[১২৬] আর এটি নিশ্চিত সে ব্যক্তির সফলতা, যে মন্দের প্রতিদান দিয়েছে উত্তম দ্বারা।

ক্ষমা ও মার্জনা প্রদর্শনের এ সুমহান মানবিক চরিত্রের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা এবং মুসলিমগণের অন্তরে তা সুদৃঢ় হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে অসংখ্য হাদিসও বর্ণিত হয়েছে। এ সব হাদিস এ সুমহান চরিত্রের এমন সুন্দর ও নির্মল প্রতিচ্ছবি উপস্থাপন করে, যার উজ্জ্বল ভাস্বর ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)। হযরত 'আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, 'রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কখনো কাউকে নিজ হাতে প্রহার করেননি। না কোনো মহিলাকে, না কোনো গোলামকে। তবে জিহাদের ময়দানে কেউ তাঁকে কষ্ট দিলে তিনি তার প্রতিশোধ নিতেন। এছাড়া তাঁকে কেউ কষ্ট দিলে তিনি তার প্রতিশোধ নিতেন না। অবশ্য কেউ যদি আল্লাহ্র বিধানের অবমাননা করে তাহলে তিনি আল্লাহ্র জন্য তার বদলা গ্রহণ করতেন।'[১২৭]

'তুমি মন্দকে ভালোর দ্বারা জয় কর।'[১২৮] রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ছিলেন) ধৈর্যশীলতা, ক্ষমা ও উদারতার এক অন্যতম নিদর্শন। তাঁর মহান চরিত্র সকল মানুষের জন্য ব্যাপৃত ছিল। তিনি মানুষের মন্দের বদলা মন্দ আচরণ দ্বারা নিতেন না। বরং মন্দের প্রতিবদলায় ক্ষমা, মার্জনা ও ভ্রুক্ষেপহীনতার আদর্শ উপস্থাপন করতেন এবং মন্দের মোকাবিলা ভালোর মাধ্যমে করতেন।

ক্ষমা ও মার্জনার চরিত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা.)  এর আত্মার সাথে এমনভাবে বদ্ধমূল ও সুদৃঢ় ছিল যে, তিনি সে ইয়াহুদি মহিলাকে পর্যন্ত ক্ষমা করে দিয়েছেন, যে বকরির গোশতে বিষ মিশিয়ে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করেছিল।'[১২৯] রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আজীবন মুসলিমগণের অন্তরে ক্ষমার মহৎ আদর্শ সুদৃঢ় করার প্রয়াস চালিয়েছেন। তাদের শিক্ষা দিয়েছেন, যদিও লোকেরা তোমাদের সাথে শত্রুতা, বিরোধীতা ও সম্পর্কচ্ছেদের আচরণ করে, কিন্তু তোমরা তাদের সাথে দয়া, মমতা, উদারতা, ক্ষমা, মার্জনা ও সহমর্মিতার আচরণ করবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত প্রশিক্ষণ পদ্ধতিকে তাঁর শাণিত দৃষ্টি দ্বারা ভালভাবেই অনুধাবন করেছিলেন। মানুষ কঠোরতা ও সম্পর্কচ্ছেদের পরিবর্তে উন্নত চরিত্র ও ভ্রাতৃত্ববোধের

---

১২৪ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Avj KiAv‡bi Av‡jv‡K DbZ Rxe‡bi Av`k, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৭

১২৫ আল্লামা ইযযুদ্দীন বালীক (রহ.), অনু. হাফিজ মাওলানা  মুহাম্মদ ইসমাঈল, wgbnvRm mv‡jnxb, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫

১২৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১; মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Avj KiAv‡bi Av‡jv‡K DbZ Rxe‡bi Av`k, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩

১২৭ ইমাম মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ, mwnn gmwjg (আর রিয়াদঃ দারুল ইফ্‌তা, ১৪০০ হি.), পৃ. ২৯৬

১২৮ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ দ্র. আল কুর'আন, ৪১: ৩৪

১২৯ ইমাম মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ, mwnn gmwjg, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১; ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারি, mwnn Avj eLwi, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

Dhaka University Institutional Repository

কারণে কাছে আসে, নিকটবর্তী হয়। এজন্যই যখন 'উকবা ইব্‌ন আমর (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর নিকট আবেদন করলেন, হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)! আমাকে সর্বোত্তম কর্মের পথ নির্দেশ করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকে শিক্ষা দিলেন, 'হে 'উকবা! যে তোমার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর, যে তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাকে দান কর এবং যে তোমার প্রতি যুল্‌ম করে তুমি তাকে মার্জনা কর।' আরেক বর্ণনায় রয়েছে, وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ 'যে তোমার ওপর যুল্‌ম করে তাকে তুমি ক্ষমা করো।'[১৩০]

ধৈর্য

আত্মশুদ্ধি অর্জনে প্রভাব সৃষ্টিকারী অন্যতম আরেকটি গুণ হলো ধৈর্য।[১৩১] এর আভিধানিক অর্থ দৃঢ়তা, বিরত থাকা, অবিচল থাকা, কষ্ট সহিষ্ণুতা, বরদাস্ত করা, ধীরতা, সংযম অবলম্বন ও নাফ্‌স এর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করা।[১৩২] আল কুর'আন ও হাদিসের পরিভাষায়, 'সবর' এর তিনটি শাখা রয়েছে। নাফ্‌সকে অবৈধ বিষয়াদি থেকে বিরত রাখা, তাকে আল্লাহ্‌র 'ইবাদত ও আনুগত্যে বাধ্য করা এবং যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বা সংকটে ন্যায়ের উপর অবিচল থাকা। অর্থাৎ যেসব বিপদ মুসিবাত এসে উপস্থিত হয় সেগুলোকে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বলে মেনে নেয়া এবং এর বিনিময়ে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে প্রতিদান প্রাপ্তির আশা রাখা।[১৩৩] অবশ্য কষ্টে পড়ে যদি মুখ থেকে কোনো কাতর শব্দ উচ্চারিত হয়ে যায় কিংবা অন্যের কাছে তা প্রকাশ করা হয় তবে ধৈর্যের পরিপন্থী নয়।

আত্ম সংশোধন ও সংযমের জন্য ধৈর্যের উপরোক্ত তিনিটি শাখাই প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। অনেক সময় তৃতীয় শাখাকেই ধৈর্য হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রথম দু'টি শাখা যে এ ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সে ব্যাপারে খুব একটা লক্ষ্য করা হয় না। এমনকি এ দু'টি বিষয় যে ধৈর্য এর অন্তর্ভূক্ত এ ধারণাও যেন অনেক ক্ষেত্রে লালন করা হয়না। আল কুর'আন হাদিসের পরিভাষায় ধৈর্যধারণকারী সে সমস্ত লোককেই বলা হয়, যাদের সবরের মধ্যে উপরোক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্যই পাওয়া যায়। হাশরের ময়দানে ঘোষণা করা হবে, 'ধৈর্যধারণকারীরা কোথায়? একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সব লোক উঠে দাঁড়াবে, যারা তিন প্রকারেই ধৈর্য অবলম্বন করে জীবন অতিবহিত করেছেন তাদেরকে প্রথমেই বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া হবে।[১৩৪] 'ইব্‌ন কাসির' (রহ.) এ বর্ণনা উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন যে, আল কুর'আনের অন্যত্র 'সবরকারী বান্দাগণকে তাদের পুরস্কার বিনা হিসেবে প্রদান করা হবে, এ আয়াতে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ধৈর্য এমন একটি মানবীয় গুণ, যার অনুশীলন ব্যতীত ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকগত জীবনে পবিত্রতা আশা করা যায় না। যদিও ধৈর্যধারণ করা খুবই কঠিন ও কষ্টসাধ্য কাজ, তথাপি এটি এমন এক মহৎ গুণ, যা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণের জন্য অপরিহার্য। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি, শৃঙ্খলা ও কল্যাণকর জীবন যাপনের জন্য ধৈর্যের গুরুত্ব অপরিসীম। যে কোন পরিস্থিতিতে এমনভাবে ধৈর্য ধারণ করতে হবে যেভাবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ ধৈর্য ধারন করেছিলেন।[১৩৫] 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্যধারন কর, ধৈর্যের প্রতিযোগিতা কর, সদা (যুদ্ধের জন্য) প্রস্তুত থাক এবং আল্লাহ্‌কে ভয়

---

১৩০ ইমাম মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ, mwnn gmwjg, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮

১৩১ আল্লামা ইযযুদ্দীন বালীক (রহ.), অনু. হাফিজ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল, wgbnvRm mv‡jnxb, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪; দ্র. জাবেদ মুহাম্মদ, সম্পা. আ. ন. ম আব্দুল মান্নান খাঁন ও অন্যান্য, m"Pwi Î MV‡bi i|c‡iLv (ঢাকা: আদর্শ শিক্ষা ও গবেষণা সোসাইটি, তাবি.), পৃ. ১২২

১৩২ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, AvaybK Avie-evsjv Awfavb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১০; দ্র. ইব্‌রাহিম মাদকুর, সম্পা. মুহাম্মদ মোস্তাফা, Avj gÖRvgj IqwmZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৫

১৩৩ মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নো'মানী, অনু. মুহাম্মদ নূরুয্‌যামান, gvÔAwidj nv'xm, প্রাগুক্ত পৃ. ২১৯; দ্র. মুফতি মুহাম্মদ শাফি' (রহ.), অনু. মুহিউদ্দীন খাঁন, gvÔAwidj KiÔAvb (রিয়াদ: বাদশা ফাহাদ কুর'আন মুদ্রণ প্রকল্প, তাবি.), পৃ. ৩৮

১৩৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১; দ্র. কাযী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ্ পানিপথী (রহ.), অনু. মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ আব্দুল হাই ও অন্যান", Zvdmx‡i gvRnvix, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪৭

১৩৫ আব্দুস সালাম মিতুল সম্পাদিত, Zvdmx‡i mvC'x, প্রাগুক্ত, সূরা আল আসর, পৃ. ৪৬৩

Dhaka University Institutional Repository

কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।'[১৩৬] আল কুর'আন ও হাদিস বিশ্লেষণ করলে ধৈর্যের যে তিনটি বিশেষ দিক স্পষ্ট হয়ে উঠে নিম্নে তা বিশ্লেষণ করা হল।

আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-বিধান ও তার আনুগত্যে অবিচল থাকা

আত্মশুদ্ধির জন্য ইসলামে 'ইবাদতের যে বিধান রয়েছে সেগুলো সঠিকভাবে পালনের জন্য ধৈর্যের প্রয়োজন। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের জন্য, সিয়াম পালনের জন্য, যাকাত প্রদান, হাজ্জ পালন ও অন্যান্য সুন্নাহ্ এবং নাফ্ল পালন করতে হলে ধৈর্যের প্রয়োজন। শরি'আতের অন্যান্য আহ্কাম পালনের জন্যও ধৈর্যের প্রয়োজন। বস্তুত ধর্মহীন জীবনযাপন যেমন স্ফূর্তিদায়ক, ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন তেমনি কষ্টসাধ্য। এজন্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ধৈর্যকে ঈমানের পরিচায়ক বলে অভিহিত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলার বিধান পালন ও সত্য পথে অবিচল থাকা সীমাহীন কষ্টসাধ্য ব্যাপার।[১৩৭] কারণ, ভালো কাজে বিভিন্ন দিক থেকে বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ায়, ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা নিঃসন্দেহে কঠিন।

এ কাজে এক দিকে যেমন শয়তান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, অপরদিকে অনেক সময় মানবরূপী শয়তানও বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।[১৩৮] শয়তান কখনো বন্ধু রূপে, কখনো সামাজিক রীতি নীতির অযুহাতে আবার কখনো মুরুব্বী সেজে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। এ সমস্ত বহুরূপী শয়তানি শক্তির প্রতিবন্ধকতা প্রাচীর ভেদ করে আল্লাহ্র বিধান পালন ও সত্য পথে অবিচল থাকা বিরাট সাহসিকতা ও দৃঢ় সংকল্পের কাজ।[১৩৯] আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,'আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো এবং ধৈর্য ধারন করো, পৃথিবী তো আল্লাহ্রই, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার উত্তরাধিকারী করেন। আর শুভ পরিণাম তাদের জন্য, যারা আল্লাহ্কে ভয় করে।'[১৪০] অন্যত্রে এসেছে, 'আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব, যাতে করে তোমাদের মধ্যকার সংগ্রাম সাধনাকারী ও ধৈর্যশীলদেরকে চিনে নিতে পারি।'[১৪১] 'আর তোমার প্রতি যে ওয়াহি অবতীর্ণ করা হয়েছে, তুমি তারই অনুসরণ কর এবং তুমি ধৈর্য ধারন কর, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্র বিধান আসে এবং আল্লাহ্ই সর্বোত্তম বিধান কর্তা।'[১৪২] আল্লাহ্র বাণী 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান করুন। আমাদের পা অবিচলিত রাখুন এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য দান করুন।'[১৪৩] এ হচ্ছে ধৈর্যের গুরুত্ব ও তাৎপর্য।

নাফ্সকে অবৈধ বিষয়াদি থেকে বিরত রাখা

মানুষের প্রবৃত্তি ভালো কাজের তুলনায় পাপের দিকেই বেশি ধাবিত হয়। প্রবৃত্তি গুনাহ্র কাজ করতেই বেশি স্বাদ অনুভব করে। মানুষের জন্য সাধারণভাবে গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন। কারণ, পাপের উপকরণ পৃথিবীতে খুবই সহজলভ্য এবং পাপ কাজে সহজেই সঙ্গী সাথী লাভ করা যায়। পৃথিবীর ভোগের বস্তুসমূহও মানুষকে পাপের দিকেই আকৃষ্ট করে। মানুষ দৈহিক গঠনের দিক থেকে ভোগবাদী এবং আরামপ্রিয় হওয়ার কারণে মানব দেহও পাপের দিকে আকৃষ্ট হয়। 'নিশ্চয়ই নাফ্স

---

১৩৬ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱصْبِرُوا۟ وَصَابِرُوا۟ وَرَابِطُوا۟ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ দ্র. আল কুর'আন, ০৩: ২০০

১৩৭ জাবেদ মুহাম্মদ, সম্পা. আ. ন. ম আব্দুল মান্নান খাঁন ও অন্যান্য, m"Pwi Î MV‡bi i/c‡iLv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬; দ্র. আব্দুল মান্নান তালিব অনূদিত, Zvdnxgj †KviAvb, প্রাগুক্ত, খ. ১৯, পৃ. ২২

১৩৮ মাওলানা মুহাম্মদ হুমায়ন কবির খান, kqZv‡bi †gvKv‡ejv I Avjøvn cwßi Dcvq, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

১৩৯ 'মানুষের মনে কেবল জিন ও মানুষ দলভুক্ত শয়তানরাই প্ররোচণা দেয় না বরং ভিতর থেকে মানুষের নাফ্সও প্ররোচণা দেয়। তার নিজের ভ্রান্ত মতবাদ তার চিন্তাকে বিপথে পরিচালিত করে। তার নিজের অবৈধ স্বার্থ, তার ইচ্ছা, সংকল্প, বিশ্লেষণ, ও মীমাংশা করার ক্ষমতাকে অসৎ পথে পরিচালিত করে। আর বাইরের শয়তানরাই শুধু নয়, তার ভিতরের নাফ্সের শয়তানও তাকে ভুল পথে চালায়। এ কারণেই, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর ভাষণে বলেন, আমরা নাফ্সের ক্ষতি থেকে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাই।' উদ্ধৃত, আব্দুল মান্নান তালিব অনূদিত, Zvdnxgj †KviAvb, প্রাগুক্ত, খ. ১৯, পৃ. ৩৪৯

১৪০ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓا۟ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ দ্র. আল কুর'আন, ০৭: ১২৮

১৪১ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَٰهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَنَبْلُوَا۟ أَخْبَارَكُمْ দ্র. আল কুর'আন, ৪৭: ৩১

১৪২ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ ٱللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَٰكِمِينَ দ্র. আল কুর'আন, ১০: ১০৯

১৪৩ قَالُوا۟ رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ দ্র. আল কুর'আন, ০২: ২৫০

Dhaka University Institutional Repository

গুনাহের দিকেই বেশি নির্দেশ করে।’[১৪৪] এমতাবস্থায় চরম ধৈর্য ও ত্যাগ স্বীকার করার মাধ্যমেই শয়তানের প্ররোচণা এবং জৈবিক চাহিদার লাগামহীন আকর্ষণ থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। আর এভাবে ধৈর্য ধারণের অনুশীলনই পর্যায়ক্রমে মানুষকে আত্মশুদ্ধি অর্জনে সহায়তা করে।

প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য  ধারন করা

জীবনের অপর নাম সংগ্রাম। সংগ্রাম করেই পৃথিবীতে টিকে থাকতে হয়। প্রতিকূল পরিস্থিতি মেনে নিয়েই আল্লাহ্ তা‘আলার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। জীবনে দুঃখ, কষ্ট, বেদনা ও বিপদাপদ আসবেই। তাই জীবনে চলতে গিয়ে কেউ মনে কষ্ট দিলে কিংবা আঘাত করলে প্রতিশোধ না নিয়ে ধৈর্যধারন করতে হয়। বিপদাপদ, রোগব্যাধি, সম্পদহানী, জীবনহানী, ভয়ভীতি কিংবা প্রাকৃতিক কোন বিপর্যয় বা দুর্যোগ পরীক্ষা হিসেবে নেমে আসলে তাতে বিচলিত না হয়ে ধৈর্যধারন করতে হবে। কারণ, আল্লাহ্ তা‘আলার নির্দেশ ব্যতীত পৃথিবীতে কোন কিছুই ঘটতে পারেনা[১৪৫] আর আল্লাহ্র বান্দাকে যে কোন বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আল্লাহ্ তা‘আলা বিপদের মধ্যেই প্রভূত কল্যাণ নিহিত রাখতে পারেন।[১৪৬] সুতরাং আল্লাহ্ তা‘আলা যখন ইচ্ছে করবেন, কেবল তখনই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটবে। তাই পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য উদগ্রীব না হয়ে পরিস্থিতি যাই হোক তা যেন আল্লাহ্র রহ্মাত লাভের কারণ হয়, এজন্য দো‘আ করাই হচ্ছে ধৈর্য।

ধৈর্যের প্রতিদান

আল্লাহ্ তা‘আলা ধৈর্যশীলদের অফুরন্ত প্রতিদান দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা‘আলা ধৈর্যশীলদেরকে অপরিমিত পুরস্কার পুরোপুরিভাবেই প্রদান করেন। ‘আর আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন।’[১৪৭]  নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথী।’[১৪৮]

‘যারা ধৈর্য ধারন করে আমি নিশ্চয়ই তাদেরকে তারা যা করে, তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।’[১৪৯] ‘তাদের প্রতিদান স্বরূপ দেয়া হবে জান্নাত, যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যশীল। তাদেরকে সেথায় অভ্যর্থনা করা হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে। সেথায় তারা স্থায়ী হবে। আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসেবে তা কত উৎকৃষ্ট।’[১৫০] ‘এবং ফিরিশতাগণ তাদের নিকট উপস্থিত হবে প্রত্যেক দ্বার দিয়ে। বলবে, তোমরা ধৈর্য ধারন করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি, কত ভাল এই পরিণাম।’[১৫১] আল কুর’আনে মহান আল্লাহ্ মু’মিনগণের কতগুলো গুণ বিবৃত করে তাদের পুরস্কার ও প্রতিদানের বর্ণনা করতে গিয়ে এ কথা বলা হয়নি যে সেসব গুণের এই প্রতিদান। বরং বলা হয়েছে এ তাদের ধৈর্যের প্রতিদান। এর দ্বারা বুঝা যায় ধৈর্য শুধুমাত্র চারিত্রিক সৌন্দর্যই নয়, বরং অন্যান্য সৌন্দর্য ও গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মশুদ্ধির লাভের অন্তর্নিহিত শক্তি।

---

১৪৪ إِنَّ ٱلنَّفۡسَ لَأَمَّارَةُۢ بِٱلسُّوٓءِ দ্র. আল কুর’আন, ১২: ৫৩

১৪৫ فَٱصۡبِرۡ لِحُكۡمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلۡحُوتِ إِذۡ نَادَىٰ وَهُوَ مَكۡظُومٌ ‘অতএব তোমরা তোমাদের রবের ফায়সালা না আসা পর্যন্ত ধৈর্য অবলম্বন করো এবং মাছওয়লা ইউনুসের মতো হবেনা, তখন তিনি চিন্তিত অবস্থায় কাতরভাবে ডেকেছিলেন।’ দ্র. আল কুর’আন, ৬৮: ৪৮; هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلۡمُؤۡمِنُ ٱلۡمُهَيۡمِنُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡجَبَّارُ ٱلۡمُتَكَبِّرُۚ سُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ‘তিনিই আল্লাহ্, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। তিনি সার্বভৌম বাদশাহ, তিনি সব ক্রটি থেকে পবিত্র, তিনি শান্তি দাতা, তিনি রক্ষক, তিনি মহাশক্তিধর, তিনি প্রবল প্রচণ্ড, তিনি সর্বোচ্চ মহান। তারা তাঁর সাথে যাদের শরিক করে, তিনি সেগুলো থেকে পবিত্র মহান।’ দ্র. আল কুর’আন, ৫৯: ২৩

১৪৬ وَلَنَبۡلُوَنَّكُم بِشَيۡءٖ مِّنَ ٱلۡخَوۡفِ وَٱلۡجُوعِ وَنَقۡصٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ‘আমি অবশ্যই ভয়, বিপদ, ক্ষুধা, জান ও মালের ক্ষতি, এবং আয় কমিয়ে দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলব। এসব অবস্থায় যারা ধৈর্য ধারন করবে, তাদের জন্য সুসংবাদ।’ দ্র. আল কুর’আন, ০২: ১৫৫

১৪৭ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّٰبِرِينَ দ্র. আল কুর’আন, ০৩: ১৪৬

১৪৮ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ দ্র. আল কুর’আন, ০২: ১৫৩

১৪৯ مَا عِندَكُمۡ يَنفَدُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٖۗ وَلَنَجۡزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓاْ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ দ্র. আল কুর’আন, ১৬: ৯৬

১৫০ أُوْلَٰٓئِكَ يُجۡزَوۡنَ ٱلۡغُرۡفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوۡنَ فِيهَا تَحِيَّةٗ وَسَلَٰمًا  خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ حَسُنَتۡ مُسۡتَقَرّٗا وَمُقَامٗا দ্র. আল কুর’আন, ২৫: ৭৫-৭৬

১৫১ سَلَٰمٌ عَلَيۡكُم بِمَا صَبَرۡتُمۡۚ فَنِعۡمَ عُقۡبَى ٱلدَّارِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ يَدۡخُلُونَ عَلَيۡهِم مِّن كُلِّ بَابٖ দ্র. আল কুর’আন, ১৩: ২৩-২৪

Dhaka University Institutional Repository

## 4.2.5 c`©v I kvjxbZv

AvZ¥ïw× AR©‡bi Rb¨ bvix-cyiæ‡li `„wó wbqš¿Y I c`©vi e¨e¯'v ev¯Íevqb GKvšÍ Acwinvh©| bvix I cyiæl, G‡K A‡b¨i cÖwZ AvKl©Y gvby‡li ¯^fveRvZ cÖe„wË| GwU‡K Avjøvn& ZvÔAvjv cÖ`Ë wbqg bxwZ †gvZv‡eK cwiPvjbv Ki‡j gvbeRvwZi Rb¨ mvwe©K Kj¨vY AR©b Kiv m¤¢e| Avevi wbqš¿Ynxb G cÖe„wËB †MvUv gvbe mgvR‡K aŸsm K‡i †`qvi Rb¨ h‡_ó| G Rb¨ Bmjv‡g bvix-cyiæl mK‡ji Rb¨B c`©vi weavb i‡q‡Q|[152] gvby‡li G cÖe„wË‡K wbqwš¿Z c‡_ cÖ‡qv‡Mi ¸iæ‡Z¡i Kvi‡Y mK‡ji Rb¨ Avjv`v `vwqZ¡ I Kg©‡ÿÎ Bmjvg wba©viY K‡i w`‡q‡Q|[153] Bmjv‡g G c`©v e¨e¯'vi `yÕwU ch©vq i‡q‡Q| GKwU n‡"Q cvwievwiK cwigÐ‡j Ges Av‡iKwU n‡"Q mgvR I Kg©‡ÿ‡Î|

পর্দা ব্যবস্থার প্রথম পর্যায় হচ্ছে পারিবারিক জীবনে, ঘরের অভ্যন্তরে পালন ও অনুসরণের বিষয়। পরিবার থেকেই মানুষ তার শিক্ষা ও নীতিআদর্শ সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করে। কারণ, পরিবারই মানুষের মৌলিক ও স্থায়ী কর্মক্ষেত্র। বিশেষ করে নারীর প্রকৃত কর্মক্ষেত্র তার ঘর এবং তার যৌক্তিক চলার সীমা হচ্ছে তার পরিবার।[১৫৪] ঘরের অভ্যন্তরেও নারী পুরুষের জন্য চলার সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।[১৫৫] পর্দা মেনে চলা, সুন্দর ও শালীনভাবে পোশাক পরিধান করা, নিজেদের সৌন্দর্যকে আপন করে রাখা নারীগণের দায়িত্ব। এ বিধান ঘোষণা করেছেন স্বয়ং মহান আল্লাহ্ তা'আলা। তিনিই মানুষের প্রয়োজন, অপ্রয়োজন কল্যাণ এবং অকল্যাণের বিষয়টি সবচেয়ে বেশি জানেন। আল্লাহ্ তা'আলা নারীদেরকে পর্দা তথা তাদের শরীরের যেসব অঙ্গ প্রকাশ করা একান্ত জরুরি নয় তা ঢেকে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।[১৫৬] এতেই প্রমাণিত হয় এ পর্দার মধ্যে নারীদের কল্যাণ ও মঙ্গল রয়েছে। তার সাথে সাথে মঙ্গল রয়েছে সমগ্র মানব সমাজের।

ইসলামে পর্দার নিয়ম-নীতি

ইসলামে পর্দার বিধান অত্যন্ত যৌক্তিক এবং বাস্তব সম্মত। 'ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বুক পর্যন্ত ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নী, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত বাদী, যৌন কামনামুক্ত পুরুষ ও বালক যারা নারীদের গোপন সৌন্দর্য সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ

---

১৫২ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (রহ.), cwievi I cwiewiK Rxeb (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৬ তম সংস্করণ, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ২৪৭

১৫৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪; ড. মুহাম্মদ আলী আল হাশেমী, অনু. মাসউদুর রহমান নূর, Av'k gmwjg (ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ২য় সংস্করণ, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ৩৮৩

১৫৪ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ 'তোমরা তোমাদের ঘরের অভ্যন্তরে স্থায়ীভাবে বসবাস কর এবং পূর্বকালীন জাহিলিয়াতের মতো নিজেদের রূপ সৌন্দর্য ও দেহাঙ্গ দেখিয়ে বেড়িও না।' দ্র. আল কুর'আন, ৩৩: ৩৩

১৫৫ মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, cwievi I cwiewiK Rxeb, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২; ড. মুহাম্মদ আলী আল হাশেমী, অনু. মাসউদুর রহমান নূর, Av'k gmwjg, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

১৫৬ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا 'হে নাবি, আপনার স্ত্রীদের, কন্যাদের এবং মু'মিন মহিলাদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের চাদরের এক অংশ তাদের উপর ঝুলিয়ে দেয়। এটি বেশি সঠিক নিয়ম, যেন তাদেরকে চিনে নেয়া যায় এবং তাদের কষ্ট দেয়া না হয়। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।' দ্র. আল কুর'আন, ৩৩: ৫৯

করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র নিকট তাওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।'[১৫৭]

এখানে যাদের সাথে প্রাপ্তবয়স্কা নারীকে পর্দা করতে হবে না বা যাদের সামনে নারীরা যেতে পারবে, তাদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। তারা সাক্ষাত করতে পারবে নিজ স্বামী, পিতা, আপন হোক বা সৎ হোক এবং দুধ পিতার সাথে। আপন শশুর, আপন দাদা শশুর ও আপন নানা শশুর ব্যতীত অন্য সকল প্রকার শশুরের সঙ্গে পর্দা করতে হবে। দাদা, দাদার পিতা বা আরও যত উপরে যাক এর অর্ন্তভূক্ত। নানা, নানার পিতা বা আরও যত উপরে যাক এর অর্ন্তভূক্ত। চাচার সাথে, আপন হোক বা সৎ চাচা হোক)। ভাইয়ের সাথে, আপন হোক বা বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় হোক। তবে চাচাতো, মমাতো, খালাতো ও ফুফাতো ইত্যাদি ভাইয়ের সাথে পর্দা করতে হবে। দুধ ভাইয়ের সঙ্গে আপন ভাইয়ের মতোই দেখা দেয়া যায়।

ভ্রাতুষ্পুত্রের সাথে দেখা করা যাবে, আপন ভাইয়ের পুত্র হোক বা বৈমাত্রেয় ভাইয়ের বা বৈপিত্রেয় ভাইয়ের পুত্র। ভাগিনা, আপন বোনের ছেলে হোক বা সৎ বোনের, ছেলে আপন হোক বা সৎ হোক ছেলে হোক, মামা আপন হোক বা সৎ মামা হোক, নাতি আপন ছেলের ঘরের হোক বা মেয়ের ঘরের হোক এবং আপন মেয়ের জামাই। নির্বোধ, ইন্দ্রিয় বিকল ধরনের লোক বা সেসব বালক যারা বিশেষ কাজ কারবারের দিক দিয়ে নারী পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য বুঝে না, তাদের সাথে পর্দা করা জরুরি নয়, তারাও পর্দার হুকুম থেকে ব্যতীক্রম। উল্লেখ্য, মাহ্‌রাম পুরুষ যাদের সাথে দেখা সাক্ষাত হতে পারে তারা মাহ্‌রাম মহিলার শুধু মাথা, চেহারা, গর্দান, দুই বাহু ও পায়ের নলা দেখতে পারে, তাও যদি শাহওয়াত না থাকে। পেট, পিঠ বা অন্য কোন অঙ্গ দেখা জায়েয নেই।[১৫৮]

যারা উল্লিখিত মাহ্‌রাম পুরুষ ছাড়াও অন্যদের সাথে অবাধে সাক্ষাত করবে, খোড়া যুক্তি প্রদর্শন করে অবাধে চলাফিরা করবে তাদের শাস্তির প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, 'নিশ্চয় কিয়ামাতের দিন সবচেয়ে কম আযাবভোগী ব্যক্তির অবস্থা হবে এমন যে, তার দু'পায়ের তলায় দু'টি প্রজ্বলিত অঙ্গার রাখা হবে। তাতে তার মাথার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে যেমনিভাবে কাঁচ তামার পাত্রে টগবগ করে ফুটতে থাকে।'[১৫৯]

সুতরাং পবিত্র ও শালীন জীবন যাপন করার জন্য ইসলাম নির্ধারিত পর্দার বিধান মেনে চলা সকলের জন্য আবশ্যক। 'প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে হোক কোন অবস্থাতেই বেহায়াপনা ও অশ্লীল আচরণ করা যাবে না।' অশ্লীল আচরণ বলতে যে সব কাজ লজ্জা ও শালীনতা পরিপন্থী এবং অশ্লীলতা ও পাপাচারের উৎস সে গুলো পরিত্যাগের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে নারী পুরুষের অবাধ মিলা-মিশা, অভিসার, অশ্লীল গান বাদ্য, বিনোদন, নাটক, সিনেমা, ম্যাগাজিন ও ছায়াছবি ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।[১৬০]

পর্দার দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে, কর্মক্ষেত্রে গমন ও সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে মেনে চলার বিষয়। নারীদেরকে মসজিদে নামায পড়া, বায়তুল্লাহ্ জিয়ারত, তাওয়াফ, পিতামাতা বা নিকটাত্মীয়ের সাথে দেখা করা আরো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।[১৬১] এমতাবস্থায় পুরুষদেরকে বলা হয়েছে তাদের চোখকে অবনমিত রাখতে এবং নারীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে। নারীর প্রতি যদি ভুলক্রমে দৃষ্টি চলেও যায়, তাকে কঠোরভাবে

---

১৫৭ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ الخ দ্র. আল কুর'আন, ২৪: ৩১; মাওলানা আব্দুল মান্নান তালিব অনূদিত, Zvdnxgj †KviAvb, প্রাগুক্ত, খ. ০৯, পৃ. ১৫২

১৫৮ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (রহ.), cwievi I cwiewiK Rxeb, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯

১৫৯ আল ইমাম আবূ দাউদ, mbvb Ave 'vD' (বৈরুত: দার আল ফিকর, ১৩৬৯ হি.), পৃ. ১৯১

১৬০ জাবেদ মুহাম্মদ, সম্পা. আ.ন.ম আব্দুল মান্নান খাঁন, Avj KiAvbj Kwig I nw'‡mi Av‡jv‡K m"Pwi Î MV‡bi i/c‡iLv, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

১৬১ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (রহ.), cwievi I cwiewiK Rxeb, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১

Dhaka University Institutional Repository

আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ফিরিয়ে আনতে বলা হয়েছে।[১৬২] এভাবে নারী তার নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে ইসলাম নিধারিত পর্দার সীমা মেনে চললে এবং পুরুষ তার দৃষ্টিকে সংবরণ করলে পরিবার ও সমাজের পবিত্রতা রক্ষা করা সম্ভব হয়।[১৬৩] পুরুষ পর নারীর ব্যাপারে নিজেকে এবং নারী পরপুরুষের ব্যাপারে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলে আস্তে আস্তে তার চিন্তা ভাবনা ও স্বভাব চরিত্রে এর ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হয়। পর্দা ও শালীনতার জন্য ইসলাম নির্ধারিত এ নিয়ম মেনে চললে মানুষের জৈবিক চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়। এতে মানুষের চিন্তা ও স্বভাব থেকে নোংরামি ও নিচুতা দূর হয়ে যায়। পারিবারিক বন্ধন ও বংশীয় পবিত্রতা রক্ষা পায়। মানুষের দৃষ্টি, দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা উন্নত স্তরে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পায়। সুতরাং মানব চিন্তা, স্বভাব ও আচরণের পরিচ্ছন্নতার জন্য পারিপার্শ্বিক পরিবেশের পরিশুদ্ধি যেমনি অপরিহার্য, ঠিক তেমনি আত্মশুদ্ধির জন্য অন্যান্য মৌলিক গুণের বিকাশ লাভের প্রয়োজনে পর্দা ব্যবস্থা অনুসরণ করা ও সকল অবস্থায় শালীন থাকা অপরিহার্য।

### ৪.২.৬ তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীলতা

আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল করার গভীর প্রভাব রয়েছে। 'তাওয়াক্কুল' 'আরবি শব্দ। এর অর্থ আস্থা স্থাপন করা, ভরসা ও নির্ভর করা। আল কুর'আন ও হাদিসের পরিভাষায় ইসলামের বিধান অনুযায়ী পূর্ণ উদ্যমে দৃঢ় সংকল্প হয়ে কোনো কাজ করার সাথে তার সাফল্যের জন্য মহান আল্লাহ্ তা'আলার উপর পূর্ণ আস্থা সহকারে ভরসা ও নির্ভর করার নামই 'তাওয়াক্কুল।'[১৬৪] আল্লাহ্ তা'আলার উপর 'তাওয়াক্কুল মু'মিনের একটি মহৎ গুণ। কোনো কাজের চেষ্টা সাধনা না করে কোনো তাওয়াক্কুল হয় না। সুতরাং কাজ ও তাওয়াক্কুল এর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কাজ করতে যেমন আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন তেমনি তাওয়াক্কুল এর নির্দেশও আল্লাহ্ তা'আলার।

বান্দা নিজের যোগ্যতা, জ্ঞান, মেধা ও দক্ষতার সমন্বয় ঘটিয়ে কাজ করবে এবং সাফল্যের জন্য ভরসা করবে আল্লাহ্ তা'আলার উপর। কেননা সব কিছুর চাবিকাঠি ও সাফল্য আল্লাহ্ হাতে। মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে, সঠিকভাবে কাজ করা এবং কাজের ফলাফলের ব্যাপারে অযথা দুঃশ্চিন্তা না করে আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করা। কারণ, মানুষ আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে কাজ করতে পারে ঠিকই কিন্ত কাজের ফলাফল সৃষ্টির ব্যাপারে সে নিতান্তই অক্ষম। এমতাবস্থায় তাঁর উপর ভরসা করার অর্থ হচ্ছে, তিনি যেহেতু পরম দয়ালু ও সর্বজ্ঞাতা, বান্দার জন্য যা কল্যাণকর, তিনি তাই দান করবেন।[১৬৫] যদিও কখনো কখনো মানবীয় দৃষ্টিতে সেটি কষ্টকর বা ক্ষতিকর বলে মনে হতে পারে।

শারি'আহ্ সম্মতভাবে চেষ্টা সাধনা করে সফলতার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করাকেই বলা হয় তাওয়াক্কুল।[১৬৬] আল কুর'আন ও হাদিসে 'তাওয়াক্কুল' এর বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ বিদ্যমান। আল্লাহ্ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল ব্যতীত মু'মিন কোনো কাজে সফলতা লাভ করতে পারে না। 'আর তোমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর, যদি তোমরা মু'মিন হও।'[১৬৭] 'আর আল্লাহ্‌র

---

১৬২ হযরত আলি (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে বললেন, 'একবার দৃষ্টি পড়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয়বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করো না। কেননা প্রথম দৃষ্টি তোমার, পরবর্তী দৃষ্টি তোমার নয়।' দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, cwievi I cwiewwiK Rxeb, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯

১৬৩ জাবেদ মুহাম্মদ, সম্পা. আ.ন.ম আব্দুল মান্নান খাঁন, m"Pwi Î MV‡bi i/c‡iLv, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

১৬৪ মুফতি মুহাম্মদ শাফি' (রহ), মুহিউদ্দীন খাঁন অনূদিত Zvdwm‡i gv0Awidj Ki0Avb, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬৯; হযরত ইমাম গাযালি (রহ.), অনু. আব্দুল খালেক, †mŠfv‡M¨i cikgwY (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৭ম সংস্করণ, ২০০৫ খ্রি.), খ. ০৪, পৃ. ২৮২

১৬৫ জাবেদ মুহাম্মাদ, সম্পা. আ. ন. ম. আব্দুল মান্নান খাঁন ও অন্যান্য, m"Pwi Î MV‡bi i/c‡iLv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭১

১৬৬ Be&b nvRi Avj AvmKvjvwb, *dZûj evwi* (wiqv`: `viæj Bd&Zv, 1401 wn.), c„. 297; `ª. m¤úv`bv cwil` KZ©„K m¤úvw`Z, *^`bw›`b Rxe‡b Bmjvg*, cÖv¸³, c„. 697

১৬৭ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ দ্র. আল কুর'আন, ০৫: ২৩

উপরই মু'মিনগণ ভরসা করবে। ভরসা করা মু'মিনদের উচিত।'[১৬৮] 'তুমি যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা কর।'[১৬৯] 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট।'[১৭০]

এ আয়াতগুলো থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, আল্লাহ্ তা'আলার উপর নির্ভরশীল ও ভরসাকারীগণ কখনো বিফল মনোরথ হয় না। তাওয়াক্কুলকারীর হিফাযত ও কর্ম বিধানের জন্য তিনি অদৃশ্য থেকে এমন সব ব্যবস্থা করেন যা মানুষ কখনো কল্পনাও করেনি। মু'মিনগণকে মহান আল্লাহ্র উপরই ভরসা করতে হবে। কারণ তিনি কর্মের সফলতা দানকারী ও বান্দার একমাত্র সাহায্যকারী। হযরত ইব্রাহিম ('আ.) কে যখন কাফিরগণ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহ্ই আমার সাহায্যের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই আমার উত্তম কর্মনির্ধারক।' ফলে আল্লাহ্ তা'আলা আগুনের প্রতি নির্দেশ দেন, আগুন যেন ইব্রাহিমের প্রতি শান্তিদায়ক ঠাণ্ডা হয়ে যায়।'[১৭১]

আল্লাহ্ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল করলে, তার বিনিময় এরূপই হয়ে থাকে। মু'মিনের গুণাবলির মধ্যে তাওয়াক্কুল একটি অনন্য গুণ।'[১৭২] রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, 'যদি তোমরা আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করার হক আদায় করতে তবে তিনি পাখিকে রিয্ক দেয়ার মতোই তোমাদেরকেও রিয্ক দিতেন। পাখি তো সকালে খালি পেটে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় তারা ভরা পেটে বাসায় ফিরে আসে।'[১৭৩]

তাওয়াক্কুলের তাৎপর্য

তাওয়াক্কুল মু'মিন হৃদয়ের একটি উন্নততর অবস্থা। আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কিছু হতে পারে না, এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস তাওয়াক্কুলের মূল ভিত্তি। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছাড়া কোনো কিছু হতে পারে না, তাই শারি'আতের নিয়মানুযায়ী যে কোনো বিষয়ে চেষ্টা সাধনা করার পর সফলতার জন্য একাগ্রচিত্তে তাঁর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি অবশ্যই যথার্থ সাহায্য করবেন। এ ক্ষেত্রে নেতিবাচক কাজ করে ইতিবাচক ফলাফল আশা করা যায় না বরং মানুষের শক্তি সামর্থ যেখানে শেষ হয়ে যাবে, কোনভাবেই সে আর সামনে অগ্রসর হতে পারছেনা, সামনের পথচলা তার জন্য শুধূই অন্ধকার ও অনিশ্চয়তায় ভরপুর সেরূপ অবস্থায়ও সে ইতিবাচক চিন্তা করবে। কারণ, সে জানে সে এমন এক মহান রাজাধিরাজের বান্দা যিনি সবসময়ই তার প্রতি খেয়াল রাখছেন এবং প্রয়োজনের সময় অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন।[১৭৪] সে জানে মানুষের ভাল মন্দ সব কিছুই আল্লাহ্ তা'আলার সরাসরি নিয়ন্ত্রণে। তাই সর্বাবস্থায় তাঁর উপর নির্ভরশীল হয়ে, তাঁর সাহায্যকেই যথেষ্ট মনে করা এবং

---

১৬৮ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ দ্র. আল কুর'আন, ১৪ : ১১

১৬৯ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ দ্র. আল কুর'আন, ০৩ : ১৫৯

১৭০ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ দ্র. আল কুর'আন, ৬৫: ০৩

১৭১ قُلْنَا يَٰنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَٰمًا عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ দ্র. আল কুর'আন, ২১: ৬৯

১৭২ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ 'ঈমানদার তারাই, যাদের অন্তর আল্লাহ্র স্বরণকালে কেঁপে উঠে। আর আল্লাহ্র আয়াত যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। তারা তাদের প্রভুর উপরই আস্থা ও ভরসা রাখে।' দ্র. আল কুর'আন, ০৮ : ০২; দ্র. হযরত ইমাম গাযালি (রহ.), অনু. আব্দুল খালেক, †mŠfv‡M¨i cikgwY, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩২২

১৭৩ Avey ÔCmv AvZwZiwgwh, *mybvb AvZwZiwgwh*, cÖv¸³, c„. 368; gvljvbv gynv¤§` gbhyi †bvÔgvbx, Aby. †gvnv¤§` b~iæ¾vgvb, *gvÔAvwidzj nv`xm* (XvKv: Bdvev, 2q mq¯‹iY, 2007 wLª.), nvw`m bs- 238, L. 2, c„. 276

১৭৪ 'তাওয়াক্কুলকারীর জন্য সাহায্যের উপযোক্ত সময় কখন, তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন, তিনিই এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বড় কুশলী, বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাময়। নিজের সে প্রজ্ঞা ও সুক্ষ্মদর্শিতা অনুসারেই তিনি সাহায্য প্রার্থীর জন্য নিজের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের সময় ঠিক করেন।' দ্র. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, Zvdmxi dx whjvwjj †KviAvb, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫২

দৃঢ় মনোবলে সামনে অগ্রসর হওয়ার যে অদম্য স্পৃহা এটিই হচ্ছে তাওয়াক্কুলের আসল তাৎপর্য। কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।[১৭৫]

এভাবে একজন মানুষ যে কাজই করুকনা কেন, সে তা আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত বিধান মতোই করবে।[১৭৬] সে প্রতিটি কাজেই তার মহান স্রষ্টাকে স্বরণ করবে। প্রতিটি কাজের ফলাফলের জন্য সে তার মহান প্রতিপালকেরই স্বরণাপন্ন হবে। কোন কাজের সাময়িক সফলতা ও ব্যর্থতার মূলে সে তার মহান মালিকের সিদ্ধান্তকেই অবলোকন করবে। বিপদ, মুসবিত, দুঃখ, দূর্দশা, অভাব, অনটনসহ যে পরিস্থিতিতেই সে পতিত হোক, হতাশ না হয়ে সন্তুষ্টচিত্তে তা মেনে নিবে। আবাব নেতৃত্ব, সম্মান, সম্পদ ও ক্ষমতা কখনো তাকে অহংকারি করবে না। কারণ, সে জানে সবই তার স্রষ্টার পক্ষ্য থেকে তাকে আমানতস্বরূপ দেয়া হয়েছে, যার কারণে তাকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে।[১৭৭]

আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীলতার এ চর্চা একজন মানুষকে অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করে দেয়, ফলে তার দ্বারা নীতি ও নৈতিকতা বহির্ভূত কাজ করা কোন ক্রমেই সম্ভব হয়না। সে কোন কাজ করলে কেবল আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই করে, আবার কোন কাজ বর্জন করলে তাও কেবল তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই করে। এভাবে একজন মানুষের আত্মা যাবতীয় নেতিবাচক স্বভাব থেকে মুক্ত হয়ে পত্রিতা ও পরিশুদ্ধি লাভ করে, সুনির্দিষ্টভাবে মহান রবের সন্তুষ্টির লক্ষ্যে দীর্ঘস্থায়ী কল্যাণের পথে অগ্রসর হতে থাকে।

## 4.2.7 AvgvbZ`vwiZv I `vbkxjZv

AvZ¥ïw× AR©‡bi Rb¨ †h mKj mr ¸Yvejxi e¨vcK cÖfve eY©bv Kiv n‡q‡Q, AvgvbZ`vwiZv I `vbkxjZv Zvi Ab¨Zg| AvgvbZ`vwi GKwU gnr ¸Y| G‡Z gvbe Rxe‡bi mKj cÖKvi AvgvbZ AšÍf©~³ i‡q‡Q| ag©xq I RvMwZK Rxe‡bi mKj cÖKvi AvgvbZI Gi AšÍf©~³| ab m¤ú‡`i AvgvbZ, `vwqZ¡ I c`gh©v`vi AvgvbZ, e¨w³MZ, mvgvwRK, ivóªxq I AvšÍR©vwZK mKj ai‡bi AvgvbZB G¸‡Yi AvIZvf~³| GgbwK Kv‡iv cÖvc¨ Av`vq K‡i †`qvI AvgvbZ`vwi| wb‡Ri ¯^v¯’¨ cvjb Ges cwievi jvjb cvjbI AvgvbZ`vwii AšÍf©~³|Õ[178]

†Zvgv‡`i G‡K Aci‡K wek¦vm Ki‡j, hv‡K wek¦vm Kiv nq †m †hb AvgvbZ cÖZ¨vc©Y K‡i Ges Zvi cÖwZcvjK Avjøvn&‡K fq K‡i|Õ[179] Ô†n gywgbMY! †R‡bï‡b Avjøvn& I Zuvi ivm~‡ji mv‡_ wek¦vm f½ Ki‡e bv Ges †Zvgv‡`i ci¯ú‡ii AvgvbZ m¤ú‡K©I bv|Õ[180] Avj KziÕAv‡bi `yÕ RvqMvq cÖK…Z Cgvb`vi e¨w³i cwiPq I ¸Yvewji K_v D‡jøLc~e©K ejv n‡q‡Q, ÔGes hviv

১৭৫ জাবেদ মুহাম্মদ, m"Pwi Î MV‡bi i/c‡iLv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭০

১৭৬ إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِۖ يَقُصُّ ٱلۡحَقَّۖ وَهُوَ خَيۡرُ ٱلۡفَٰصِلِينَ 'চূড়ান্ত আদেশ দেয়ার অধিকার কারোরই নেই, আছে কেবল আল্লাহ্‌রই, আর তিনিই হচ্ছেন সর্বাধিক দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।' দ্র. আল কুর'আন, ০৬: ৫৭

১৭৭ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلۡمُلۡكِ تُؤۡتِي ٱلۡمُلۡكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلۡمُلۡكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُۖ بِيَدِكَ ٱلۡخَيۡرُۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ 'হে নাবি আপনি বলুন, হে আল্লাহ্ আপনি সমস্ত কর্তৃত্বের অধিকারী। যাকে ইচ্ছা আপনি কর্তৃত্ব দান করেন এবং যার থেকে ইচ্ছা আপনি কর্তৃত্ব কেড়ে নেন। যাকে ইচ্ছা আপনি সম্মান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্চিত করেন। সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশক্তিমান।' দ্র. আল কুর'আন, ০৩: ২৬

১৭৮ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে যাবতীয় আমানত তার মালিকদের কাছে পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ৫৮; 'গচ্ছিত বস্তু, সম্পদ, অর্থ, কথা, তথ্য, গোপনীয়তা ইত্যাদি যথাযথ সংরক্ষণ করাকে আমানতদারি বলে।' দ্র. আহমদ শরীফ ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, msw ÿ ß evs jv Awfavb (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৫২

১৭৯ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ দ্র. আল কুর'আন, ০২: ২৮৩

১৮০ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ আল কুর'আন, ০৮: ২৭

Dhaka University Institutional Repository

wb‡R‡`i AvgvbZ I cÖwZkÖæwZ iÿv K‡i|Õ[181] AvgvbZ`vwi Cgv‡bi wb`k©b| G cÖm‡½ ivm~jyjøvn& (mv.) e‡jb, Ôhvi g‡a¨ AvgvbZ`vwi †bB Zvi Cgvb †bB Ges †h A½xKvi iÿv K‡i bv Zvi g‡a¨ wØb †bB|Õ[182] wLqvbZ I wg_¨v G `yÕwU welq gyÕwgb e¨w³i ¯^fv‡e †Kvb Ae¯'v‡ZB _vK‡Z cv‡ibv|

Avgvb‡Zi wLqvbZ Kiv gybvwd‡Ki ˆewkó¨| ivm~jyjøvn& (mv.) e‡jb, Ôgybvwd‡Ki wb`k©b wZbwU| hLb †m K\_v e‡j wg\_¨v e‡j, A½xKvi Ki‡j Zv f½ K‡i Ges AvgvbZ cÖvß n‡j wLqvbZ K‡i|Õ[183] gvby‡li gv‡S AvgvbZ`vwi D‡V hvIqv‡K nvw`‡m wKqvgv‡Zi wb`k©b ejv n‡q‡Q| miKvwi ev †emKvwi, e¨w³MZ ev mvgvwRK, ivóªxq GgbwK AvšÍtivóªxq †h †Kv‡ `vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ \_vKvi gv‡SI AvgvbZ`vwii ¸iæZ¡ i‡q‡Q| `vwqZ¡kxj e¨w³, KgKZ©v I Kg©Pvix‡KI `vwqZ¡ mwVKfv‡e cvjb Kiv Aek¨B AvgvbZ`vwii AšÍf©y³| myZivs †KD hw` mwVKfv‡e `vwqZ¡ I KZ©e¨ cvjb bv K‡i Z‡e wbwðZ AvgvbZ`vwi Av`vq n‡e bv eis Zv n‡e Avgvb‡Zi wLqvbZ|

`vwq‡Z¡ wb‡qvM I my‡hvM myweav †`qvi e¨vcv‡iI AvgvbZ`vwi i‡q‡Q| KZ©v e¨w³eM© ev `vwqZ¡kxj e¨w³MY hw` wb‡R‡`i †Lqvj Lykx g‡Zv †hvM¨ e¨w³‡K ev` w`‡q Ab¨ KvD‡K wb‡qvM `vb K‡i, ZvI AvgvbZ`vwi f½ n‡e| G †ÿ‡Î ¯^RbcÖxwZI Avgvb`vwii wecixZÕ[184] A‡hvM¨ cv‡Î `vwqZ¡ Ac©YI wLqvb‡Zi AšÍf©~³ Ges wKqvgv‡Zi wb`k©b| Kv‡iv K_v AvgvbZ wn‡m‡e msiÿY Ki‡Z n‡e|[185] †Mvcb K_v, PvB e¨w³MZ ev ivóªxq Zv cÖKvk Kiv Aek¨B Avgvb‡Zi wLqvbZ|

hLb †Kvb e¨w³ AvgvbZ`vwiZvi G ¸iæZ¡mg~n ü`q w`‡q Dcjwä K‡i, ZLbB wZwb wb‡Ri mKj Kg©KvÐ‡K †m Abyhvqx mvwR‡q wb‡Z D‡`¨vMx nb| Rxe‡bi cÖwZwU †ÿ‡Î wZwb AvgvbZ iÿv K‡i P‡jb, KviY wZwb Rv‡bb G mKj AvgvbZ Avjøvn& ZvÔAvjvi cÿ †_‡K Zvi Dci Ac©Y Kiv n‡q‡Q Ges wZwb K‡Vvifv‡e Gi wnmve MÖnY Ki‡eb| Avgvb`vwii G PP©v Zvi wPšÍv †PZbvq cÖfve we¯Ívi Kivi d‡j, wZwb cÖ‡Z¨‡Ki cÖvc¨ I AwaKvi| h\_vh\_fv‡e wdwi‡q †`qvi Rb¨ Aw¯'i n‡q D‡Vb| wZwb GKR‡bi cÖvc¨ Ab¨Rb‡K w`‡q †`bbv, Ac‡ii wRwbm wb‡R †fvM Kivi wPšÍvI K‡ibbv| G †ÿ‡Î †Kvb †jvf jvjmv ev fq fxwZ †`wL‡q Zv‡K †KD wb‡Ri c‡ÿ Kv‡R jvMv‡Z cv‡ibv| KviY, Avgvb`vi e¨w³ Avjøvn& ZvÔAvjvi wbKUB cyi¯‹vi Avkv K‡i Ges †Kej

---

১৮১ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِأَمَٰنَٰتِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رَٰعُونَ আল কুর’আন, ২৩: ০৮; ৭০: ৩২

১৮২ মাওলানা মানযুর নোমানী, অনু. মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, gvÔAvwidj nv`xm, প্রাগুক্ত, হাদিস নং- ২০০, খ. ২, পৃ. ২৪৩;

১৮৩ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারি, অনু. মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ ও অন্যান্য, eLvix kixd, প্রাগুক্ত, হাদিস নং- ৩২, খ. ১, পৃ. ২৯

১৮৪ ‘যে ব্যক্তি নিজ গোষ্ঠীর কোনো লোককে কাজে নিয়োগ করল, অথচ তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট অধিকতর প্রিয় ও যোগ্য লোক বর্তমান রয়েছে সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু’মিনদের সাথে খিয়ানত করল।’ ‘আলি আল মুত্তাকি, Kvbh Avj ÔAvgvj (বৈরুতঃ মুয়াছছাছাতু আল রিসালা, ১৩৯৯ হি.), পৃ. ১৯২; ‘আল্লামা আবু জা‘ফর মুহাম্মদ ইবন জারির তাবারী, অনু. মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন ও অন্যান্য, Zvdmx‡i Zvevix kixd (ঢাকাঃ ইফাবা, ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ৪৩

১৮৫ জাবেদ মুহাম্মাদ, m”Pwi Î MV‡bi i/c‡iLv, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

Zuv‡KB fq K‡i P‡j d‡j b¨vq I cweÎ Kg©KvÐ Zvi AvZ¥vi Ašÿwb©wnZ kw³ Ges ¯^fv‡e cwiYZ n‡q hvq|

দানশীলতা

দানশীলতা কৃপণতা দূর করে মানুষের হৃদয়কে প্রশস্ত ও উদার করে। সমাজে পারস্পরিক সম্পর্ক মজবুত করে। সম্পদের মোহ ও ভোগের লালসাকে দূর্বল করে দিয়ে আত্মাকে প্রশান্ত এবং নির্মল করে। তাই আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে হলে দানশীলতার মতো গুণ আগে অর্জন করতে হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং সাহাবায়ে কিরামের জীবনেতিহাস এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে। মু'মিন ব্যক্তি বিশ্বাস করে, দানের বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পৃথিবীতে এবং পরকালে পুরস্কৃত করবেন। 'তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, তিনি তার বিনিময় দেন। তিনি উত্তম রিয্ক দাতা।'[১৮৬] মানুষ যে সম্পদ ব্যয় করে, তা নিজ উপকারার্থেই করে। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যয় করা উচিত নয়। 'তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে তার পুরস্কার পুরোপুরি পেয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।'[১৮৭]

মু'মিন ব্যক্তি পূর্ণ সন্তুষ্টি ও আস্থা নিয়ে ব্যয় করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার বিনিময়ে উত্তম বিকল্প দান করবেন। আর সে যদি সম্পদ সঞ্চয়ের মোহে, দান ও আবশ্যকীয় ব্যয় থেকে বিরত থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তার সম্পদ বিনষ্ট করে তাকে কঠিন পরীক্ষায় নিক্ষেপ করবেন। 'প্রত্যহ প্রভাতে দু'জন ফিরিশতা অবতীর্ণ হন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দানকারীকে তার উত্তম বিকল্প দান করুন। দ্বিতীয়জন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণের সম্পদ বিনষ্ট করে দিন।'[১৮৮]

একজন মুসলিমের হৃদয়ে কখনোই এ সংশয় সৃষ্টি হতে পারে না যে, আল্লাহ্ তা'আলার পথে দান করলে সম্পদ হ্রাস পেয়ে যাবে। কেননা দানের মাধ্যমে সম্পদ হ্রাস পায় না, বরং প্রবৃদ্ধি হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَلٍ 'সদকা দ্বারা কখনো সম্পদ হ্রাস পায় না।'[১৮৯]

শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য যে ব্যয় ও দান করা হয় তার প্রতিদানের অনুমানই করা যায় না। কেননা আল্লাহ্ এর বিনিময়ে কয়েকগুণ, বরং নিয়্যাতের স্তর অনুযায়ী হিসাব ছাড়া সওয়াব ও প্রতিদান দ্বারা ভূষিত করেন। এজন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা সম্পদকেই প্রকৃতপক্ষে স্থায়ী ও আবহমান সম্পদ আখ্যা দিয়েছেন। লোকেরা একটি ছাগল জবাই করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জিজ্ঞেস করলেন,'কিছু অবশিষ্ট আছে কি? হযরত 'আয়েশা (রা.) বললেন, বাহু ছাড়া কোনো কিছুই অবশিষ্ট নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, বাহু ছাড়া সব কিছুই অবশিষ্ট আছে।'[১৯০]

'বাহু ছাড়া সবকিছুই অবশিষ্ট আছে' এর অর্থ হলো, বাহুর গোশত ছাড়া সবকিছুই আল্লাহ্ তা'আলার পথে দান করে দেয়া হয়েছে। আর এর প্রতিদান পরকালে সংরক্ষিত আছে। এজন্যই তিনি বললেন, 'বাহু ছাড়া সবকিছুই অবশিষ্ট আছে।' তাঁর তীব্র বাসনা ছিল, বদান্যতা ও দানশীলতা মানুষের হৃদয়ে মজবুতভাবে গেঁথে যাক এবং তাদের নিকট দানশীলতা সেসব গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত হোক, যাতে সজ্জিত হয়ে তারা পরস্পর প্রতিযোগিতা করে। তিনি বলেন, 'দু' ধরনের লোক ঈর্ষার অধিকারী। সে ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পদ দান করেছেন এবং সে তা আল্লাহ্র পথে দান করে। আর সে

---

১৮৬ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ দ্র. আল কুর'আন, ৩৪: ৩৯

১৮৭ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ দ্র. আল কুর'আন, ০২: ২৭২

১৮৮ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী, অনু. মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ ও অন্যান্য, eLvix kixd, প্রাগুক্ত, হাদিস নং- ১৩৫৮, খ. ৩, পৃ. ২৭

১৮৯ মুহাম্মদ ইব্ন হাজ্জাজ আল কুশাইরি, mwnn gmwjg, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬

১৯০ 'আল্লামা ইযযুদ্দীন বালীক (রহ.), অনু. হাফিজ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল, wgbnvRm mv‡jnxb, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছেন, সে তদানুযায়ী সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং লোকদেরকে তা শিক্ষা দেয়।[১৯১]

এজন্য সচেতন মুসলিম স্বীয় সম্পদকে প্রজ্ঞার সাথে এমন সব স্থানে ব্যয় করে যা দ্বারা জাগতিক কল্যাণ ও পরকালের প্রতিদান অর্জিত হয়। তার সমুদয় সম্পদকেই ব্যয় করে দিয়ে ওয়ারিশদের বঞ্চিত করেনা আবার তা কল্যাণের পথে একেবারেই ব্যয় করা থেকে বিরত থাকে না। বরং সে শারি'আতের শিক্ষা ও উজ্জ্বল উদ্দেশ্যাবলীর আলোকে উভয় অবস্থাতেই মধ্যমপন্থা ও ভারসাম্য বজায় রাখে। আল্লাহ্ তা'আলার পথে ব্যয় করা সম্পদ তার নিকট উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে বেশি প্রিয় ও পছন্দনীয়। কেননা প্রথম প্রকার সম্পদই তার জন্য পরকালে স্থায়ী জীবনের সম্পদ হিসেবে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়ে 'আমলনামায় বাকী থাকবে।

দয়া, দান ও বদান্যতা মুসলিমগণের সমুন্নত গুণাবলীর অন্যতম। এজন্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর দরবারে এক ব্যক্তি এসে যখন প্রশ্ন করল, হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)! ইসলামের কোন জিনিস সবচেয়ে উত্তম? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, 'তুমি মানুষকে আহার করাবে এবং সালাম করবে। সে তোমার পরিচিত হোক বা অপরিচিত হোক।'[১৯২]

একজন মুসলিম কখনো কল্যাণকর কাজে সম্পদ ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। কেননা সে দ্বিনের শিক্ষামালা থেকে আলো অর্জন করেছে যে, সম্পদ ব্যয় ও দান করা উত্তম এবং তা হতে বিরত থাকা অনুচিত। সচেতন মুসলিমের হাতে পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয় করার পরও যখন অতিরিক্ত সম্পদ থাকে, তখন সে তা আটকে রাখে না, বরং তা আল্লাহ্ তা'আলার পথে ব্যয় করে প্রশান্তি অনুভব করে। কিন্তু আজকাল অনেক লোক সতর্কতা স্বরূপ ভবিষ্যতের অভাব-অনটন ও দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কিংবা আরো বেশি সম্পদশালী হওয়ার জন্য ব্যাংকে টাকা জমা করতেই থাকে। অথচ একজন মুসলিম আল কুর'আনের শিক্ষামালার আলোকে এ কথা বুঝতে সক্ষম হয় যে, এ সুযোগে সাদাকা করা সবচেয়ে উত্তম সঞ্চয়।

এভাবে আল কুর'আনের শিক্ষার আলোকে একজন মানুষ যখন সম্পদের মোহ ও কৃপণতাকে জয় করে আল্লাহ্ তা'আলার দ্বিনের প্রতিষ্ঠা এবং সমাজে অসহায়ত্ব ও দারিদ্র দূর করার জন্য উদার মনে দান করায় অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন তার স্বভাব থেকে সকল ধরনের অর্থনৈতিক মন্দ আচরণ দূরীভুত হয়ে সেখানে উদারতা ও প্রশান্তি প্রতিস্থাপিত হয়। তার আত্মা এ সংক্রান্ত যাবতীয় সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি লাভের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির অর্জনের প্রত্যাশায় পরিশুদ্ধির উন্নত স্তরের দিকে অগ্রসর হয়।

### ৪.২.৮ আত্মসংযম ও আত্মসমালোচনা

আত্মশুদ্ধি অর্জনে আত্মসংযম ও আত্মসমালোচনা এদু'টি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নিজেকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি যত মন্দ স্বভাব আছে, এগুলোকে অবদমিত করা এবং এজন্য কঠোর সাধনা করার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত পথে নিজেকে পরিচালনা করে তাঁর নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকাই হচ্ছে আত্মসংযম।[১৯৩] ইসলামে নৈতিকতার ভিত্তি হচ্ছে ঈমান, সালাত, রোজা, হজ্জ, যাকাত ও সৎগুণাবলি। আর আত্মসংযম হচ্ছে নৈতিকতার শক্তিকেন্দ্র। ঈমানের প্রাথমিক স্তরে মানুষ নৈতিকতার মৌলিক মাপকাঠি তথা হালাল হারাম, ন্যায় ও অন্যায় ইত্যাদি মেনে চলে এবং পর্যায়ক্রমে আল্লাহ্ তা'আলার 'ইবাদাত, যিক্র, ইসলামি জ্ঞান অধ্যয়ন, নিজ জীবনে ইসলামি নীতি অনুশীলন এবং নিয়মিত আত্মনিরিক্ষণ, আত্মশাসন ও আত্মসমালোচনার মাধ্যমে

১৯১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪

১৯২ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল বুখারি, mwnn Avj eLwi, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯; মুহাম্মদ ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশাইরি, mwnn gmwjg (মিশর: আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৭১৯

১৯৩ অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল মান্নান ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, ^'bw›'b Rxe‡b Bmjvg, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩০

*Dhaka University Institutional Repository*

আত্মশুদ্ধি লাভ করে।[১৯৪] তখন মানুষের চরিত্রে ও আচরণে আরো উন্নততর গুণ ও বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

আত্মসংযম ও আত্মসমালোচনার মাধ্যমে অনেক সুক্ষাতিসুক্ষ্ম বিষয়গুলো তার স্বভাবের সাথে একাকার হয়ে ভিন্ন এক সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলে। এ অবস্থায় তিনি সৃষ্টিকূলকে ভালবাসতে শুরু করেন, মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখলে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন, মানবতা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠেন। আত্মসমালোচনার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির অব্যাহত প্রচেষ্টায় এক পর্যায়ে তিনি নৈতিকতার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নিত হন। তখন তিনি আল্লাহ্‌র জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ দিতে প্রস্তুত হয়ে যান।[১৯৫]

AvZ¥mgv‡jvPbvi msÁv

e¨w³ wb‡R wb‡Ri wnmve MÖnY Kiv ev mgv‡jvPbv KivB AvZ¥mgv‡jvPbv|[196] AvZ¥mgv‡jvPbv AvZ¥ch©v‡jvPbv, AvZ¥`k©b, AvZ¥wbqš¿Y Ges Mfxi g‡bv‡hvM mnKv‡i wb‡Ri K…ZKg© ch©‡eÿY Kiv I Avjøøvn&i a¨v‡b wbgMœ nIqv‡K Avj Bn&wZmve ejv nq|[197] g~jZ wb‡Ri gb‡K c„w_exi PvKwPK¨gqZv, KjylZv I cswKjZv †_‡K gy³ K‡i Avjøøvn& gyLx Kivi j‡ÿ¨ AvZ¥mgv‡jvPbv GKwU ev¯ÍweK I cixwÿZ cš'v| ciKv‡j Avjøvn& ZvÔAvjvi wbKU Revew`wn Kiv †_‡K euvPvi j‡ÿ¨ wbqwgZ wbR Kg©Kv‡Ði wn‡me MÖnY K‡i Z`vbyhvqx wb‡R‡K AwaKZi ms‡kvwaZ I cwigvwR©Z Kivi Ae¨vnZ cÖ‡PóvB AvZ¥mgv‡jvPbv| Ôgvby‡li wn‡me AwZ wbK‡U Nwb‡q Avm‡Q, A_P Zviv wegyL n‡q MvdjwZi g‡a¨ c‡o Av‡Q|Õ[198]

AvZ¥ mgv‡jvPbvi Zvrch©

gvbyl †hLv‡b, hLb Ges †hfv‡e hv K‡i Zv AšÍZc‡ÿ †m wb‡R Ges Avjøøvn& ZvÔAvjv Rv‡bb|[199] hw`I gvbyl A‡bK †ÿ‡Î g‡b K‡i †KD †Zv †`L‡Q bv| Ô†Zvgiv †hLv‡bB _vK Avjøøvn& †Zvgv‡`i mv‡_ _v‡Kb|Õ[200] ÔAvjøøvn&i wbKU AvKvk I c„w_ex‡Z †Kv‡bv wKQzB †Mvcb _v‡K bv|Õ[201] ÔAvjøøvn& †Pv‡Li wek¦vmNvZKZv (A_©vr A‰ea `„wó) I g‡bi †Mvcb K_v Rv‡bb|Õ[202] ivm~jyjøvn& (mv.) e‡jb, ÔZzwg Avjøøvn&i ÔBev`Z Ggbfv‡e Ki‡e †hb Zzwg Zv‡K †`LQ| hw` Zzwg Zuv‡K bv †`L, Z‡e wZwb †Zvgv‡K

---

১৯৪ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান অনূদিত, Bmjvgx ms¯‹…wZi ggK_v (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১০ম প্রকাশ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ২২৮

১৯৫ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡرِي نَفۡسَهُ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِۚ وَٱللَّهُ رَءُوفُۢ بِٱلۡعِبَادِ ‘মানুষের মধ্যে কেউ এমনও আছ, যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে দেয় এবং এমন বান্দাদের উপর আল্লাহ্ তা‘আলা অনেক দয়াবান। দ্র. আল কুর’আন, ০২: ২০৭; আবদুস শহীদ নাসিম সম্পাদিত, Bmjvgx Rxeb e¨e¯’vi †gŠwjK iƒc‡iLv (ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ৩য় মুদ্রণ, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ১৬৩

১৯৬ অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল মান্নান ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, ˆ`‘bw›`b Rxe‡b Bmjvg, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৬; আল্লামা ইয্‌যুদ্দীন বালীক (রহ.) অনু. হাফিজ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল, wgbnvRm mv‡jnxb, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯

১৯৭ ইব্‌রাহিম মাদকুর, সম্পা. মুহাম্মদ মোস্তাফা, Avj gÔRvgj IqwmZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

১৯৮ ٱقۡتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمۡ وَهُمۡ فِي غَفۡلَةٖ مُّعۡرِضُونَ দ্র. আল কুর’আন, ২১: ০১

১৯৯ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ ‘যা কিছু বান্দাদের সামনে আছে তা তিনি জানেন, আর যা কিছু তাদের অগোচরে আছে তাও তিনি জানেন।’ দ্র. আল কুর’আন, ০২: ২৫৫

২০০ وَهُوَ مَعَكُمۡ أَيۡنَ مَا كُنتُمۡۚ `ª. Avj KziÕAvb, 57: 04

২০১ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخۡفَىٰ عَلَيۡهِ شَيۡءٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ `ª. Avj KziÕAvb, 03: 05

২০২ يَعۡلَمُ خَآئِنَةَ ٱلۡأَعۡيُنِ وَمَا تُخۡفِي ٱلصُّدُورُ দ্র. আল কুর’আন, ৪০: ১৯

Dhaka University Institutional Repository

†`L‡Qb e‡j aviYv ivL‡e|Õ[203] wZwb Av‡iv e‡jb, Ôgvbyl‡li Cgv‡bi GKwU DËg ¯Íi n‡"Q, †m G K_v wek¦vm Ki‡e †h, †m †hLv‡bB _vKzK Avjøvn& ZvÔAvjv Zvi mv‡_ Av‡Qb|Õ[204]

DwjøwLZ AvqvZ I nvw`‡mi Øviv G K_v eySv hvq, gvbyl †jvK Pÿzi Aš—iv‡j ev †hLv‡b hv wKQy KiæK Avjøvn& ZvÔAvjv meB †`L‡Qb| Avjøvn& ZvÔAvjv me©Á Ges me©Î weivRgvb Av‡Qb| Kv‡RB Avjøvn& ZvÔAvjvi Kv‡Q wn‡me †`qvi c~‡e©, AvZ¥mgv‡jvPbvi gva¨‡g wb‡R wb‡Ri wn‡me MÖnY Kiv DbœZ PwiÎ I ˆbwZKZv AR©‡bi GK m‡e©vËg weÁvbm¤§Z cš'v| ivm~jyjøvn& (mv.) e‡jb, Ôeyw×gvb †m e¨w³B, †h Zvi bvd&‡mi wn‡me †bq Ges g"Zz¨ cieZ©x Rxe‡bi Rb¨ KvR K‡i|Õ[205]

AvZ¥ïw× AR©‡bi †ÿ‡Î AvZ¥mgv‡jvPbvi ¸iæZ¡

cÖ‡Z¨K gymwjg bi-bvixi PwiÎ‡K e¨w³MZ cÖ‡Póvq cweÎ I Kjylgy³ Kivi j‡ÿ¨ AvZ¥mvgv‡jvPbvi ¸iæZ¡ Ab¯^xKvh©| gvbyl fzj Ki‡j wb‡R wb‡R jw¾Z n‡q bxi‡e Avjøvn& ZvÔAvjvi `iev‡i Zvlev K‡i ÿgv PvB‡e| AbyZß ev›`v‡K Avjøvn& ZvÔAvjv ÿgv Kivi Rb¨ cÖ¯'Z|[206] ZvQvov m"PwiÎevb nIqvi j‡ÿ¨ AvZ¥mgv‡jvPbv K‡i ms‡kvab nIqv cÖ‡Z¨‡Ki Rxe‡b AvR AZ¨vek¨Kxq| †h gvbyl wb‡R wb‡Ri Kg© we‡kølY K‡i AvZ¥mgv‡jvPbvi gva¨‡g ms‡kvwaZ nq, c"w_exi Ab¨ gvby‡liv †m Zvi mgv‡jvPbv Kivi my‡hvM cvqbv|

†h wb‡Ri wn‡me wb‡R MÖnY K‡i, A‡b¨i wbKU wn‡me w`‡Z Zvi †gv‡UB Kó nqbv Ges wb‡R‡K wbR we‡eK Øviv kvmb K‡i c"w_exi Ab¨ †Kvb gvbyl Zv‡K kvmb Ki‡Z cv‡ibv| AvZ¥mgv‡jvPbv ev AvZ¥kvm‡bi gva¨‡g gvby‡li Af¨šÍixY kw³ hLb BwZevPK cwieZ©‡bi Ab~Kyj n‡q hvq, ZLb ¯^vfvweKfv‡eB gvbe Pwi‡Îi cvkweK kw³¸‡jv `ye©j I wb‡¯ÍR n‡q c‡o| d‡j ax‡i ax‡i Zvi g‡a¨ gvbweKZv I ˆbwZKZv weKvk jvf Ki‡Z _v‡K| G ˆbwZKZv ch©vqµ‡g Av‡iv DbœZZi Ae¯'vi w`‡K AMÖmi n‡q e¨w³i AvZ¥v‡K cweÎ I cwiïw× K‡i †Zv‡j|

AvZ¥mgv‡jvPbvi kZ©

AvZ¥mgv‡jvPbvi gva¨‡g AvZ¥ïw× AR©b Ki‡Z n‡j wKQy kZ© Aek¨B cvjb K‡i Pjv `iKvi| †m kZ©¸‡jv wbb¥ifc:

1. wki&K gy³ Cgv‡bi AwaKvix n‡Z n‡e|[207]
2. wb‡Ri fyjÎæwU A‡š^l‡Yi Rb¨ b~b¨Zg BmjvwgÁvb _vK‡Z n‡e|[208]

---

২০৩ Bgvg gynv¤§` Be&b BmgvÔCj Avj eyLvwi, *mwnn Avj eyLvwi,* cÖv¸³, L. 1, c". 174

২০৪ ÔAvwj Avj gyËvwK, *Kvbh Avj ÔAvgvj* (ˆeiæZ: gyqvQQvQvZz Avi wimvjv, 1399 wn.), c". 221

২০৫ Avey Cmv AvZ wZiwgwh, *mybvb AvZ wZiwgwh, cÖv¸³,* L. 1, c". 147

২০৬ فَمَن تَابَ مِنۢ بَعۡدِ ظُلۡمِهِۦ وَأَصۡلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ 'যে বাড়াবাড়ি করার পর তাওবা এবং আত্ম সংশোধন করে নেয়, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করে তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়ালু।' দ্র. আল কুর'আন, ০৫: ৩৯

২০৭ وَإِذۡ قَالَ لُقۡمَٰنُ لِٱبۡنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَٰبُنَيَّ لَا تُشۡرِكۡ بِٱللَّهِۖ إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ 'সে কথা স্মরণ কর, যখন লোকমান তার ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলল, হে আমার পুত্র! আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরিক করবেনা। নিশ্চয়ই শিরক খুবই বড় যুলুম।' দ্র. আল কুর'আন, ৩১: ১৩

Dhaka University Institutional Repository

3. ev¯ÍeRxe‡b Bmjv‡gi c~Y© Abymvix n‡Z n‡e|[209]
4. Bmjvwg `vÔIqvZ I Bmjvg cÖwZôvi msMÖv‡gi mv‡\_ mivmwi Ges mwµqfv‡e m¤ú„³ \_vKv `iKvi|[210]
5. mivmwi Avjøvn& ZvÔAvjv‡K m¤§y‡L Dcw¯'Z †R‡b Zuvi wbKU ÿgv cÖv_©bv Kiv Ges Zuvi mv‡_ AvMvgx w`‡bi hveZxq K‡g©i e¨vcv‡i A½xKvi Kiv I Zv iÿv Kivi gvbwmKZv _vK‡Z n‡e|[211]
6. †Kej Avj KziÕAvb I mybœvn&i Av‡jv‡K wb‡R‡K ms‡kva‡bi †Póv Ki‡Z n‡e|[212]

Kvh©Ki AvZ¥mgv‡jvPbvi c×wZ

c„w_ex‡Z Avjøvn& ZvÔAvjvi cÖwZwbwa wn‡m‡e h_vh_fv‡e `vwqZ¡ cvjb Kivi Rb¨ cÖ‡qvRb, Avjøvn& ZvÔAvjv I ivm~jyjøvn& (mv.) Gi mv‡\_ AšÍ‡ii m¤úK©‡K MfxiZi Kiv| wkÿv, PwiÎ, ˆbwZKZv I gvbwmK kw³‡K e„w× Kiv| eûgyLx †hvM¨Zv I cÖwZfvi weKvk NUv‡bvi Rb¨ wbijmfv‡e †Póv Kiv| wb‡Ri ˆ`wbK mKj Kv‡Ri wn‡me cixÿv K‡i †`Lv, †hb fvj Kv‡Ri †ÿ‡Î AMÖMwZ wbiæcY Kiv hvq|[213] G cÖwµqvi bvgB ev¯Íe AvZ¥mgv‡jvPbv ev Bn&wZmv‡e bvd&m| cÖ‡Z¨K gyÕwg‡bi Rb¨ AvZ¥ïw×i D‡Ï‡k¨ wbqwgZ G KvRwU Kiv `iKvi|

cÖwZ w`‡b AšÍZ GKevi Aek¨B AvZ¥mgv‡jvPbv Kivi Rb¨ mgq wVK K‡i †bqv `iKvi| G †ÿ‡Î Dchy³ mgq †ei K‡i †bqv LyeB ¸iæZ¡c~Y©| mviv w`‡bi e¨¯ÍZvi ci wbweo I kvšÍ cwi‡e‡k my‡hvMgZ GKwU mgq wVK K‡i wb‡Z n‡e| dR‡ii bvgv‡Ri ci ev iv‡Z Nygv‡bvi c~‡e© n‡Z cv‡i| Avevi Mfxi iv‡Z Zvnv¾y` bvgv‡Ri ciI n‡Z cv‡i| m¤ú~Y© GKvMÖwP‡Ë Avjøøvn& ZvÔAvjv‡K mvg‡b Dcw¯'Z Dcjw× K‡i wZwb ÿgvkxj I cig `qvjy G wek¦vm g‡b g‡b RvMÖZ K‡i,

২০৮ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِّ وَٱلۡأَنۡعَٰمِ مُخۡتَلِفٌ أَلۡوَٰنُهُۥ كَذَٰلِكَۗ إِنَّمَا يَخۡشَى ٱللَّهَ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَٰٓؤُاْۗ ‘আর মানুষ, জীব জন্তু এবং গৃহপালিত পশুও নানা রংয়ের রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই শুধু আল্লাহ্‌কে ভয় করে।’ দ্র. আল কুর’আন, ৩৫: ২৮

২০৯ إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ فَٱعۡبُدِ ٱللَّهَ مُخۡلِصٗا لَّهُ ٱلدِّينَ ‘আমি এ কিতাব সত্যসহকারে আপনার নিকট অবতীর্ণ করেছি। কাজেই আপনার জীবনপদ্ধতিকে আল্লাহ্‌র জন্যই নির্ধারিত করে নিন এবং শুধু তাঁরই দাসত্ব করতে থাকুন।’ দ্র. আল কুর’আন, ৩৯: ০২

২১০ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبۡتَغُوٓاْ إِلَيۡهِ ٱلۡوَسِيلَةَ وَجَٰهِدُواْ فِي سَبِيلِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ‘হে বিশ্বাস স্থাপনকারী লোকেরা, আল্লাহ্‌কে ভয় করে চল, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর এবং তাঁর পথে জিহাদ কর। হয়তো তোমরা সফলকাম হবে। দ্র. আল কুর’আন, ০৫: ৩৫; وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ‘আর যারা আমার উদ্দেশ্যে চেষ্টা সাধনা করবে, তাদেরকে আমি অবশ্যই আমার পথ দেখাবো। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের সাথেই আছেন।’ দ্র. আল কুর’আন, ২৯: ৬৯

২১১ إِنَّمَا ٱلتَّوۡبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٖ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٖ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا ‘জেনে রাখো, আল্লাহ্‌র কাছে একমাত্র তাদেরই তাওবা গ্রহণযোগ্য হতে পারে, যারা না জেনে কোন খারাপ কাজ করে ফেলে এবং এরপর দেরি না করে তাওবা করে নেয়। এ ধরনের লোকদের তাওবাই আল্লাহ্ কবুল করেন। আল্লাহ্ সব খবর রাখেন এবং তিনি মহাজ্ঞানী ও বুদ্ধিমান।’ দ্র. আল কুর’আন, ০৪: ১৭

২১২ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخۡشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقۡهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَآئِزُونَ ‘যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের হুকুম পালন করে, আল্লাহ্‌কে ভয় করে ও তাঁর বিরোধীতা থেকে বেঁচে থাকে, তারাই সফলকাম।’ দ্র. আল কুর’আন, ২৪: ৫২

২১৩ মু’মিনের প্রকৃত সফলতা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ‘হে ঈমানদারগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার কথা বলবোনা! যা তোমাদেরকে ভয়াবহ শাস্তি থেকে রেহাই দিতে পারে? তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের উপর ঈমান আনবে এবং আল্লাহ্‌র পথে তোমাদের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করে জিহাদ করবে, এটিই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম যদি তোমরা অনূধাবন করতে পার।’ দ্র. আল কুর’আন, ৬১: ১০-১১

*Dhaka University Institutional Repository*

wZwb gnvcivµgkvjx Ges fqvbK kvw¯Í`vZv G fxwZ Zxeªfv‡e g‡b K‡i mvnvh¨ PvB‡Z n‡e|[214]

e¨w³MZ wel‡q AvZ¥mgv‡jvPbv

e¨w³MZ Rxe‡bi mv‡_ m¤ú„³ Avjøøvn& ZvÔAvjvi †`qv `yÕ‡Pv‡L `„k¨gvb AmsL¨ wbÔAvg‡Zi K\_v wPšÍv K‡i K…ZÁwP‡Ë ¯§i‡Y wb‡R‡M wbgMœ Kiv|[215] cvwb, evZvm I Lv`¨mvgMÖx BZ¨vw` mvaviY wbÔAvgZmg~n Ges wb‡Ri cÖwZ we‡klfv‡e cÖ`Ë wbqvgZivwR h_v my¯'¨ mej †`n, A½ cÖZ¨½ †\_‡K ïiæ K‡i Avjøvn&i c‡\_ Pjvi Rb¨ ZvIwdK`vb BZ¨vw` mg¯Í K\_v wPšÍv K‡i AebZ g¯Í‡K wmR&`v Kiv Ges Zvmwen& cov I ejv Ô†n Avgvi ie mg¯Í cÖksmv †Kej †ZvgviB|Õ Gevi GK GK K‡i wb‡Ri PweŸk N›Uvi KvR¸‡jv LwZ‡q †`Lv, MZ cy‡ivUv w`b †hfv‡e I †h Kv‡R LiP n‡jv Zv‡Z Avjøvn&i mš'wó I bvwe (mv.) Gi mvdvÔAvZ m¤¢ebv A‡š^lY Ki‡Z n‡e| wØ‡bi †h `vex i‡q‡Q Zv c~iY Kivi wel‡q m‡Pó n‡Z n‡e|[216] Gfv‡e AvZ¥mgv‡jvPbv Ki‡j e¨w³MZ wel‡q A‡bK ÎæwU Luy‡R cvIqv hv‡e, †h ¸‡jvi Rb¨ AbyZß I jw¾Z n‡q cieZ©x w`b¸‡jv‡Z Av‡iv fv‡jv wKQy Kivi e¨vcv‡i Avjøvn& ZvÔAvjv‡K ¯^vÿx †i‡L wb‡Ri mv‡_ A½xKvie× n‡Z n‡e|

cvwievwiK wel‡q AvZ¥mgv‡jvPbv

cvwievwiK Rxe‡b ivm~jyjøvn& (mv.) Gi Av`k© AbymiY Kivi wel‡q Mfxi g‡bv‡hv‡Mi mv‡\_ AvZ¥wRÁvwmZ n‡Z n‡e|[217] wb‡R‡K D‡jøwLZ cÖkœ Ki‡Z n‡e †h, Avwg Avgvi wcZv, gvZv, fvB I †ev‡bi e¨vcv‡i KZUv `vwqZ¡ cvjb I nK Av`vq Ki‡Z cvijvg, KZUv b¨vqm½Z e¨envi Ki‡Z cvijvg, Zv‡`i e¨vcv‡i fvimvg¨ iÿv Ki‡Z cvijvg wK bv| Avwg wbR ¯^vgx ev ¯¿xi e¨vcv‡i KZUzKz wek¦¯Í, mšÍvb‡`i e¨vcv‡i KZUzKz `vwqZ¡evb Gmg¯Í welq¸‡jv Mfxi wPšÍv I ch©v‡jvPbvi gva¨‡g Kvh©Ki AvZ¥kvmb Ki‡Z n‡e| †h mKj †ÿ‡Î

---

২১৪ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِۖ هُوَ ٱلرَّحۡمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلۡمُؤۡمِنُ ٱلۡمُهَيۡمِنُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡجَبَّارُ ٱلۡمُتَكَبِّرُۚ سُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشۡرِكُونَ 'তিনিই আল্লাহ্, যিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই তিনি জানেন। তিনিই রাহ্মান ও রাহিম। তিনিই আল্লাহ্, যিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনিই বাদশাহ, অতি পবিত্র, স্বয়ং শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, রক্ষক, সবার উপর বিজয়ী, নিজ আদেশ কার্যকর করায় শক্তিমান এবং অহংকারের অধিকারী।' দ্র. আল কুর'আন, ৫৯: ২২, ২৩

২১৫ 'প্রথমে আল্লাহ্র অনুগ্রহের কথা স্বীকার করে তাঁর বিরুদ্ধাচরণে লজ্জিত ও অনুতপ্ত বোধ করা এবং পরিশেষে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় দেহ মন ঝুঁকে পড়ে হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দন, মুখের প্রতিটি কথা, আর অন্তরের প্রতিটি খেয়াল দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিজেকে সোপর্দ করাই প্রকৃত কৃতজ্ঞতা।' দ্র. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমেদ, Zvdmxi dx wjvjxj KziAvb, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৮; وَإِذۡ تَأَذَّنَ رَبُّكُمۡ لَئِن شَكَرۡتُمۡ لَأَزِيدَنَّكُمۡۖ وَلَئِن كَفَرۡتُمۡ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ 'স্মরণ করো, তোমাদের প্রভূ তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, তোমরা যদি কৃতজ্ঞ হও তাহলে আমি তোমাদেরকে আরো বাড়িয়ে দিব, আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।' দ্র. আল কুর'আন, ১৪: ০৭

২১৬ ٱقۡتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمۡ وَهُمۡ فِي غَفۡلَةٖ مُّعۡرِضُونَ 'মানুষের হিসাব অতি নিকটে ঘনিয়ে আসছে অথচ তারা গাফলতির মধ্যে বিমুখ হয়ে পড়ে রয়েছে।' দ্র. আল কুর'আন, ২১: ০১; إِنَّ إِلَيۡنَآ إِيَابَهُمۡ ثُمَّ إِنَّ عَلَيۡنَا حِسَابَهُم 'সন্দেহ নেই তাদেরকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। অতপর আমাকে তাদের হিসাব দিতে হবে।' দ্র. আল কুর'আন, ৮৮: ২৫-২৬

২১৭ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا 'হে মানুষ, তোমরা সচেতন ও কর্তব্যপরায়ণ হও তোমাদের রবের প্রতি, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একজনমাত্র ব্যক্তি থেকে। আর তার থেকেই সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে। অতঃপর তাদের দু'জন থেকে সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য পুরুষ ও নারী। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পর অধিকার দাবী কর। আর রক্ত সম্পর্কের নিকটাত্মীয়দের অধিকারের ব্যাপারে সতর্ক হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের উপর তত্ত্বাধানকারী পাহারাদার।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ০১

wb‡Ri Ae‡njv, AÿgZv, ÎæwU wePy¨wZ ev Ac~Y©Zv cvIqv hv‡e, †m ¸‡jv `~i Kivi Kvh©Ki cš’vI AvZ¥mgv‡jvPbvi gva¨‡gB A‡š^lY Ki‡Z n‡e| wb‡Ri mv‡_ I wbR mªóv Ges ie Avjøvn&& ZvÔAvjvi mv‡_ D³ welqmg~n h_vh_ cvjb Kivi e¨vcv‡i cÖwZkÖæwZe× n‡Z n‡e|

mvgvwRK wel‡q AvZ¥mgv‡jvPbv

gvbyl mvgvwRK Rxe| mgv‡R gvbyl G‡K Ac‡ii Dci wbf©ikxj|[218] cvi¯úwiK `vqe×Zv mvgvwRK m¤úK©‡K Av‡iv gReyZ I msnZ K‡i †Zv‡j| G Kvi‡Y mvgvwRK Kg©Kv‡Ði wel‡q AvZ¥wRÁvwmZ n‡q Rxeb cwiPvjbv Ki‡j gvbyl evovevwo I Ab¨vq †_‡K wb‡R‡K iÿv Ki‡Z cv‡i| cÖ_‡gB fve‡Z n‡e, Avwg †h c‡_ †ivRMvi KiwQ, †h c‡_ e¨q KiwQ Zv ˆea wKbv? Avwg Kv‡iv mv‡_ †Kvb A½xKvi f½ K‡iwQ wKbv? Avwg mgv‡Ri Kv‡iv mv‡_ Kó`vqK AvPiY K‡iwQ wKbv? Avwg †Kvb wg_¨v K_v e‡j †d‡jwQ wKbv? mgvR I iv‡óªi e¨vcv‡i Avgvi Dci Awc©Z `vwqZ¡ h_vh_fv‡e cvjb K‡iwQ wKbv? G mg¯Í welq wPšÍvfvebvi g‡a¨ G‡b Lvivc w`K¸‡jv †_‡K †eu‡P _vKv Rb¨ `„p c`‡ÿc MÖnY Ki‡Z n‡e|

ÔBev`vZ I AvbyMZ¨ wel‡q AvZ¥mgv‡jvPbv

G welqwU Mfxifv‡e †f‡e †`L‡Z n‡e, †hb wb‡Ri Øviv Ggb †Kv‡bv KvR msNwUZ bv nq hv‡Z Avjøøvn& ZvÔAvjvi Am‡šÍvl I †`vh‡Li AvksKv i‡q‡Q| †Kvb fvj KvR Kivi wcQ‡b Lvivc D‡Ïk¨ †hb AšÍ‡i KL‡bv ¯’vb bv cvq| †Pv‡Li `„wó Avjøvn& ZvÔAvjvi †`qv mxgvi evB‡i †hb P‡j bv hvq| †Kv‡bv wg_¨v K_v ejv A_ev †Kvb PvjvwKi AvkÖq †hb †bqv bv nq| †Kv‡bv A½xKvi †hb jswNZ bv nq, Kv‡iv g‡b †hb †Kv‡bvfv‡e Kó †`qv bv nq| Kv‡iv Abycw¯’wZ‡Z Zvi wb›`v Kiv, †Kv‡bv mvnvh¨cÖv_©x‡K wegyL Kiv, bvgv‡h Ag‡bv‡hvwMZv ev RvgvÔAvZ m¤ú‡K© D`vmxbZv BZ¨vw` RvZxq †h †Kv‡bv ¸bvn& n‡q _vK‡j Zvi Rb¨ webq mnKv‡i ZvIev Ki‡Z n‡e| fwel¨‡Z Gme ¸bvn& †_‡K euvPvi Rb¨ Avjøvn&i mv‡_ A½xKvi Ki‡j ch©vqµ‡g AvZ¥ïw× jvf Kiv m¤¢e|

Gfv‡e cÖwZw`b AvZ¥mgv‡jvPbvi Af¨vm M‡o Zzj‡Z cvi‡j gvbyl cÖwZwU gyû‡Z© wb‡Ri mw½ wn‡m‡e Avjøvn& ZvÔAvjvi Aw¯ÍZ¡ Abyfe K‡ib|[219] d‡j gvbyl Ggb Abyf~wZ wb‡q KvR Ki‡Z Af¨¯Í n‡q DV‡e †hb, Avjøvn& ZvÔAvjv Zv‡K †`L‡Qb Avi wZwbI Avjøvn&‡K †`L‡Qb|[220] G Ae¯’vq Zvi cÖwZwU Kg©, K_v, cwiKíbv, AvPvi AvPiY meB †Kej Avjøvn&i mš‘wói Rb¨

---

২১৮ অধ্যাপক এ. টি. এম. মুসলেহ উদ্দিন ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, mxivZ wek‡Kvl (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮ খ্রি.), খ. ১৪, পৃ. ১২১

২১৯ وَفِي ٱلۡأَرۡضِ ءَايَٰتٞ لِّلۡمُوقِنِينَ وَفِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ أَفَلَا تُبۡصِرُونَ ‘পৃথিবীর প্রতিটি বিন্দুতে এবং তোমাদের নিজের সত্ত্বায় বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ্ তা‘আলার অস্তিত্বের বিপুল নিদর্শন রয়েছে। তোমরা কি তা দেখতে পাওনা?’ দ্র. আল কুর’আন, ৫১: ২০, ২১

২২০ সালাতের বিষয়ে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ‘তোমরা সালাত বাস্তবায়নকারী হয়ে যাও, বিশেষ করে যে সালাতের মধ্যে সালাতের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে। আর আল্লাহ্র সামনে এমনভাবে দাঁড়াও, যেমন অনুগত দাস তাঁর মালিকের সামনে দাঁড়ায়।’ দ্র. আল কুর’আন, ০২: ২৩৮

Dhaka University Institutional Repository

†K›`ªxf~Z n‡q DV‡e| Zuvi mš'wó I Amš'wó‡K †K›`ª K‡iB gvby‡li me wKQy AvewZ©Z n‡e|[221] d‡j gvby‡li g‡a¨ GK AcÖwZ‡iva¨ Ava¨vwZ¥K I ˆbwZK kw³i mÂvi nIqvq †m mKj ai‡bi Aciva †_‡K wb‡R‡K iÿv K‡i wbwØ©avq Ab¨vq I AZ¨vPvi cÖwZ‡iva Ki‡Z cvi‡e|[222] Avjøvn&i wØb cÖwZôvi msMÖv‡g AvZ¥wb‡qvM K‡i mKj cÖwZK~j cwiw¯'wZ‡Z AwePj _vK‡Z cvi‡e|[223] myZivs GK_v AZ¨šÍ my¯úó cÖgvwYZ †h, DbœZ AvPiY Ges ˆbwZKZv AR©b Kivi Rb¨ AvZ¥mshg I AvZ¥mgv‡jvPbvi ¸iæZ¡ Acwimxg| g~jZ DbœZ AvPiY I ˆbwZKZv AR©‡bi Ae¨vnZ cÖ‡Póvi gva¨‡gB AvZ¥ïw× AwR©Z nq|

## ৪.৩ আত্মশুদ্ধি অর্জনে অনুকূল পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা

AvZ¥ïw× AR©‡b AbyK~j cwi‡ek I cvwicvwk¦©KZvi ¸iæZ¡ Acwimxg| gvbyl c„w_ex‡Z GKv Avm‡jI GKwU cwiev‡i Zvi Rb¥ nq| †m cwiev‡i gvbyl ax‡i ax‡i †e‡o D‡V| cvwievwiK cwi‡ek Zvi wPšÍv, g~j¨‡eva I AvPi‡Yi Dci me©vwaK Kvh©Ki cÖfve we¯Ívi K‡i|[224] Avevi GKUz eo n‡jB †m wkÿv AR©b I K‡g©i cÖ‡qvR‡b mvgvwRK I ivóªxq cwigÐ‡j cÖ‡ek K‡i| mgvR I iv‡óª we`¨gvb wkí, mvwnZ¨ I ms¯‹…wZ Zvi Ávb‡K cÖmvwiZ K‡i Ges wPšÍv‡K wbqš¿‡Yi †Póv K‡i| MYgva¨‡gi cÖPvi bxwZ I Av`k© Zvi Pwi‡Îi wewfbœ w`K‡K wbwð cÖfvweZ K‡i| GgZve¯'vq, mwVK I cwic~Y©fv‡e wØb wkÿv, MYgva¨‡g cÖPvi I m¤cÖPv‡ii gva¨‡g wkï Ges wK‡kvi eq‡mB AvZ¥ïw×i AbyK~j cwi‡ek m„wó K‡i cvwicvwk¦©K Ae¯'v‡K Bmjvwg Av`‡k©i Av‡jv‡K cwiPvjbv Ki‡Z cvi‡j mn‡RB AvZ¥ïw× AR©b Kiv m¤¢e| Avi G cÖwµqvq GKwU DbœZ PvwiwÎK ˆewkó¨m¤úbœ, cweÎ ¸Y I AvPi‡Y mg„× bvMwiK mgvR M‡o †Zvjv m¤¢e| wb‡¤œ AvZ¥ïw× AR©‡b AbyK~j cwi‡ek I cvwicvwk¦©KZvi ¸iæZ¡ wel‡q Av‡jvPbv Kiv nj|

### 4.3.1 cvwievwiK ixwZ-bxwZ

AvZ¥ïw× AR©‡bi Rb¨ AbyK~j cwi‡ek I cvwicvwk©KZvi g‡a¨ cvwievwiK ixwZ bxwZi cÖfve me©vwaK| cwiev‡ii m`m¨‡`i g‡a¨ gv‡qi f~wgKv

---

২২১ وَلَسَوۡفَ يَرۡضَىٰ إِلَّا ٱبۡتِغَآءَ وَجۡهِ رَبِّهِ ٱلۡأَعۡلَىٰ ‘সে তো শুধু তার মহান রবের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করে। অবশ্যই তিনি তার উপর সন্তুষ্ট হবেন।’ দ্র. আল কুর’আন, ৯২: ২০-২১; رَضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ رَبَّهُۥ ‘আল্লাহ্ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, তারাও আল্লাহ্‌র উপর খুশী হয়েছে। এ সব তারই জন্য, যে তার রবকে ভয় করেছে।’ দ্র. আল কুর’আন, ৯৮: ০৮

২২২ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحۡسِنُونَ ‘আল্লাহ্ তো তাদের সাথেই রয়েছেন, যারা আল্লাহ্‌র ভয়ে বেছে বেছে কাজ করে এবং সর্বোত্তম কাজটিই করে।’ দ্র. আল কুর’আন, ১৬: ১২৮

২২৩ এ বৈশিষ্টসম্পন্ন লোকের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡرِي نَفۡسَهُ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِۚ وَٱللَّهُ رَءُوفُۢ بِٱلۡعِبَادِ ‘আর মানুষের মধ্যেই এমন লোক রয়েছে যে, কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই নিজের জীবন প্রাণ উৎসর্গ করে। বস্তুত আল্লাহ্ এসব বান্দার প্রতি খুবই অনুগ্রহশীল।’ দ্র. আল কুর’আন, ০২: ২০৭

২২৪ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, cwievi I cwiewiK Rxeb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

me‡P‡q †ewk|[225] m”PwiÎevb, Av`k©evb, DbœZ gvbwmKZv m¤úbœ, †fvM wejv‡mi cÖwZ wbivm³ Ges wb‡jv©f wn‡m‡e mšÍvb‡K M‡o †Zvjvi Rb¨ gv‡qi f~wgKv Ab¯^xKvh©| G †ÿ‡Î wcZvi f~wgKvI Kg ¸iæZ¡c~Y© bq| mšÍvb gv‡qi †¯œ‡n I wcZvi Av`‡k© †e‡o D‡V Ges Df‡qi m¤§wjZ Pwi‡Îi cÖfv‡e Zvi ˆbwZK g~j¨‡eva m„wó nq| cwiev‡ii Ab¨vb¨ m`m¨ †hgb fvB †evb, PvPv, PvwP, `v`v, `vw` mK‡ji KvQ †_‡KB †m bxwZ Av`k© MÖnY K‡i| GgZve¯’vq mšÍvb‡K Av`k© mšÍvb wn‡m‡e M‡o Zzj‡Z n‡j me© cÖ_g evev gv‡K Av`k©evb n‡Z n‡e Ges cvwievwiK mKj wel‡q Bmjvwg bxwZ Av`‡k©i ev¯Íevqb _vK‡Z n‡e|

cvwievwiK cwigÐ‡j cÖZ¨n mKv‡j Avj KziÕAvb Aa¨q‡bi wbqg _vK‡Z n‡e| mKj‡K mwnnfv‡e KziÕAvb wZjvIqvZ Rvbv cwiev‡ii bxwZ I HwZ‡n¨i AšÍfy©³ K‡i wb‡Z n‡e|[226] cwiev‡ii m`m¨‡`i‡K Aviwe fvlv Rvbvi e¨vcv‡i Ggbfv‡e DØy× Ki‡Z n‡e, Zv †hb †iIqv‡R cwiYZ n‡q hvq| cwiev‡ii Af¨šÍ‡i mvjv‡gi cÖPjb Ki‡Z n‡e|[227] evjK †_‡K cyiæl mKj‡K RvgvÔAv‡Z mvjvZ Av`v‡qi e¨vcv‡i Af¨¯Í n‡Z n‡e|[228] cwiev‡ii Af¨šÍ‡i c`©v e¨e¯’v Ggbfv‡e ev¯Íevqb Ki‡Z n‡e †hb, cÖ‡Z¨KwU m`m¨ G e¨e¯’vq AbyMZ I cvnviv`vi n‡q hvq|[229] mZ¨ K_v ejvi e¨vcv‡i Ggbfv‡e DØy× Ki‡Z n‡e, †hb Zviv †Kvb Ab¨vq Ki‡jI Aejxjvq Zv ¯^xKvi K‡i|[230] nvjvj †ivRMv‡ii cÖwZ mKj‡K Ggbfv‡e DrmvwnZ Ki‡Z n‡e †hb Pig Afv‡e co‡jI Zviv mš‘ó wP‡Ë nvjvj‡KB †e‡Q †bq|[231]

cwiev‡ii m`m¨‡`i cvi¯úwiK m¤ú‡K©i welqwU Ggbfv‡e m„wó Ki‡Z n‡e †hb, cy‡iv cwievi GKwU †`‡ni b¨vq n‡q hvq| GKR‡bi mvgvb¨ KóI Ab¨‡K Pig e¨vw_Z K‡i|[232] Ac‡ii AwaKvi m¤ú‡K© Ávb AR©‡bi me‡P‡q

২২৫ ড. মুহাম্মদ আলি আল হাশিমি, অনু. মাসঊদুর রহমান, Av‘k gmwjg bvix (ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ২য় সংস্করণ, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ২৫২

২২৬ ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَّمَ ٱلۡقُرۡءَانَ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ عَلَّمَهُ ٱلۡبَيَانَ ‘অতি বড় দয়ালু আল্লাহ্ এ কুর’আনের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং কথা বলা শিখিয়েছেন।’ দ্র. আল কুর’আন, ৫৫: ০১-০৪

২২৭ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتًا غَيۡرَ بُيُوتِكُمۡ حَتَّىٰ تَسۡتَأۡنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهۡلِهَاۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ‘হে ঈমানদার লোকেরা, তোমাদের ঘর ছাড়া অন্যদের ঘরে তাদের অনুমতি ব্যতীত এবং তাদেরকে সালাম পাঠানো ছাড়া কখনো প্রবেশ করবেনা। এটি তোমাদের জন্য উত্তম পন্থা। আশা করা যায় তোমরা এ বিষয়ে খেয়াল রাখবে।’ দ্র. আল কুর’আন, ২৪: ২৭

২২৮ وَأۡمُرۡ أَهۡلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصۡطَبِرۡ عَلَيۡهَاۖ لَا نَسۡـَٔلُكَ رِزۡقٗاۖ نَّحۡنُ نَرۡزُقُكَۗ وَٱلۡعَٰقِبَةُ لِلتَّقۡوَىٰ ‘আপনার পরিবার পরিজনকে সালাতের আদেশ দিন এবং নিজেও তা মজবুতভাবে পালন করুন। আমি আপনার কাছে রিয্ক চাইনা। বরং আমিই আপনাকে রিয্ক দিচ্ছি। আর তাকওয়াবানদের জন্যই উত্তম পরিণাম রয়েছে।’ দ্র. আল কুর’আন, ২০: ১৩২

২২৯ وَإِذَا بَلَغَ ٱلۡأَطۡفَٰلُ مِنكُمُ ٱلۡحُلُمَ فَلۡيَسۡتَـٔۡذِنُواْ كَمَا ٱسۡتَـٔۡذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ‘যখন তোমাদের সন্তানেরা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যায়, তখন তারা অবশ্যই যেন তেমনিভাবে অনুমতি নিয়ে আসে, যেমনিভাবে তাদের বড়রা অনুমতি নিয়ে এসে থাকে। এভাবেই আল্লাহ্ তাঁর আয়াতগুলো তোমাদের সামনে স্পষ্ট করে দেন। আর আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী ও মহাকুশলী।’ দ্র. আল কুর’আন, ২৪: ৫৯

২৩০ কারণ, মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহ্ তা‘আলা স্বয়ং অভিসম্পাত করেছেন। فَنَجۡعَل لَّعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلۡكَٰذِبِينَ ‘যে মিথ্যাবাদী তার উপর আল্লাহ্র অভিশাপ বর্ষিত হোক।’ দ্র. আল কুর’আন, ০৩: ৬১

২৩১ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ ‘হে মানবজাতি, পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু, তা হতে তোমরা পানাহার কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।’ দ্র. আল কুর’আন, ০২: ২৬৮

২৩২ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, cwievi I cwievwiK Rxeb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

*Dhaka University Institutional Repository*

¸iæZ¡c~Y© RvqMv n‡"Q cwievi| †QvU‡`i cÖwZ Av`i †¯œn I eo‡`i cÖwZ kª×v Ges Av`e k„•Ljv cwiev‡ii †MŠi‡e cwiYZ n‡Z n‡e| cwiev‡i eoiv wb‡R‡`i‡K †QvU‡`i Rb¨ DbœZ Av`‡k©i `„óvšÍ wn‡m‡e Dc¯'vcb Ki‡Z n‡e[233] Ges Zv‡`i‡K mv‡\_ wb‡q Ggbfv‡e KvR Ki‡e †hb †QvUiv †Kej bwmn‡Zi Dci wbf©i bv K‡i Zv ev¯Í‡e Abykxjb Ki‡Z cv‡i| cwiev‡i wØ‡bi PP©v \_vK‡j, Bmjvwg wkÿv I ms¯‹…wZi c~Y© AbymiY \_vK‡j Zvi cÖfv‡e e¨w³i AvZ¥ïw× AR©b A‡bK mnRZi nq| G Rb¨ AvZ¥ïw×i cÖ‡qvR‡b me© cÖ\_g Bmjvwg ixwZbxwZ Abyhvqx GKwU cwic~Y© Av`k©evb cwievi MVb Ki‡Z n‡e|

## 4.3.2 ivóªxq I mvgvwRK ixwZ-bxwZ

AvZ¥ïw× AR©‡bi Rb¨ †hifc cwi‡ek I cvwicvwk¦©KZv `iKvi, Zvi g‡a¨ cwiev‡ii c‡iB i‡q‡Q ivóªxq I mvgvwRK ixwZ bxwZi cÖfve| Av`k© mgvR n‡jv Av`k©evb gvbyl Movi Avw½bv| †hLv‡b \_vK‡e Av`k© wPšÍv, my›`i cwi‡ek, cvi¯úwiK mym¤úK© I Kj¨vY Kvgbv|[234] Av`k©evb gvbyl Movi †ÿ‡Î mgvR I iv‡óªi `vqe×Zv i‡q‡Q|[235] we`¨gvb mgvR e¨e¯'vB wba©viY K‡i †`q AvMvgxw`‡b G mgv‡Ri bvMwiKMY †Kgb n‡e, Kxifc M‡o DV‡e, DbœZ mgvR wewbg©v‡Yi Rb¨ Zviv KZUzKz †hvM¨ I `ÿ n‡e| myZivs AvMvgx w`‡bi Rb¨ DbœZ PwiÎevb, mr I `ÿ bvMwiK Avkv Ki‡j mgvR‡K c~‡e©B †mfv‡e †X‡j mvRv‡Z nq| mvgvwRK ixwZ bxwZ, wkÿv I ms¯‹…wZi cÖPjb †mfv‡eB Ki‡Z n‡e| mvgvwRK m‡PZbZv I m¤úK© Ggbfv‡e M‡o Zzj‡Z n‡e †hb †MvUv mgvRwU GKwU eo cwievi|[236]

gvbyl‡K cÖwZ‡ekx wn‡m‡e G‡K Ac‡ii mvgwMÖK Kj¨vY Kvgbvq GwM‡q Avm‡Z n‡e|[237] †hb mvgvwRK m¤úK© gReyZ nq| G †ÿ‡Î mgv‡Ri cÖexb‡`i‡K AZ¨šÍ mZK© c`‡ÿc wb‡Z nq, †hb Zv‡`i Øviv †Kvb Lvivc `„óvšÍ cÖwZwôZ n‡Z bv cv‡i| mw¤§wjZ cÖ‡Póvq Ab¨vq Aciv‡ai mKj wQªc_ AZ¨šÍ mZK©Zvi mv‡_ eÜ Ki‡Z n‡e, †hb K‡i †Kvb Ae¯'v‡ZB Ziæ‡biv Aciv‡a cÖjyä n‡Z bv cv‡i| mvgvwRK MVbg~jK Kg©Kv‡Ð wK‡kvi I Ziæb‡`i e¨vcKnv‡i m¤ú„³ Ki‡Z n‡e| G‡Z K‡i Zviv mvgvwRK m¤ú‡K©i ¸iæZ¡ ev¯Í‡e Abyaveb Ki‡e| Bmjvwg wewa-weav‡bi Av‡jv‡K mvgwRK mKj Kg©m~wP MÖnY Ki‡Z n‡e Ges Gi wecixZ n‡j mw¤§wjZ cÖqv‡m K‡Vvifv‡e Zv eÜ

---

২৩৩ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفۡعَلُونَ 'হে মু'মিনগণ, তোমরা যা নিজে করোনা তা কেন বল?' দ্র. আল কুর'আন, ৬১: ০২

২৩৪ আফজাল হোসাইন, অনু. অধ্যাপক মোশারফ হোসাইন, wkÿv I cwkÿY (ঢাকা: ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৩৬

২৩৫ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Aciva cwZ‡iv‡a Bmjvg (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ৪র্থ সংস্করণ, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ১৯২

২৩৬ জাবেদ মুহাম্মদ, m"PwiÎ MV‡bi i/c‡iLv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭; 'ইসলাম ব্যক্তির দেহ, আত্মা জীবনের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের মধ্যে সামাজিক একাত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তার বিধানের মধ্যে এ ব্যবস্থাও করে দিয়েছে যে, ব্যক্তি ও সমাজের জীবনের উদ্দেশ্য হবে এক ও অভিন্ন।' উদ্ধৃত, সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, মাওলানা কেরামত আলী নিযামী, Bmjv‡g mvgwRK mwePvi, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

২৩৭ وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۗ 'এবং এক আল্লাহ্‌র দাসত্ব গ্রহণ কর, তাঁর সাথে বিন্দুমাত্র শির্‌ক করো না। আর পিতা মাতার প্রতি সদাচরণ কর, কল্যাণ কামনা ও কল্যাণমূলক আচরণ কর নৈকট্য সম্পন্ন ব্যক্তি, ইয়াতিম ও মিসকিন, নিকটাত্মিয়সম্পন্ন প্রতিবেশী, পার্শ্বে অবস্থানকারী প্রতিবেশী ও পার্শ্ববর্তী সহচর এর সাথে।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ৩৬

*Dhaka University Institutional Repository*

Ki‡Z n‡e|[238] Av`k© bvMwiK m„wói j‡ÿ¨ wkÿv cÖwZôvb M‡o †Zvjv, cwiPvjbv Kiv Ges wkÿv KvwiKzjvg cÖYqb I ev¯Íevq‡bi c`‡ÿc wb‡Z n‡e|[239] G †ÿ‡Î weevn Abyôv‡bi ixwZ bxwZ, evwl©K µxov I mvs¯‹…wZK Abyôvb, wewfbœ ag©xq Abyôvb I w`em, cvjb mKj †ÿ‡ÎB Bmjvg cÖ`Ë wbqg AbymiY GKvšÍ Riæwi|[240]

AvaywbK we‡k¦ ivóª gvbe Rxe‡bi mKj w`K I wefvM wbqš¿Y K‡i| G †ÿ‡Î iv‡óªi Kvh©cwiwa me©e¨vcx| G Rb¨ Av`k© bvMwiK MVb ivóªxq AvbyK~j¨ I cÖZ¨ÿ mn‡hvwMZv Qvov †Kvb µ‡gB m¤¢e bq| Av`k© bvMwiK MV‡bi `vq †Kvb fv‡eB ivóª Gwo‡q †h‡Z cv‡ibv|[241] iv‡óªi eZ©gvb bxwZ Av`k©B wba©viY K‡i w`‡e AvMvgx‡Z GLv‡b Kx ai‡bi bvMwiK m„wó n‡e| Zviv mgvR I iv‡óªi Rb¨ K‡ZvUv Kj¨vYKi n‡e| ivóªxq Dbœq‡b K‡ZvUv `ÿ I †hvM¨ n‡e| myZivs AvZ¥ïw× AR©‡bi Rb¨ AbyK~j mgvR I mvgvwRK ixwZ bxwZi ¸iæZ¡ †hgwb i‡q‡Q, †Zgwb ivóªxq mn‡hvwMZv I AvbyK~‡j¨iI cÖ‡qvRb i‡q‡Q| GKwU my›`i, wbg©j mgvR I b¨vqwfwËK Kj¨vY ivóªB bvMwi‡Ki AvZ¥ïw×i Dchy³ cwi‡ek m„wó Ki‡Z cv‡i|

### ৪.৩.৩ সাহিত্য, সংস্কৃতি ও গণমাধ্যম

আত্মশুদ্ধি অর্জনে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম। সাহিত্য মানব সমাজের আয়না, সংস্কৃতি হচ্ছে চিন্তা ও বিশ্বাসের প্রতিফলণ আর গণমাধ্যম হচ্ছে মানুষের চিন্তা ও বিশ্বাস বিনিময়ের এক অপতিরোধ্য ব্যবস্থা। তাই, আত্মশুদ্ধির জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে এ তিনটি ব্যবস্থার ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। এগুলোকে যদি ইসলামের আলোকে পরিচালনা করে, সুস্থ্য ও সুচিন্তিত পন্থায় এবং কল্যাণমূখী ধারায় প্রবাহিত করা যায়, তবে এর ইতিবাচক প্রভাবে আত্মশুদ্ধি অর্জন করা সহজ হয়।

#### সাহিত্য

মানুষের আবেগ ও চেতনাকে সুন্দর এবং চিত্তাকর্ষক শব্দের বিন্যাসের মাধ্যমে উপস্থাপন করাকেই সাহিত্যবলে।[২৪২] এটি যেমন বক্তৃতা ও ভাষণরূপে প্রকাশিত হতে পারে, তেমনি কাব্য ও কবিতার ছন্দোময় পরিচ্ছদেও সজ্জিত হতে পারে। গদ্য রচনার মাধ্যমে বিভিন্নরূপ নিয়েও মানুষের সম্মুখে

২৩৮ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Aciva cwZ‡iv‡a Bmjvg, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩

২৩৯ আফজাল হোসাইন, অনু. অধ্যাপক মোশাররাফ হোসাইন, ZvÕwjg Iqv ZviweqvZ (ঢাকা: ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৩৭

২৪০ বস্তুত মানব মনের স্বস্তি, প্রশান্তি, স্থিতি, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতাই হচ্ছে ইসলামি আদর্শ ভিত্তিক অনুষ্ঠানাদির উদ্দেশ্য। ইসলামি অনুষ্ঠানাদি মানুষকে মূর্খতা ও কুসংস্কার থেকে মুক্তি দেয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ্র ভয়, পরকালে জবাবদিহির অনূভুতি এবং প্রতি পদে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর অনুসরণের মজবুত ভাবধারা জাগিয়ে তোলে। দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, wkÿv mwnZ¨ I ms¯‹wZ (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ৫ম প্রকাশ, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ২৯৪

২৪১ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Avj KziAv‡b ivó I miKvi (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ৩য় সংস্করণ, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ২৩

২৪২ সাহিত্য শব্দটি ‘সহিত’ শব্দ থেকে উৎসারিত। এর অর্থ হচ্ছে, সংযুক্ত, সমন্বিত, হিতকর, সঙ্গে, সাথে। শব্দটি সম্মিলন অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সম্মিলন হলো মনে মনে, আত্মায় আত্মায়, হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন। সাহিত্য শব্দটির সাথে হিত, কল্যাণ, মঙ্গলও সম্পর্কযুক্ত। মানুষের সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, আস্থা, বিশ্বাস, চিন্তা চেতনা, শিক্ষা সংস্কৃতি, এবং ইতিহাস ঐতিহ্য শৈল্পিক সৌন্দর্যে সাহিত্যের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। দ্র. ড. শাহনাজ পারভীন, gvbe Rxe‡bi ‘cY, ১৯ জুলাই ২০১৫, দৈনিক নয়া দিগন্ত, https://m.dailynayadignta.com , visited on, 20.11.2016

উদ্ভাসিত হতে পারে। এজন্য সাহিত্য কে মানব সমাজের দর্পণ বলা হয়। সাহিত্য মানুষের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যবোধ ও সৌন্দর্য চেতনাকে উজ্জিবীত করে তোলে। মানুষের মধ্যে নৈতিক চেতনা জাগ্রতকরণ এবং তার লালন ও উৎকর্ষ সাধন সাহিত্যের কাজ। কুপ্রবৃত্তির উপর সুস্থ্য বিবেক বুদ্ধির বিজয় অর্জন এবং পরিশীলিত রুচিবোধ সৃষ্টি ও তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার ক্ষেত্রে সাহিত্যের ভূমিকা অনেক।[২৪৩] আর তাই তাওহিদের উপর ভিত্তি করে রচিত সাহিত্য মানুষকে সৃষ্টির সৌন্দর্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে স্রষ্টার সন্ধানে ব্যাকুল করে তোলে।

সাহিত্য এমন একটি লিখন শিল্প যা মানুষের জীবনকে বর্ণিল ও অর্থময় করে তোলে। সাহিত্যের আরেক নাম মানুষের আবেগ ও মননের মাধ্যমে (Emotion and Intellect) জীবনের সত্য, জীবনাতীতের সত্য ভাষায় সৌন্দর্য মণ্ডিত হয়ে উদ্ভাসিত হওয়া। সত্য তখন শব্দ শিল্পের পরশে সুন্দর হয়ে প্রকাশিত হয় এবং তা যুগ যুগ ধরে মানব মনে আবেদন সৃষ্টি করে। মানব মনে এ ধরনের আনন্দ সৃষ্টি করে তাকে সত্যের প্রতি, বাস্তবতার প্রতি, ও কল্যাণের প্রতি আকৃষ্ট করাই সাহিত্যের কাজ।[২৪৪] অতএব, ঈমানের উপর ভিত্তি করে রচিত সাহিত্য মানবাত্মার জন্য পথ প্রদর্শক ও প্রশান্তি দায়ক। অবশ্য নীতি নৈতিকতাকে অস্বীকার করে যে সাহিত্য রচিত হয়, সেটি মানবতার অপমান এবং স্রষ্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছাড়া কিছুই নয়।[২৪৫] এরূপ সাহিত্য প্রকৃত বিচারে সাহিত্যই নয়।

সাহিত্য সৃষ্টির প্রতিটি ক্ষেত্রেই মহান স্রষ্টার এক নিপুন পরিকল্পনা ও মমতার ছোঁয়া খুঁজে পায়। এরূপ সাহিত্যের প্রভাবে মানুষের ঈমান আরো বৃদ্ধি পায় এবং সে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিজেকে সমর্পণ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়।[২৪৬] তাওহিদ বিশ্বাসি সাহিত্যিকগণ এ ব্যাপারে আরো ব্যাপক ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন। তাঁরা ভুল চিন্তা, দর্শন ও মতবাদকে খণ্ডন করে সাহিত্যের মাধ্যমে ন্যায় চিন্তা ও দর্শন উপস্থাপন করেন। তারা সমাজে বিদ্যমান যাবতীয় অন্যায়, অবিচার, শোষণ, পীড়ন, দুর্নীতি, লুটপাট, অশ্লীলতা ও ব্যভিচারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেন। তাঁরা ইসলামি কাব্য ও সাহিত্যের মাধ্যমে ইসলাম নির্ধারিত মূলনীতিসমূহের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে ইসলামি নৈতিকতা গ্রহণের আহবান জানানোর প্রক্রিয়ায় মানুষকে আকৃষ্ট করে, আত্মশুদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকা রাখতে পারেন। একারণে, আত্মশুদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে সাহিত্যের প্রভাব অনস্বীকার্য। সাহিত্যের মাধ্যমে সৃষ্টির সৌন্দর্য অবলোকনে মানুষ এমন গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে যায়, যে ধ্যানে সে এসবের স্রষ্টার সন্ধানে ব্যাকূল থেকে ব্যাকূলতর হয়ে যায়। সাহিত্যের স্বাদ তাকে নিজেকে এবং নিজ স্রষ্টাকে নিয়ে গভীর ভাবনায় অভ্যস্ত করে তোলে এবং পৃথিবীতে বিদ্যমান ভোগ সামগ্রীর অনর্থক আসক্তিকে দূর্বল ও অকার্যকর করে দেয়।[২৪৭] তখন সে কেবল আত্মপ্রশান্তির জন্য স্রষ্টার বিধান খুঁজতে থাকে, এ বিধান অনুশীলন ও বাস্তবায়নই তার শিল্প সাহিত্য চর্চার নিয়ামক হয়ে যায়।

সংস্কৃতি

সংস্কৃতি বা কৃষ্টি ইংরেজিতে বলে কালচার। শব্দটির আভিধানিক অর্থ, মানবীয় বৈশিষ্টের উৎকর্ষ সাধন।[২৪৮] কোন স্থানের মানুষের আচার ব্যবহার, জীবিকার উপায়, সংগীত, সাহিত্য, নাট্য, সামাজিক সম্পর্ক, ধর্মীয় রীতি নীতি, শিক্ষা দিক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করা হয় তাই

---

২৪৩ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, wkÿv mwnZ¨ I ms¯‥wZ (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ৫ম সংস্করণ, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ১৬৪

২৪৪ ড. শাহনাজ পারভীন, সাহিত্য হচ্ছে gvbe Rxe‡bi ‘cY, প্রাগুক্ত, https://m.dailynayadignta.com , visited on, 20.11.2016

২৪৫ প্রাগুক্ত, Cf.https://m.dailynayadignta.com , visited on, 20.11.2016

২৪৬ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُۥ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ‘আমার নামায, আমার ‘ইবাদাত বন্দেগি, আমার জীবন ও মৃত্যু সবই সে মহান আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত, যিনি সমগ্র সৃষ্টিলোকের অস্তিত্বদানকারী, লালন পালনকারী, মালিক ও মনিব। তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি আদিষ্ট, তাঁকে এভাবেই গ্রহণ করার জন্য। অতএব, সবার আগে আমি নিজে আত্মসমর্পণ করলাম।’ দ্র. আল কুর’আন, ০৬: ১৬২-১৬৩

২৪৭ মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, wkÿv mwnZ¨ I ms¯‥wZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

২৪৮ সংস্কৃতি, Cf.https://ebangladictionary.org/sahitya, March/ 20016, Visited on, 20.11.2016

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতি।[২৪৯] সমাজের সদস্য হিসেবে অর্জিত নানা আচরণ, যোগ্যতা এবং জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নীতি, আদর্শ, 'আইন, প্রথা ইত্যাদির এক সমন্বয় হল সংস্কৃতি।[২৫০] সংস্কৃতি মানুষের চিন্তা ও আচরণকে পবিত্রকরণ, প্রবৃদ্ধি লাভ, আত্মার সৌন্দর্য বৃদ্ধি এবং কদর্যতা পরিহার করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে। প্রকৃত পক্ষে সংস্কৃতির চিরস্থায়ী ভিত্তি হচ্ছে প্রভু হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলার সার্বভৌমত্ব, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহ্র প্রতিনিধি এবং আল কুর'আন আল্লাহ্র কালাম হিসেবে হিদায়াতের সর্বশেষ গ্রন্থ, এ কথা মনে প্রাণে স্বীকার করে নেয়া।[২৫১]

স্রষ্টার সাথে সম্পৃক্ত ইসলামি সংস্কৃতি মানুষের বংশীয় পার্থক্য, বর্ণগত বিরোধ বৈষম্য, আর্থিক অবস্থা ভিত্তিক শ্রেণি পার্থক্য, ভৌগোলিক সীমা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ও শত্রুতা ইত্যাদি অনুমোদন করে না। আল্লাহ্ তা'আলাকে এক ও অংশীদারহীন সার্বভৌম মেনে নেয়া, জন্মগতভাবেই সকল মানুষের অধিকার সমান মেনে নেয়া এবং বাস্তবক্ষেত্রেও সে অনুযায়ী ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবন পরিচালনা করাই হল সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য। সংস্কৃতিতে ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ রীতি এবং সংযত, নিয়ন্ত্রিত ও সক্রিয় জীবনের গুরুত্ব সর্বাধিক।

মানুষের জীবন অবিভাজ্য। মানুষের সত্যিকার কল্যাণ নির্ভর করে বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক উভয় পর্যায়ের উন্নতির উপর। দেহ ও আত্মার বিরোধ মিটিয়ে, দেহকে নিয়ন্ত্রণ ও আত্মার পরিশুদ্ধির মাধ্যমে উভয়কে একাকার করে ভারসাম্যপূর্ণভাবে একই লক্ষ্যে পরিচালনা করাই সংস্কৃতির কাজ।[২৫২] বিকাশমান সংস্কৃতি ব্যক্তি সত্ত্বা ও সমাজ সংস্থার পূর্ণত্ব বিধান কল্পে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করে। সাধারণত দুটি ভিত্তির উপর সংস্কৃতি তার শাখা প্রশাখা সম্প্রসারণ করবে। একটি হচ্ছে সব কিছুই কেবল আল কুর'আন ও সুন্নাহর নীতির আলোকে পরিচালিত হবে এবং অপরটি হবে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে।

ইসলামের আলোকে সংস্কৃতির বৈশিষ্ট হচ্ছে তাওহিদ, মানবতার সম্মান, বিশ্বজনীনতা বা ভৌগোলিক অভিন্নতা, মানবীয় ভ্রাতৃত্ব, বিশ্ব শান্তি, বিশ্ব মানবের ঐক্য, কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা, পংকিলতা থেকে মুক্তি, ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের মর্যাদা, ভারসাম্য, সুষমতা এবং সামঞ্জস্য।[২৫৩] এসব মূল উপাদানকে কেন্দ্র করে যে সমাজ সংস্কৃতি গড়ে উঠে তাই প্রকৃতপক্ষ্যে সংস্কৃতি। যদিও বর্তমান বিশ্বে এর বিপরীত ভাবধারায় মানবতা বিধ্বংসি বিভিন্ন সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, সেগুলো আসলে কোন সংস্কৃতিই নয়।[২৫৪] সেগুলোকে বড়জোর ভোগবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত অপসংস্কৃতি বলা চলে।

মানবাত্মার পরিপূর্ণ বিকাশের মধ্যেই আছে জীবনের পরম কল্যাণ। মানুষ যখন তার বুদ্ধি ও মনোবলের সাহায্যে ইন্দ্রিয় কেন্দ্রিক নিম্নতর চাহিদাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে, তখনই তার আত্ম

---

২৪৯ বদরুদ্দীন উমর, ms¯‹…wZi msKU (ঢাকা: ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ২৭; জুলফিকার নিউটন, ms¯‹…wZi mgvRZË (ঢাকা: গাজী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০১১ খ্রি.), পৃ. ১১

২৫০ একে এম শওকত আলী খান, ¯'vaxb evsjv‡`‡ki Af¨'‡q‡i BwZnvm (ঢাকা: গ্রন্থ কুটির প্রকাশনী), ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৪৭; মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, wkÿv mvwnZ¨ I ms¯‹…wZ (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ৫ম সংস্করণ, ২০১১ খ্রি.), পৃ.২৫১; জুলফিকার নিউটন, ms¯‹…wZi mgvRZË, (ঢাকা: গাজী প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ২০১১ খ্রি.), পৃ. ১১

২৫১ মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, wkÿv mvwnZ¨ I ms¯‹…wZ , প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৭

২৫২ ভারসাম্যপূর্ণ সংস্কৃতিবাদের প্রতি ইঙ্গিত করে বর্ণিত হয়েছে, وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا 'এমনভাবেই তোমাদেরকে আমরা মধ্যমনীতির অনুসারী করে বানিয়েছি, যেন তোমরা সমগ্র মানুষের পথ প্রদর্শক হতে পার এবং রাসূল হতে পারেন তোমাদের পথ প্রদর্শক।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ১৪৩

২৫৩ মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, wkÿv mvwnZ¨ I ms¯‹…wZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১

২৫৪ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مَآ أُتْرِفُوا۟ فِيهِ وَكَانُوا۟ مُجْرِمِينَ 'যারা নিজেদের প্রতি যুল্ম করেছে, তারা তাদেরকে প্রদত্ত সুখ সম্ভোগের পিছনেই পড়ে রয়েছে আর এরাই হচ্ছে অপরাধী।' দ্র. আল কুর'আন, ১১: ১১৬; আরো বর্ণিত হয়েছে, ২৯: ৬৪;০৯: ৩৮; ৮৭: ১৬-১৭; ৭৯: ৩৭-৪১

Dhaka University Institutional Repository

বিকাশের পথ প্রশস্ত হয়।[২৫৫] জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়, সেখান থেকেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডের উৎপত্তি হয়। যেগুলোকে সাধারণত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলা হয়। মূল্যবোধ ও জ্ঞানগত ভিন্নতার কারণে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে তার সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটায়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, সংস্কৃতি মানব জীবনের প্রত্যেকটি অংশে পরিব্যাপ্ত। সংস্কৃতি মানুষের বিশ্বাস ও অভ্যাসের বহিঃপ্রকাশ এবং অনুসৃত ধর্মের অংশ আর দ্বিন হচ্ছে গোটা জীবনব্যবস্থা। এতএব, মানবাত্মার সংস্কার ও পরিশুদ্ধির জন্য জ্ঞান ও ঈমান ভিত্তিক সংস্কৃতি চর্চা অপরিহার্য।[২৫৬] আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য সংস্কৃতি যেমন চিন্তার বিশুদ্ধতা সৃষ্টিতে সহায়তা করে তেমনি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতেও এর কোন বিকল্প নেই। সুস্থ্যধারার সাংস্কৃতিক পরিবেশ আত্ম নিয়ন্ত্রণ ও আত্মশুদ্ধির জন্য অপরিহার্য।

গণমাধ্যম

আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য যেরূপ ইতিবাচক পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা দরকার, গণমাধ্যমের ইতিবাচক ব্যবহার ও প্রয়োগ তার মধ্যে অন্যতম। গণমাধ্যম বলতে প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াকে বুঝায়। প্রিন্ট মিডিয়ার মধ্যে রয়েছে দৈনিক সংবাদ পত্র, সাপ্তাহিক, মাসিক, পাক্ষিক, ষান্মাষিক ও বার্ষিক বিভিন্ন সংবাদপত্র, স্বরণিকা, বুলেটিন, ক্রোড়পত্র, ম্যাগাজিন, গবেষণাপত্র এবং প্রচারপত্র ইত্যাদি। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া হচ্ছে বিভিন্ন টেলিভিশন, স্যাটেলাইট চ্যানেল, বেতার বা রেডিও চ্যানেল, সিডি, ভিসিডি, এমপি থ্রি ও ফোর, কম্পিউটার, পেনড্রাইভ, মোবাইল ফোন ইত্যাদি।[২৫৭]

আত্মশুদ্ধি অর্জনে এ সকল গণমাধ্যমের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। বাস্তবে এ সকল গণমাধ্যম বর্তমানে মানুষের জীবনের সাথে এমনভাবে একাকার হয়ে গিয়েছে, এখন এগুলো ছাড়া জীবন কল্পনাও করা যায় না। তদুপরি এর বাইরে রয়েছে আরো বেশ কিছু সামাজিক মাধ্যম। বিশেষ করে ফেসবুক, উইচ্যাট, হোয়াটস এপ, ইমোও, ভাইবার, টুইটার, ইউটিউব ইত্যাদি সামাজিক মাধ্যম এখন মানুষের জীবনে অবধারিত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ সকল গণমাধ্যম আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য মোটেই অনুকূল নয়। এগুলোর নিয়ন্ত্রণ ইসলাম ও সমাজ বিরোধী অর্থ লোভী কিছু অসাধু ব্যবসায়ীদের হাতে থাকার কারণে মিথ্যা, প্রতারণা ও অশ্লীলতা সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।[২৫৮] লজ্জাহীনতা, বেহায়াপণা, মিথ্যা, প্রতারণা, সন্ত্রাস, অবৈধ প্রেম ভালবাসা, ছলনা ও খুন খারাবির প্রশিক্ষণের মাধ্যম হয়ে দাড়িয়েছে এ গণমাধ্যম।[২৫৯] পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ ধ্বংসের জন্য বর্তমানে এ সকল নিয়ন্ত্রণহীন গণমাধ্যম সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখছে। এ সকল শক্তিশালি যোগাযোগ উপকরণ ইসলামের বিরুদ্ধে এতোটাই সোচ্ছার, মনে হয় তারা ইসলাম ও ইসলামি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে

---

২৫৫ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান অনূদিত, Bmjvgx ms¯‹…wZi ggK_v (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১০ম সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ২৪৪

২৫৬ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান অনূদিত, Bmjvgx ms¯‹…wZi ggK_v, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

২৫৭ জাবেদ মুহাম্মাদ, m"Qwi Î MV‡bi i/c‡iLv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭; Smith, S, E, *What is Mass Media?* (Conjecture Corporation, 2011), p. 26; *Oxford English Dictionary*, 'Mass Media' online version, nov. 2010

২৫৮ এ সকল মিডিয়া ব্যক্তিদের প্রতি ইঙ্গিত করে বর্ণিত আছে, إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلۡفَٰحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ 'যেসব লোক চায় যে, ঈমানদার লোকদের মধ্যে নির্লজ্জতা বিস্তার লাভ করুক, তারা পৃথিবী ও পরকালে কঠিন শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।' দ্র. আল কুর'আন, ২৪: ১৯

২৫৯ জাবেদ মুহাম্মাদ, m"Qwi Î MV‡bi i/c‡iLv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬

*Dhaka University Institutional Repository*

অবতীর্ণ হয়েছে।[২৬০] বর্তমানে কিশোর ও যুব সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের জন্য এ সকল গণমাধ্যমের মালিকেরা সবচেয়ে  বেশি দায়ী।[২৬১]

অথচ তথ্য আদান প্রদান, ভাব বিনিময়, মত বিনিময়, সংবাদ সম্প্রচার ও যোগাযোগের এ শক্তিশালী মাধ্যমগুলোকে সঠিক পন্থায় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনকল্যাণে ব্যবহার করা কঠিন কিছু নয়। গণমাধ্যম, তথ্য বিনিময়ের মাধ্যম মাত্র। এর নিজস্ব কোন দর্শন বা আদর্শ নেই। একে ব্যবহার করে যে আদর্শ ইচ্ছা প্রচার ও প্রকাশ করা যায়।[২৬২] সকল ক্ষেত্রে গঠনমূলক সংবাদ পরিবেশন করে মানুষকে আরো সচেতন করা যায়। ঘুষ, দুর্নীতি, সুদ থেকে মুক্তি, দায়িত্ববানদের জবাবদিহীতা ইত্যাদি বিষয়ে নাগরিকগণের করণীয় সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করা যায়।[২৬৩] মানব সেবা, দেশাত্মবোধ, সামাজিক দায়বদ্ধতা, নীতি নৈতিকতা, ধর্মীয় মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি সর্বস্তরের মানুষের নিকট তুলে ধরার জন্য গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় চলতে দিলে এটি যেমন সমাজকে ধ্বংস করে দিতে পারে। তেমনি এটিকে সঠিকভাকে ব্যবহার করে গোটা সমাজকেই বদলে দেয়া যেতে পারে। একটি সৎ, দক্ষ, সক্ষম, কর্মঠ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ নাগরিকসমাজ গড়ে তুলতে হলে, গণমাধ্যমকে অবশ্যই পরিকল্পিতভাবে কাজে লাগাতে হবে। নাগরিকগণের উন্নত আচরণ, নির্মল চরিত্র, পবিত্র চিন্তাধারা, সুস্থ্য দেহ ও আত্মিক পবিত্রতার জন্য গণমাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে ইসলামের সুমহান শিক্ষা ও সংস্কৃতি সকলের দোরগোড়ে পৌঁছে দিতে হবে।[২৬৪] এককথায়, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও গণমাধ্যমের ইতিবাচক ভূমিকা আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা তৈরি করে বিধায় এ ক্ষেত্রে এগুলোর সঠিক প্রয়োগ ও ব্যবহার একান্ত অপরিহার্য।

### ৪.৩.৪ দ্বিনি দা'ওয়াহ্ ও সম্প্রচার

আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য যেরূপ অনুকূল পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা প্রয়োজন, দ্বিনি দা'ওয়াহ্ ও সম্প্রচার তম্মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানুষের অভ্যন্তরীণ কুস্বভাবকে পরাভূত করে আত্মিক পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্জন খুব সহজ কোন বিষয় নয়। কঠোর সাধনা এবং পারিপার্শ্বিক সমন্বিত প্রচেষ্টা ব্যতীত এ মহান উদ্দেশ্য অর্জন কোন ভাবেই সম্ভব নয়। এ কারণে, আত্মশুদ্ধির জন্য প্রয়োজন যথোপযোক্ত পরিবেশ ও অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা। আর এ অনুকূল অবস্থা তৈরি করতে পারে কেবল দা'ওয়াতে দ্বিন তথা ইসলামের প্রতি ব্যাপক আহবান, ইসলানি নীতি ও আদর্শের সম্প্রচার এবং সম্প্রসারণ। এ জন্য আল কুর'আন  ও সুন্নাহ্‌র অমীয় বাণী অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক পন্থায় হৃদয়াগ্রাহী ভাব, ভাষা এবং আচরণের মাধ্যম, উত্তম প্রায়োগিক কৌশলসহ মানুষের নিকট উপস্থাপন করতে হবে।[২৬৫] দৈহিক সুস্থ্যতা এবং আত্মিক পরিশুদ্ধির জন্য সব ধরনের সর্বাধুনিক প্রচার মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে সার্বক্ষণিক মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলার বিধান ও ইসলামি নীতি আদর্শের প্রতি আহ্বান জানাতে হবে, যেন তারা মূহুর্তের জন্যেও দ্বিনি পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন না থাকে।

---

২৬০ ইয়াসির নাদীম, সম্পা. জয়নুল আবেদীন আব্দুল্লাহ, wekvqb: mv¤vR¨ev‡`i bZb ÷¨v‡UwR (ঢাকাঃ প্রফেসর'স পালিকেশন্স, ২য় সয়স্করণ, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ২১৭

২৬১ আশরাফ আলী নিজামপুরী, wgwWqv mŠvm (চট্রগ্রামঃ আল মাকতাবাতুত তাওফিক্বিয়্যাহ্, ৪র্থ সংস্করণ, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৮৮

২৬২ 'ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য যদি আমরা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ও প্রিন্ট মিডিয়াকে যথাযথ দক্ষতা ও পারদর্শিতার সাথে ব্যবহার শুরু করি, তাহলে একদিন এমন সময় আসবে যখন এসমস্ত মিডিয়াগুলোকে ইসলাম বিরোধী শক্তি ভয় পেতে শুরু করবে।' উদ্ধৃত, আশরাফ আলী নিজামপুরী, wgwWqv mŠvm, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

২৬৩ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ 'তোমরা পুণ্য ও তাকওয়ার কাজে পরস্পরের সহযোগিতা কর। গুনাহ্ ও সীমালঙ্ঘনমূলক কাজে সহযোগিতা করো না।' দ্র. আল কুর'আন, ০৫: ০২

২৬৪ আশরাফ আলী নিজামপুরী, wgwWqv mŠvm, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪

২৬৫ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ 'তুমি তোমার রবের দিকে আহ্বান কর সুকৌশলে ও সদুপদেশের মাধ্যমে। দ্র. আল কুর'আন, ১৬: ১২৫

আল্লাহ্ তা'আলার যাবতীয় নির্দেশ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার নামই দা'ওয়াত। দা'ওয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ যেন আল্লাহ্ তা'আলার দাসত্ব, নিজের অধিকার এবং অন্য মানুষের অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে সে অনুযায়ী বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করে জীবন পরিচালনা করতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে এ মহান দায়িত্ব দিয়েই প্রেরণ করেছেন।[২৬৬] আল্লাহ্র দিকে এ আহবানের কাজ সকল মুসলিম নর নারীর জন্য বাধ্যতামূলক। ধনী, দরীদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, যুবক, বৃদ্ধ, মুকিম, মুসাফির সকলের জন্যই আল্লাহ্র দিকে আহ্বানের দায়িত্ব পালন করা অত্যাবশ্যক।[২৬৭]

আল্লাহ্র দিকে মানুষকে এভাবে আহবান করতে হবে যেন, মানুষ অন্যায় থেকে বিরত থাকে এবং ইসলামি বিধি-বিধান পালনের ব্যাপারে সচেতন হয়। ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সকল ধরনের অন্যায় ও অবিচারকে পরাভূত করে তদস্থলে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে।[২৬৮] 'আর কার কথা সে ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হতে পারে, যে মানুষকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করে এবং বলে যে, নিঃসন্দেহে আমি মুসলিমগণের একজন।[২৬৯]

ইসলামি দা'ওআতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু হচ্ছে আল কুর'আন ও সুন্নাহ্র আলোকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমান, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর আনুগত্যের স্বীকৃতি, আনুষ্ঠানিক 'ইবাদাত, লেনদেন, আচার ব্যবহার, সামাজিক কল্যাণ, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, আত্মীয়তা, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ্ ইত্যাদি।[২৭০] দা'ওআত সম্প্রচারের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে ঘোষণা, আযান, বক্তৃতা, বিবৃতি, সংলাপ, পত্রালাপ, সম্মেলন এবং বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া।[২৭১] এ সকল মিডিয়াকে সর্বোচ্চ ব্যবহার করে আল্লাহ্ বাণী প্রত্যেকটি মানুষের নিকট অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীলভাবে পৌছে দেয়াই হচ্ছে ইসলামি দা'ওয়াত।

উপরোক্ত আলোচনায় প্রতিয়মান হয় যে, দ্বিনের দা'ওআত ও সম্প্রচার রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর প্রধান দায়িত্ব ছিল। বর্তমানে এ দায়িত্ব তাঁর উম্মতে উপর অর্পিত হয়েছে। এ দা'ওয়াতি কার্যক্রমই হচ্ছে দ্বিনের প্রাণ। বহুবিধ পন্থায় দা'ওয়াতের মাধ্যমেই মানুষের নিকট দ্বিনের সৌন্দর্য তুলে ধরা যায়, পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত মানুষকে ইসলামের পথে ফিরিয়ে আনা যায় এবং মুসলিমগণকে আল্লাহ্র বিধানের প্রতি আরো বেশি মনোযোগি করা যায়। দা'ওয়াতের মাধ্যমেই মুসলিমগণের পারস্পরিক সংযোগ ও সম্পর্ক আরো বৃদ্ধি পায়। তাদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরো সুদৃঢ় হয়। একে অপরের জন্য আয়নাস্বরূপ পাহারাদার ও সদুপদেশদাতা হয়ে যায়।[২৭২] ফলে, মানুষের স্বভাব চরিত্রের ছোট ছোট ত্রুটিগুলোও দূর হয়ে যায়। অপরদিকে দাঈ' নিজে দা'ওয়াতের প্রয়োজনে আরো বেশি সতর্ক হয়ে যাওয়ার কারণে

---

২৬৬ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ شَٰهِدٗا وَمُبَشِّرٗا وَنَذِيرٗا وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذۡنِهِۦ وَسِرَاجٗا مُّنِيرٗا وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضۡلٗا كَبِيرٗا 'হে নাবি, নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি এ হিসেবে যে, আপনি সাক্ষ্য প্রদানকারী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী উজ্জল দ্বীপ্তিমান প্রদীপরূপে। মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দান করুন যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের জন্য রয়েছে বিরাট অনুগ্রহ।' দ্র. আল কুর'আন, ৩৩: ৪৫-৪৭

২৬৭ كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ 'তোমরাই সর্ব শ্রেষ্ঠ উম্মত, তোমাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে, তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে আর আল্লাহ্র উপর অটল বিশ্বাস রাখবে।' দ্র. আল কুর'আন, ০৩: ১১০

২৬৮ وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ 'তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যই থাকা উচিত, যারা ন্যায় ও কল্যাণের দিকে ডাকবে, ভাল কাজের নির্দেশ দিবে এবং খারাপ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে। যারা এ কাজ করবে তারাই সফল হবে।' দ্র. আল কুর'আন, ০৩: ১০৪

২৬৯ وَمَنۡ أَحۡسَنُ قَوۡلٗا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ দ্র. আল কুর'আন, ৪১: ৩৩

২৭০ জাবেদ মুহাম্মদ, m"Pwi Î MV‡bi i¨c‡iLv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪০

২৭১ প্রফেসর ড. আব্দুর রহমান আরওয়ারী, gnvbex (mv.) Gi 'v I qvZ chvqµwgK †KŠkj I gva¨g (ঢাকাঃ কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৩৩১, ৩৩২

২৭২ وَٱلۡعَصۡرِ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ 'সময়ের শপথ। মানুষ অবশ্যই নিশ্চিত ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে তারা নয়, যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে, একে অপরকে সত্যের প্রতি উপদেশ দেয় এবং সত্যের উপর অটল থাকার জন্য একে অপরকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়।' দ্র. আল কুর'আন, ১০৩: ০১-০৩

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র আচরণ ও স্বভাবের অধিকারী হয়ে উঠেন। এভাবেই দ্বিনের দা'ওয়াতি কার্যক্রম ব্যাপকহারে পরিচালনার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির জন্য অত্যন্ত সহায়ক ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

### ৪.৩.৫ আত্মশুদ্ধির উপযুক্ত সময় ও বয়স

আত্মশুদ্ধির জন্য প্রকৃত পক্ষে কোন সময় ও বয়স নির্ধারিত নেই। যে কোন সময় বা বয়সেই মানুষ ইসলামে দীক্ষিত হতে পারেন। আবার যে কোন বয়সেই আত্মার পবিত্রতার জন্য চেষ্টা সাধনায় ব্রত হতে পারেন। তবে, এ ক্ষেত্রে অধিক ফলাফল লাভের আশায় অনুকূল সময়টিকে বেছে নেয়া যেতে পারে। অপরদিকে মুসলিম পরিবারের সন্তানদের জন্য শিশু ও কিশোর বয়সেই পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ এমনভাবে তৈরি করে দিতে হবে, তারা যেন অনুকূল পরিবেশে কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই আত্মশুদ্ধির পথে অগ্রসর হতে পারে।

আত্মশুদ্ধির জন্য উপযুক্ত সময়

পরিবারের ব্যয়ভার বহনে অর্থ রোজগার এবং অন্যান্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মানুষ সাধারণত অনেক বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বর্তমান বিশ্বে মানুষের এ ব্যস্ততা অস্বাভাবিক রূপ লাভ করেছে।[২৭৩] এমতাবস্থায় আত্মপর্যালোচনা, আত্মসংশোধন ও আত্মশুদ্ধির জন্য যে পরিমাণ শ্রম সাধনা দরকার, সময়ের অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ তা পেরে উঠেনা। তাই প্রত্যেকের উচিত, যারা নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে আগ্রহী, নিজ ব্যস্ততার বিষয়টিকে মাথায় রেখে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় বের করে নেয়া। এজন্য ফারজ ও ওয়াজিব আহ্কাম পালন এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা সাপেক্ষে নাফ্ল 'ইবাদাত, যিক্র, তাসবিহ্, তিলাওয়াত ও ইহ্তিসাবের জন্য রাতের কোন একটি অংশ বেছে নেয়া।[২৭৪] যেন অন্তত সে সময়টিতে গভীর মনোযোগের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত নি'আমাতসমূহ স্মরণ করা যায়।

আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তির ভয় হৃদয়ে জাগ্রত করে কান্নাকাটির মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনা করে, মনের সকল আকুতি তাঁর নিকট উপস্থাপন করে, সাহায্য লাভের জন্য প্রার্থনা করা। আগামী দিনে নিজেকে সংশোধন করার জন্য মহান প্রভুর সাথে নিভৃতে অঙ্গীকার করা। এ ক্ষেত্রে প্রতি রাতের শেষ অংশটিকে সবচেয়ে উপযুক্ত সময় হিসেবে বাছাই করা যায়।[২৭৫] প্রতি জুমু'আর রাত্রটিকে বিশেষভাবে বাছাই করা যায়। কারণ, এ রাতের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।[২৭৬] পরদিন অফিস 'আদালত ছুটি থাকার কারণে এ দিনটিকে আরো বেশি কাজে লাগানো সম্ভব। প্রতি বছর রমযান মাস আত্মশুদ্ধির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ মাসে যে কোন 'ইবাদাতের গুরুত্ব অন্য এগার মাস থেকে অধিক। আল্লাহ্ তা'আলা এ মাসেই মানুষকে পবিত্র করার জন্য আলোকবর্তিকা হিসেবে আল কুর'আন

---

২৭৩ এ ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করে চলাই একজন মু'মিনের দায়িত্ব। এ দিকে ইঙ্গিত করে বর্ণিত হয়েছে, وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ 'আল্লাহ্ তোমাকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে পরকালের সন্ধান করো। পৃথিবীতে তোমার দায়িত্ব ভুলে যেয়ো না। মানুষের প্রতি সদয় হও, যেভাবে আল্লাহ্ তোমার প্রতি সদয় হয়েছেন। দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করোনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে পছন্দ করেন না।' দ্র. আল কুর'আন, ২৮: ৭৭

২৭৪ মাওলানা মুহাম্মদ হুমায়ুন কবির খাঁন, kqZv‡bi †gvKv‡ejv I Avjøn cwß i Dcvq, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪; দ্র. হাফেজ ইমামুদ্দিন ইব্ন কাসির (রহ.), অনু. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, Zvdmxi Beb Kvmxi (ঢাকা: হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.), খ. ১৫, পৃ. ৩৭৯

২৭৫ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيۡلِ هِيَ أَشَدُّ وَطۡـٔٗا وَأَقۡوَمُ قِيلًا 'নিশ্চয়ই রাত্রিকালে জেগে উঠা কঠিন এবং প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে অধিকতর কার্যকর আর আল্লাহ্র বাণি বুঝার জন্য উত্তম সময়।' দ্র. আল কুর'আন, ৭৩: ০৬

২৭৬ মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী ও অন্যান্য, ^'bw›'b Rxe‡b Bmjvg, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪

*Dhaka University Institutional Repository*

অবতীর্ণ করেছেন।[২৭৭] এ মাসেই রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে বান্দার নীবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ রাত, লাইলাতুল ক্বাদ্‌র।[২৭৮]

এছাড়াও হাজ্জিগণ পবিত্র হাজ্জ মৌসুমে পবিত্র মাক্কা ও মাদিনায় সফরকালে আত্মশুদ্ধির জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে পারেন।[২৭৯] কারণ, তারা তখন আল্লাহ্ তা'আলার মেহমান হিসেবে তাঁরই ঘরে উপস্থিত হন। এভাবে প্রত্যেকে নিজের বাস্তবতা ও সুযোগ অনুযায়ী কিছু সময় নির্ধারণ করে, একান্তে আত্মশুদ্ধির জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করলে এবং বাকী সময় সে অনুযায়ী সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করলে আত্মশুদ্ধি অর্জন করা সম্ভব।

আত্মশুদ্ধির জন্য উপযুক্ত বয়স

আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টা শিশুকাল থেকেই শুরু করতে হয়। কারণ, কোমলমতি শিশুরা যা দেখবে তাই বুঝার চেষ্টা করবে এবং মনের মনি কোঠায় স্থান দিয়ে রাখবে।[২৮০] পরবর্তীতে একটি একটি করে সমস্ত আচরণগুলো বাস্তবে রূপ দিতে শুরু করবে। শিশু সর্বপ্রথম প্রভাবান্বিত হয় পিতা মাতার দ্বারা। তাই তাদের কর্তব্য নিজেদের কথা বার্তা আচার আচরণে সতর্ক, সচেতন ও স্পষ্টভাষি হওয়া। তারা যেন সন্তানদের সামনে নিজেদেরকে সুন্দর চরিত্র ও উত্তম আচরণের উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করেন।

বারো বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদেরকে সুশিক্ষা প্রদান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সহজেই আদর্শ মানুষ হিসেবে গঠন করা যায়। কেননা এ বয়স পর্যন্ত তারা ফিরিশতা সমতুল্য নিষ্পাপ ও ন্যায়প্রবণ থাকে। তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার রাহ্‌মতও বেশি থাকে।[২৮১] যে কোন ভাল কাজ যা তারা চোখে দেখছে তা সহজেই আয়ত্বে নিতে পারে। এ বয়সে ভাল কাজ তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলে বার বছরের পর যৌবনের প্রারম্ভে শয়তানের ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকা তাদের জন্য সহজতর হয়।[২৮২] এ সময়ে তাদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাছাই করা অপরিহার্য।

ভুল সংশোধন করা, আদব শৃঙ্খলা শিক্ষা দেয়া, চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে সঠিক পথে পরিচালিত করা, যে কোন অস্পষ্ট বিষকে ইসলামের আলোকে স্পষ্ট করে দেয়া, পছন্দনীয় আচরণ ও কথাবার্তায় অভ্যস্ত করে তোলা, তাদের অভ্যন্তরীণ যোগ্যতা ও প্রতিভাগুলোকে সঠিক পথে প্রবাহিত করা এবং ভাল মন্দের পার্থক্য বুঝে ন্যায়ের প্রতি অগ্রসর হওয়ার মানসিকতা তৈরি করে দেয়ার জন্য শৈশবকালই সবচেয়ে উত্তম সময়।[২৮৩] কিশোরদের সৎ বন্ধু বাছাই করতে সহায়তা করার মাধ্যমেও তাদের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে দেয়া যায়। সুতরাং এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, আত্মশুদ্ধির জন্য সবচেয়ে

---

২৭৭ شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ 'রমযান মাস এতে মানুষের পথপ্রদর্শক এবং সৎপথের সুস্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে আল কুর'আন অবতীর্ণ করা হয়েছে।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ১৮৫

২৭৮ মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী ও অন্যান্য, ^'bw›'b Rxe‡b Bmjvg, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৫

২৭৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩

২৮০ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, cwievi I cwiewiK Rxeb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬; আফজাল হোসাইন, অনু. মোশাররফ হোসাইন, wkÿv I cwkÿY, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

২৮১ জাবেদ মুহাম্মদ, m"Pwi Î MV‡bi i/c‡iLv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

২৮২ إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ لَكُمۡ عَدُوّٞ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّاۚ إِنَّمَا يَدۡعُواْ حِزۡبَهُۥ لِيَكُونُواْ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ 'শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু, সুতরাং তাকে শত্রু হিসেবেই গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে কেবল এ জন্যে আহবান করে যে, মানুষ যেন জাহান্নামি হয়।' দ্র. আল কুর'আন, ৩৫: ০৬

২৮৩ এ সময়ে তাদের সঠিক পথে পরিচালনার জন্য অভিভাবকগণ যে উপায় প্রয়োগ করতে পারেন, তা হচ্ছে ইসলামি জ্ঞান ও আদর্শ চরিত্রের প্রশিক্ষণ দেয়া, নেক কাজের অভ্যাস গড়ে তোলা, উপদেশ ও নসিহত করা, তদারকি ও পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে শাস্তি প্রদান করা। দ্র. এ এন এম সিরাজুল ইসলাম, Bmjv‡g mšÍvb MVb c×wZ (ঢাকা: আহসান পালিকেশন, প্রথম প্রকাশ, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৩৭৭; আফজাল হোসাইন, অনু. মোশাররফ হোসাইন, wkÿv I cwkÿY, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

Dhaka University Institutional Repository

উপযুক্ত বয়স হচ্ছে, শিশু ও কিশোর বয়স। তবে ঐকান্তিকতা ও অব্যাহত প্রচেষ্টা থাকলে যে কোন বয়সেই আত্মশুদ্ধি অর্জন করা যায়।

## 4.4 AvZ¥ïw× AR©‡b g›` ¯^fve cwiZ¨vM

AvZ¥ïw× AR©‡bi Rb¨ gvbe PwiÎ‡K g›` cÖeYZv †_‡K iÿv Kiv AZ¨šÍ Riæwi| gvby‡li wKQy ¯^fveRvZ Kz-cÖe„wË i‡q‡Q †h¸‡jvi weiæ‡× GKiKg jovB K‡iB gvbyl‡K mZZv I cweÎZvi c‡_ wU‡K _vK‡Z nq| cÖwZK~j cwiw¯'wZ‡ZI Avjøvn& ZvÔAvjvi kvw¯Íi fq, Ab¨vq Kv‡Ri cÖwZ N„Yv m„wó, b¨vq Kv‡R AvZ¥Z…wß jvf Ges ciKv‡j cyi¯‹vi cÖvwßi Avkv me©ve¯'vq ü`‡q jvjb Ki‡j g›` ¯^fve cwiZ¨vM Kiv m¤¢e| wb‡R‡K K‡Vvifv‡e kvmb I wbqš¿‡Yi gva¨‡g wg_¨vPvi, AnsKvi, wnsmv, ivM, cÖZviYv, Ace¨q, AvivgwcÖqZv, AkøxjZv, wbj©¾Zv, ciwb›`v I KzUbvwg BZ¨vw` g›` KvR I ¯^fve †_‡K weiZ _vKv cÖ‡Z¨ gyÕwg‡bi Rb¨B AZ¨vek¨K| Avj KziÕAvb I mybœvn& G me g›` ¯^fve †_‡K wb‡R‡K weiZ ivLvi Rb¨ K‡Vvi wb‡`©kbv cÖ`vb K‡i‡Q| wb‡¤œ G wel‡q Av‡jvPbv Kiv nj|

### 4.4.1 wg_¨vPvi

মিথ্যাচার জঘন্য পাপ। এটি শুধু একটি পাপই মাত্র নয় বরং অসংখ্য পাপের উৎস।[২৮৪] মূলত মিথ্যাচার ত্যাগ করতে না পারলে মানুষের দ্বারা অন্যান্য পাপ কাজ ত্যাগ করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। মিথ্যাবাদীকে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা অভিসম্পাত করেছেন।[২৮৫] এ কারণে, আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য যে সকল মন্দ স্বভাব পরিত্যাগ করা অপরিহার্য, মিথ্যাচার তার মধ্যে প্রধান। মানুষকে অভ্যন্তরীণভাবে পবিত্রতা লাভ করতে হলে অবশ্যই মিথ্যা বলা, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, মিথ্যা কসম করা ও মিথ্যা কিছুকে গ্রহণ বা সমর্থন করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে।[২৮৬]

মিথ্যা বলার প্রবণতা মানুষকে মারাত্মক পরিণতির দিকে ধাবিত করে। মিথ্যাবাদী ব্যক্তি সর্ব প্রথম আত্ম বিশ্বাস থেকে বঞ্চিত হয়। কারণ, আর কেউ না জানলেও সে জানে সে মিথ্যা বলেছে। অথচ আত্মবিশ্বাসের অভাব মানুষকে আত্মহননে প্রলুব্ধ করে। দ্বিতীয়ত সে আত্ম সম্মান এবং আত্ম মর্যাদাবোধও হারিয়ে ফেলে, কারণ তার মিথ্যার সাক্ষী সেতো নিজেই। মানুষ যতোই চালাক হোক, ভুলে যাওয়ার প্রবণতা দিয়েই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে একই বিষয়ে সে আজ যেরূপ মিথ্যা বলেছে কিছুদিন পর ভিন্নরূপ মিথ্যা বলার কারণে পরিবার ও সমাজের কাছে নিজের বিশ্বাস যোগ্যতা হারায়। অতঃপর সে মাঝে মাঝে সত্য বললেও কেউ আর তা বিশ্বাস করতে চায় না। সে সমাজে মুনাফিক প্রকৃতির লোক হিসেবে পরিচিত হয়।[২৮৭]

মিথ্যাবাদীর জন্য সবচেয়ে বড় বিপর্যয় হচ্ছে সে কখনই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। যে কোন কাজেই সে সহজে ধোঁকাবাজির আশ্রয় গ্রহণ করে। কারণ, সে জানে কীভাবে মিথ্যা বলে পার পেয়ে যাবে। আর এ মিথ্যা প্রবণতা তাকে অতি সাধারণ বিষয়েও মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে পার পেয়ে যেতে প্রলুব্ধ করে। তাই সে অব্যাহতভাবে অন্যায় কাজ করেই চলে, কখনোই নিজেকে সংশোধন করার

২৮৪ জাবেদ মুহাম্মদ, m"Pwi Î MV‡bi i/c‡iLv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬

২৮৫ ইমাম হাফজ শামসুদ্দীন যাহাবী, অনু. আবু সাদেক মুহাম্মদ নুরুজ্জামান, wKZve Kvev‡qi (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ১৫৪

২৮৬ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, Zvdmxi dx whjwjj †KviAvb, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৯

২৮৭ মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী, অনু. মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম, Zvdmx‡i Dmgvbx (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪২

Dhaka University Institutional Repository

চেষ্টা করে না। আবার চেষ্টা করলেও মিথ্যার কারণে সফল হতে পারে না। এক পর্যায়ে মিথ্যা তার স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়। মিথ্যা বলে সে আনন্দ পায়, কথায় কথায় মিথ্যা বলা, এমনকি বিনা প্রয়োজনেও মিথ্যা বলা তার কাছে স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

পর্যায়ক্রমে মিথ্যাবাদী এতো ভয়ংকর পরিণতির দিকে ধাবিত হয়, সে মিথ্যার উপর কসম করতেও দ্বিধা করে না।[২৮৮] মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়াও তার কাছে সাধারণ কথার মতোই মনে হয়।[২৮৯] আল্লাহ্ তা'আলা এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর উপর মিথ্যারোপের ধৃষ্ঠতাই মিথ্যাবাদীকে ধ্বংসের শেষসীমায় পৌছাঁয়ে দেয়।[২৯০] মিথ্যা মানেই বিশ্বাসঘাকতা, মুনাফিকি করা, অপরাধের সাগরে হাবুডুবু খাওয়া, ধোঁকা ও প্রতারণা করা এবং আল্লাহ্র অভিশাপে অভশপ্ত হওয়া।[২৯১] অপ্রয়োজনীয় কথা, আড্ডাবজীর কথা, ধারণাবশত কথা বলা, কুটনামি করা এবং চাতূর্যপূর্ণ বাক বিতণ্ডা এ সবই মিথ্যা কথার অন্তর্ভুক্ত।[২৯২] মিথ্যা হচ্ছে সত্যের বিপরীত, আল্লাহ্ তা'আলা সত্য, আল্লাহ্র দ্বিন ইসলাম সত্য এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সত্য। সুতরাং মিথ্যাচার ইসলামের বিপরীত। ইসলাম এবং মিথ্যাচার একসাথে চলতে পারে না। আল কুর'আনের শিক্ষা হচ্ছে, আত্মোসংশোধন ও আত্মশুদ্ধির জন্য মিথ্যা সবচেয়ে বড় অন্তরায় হওয়ার কারণে, যতো কঠিনই হোক সর্বপ্রথম এ জঘন্য মন্দ কাজ পরিত্যাগ করতে হবে।

## ৪.৪.২ অহংকার ও আত্মম্ভরিতা

বান্দাকে অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জন করে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভ করতে হলে আল কুর'আন যে নির্দেশ দেয় তা হচ্ছে, অহংকার ও আত্মম্ভরীতা থেকে নিজেকে অবশ্যই মুক্ত করতে হবে। অহংকারের 'আবরি প্রতিশব্দ হলো 'তাকাব্বুর'। এর শাব্দিক অর্থ হলো নিজেকে বড় মনে করা, শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা। পরিভাষায়, মানুষের মাঝে নিজেকে বড় ও মহৎ বলে মনে করার মিথ্যা অনুভূতি জাগ্রত হওয়া এবং নিজেকে সবার চেয়ে বড় বলে মনে করা।'[২৯৩] এ অহংবোধের কারণেই শয়তান আল্লাহ্ তা'আলার লা'নতে পড়েছিল এবং জান্নাত থেকে বহিস্কৃত হয়েছিল। অহংবোধ ব্যক্তিকে ধ্বংস করে। কোনো মুসলিম গর্ব বা অহংকার করতে পারে না। মানুষের সামনে ঘাড় বাঁকা করে ও বুক ফুলিয়ে চলা, হাঁকডাক করা এবং দুশ্চরিত্রের প্রদর্শনও একজন মুসলিমের আচরণ নয়।

অহংকারী ও দাম্ভিকরা এ ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে যত ইচ্ছে হাঁকডাক করুক, যত ইচ্ছে বুক চাপড়িয়ে ও ঘাড় বাকিয়ে চলুক। কিন্তু চিরস্থায়ী জীবনে সে ব্যর্থ হবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা চিরস্থায়ী জীবনের শান্তি, প্রশান্তি ও আরাম আয়েশ অহংকারী দাম্ভিকদের জন্য হারাম সাব্যস্ত করেছেন। 'এ পরকাল আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি, যারা পৃথিবীর বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। আল্লাহ্ভীরুদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম।'[২৯৪] আল্লাহ্ তা'আলা অহংকারী ও দাম্ভিককে পছন্দ করেন না এবং যারা মানুষের সাথে ঘাড় বাকিয়ে কথা বলে ও ভূপৃষ্ঠে ফুলেফেপে চলাফেরা করে

---

২৮৮ মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নু'মানী, অনু. মাহাম্মদ নূরুয্যামান, gv°Awiæj nv'xm, প্রাগুক্ত, হাদিস নং- ২০৩, পৃ. ২৪৫

২৮৯ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيٓـَٔةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِۦ بَرِيٓـًٔا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَـٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا 'আর যে ব্যক্তি নিজে কোন অন্যায় কাজ করে অতঃপর কোন নির্দোষ ব্যক্তির উপর তা চাপিয়ে দেয়, সে তো নিজের মাথায় উপর জঘন্য মিথ্যা ও প্রকাশ্য পাপ বহন করে।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ১১২

২৯০ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰٓ إِلَى ٱلْإِسْلَـٰمِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ 'আর সে ব্যক্তির চেয়ে অধিক অত্যাচারী কে হবে, যে আল্লাহ্র উপর মিথ্যা দোষারোপ করে?' দ্র. আল কুর'আন, ৬১: ০৭

২৯১ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, 'মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি। যদিও সে নামাজ পড়ে, রোযা রাখে এবং মনে করে যে, সে একজন মুসলিম। যখন সে কোন কথা বলে তা মিথ্যা বলে, সে অঙ্গিকার করলে তা ভঙ্গ করে আর তার নিকট কোন কিছু সংরক্ষণের জন্য রাখলে সে বিশ্বাসঘাতকতা করে। দ্র. ইমাম হাফিজ শামসুদ্দীন যাহাবী, অনু. আবু সাদেক মুহাম্মদ নুরুজ্জামান, wKZve Kvevq¡i, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

২৯২ জাবেদ মুহাম্মদ, m"Pwi Î MV‡bi i/c‡iLv, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭ ও ৩০৭

২৯৩ অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল মান্নান ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, ^'bw›'b Rxe‡b Bmjvg, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩৩

২৯৪ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ দ্র. আল কুর'আন, ২৮: ৮৩

Dhaka University Institutional Repository

তাদের ঘৃণা করেন। 'অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ কোনো দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।'[২৯৫]

একজন মুসলিম যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সুন্নাহ্ ও জীবনাদর্শ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে তখন সে দেখে বিস্মিত হয়ে যায় যে, তিনি কিভাবে মানুষের হৃদয় থেকে অহংকারের শিকড় উপড়ে ফেলতে চান। তিনি কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে অহংকার, অহমিকা ও দাম্ভিকতা থেকে নিষেধ করেছেন। যারা এ রোগে আক্রান্ত তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে বলেছেন, অণু পরিমাণ অহংকার তার জীবনের সকল ভাল কাজকে ধ্বংস করে দিবে, তারা পরকালের জীবনে চরম ব্যর্থ হবে এবং তাদের জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যাবে।'[২৯৬]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, 'আমি কি তোমাদের সংবাদ দিব না, কারা জাহান্নামে যাবে? তারা হলো, প্রত্যেক অহংকারী, কৃপণ ও দাম্ভিক।'[২৯৭] পরকালের জীবনে দাম্ভিক অহংকারীদের লাঞ্ছনা ও অপমানের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামাতের দিন তাদের দিকে দৃষ্টি দিবেন না। না তাদের সাথে কথা বলবেন, আর না তাদের পবিত্র করবেন। কেননা সে ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে চলাফেরা করেছে এবং মানুষের মাঝে নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করে বেড়িয়েছে।

'তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামাতের দিন কথা বলবেন না, তাদের পবিত্র করবেন না এবং তাদের দিকে দৃষ্টি দিবেন না। এমনকি তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ব্যভিচারী বৃদ্ধ, মিথ্যুক বাদশাহ্ এবং অহংকারী ফকির।'[২৯৮] কারণ বড়ত্ব ও মাহাত্ম প্রকাশ তো আল্লাহ্ তা'আলার উলূহিয়্যাতের গুণাবলীর অন্যতম। এটি মানুষের জন্য বাস্তবসম্মত নয়। কেননা তাকে দূর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ জন্য যে অহংকার করে ও দাম্ভিকতার আচরণ করে সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র উলূহিয়্যাতের মর্যাদায় হস্তক্ষেপ করতে চায় এবং মহাশক্তিধর আল্লাহ্ তা'আলার একটি উচ্চ গুণকে ছিনিয়ে নিতে চায়।[২৯৯] সুতরাং এমন ব্যক্তির পরিণাম যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ছাড়া আর কিছুই হবে না।

অহংকার ও আত্মম্ভরিতার বহুবিধ কারণ থাকে। তবে মানুষ সাধারণত বংশকুল, রূপ বা সৌন্দর্য, ধন সম্পদ, ক্ষমতা ও প্রভাব, বন্ধু-বান্ধব ও সাহায্যকারির আধিক্যের কারণে অহংকার করে থাকে। ইসলামে এ সকল জিনিসের কোনো মূল্যই নেই। উপরন্তু এসব নিরেট অস্থায়ী জিনিস। সুতরাং এ সবের দ্বারা অহংকার ও গর্ব হতে পারে না। কাজেই অহংকার ও গর্ব বর্জন করে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করাই ইসলামের শিক্ষা।[৩০০] যখন কোনো ব্যক্তির মধ্যে অহংবোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তখনই সে অন্যের সম্মান ও অধিকারের কথা ভুলে যায়। নিজে সীমালংঘন করে এবং অন্যকে পীড়িত ও

---

২৯৫ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ দ্র. আল কুর'আন, ৩১: ১৮; 'অর্থাৎ দম্ভ প্রদর্শন ও অহংকার করায় মানুষের মর্যাদা বাড়েনা। বরং তাতে হেয় প্রতিপন্ন ও অপমানিত হতে হয়। সম্মুখে না হলেও পিছনে লোকে মন্দ বলে। তাই দম্ভভরে নয়, মৃদু স্বরে ও হাসিমুখে মানুষের সাথে কথাবার্তা বলা মু'মিনগণের জন্য অপরিহার্য।' দ্র. মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী, অনু. মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম, Zvdmx‡i Dmgvbx, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫২৭

২৯৬ 'যার অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, মানুষ চায় তার কাপড় সুন্দর হোক এবং জুতা দামী হোক। (তাহলে এটিও কি অহংকারের অন্তর্ভুক্ত?) রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, না, এটি অহংকারের অন্তর্ভুক্ত হবে না) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা সুন্দর এবং তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন। অহংকার তো হলো, সত্যকে অস্বীকার করা এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা।' দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী ও অন্যান্য, ^'bw'b Rxe‡b Bmjvg, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩৩

২৯৭ মাওলানা মুহাম্মদ মনযুর নো'মানী, অনু. মুহাম্মদ নূরুয্যামান, gv0Awidj nv'xm, প্রাগুক্ত, হাদিস নং- ২২০, খ. ২, পৃ. ২৫৭;

২৯৮ প্রাগুক্ত, হাদিস নং- ২২২, খ. ২, পৃ. ২৫৯

২৯৯ মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী ও অন্যান্য, সম্পা. অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল মান্নান ও অন্যান্য, ^'bw'b Rxe‡b Bmjvg, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩৩

৩০০ 'এ অহংকারের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানির কারণেই অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন ইবলিস চরম হতাশ ও অভিশপ্ত শয়তানে পরিণত হয়েছিল।' দ্র. মাওলানা আব্দুল মান্নান তালিব অনূদিত, Zvdnxgj †KviAvb, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৬

Dhaka University Institutional Repository

বঞ্চিত করে। আর বঞ্চিত ব্যক্তি পরবর্তীতে নিজের অধিকার আদায়ে অনেক ক্ষেত্রে নতুন দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। সমালোচনার সীমা ছাড়িয়ে গিবতেও জড়িয়ে যেতে পারে। এভাবেই একটি অহংকার অসংখ্য অন্যায় ও দুর্নীতির সৃষ্টি করে। সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, আত্মশুদ্ধি অর্জন করার জন্য আল কুর'আনের নির্দেশিত পন্থায়, ব্যক্তি স্বভাব থেকে অহংকার ও আত্মম্ভরিতার মতো ভয়ানক মন্দ প্রবণতা কঠোর প্রচেষ্টার মাধ্যমে পরিত্যাগ করতে হবে।

### 4.4.3 wnsmv I †µva

ইসলামের দৃষ্টিতে হিংসা ও ক্রোধ সর্বাবস্থায় অগ্রহণযোগ্য মানসিকতা।[৩০১] এগুলো ব্যক্তিত্বের ও মানবতার জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর বিষয়। হীন মানসিকতা, সম্পদের মোহ, পদমর্যাদার লোভ থেকেই হিংসা আর অহংবোধের কারণে ক্রোধের জন্ম হয়। একজন মু'মিনের আত্মশুদ্ধি অর্জন করার জন্য যেসব মন্দ স্বভাব ও খারাপ অভ্যাস পরিহার করে চলা আবশ্যক, তার মধ্যে অন্যতম, হিংসা ও ক্রোধ। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ বিষয়ে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন, 'হিংসা থেকে বাঁচো। কেননা হিংসা ভালকাজসমূহকে এমনভাবে ভষ্মিভূত করে দেয়, যেমন অগ্নি লাকড়ীসমূহকে ভষ্মিভূত করে দেয়।'[৩০২]

পরকালে মানুষের শুভ পরিণাম এবং আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তার উচ্চ মর্যাদার ক্ষেত্রে হৃদয়ের পবিত্রতা, অন্তরের পরিচ্ছন্নতা, হিংসা ও ক্রোধ থেকে আত্মার পরিশোধন এবং পবিত্রতার বড় ভূমিকা আছে। অপরের সুখ, সম্মান, সম্পদ বা সফলতা দেখে মনে মনে কষ্ট অনুভব করা এবং তা দূর হয়ে যাওয়া কামনা করাকেই হিংসা বলে। এটি একটি জঘন্য ও কদর্য মনোবৃত্তি। যে সফলতা তাকে আল্লাহ্ তা'আলা দান করেছেন তার উপর অসন্তুষ্ট হওয়া এবং হৃদয়ে যন্ত্রণা অনুভব করাই হিংসা। সুতরাং হিংসা আল্লাহ্ তা'আলার বণ্টনে অসন্তুষ্ট হওয়ার শামিল।[৩০৩] আর তাই এটি সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ।

হিংসা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য এর ক্ষতিকর দিকটি এভাবে অনুধাবন করা যে, আমার কষ্ট পাওয়া দ্বারা উক্ত ব্যক্তির কোন ক্ষতি বা উপকার হবেনা বরং আমার মনোযন্ত্রণা আমাকেই দগ্ধ করছে। আবার তার কোন ক্ষতি হলে আল্লাহ্ তা'আলার বিচারে এর দায়ভারও আমাকেই নিতে হবে।[৩০৪] অপরদিকে বিদ্বেষভাজন ব্যক্তির প্রশংসা ও তার কাজে সাহায্য করা, তার জন্য দো'আ করা ইত্যাদি ইতবিাচক কর্মকাণ্ড এ ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায়।[৩০৫] এমনটি করলে অন্তরে হিংসা জাগবেনা এবং হৃদয় আনন্দে ও সন্তুষ্টিতে উদ্ভাসিত হবে। এটি আত্মশুদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

---

৩০১ হিংসা অর্থ হচেছ, অপকার করার ইচ্ছা, ঈর্ষা, ক্ষতি কামনা, অনিষ্ট, বৈরিতা, প্রতিশোধ প্রবণতা, বিদ্বেষ, হত্যা করার প্রবৃত্তি, হনন ইচ্ছা ইত্যাদি। দ্র. বাংলা ডিকশোনারি, Cf.www.bangladictionary.org / হিংসা, visited on, 01.12.2016; Cf.www.englishbangla.com/bntobn/idex , visted on, 01.12.2016

৩০২ মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী ও অন্যান্য, ˆ'bw›'b Rxe‡b Bmjvg, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪০;

৩০৩ হযরত ইমাম গাযালি (র.), অনু. আব্দুল খালেক, †mŠfv‡M¨i cikgwY, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

৩০৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

৩০৫ وَلَا تَسۡتَوِي ٱلۡحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُۚ ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيۡنَكَ وَبَيۡنَهُۥ عَدَٰوَةٞ كَأَنَّهُۥ وَلِيٌّ حَمِيمٞ 'ভাল আর মন্দ সমান নয়। মন্দকে দূরীভূত করো উত্তম আচরণ দিয়ে। পরে তোমার ও যার মধ্যে শত্রুতা আছে, অকস্মাৎ তা যেন অন্তরঙ্গ বন্ধুতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।' দ্র. আল কুর'আন,৪১: ৩৪

ক্রোধ মানব স্বভাবের আরেকটি ভয়াভহ নেতিবাচক দিক।[৩০৬] এটি অসংখ্য অঘটনের কারণ। ক্রোধের সম্পর্ক হচ্ছে অগ্নির সাথে আর অগ্নির সম্পর্ক অভিশপ্ত শয়তানের সাথে। অহংবোধ ও হিংসা থেকে এ ক্রোধের জন্ম হয়।[৩০৭] অতিরিক্ত রাগ বা ক্ষোভ মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানশুণ্য করে বুদ্ধি বিবেকের বিনাশ সাধন করে এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ করে তোলে। রাগ মানুষকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে বাধাগ্রস্থ করে।[৩০৮] ক্রোধের কারণে সুবিচার ও ন্যায়-নীতির উপর অটল থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। বেশিরভাগ যুল্‌ম ও অত্যাচারের নেপথ্য কারণ এটি। মানুষের মনে এ অবস্থা সৃষ্টির কারণ যাই হোক না কেন, আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং তাঁর সন্তুষ্টির আশায় তা দমন করা প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তির জন্য আবশ্যক। এর কারণেই পৃথিবীতে ঝগড়া বিবাদ, অশান্তি, অরাজকতা, যুদ্ধ বিগ্রহ ও খুন খারাবি ঘটে থাকে।[৩০৯]

ক্রোধের কারণে মানবাত্মা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এটি জলন্ত অগ্নির ন্যায় আত্মাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে চারখার করে দেয়। অতএব এ মন্দ স্বভাব পরিত্যাগ করার জন্য অহংকার, হিংসা, কৌতুক, তিরস্কার, ধনলিপ্সা, প্রভূত্বপ্রিয়তা এবং নিজেকে সবচেয়ে উত্তম মনে করার মানসিকতা পরিহার করতে হবে।[৩১০] আর আত্মশুদ্ধি অর্জন করার জন্য হিংসা ও ক্রোধের মতো মারাত্মক আভ্যন্তরীণ রোগ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে।

### ৪.৪.৪ ধোঁকা ও প্রতারণা

প্রতারণা ও ধোঁকাবাজী মূলত শয়তানের কাজ। এটি ইসলামে নিষিদ্ধ।[৩১১] আত্মশুদ্ধির জন্য এ জঘন্য কাজ থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য। আল কুর'আন এটিকে দমন করার জন্য বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। ইসলামি সমাজের মানুষ কখনো ধোঁকাবাজী, প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। কেননা ইসলামের নীতি হলো মানুষ সর্বক্ষেত্রে একে অপরের কল্যাণে কাজ করবে, পরিচ্ছন্ন হৃদয়ে উপস্থিত হবে, সাক্ষাতে অসাক্ষাতে সর্বাবস্থায় শুভকামনা করবে। আপন পর সকলের জন্য ন্যায়বিচার করবে এবং সকল অবস্থায় আস্থা ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পূর্ণ আনুগত্যের পরিচয় দিবে। সে কারো সাথে প্রতারণা করবে না, ধোঁকা দিবে না, স্বজনপ্রীতি বা বিশ্বাসঘাতকতাও করবে না।

প্রকৃত মু'মিন অন্তর ধোঁকাবাজী ও গাদ্দারীকে কোনভাবেই প্রশ্রয় দেয় না বরং এতে তার হৃদয় প্রকম্পিত হয়ে উঠে এবং তার মধ্যে চরম অস্থিরতা সৃষ্টি হয়ে যায়। কেননা সে জানে, এরূপ করলে ইসলাম থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।[৩১২] রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারন করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং যে আমাদের সাথে ধোঁকাবাজী করে সেও আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।'[৩১৩] 'রাসূলুল্লাহ্ (সা.) পণ্যের একটি স্তুপের নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে তার মধ্যে হাত ঢুকালে কিছু ভিজা ও আর্দ্র অনুভব করলেন। তখন তিনি পণ্যের মালিককে জিজ্ঞেস করলেন, এ অবস্থা কেন?

---

৩০৬ ক্রোধ শব্দের অর্থ রাগ, ক্ষোভ, কোপ, রোষ, মানুষের ষড় রিপুর দ্বিতীয়টি, গোসসা ইত্যাদি। দ্র. www.english-bangla.com/bntobn/index, visited on, 01. 12. 2016; কঠিনতা, কঠোরতা, কাঠিন্য, প্রচণ্ড আবেগ, কামেচ্ছা, ক্রোধ, গভীর আসক্তি, চৈতন্য, দ্রঢ়িমা ইত্যাদি। ইংজেিতে বলে, Hardness, www.studysite.org/dictionary/Bengali, visited on, 01. 12. 2016; ক্রোধ মানুষের স্বভাবজাত, তাই এটিকে সম্পূর্ণরূপে দূর করা সম্ভব নয়। এটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখাই আসল কথা। দ্র. খন্দকার মনসুর আহমদ, Bmjv‡gi Av‡jv‡K †µva I Zv ‘g‡bi Dcvq, www.al-jannatbd.com. Visited on 01.12,2016

৩০৭ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ 'শয়তান প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে ক্রোধান্বিত হয়ে পড়ে এবং বলে, 'আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নি হতে আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।' দ্র. আল কুর'আন, ০৭: ১২

৩০৮ হযরত ইমাম গাযালি (র.), অনু. আব্দুল খালেক, †mŠfv‡M¨i cikgwY, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

৩০৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

৩১০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

৩১১ মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী ও অন্যান্য, ˆ‘bw›`b Rxe‡b Bmjvg, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪৩

৩১২ জাবেদ মুহাম্মাদ, m”Pwi Î MV‡bi i/c‡iLv, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬

৩১৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন হাজ্জাজ আল কুশাইরি, mwnn gmwjg, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৭

Dhaka University Institutional Repository

বিক্রেতা বললেন, হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)! বৃষ্টির কারণে এমনটি হয়েছে। তখন তিনি বললেন, তাহলে তুমি পণ্যের ভিজা অংশটি উপরে রাখলে না কেন, যাতে লোকেরা তা দেখতে পায়। জেনে রাখ, যে ধোঁকা দেয় সে আমাদের দলভূক্ত নয়।'[৩১৪] ইসলাম ধোঁকা ও প্রতারণার বিরুদ্ধে তার কঠোরনীতি এভাবেই ঘোষণা করেছে।

একজন প্রকৃত মুসলিম ধোঁকাবাজী, প্রতারণা, শঠতা, মিথ্যা ও বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিতে পারে না। এগুলোকে সে সব সময় ঘৃণার চোখে দেখে। চাই এর মাধ্যমে তার যত উপার্জনই হোক এবং যত লাভই হোক। কেননা ইসলামি শিক্ষা এ ধরনের মন্দ স্বভাবের মানুষকে মুনাফিকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে।'[৩১৫]

'যার মধ্যে চারটি স্বভাব পাওয়া যাবে সে নির্ভেজাল মুনাফিক আর যার মধ্যে একটি স্বভাব পাওয়া যাবে সে মুনাফিকের এক প্রকার, যতক্ষণ না সে সেটি পরিহার করবে। স্বভাব চারটি হলো আমানতের খিয়ানত করা, কথায় কথায় মিথ্যা বলা, অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করা এবং ঝগড়া ঝাটি ও গাল মন্দ করা।'[৩১৬] প্রতারণা দুর্নীতির একটি সুক্ষ্মতম প্রক্রিয়া। এর মধ্যে দুর্নীতির বীজ নিহিত রয়েছে এবং এটি আরো অনেক দুর্নীতির জন্মদাতা। মানুষের মধ্যে যখন নীতিবোধ হারিয়ে যায় তখনই তার মধ্যে প্রতারণার প্রবণতা সৃষ্টি হয় এবং তার মধ্যে জন্ম নেয় বিভিন্ন দুর্নীতি। এ জন্য ইসলাম সমাজ, রাজনীতি, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যবসা-বাণিজ্যে, চুক্তিতে, এমনকি সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে ধোঁকা ও প্রতারণাকে চিরস্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করেছে।

অতএব এটি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, মানুষের আত্মশুদ্ধির জন্য আল কুর'আন কিছু আনুষ্ঠানিক 'ইবাদাতের নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং মানব চরিত্রের গভীরে লুকায়িত এ সকল অন্যায় প্রবণতাকে অত্যন্ত কঠোর ও বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় নির্মূল করে এক উন্নত নৈতিক শিক্ষার জীবন্ত দর্শন উপস্থাপন করেছে। সুতরাং আল কুর'আনের পূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে মানুষ অভ্যন্তরীণ দোষ ক্রুটি থেকে পরিত্রাণ লাভ করে এবং তার মধ্যে পর্যায়ক্রমে উত্তম স্বভাব ও আচরণ স্থায়ীরূপ পরিগ্রহ করার কারণে আভ্যন্তরীণভাবে আধ্যাত্মিক আলোর বিচ্ছুরণ ঘটে। ফলে মানবাত্মা কুস্বভাবের ক্রুটিমুক্ত হয়ে পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি লাভ করতে সক্ষম হয়।

## 4.4.5 Ace¨q I K…cYZv

Ace¨q[317] Ges K…cYZv `y‡UvB AZ¨šÍ ÿwZKi KvR|[318] AvZ¥ïw× AR©‡bi Rb¨ †h mKj cÖavb cÖavb g›` ¯^fve cwiZ¨vM Kiv Acwinvh© Ace¨q I K…cYZv, G `yÕwU Zvi g‡a¨ ¸iæZ¡c~Y©| gvbyl hk, myL¨vwZ I †fvM wejv‡mi Rb¨ m¤ú` Ace¨q K‡i Avevi †MŠie cÖKv‡ki Rb¨ wb‡Ri  m¤ú` DRvo K‡i †`q Ges G †_‡KB AšÍi I imbv cÖm~Z cvcvPvi AbywôZ n‡q _v‡K|[319] gvbyl‡K †`qv ab-m¤ú`, Rxeb, mybvg-myL¨vwZ meB Avjøøvn& ZvÔAvjvi we‡kl `vb| Gme‡K

৩১৪ জাবেদ মুহাম্মাদ, সচ্চরিত্র গঠনের রূপরেখা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬

৩১৫ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا 'নিশ্চয় মুনাফিকের স্থান হবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে এবং তার কোনো সাহায্যকারী পাবে না।' আল কুর'আন, ০৪: ১৪৫

৩১৬ মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী ও অন্যান্য, ^'bw›'b Rxe‡b Bmjvg, প্রাগুক্ত, হাদিস নং- ৪৮৫, পৃ. ৩১৮

৩১৭ 'আরবিতে বলা হয় 'ইসরাফ'। শারি'আতের পরিভাষায় বৈধ কাজে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয়কে ইসরাফ তথা অপচয় বলে। আল্লাহ্‌র খাঁটি বান্দাগণ কখনো অপচয় করেন না। وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا 'এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপচয় করে না কোন কার্পণ্যও করে না আর তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যমপন্থায়।' দ্র. আল কুর'আন, ২৫: ৬৭; وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ 'এবং আহার করবে ও পান করবে কিন্তু অপব্যয় করবে না। তিনি অপব্যয়কারীকে পছন্দ করেন না।' দ্র. আল কুর'আন, ০৭: ৩১

৩১৮ হযরত ইমাম গাযালি (র.), অনু. আব্দুল খালেক, †mŠfv‡M¨i cikgwY, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৬৫

৩১৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

Dhaka University Institutional Repository

Zuvi wba©vwiZ I wb‡`©wkZ c‡_ e¨q bv KivB mxgvjsNb Ges Zuvi bvdigvwb| m¤ú‡`i AcPq AcQ›`bxq I wb›`bxq KvR| evwZj c‡_ Ges webv cÖ‡qvR‡b e¨q KivI AcPq| e¨‡qi †ÿ‡Î K…cYZv †hgwbfv‡e `~lYxq I wb›`bxq| Abyiƒcfv‡e Ace¨q Ges AcPqI `~lYxq I wb›`bxq|[320]

AvZ¥ïw× AR©‡bi Rb¨ gvbe Pwi‡Îi G g› ¯^fve Z¨vM K‡i Avjøvn& ZvÔAvjvi wba©vwiZ c‡_ AK…cYfv‡e m¤ú` e¨q Ki‡Z n‡e| gvbyl‡K ÿwZi nvZ †_‡K iÿv Kivi Rb¨ Bmjvg me mgqB fvimvg¨c~Y© bxwZ I wb‡`©k cÖ`vb K‡i‡Q| G †ÿ‡Î †m”QvPvix n‡q AcPq Kivi †hgb my‡hvM †bB, †Zgwb Avevi m¤ú` mÂ‡qi Rb¨ K…cYZvi c_ Aej¤^b KiviI my‡hvM †bB| m¤ú` AR©b Kiv, mÂq Kiv I e¨q Kivi AwaKvi gvby‡li Rb¨ Bmjvg ¯^xK…Z, wKš‘ Zv kZ©nxb bq|

A‰ea I kvwiÔAvn& we‡ivax Kv‡R e¨q Kiv‡K Ace¨q ejv nq| Bmjv‡g Ace¨q K‡Vvifv‡e wbwl× Ges Ace¨qKvix‡K kqZv‡bi fvB AvL¨vwqZ Kiv n‡q‡Q|[321] Bmjv‡gi wb‡`©k n‡jv e¨‡qi †ÿ‡Î ga¨gcš’v Aej¤^b Kiv| AcPqRwbZ AfveMÖ¯’Zvi Kvi‡YB A‡bK mgq gvbyl `yb©xwZMÖ¯Í n‡q c‡o|[322] GgbwK AcPqRwbZ e¨q wgUv‡Z wM‡q †m A‡b¨i nK ch©šÍ bó K‡i| gvbyl hLb †Kej wb‡R‡KB m¤ú‡`i wbisKzk gvwjK g‡b K‡i Ges wbR m¤ú` e¨‡q †¯^”QvPvix n‡q D‡V ZLb Zvi Øviv e¨w³, mgvR I iv‡ó&ªi e¨vcK ÿwZ nIqvi SuywK _v‡K|

K…cYZv gvby‡li Av‡iKwU RNb¨ g› ¯^fve, hv Z¨vM Ki‡Z bv cvi‡j AvZ¥ïw× `~‡ii K_v, mvaviY Cgvb`vi _vKvB Am¤¢e|[323] GwU gvby‡li ü`q‡K msKxY© K‡i †Zv‡j, m¤ú‡`i †gv‡n D`åvšÍ K‡i, AvZ¥xq ¯^R‡bi mv‡_ kÎæZv m„wó K‡i, mvgvwRK wfwË `ye©j K‡i Ges wØ‡bi cÖPvi I cÖwZôvq weNœ m„wó K‡i|[324] Avjøvn& ZvÔAvjv cÖ`Ë m¤ú‡` K…cYZv K‡i Zv cuywRÄf~Z Kivi †Kvb AwaKvi gvbyl‡K †`qv nqwb| gvbyl m¤ú‡`i AvgvbZ`vi gvÎ| wb‡Ri Ges cwiev‡ii e¨qfvi wgUv‡bv, `wi`ªwcoxZ gvbyl‡K Avw_©K mvnvh¨ Kiv, mv`vKv I hvKvZ cÖ`vb Kiv, Bmjvg cÖPv‡ii Rb¨ e¨q Kiv, G meB GKRb gvby‡li †gŠwjK `vwq‡Z¡i AšÍf©y³| ZvB me©ve¯’vq K…cYZv cwiZ¨vM K‡i D`vi g‡b e¨q Ki‡Z n‡e|

K„cYZv gv‡bB n‡”Q †jvfx nIqv Ges `xN©Kvj †eu‡Q _vKvi cÖZ¨vkv Kiv| GwU AvZ¥ webvkx cÖeYZv| G Kvi‡Y, Avjøvn& ZvÔAvjv K…cY‡K cQ›` K‡ib bv| K…cY e¨w³‡K cwievi I mgv‡Ri gvbylI cQ›` K‡ibv| myZivs Avjøvn&

---

৩২০ আব্বাস আলী খান অনূদিত, Bmjvgx A_bxwZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

৩২১ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ‘আর কোনো অবস্থাতেই অপব্যয় করবে না। যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।’ দ্র. আল কুর’আন, ১৭: ২৬, ২৭

৩২২ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ‘তোমার হাত গলায় বেঁধে রেখো না এবং তা একেবারে খুলেও দিও না। তাহলে তিরস্কৃত ও রিক্তহস্ত হয়ে পড়বে।’ দ্র. আল কুর’আন, ১৭: ২৯

৩২৩ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ‘যাকে কৃপণতা থেকে রক্ষা করা হয়েছে, সে সফলকাম হয়েছে।’ দ্র. আল কুর’আন, ৫৯: ০৯; অর্থাৎ কৃপণতা হচ্ছে সফলতার বিপরীত।

৩২৪ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ ۗ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ‘আর যারা কৃপণতা করে ও মানুষকে কৃপণতা করতে বলে, যারা মুখ ফিরিয়ে রাখে, তারা জেনে রাখুক যে আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী ও স্বপ্রশংসিত।’ দ্র. আল কুর’আন, ৫৭: ২৪; আরো বর্ণিত হয়েছে, আল কুর’আন, ৪৭: ৩৮; ০৪: ১২৮; ৬৪: ১৬; ৯২: ৮৯; ৪৭: ৩৮

*Dhaka University Institutional Repository*

ZvÔAvjvi mš‘wó jv‡fi Rb¨ AvZ¥ïw× AR©b Ki‡Z n‡j AcPq I K…cYZvi g‡Zv g›` ¯^fve †_‡K m¤ú~Y© `~‡i _vK‡Z n‡e| Avjøvn& ZvÔAvjv gvbyl‡K cweÎ Ki‡Z Pvb, wZwbB gvby‡li cweÎZv AR©‡bi Rb¨ G bxwZ I cš’v wba©viY K‡i w`‡q‡Qb|

৪.৪.৬ অলসতা ও ভোগপ্রিয়তা

AvZ¥ïw× AR©‡bi Rb¨ fqven cÖwZeÜK Av‡iKwU g›` ¯^fve n‡"Q, AjmZv ev D`vmxbZv| gvbyl hLb KycÖe„wËi k„•L‡j Ave× n‡q c„w_ex‡Z †fvM wejv‡m nveyWyyey Lvq AjmZvi gvivZ¥K e¨vwa‡Z ZLbB †m Avµvš— nq|[325] G Ajm, D`vmxb I †fvMwcÖq e¨w³ Av‡¯Í Av‡¯Í AatcZ‡bi AZ‡j MnŸ‡i Zwj‡q hvq| G Kvi‡Y, AvZ¥ïw× AR©b Kivi Rb¨ me©cÖ_g AjmZv ev` w`‡q K‡Vvi cwikªg I mvabv Ki‡Z n‡e Avi bvd&‡mi Pvwn`vg‡Zv gZ Avivg Av‡qk ev` w`‡q, Zv‡K wbqš¿‡Yi gva¨‡g Z¨vMx I D`¨vgx n‡Z n‡e|

Avjøvn& ZvÔAvjv gvbyl‡K Ajm e‡m _vKvi Rb¨ m„wó K‡ibwb eis Zv‡K c„w_ex‡Z GK gnvb `vwqZ¡ w`‡q m„wó K‡i‡Qb| †m `vwqZ¡ h_vh_ cvjb Ki‡Z n‡j gyn~Z©Kvj Ajmfv‡e KvUv‡bvi my‡hvM †bB|[326] Zv‡K wb‡Ri kix‡ii e¨vcv‡i mZK© I hZœevb n‡q kvixwiK mÿgZv AR©b Ki‡Z n‡e|[327] e¨vcK Aa¨q‡bi gva¨‡g Bmjvg I weÁv‡bi †gŠwjK Ávb jvf Ki‡Z n‡e|[328] cwiev‡ii e¨qfvi enb Kivi Rb¨ Kg©ms¯’vb ev Avq †ivRMvi Ki‡Z n‡e|[329] ˆ`wbK cuvPevi mvjvZ Av`vqmn Bmjv‡gi mKj wewa-weavb cvjb I Abykxjb Ki‡Z n‡e| AvZ¥xq ¯^R‡bi AwaKvi Av`vq I cÖwZôv Ki‡Z n‡e| mgvR Kj¨vYg~jK Kv‡R mgq I kªg w`‡Z n‡e|

GKRb gyÕwgb‡K Avjøvn& ZvÔAvjvi wØb cÖPvi I cÖmv‡i cÖZ¨ÿ f~wgKv ivL‡Z n‡e| gymwjg Rb‡Mvôxi wbivcËvi Rb¨ AZ›`ª cÖnixi `vqxZ¡ cvjb Ki‡Z n‡e| ewntkÎæi Avµg‡Y †_‡K gymwjgMY‡K iÿvi Rb¨ hy‡× AeZxY© n‡Z n‡e Ges wbcxwoZ gvbyl‡K D×vi Kivi Rb¨ Rvwj‡gi weiæ‡× hy× cwiPvjbv Ki‡Z n‡e| m‡e©vcwi c„w_ex‡Z Avjøvn& ZvÔAvjvi wLjvdvZ cÖwZôvi Rb¨

---

৩২৫ হযরত ইমাম গাযালি (র.), অনু. আব্দুল খালেক, †mŠfv‡M¨i cikgwY, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৯৩

৩২৬ ثُمَّ جَعَلۡنَٰكُمۡ خَلَٰٓئِفَ فِي ٱلۡأَرۡضِ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ لِنَنظُرَ كَيۡفَ تَعۡمَلُونَ ‘অতঃপর তাদের পরে আমি তোমাদের পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেছি, তোমরা কেমন কাজ কর তা দেখার জন্য।’ দ্র. আল কুর’আন, ১০: ১৪; আরো বর্ণিত হয়েছে, আল কুর’আন, ২৪: ৫৫; ০২: ৩০; ০৬: ১৬৫; ০৭: ৬৯, ৭৪, ১২৯; ৩৮: ২৬

৩২৭ ‘সুস্থ্য থাকার জন্য উত্তম খাদ্যবস্তু গ্রহণ করতে হবে এবং নিষিদ্ধ বস্তু ভক্ষণ থেকে বিরত থাকতে হবে। وَٱلۡأَرۡضَ وَضَعَهَا لِلۡأَنَامِ فِيهَا فَٰكِهَةٞ وَٱلنَّخۡلُ ذَاتُ ٱلۡأَكۡمَامِ ‘আমি পৃথিবীকে স্থাপন করেছি সৃষ্ট জীবের জন্য। এতে আছে নানাবিধ ফলমূলএবং বহিরাবরণ বিশিষ্ট খেজুর বৃক্ষ। আর আছে খোসা বিশিষ্ট শস্য ও সুগন্ধি ফুল।’ দ্র. আল কুর’আন, ৫৫: ১০-১২; আল কুর’আনে আরো বর্ণিত আছে, ০৫: ০৩-০৫, ৯০-৯১,

৩২৮ জ্ঞান অর্জনের গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে বর্ণিত রয়েছে, وَٱلرَّٰسِخُونَ فِي ٱلۡعِلۡمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلّٞ مِّنۡ عِندِ رَبِّنَاۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ‘পক্ষান্তরে যারা জ্ঞানে পরিপক্ক লোক তারা বলে আমরা সে সকল বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি, তার সবই আমার রবের তরফ থেকে এসেছে। আর প্রকৃত কথা হচ্ছে, কোন জিনিস হতে প্রকৃত শিক্ষা কেবল জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরাই লাভ করে।’ দ্র. আল কুর’আন, ০৩: ০৭ এ বিষয়ে আরো বর্ণিত আছে, আল কুর’আন, ৫৮: ১১; ১৩: ১৬; ৯৬: ০১-০৫; ৫৫: ০১-০৪

৩২৯ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ‘সালাত শেষ হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহসমূহ অন্বেষণ করো। আর অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করো, অবশ্যই তোমরা সফল হবে।’ দ্র. আল কুর’আন, ৬২: ১০

mnvq m¤ú` I Rxeb cÖvY DRvo K‡i †Póv mvabv Ki‡Z n‡e|[330] GgZve¯’vq GKRb gyÕwg‡bi AjmZvi Ges †fv‡M we‡fvi n‡q _vKvi †Kvb mgq I my‡hvM †bB|

AvZ¥ïw× AR©‡bi cÖwZwU c‡e©B i‡q‡Q Ae¨vnZ cÖ‡Póv, kªg, mvabv, Abykxjb I Aa¨emvq| ZvB, AvZ¥ïw×i Rb¨ me© cÖ_g wb‡Ri Rxeb †_‡K AjmZv‡K †S‡o †d‡j w`‡Z n‡e| Avivg Av‡qk I †fvMev`‡K cwiZ¨vM K‡i Abvo¤^i Rxeb hvc‡b wb‡R‡K Af¨¯Í Ki‡Z n‡e| Avj KziÕAvb I mybœvn& Øviv wPwüZ mKj g›` Af¨vm, ¯^fve, KvR I AvPiY m¤ú~Y©iƒ‡c cwiZ¨vM Ki‡Z n‡e|

## ৪.৪.৭ অশ্লীলতা ও লজ্জাহীনতা

Akøxj K_v, KvR I AvPiY gvbe Pwi‡Îi fqven †bwZevPK w`K| gvbyl mvaviYZ VvÆv”Q‡j, KvgcÖe„wË ZvwoZ n‡q ev †µv‡ai ekeZ©x n‡q Akøxj K_v e‡j| Avevi iƒc jve‡b¨i AnsKv‡i Avi m¤ú‡`i †MŠi‡e Akvjxb †cvlvK I AvPiY gvby‡li g‡a¨ m„wó n‡Z cv‡i| `~e©j ev `wi‡`ªi cÖwZ AeÁvg~jK g‡bve„wË I Akvjxb AvPi‡Yi Rb¨ `vqx| gvbyl j¾vkxjZv Z¨vM K‡i j¾vnxbZvi c_ AbymiY Ki‡jB Zvi Øviv AkøxjZv cÖ`k©b Kiv m¤¢e nq| myZivs gvby‡li AvZ¥ïw× AR©‡bi Rb¨ †h mKj g›` ¯^fve Z¨vM Kiv GKvšÍ Riæwi, Zvi g‡a¨ AkøxjZv I j¾vnxbZv AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y©| G AkøxjZvB gvbe mgvR‡K me‡P‡q †ekx ÿwZMÖ¯’ K‡i| gvby‡li m¤§vb myL¨vwZ ayjvq wgwk‡q †`q, mxgvjsN‡bi m~ÎcvZ nq Ges e¨wfPv‡ii cÖmvi NUvq|[331] cÖK…Z Cgvb`vi e¨w³ Kv‡iv cÖwZ frmbv K‡ibv, Awfm¤úvZ K‡ibv Ges †Kvb Akvjxb I Akøxj K_vI e‡jbv| iƒp e¨envi Ges Akvjxb AvPiY †_‡K weiZ _vKv GKRb gyÕwg‡bi Rb¨ Aek¨ KZ©e¨|

eZ©gv‡b evsjv‡`kmn mvivwe‡k¦ AkøxjZv gvivZ¥K AvKvi avib K‡i‡Q| †Uwjwfkb P¨v‡b‡j wewfbœ c‡Y¨i weÁvcb, bvUK, wm‡bgvq æKjv, wkíKjv, AsKb wkí, g¨vMvwRb, Dcb¨vm, Mí, KweZv, †Ljv-ayjv I we‡bv`‡bi bv‡g e¨vcKnv‡i AkøxjZv Qwo‡q †`qv n‡”Q| weevn ewnf~©Z A‰ea †cÖg, bvixi †mŠ›`‡h©i †MvcbxqZvi D‡¤§vPb, j¾vnxbv bvixi Akøxj A½fw½ cÖ`k©b BZ¨vw` Akøxj welqvw` DcwRe¨ bv Ki‡j †hb G¸‡jv GLb Avi KíbvB Kiv hvqbv| GQvovI i‡q‡Q B›Uvi‡bU wfwËK wewfbœ Akøxj I‡qemvBU| mvgvwRK †hvMv‡hvM gva¨g wn‡m‡e L¨vZ †dmeyK, †nvqvUm A¨vc, BgI Ges fvBfvi BZ¨vw`i Ace¨enviI fqvfniƒc jvf K‡i‡Q|[332]

৩৩০ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّٰبِرِينَ ‘তোমরা কি মনে করছো যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ্ এ বিষয়ে এখনো দেখেন নি যে, তোমাদের কারা জিহাদে আত্মোনিয়োগ করে এবং ধৈর্য অবলম্বন করে।’ দ্র. আল কুর’আন, ০৩: ১৪২

৩৩১ وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ‘অবৈধ যৌন সম্পর্কের নিকটবর্তী হয়ো না, এটি অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।’ দ্র. আল কুর’আন, ১৭: ৩২

৩৩২ আশরাফ আলী নিজামপুরী, wgwWqv mšvm, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮

*Dhaka University Institutional Repository*

GK †kªwYi Amvay e¨emvwq miKvi I m‡PZb RbM‡Yi wbwj©ßZvi my‡hvM wb‡q D³ gva¨gmg~n‡K e¨envi K‡i mgv‡R AkøxjZv I j¾vnxbZv e¨vcKfv‡e Qwo‡q w`‡PQ|[333] GgZve¯'vq, AkøxjZv I wbj©¾Zv †_‡K wb‡R‡K, cwievi Ges mgvR‡K iÿv Kiv AZ¨šÍ KwVb KvR n‡jI gyÕwgb‡`i Rb¨ Gi weKí †Kvb Dcvq †bB|[334] GKRb gyÕwgb‡K Aek¨B G me g›` wRwbm cwinvi K‡i Pj‡Z n‡e| G¸‡jvi mvgvb¨Zg cÖfveI †hb wb‡Ri Ges cwiev‡ii Dci bv c‡o, †m wel‡q m`v mRvM _vK‡Z n‡e|[335] G¸‡jvi ÿwZ m¤ú‡K© gvbyl‡K m‡PZbZvi cvkvcvwk Gi h_v_© e¨envi e¨w³ I mgv‡Ri Rb¨ K‡ZvUv Riæwi Zv e¨vcKfv‡e cÖPvi cÖPviYv Pvjv‡Z n‡e|

Aa¨emv‡qi mv‡_ Avjøvn&i wØb cwic~Y© Abymi‡Yi gva¨‡g GKRb gyÕwgb e¨w³ mKj ai‡bi AkøxjZv I j¾vnxbZv †_‡K gyw³ jvf Kivi ci f`ªZv I kvjxbZvB n‡q hvq Zvi Pwi‡Îi f~lY| mvaviY, f‡`ªvwPZ, cwi"Qbœ, Avivg`vqK, ifwPkxj I gvbvbmB †cvlvK cwiavb Kiv †cvlv‡Ki kvjxbZvi AšÍf©y³| bgª, †Kvgj, mnRmij, mZ¨, ¯úó, cÖvmswMK, mswÿß, cÖ‡qvRbxq, wkÿvg~jK I ï× fvlvq K_v ejv fvlvi kvjxbZvi AšÍf©y³| web‡qi mv‡_ nvUv, Kv‡iv K_v g‡bv‡hvM w`‡q kªeY Kiv, wb‡R gZ cÖKv‡ki †ÿ‡Î hyw³ I DËg fvlv e¨envi, wfbœeg‡Zi cÖw mnbkxjZv, A‡b¨i †`vl A‡š^lY †_‡K weiZ _vKv, †Mvc‡b I cÖKv‡k¨ c`©vi mxgv AvšÍwiKZvi mv‡_ †g‡b Pjv Ges wb‡j©vf nIqv PvwiwÎK kvjxbZvi AšÍf©y³| m‡e©vcwi ZvÔAvjvi wb‡`©k Abyhvqx mKj ai‡bi AkøxjZv I j¾vnxbZv †_‡K wb‡R‡K weiZ ivLv AvZ¥ïw× AR©‡bi Ab¨Zg Dcvq|

৪.৪.৮ নিন্দা ও কুটনামি

পরনিন্দা ও কুটনামি ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধী। অহংকার ও হিংসা থেকে সাধারণত এ দু'টি মন্দ স্বভাবের সৃষ্টি হয়। অন্তরকে পঙ্কিলতা মুক্ত করে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে হলে এ দু'টি মন্দ স্বভাব অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। 'হে ঈমানদার লোকেরা, কোন পুরুষ যেন অন্য পুরুষকে নিন্দা না করে। কারণ, যাকে নিন্দা করা হয় সে নিন্দাকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। কোন নারীও যেন অপর নারীকে উপহাস না করে। কারণ, যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণীর চেয়ে উত্তম হতে পারে। তোমরা পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করোনা এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকোনা। ঈমান আনার পর মন্দ নামে ডাকা অতি মন্দ কাজ। যারা তাওবা করবেনা তারা সীমালংঘনকারী।[৩৩৬] নিন্দা ও উপহাস সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার এ বিধান মানুষের আত্মাকে ও মানব সমাজকে পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন করার জন্য অত্যন্ত কার্যকর হিসেবে প্রমাণিত।

---

৩৩৩ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلۡفَٰحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ 'যারা ইচ্ছা করে যে, মুসলিমদের মধ্যে নির্লজ্জতার প্রচার হোক, তাদের জন্য পৃথিবীতেও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এবং পরকালেও। আল্লাহ্ই জানেন, তোমরা জান না।' দ্র. আল কুর'আন, ২৪: ১৯

৩৩৪ কারণ, একজন মু'মিন ভাল করেই জানেন তার গোপন ও প্রকাশ্য প্রত্যেকটি পদক্ষেপই সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং বিচার দিনে এগুলো প্রকাশিত হয়ে যাবে। يَوۡمَ تَشۡهَدُ عَلَيۡهِمۡ أَلۡسِنَتُهُمۡ وَأَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ 'সেদিন তাদের বিরুদ্ধে তাদের জিহ্বা, হাত ও পা তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে।' দ্র. আল কুর'আন, ২৪: ২৪

৩৩৫ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, cwievi I cwiewiK Rxeb, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬

৩৩৬ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَآءٞ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهُنَّۖ وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلۡأَلۡقَٰبِۖ بِئۡسَ ٱلِٱسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ بَعۡدَ ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن لَّمۡ يَتُبۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ দ্র. আল কুর'আন, ৪৯: ১১

‘গিবত’ আরবি শব্দ। বাংলায় একে পরনিন্দা বলে। কোনো মানুষের অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কথা বলা, যা সে অপছন্দ করে অথবা যা তার সামনে বলতে ইতস্ত হয়, তাকে বলা হয় গিবত।[৩৩৭] প্রকৃত মুসলিম গিবতকে চরম ঘৃণা করে। যখন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে জিজ্ঞেস করল, হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)! সবচেয়ে উত্তম মুসলিম কে? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, ‘যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসললিম নিরাপদ থাকে, সে ব্যক্তিই সর্বোত্তম মুসলিম।’[৩৩৮] এ মহান বাণী ও প্রজ্ঞাপূর্ণ নৈতিক শিক্ষার কারণে একজন প্রকৃত মুসলিম কারো পশ্চাতে নিন্দা করে না আর কাউকে স্বীয় হাত দ্বারা কষ্ট দেয় না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার ইজ্জত-সম্মান রক্ষা করল, তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া আল্লাহ্ তা‘আলার দায়িত্ব হয়ে গেল।’[৩৩৯] একজন মুসলিম সমাজে কারো চোগলখোরী করে না।[৩৪০] কেননা সে দ্বিনি জ্ঞান লাভ করার কারণে জানে যে, চোগলখোর সেসব লোকের অন্তর্ভূক্ত, যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা এবং বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে প্রীতি-ভালবাসার বন্ধন ছিন্ন করা।[৩৪১]

‘আমি কি তোমাদের বলব না যে, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি কে? সাহাবিগণ বললেন, বলুন হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)! রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, যাকে দেখে আল্লাহ্র কথা স্মরণে আসে। অতপর বললেন, আমি কি বলব না যে, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ ব্যক্তি কে? সাহাবাগণ বললে, অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, চোগলখোর যারা স্বজন-পরিজনের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রয়াস চালায় এবং নিরপরাধ মানুষের দোষ-ক্রুটি অন্বেষণে পেছনে লেগে থাকে।’[৩৪২] বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী চোগলখোরদের জাগতিক জীবনে লাঞ্ছনা ও পরকালে অশুভ পরিণামের নিশ্চয়তার জন্য এ হাদিসটিই যথেষ্ট।

‘তিনজন মানুষ একসাথে থাকলে একজনকে ছেড়ে দু’জন কানাকানি করবে না, এমনকি যতোক্ষণ না সে ব্যক্তি অন্যান্য লোকজনদের সাথে মিলিত হবে। কারণ, এতে তৃতীয় ব্যক্তির মনে কষ্ট পায়।’[৩৪৩] এটি মূলত পরনিন্দার অন্তর্ভূক্ত। ইসলাম মানুষের মধ্যে এমন উন্নত রুচিবোধ বিকশিত করে এবং জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি ও প্রতিভা দ্বারা এমনভাবে সজ্জিত করে, তার জন্য তিনজনের উপস্থিতিতে দু’জনের সাথে কানাকানি করা ও ফিসফিস করা সম্ভব হয় না। কারণ, এতে তৃতীয়জনের অনুভূতি আহত হয় এবং সে একাকিত্ব, নিঃসঙ্গতা ও সংকীর্ণতা অনুভব করে। দ্বিতীয়জনের সাথে আলাদা কথা যদি একান্তই প্রয়োজন হয়, ইসলামের নীতি হলো তৃতীয়জনের কাছ থেকে অনুমতি নেয়া এবং খুব সংক্ষেপে কথা শেষ করে এসে তৃতীয়জনের কাছে অক্ষমতা প্রকাশ করা।

---

৩৩৭ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমেদ, Zvdmxi dx wjwjj †KviAvb, প্রাগুক্ত, খ. ১৯, পৃ. ১৭১; وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ‘তোমাদের কেউ যেন কারো পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণাই করো। আল্লাহ্কে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।’ দ্র. আল কুর’আন, ৪৯: ১২

৩৩৮ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ দ্র. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল বুখারি, mwnn Avj eLwi, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬২

৩৩৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন হাজ্জাজ আল কুশাইরি, mwnn gmwjg, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

৩৪০ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ‘এবং এমন লোকের অনুসরণ করোনা যে কথায় কথায় কসম খায়, যে লাঞ্চিত, পিছনে নিন্দাকারী এবং একের কথা অন্যের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়।’ দ্র. আল কুর’আন, ৬৮: ১০-১১

৩৪১ لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ‘আল্লাহ্ মন্দ ও পাপের কথার প্রচারণা পছন্দ করেন না। তবে কারো উপর বাড়াবাড়ি হয়ে থাকলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ্ সব জানেন সব শুনেন।’ দ্র. আল কুর’আন, ০৪: ১৪৮

৩৪২ মুহাম্মদ ইব্‌ন হাজ্জাজ আল কুশাইরি, mwnn gmwjg, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮; وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ‘নিশ্চিত ধ্বংস সে সকল ব্যক্তির জন্য যারা মানুষের দোষক্রুটি অনুসন্ধান করে বেড়ায় এবং পরনিন্দা চর্চায় ব্যস্ত থাকে।’ দ্র. আল কুর’আন, ১০৪: ০১; ইমাম হাফিজ শামসুদ্দীন যাহাবী, অনু. আবু সাদেক মুহাম্মদ নুরুজ্জামান, wKZve Kvev‡qi, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

৩৪৩ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ দ্র. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাজ্জাজ আল কুশাইরি, mwnn gmwjg, পৃ. ৫৮

*Dhaka University Institutional Repository*

ইসলামে নিন্দা ও কুটনামির ভয়াবহ শাস্তি এবং এরূপ নিকৃষ্ট কাজকে নিজের মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়ার চেয়েও নিকৃষ্ট ঘোষণা করে মানব স্বভাব থেকে এটিকে স্থায়ীভাবে দূর করার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বাস্তবেই উন্নত নাগরিক তৈরি করে পৃথিবীর ইতিহাসে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা সত্যিই অতুলনীয়।[৩৪৪]

অতএব এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য কাল্পনিক কোন পন্থা, মতবাদ বা তরিকা অনুসরণ না করে আল কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে সামগ্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা অপরিহার্য। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেননি, তাকে সফল হওয়ার জন্য পরিপূর্ণ পথ নির্দেশনাও প্রদান করেছেন। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনুশীলন করার কিছু কাজ রয়েছে। কিছু কাজ রয়েছে পরিবার ও সমাজের দায়িত্বে আর কিছু কাজ রয়েছে রাষ্ট্রের দায়িত্বে। ব্যক্তিগত কাজ হিসেবে আল কুর'আনের আলোকে যথাযথভাবে 'ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দনীয় সকল সৎ গুণাবলী অর্জন করতে হবে এবং সকল ধরনের মন্দ স্বভাব ও আচরণ পরিত্যাগ করতে হবে। এজন্য পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সকল ধরনের পারিপার্শ্বিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে হবে। আল কুর'আন নির্দেশিত উক্ত উপায়সমূহ সঠিকভাবে অবলম্বন করলে আত্মশুদ্ধি অর্জন করে আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমা ও অনুগ্রহ লাভ করা সম্ভব।

৩৪৪ আল্লামা কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ পানীপথী (রহ.), অনু. মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম ও অন্যান্য, Zvdmx‡i gvhnvix, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৪১৪

Dhaka University Institutional Repository

# পঞ্চম অধ্যায়

## আল কুর'আনের আলোকে নৈতিক মূল্যবোধ ও বর্ণিত দুর্নীতির পরিচয়

মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষের এ শ্রেষ্ঠত্ব তাদের চারিত্রিক মাধুর্য, উন্নত গুণাবলী ও সৎ কর্মের মাধ্যমে প্রস্ফূটিত হয়।[১] মানুষ যাতে আল কুর'আনের আলোকে নৈতিক গুণাবলী অর্জন করে এবং বর্ণিত অসৎ স্বভাব থেকে মুক্ত থাকার মাধ্যমে মহান স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভ করে জান্নাতের মতো অনন্য ও চিরস্থায়ী নি'আমাত লাভ করতে পারে। সে জন্যই আল কুর'আন ও আল হাদিসে এ পথ নির্দেশ ও নীতিমালা সন্নিবেশিত করা হয়েছে।[২] এ নীতিমালা অনুসারে নৈতিক শক্তিতে গড়ে ওঠা একজন মানুষই হচ্ছে আদর্শবান মানুষ ও নৈতিকতার অধিকারী ব্যক্তিত্ব। এ পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যত ধর্মগ্রন্থ ও মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এগুলোর সবকয়টিতে সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত যে, নৈতিকতা মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ।[৩] নৈতিকতাহীন ব্যক্তি পশুর সমতুল্য বরং পশুর চেয়েও অধম ও নিকৃষ্ট।[৪]

GLv‡b DbœZ PwiÎ ej‡Z ïay gvby‡li ˆbwZKZv‡KB eySvq bv, eis e¨vcK A‡_© gvbexq mKj myKzgvi e„wË‡KI eySvq| Avj KziÕAv‡bi Av‡jv‡K Av`k© wk¶v I cÖwkÿY e¨e¯'v gvby‡li myKzgvi e„wËi D‡¤§l NUvq Ges hveZxq gvbexq ¸‡Y ¸Yvwš^Z nIqvi my‡hvM m„wó K‡i †'q| GRb¨B Ávb AR©b Bmjv‡g Avek¨Kxq Kiv n‡q‡Q|[5] Av'k© PwiÎ MV‡bi Rb¨ g~jZ †m wk¶vB me‡P‡q AKvU¨, ALÐbxq Ges cÖ‡qvRbxq, hv gnvb Avjøvn& KZ©„K cÖ'Ë I Zuvi ivm~jyjøvn& (mv.) KZ©K wb‡'©wkZ|[6] myZivs ˆbwZKZv MVb, m'¸Y I mr¯^fve AR©‡bi Rb¨ mKj‡K Avjøvn& ZvÔAvjvi weavb I Zuvi ivm~‡ji wk¶v Aek¨B cwicvjb, AbymiY I Abykxjb Ki‡Z n‡e|

নৈতিকতা মানুষের বিশেষত উত্তম ভূষণ। নৈতিক শক্তিতেই প্রকৃত ঈমানদার হওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের মাঝে উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অধিকারী তারাই যারা নৈতিকার

---

১ মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী ও অন্যান্য, অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল মান্নান ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, ˆ'bw›'b Rxe‡b Bmjvম (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৮ম সংস্করণ, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৭১৫

২ هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ 'এটি মানুষের জন্য সুস্পষ্ট বর্ণনা এবং আল্লাহভীরুদের জন্য পথ প্রদর্শক ও উপদেশ।' দ্র. আল কুর'আন, ০৩: ১৩৮; كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ 'আমি তোমাদের প্রতি তোমাদের মধ্য হতে একজনকে প্রেরণ করেছি, যিনি তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনান। তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ ও উৎকর্ষিত করেন, তোমাদের কিতাবি জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেন এবং যেসব বিষয় তোমরা অজ্ঞাত, তা তোমাদের জানিয়ে দেন।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ১৫১

৩ ডা. জাকির নায়েক, সংকলক মোঃ রফিকুল ইসলাম, পিস সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, Wv. RwKi bv‡qK †jKPvi mgMÖ (ঢাকা: পিস পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৬৮৯

৪ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَآ أُوْلَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ 'আমরা জিন ও মানুষের অনেককে জাহান্নামের জন্যই তৈরি করেছি। তাদের অন্তর আছে, তবে তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করেনা। তাদের চোখ আছে, তা দিয়ে তারা দেখেনা। তাদের কান আছে, তা দিয়ে তারা শুনেনা। এরা হলো পশুর মতো, বরং আরো অধিক নিকৃষ্ট এবং অচেতন।' দ্র. আল কুর'আন, ০৭: ১৭৯

৫ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ 'পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।' দ্র. আল কুর'আন, ৯৬; الرَّحْمَٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ 'পরম করুণাময় আল্লাহ্ এ কুর'আন শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কথা বলা শিক্ষা দিয়েছেন।' দ্র. আল কুর'আন, ৫৫: ১-২; قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ 'আপনি বলুন, যারা জ্ঞান অর্জন করেছে আর যারা অজ্ঞ রয়েছে উভয়ে কি সমান হতে পারে! বুদ্ধিমান লোকেরাইতো উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।' দ্র. আল কুর'আন, ৩৯: ০৯

৬ আফজাল হোসাইন, অনু. অধ্যাপক মোশারফ হোসাইন, wkÿv I cwkÿY (ঢাকা: ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ১ম প্রকাশ ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৩৭; মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, wkÿv mwnZ¨ I ms¯wZ (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ৫ম প্রকাশ, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ৯৬-৯৭

Dhaka University Institutional Repository

অধিকারী।'[৭] তিনি আরো বলেছেন, 'তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তিই উত্তম যার নৈতিকতা সর্বোৎকৃষ্ট।'[৮] আল কুর'আনে নৈতিকতার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জীবনে সফলতার জন্য ঈমানের পরই নৈতিকতাকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।[৯] অনৈতিকতা বা দুর্নীতিকে ঈমানের বিপরীত হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং তা থেকে বেঁচে থাকার প্রতি কঠোর নির্দেশ প্রদান করেছেন। আলোচ্য অধ্যায়ে আল কুর'আনের আলোকে নৈতিক মূল্যবোধ, নৈতিকতার সংজ্ঞা, গুরুত্ব, তাৎপর্য, পরিধি, মানব সমাজে এর প্রভাব বিষয়ে এবং দুর্নীতির সংজ্ঞা, পরিচয়, কারণ, ব্যাপ্তি ও কুফল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

## ৫.১ নৈতিকতার পরিচয়

সাধারণত মানুষের নিকট নৈতিকতা একটি আপেক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়। এ কারণে এর সংজ্ঞা ও পরিচিতি নির্ধারণে কোথাও কিছুটা ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শন তাদের সীমিত স্বার্থ ও প্রয়োজনের আলোকে নৈতিকতার সংজ্ঞা নিরুপনের চেষ্টা করেছেন। এগুলো বেশিরভাগ সীমিত ও আংশিক দৃষ্টভঙ্গি হলেও সামগ্রিক বিচারে নৈতিকতার সংজ্ঞার আওতাভুক্ত। মূলত নৈতিকতার মতো একটি গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক বিষয়কে মানবীয় স্থুল দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে কখনো এর পূর্ণাঙ্গরূপ দেখা সম্ভব নয়। একে দেখতে হবে মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া পদ্ধতি ও মাপকাঠির আলোকে। নৈতিকতার ব্যাপকতা অনুভব করতে হবে আল কুর'আনের মাপকাঠির আলোকে সৃষ্ট মূল্যবোধের আলোকে। একারণে, ইসলামে এর সংজ্ঞা একেবারেই সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট।

### ৫.১.১ নৈতিকতার আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা

নৈতিকতা নীতি শব্দের ব্যবহারিক রূপ। সাধারণত সর্বজনীন গৃহীত নীতিবোধ থেকে সৃষ্ট উন্নত পর্যায়ের আচরণকে নৈতিকতা বলে।[১০] এটি ল্যাটিন শব্দ মোরালিটাস থেকে আগত, যার অর্থ চরিত্র, ভদ্রতা, সঠিক আচরণ। ভাল বা  খারাপ বিষয়সমূহের মাঝে উদ্দেশ্য, সিদ্ধান্ত ও প্রতিক্রিয়াসমূহের পার্থক্য এবং পৃথকীকরণের ভিত্তিই হচ্ছে নৈতিকতা।[১১] নৈতিকতা মূলত একটি আদর্শিক মানদণ্ড যা বিভিন্ন অঞ্চলের সামাজিকতা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতির মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে।[১২] আবার অনেক সময় সামগ্রিকভাবে সমগ্র পৃথিবীর জন্য কল্যাণকর বিয়সমূহকেও নৈতিকতা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়।[১৩]

---

৭ আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ, nv'x‡mi Av‡jv‡K gvbe Rxeb (ঢাকা: খেলাফত পাবলিকেশন্স, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৯

৮ Avey ÔAvãyjøvn& †gvnv¤§' Be&b BmgvCj †evLvwi (i.), Aby. gvIjvbv Avãyjøvn& web mvC` Rvjvjvev`x, *Avj Av`veyj gydiv*` (XvKv: BmjvwgK dvD‡Ûkb evsjv‡'k, 3q ms¯‹iY, 2004 wL$^a$.), nvw`m bs- 272, 273, 274, c„,. 147

৯ আব্দুল মান্নান তালিব অনূদিত, Zvdnxgj †KviAvb (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২২ তম সংস্করণ, ২০০৯ খ্রি.), খ. ১৯. পৃ. ২২৩

১০ ইংরেজিতে বলা হয় Morality, ethical, moral, character. দ্র. Sailendra Biswas, *Samsad Bengali-English Dictionary* (Kolkata: Shishu Sahitya Samsad Pvt Ltd., Third Edition, 2004), p. 597

১১ Samik Bandyopadhyay, *Samsad English to Bengali Dictionary* (Kolkata: 5th Edition, 2006), p. 7009; Mohammad Ali & others, *Bengali-English Dictionary* (Dhaka: Bangla Academy, 1994), p. 385

১২ নৈতিকতা, Cf.https://www.wikipadia.com, Visited on, 08/7/2017

১৩ ড. মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন, সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, gj‡eva RvMZ KivB wkÿv (চট্টগাম: দৈনিক পূর্বকোণ, ১৪ জানু. ২০১৪ খ্রি.), https://www.dainikpurbokon.net, Visited on, 10/02/2018

Dhaka University Institutional Repository

নীতি শব্দের বিশেষণ নৈতিক আর নৈতিক শব্দের বিশেষ্য নৈতিকতা। নীতি হলো ন্যায় অন্যায়, ভাল মন্দের ধারণা।[১৪] নীতি আপেক্ষিক এবং ব্যক্তিক। নীতি থেকে উদ্ভূত নৈতিকতা জগত ও জীবন সম্পর্কে ভাল মন্দ, সত্য মিথ্যা, ন্যায় অন্যায়ের বোধও আপক্ষিক।[১৫] এ আপেক্ষিক বিষয়ের সার্বিক সংজ্ঞা তখনই দাঁড় করানো সম্ভব যখন সে নীতির ভিত্তি হবে মানুষের সামগ্রিক জীবনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম নীতি।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা এবং এ ব্যবস্থা অনুশীলনের অন্যতম ভিত্তি হলো নৈতিকতা।[১৬] নৈতিকতা মানব চরিত্রের অন্তর্নিহিত ভিত্তিমূল আর নৈতিকতার প্রকৃত ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস, সে আলোকে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং যথাযথ আনুগত্য।[১৭] কারো চরিত্রে নৈতিকতার অভাব দেখা দিলে সে বহুমাত্রিক কাণ্ডজ্ঞানহীন কর্মে জড়িয়ে পড়ে, তার জীবন হয়ে যায় চরম ভারসাম্যহীন। নৈতিকতাহীন মানুষ মানব সমাজে সব সময় বিশৃঙ্খলায় লিপ্ত থাকে। নৈতিকতার 'আরবি শব্দ হলো 'খুলুকুন'। এর অর্থ স্বভাব, চরিত্র, সচ্চরিত্র, নৈতিকতা, সদাচার, নীতিবোধ এবং ভাল অভ্যাস ইত্যাদি।[১৮] ইসলামি পরিভাষায় কোনো মানুষের আচার আচরণ ও দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ পালন ও নিষেধ থেকে বিরত থাকার বাস্তব স্বভাব প্রকাশ পায়, তাকে নৈতিকতা বলে।[১৯] এ কারণে, মানবজীবনের সবদিক নৈতিকতা বা আখলাকের অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তরাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত আখলাক বিস্তৃত।[২০]

নৈতিকতা হচ্ছে প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী হওয়া, আল্লাহ্ তা'আলার পথে অর্থ সম্পদ ব্যয় করা এবং কাউকে কষ্ট না দেয়া। এর সর্ব নিম্নস্তর হচ্ছে সহনশীল হওয়া এবং প্রতিশোধ না নেয়া, মধ্যম স্তর হচ্ছে অত্যাচারীর প্রতি দয়া ও ক্ষমা প্রদর্শন করা এবং তার কল্যাণ কামনা করা আর সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দেয়া।[২১] নৈতিকতার তিনটি ভিত্তি রয়েছে তা হচ্ছে, কামশক্তি, ক্রোধশক্তি ও জ্ঞান শক্তির মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যম পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে সকল প্রকার অন্যায় ও দুর্নীতি থেকে বেঁচে থাকা এবং বৈধ পন্থায় উপার্জন করা আর প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় না করা।[২২] সুস্থ্য স্বাভাবিক বিবেক হচ্ছে নৈতিক চরিত্রের ভিত্তিপ্রস্তর। যে কাজ বিবেক

---

১৪ ইবরাহিম মাদকুর, Avj gÔRvgj IqwmZ (ঢাকা: আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়াহ্, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ৬২১; আহমদ শরীফ ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, msw ÿß evsjv Awfavb (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ৪র্থ মুদ্রণ, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৩২২-৩২২

১৫ Abdul Haq, ˆbwZKZvi msÁv Kx? https://www.amarbloge.com, Visited on, 10/07/2017

১৬ জাবেদ মুহাম্মদ, সম্পা. আ.ন.ম আবদুল মান্নান খাঁন ও অন্যান্য, m"Pwi Î MV‡bi i/c‡iLv (ঢাকা: আদর্শ শিক্ষা ও গবেষণা সোসাইটি, তাবি.), পৃ. ১৬

১৭ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. হাফিজ মুনির উদ্দীন আহমদ, Zvdmxi dx wjjvwj †KviAvb (ঢাকা: আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, বাংলাদেশ সেন্টার, ৮ম সংস্করণ, ২০০৬ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ২৮৭

১৮ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, AvawbK ÔAvievx-evsjv Awfavb (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ৩য় সংস্করণ, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৩৭৬; ইবরাহিম মাদকুর ও অন্যান্য, Avj gÔRvgj IqwmZ (ঢাকা: আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়াহ্, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ২৬১, https://www.islamiakutubkhana.com, visited on, 10/02/2018

১৯ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, wkÿv mwnZ¨ I ms¯wZ (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ৫ম প্রকাশ, ২০১১খ্রি.), পৃ. ৬২

২০ জাবেদ মুহাম্মদ, সম্পা. আ.ন.ম আবদুল মান্নান খাঁন ও অন্যান্য, m"Pwi Î MV‡bi i/c‡iLv, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

২১ ইমাম আল গাযালি, অনু. আব্দুল খালেক, †mŠfv‡M¨i cikgwY (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৭ম সংস্করণ, ২০০৫ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ২৩; 'আল্লামা আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী (রহ.), অনু. মাওলানা আবু তাহের ও অন্যান্য, সম্পা. মাওলানা মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার ও অন্যান্য, Zvdmx‡i Zvevix kixd (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০৪ খ্রি.), খ. ১০. পৃ. ২৫২

২২ ইমাম আল গাযালি, অনু. আব্দুল খালেক, †mŠfv‡M¨i cikgwY, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

সম্মত, নৈতিকতা মানুষকে সে কাজে অনুপ্রাণিত করে ও খারাপ কাজ সম্পর্কে সতর্ক করে। সদা জাগ্রত বিবেকের এ শাসনই হচ্ছে নৈতিকতা।[২৩]

ইসলামের আলোকে ব্যক্তির দেহ, আত্মা এবং জীবনের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে একাত্ম করে যে উন্নত চরিত্র তৈরি হয়, তা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে ঐক্য, সংহতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রত্যয়ী ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়, তাকে নৈতিকতা বলে।[২৪] ইসলামি নৈতিকতা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কোন কিছুর দিকে মনযোগী না হওয়া, তিনি ছাড়া কারো নিকট কিছু প্রত্যাশা না করা, তাঁর সন্তুষ্টির জন্য জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকা এবং অন্যের প্রাপ্য সম্পর্কে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকা।[২৫]

ইসলামি নৈতিকতা হচ্ছে মানব চরিত্রের এমন এক উন্নত অবস্থা যা তার মধ্যে চিন্তার ব্যাপকতা, পরকালে বিশ্বাস, অন্তরের উদারতা ও জীবনের প্রশস্ততাকে অনিবার্য করে তোলে। আর এগুলো মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনে অত্যন্ত জরুরি, যাতে সে পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত মহান দায়িত্ব পালন করতে পারে। এ নৈতিকতা প্রবৃত্তির লালসা থেকে আত্ম রক্ষায়ও অপরিহার্য। তাছাড়া জীবন সংগ্রামের ময়দানেও নৈতিকতার প্রয়োজন অত্যধিক, যেন অতীতের সকল ব্যর্থতা, বঞ্চনা ও হতাশাকে মুছে দিয়ে ভবিষ্যতের জন্য কল্যাণের পরিকল্পনা করে দৃঢ়তার সাথে অগ্রসর হওয়ার গুণাবলি ও চেতনায় অনুপ্রাণিত হওয়া যায়।[২৬]

প্রকৃত পক্ষে উন্নত নৈতিক চরিত্র ব্যতীত মানুষ মর্যাদাহীন। মানুষ তখনই প্রকৃত মানুষের মর্যাদা লাভ করতে পারে যখন সে নৈতিকতার সাধারণ স্তর অতিক্রম করে উন্নততর স্তরে পৌঁছাতে সক্ষম হয়।[২৭] আল কুর'আন মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আহবান, ন্যায় কাজে উৎসাহ দান, বাস্তব অনুশীলন, অনুকূল পরিবেশ বিনির্মাণ ও বিধি-নিষেধ আরোপের মাধ্যমে নৈতিকতার উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে জাগতিক ও পারলৌকিক জীবনে সফলতার প্রতি আহবান জানায়।

### ৫.১.২ আল কুর'আনে নৈতিকতার গুরুত্ব

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের আভ্যন্তরীণ চিন্তা, চেতনাবোধ ও বাহ্যিক আচরণ এবং কর্মপদ্ধতির পরিশুদ্ধির জন্যই আল কুর'আন অবতীর্ণ করেছেন।[২৮] মানুষের আভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধি হচ্ছে, তার চিন্তার ভিত্তি, কল্পনার বিস্তৃতি, বিশ্লেষণের কৌশল, জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্য, বিশ্বাসের যৌক্তিকতা, জীবন সম্পর্কে চেতনাবোধ ও সমগ্র প্রত্যাশা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে আবর্তিত হওয়া। এ আবর্তনের ফলে তার সত্ত্বা জুড়ে আল্লাহ্ তা'আলার ভয় প্রবাহমান থাকবে এবং এ অবস্থায় তার দ্বারা উন্নত পর্যায়ের চরিত্র ও আচরণ প্রকাশিত হতে থাকবে। মানুষের কর্মের মাধ্যমে প্রকাশিত উন্নততর আচরণই হচ্ছে নৈতিকতা।[২৯] মানুষের নৈতিক উৎকর্ষ সাধনই আল কুর'আনের মূল উদ্দেশ্য।

---

২৩ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Avj KiAv‡bi Av‡jv‡K DbZ Rxe‡bi Av`k (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ২৭০

২৪ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. মাওলানা কারামত আলী নিযামী, Bmjv‡g mvgvwRK mywePvi (ঢাকাঃ ইসলামিয়া কুরআন মহল, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৭৬

২৫ ইমাম আল গাযালি, অনু. আব্দুল খালেক, †mŠfv‡M¨i cikgwY, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৮২

২৬ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. হাফিজ মুনির উদ্দীন আহমদ, Zvdmxi dx whjvwj †KviAvb, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৯৪

২৭ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান অনূদিত, Bmjvgx ms¯wZi ggK_v (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১০ ম প্রকাশ, ১৯৯৭ খ্রি. ), পৃ. ১৮২

২৮ জনাব আ. ফ. ম. আব্দুল হক ফরিদী, ড. সিরাজুল হক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, Bmjvgx wek‡Kvl (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২য় সংস্করণ, ২০১০ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ৫২৬

২৯ আবদুস শহীদ নাসিম অনূদিত, Bmjvgx Rxeb e¨e¯vi †gŠwjK i/c‡iLv (ঢাকাঃ শতাব্দী প্রকাশনী, ৩য় সংস্করণ, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ১২৪

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ সত্ত্বাগতভাবেই নৈতিক গুণসম্পন্ন জীব। ইসলাম তার নৈতিক স্বাধীনতা যেমন দিয়েছে তেমনি তার উপর নৈতিক দায় দায়িত্বও অর্পণ করেছে।[৩০] নৈতিকতার কারণেই পৃথিবীর সকল জীবজন্তুর উপর মানুষকে বিশেষ মর্যাদা দান করা হয়েছে। পৃথিবীতে তাকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিনিধি হওয়ার মর্যাদায়ও অভিশিক্ত করা হয়েছে এ নৈতিকতার ভিত্তিতেই।[৩১] অতএব আল কুর'আনের দৃষ্টিতে মানবতার প্রাণ হচ্ছে মানুষের নৈতিকতা। মানুষের জীবনের গঠন, ভাঙ্গন, উন্নতি ও অবনতির চূড়ান্ত ভিত্তি হচ্ছে তার নৈতিকতা।[৩২] মূলত মানুষের চূড়ান্ত সফলতা বা ব্যর্থতার উপর তার নৈতিক আচরণের প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান।

মানুষের স্বাভাবিক স্বভাবের মধ্যে যেন উন্নত ব্যক্তিত্ব, আত্মসম্মানবোধ, বদান্যতা, দয়ামায়া, সহানুভূতি, সুবিচার, নিরপেক্ষতা, উদারতা, দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারি, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, চিন্তাশীলতা, বুদ্ধিমত্তা, সংযমশক্তি ইত্যাদি সাধারণ নৈতিক আচরণ স্বায়ীভাবে বদ্ধমূল হয়ে যায়। সে জন্য আল কুর'আন সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে।[৩৩] সাধারণ নৈতিক আচরণের পর উন্নততর যে নৈতিক আচরণ মানুষের চরিত্রে প্রকাশিত হতে পারে। তার ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি অবিচল বিশ্বাস[৩৪] ও পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণ।[৩৫] তাঁর দেয়া যাবতীয় বিধি-বিধান বাস্তব জীবনে অনুশীলনের মাধ্যমে তাঁকে ভয় করে নিষিদ্ধকাজ থেকে বিরত থাকা ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভকেই জীবনের লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা।[৩৬] নৈতিকতার এ পর্যায়কে ইসলামি নৈতিকতা বলে। আল কুর'আন মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে বাস্তবভিত্তিক ও ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

### ৫.১.৩ ইসলামি নৈতিকতার লক্ষ্য

ইসলামি নৈতিকতার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করা। ইসলাম মানুষের পার্থিব জীবনের সকল চেষ্টা সাধনা ও পরিশ্রমকে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই কেন্দ্রীভূত করে।[৩৭] একজন মুসলিমের সকল চিন্তা ও কর্মতৎপরতা আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত সীমার মধ্যে পরিচালিত হবে। ইসলামি নৈতিকতা মানুষের জীবন ও জীবন ঘনিষ্ঠ সকল কাজকে এমনকি তার অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ ও সংশোধন করে, তখন তা ব্যক্তি স্বার্থে পরিচালিত না হয়ে একান্তভাবে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় হতে থাকে।

---

৩০ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Aciva cwZ‡iv‡a Bmjvg (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ৪র্থ প্রকাশ, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ১১৪

৩১ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا 'আমরা আদম সন্তানকে সম্মান দান করেছি এবং স্থল ও জলপথে যানবাহনের ব্যবস্থা করে দিয়েছি, তাদের পবিত্র জিনিস দ্বারা রিয্ক এর ব্যবস্থা করেছি এবং আমরা যা সৃষ্টি করেছি তার বহু জিনিসের উপর তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।' দ্র. আল কুর'আন, ১৭: ৭০; মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান অনূদিত, Bmjvgx ms¯wZi ggK_v, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

৩২ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Avj KiÖAv‡bi Av‡jv‡K DbZ Rxe‡bi Av'k, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০; আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا 'সে ব্যক্তিই সফলকাম হবে, যে নিজেকে নৈকিভাবে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করবে এবং সে ব্যক্তিই ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে অনৈতিক মন্দ স্বভাব দ্বারা কলুষিত করবে।' দ্র. আল কুর'আন, ৯১: ০৯-১০

৩৩ জাবেদ মুহাম্মদ, Avj KiAvbj Kwig I nw'‡mi Av‡jv‡K m"Pwi Î MV‡bi i/c‡iLv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

৩৪ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ 'প্রকৃত নিরাপত্তা তো তাদের জন্যই এবং তারাই সঠিক পথ প্রাপ্ত, যারা ঈমান এনেছে অতপর নিজেদের ঈমানকে যুল্মের সাথে মিশায়নি।' দ্র. আল কুর'আন, ০৬: ৮২

৩৫ আল কুর'আনে বর্ণিত আছে, إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ 'যখন তার প্রতিপালক তাকে বলেছিল, আত্মসমর্পণ করো। সে বলেছিল আমি মহাজগতের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করলাম।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ১৩১

৩৬ আবদুস শহীদ নাসিম অনূদিত, Bmjvgx Rxeb e¨e¯vi †gŠwjK i/c‡iLv, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

৩৭ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ 'আমি তো একমুখী হয়ে তাঁর দিকেই আমার মুখ ফিরালাম, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি কখনো তাঁর কর্তৃত্বে কাউকে অংশীকারীদের অন্তর্ভূক্ত নই।' দ্র. আল কুর'আন, ০৬: ৭৯; قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 'বলুন, নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার সকল 'ইবাদাত, আমার জীবন ও মুত্যু সবকিছুই জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার জন্য।' দ্র. আল কুর'আন, ০৬: ১৬২

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামি নৈতিকতার লক্ষ্য হচ্ছে, মানুষের হৃদয়কে স্বার্থপরতা, আত্মম্ভরিতা, নির্লজ্জতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, অসংলগ্নতা, অত্যাচার ও অনাচার থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে দিয়ে তার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার ভয়, সত্যবাদিতা, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, দায়িত্বশীলতা ও মানবিকতার মতো মহৎ গুণ জাগ্রত করা।[৩৮] মানুষের মধ্যে আত্মসংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ, নিরপেক্ষতা, সুবিবেচনা, সুবিচার, সদিচ্ছা, নিষ্কলুষ নির্মল চেতনাবোধ, বিশ্বস্ততা, দয়ামায়া এবং ক্ষমাশীলতা ইত্যাদি কল্যাণকর আচরণ সৃষ্টি করে একটি উন্নত সমাজ গঠনের উপযোক্ত নাগরিক গঠন কারাই ইসলামি নৈতিকতার লক্ষ্য।[৩৯] এককথায় ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তরাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক গঠন করে মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনই ইসলামি নৈতিকতার লক্ষ্য।

ইসলামি নৈতিকতা কেবল ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র সংশোধন করার লক্ষ্যেই পরিকল্পনা প্রণয়ন করেনা এবং ইসলাম এটিকে যথেষ্টও মনে করেনা। বরং কল্যাণের পথ অনুসরণ ও অকল্যাণের পথ বন্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যে আত্মগঠনে উদ্বুদ্ধ করে।[৪০] ইসলামি নৈতিকতার চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের মধ্যে বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিকভাবে এমন উন্নত চেতনাবোধ ও আচরণ সৃষ্টি করা, যার শক্তিবলে মানুষ ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের মূলোৎপাটনে কর্তব্য পালনের যোগ্য হতে পারে।[৪১] সব ক্ষেত্রে মানুষ যেন মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে আল্লাহ্ তা'আলার দাসত্ব করতে পারে এবং তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে তাঁর নির্দেশসমূহ বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে কল্যাণ লাভ করতে পারে।

## ৫.১.৪ ইসলামি নৈতিকতার বিভিন্ন স্তর

আল কুর'আন ও সুন্নাহ্র শিক্ষানুযায়ী ইসলামি নৈতিকতার বিভিন্ন পর্যায়ক্রমিক স্তর রয়েছে।[৪২] মানুষের চরিত্র গঠন ও পূর্ণতা অর্জনের জন্য ইসলামি নৈতিকতার এ ক্রমধারা যথাযথ গুরুত্বের সাথে অনুশীলন করা একান্ত অপরিহার্য। ইসলামি নৈতিকতার সর্বপ্রথম স্তর হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি পূর্ণ ঈমান। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে সে ঈমানের ভিত্তিতে বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে দৃশ্যমান আত্মসমর্পণ। তৃতীয় স্তর হচ্ছে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার ভয় হৃদয়ে লালন এবং চতুর্থ হচ্ছে ইহ্সান বা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে পরিপূর্ণভাবে উৎসর্গ করতে সব সময় প্রস্তুত থাকা।[৪৩]

ইসলামি নৈতিকতার ভিত্তি হচ্ছে ঈমান এবং পরবর্তী সকল স্তর এ থেকেই উৎসারিত।[৪৪] সুতরাং ঈমান পরিপূর্ণ না হলে নৈতিকতার পরবর্তী স্তরে উন্নীত হওয়ার কোন সম্ভাবনা বা সুযোগই নেই। ঈমান সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা লাভ না করে কেবল মানুষের বাহ্যিক বেশ-ভূষা, পোশাক পরিচ্ছদ, উঠা

---

৩৮ اَلتَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ 'তারা তাওবাকারী, 'ইবাদাতকারী, আল্লাহ্র প্রশংসাকারী, আল্লাহ্র পথে ভ্রমণকারী, আল্লাহ্র সম্মুখে রুকু' এবং সিজ্‌দাকারী। তারা সৎ কাজের আদেশ দানকারী, এবং অসৎ কাজে বাধা দানকারী, তারা আল্লাহ্র 'আইনের সীমা রক্ষাকারী। এ সকল মু'মিনদের আপনি সুসংবাদ দিন।' দ্র. আল কুর'আন, ০৯: ১১২

৩৯ আবদুস শহীদ নাসিম অনূদিত, Bmjvgx Rxeb e¨e¯vi †gŠwjK i/c‡iLv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩

৪০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

৪১ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ 'এখন তোমরাই পৃথিবীর ঐ শ্রেষ্ঠ জাতি, যাদেরকে মানব জাতির সঠিক পথে পরিচালনার জন্য সংশোধনের উদ্দেশ্যে ময়দানে আনা হয়েছে। তোমরা ন্যায় কাজের আদেশ দিবে, মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে এবং আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অবিচল থাকবে।' দ্র. আল কুর'আন: ০৩: ১১০

৪২ আবদুস শহীদ নাসিম অনূদিত, Bmjvgx Rxeb e¨e¯vi †gŠwjK i/c‡iLv, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

৪৩ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. হাফিজ মুনির উদ্দীন আহমদ, Zvdmxi dx wh jwj †KviAvb, প্রাগুক্ত, খ. ০৭, পৃ. ৫৩

৪৪ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ 'রাসূল সে বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছেন, যা তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যারা রাসূলকে মেনে নিয়েছে তারাও সে বিষয়সমূহকে মন থেকে মেনে নিয়েছে। তারা সবাই আল্লাহ্, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, ও তাঁর রাসূলগণকে মানে।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ২৮৫

Dhaka University Institutional Repository

বসা, চলা ফিরা, খানা পিনা ইত্যাদি বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানসমূহ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে করতে পারলেই আল্লাহ্ভীতি অর্জিত হয়ে যাবে মনে করা। অথবা নফ্ল নামায, দরুদ ও অজিফা পাঠ এ ধরনের কয়েকটি আনুষ্ঠানিক কাজ করলেই ইহ্সান বা আত্মোৎসর্গের উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছি মনে করা মোটেই বাস্তবসম্মত নয়।[৪৫] ঈমানের পরিপূর্ণতা এবং পরিপক্কতা ছাড়া নৈতিকতার উচ্চস্তরে কোনভাবেই পৌঁছা সম্ভব নয়।[৪৬] এ ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করতে হলে অবশ্যই এর ক্রমধারা পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন ও অনুশীলন করতে হবে।

### ৫.১.৪.১ পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস

ঈমান ইসলামি জীবন ব্যবস্থার ভিত্তিমূল। আল্লাহ্ তা'আলার একত্ব এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে তাঁর প্রেরিত মহান শিক্ষক হিসেবে স্বীকার করে নেয়া ঈমানের প্রাথমিক ঘোষণা মাত্র।[৪৭] একটি পরিপূর্ণ ইসলামি নৈতিক জীবন গঠনের জন্য সুবিস্তারিত, সুস্পষ্ট, ব্যাপক, সম্প্রসারিত, গভীর ও সুদৃঢ় ঈমান একান্তই অপরিহার্য।[৪৮] ঈমানের বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা হতে জীবনের কোন একটি দিক বা বিভাগও যদি বাদ পড়ে যায় তবে ইসলামি নৈতিক জীবনের প্রভাব সেখানেই দুর্বল দোদুল্যমান হয়ে যাবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।[৪৯]

ইসলামি নৈতিকতার ভিত্তি ঈমান এ কারণে যে, এখানে মানুষ ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনে নিজের এবং তার সমস্ত বস্তুতেই আল্লাহ্ তা'আলার নিরংকুশ মালিকানা স্বীকার করে নেয়।[৫০] তাঁকেই নিজের এবং সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি, বাদশাহ, প্রতিপালক, অনুসরণযোগ্য এবং আদেশ নিষেধের নিরংকুশ অধিকারী বলে মেনে নেয়।[৫১] সামগ্রিক জীবনের জন্য অপরিহার্য জীবন ব্যবস্থার উৎস একমাত্র তাঁকেই স্বীকার করে নেয়।[৫২] নিজের মনগড়া ভাল মন্দের মানদণ্ড চূর্ণ করে সর্বোতভাবে ও সর্বক্ষেত্রে

---

৪৫ আবদুস শহীদ নাসিম অনূদিত, Bmjvgx Rxeb e¨e¯'vi †gŠwjK i/c‡iLv, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

৪৬ إِنَمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ 'তারাই সত্যিকার ঈমানদার, যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে, এরপর এতে কোন কোন সন্দেহ করেনি এবং আল্লাহ্র পথে জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করে প্রাণান্তকর সংগ্রাম সাধনা করেছে। ঈমানের দাবীতে এরাই সত্যবাদী লোক।' দ্র. আল কুর'আন, ৪৯: ১৫

৪৭ আবদুস শহীদ নাসিম অনূদিত, Bmjvgx Rxeb e¨e¯'vi †gŠwjK i/c‡iLv, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

৪৮ কাযী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ্ পানীপথী (র.), অনু. মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ আব্দুল হাই ও অন্যান্য, অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল মালেক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, Zvdmx‡i gvhnvix (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৮২

৪৯ وَهُوَ ٱللَّهُ لا إِلَـٰهَ إِلا هُوَ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلأُولَىٰ وَٱلآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 'তিনিই এক আল্লাহ্, যিনি ছাড়া আর কারো কোন কর্তৃত্ব নেই। পৃথিবীতে ও পরকালে সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। শাসন ক্ষমতা তাঁরই হাতে এবং তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।' দ্র. আল কুর'আন, ২৮: ৭০; দ্র. 'আল্লামা কাযী মুহাম্মাদ ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (রহ.), মাওলানা মুহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান ও অন্যন্য কর্তৃক অনূদিত, অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, Zvdmx‡i gvRnvix, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৪০৯

৫০ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ مَلِكِ ٱلنَّاسِ إِلَـٰهِ ٱلنَّاسِ 'বলুন, আমি আশ্রয় চাই মানবজাতির প্রতিপালকের নিকট, মানবজাতির সম্রাটের নিকট এবং মানবজাতির ত্রাণকর্তার নিকট।' দ্র. আল কুর'আন, ১১৪: ০১-০৩; আরো বর্ণিত আছে আল কুর'আন, ০২: ২৫৫; ১৩: ১৬; ৪৩: ৮৪; ৫৯: ২২-২৪; দ্র. ড. আবু আমীনাহ্ বিলাল, অনু. আব্দ আল আহাদ, সম্পা. আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক, w' dvÛv‡g›Uvjm Ad Zvlwn' (ঢাকা: সিয়ান পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ২য় মুদ্রণ ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ২৮

৫১ إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ فَٱعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ ٱلدِّينَ 'আমরা আপনার নিকট সত্যসহ এ পবিত্র গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি। অতএব কেবল আল্লাহ্রই দাসত্ব করুন এবং নিজের আনুগত্যকে তাঁর জন্য একনিষ্ঠ করে নিন।' দ্র. আল কুর'আন, ৩৯: ০২; قُلْ إِنِّيۤ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ ٱلدِّينَ وَأُمِرْتُ لأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ 'বলুন, আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমি যেন একনিষ্ঠভাবে শুধুমাত্র আল্লাহ্র দাসত্ব করি। আমাকে আরো নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমি যেন আত্মসমর্পণকারীদের অগ্রগামী হই।' দ্র. আল কুর'আন, ৩৯: ১১-১২

৫২ দ্র. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, Zvdmxi dx whjwjj †KviAvb, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৯৭; দ্র. ড. আবু আমীনাহ্ বিলাল, অনু. আব্দ আল আহাদ, সম্পা. আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক, w' dvÛv‡g›Uvjm Ad Zvlwn', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিকেই একমাত্র মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করে। নিজের স্বেচ্ছাচারিতা ত্যাগ করে নিজস্ব মতবাদ, চিন্তাধারা, মনোবাসনা, চিন্তাপদ্ধতি ও কর্মপরিকল্পনাকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে রচনা করে।[৫৩] ঈমানদার ব্যক্তি যে সকল কাজের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য হয়না বরং অকৃতজ্ঞতা ও নাফরমানি হয় সে সব কাজ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে।

যখন কোন ব্যক্তি সচেতনভাবে নিজের মন ও প্রাণ আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। তখন নিজের প্রেম ভালবাসা, বন্ধুত্ব ও শত্রুতা, আগ্রহ ও ঘৃণা, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, যুদ্ধ বা সন্ধি সবকিছুকেই তাঁর পছন্দ অপন্দের ভিত্তিতে পরিচালনা করবে।[৫৪] ফলে তার মন কেবল তাই পেতে চায় যা আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন যা আল্লাহ্ অপছন্দ করেন তা থেকে তার মন স্বভাবিকভাবেই দূরে সরে যেতে চেষ্টা করে।[৫৫] আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমানের এ হচ্ছে মূল কথা। অতএব আল্লাহ্ভীতি ও আত্মোৎসর্গ পর্যায়ে উন্নীত হতে হলে ঈমানের গভীরতা, বিস্তৃতি, পরিপক্কতা ও ব্যাপকতা অপরিহার্য।

অপরদিকে জীবনের সকল ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে একমাত্র পথপ্রদর্শক ও নেতারূপে মেনে নেয়া। তাঁর নেতৃত্ব বিরোধী ও প্রভাবমুক্ত সকল মতবাদ, পথ, পন্থা ও নেতৃত্বকে অস্বীকার করাই হচ্ছে রাসূলের প্রতি ঈমান।[৫৬]

আল্লাহ্র কিতাব প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা ও নীতিসমূহ ছাড়া অন্য মতবাদ বা আদর্শ বা 'আইন প্রতিষ্ঠায় বিন্দুমাত্র সন্তুষ্ট না থেকে আল কুর'আনের বিধি-ব্যবস্থাকে সমগ্র পৃথিবীর সকল মানুষের জীবন ব্যবস্থারূপে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মনের যে ব্যাকুলতা, তাই হচ্ছে কিতাবের উপর ঈমানের মূল বক্তব্য।[৫৭] পরকালের উপর ঈমান হচ্ছে পরকালকে জাগতিক জীবনের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। পরকালীন কল্যাণ অকল্যাণকে পৃথিবীর যে কোন স্বার্থ ও প্রাপ্তির উপর সর্বোতভাবে অগ্রাধিকার দিবে। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে পরকালে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট জবাবদিহির অনুভূতি নিয়ে সংযত ও বিনয়ী হয়ে চলবে।[৫৮] মূলত এ মূল বক্তব্যসমূহই ঈমানের সঠিকরূপ এবং ইসলামি নৈতিকতার ভিত্তি ও প্রাথমিক স্তর।

---

৫৩ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ 'অপরদিকে মানুষের মধ্যে কেউ এমনও আছে, যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন বিক্রি করে দেয় এবং এরূপ বান্দার উপর আল্লাহ্ অনেক মেহরবান।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ২০৭; আরো বর্ণিত আছে, আল কুর'আন, ৯২: ২০-২১; ০৯: ১১১

৫৪ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ 'পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, আল্লাহ্র জন্যে তাদের ভালবাসা সবার এবং সব কিছুর উপরে অতি মজবুত অবিচল।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ১৬৫

৫৫ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهُۥ 'আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়েছেন তাদের প্রতি আর তারাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। এসব এ কারণে যে, তারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে চলে।' দ্র. আল কুর'আন, ৯৮: ০৮

৫৬ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا 'তিনি আল্লাহ্ যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য জীবন ব্যবস্থাসহ পাঠিয়েছেন, যেনো তিনি এ ব্যবস্থাকে সমস্ত বাতিল ব্যবস্থার উপরে বিজয়ী করেন।' দ্র. আল কুর'আন, ৪৮: ২৮; لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন, যিনি তোমাদের একজন। তোমাদের ক্ষতি হওয়া তাঁর পক্ষে কষ্টদায়ক, তিনি তোমাদের সার্বিক কল্যাণকামী। বিশ্বাসী লোকদের জন্য সহানুভূতিশীল ও করুণাময়।' দ্র. আল কুর'আন, ০৯: ১২৮; আরো বর্ণিত হয়েছে, আল কুর'আন, ০৫: ৩২; ০৭: ৩৫; ০২: ৮৭; ০৩: ৮৬; ০৪: ৫৯; ০৪: ৬৪; ২৪: ৫৪; ৭৩: ১৫

৫৭ وَمَا كَانَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ 'এ কুর'আন আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারো রচনা নয়। পক্ষান্তরে এর পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এটি সেগুলোর সমর্থক এবং বিধানসমূহের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটি জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।' দ্র. আল কুর'আন, ১০: ৩৭; 'আল্লাহ্ তা'আলা একে তাঁর উপদেশ, মানব ব্যাধির প্রতিকার, হিদায়াত ও কল্যাণের উৎস এবং তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ারূপে অভিহিত করেছেন।' দ্র. আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, Bmjvgx wek‡Kvl (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০১০ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ৫২০

৫৮ يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِۦ وَأَبِيهِ، وَصَٰحِبَتِهِۦ وَبَنِيهِ لِكُلِّ ٱمْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ 'সেদিন মানুষ তার ভাই, মা, বাবা ও স্ত্রী সন্তান থেকে পালাতে থাকবে। সেদিন প্রত্যেককে নিজের মুক্তির চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে।' দ্র. আল কুর'আন, ৮০:

### ৫.১.৪.২ পূর্ণ আত্মসমর্পণ

বিশ্বাসের বিস্তারিতরূপ যখন মানুষের নিকট স্পষ্ট হয় এবং এর মূলনীতিসমূহ যখন তার হৃদয়ে সঠিকভাবে স্থাপিত হয় তখনই সে পূর্ণ আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত হয়। এটি ইসলামি নৈতিকতার দ্বিতীয় স্তর। আত্মসমর্পণ হচ্ছে বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট মূলনীতিসমূহের বাস্তবরূপ।[৫৯] বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণের প্রকৃত সম্পর্ক বীজ ও বৃক্ষের ন্যায়। বীজের মধ্যে যা কিছু যেভাবে বর্তমান থাকে, তাই বৃক্ষের রূপে আত্মপ্রকাশ করে।[৬০] যখন ব্যক্তির অন্তরে বিশ্বাসের অস্তিত্ব থাকবে তখন ব্যক্তির বাস্তব জীবনে, জীবনের সকল কর্মে, ঘরের ও পরিবারের সকল কর্মকাণ্ডে, সামাজিক ও কর্মস্থলের সকল আচার আচরণে, সকল গতিবিধি ও গন্তব্য নির্ধারণে, সময় শক্তি ও যোগ্যতা প্রদর্শনসহ ছোটখাট সকল বিষয়ে এর বাস্তব অভিব্যক্তি প্রকাশিত হবে।[৬১] মনের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস বর্তমান থাকা এবং কর্মজীবনে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণের বাস্তব প্রকাশ না হওয়া একেবারেই অসম্ভব ও অস্বাভাবিক ব্যাপার। সুতরাং ইসলামের আলোকে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও বাস্তবজীবনের পূর্ণ আত্মসমর্পণ একই সূত্রে গাঁথা।[৬২]

আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসের প্রতিটি শাখা প্রশাখা মানব হৃদয়কে আলোকিত করার পর দ্বিতীয় যে নৈতিক স্তরে সে উন্নিত হয় তা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা। সকল অবস্থায় আত্মোৎসর্গের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখা। নিজের মনের যাবতীয় ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছা ও 'আইনের উপর সোপর্দ করা। তাঁর নির্ধারিত পথে চলার জন্য সকল দুঃখ কষ্ট, অভাব অনটন, বিপদ আপদ, ভয় শংকা, হুমকি ও হুংকারকে সাবলীলভাবে বরণ করে নিয়ে কেবল স্বীয় প্রতিপালকের আনুগত্যে অবিচল থাকা।[৬৩] এটি প্রকৃত বিশ্বাসের ভিত্তিতে কার্যকর ও কর্মগত আত্মসমর্পণ। আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর অনুসরণের মাধ্যমে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং সে অনুযায়ী সমাজ বিনির্মাণের প্রচেষ্টা গ্রহণই প্রকৃত আত্মসমর্পণ।

### ৫.১.৪.৩ আল্লাহ্ভীতি অর্জন

---

৩৪-৩৭; فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ 'অতঃপর যে বিন্দু পরিমাণ ভাল কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে। আর যে বিন্দু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে সেও তা দেখতে পাবে।' দ্র. আল কুর'আন, ৯৯: ৭-৮; إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ 'আসলে যারা পরকালকে বিশ্বাস করেনা তাদের মনগড়া কর্মকে আমি তাদের চোখে সুন্দর বানিয়ে দিয়েছি। তাই তারা দিশেহারা হয়ে ফিরছে।' দ্র. আল কুর'আন, ২৭: ০৪; এ প্রসঙ্গে আরো বর্ণিত আছে, আল কুর'আন, ০৬: ৩২; ৩৬: ৬৫; ১০২: ০৮; ৬২: ০৮; ০২: ৪৮

৫৯ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ 'হে বিশ্বাস স্থাপনকারী লোকেরা, তোমরা পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ করো এবং জীবনের কোন ক্ষেত্রেই শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা। কারণ, সে তোমাদের স্পষ্ট শত্রু।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ২০৮; فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 'তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ ও নিদর্শনসমূহ আসার পরও ইসলামে পরিপূর্ণ প্রবেশের ক্ষেত্রে যদি কোন ব্যত্যয় ঘটে, তবে জেনে রাখো, আল্লাহ্ অবশ্যই মহাশক্তিমান, মহাজ্ঞানী।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ২০৯

৬০ হাফিজ ইমামুদ্দিন ইব্ন কাসির (রহ.), অনু. ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান, Zvdmxi Beb Kwmi (ঢাকা: তাফসীর পাবলিকেশন্স কমিটি, ৫ম সংস্করণ, ২০১২ খ্রি.), খ. ১-৩, পৃ. ৫৩৮

৬১ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, Zvdmxi dx wh jvwj j †KviAvb, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৬১

৬২ কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ্ পানীপথী (রহ.), সম্পা. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক ও অন্যান্য, মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ আব্দুল হাই ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, Zvdmx‡i gvhnvix, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ৫৫০

৬৩ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ 'আমি অবশ্যই ভয়, বিপদ, ক্ষুধা, জীবন ও সম্পদের ক্ষতি, এবং আয় রোজগার কমিয়ে দিয়ে তোমাদের পরীক্ষায় ফেলব। এসব অবস্থায় যারা ধৈর্য ধারন করে, তাদের জন্য সুসংবাদ।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ১৫৫; أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ 'মানুষ কি মনে করে ঈমান এনেছি এ কথা বললেই তাকে ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাকে পরীক্ষা করা হবেনা? অথচ তাদের আগে যারা ছিল তাদের সবাইকে আমি পরীক্ষা করেছি। আল্লাহ্কে তো অবশ্যই দেখে নিতে হবে, ঈমানের দাবীতে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী।' দ্র. আল কুর'আন, ২৯: ২-৩

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামি নৈতিকতার তৃতীয় স্তর হচ্ছে আল্লাহ্ভীতি অর্জন।[৬৪] এটি কোন বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান নয়। এটি হচ্ছে মনের গভীরে আল্লাহ্ তা'আলার ভয় জাগ্রত থাকা, যার মাধ্যমে জীবনের প্রত্যেকটি বিষয়ে দায়িত্বানুভূতির সৃষ্টি হবে এবং প্রতিটি কাজে তার স্বতস্ফুর্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।[৬৫] মানুষের মনে আল্লাহ্ তা'আলার ভয় হবে, নিজে তাঁর দাসানুদাস এ চেতনা জাগ্রত থাকবে, তাঁর সামনে নিজের দায়িত্ব ও জবাবদিহি করার কথা সর্বদা স্বরণ থাকবে।[৬৬] আল্লাহ্ তা'আলা পরীক্ষাগার এ পৃথিবীতে একটি নির্দিষ্ট জীবনকাল দিয়ে পাঠিয়েছেন, এ অনুভূতি তীব্রভাবে হৃদয়ে লালিত হবে।

পরকালে ভবিষ্যতের ফায়সালা নির্ধারিত হবে আল্লাহ্ভীতির ভিত্তিতেই। বর্তমান জীবনের শক্তি সামর্থ, যোগ্যতা, সুযোগ, সম্পদ, পদ, পদবী ইত্যাদি প্রয়োগ করা এবং মানুষের সাথে লেনদেন ও আচরণ আল্লাহ্ভীতির ভিত্তিতেই হবে।[৬৭] আল্লাহ্র সকল আদেশ নিষেধের কথা হৃদয়ে সব সময় জাগ্রত থাকবে। এরূপ অনুভূতি ও চেতনা যার মধ্যে তীব্রভাবে জাগ্রত থাকবে, তার সমস্ত শরীর, চিন্তা চেতনা, হৃদয় মন সব কিছুই ইসলামি নৈতিক চেতনায় উজ্জিবীত হয়ে উঠবে। আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার বিপরীত প্রত্যেকটি বিষয়ই তার কাছে অস্বস্তিকর, অরুচিকর, অযৌক্তিক, অপ্রয়োজনীয় ও অসহ্য হয়ে উঠবে। তখন ইসলামে নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকাসহ সংশয়পূর্ণ কোন কাজেও তিনি লিপ্ত হবেন না।[৬৮]

তার অন্তর্নিহিত কর্তব্যজ্ঞানই তাকে আল্লাহ্ তা'আলার সকল নির্দেশ পূর্ণ আনুগত্যের সাথে পালন করতে বাধ্য করবে। ব্যক্তি প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন অবস্থাতেই অন্যায় কাজে নিজেকে জড়িত করবে না। কারণ প্রতিটি মুহূর্তেই তিনি আল্লাহ্ তা'আলার উপস্থিতি অনুভব করবেন। তিনি জানেন পৃথিবীর কেউ তার কর্মকাণ্ড না দেখলেও তিনি ঠিকই দেখছেন এবং দু'জন সম্মানিত ফিরিশতা দ্বারা সকল কর্মকাণ্ড সার্বক্ষণিক সংরক্ষণ করা হচ্ছে। সকল বিষয়ে মহান প্রতিপালকের সামনে তাকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।

যদি কোন অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত সীমা লংঘিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয় তখন তার অন্তরের গভীরে লালিত আল্লাহ্ভীতি তাকে সে অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করে।[৬৯] আল্লাহ্র নির্দেশ পালন ও মানুষের অধিকার রক্ষা করা তার স্বভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয়। কোথাও সত্যের বিপরীত কোন কথা বা কাজ নিজের দ্বারা হয়ে পড়ে কিনা, সে ভয়ে সর্বদা সজাগ থাকবেন। একজন আল্লাহ্ভীরু ব্যক্তির নৈতিকতার এ উন্নত অবস্থা বিশেষ কোন পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে পরিলক্ষিত না হয়ে বরং সমস্ত চিন্তা, চিন্তার বিষয়বস্তু, কর্মপদ্ধতি এবং জীবনের সমস্ত কর্মধরায়ই এর বাস্তব

---

৬৪ ذَٰلِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُۥٓ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُعْظِمْ لَهُۥٓ أَجْرًا 'এটিই আল্লাহ্র আদেশ, যা তিনি তোমাদের উপর অবতীর্ণ করেছেন। যে আল্লাহ্কে ভয় করে চলবে আল্লাহ্ তার পাপসমূহ বিলোপ করে দিবেন আর তাকে বিরাট পুরস্কার দান করবেন।' দ্র. আল কুর'আন, ৬৫: ০৫; وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ 'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদেশ পালন করে, আল্লাহ্কে ভয় করে ও তাঁর নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকে তারাই সফলকাম।' দ্র. আল কুর'আন, ২৪: ৫২

৬৫ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ 'হে সে সকল লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্কে তেমনি ভয় করো, যেমন ভয় করা উচিত। আর পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় ছাড়া যেন তোমাদের মৃত্যু না হয়।' দ্র. আল কুর'আন, ০৩: ১০২

৬৬ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ 'হে বিশ্বাসস্থাপনকারী লোকেরা, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করে চলো। প্রত্যেকের খেয়াল রাখা উচিত, সে আগামী দিনের জন্য কী ব্যবস্থা করেছে। আল্লাহ্কে আরো ভয় করে চলো। আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদের সব কর্মকাণ্ডের সংবাদ রাখেন।' দ্র. আল কুর'আন, ৫৯: ১৮

৬৭ 'আল্লামা কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ্ পানীপথী (রহ.), অনু. মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম ও অন্যান্য, সম্পা. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক ও অন্যান্য, Zvdmx‡i gvhnvix, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৪৯৫

৬৮ আবদুস শহীদ নাসিম অনূদিত, Bmjvgx Rxeb e¨e¯'vi †gŠwjK i/c‡iLv, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

৬৯ কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ্ পানীপথী (রহ.), মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ আব্দুল হাই ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, Zvdmx‡i gvhnvix, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৮১

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিফলন ঘটবে।[৭০] নৈতিকতার এ পর্যায়ে ব্যক্তির কথা, কাজ, চিন্তা, আচরণ, কর্মপদ্ধতি, ও বাস্তবজীবনের মধ্যে পরম পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা এবং সামঞ্জস্য ফুটে উঠবে।

### ৫.১.৪.৪ আত্মোৎসর্গকরণ

তাকওয়ার মূল কথা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার ভয়, যা মানুষকে নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। আত্মোৎসর্গকরণ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও ইসলামের সাথে মনের এমন গভীরতম ভালবাসা ও প্রেমে আত্মহারা অবস্থা, যা একজন মুসলিমকে ইসলামের জন্য আত্মোৎসর্গকারী প্রাণ করে দেয়।[৭১] এ অবস্থাকে ইসলামি পরিভাষায় ইহ্সান বলা হয়েছে। এটি ইসলামি নৈতিক জীবনের সর্বোচ্চ পর্যায়।[৭২] আর ইহ্সানের মূল কথা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার প্রেম ও ভালবাসা। এটি মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য ব্যাকুল করে তোলে। নৈতিকতার এ পর্যায়ে একজন মানুষ নিজের জীবন, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সকল পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলার বিধান পরিপূর্ণভাবে কার্যকর করার জন্য উদ্যোগী হয়ে উঠেন।[৭৩] তিনি সৃষ্টি জগতের প্রতিটি বস্তুতে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব অনুভব করতে থাকেন। সার্বক্ষণিক তাঁর কৃপা অনুভবে তার হৃদয় প্রশান্তিতে শিক্ত হতে থাকে।

ইসলামি নৈতিকতার এ স্তরে উন্নীত মুসলিম আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টির উপর অন্য কারো কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব কোন অবস্থাতেই মেনে নিতে চান না।[৭৪] ইসলামি আদর্শ ও নীতির বিরুদ্ধে যে কোন শক্তির মোকাবিলা করার জন্য তিনি সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়ে যান। পৃথিবীর সর্বত্র একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার বিধান কার্যকর হোক এবং সকল মানুষ কেবল তাঁরই দাসত্ব করুক, এ প্রত্যাশা পুরণে তিনি এতোটাই উদ্যমী হয়ে উঠেন যে, নিজের জীবন ও সহায় সম্বল অকাতরে বিলীন করে দিতেও কুণ্ঠিত হন না।[৭৫] সমাজে বিদ্যমান যাবতীয় অন্যায়, অপরাধ, দুর্নীতি, দুরাচার, অত্যাচার, অবিচার, হত্যা, নির্যাতন, নিপীড়ন, শোষণ ও বৈষম্য দূর করে তদস্থলে আল্লাহ্ তা'আলার সুষম ও শান্তিপূর্ণ বিধান কার্যকর করে সুখী সমৃদ্ধশালী সামাজিক কাঠামো বিনির্মাণের জন্য ইসলামি নৈতিকতার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত একদল মানুষ তৈরি হওয়া বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত প্রয়োজন।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সর্বপ্রথম মানুষকে ঈমানের দা'ওয়াত উপস্থাপন করেছেন। অতঃপর ঈমানের অনিবার্য দাবী অনুযায়ী ক্রমশ শিক্ষা দানের মাধ্যমে বাস্তব আনুগত্যের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। আনুগত্যে ভিত্তিতে নৈতিক জীবন যাপনের মাধ্যমে তাকওয়া কার্যকর করার পর আল্লাহ্ তা'আলা ও

---

৭০ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. মাওলানা কারামত আলী নিযামী, Bmjv‡g mvgwRK mwePvi, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

৭১ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ 'আল্লাহ্ তাদের সাথেই রয়েছেন, যারা আল্লাহ্কে ভয় করে চলে এবং যারা আত্মোৎসর্গকারী।' দ্র. আল কুর'আন, ১৬: ১২৮

৭২ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, Zvdmxi dx wHjwjj †KviAvb, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৬৭

৭৩ কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ্ পানীপথী (রহ.), অনু. হাফেজ মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন ও অন্যান্য, সম্পা. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক ও অন্যান্য, Zvdmx‡i gvhnvix, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৮২

৭৪ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, Zvdmxi dx wHjwjj †KviAvb, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ১০২

৭৫ এরূপ লোকদের ব্যাপারে বর্ণিত আছে, إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ 'প্রকৃত কথা হচ্ছে, আল্লাহ্ জীবন ও সম্পদ উৎসর্গকারী বিশ্বাসীদেরকে বিনিময় স্বরূপ জান্নাত দিয়েছেন। এখন তাদের কাজ হবে আল্লাহ্র পথে অবিরত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া, এক্ষেত্রে তারা যেমন মারবে প্রয়োজনে মরবেও।' দ্র. আল কুর'আন, ০৯: ১১১; ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّٰغُوتِ فَقَٰتِلُوٓا۟ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَٰنِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَٰنِ كَانَ ضَعِيفًا 'যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারা সংগ্রাম করে আল্লাহ্র পথে। আর যারা অস্বীকারকারী তারা লড়াই করে অভিশপ্ত ও মানবসৃষ্ট পদ্ধতির পক্ষে। অতএব তোমরা অভিশপ্ত শয়তানের সঙ্গী সাথীদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। নিঃসন্দেহে শয়তানের অপকৌশল বড়ই দুর্বল।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ৭৬; আরো বর্ণিত আছে, আল কুর'আন, ৬১: ০৪; ০৪: ৭৪; ০৫: ৩৫; ০৯: ২০

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলের প্রতি অকৃত্তিম প্রেম ভালবাসা তথা ইহ্‌সানের পূর্ণ গুণাবলি ফুটিয়ে তুলেছেন।[৭৬] এরপর এ নিষ্ঠাবান লোকদের সম্মিলিত চেষ্টা সাধনায় জাহেলি যুগের বর্বরতম জীবন ব্যবস্থাকে নির্মূল করে তদস্থলে আল্লাহ্‌ তা'আলার বিধানের মূলনীতিসমূহের ভিত্তিতে এক সুষ্ঠু ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।[৭৭]

## ৫.২ নৈতিক মূল্যবোধের পরিচয়

মানব জীবনে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক পর্যায়ে নৈতিকতার গুরুত্ব অপরিসীম।[৭৮] এ নৈতিক শক্তিবলেই মানুষকে প্রকৃত মানুষের মর্যাদা লাভ করতে হয়।[৭৯] নৈতিক শক্তির মাধ্যমেই সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব অর্জন করতে হয়। স্বভাবত মানুষের মধ্যে দু'ধরনের বিপরীত শক্তি কাজ করে। একটি মানুষকে স্বার্থপরতা, লোভ লালসা, হিংসা ও শংকীর্ণতার প্রতি আকৃষ্ট করে। অপরটি মানুষকে মানবতা, উদারতা, সততা ও ত্যাগ তিতিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। দু'ধরনের বিপরীত চেতনাবোধ থেকে যে কোন একটিকে প্রাধান্য দিয়ে মানুষ তার দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নির্ধারণ করে থাকে। মানুষের নিজস্ব জীবন ও স্বার্থ সম্পর্কে মূল্যায়নের যে সুক্ষ্ম অনুভূতি, তাই হচ্ছে মূল্যবোধ। এ মূল্যবোধ যখন কেবল জাগতিক প্রতিষ্ঠা লাভ ও ভোগবাদের উদ্দেশ্যে নিজস্ব চিন্তা বা মানুষ কর্তৃক নির্ধারিত কোন পন্থায় পরিচালিত হয়, তখন তা দ্বারা হীনমন্যতা, সংকীর্ণতা স্বার্থপরতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এটি হচ্ছে অনৈতিক মূল্যবোধ।

অপরদিকে জীবন, জগত, মহাজগত ও পরকাল সম্পর্কে মানুষের সমগ্র চিন্তা, চেতনা, কর্মপরিকল্পনা যখন নিজস্ব ধ্যান ধারণা ও স্বার্থপরতা বাদ দিয়ে কেবল মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্দেশের আলোকে এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য পরিচালিত হয় তখন একে নৈতিক মূল্যবোধ বলে।[৮০] এ কারণে একটি স্থিতিশীল সুষ্ঠু সমাজ বিনির্মাণে নৈতিক মূল্যবোধের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম এবং ইসলামের উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে এর পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর। এ পর্যায়ে নৈতিক মূল্যবোধের পরিচয়, তাৎপর্য, পরিধি এবং এর দ্বারা ব্যক্তি চরিত্রে অর্জিত দৃঢ়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

### ৫.২.১ নৈতিক মূল্যবোধের সংজ্ঞা

কোনো জিনিসকে অন্তরাত্মার বিচারে সঠিক কিনা তা নির্ণয় করা যায় যে বিশেষ বোধশক্তি, বুঝশক্তি বা জ্ঞানশক্তি দিয়ে সেটিই হচ্ছে মূল্যবোধ।[৮১] অর্থাৎ গ্রহণ বা বর্জনের মাপকাঠিই হচ্ছে মূল্যবোধ।

---

৭৬ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيراً 'তোমাদের অনুসরণের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে। তা এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে শেষ দিনে আল্লাহ্‌র সাক্ষাতের আশা করে এবং বেশি পরিমাণে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে।' দ্র. আল কুর'আন, ৩৩: ২১

৭৭ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ 'তিনি রাসূলকে আলোক বর্তীকা এবং সত্য জীবনব্যবস্থা দিয়ে পাঠিয়েছেন, একে অন্য জীবনব্যবস্থার উপর বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে, অংশীদারবাদীরা অপছন্দ করলেও।' দ্র. আল কুর'আন, ৬১: ০৯

৭৮ অধ্যাপক মাওলানা হারুনুর রশীদ খান, KiAvb I nv'x‡mi Av‡jv‡K cYv½ gvbe Rxeb (ঢাকা: প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১৮২

৭৯ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِىٌّ حَمِيمٌ 'তুমি অন্যায়কে সৎকাজ দ্বারা দূর করো, এটি উত্তম। তুমি দেখতে পাবে ইতিপূর্বে যারা তোমার শত্রুতায় লিপ্ত ছিল, তারা তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গিয়েছে।' দ্র. আল কুর'আন, ৪১: ৩৪

৮০ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, wkÿv mwnZ¨ I ms¯‹wZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪;

৮১ ফরহাদ উদ্দিন স্বপন, মj¨‡eva I ˆbwZKZv Ges Zv AR‡b agxq wkÿvi cfve, https://www.m.somewhereinblog.net , Visited on, 10.10.2017

Dhaka University Institutional Repository

আর নৈতিক জ্ঞান তথা আল কুর’আন, সুন্নাহ্‌র জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে সৎ চিন্তা এবং ন্যায় কর্মের যে বিশেষ শক্তিশালী অভ্যাস গড়ে ওঠে, তাকেই বলা হয় নৈতিক মূল্যবোধ।[৮২]

কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য সেটি সাময়িক আনন্দ, উপভোগ বা লাভের কারণ কিনা এটি না দেখে চূড়ান্তভাবে সেটির ফলাফল বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে যে সুক্ষ্ম চিন্তাশক্তি সাহায্য করে, তাই নৈতিক মূলবোধ।[৮৩] নৈতিক মূলবোধ অপরিবর্তনীয়, কারণ এটি আল্লাহ্ তা‘আলার বিধান ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের সাথে সংশ্লিষ্ট। তবে নৈতিক উন্নয়ন ব্যবস্থা হবে গতিশীল ও পরিবর্তনশীল, কারণ এটি বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও পরিকল্পনার ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়।[৮৪]

আল্লাহ্ তা‘আলার প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর নিরংকুশ আনুগত্য ও পূর্ণ অনুসরণ মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে। একারণেই ঈমানকে ইসলামি নৈতিকতার ভিত্তিস্তম্ভ বলা হয়। ইসলামি নৈতিক মূল্যবোধই ঈমানের বাস্তব ও বিস্তারিত রূপ।[৮৫] ঈমানের আলোকে নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তি রচিত হওয়ার পরই মানুষ পর্যায়ক্রমে ইসলামি নৈতিকতার উন্নত স্তরে পৌঁছাতে হতে পারে। আর এর ধারাবাহিক অনুশীলনে অন্তরের যাবতীয় কুস্বভাব থেকে মুক্ত হয়ে আত্মার পরিশুদ্ধি লাভে পূর্ণ ঈমানদার বা মুহ্‌সিনের মর্যাদা লাভ করতে পারে।[৮৬]

অতএব এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ এ দু’টি বিষয় একটি আরেকটির পরিপূরক। আত্মশুদ্ধি হচ্ছে মানবাত্মার আভ্যন্তরীণ পবিত্রাবস্থা আর আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীতা উপলব্ধি করে তা অর্জনে কঠোর সাধনা ও আত্মত্যাগের মানসিক শক্তি অর্জিত হয় যে চেতনাবোধের মাধ্যমে, তা হচ্ছে নৈতিক মূল্যবোধ। এটি বান্দার মধ্যে সৃষ্টি হয় অনুকূল পরিবেশ, ইতিবাচক জ্ঞান এবং সুচিন্তা, সৎকর্ম এবং সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি সন্ধানে ব্যাকূলতার মাধ্যমে।[৮৭] বিপরীত দিকে রয়েছে অনৈতিক মূল্যবোধ। যা থেকে ব্যক্তির মধ্যে সৃষ্টি হয় অনৈতিক চিন্তাধারা ও কর্মতৎপরতা এবং দুর্নীতি প্রবণতা। ব্যক্তির মধ্যে দুর্নীতি ও অন্যায় অনাচারের প্রবণতা সৃষ্টির একমাত্র কারণই হচ্ছে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধের অভাব। নৈতিক মূল্যবোধ হচ্ছে ন্যায়ভিত্তিক চেতনাবোধ আর আত্মশুদ্ধি হচ্ছে সে চেতনাবোধের ভিত্তিতে অব্যাহত আত্মশাসনের কঠোর সাধনার মাধ্যমে স্বভাবগত পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্জন। আর নৈতিকতা হচ্ছে উভয়ের সমন্বয়ে প্রতিফলিত ও প্রকাশিত উন্নত পর্যায়ের ব্যক্তিগত আচরণ।

### ৫.২.২ আল কুর’আনে নৈতিক মূল্যবোধের তাৎপর্য

---

৮২ কামরুল হাসান দর্পণ, ˆbwZK gj¨‡ev‡ai GB Aeÿq †Kb, ২৯ এপ্রিল ২০১৬, https://www.dailyinqilab.com, Visited on, 10.10. 2017

৮৩ ড. মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন, gj¨‡eva RvMZ KivB wkÿv, দৈনিক পূর্বকোণ, ১৪, জানুয়ারি ২০১৫, https://www.dainikpurbokon.net, Visited on, 11.10.2017

৮৪ ড. আব্দুল জলীল ও অন্যান্য, সম্পা. অধ্যাপক এ. টি. এম. মুছলেহ উদ্দীন ও অন্যান্য, mxivZ wek‡Kvl (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩ খ্রি.), খ. ০৫, পৃ. ৪৬৩; ‘নৈতিক মূল্যবোধ মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের অলংকার, শ্রেষ্ঠ নীতির সঠিক মূল্য সম্পর্কে অটল থাকাই হচ্ছে নৈতিক মূল্যবোধ। মানুষ যদি তার শ্রেষ্ঠত্বের আত্ম মর্যাদা সম্পর্কে অটল থাকে তবে সে নিজে মর্যাদা হানীকর কিছু করবেনা, এটিই হচ্ছে নৈতিক মূল্যবোধের মূল কথা। দ্র. আহমাদ ফরিদ, https://sanbadprotikkhon.com, Visited on, 14. 11.2017

৮৫ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, Zvdmxi dx whjwjj †KviAvb, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৬১; يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ‘তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থপন করেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ্ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দিবেন। আর যা কিছু তোমরা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ্ পূর্ণ অবহিত।’ দ্র. আল কুর’আন, ৫৮: ১১

৮৬ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, Zvdmxi dx whjwjj †KviAvb, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

৮৭ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ‘তারা ক্ষমা প্রার্থনাকারী, দাসত্বকারী, আল্লাহ্‌র প্রশংসাকারী, আল্লাহ্‌র পথে ভ্রমণকারী, আল্লাহ্‌র নিকট রুকু‘ ও সিজতাকারী। তারা সৎ কাজের আদেশ দানকারী এবং অসৎ কাজে বাধা দানকারী, তারা আল্লাহ্‌র ‘আইনের সীমা রক্ষাকারী। এসকল মু’মিনদের আপনি সুসংবাদ দিন।’ দ্র. আল কুর’আন, ০৯: ১১২

Dhaka University Institutional Repository

আল কুর'আনে নৈতিক মূল্যবোধের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক। এর মাধ্যমেই একজন মানুষ তার জীবনের দিক ও গন্তব্য নির্ধারণ করে এবং সে অনুযায়ী পরিচালিত হয়। ব্যক্তিজীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ণিত হয় এর ভিত্তিতেই।[৮৮] আবার অধিকাংশ মানুষের মূল্যবোধের আলোকেই সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত হওয়ায় পুরো সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার গন্তব্যও এরই আলোকে নির্ধারিত হয়। ইসলামের আলোকে নৈতিক বিধি-বিধানের অনুগত ও অভ্যস্ত ব্যক্তি নিতান্ত সাময়িক ফলাফলের উপর নির্ভর করে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। সাময়িক সাফল্য বা ব্যর্থতা যাই হোকনা কেন নৈতিক শক্তিবলে স্বীয় নীতি আদর্শের উপর দৃঢ়, অটল ও অবিচল থাকেন। নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি পরিবেশ পরিস্থিতির অযুহাতে নীতি পরিত্যাগ না করে বরং পরিস্থিতি বদলে দেয়ার জন্য জীবন প্রাণ উৎসর্গ করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন।[৮৯]

ইসলামি নৈতিক মূল্যবোধের মাধ্যমে মানুষের চরিত্রে মানবীয় আচরণ অত্যন্ত শক্তিশালী হওয়ায় কোন রকম দোদুল্যমান বা দ্বিমুখী হওয়ার কোন আশংকাই থাকেনা। মানুষ পৃথিবীতে সফলতার বিভিন্ন পন্থা ও ফলাফল বের করতে পারে এবং কোন সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তি সুযোগ ও সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন কর্মপদ্ধতিও গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মু'মিন অবশ্যই একটিমাত্র কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে। এমতাবস্থায় মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত থেকে তাঁর অবতীর্ণ বিধি-বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে বাধ্য থাকে।[৯০]

অপরদিকে আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া সম্পদকে কাজে লাগিয়ে তাঁর সৃষ্ট শক্তি ও উপকরণের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের উপর শাসন ও প্রশাসন পরিচালনা করা তার স্বভাবে পরিণত হবে। ফলে মানুষের উপর মানুষের 'আইন ও শাসনের পরিবর্তে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার 'আইন ও শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।[৯১] মানুষ হবে আল্লাহ্ তা'আলার নিরংকুশ শাসনের আওতায় পারস্পরিক দায়িত্বশীল মাত্র।[৯২] এ হচ্ছে নৈতিক মূল্যবোধের প্রকৃত তাৎপর্য। এটি অর্জিত হলেই পৃথিবীতে মানুষের আগমনের উদ্দেশ্য সফল হতে পারে।

### ৫.২.৩ নৈতিক মূল্যবোধের দৃঢ়তা ও উন্নত ব্যক্তিত্ব

একজন মানুষের ইসলামি নৈতিকতার কারণে সৃষ্ট উন্নত ব্যক্তিত্ব সব সময়ই অন্য মানুষের উপর কার্যকর প্রভাব সৃষ্টি করে। ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নত ব্যক্তিত্ব বলতে বুঝায় ব্যক্তির কথা, কাজ, বিশ্বাস ও আচরণের মধ্যে পূর্ণ সমন্বয় ও সামঞ্জস্য।[৯৩] তিনি তাই বলবেন যা তিনি বাস্তবে করতে পারবেন, আর তাই তিনি করতে উদ্যোগী হবেন যা নিজে বিশ্বাস করেন। তিনি গোপনে বা প্রকাশ্যে একই মাপকাঠি মেনে চলবেন। তিনি দুর্বলের ব্যাপারে যে নীতি গ্রহণ করবেন শক্তিমানের ব্যাপারেও তাই

---

৮৮ কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ পানীপথী (রহ.), অনু. মাওলানা মুহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম ও অন্যান্য, সম্পা. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক ও অন্যান্য, Zvdmx‡i gvhnvix, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৯৮

৮৯ এরূপ দৃঢ়চেতা ও একনিষ্ঠ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে বর্ণনা করা হচ্ছে, وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الخ 'কী কারণে আমি তাঁর দাসত্ব করবোনা, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার কাছে আমাকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য কাউকে শাসক হিসেবে গ্রহণ করবো? অথচ দয়াময় যদি আমার ক্ষতি করতে চান, তবে তাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবেনা এবং তারা আমাকে রক্ষাও করতে পারবেনা। এমনটি করলে আমি নিশ্চিতভাবে পথহারাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হব। অতএব, আমি তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান গ্রহণ করলোম। তোমরা আমার কথা মেনে নাও।' দ্র. আল কুর'আন, ৩৬: ২২-২৫

৯০ জাবেদ মুহাম্মদ, সম্পা. আ. ন. ম আব্দুল মান্নান খাঁন ও অন্যান্য, Avj KiAvbj Kvixg I nv`‡mi Av‡jv‡K m"Pwi Î MV‡bi i/c‡iLv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

৯১ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, Zvdmxi dx wh jwj j †KviAvb, প্রাগুক্ত, খ. ০৩, পৃ. ৭১

৯২ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. মাওলানা কেরামত আলী নিযামী, Bmjv‡g mvgwRK mwePvi, প্রাগুক্ত ,পৃ. ১৩৮;

৯৩ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا۟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا۟ مَا لَا تَفْعَلُونَ 'হে বিশ্বাসস্থাপনকারীগণ, তোমরা কেন তা বল যা তোমরা করনা! আর যা তোমরা করনা তা তোমাদের বলা আল্লাহ্‌র কাছে চরম অসন্তুষ্টির কারণ।' দ্র. আল কুর'আন, ৬১: ০২-০৩

Dhaka University Institutional Repository

করবেন।[৯৪] কোন স্বার্থ বা সুবিধার কারণে তিনি নিজ অবস্থান যেমন পরিবর্তন করেন না তেমনি কিছু হারানোর ভয়ে বিচলিত হন না।

তিনি কেবল আল্লাহ্ তা'আলাকেই রাজাধিরাজ, ভাগ্যবিধাতা, রক্ষাকর্তা, জীবন মৃত্যুর মালিক মনে করেন। তিনি বিশ্বাস করেন আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত ছাড়া গাছের পাতাও নড়ে না এবং তাঁর সিদ্ধান্তে কেউ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনা। ইসলামি নৈতিকতা অর্জনকারী একজন মানুষ আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ভয় করেন না এবং আল্লাহ্ ছাড়া কারো নিকট কিছু আশাও করেন না।[৯৫] সাহসী ও দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্ব গঠনে নৈতিক মূল্যবোধের তাৎপর্য যথেষ্ট গভীর এবং ব্যাপক।

মানুষ নৈতিক গুণ সম্পন্ন হলে তার মধ্যে দেহসত্তা ও পাশবিক সত্তার প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয়ে উন্নত পর্যায়ের মানবীয় গুণ প্রকাশিত হয়। এ পর্যায়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে মানুষ ইসলামি নীতিকে প্রাধান্য দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার উপর নির্ভর করে এবং দ্রুত ফলাফলের জন্য অস্থীর না হয়ে স্বীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অবিচল থাকে।[৯৬] এমন ব্যক্তি প্রতিটি কর্মে স্বাধীনচেতা হয়ে থাকেন, কারণ এ অবস্থায় একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া তিনি আর কারো অধীনতা স্বীকার করতে প্রস্তুত নন।[৯৭] নৈতিক দায়িত্বানুভূতিই তাকে সুন্দর ও সুচারুরূপে সকল কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করবে, কোন চাপ সৃষ্টি করে তাকে অন্যায় কাজে বাধ্য করা যায় না। নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ উন্নত ব্যক্তিত্ববান হওয়ায় পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলার বিধান কার্যকর করার দায়িত্ব পালনে কোন ভয়, বাঁধা, প্রতিবন্ধকতা বা প্রতিরোধকে ভ্রুক্ষেপ করেননা।

নৈতিক মূল্যবোধের কারণেই মানুষকে অন্যান্য সৃষ্টজীব থেকে সতন্ত্র মর্যাদা দান করা হয়েছে এবং পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিনিধি হওয়ার মহান মর্যাদায়ও অভিষিক্ত করা হয়েছে।[৯৮] অতএব মানব সত্ত্বার মূল প্রাণশক্তি হচ্ছে তার নৈতিক মূল্যবোধ। এজন্য মানুষের জীবনের গঠন, ভাঙ্গন, সফলতা, ব্যর্থতা, উন্নতি ও অবনতির ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী গুরুত্বও মূলত নৈতিক মূল্যবোধের উপর নির্ভরশীল।

---

৯৪ ঈমানের দাবী অনুযায়ী ইসলামি নৈতিকতার প্রভাবে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার বিধান অনুসরণ করার কারণে তাদের নীতির কোন পরিবর্তন হয়না। দ্র. হাফিজ ইমাম উদ্দিন ইব্ন কাসির, অনু. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, Zvdmxi Beb Kvwmi (ঢাকা: তাফসীল পাবলিকেশন কমিটি, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.), খ. ১৫, পৃ. ১৮৪

৯৫ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, 'তোমরা যদি আল্লাহ্ তা'আলার উপর যথার্থ নির্ভর করতে পারো, তিনি তোমাদের তেমনি রিয্ক দান করবেন যেরূপ পাখিদের দিয়ে থাকেন। পাখিরা সকালে খালি পেটে বের হয় আর বিকেলে ভরা পেটে ফিরে আসে।' দ্র. অধ্যাপক মোঃ আব্দুল মান্নান সম্পাদিত, Bmjvgx Rxeb weavb (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ২৮৩; رب ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا 'তিনি পূর্ব পশ্চিম সব দিকের মালিক, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, তাঁকেই নির্ভরতার ক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করো।' দ্র. আল কুর'আন, ৭৩: ০৯

৯৬ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ 'আপনি প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, তার উপর দৃঢ় অবিচল থাকুল এবং সে বিষয়ে আল্লাহ্র উপর ভরসা করুন। আল্লাহ্ এরূপ ভরসাকারীদের পছন্দ করেন।' দ্র. আল কুর'আন, ০৩: ১৫৯

৯৭ وَهُوَ ٱللَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 'তিনি আল্লাহ্, তিনি ছাড়া আর কোন শাসক নেই। পৃথিবীতে ও পরকালে যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই। সমস্ত কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই। এবং তোমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাবে।' দ্র. আল কুর'আন, ২৮: ৭০

৯৮ يَـٰدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَـٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ 'আমরা তাকে বলেছিলাম হে দাউদ! তোমাকে ভূপৃষ্ঠে আমার শাসন কার্যের প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছি। সুতরাং তুমি জনগণের মাঝে সুবিচার করো, নিজস্ব চিন্তা বাসনার অনুসরণ করোনা, করলে সেটি তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যূত করে দিবে।' দ্র. আল কুর'আন, ৩৮: ২৬; দ্র. কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ পানীপথী (রহ.), অনু. মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ আব্দুল হাই ও অন্যান্য, সম্পা. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক ও অন্যান্য, Zvdmx‡i gvhnvix, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ১০৮

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক মূল্যবোধ হচ্ছে মনুষত্বের মূল। যার মাধ্যমে ব্যক্তির চরিত্রে আত্ম মর্যাদাবোধ, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, সৌজন্য বোধ, ভদ্রতামূলক আচরণ, উদারতা, দৃঢ়তা, কর্মদক্ষতা ও সাহসিকতা সৃষ্টি হয়।[৯৯] আত্মসম্মান জ্ঞান, বদ্যান্যতা, অনুগ্রহ, সহানুভূতি, সুবিচার, নিরপেক্ষতা, হৃদয়মনের প্রসারতা, ঔদার্য, দৃষ্টিভঙ্গির উদারতা, সত্যবাদিতা, সত্যপ্রিয়তা, বিশ্বাসপরায়ণতা, ন্যায় নিষ্ঠা, অঙ্গিকার পূর্ণ করা, বুদ্ধিমত্তা, সভ্যতা, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা এবং মন ও আত্মার সংযম এ সমস্ত উন্নত গুণাবলি একজন মানুষের ব্যক্তিত্বে নৈতিক মূল্যবোধের প্রভাবেই ফুটে উঠে।

নৈতিক মূল্যবোধ মানব চরিত্রে দৃঢ় ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে। ফলে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মিশ্র চরিত্র বা দ্বিমুখীতার মতো নিচু আচরণ তাকে স্পর্শ করতে পারেনা।[১০০] নিজের বা গোষ্ঠিগত কোন লাভের কারণে কোন অন্যায়কে মূহুর্তের জন্য গ্রহণ করাতো দূরের কথা সামান্য সহ্য করতেও সে প্রস্তুত হয়না। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বিধান অনুযায়ী যা জানেন তাই করতে প্রস্তুত থাকেন। নৈতিক মূল্যবোধের কারণে ব্যক্তিস্বভাবে এমন দৃঢ় ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হওয়ার ফলে, কাউকে কোন অঙ্গীকার করলে অত্যন্ত স্বচ্ছতার সাথে তা পালন করেন, কারো কোন আমানত গ্রহণ করলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও তা রক্ষা করেন।

ইসলামি নৈতিকতা ব্যক্তির চিন্তায় ও চরিত্রে এমনি অনেক অন্তর্নিহিত শক্তি সৃষ্টি করে দেয় যার ফলে তিনি হয়ে উঠেন দৃঢ়চেতা, কর্তব্যপরায়ণ, সত্যাশ্রয়ী, ধৈর্যশীল ও সুবিবেচক। তিনি সমাজে অন্যদের জন্যে আল্লাহ্ পথের একনিষ্ঠ কর্মী ও হেদায়াতের পথে প্রেরণার উৎস ও জাগরণের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হন। এমতাবস্থায় তিনি তার কথা, কাজ ও আচরণের মাধ্যমে সমাজকে উপহার দেন অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি ব্যক্তিত্ব। ইসলামি নৈতিক মূল্যবোধের প্রভাবে অর্জিত এমন শক্তিশালী ব্যক্তিত্বই একটি সমৃদ্ধ সমাজকাঠামো মানব জাতিকে উপহার দিতে পারে।

### ৫.২.৪ নৈতিক মূল্যবোধের পরিধি

মানব জীবনের চূড়ান্ত সফলতার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ও শাশ্বত মানদণ্ড থাকা জরুরি। যার প্রতি ব্যক্তি ও সমাজ সমভাবে অনুগত থাকবে। আর এ মানদণ্ড এমন একটি নিরংকুশ মহাশক্তির সাথে সম্পৃক্ত থাকতে হবে, যে মহাশক্তি জাতি ও সমাজের পরিবর্তনশীল স্বার্থের উর্ধে। এ কারণে সমাজের সকল মানদণ্ড বা মূল্যবোধ গৃহীত হতে হবে সকল মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে। আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দনীয় চরিত্র ব্যক্তি ও সমাজের জানা থাকা আবশ্যক এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্খা ও তাঁর নিকট জবাবদিহিতার মনোভাব এর মধ্যে বিদ্যমান থাকা দরকার। এটিই মুসলিম সমাজের পারস্পরিক লেনদেন ও নীতি নৈতিকতার ভিত্তি। এ ভিত্তিমূলকে কেন্দ্র করেই নৈতিক মূলবোধের পরিধি বিস্তৃত।

আল কুর'আনে আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতির জাগতিক জীবনের সফলতা ও পারলৈকিক মুক্তির জন্য অবতীর্ণ বিধি-বিধানের সবকটি শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ প্রসঙ্গ।[১০১] মানব

৯৯ মোঃ আব্দুল হাই তালুকদার, 'উনিশ শতকে বাংলায় মানবতাবাদী চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ড, শরীফ হারুন সম্পাদিত, evsjv‡'k 'kb: HwZn¨ I cKwZ AbmÜvb (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১৮৩

১০০ দ্বিমুখী ও দোদূল্যমান লোকদের ব্যাপারে সতর্ক করে বর্ণনা করা হয়েছে, يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ ما لَيْسَ فِى قُلُوبِهِمْ 'তারা এমন কথা বলে, যা তাদের অন্তরে নেই।' দ্র. আল কুর'আন, ৪৮: ১১; يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلا أَنْفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ 'তারা আল্লাহ্ ও প্রকৃত ঈমানদার লোকদের হীন উদ্দেশ্যে ধোঁকা দেয়, অথচ তারা এর মাধ্যমে নিজেদেরকেই ধোঁকা দিচ্ছে। কিন্তু তারা অনুভব করছেনা।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ০৯

১০১ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, Zvdmxi dx whjwjj †KviAvb, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১২৩; يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوٓا أَعْمَالَكُمْ 'হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ, আল্লাহ্ ও রাসূলের কথামতো চল। আর নিজেদের কর্মকে বিনষ্ট করে দিওনা।' দ্র. আল কুর'আন, ৪৭: ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের এমন কোনো দিক নেই যে ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন নেই। এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে নৈতিকতা সম্পন্ন সৎ ব্যক্তিরা মর্যাদা লাভ করেনা। পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই সচ্চরিত্রবান ও নৈতিকতা সম্পন্ন লোকেরা সফলতা অর্জন করে।[১০২] একজন মানুষের পরম চাওয়া হলো আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য এবং পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করা। এ জন্য তার প্রয়োজন নীতিবান হওয়া।

নৈতিক মূল্যবোধ মানুষের চিন্তাশক্তি থেকে শুরু করে বাস্তব জীবনের সকল দিক ও বিভাগে পরিপূর্ণভাবে বিস্তৃত।[১০৩] ব্যক্তির আত্মগঠন, ব্যক্তিগত জীবনে সফলতা লাভ, সফল কর্মজীবনের জন্য পেশাগত দক্ষতা অর্জন, কর্মস্থলে শৃঙ্খলা বিধান, ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কাঙ্খিত উন্নয়ন, স্বাস্থ্য রক্ষা, পরিবার পালন, পারিবারিক ঐতিহ্য ও সম্মান সংরক্ষণ, সামাজিক শৃঙ্খলা বিধান ও উন্নয়ন, সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত শারি'আহ্ ভিত্তিক মানদণ্ডের আলোকে নৈতিকতা অর্জন অপরিহার্য।[১০৪]

মানুষের সুক্ষ্ম মনোভাব, চিন্তা দর্শন, যুক্তি প্রদর্শন, যুক্তি গ্রহণ বা বর্জন নৈতিক মূল্যবোধের সাথে সম্পৃক্ত। মনোভাব প্রকাশের ভঙ্গি, কথা বলার ধরন, শব্দ চয়ন, কর্ম কৌশল নির্ধারণ, কর্ম পদ্ধতি গ্রহণ ইত্যাদি নৈতিক মূল্যবোধের ব্যবধানের কারণেই বিভিন্নরূপ হয়। পারস্পরিক আচার আচরণ, লেনদেন পদ্ধতি, ব্যবসায় পদ্ধতি, ব্যবসায় লাভ লোকসানের নীতি, হিসাব পদ্ধতি, পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি, প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য নৈতিক মূল্যবোধ গঠন অপরিহার্য। সর্বত্র ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, অন্যায় ও অপরাধ দমন, আল্লাহ্ তা'আলার 'আইনের বাস্তবায়ন, আল্লাহ্র খিলাফাত প্রতিষ্ঠা এবং যে কোন কর্মে ফলাফল লাভের আকাঙ্খার ভিত্তি এ সবই নৈতিক মূল্যবোধের আওতাভুক্ত।[১০৫]

শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন, শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন, সাংস্কৃতিক অঙ্গন, সাহিত্যের উপজীব্য, সংবাদ প্রবাহ, সম্প্রচার নীতি, 'আইন প্রনয়ণের ভিত্তি, বিচার ব্যবস্থা, সংবিধান রচনা ও বাস্তবায়ন এ সকল সমাজ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ এবং এগুলোর যথাযথ প্রয়োগ ও কল্যাণ অর্জন মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের সাথে সম্পৃক্ত।[১০৬] এককথায় ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জীবনের সাথে সম্পৃক্ত সকল দিক ও বিভাগ নৈতিক মূল্যবোধের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'আলার উপর নির্ভরশীলতা, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন ও শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ করে চূড়ান্ত সফলতা অর্জন পর্যন্ত নৈতিক মূল্যবোধের পরিধি বিস্তৃত। নৈতিক মূল্যবোধের পরিধি মানুষের সমগ্র জীবন।[১০৭]গোটা জীবনের সকল কাজেই আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত নীতিমালা অনুসরণ, কেবল তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ এবং তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করে চলার যে গভীর চেতনাবোধ, সেটি নৈতিক মূলবোধ থেকেই সৃষ্টি হয়।

---

১০২ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Aciva cwZ‡iv‡a Bmjvg (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ৪র্থ সংস্করণ, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৮১; وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم 'যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের আদেশ পালন করে, তারা সে সব লোকদের সাথেই থাকবে যাদের উপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ৬৯

১০৩ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. মাওলানা কারামত আলী নিযামী, Bmjv‡g mvgwRK mwePvi, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৫-৪৭৬

১০৪ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (রহ.), Bmjvgx ivRbxwZi fwgKv (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১৭২

১০৫ স্যার সৈয়দ আমীর আলী, সংকলক, মাশহুদ হাস্য়ান, '¨ w¯úwiU Ae Bmjvg G¨Û m¨viwmbm (ঢাকাঃ জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ২য় প্রকাশ, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৮৬-৮৭; ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, Bmjvg I Ab¨vb¨ gZev' (ঢাকাঃ আইসিএস পাবলিকেশন, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৩৭

১০৬ মুহাম্মদ আল ব্যুরে, অনু. আমীর মুহাম্মদ নসরুল্লাহ, ckvmwbK Dbqb: Bmjvgx 'wóf½ (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ১ম প্রকাশ, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ২৩২

১০৭ মুফতী ফজলুল হক আমিনী (রহ.), সম্পা. মুফতী মুহাম্মদ তৈয়ব হোসাইন, Av'k ivóbxwZ Av'k ivRbxwZ (ঢাকাঃ নতুন ডাক প্রকাশন, ২য় সংস্করণ, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ৫৪

Dhaka University Institutional Repository

## ৫.৩ মানব সমাজে নৈতিকতার প্রভাব

মানুষ সামাজিক জীব। এ সমাজের প্রতিটি মানুষ একে অন্যের উপর নির্ভরশীল।[১০৮] এ কারণে মানব সমাজে ইসলামি নৈতিকতার ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে আত্মশাসনের অব্যাহত অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষের উন্নত পর্যায়ের অর্জিত নৈতিক আচরণ একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী সামাজিক কাঠামো বিনির্মাণে তা অত্যন্ত প্রয়োজন। উন্নত নৈতিকতা একদিকে ব্যক্তির আত্মগঠন, স্বাস্থ্য পালন, দক্ষতা উন্নয়ন ও অগ্রগামী হওয়ার মূল ভিত্তি। অপরদিকে সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে উন্নত সমাজ কাঠামো গঠনের প্রাণশক্তি। ইসলামি নৈতিকতা একজন মানুষকে শারীরিক ও মানসিক সুস্থ্যতা দান করে এবং পারিবারিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষায় অঙ্গিকারাবদ্ধ করে। নৈতিকতা সম্পন্ন মানুষ নাগরিক হিসেবে যেমনি সৎ তেমনি দক্ষতার পরিচয় দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পদে পরিণত হন। উন্নয়ন ও উৎপাদনের সহায়ক শক্তি হিসেবে তিনি পৃথিবীতে এবং পরকালে জবাদিহিতার অনুভূতি নিয়ে সর্বক্ষেত্রে নিজ দক্ষতা প্রয়োগ করেন।

নৈতিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি আত্মতৃপ্ত ও প্রশান্ত মনের অধিকারী হন বিধায়, কর্মক্ষেত্রে কোন হতাশা বা অস্থিরতা তাকে স্পর্শ করেনা।[১০৯] তিনি কেবল আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য জাগতিক জীবনে নিজ শক্তি ও দক্ষতা প্রয়োগ করার কারণে সকল ক্ষেত্রে ন্যায় এবং নীতিবোধের বাস্তব দৃষ্টান্ত হতে পারেন।[১১০] সুতরাং উন্নত, সুখী ও সমৃদ্ধ মানব সমাজ বিনির্মাণে নৈতিক গুণ ও আচরণে অভ্যস্ত নাগরিক সর্বাবস্থায় কাম্য। মানব সমাজে নৈতিকতার প্রত্যক্ষ প্রভাব বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

### ৫.৩.১ শারীরিক ও মানসিক সুস্থ্যতা অর্জন

ব্যক্তি জীবনে নৈতিকতা ও সচ্চরিত্রের গুরুত্ব অপরিসীম।[১১১] এর মাধ্যমেই মানুষ নিজেকে মানুষ হিসেবে দাবী করতে পারে। নৈতিকতা সম্পন্ন একজন মানুষ শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তি ভোগ করে। তিনি কখনো আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত সীমা লংঘন করেন না।[১১২] অকারণ ও অর্থহীন কর্মকাণ্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন না।[১১৩] নিষিদ্ধ রঙ্গ তামাশায় মেতে উঠেন না।[১১৪] মৃত পশুর গোস্ত, মদ পান, জুয়া খেলা বা ক্ষতিকর তামাক স্পর্শ করেন না।[১১৫] অবৈধ লালসা, পরনারীর প্রতি আশক্তি,

---

১০৮ অধ্যাপক এ টি এম মুছলেহ উদ্দীন ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, mxivZ wek‡Kvl (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮ খ্রি.), খ. ১৪, পৃ. ১২১

১০৯ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (রহ.), Avj †KviAv‡bi Av‡jv‡K DbZ Rxe‡bi Av'k, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০

১১০ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ 'নবিগণের নিকট আমি কিতাব এবং নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড অবতীর্ণ করেছি, যেন মানুষ এ সবের সাহায্যে পরস্পরের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।' দ্র. আল কুর'আন, ৫৭: ২৫

১১১ 'আল্লামা কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (রহ.), মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, সম্পা. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক ও অন্যান্য, Zvdmx‡i gvhnvix, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৬৯০

১১২ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 'মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যখন তাদের মাঝে যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ডাকা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। আর এরূপ লোকেরাই প্রকৃত সফলকাম। দ্র. আল কুর'আন, ২৪: ৫১

১১৩ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ 'সে সব বিশ্বাসীরা নিশ্চিতই সফলকাম যারা নিজেদের নামাযে ভীতি ও বিনয় অবলম্বন করে এবং অপ্রয়েজনীয় কাজ থেকে বিরত থাকে।' দ্র. আল কুর'আন, ২৩: ০১-০৩

১১৪ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ 'আর পার্থিব জীবনতো খেলা ও তামাশা ব্যতীত কিছুই নয়, আল্লাহভীরুদের জন্য পরকালের জীবনই উত্তম। তোমরা কি ভেবে দেখ না?' দ্র. আল কুর'আন, ০৬: ৩২

১১৫ نَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ 'অবশ্যই তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে মৃত প্রাণির গোস্ত, রক্ত, শুকরের গোস্ত এবং এমন প্রাণির গোস্ত যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে জবাই করা হয়েছে।' দ্র. আল কুর'আন,

Dhaka University Institutional Repository

পরের সম্পদের প্রতি লোভ, শত্রুতা, ক্ষোভ ও হতাশা থেকে মুক্ত থাকেন।[১১৬] মানদেহের জন্য ক্ষতিকর যে কোন বিষয় থেকে তার উচ্চতর নৈতিকতাই তাকে ফিরিয়ে রাখে বিধায় তিনি এক দিকে শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ্য মানুষ হিসেবে জীবন যাপন করতে পারেন। অপরদিকে তার মনের স্নিগ্ধতা, উন্মুক্ততা, উদারতা ও সুচিন্তা তার হৃদয়কে আলোকোদ্ভাসিত করে পরম প্রশান্তি দান করে।[১১৭] প্রেম, ভালবাসা, মায়া মমতা, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তাবোধ ও সরলতা তার মনকে প্রফুল্লতা দান করে এবং প্রশান্তিময় করে দেয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে একজন সুস্থ্য নাগরিক দুর্বল ও অসুস্থ্য নাগরিক অপেক্ষা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। সুস্বাস্থ্য আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ অনুগ্রহ।[১১৮] এটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বান্দার উপর এক পবিত্র আমানতও বটে। একজন সুস্থ্য নাগরিকই হতে পারেন একজন ভাল শিক্ষক, ভাল ছাত্র, ভাল শ্রমিক, ভাল নেতা বা সফল মানুষ। একটি উন্নত সমাজ গঠনে তাই নাগরিকগণের সার্বিক সুস্থ্যতা অত্যন্ত মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে ইসলামি নৈতিকতা ব্যক্তিকে যেমনি শিক্ষিত ও সচেতন হতে সহায়তা করে তেমনিভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেয় এ বিষয়ে শতভাগ যত্নবান হতে। কেবল ইসলামি নৈতিক মূল্যবোধই এ বিষয়ে মৌলিক স্থায়ী ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে নারিকদের স্বাস্থ্যপালনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

ইসলামি নৈতিকতা মানুষকে এ শিক্ষা দেয় যে, মানবদেহ মহান আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য সর্বোচ্চ দান। এটি তাঁর অনুগ্রহ ও আমানত। কোনভাবেই এ অনুগ্রহকে খাট করে দেখা যাবেনা এবং অবহেলা করা যাবেনা। সুতরাং এটির বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা, সে অনুযায়ী যত্ন করা, তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী অন্যান্য কাজ করার মতোই 'ইবাদাত। ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে, নাগরিকের স্বাস্থ্য সমাজ ও পরিবারের সম্পদ। সুতরাং এ সংক্রান্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা পরিবার ও সমাজের দায়িত্ব। নিজের বা সমাজের অন্য কারো স্বাস্থ্যহানীর কারণ হতে পারে এমন যে কোন পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকার শিক্ষা মানুষ ইসলামি নৈতিকতা থেকেই পায়। ইসলামি নৈতিকতা মানুষকে এ শিক্ষা দেয় যে, জনস্বাস্থ্য রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের অন্যতম প্রধান উপাদান। সুতরাং রাষ্ট্রের দায়িত্ব এ সংক্রান্ত যাবতীয় সেবা নিশ্চিত করা এবং সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করা। ইসলামি নৈতিকতা মানব স্বাস্থ্যের সাধারণ দু'টি পর্যায় নির্দেশ করে। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো:

### ৫.৩.১.১ রোগ প্রতিরোধে নৈতিকতার প্রভাব

ইসলামি নৈতিক জীবনযাপন মানুষকে শারীরিকভাবেও সুস্থ্য থাকতে সাহায্য করে। ইসলামি শিক্ষা এখানে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি একইসাথে প্রয়োগ করে থাকে। যেমন তারুণ্যের শক্তিকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করার জন্য সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক পরিবেশ, বিনোদন ও যৌন আচরণের বিষয়ে বিজ্ঞান সম্মত বিধি-নিষেধ আরোপ করা।[১১৯] ইসলাম গর্ভবতী মায়ের যত্ন ও মর্যাদা নিশ্চিত করেছে। ইসলামে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার সৌন্দর্যের দিক এবং এর বরকতের দিক একসাথে উপস্থাপন করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'ইবাদাতের শর্ত হিসেবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।[১২০] খাদ্য গ্রহণে পরিমিতিবোধ ও খাদ্য দানে উৎসাহিত করা হয়েছে। মানুষের স্বভাবিক অভ্যাসের দিকে লক্ষ্য রেখে দিনের আলোতে

---

০২: ১৭২; প্রফেসর ড. খুরশীদ আহমদ সংকলিত, অনু. আব্বাস আলী খান ও অন্যান্য, সম্পা. অধ্যাপক শরীফ হোসাইন, Bmjvgx A_bxwZ (ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ৩য় মুদ্রণ, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৭১

১১৬ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Aciva cwZ‡iv‡a Bmjvg (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ৪র্থ প্রকাশ, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ১১৭

১১৭ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, Zvdmxi dx whjvwji †KviAvb, প্রাগুক্ত, খ. ২২, পৃ. ২৬৬

১১৮ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, 'নিশ্চয়ই মানুষকে স্বাস্থ্য ও সুস্থ্যতার চাইতে শ্রেষ্ঠ কোন নি'আমাত দেয়া হয়নি।' উদ্ধৃত, অধ্যাপক এ. টি. এম মুছলেহ উদ্দিন ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, mxivZ wek‡Kvl (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮ খ্রি.), খ. ০৪, পৃ. ২১৮

১১৯ সম্পাদনা পরিষদ, ˆ`bw›`b Rxe‡b Bmjvg (ঢাকা: ইসলামিক ফাইন্ডেশন বাংলাদেশ, ৮ম সংস্করণ, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৩৮৯

১২০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

Dhaka University Institutional Repository

পরিশ্রম করে রাতের কিছু অংশ আল্লাহ্‌র ‘ইবাদাত ও বাকী অংশ বিশ্রামের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[১২১] মৃত পশুর গোস্ত খাওয়া, শুকরের গোস্ত, তামাক, মদ ও নেশাজাতীয় দ্রব্য সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বর্ণিত বিষয়গুলি মানব স্বাস্থ্যের জন্য ভয়ানক ক্ষতিকর এবং শারীরিক ও মানসিক রোগ ব্যাধির প্রধানতম কারণ হিসেবে প্রমাণিত। সুতরাং ইসলামি নৈতিক জ্ঞান লাভ এবং সে অনুযায়ী জীবন যাপন মানুষকে রোগ প্রতিরোধ করে সুস্থ্য স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে সাহায্য করে।

৫.৩.১.২ রোগ প্রতিকার সম্পর্কে নৈতিকতার প্রভাব

ইসলামি নীতি অনুযায়ী অসুস্থ্যতা আল্লাহ্ তা‘আলার শাস্তি নয়, বরং তাঁর অনুগ্রহ ও করুণা প্রাপ্তির উপলক্ষ্য এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের উপায়।[১২২] ইসলামি নৈতিকতা বহির্ভূত আধুনিক সমাজে মানুষ অসুস্থ্য হলে তার ব্যক্তিগত সামর্থের উপর নির্ভর করে, ভাল চিকিৎসা পাওয়ার বিষয়টি। অথচ ইসলামি নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র এ তিনের সমন্বয়ে রোগীর চিকিৎসার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। কোন ব্যক্তি অসুস্থ্য হলে তার সেবা যত্ন করা পরিবারের সদস্যদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, পাশাপাশি পৃথিবীতে ও পরকালে অতি উত্তম প্রতিদানের ঘোষণা করা হয়েছে।

রোগী দেখতে যাওয়া, রোগীর খোঁজ নেয়া, চিকিৎসাকেন্দ্রে পৌঁছে দেয়া, চিকিৎসা ব্যয়ে সামর্থবানদের এগিয়ে আসার বিষয়ে ইসলাম গুরুত্বের সাথে উদ্বুদ্ধ করেছে। ফলে এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা‘আলার দরবারে উঁচু মর্যাদা ও পরকালে পুরস্কৃত হওয়ার ঘোষণায় কার্যকর সামাজিক মনোভাব সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। অপরদিকে সুস্থ্যতার জন্য কেবল চিকিৎসার উপর নির্ভর না করে আল্লাহ্‌র নিকট দু‘আ করতে নির্দেশ দেয়ার মাধ্যমে মানুষের আধ্যাত্মিক সুস্থ্যতার বিষয়টিও নিশ্চিত করেছে এবং আল কুর‘আনকে আশ্‌শেফা বা নিরাময় হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে[১২৩] নাগরিকগণের সুস্বাস্থ্যের বিষয়ে ইসলামি নৈতিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা যে সুক্ষ্ম, ব্যাপক, সর্বজনীন ও বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করলে আমাদের চিকিৎসা ব্যয় যেমনি কমে আসবে, তেমনি অকালমৃত্যু রোধ হয়ে গড় আয়ু বৃদ্ধিপাবে এবং উন্নয়ন ও উৎপাদনে সহায়ক যোগ্য জনবল তৈরি হবে।

কেবল বৈষয়িক উন্নতির দ্বারা একটি সুন্দর সুখী সমাজ গঠন কখনো সম্ভব হতে পারেনা। বরং বিদ্যমান সমাজ কাঠামোতে অবস্থানকারী নাগরিকগণের মধ্যে কিছু মৌলিক মানবিক গুণের সমাবেশ একান্ত অপরিহার্য। ইসলামি নৈতিকতা মানুষের মধ্যে একমাত্র আল্লাহ্‌র ভয়, সত্যবাদিতা ও সত্যপ্রিয়তার মানসিকতা তৈরি করে দেয়। ফলে মানুষের মধ্যে ভদ্রতার বিকাশ, বদান্যতা, দয়া অনুগ্রহ, সহানুভূতি, ঔদার্য, প্রশস্ত হৃদয়, বিশ্বাসপরায়ণতা, ন্যায় নিষ্ঠা, সভ্যতা, অঙ্গীকার পূর্ণকরা, আত্মার সংযম প্রভৃতি অসাধারণ গুণের সৃষ্টি হয়। ব্যক্তির চরিত্র এবং চেতনায় ইসলামি শিক্ষা ও নৈতিকতার প্রভাবে যখন এসমস্ত উন্নত চেতনাবোধের বিকাশ ঘটে তখনই তিনি পরিপূর্ণ মানসিক সুস্থ্যতা লাভ করে একটি সুন্দর ও কল্যাণময় সমাজ গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হন।

বর্তমান প্রেক্ষাপট প্রমাণ করছে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সর্বস্তরে আল কুর’আন ও সুন্নাহ্ মোতাবেক পরিকল্পিতভাবে ইসলামি নৈতিক, আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক ও রাষ্ট্র বিষয়ক শিক্ষা প্রদান আবশ্যকীয় করা হলে উন্নত নৈতিক এবং মানবিক গুণ সম্পন্ন নাগরিক তৈরি

---

১২১ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۝ الخ ‘তোমাদের ঘুমকে আমি শান্তির উপকরণ বানিয়েছি। আমি রাতকে তোমাদের জন্য আবরণ করে দিয়েছি, আর দিনগুলোকে জীবিকা অর্জনের জন্য আলোকোজ্জ্বল করে রেখেছি।’ দ্র. আল কুর’আন, ৭৮: ৯-১০

১২২ অধ্যাপক এ.টি.এম. মুছলেহ উদ্দিন ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, mxiZ wek‡Kvl, প্রাগুক্ত, খ. ০৪, পৃ. ২৩৪; ইমাম মালিক (রহ.), gqvËv (বৈরুতঃ দারুল জিল, ১৪২৪ হি.), বাবু মা জাআ ফি আরজিল মারিদ, পৃ. ৩৭৪

১২৩ ইমাম মুহাম্ম ইব্‌ন ইসমা‘ঈল আল বুখারি, mwnn Avj eLwi (কায়রোঃ জামে‘আ আল আযহার লাইব্রেরি, ১ম সংস্করণ, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৮২২

Dhaka University Institutional Repository

হবে।[১২৪] যারা নিজেদের যোগ্যতাবলে সমাজকে উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছাতে সক্ষম হবে। তারা একে অপরের অধিকার ও নিজ নিজ দায়িত্বের ব্যাপারে সজাগ ও সচেতন থেকে কল্যাণকর সমাজ বিনির্মাণে উদ্যোগী হবে।

### ৫.৩.২ পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা

মানব জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ হলো পরিবার বা পারিবারিক জীবন।[১২৫] আর এ জীবনকে সুন্দর করে তোলার জন্য প্রয়োজন নৈতিকতা। পারিবারিক জীবনকে সুখী ও শান্তিপূর্ণ করে তুলতে হলে ব্যক্তিকে অবশ্যই সচ্চরিত্রবান ও নৈতিক মূল্যবোধের অধিকারী হতে হবে। কেননা পরিবারের কোনো সদস্য অসৎ চরিত্রের অধিকারী হলে গোটা পরিবারের জন্য দুঃখ ও দুঃশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠে।[১২৬] ফলে পরিবারে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ জন্য একজন নৈতিকতাসম্পন্ন সদস্য সুখী ও শান্তিপূর্ণ পরিবারের জন্য অপরিহার্য।

নৈতিকতা পারিবারিক এবং দাম্পত্য জীবনে নারী-পুরুষকে কুপ্রবৃত্তি, উচ্ছৃঙ্খলতা, অশ্লীলতা, অশালীনতা, ব্যভিচার ও স্বেচ্চাচারী জীবনযাপন থেকে রক্ষা করে এবং সুস্থ্য স্বাভাবিক জীবনযাপনে সহায়তা করে।[১২৭] পরিবারের প্রতিটি সদস্য ইসলামি মূল্যবোধের আলোকে উজ্জীবিত হলে তাদের মধ্যে কোনোরূপ মানবিকতা বিরোধী গর্হিত কাজ অনুপ্রবেশ করতে পারে না। সুতরাং দাম্পত্য জীবনকে মধুময় করার জন্য প্রয়োজন চরিত্রবান হওয়া। নৈতিকতার ফলে প্রতিটি সদস্যই নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সততা অবলম্বন করেন। স্বামী-স্ত্রী তাদের নৈতিকতার জন্যই দীর্ঘকাল ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে পারেন। অতএব দাম্পত্য জীবনে সচ্চরিত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[১২৮]

নৈতিকতার প্রভাবে পরিবারের মধ্যে প্রেম ভালবাসা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, উদারতা ও দায়িত্বশীলতা সৃষ্টি হয়।[১২৯] পারিবারিক পরিমণ্ডলে স্বামী, স্ত্রী, ননদ, দেবর, শশুর বা শাশুড়ী একে অন্যের উপর অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকেন। একে অন্যের অহেতুক দোষ ত্রুটি অন্বেষণ, অপমানজনক আচরণ, হিংসা ও কলহ থেকে বিরত থাকার কারণে পরিবারে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও স্নেহ ভালবাসায় নির্মল পরিবেশ বিরাজ করে।[১৩০] স্বামী স্ত্রীর প্রতি ভাল ব্যবহার করাকে ঈমানি দায়িত্ব মনে করেন এবং স্ত্রীও স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত এবং অনুগত থাকাকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত দায়িত্ব মনে করেন।[১৩১] ইসলামি নৈতিকতার প্রভাবে পরিবারে জিদ, হঠকারিতা, ব্যক্তিত্বের বিরোধ ইত্যাদি অমানবিক পরিবেশের পরিবর্তে পারস্পরিক দায়িত্বশীলতা, স্বীকৃতি, সহানুভূতি, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও ভালবাসা সৃষ্টি হয়।

নৈতিক শক্তির প্রভাবে একজন মানুষ পরিবারে ভরণপোষণ ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ভাই, বোন, স্ত্রী, সন্তান এবং পিতা মাতার ব্যাপারে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে সক্ষম হন।[১৩২] তিনি পিতামাতার সেবা

---

১২৪ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, wkÿv mvwnZ¨ I ms¯‹…wZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

১২৫ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, cwievi I cwiewiK Rxeb (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৬ প্রকাশ, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৩১

১২৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬

১২৭ ড. মুহাম্মদ আলি আল হাশিমি, অনু. মাউদুর রহমান নূর, Av'k gmwjg bvix (ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ৩৫০

১২৮ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, cwievi I cwiewiK Rxeb, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩

১২৯ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, cwievi I cwiewiK Rxeb, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪

১৩০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯

১৩১ কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ পানীপথী (রহ.), অনু. মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ আব্দুল হাই ও অন্যান্য, সম্পা. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক ও অন্যান্য, Zvdmx‡i gvhnvix, cv¸ ³, খ. ১, পৃ. ৪৬৬; মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, cwievi I cwiewiK Rxeb, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯

১৩২ মুহাম্মদ আলি আল হাসিমি, অনু. মাসউদুর রহমান নূর, Av'k gmwjg (ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ২য় সংস্করণ, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ১৩৭

*Dhaka University Institutional Repository*

করাকে যেমনি অত্যাবশ্যক দায়িত্ব মনে করে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে পালন করে থাকেন তেমনি স্ত্রী-সন্তানের অধিকারের ব্যাপারেও অত্যন্ত সচেতন থাকেন।[১৩৩] ভাই, বোন, শশুর, শাশুড়ী, নিকবর্তী এবং দূরবর্তী আত্মীয়দের বিষয়েও তিনি মোটেই অমনোযোগি থাকেন না।[১৩৪] পরিবারের অভ্যন্তরে নিরাপত্তা, সম্মান, শান্তি, শৃঙ্খলা, দায়িত্বশীলতা, সুবিচার, সুষম বন্টন, সুব্যবস্থাপনা, শালীনতা, সুখ ও সমৃদ্ধি সব কিছুই নির্ভর করে পরিবার প্রধান ও অন্য সদস্যদের নৈতিকতার উপর।

নৈতিকতা পারিবারিক পরিমণ্ডলের বাহিরে সামাজিক কল্যাণকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করাই মানুষের বৈশিষ্ট্য। এ কারণে তারা এক অপরের উপর নির্ভরশীল।[১৩৫] পৃথিবীর সকল মানুষ এক আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি এবং একই পিতামাতার সন্তান। অতএব মানুষ পরস্পর ভাইভাই।[১৩৬] ইসলামি নৈতিকতা মানুষকে শিক্ষা দেয় যে জাতি, অঞ্চল, ভাষা, বর্ণ, সংস্কৃতি বা স্বর্থের ভিন্নতার কারণে মানুষের অধিকার এবং সম্মানে কোন পার্থক্য হয় না। রাজা, বাদশা, মন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, শিক্ষিত, সল্প শিক্ষিত, ধনী বা দরিদ্র কেউ কারো উপরে সাধারণভাবে মর্যাদবান নয়।[১৩৭] সকলেই এক আল্লাহ্‌র দাস, তিনি যাকে ইচ্ছা পরীক্ষা স্বরূপ সম্মান ও সম্পদ দান করেন যখন ইচ্ছা আবার কেড়ে নেন। জাগতিক জীবন খুবই স্বল্প সময়ের জন্য, এখানে প্রত্যেক মানুষ একে অপরের ব্যাপারে দায়িত্বশীল এবং পরকালের জীবনে সে দায়িত্বের ব্যাপারে সবাইকে অবশ্যই জবাব দিতে হবে।

ইসলামি নৈতিকতা মানুষকে এ শিক্ষা দেয় যে, সাদা কালোর মর্যাদাগত কোন পার্থক্য নেই। নারী পুরুষ একের উপর অন্যের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। প্রত্যেকেই নিজ কর্ম অনুসারে মর্যাদা প্রাপ্ত হবে।[১৩৮] সামাজিক জীবনে একজনের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, গোপনীয়তা, সম্পদ ও সম্মান অন্যের নিকট পবিত্র আমানত।[১৩৯] একে অন্যের বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে বাধ্য থাকবে এবং কোথাও কোন অন্যায় অপরাধ সংগঠিত হতে দেখলে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তা দূর করবে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মর্যাদার একমাত্র মাপকাঠি ঈমান ও নৈতিক চরিত্র।[১৪০]

হিংসা, বিদ্বেষ, কুৎসা রটনা, পরশ্রীকাতরতা, সন্দেহ পোষণ, কষ্টদায়ক আচরণ, অপবাদ, অসম্মান, অপপ্রচার, ভীতি প্রদর্শন ও লজ্জাহীনতা ইসলামি নৈতিকতা বিরোধী নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড হিসেবে দেখা হয়। ফলে সমাজে এমন একটি সাবলীল পরিবেশ বিরাজ করে, যেখানে মানুষের উপর মানুষের কোন অত্যাচার অবিচার বা প্রভুত্ব থাকেনা। তারা ব্যক্তিগত ও সম্মিলিতভাবে পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা

---

১৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

১৩৪ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا 'আত্মীয় স্বজনকে তার অধিকার পরিশোধ করবে। দরিদ্র ও বিপদগ্রস্থ পথিককে দান করবে এবং কিছুতেই অপচয় করবে না।' দ্র. আল কুর'আন, ১৭: ২৬; وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا 'আল্লাহ্‌কে ভয় করো, যার নামের দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরের সাথে সম্পর্ক তৈরি করেছ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার বিষয়েও ভয় করে চল।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ০১

১৩৫ অধ্যাপক এ. টি. এম. মুছলেহ্ উদ্দিন ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, mxivZ wek‡Kvl, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১২১

১৩৬ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً 'হে মানুষ, তোমরা তোমাদের মালিককে ভয় করো, যিনি তোমাদের একটিমাত্র ব্যক্তিসত্ত্বা থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি তা তেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তাদের উভয়ের সমন্নয়ে তিনি পৃথিবীতে বহু নরনারী ছড়িয়ে দিয়েছেন।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ০১

১৩৭ অধ্যাপক এ. টি. এম. মুছলেহ্ উদ্দিন ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, mxivZ wek‡Kvl, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৯৯

১৩৮ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا 'যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজ করবে সে নর হোক কিংবা নারী, সে যদি বিশ্বাসস্থাপনকারী হিসেবে তা করে তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের উপর বিন্দুমাত্র অবিচার করা হবে না।' দ্র. আল কুর'আন, ৪: ১২৪; এবং আল কুর'আন, ০২: ২২৮; ৩৩: ৩৫

১৩৯ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Bmjvgx ivRbxwZi fwgKv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

১৪০ ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারি, অনু. মাওলানা মুহাম্মদ বিন সাঈদ জালালাবাদী, Avj Av'vej gdiv' (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি.), হাদিস নং- ৩০৮, পৃ. ১৬০

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত কল্যাণকর উপাদানগুলো গবেষণা করে সমাজ উন্নয়নে কাজে লাগাবে। নৈতিকতার কারণে এমন একটি সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি হবে, মানুষ নিজের স্বভাবিক প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের উপযোগী সুযোগ সুবিধা ও পরিবেশ লাভ করবে।

আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত পারস্পরিক নির্ভশীলতার কারণে ব্যক্তিকে সমাজ পরিচালনায় বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করতে হয়। আর সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় নৈতিক চরিত্রের যেমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। তেমনি নৈতিক চরিত্রের অভাবে সমাজে বিভিন্ন ধরনের অনাচার ও অশান্তি দেখা দেয়। বিশেষ করে নৈতিকতার অভাবেই মদ, জুয়া, মিথ্যাচার, চুরি, ডাকাতি, ঝগড়াঝাটি, ছিনতাই, অত্যাচার, অবিচার, অপবাদ, অপমান, অমানবিকতা, অপরিচ্ছন্নতা, অশ্লীলতা, অশালীনতা, হত্যা ও যখম প্রভৃতি অসহনীয় অপরাধের উন্মেষ ঘটে। যা সমাজ জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট করে সমাজকে বসবাসের অনুপযোগি করে তুলে। সুতরাং বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠায় নৈতিকতার ইতিবাচক প্রভাব অপরিসীম।[১৪১]

ইসলামি শিক্ষা মানুষকে মানবিক সাম্য ও নৈতিকতার এমন দৃঢ় ও উন্নত প্রশিক্ষণ দান করে যে, ব্যক্তির ব্যক্তিগত লক্ষ্য ও সামাজিক চিন্তা এক ও অভিন্ন হয়ে যায়। কেবল সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি সকলের জীবনোদ্দেশ্য হয়ে উঠে।[১৪২] সুতরাং উন্নত সমাজের মূল ভিত্তিই হচ্ছে নাগরিকগণের নৈতিকতা। নৈতিক প্রশিক্ষণই সৎ, বিশ্বস্ত, দায়িত্ববান, কর্মোদ্দীপক, সুশৃঙ্খল, আমানতদার এবং আত্মবিশ্বাসী নাগরিক গঠন করতে পারে। এরূপ নাগরিক সমাজ কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করতে সব সময় প্রস্তুত থাকে বিধায় উন্নত, সুখী এবং শান্তিময় সমাজ বিনির্মাণে নৈতিকতার প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক।

### ৫.৩.৩ সৎ ও দক্ষ নাগরিক তৈরি

কর্মজীবনে নৈতিকতা বা সচ্চরিত্রের গুরুত্ব অত্যধিক। জীবন ধারণের জন্য মানুষকে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে হয়। কর্মক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন সততা, দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করা।[১৪৩] অসচ্চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন নয় এবং কর্মে অবহেলা করার কারণে তারা নিজেও সফল হয়না এবং দেশ ও জাতিকে ভাল কিছু দিতে পারেনা। তাছাড়া উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বিশ্বস্বতা অর্জন করাও কর্মজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিশ্বস্বতা অর্জনের প্রধান উপায় হলো সৎ এবং দক্ষ হওয়া। নৈতিকতার অধিকারী ব্যক্তিরাই কর্মক্ষেত্রে এ বিশ্বস্ততা অর্জন করার মাধ্যমে সফলতা লাভ করে থাকে।[১৪৪]

নৈতিকতা অর্জনকারী লোকেরাই অপরের আস্থা, শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি লাভ করতে সামর্থ হয়। যারা সর্বদা মন্দ কাজ পরিহার করে চলে, অপরকে মন্দ কাজ করতে বাধা দেয় এবং সমাজে সৎ কাজ প্রতিষ্ঠা করে তারা সমাজের সকলের কাছেই শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে থাকেন। তার সকল কাজ ও বিপদ-আপদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সকলেই সহানুভূতি প্রদর্শন করে থাকেন। নৈতিকতার অভাবে অসচ্চরিত্রের ব্যক্তিরা এ ধরনের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত থাকে। সুতরাং সকল ক্ষেত্রে নৈতিক সচ্চরিত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিঃসন্দেহে নৈতিকতার চর্চা সমাজে সৎ ও নিষ্ঠাবান নাগরিক তৈরি করে।

---

১৪১ দৈনিক আমাদের সময়, 'bxwZ cwZ‡iv‡a Bmjvg, Cf.www.amadershomoy.com, visitsd on, 06/02/2018

১৪২ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. মাওলানা কেরামত আলী নিযামী, Bmjv‡g mvgwRK mwePvi (ঢাকা: ইসলামিয়া কিতাব মহল, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৬০

১৪৩ ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, mvgwRK Dbqb: bxwZ I cwiKíbv (ঢাকা: তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ১ম সংস্করণ, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ২৯

১৪৪ নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, 'wi' we‡gvP‡b Bmjvg (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিকতা সম্পন্ন একজন মানুষ সর্বাবস্থায় সত্য কথা বলেন।[১৪৫] নিজের পদ, পদবী, পদোন্নতী বা যে কোন স্বার্থ পরিপন্থী হলেও তিনি সত্য উচ্চারণ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হন না। তিনি যদি কোন ভুল করে বসেন, কেউ তা ধরিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে শুধরে নিতে কুণ্ঠিত হন না। নিজের ভুল বা ত্রুটিকে অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়ার প্রয়াসে কোনরূপ চালাকি বা ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন না।[১৪৬] নৈতিক শক্তির প্রভাবে তিনি এতোটাই দৃঢ় মনোবল হয়ে যান, নিজের পিতা মাতা বা আপনজনের বিরুদ্ধেও সত্য উচ্চারণে তিনি বিচলিত হন না।[১৪৭] ইসলামি নৈতিকতা নাগরিক হিসেবে তাকে সততার উপর এতোই দৃঢ়পদ করে দেয় যে জীবন বিপন্ন হলেও তিনি মুহূর্তের  জন্যেও সততা অবলম্বন এবং সত্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মোটেই পিছপা হন না। তিনি নিজেকে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য সত্যের একজন জীবন্ত সাক্ষী মনে করেন।[১৪৮] একটি সুন্দর, সুখী, সমৃদ্ধশালী, স্থিতিশীল সমাজ কাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য এরূপ পর্যায়ের নৈতিকতা সম্পন্ন সৎ নাগরিক অত্যন্ত প্রয়োজন।

সমাজ উন্নয়নে সততার পাশাপাশি দক্ষ নাগরিক অত্যন্ত জরুরি। আর দক্ষ নাগরিক গড়ে তোলার জন্য যে মৌলিক বিষয়টি সর্বাগ্রে দরকার তা হচ্ছে নৈতিকতা সম্পন্ন নাগরিক গঠন। ইসলামি নৈতিকতা একজন মানুষকে কেবল সৎ হিসেবেই গড়ে তোলে না বরং একই সাথে কর্মদক্ষও করে।[১৪৯] নৈতিকতার প্রভাবে একজন মানুষ পূর্ণ স্বাস্থ্য সচেতন হন। তিনি খাদ্য গ্রহণ ও বিশ্রামের ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ সম্পন্ন হন। তিনি প্রতিটি কাজ পরিকল্পনা মতো যথা নিয়মে এবং যথা সময়ে করে থাকেন। তিনি চিন্তাশীল, বিচক্ষণ, ধৈর্যশীল ও কর্মঠ হন। তিনি কাজের মাধ্যমেই পরিতৃপ্তি লাভ করেন। নিজের প্রতিটি কাজ তিনি সৃষ্টিকর্তার পবিত্র আমানত মনে করেন। কাজকে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার দাসত্ব করা মনে করেই সম্পন্ন করেন।

ঊর্ধতন দায়িত্বশীলের আনুগত্য করা তিনি আল্লাহ্র আদেশ হিসেবে জেনেই তা করেন।[১৫০] অধীনস্তদের তিনি নিজের কর্মচারী না ভেবে সহকর্মী হিসেবে সম্মান দিয়ে প্রেরণা দানের মাধ্যমে কাজ আদায় করেন।[১৫১] যে কোন ধরনের অবহেলার জন্য পৃথিবীতে জবাব দেয়া থেকে বেঁচে গেলেও আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিশ্চিত জবাব দিতে হবে, এ অনুভূতি নিয়ে সকল কাজ করেন।[১৫২] তার

---

১৪৫ কারণ তিনি আল্লাহ্ তা'আলার এ ঘোষণার প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখেন। ٱسْتَعِينُوا بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓا۟ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ 'আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য ধারন কর। এ পৃথিবীতো আল্লাহ্রই, তিনি বন্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার উত্তরাধিকারী বানাবেন।' দ্র. আল কুর'আন, ০৭: ১২৮

১৪৬ আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ লোকদের স্বরূপ উন্মোচন করে ঘোষণা দিয়েছেন, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ 'তাদেরকে যখন বলা হয় পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না, তারা বলে আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী। সাবধান আসলে তারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, তবে তারা বুঝতে অক্ষম।' দ্র. আল কুর'আন,০২:  ১১-১২

১৪৭ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. মাওলানা কারামত আলী নিযামী, Bmjv‡g mvgwRK mwePvi, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪

১৪৮ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا 'আমি তোমাদেরকে এক মধ্যমপন্থী জাতি বানিয়েছি যাতে তোমরা সাধারণ লোকদের ব্যাপারে সাক্ষী হও আর রাসূলও সাক্ষী হন তোমাদের ব্যাপারে।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ১৪৩; يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ 'হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা আল্লাহ্র জন্যে সত্যের সাক্ষী হয়ে যাও।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ১৩৫

১৪৯ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Avj KziAv‡bi Av‡jv‡K DbZ Rxe‡bi Av'k, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২

১৫০ এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ হচেছ, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ 'হে বিশ্বাসীগণ, আল্লাহ্ এবং রাসূলের আনুগত্য করো। আর তোমাদের মধ্যে যাদের নির্দেশ দেয়া অধিকার আছে তাদেরর আনুগত্য করো। যদি তোমাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ দেখা দেয় তবে আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। এটি সঠিক কর্মনীতি এবং শেষ ফলাফলের দিক থেকেও এটি উত্তম।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ৫৯

১৫১ সঙ্গীদের প্রেরণা দানের মাধ্যমে কর্মের পরিবেশ সৃষ্টির পরামর্শ দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ 'এটি আল্লাহ্ তা'আলার বড়োই করুণা যে, আপনি এসব লোকের জন্য খুব কোমল মেজাজ বিশিষ্ট হয়েছেন। তা না হয়ে যদি আপনি কড়া ও পাষাণ মনের অধিকারী হতেন তাহলে তারা সবাই আপনার চারপাশ থেকে সরে যেত। তাদের দোষ ক্ষমা করে দিন, তাদের পক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং  কাজের ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। দ্র. আল কুর'আন, ০৩: ১৫৯

১৫২ কারণ তারা আল্লাহ্ তা'আলার এ আদেশ সব সময় হৃদয়ে অনুভব করেন এবং সকল কাজ সে অনুযায়ী সম্পন্ন করেন। وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا 'এমন কোন জিনিসের পিছনে লেগোনা, যে

কর্মের সুফল গোটা জাতি ভোগ করবে, এ অনুভূতি তার সকল ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে দেয়। তার সামান্য ভুল বা অলসতা গোটা জাতিকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে, এ অনুভূতি তাকে শত কষ্টের মাঝেও নতুন উদ্যোম দান করে।

ইসলামি নৈতিক শিক্ষা এমন এক উৎসস্থলের সাথে সংযুক্ত যেখানে কোন সন্দেহ সংশয় বা অনুমানের সুযোগ নেই। কোন স্থান, কাল বা পাত্রের ভেদাভেদ নেই। কোন সবল বা দুর্বল জাতিগত ভিন্নতা নেই। এ জ্ঞান সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশিকা।[১৫৩] সুতরাং মৌলিক যোগ্যতা বিকাশে তার কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থ নেই, সাময়িক বিশেষ উদ্দেশ্য নেই, সম্পদ বা ব্যবসায় বিলাসিতার মানসিকতা নেই। তার উদ্দেশ্য কেবল আল্লাহ্র দ্বিনের দা'ওয়াত তুলে ধরা, মানুষের কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

ফলে ইসলামি নৈতিক শিক্ষা ব্যক্তি চরিত্রে মৌলিক গুণাবলী স্থায়ীরূপ লাভ করে উন্নত সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। ব্যক্তির চরিত্র থেকে হিংসা, ক্রোধ, লোভ, অলসতা, আরামপ্রিয়তা, ভোগপ্রিয়তা ও দুঃশ্চিন্তা দূরীভূত হয়ে তার হৃদয় মন হয় নির্মল ও সুকোমল। অলস, হীনবল, অকর্মন্য, নিরাশায় নিমজ্জিত কোন নাগরিক গোষ্ঠির সমন্বয়ে যেমনি উন্নত সমাজ ও রাষ্ট্র আশা করা যায়না তেমনি প্রভাবসৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন যোগ্য নাগরিক তৈরিতে ইসলামি নৈতিকতার কোন বিকল্পও কল্পনা করা যায়না। ইসলামি নৈতিকতার প্রভাবে একজন নাগরিক নিজেকে বাস্তবেই সৎ, দক্ষ ও কর্মঠ করে গড়ে তোলেন। প্রকৃত পক্ষে নৈতিক শক্তি ছাড়া কোন ক্রমেই সমাজ উপযোগী সৎ ও দক্ষ নাগরকি গঠন করা সম্ভব নয়।[১৫৪] সুতরাং নৈতিকতার মাধ্যমেই প্রকৃতপক্ষে সৎ, নির্ভিক, দৃঢ়চেতা, সুস্থ্য, সুঠাম, কর্মঠ, পরিশ্রমি, উৎপাদনক্ষম ও দেশপ্রেমিক নাগরিক গড়ে উঠে।

### ৫.৩.৪ উন্নয়ন ও উৎপাদনে সহায়ক

সমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণে প্রয়োজন উন্নয়ন ও উৎপাদনে সহায়ক জনশক্তি। কেবল বৈষয়িক যোগ্যতা দ্বারা একটি উন্নত সমাজ গঠন কখনো সম্ভব হতে পারে না। বরং বিদ্যমান সমাজ কাঠামোতে অবস্থানকারী নাগরিকগণের মধ্যে কিছু মৌলিক গুণের সমাবেশ একান্ত অপরিহার্য। ইসলামি নৈতিকতা মানুষের মধ্যে বৈষয়িক গুণের পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'আলার ভয়, সত্যবাদিতা ও সত্যপ্রিয়তার মানসিকতা তৈরি করে দেয়। ফলে তার মধ্যে ন্যায় পরায়ণতা, সহানুভূতি, ভদ্রতা, অনুগ্রহ, সভ্যতা, নিষ্ঠা, হৃদয়ের প্রশস্ততা, ধৈর্য, সংযম এবং অঙ্গীকার রক্ষা করা ইত্যাদি অসাধারণ গুণের সৃষ্টি হয়। নৈতিকতা মানুষকে অন্যের অধিকার ও নিজ দায়িত্বের ব্যাপারে সজাগ করে তোলে বিধায় প্রকৃত উন্নয়নমুখী কর্মক্ষম জনশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।[১৫৫]

নৈতিক গুণ, আচরণ ও চরিত্রে অভ্যস্ত একজন মানুষ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সবচেয়ে বড় শক্তি। সর্বাধিক উৎপাদন এবং বস্তুগত উন্নয়নেও নৈতিকতার প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। উৎপাদনের প্রকৃত প্রেরণা মানুষ তার নৈতিকতা থেকেই পেয়ে থাকে।[১৫৬] তার নৈতিক অবস্থান থেকে দায়িত্বশীলতা তৈরি হয়, সেটিই তাকে বেশি উৎপাদনের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। নিজের আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও পুরোমাত্রায় শ্রম বিনিয়োগ করে কাঁচামালের সর্বোচ্চ সঠিক ব্যবহার করাকে তিনি আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত দায়িত্ব মনে করেন। বস্তুগত উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দরকার কঠোর পরিশ্রম, ব্যাপক কর্মস্পৃহা, সেবামূলক

---

বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চিত জেনে রাখ, চোখ, কান ও অন্তর সব কিছুর জন্যই জবাবদিহি করতে হবে।' দ্র. আল কুর'আন, ১৭: ৩৬; وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ 'আল্লাহ্র নিকট জবাবাদিহিতার ভয় রাখতে হবে। এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করা যাবেনা।' দ্র. আল কুর'আন, ৭৯: ৪০

১৫৩ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Bmjvgx ivRbxwZi fwgKv, প্রাগুক্ত পৃ. ৮৯

১৫৪ আব্দুস শহীদ নাসিম অনূদিত, Bmjvgx Rxebe¨e¯vi †gŠwjK i/c‡iLv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০

১৫৫ ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, mvgwRK Dbqb: bxwZ I cwiKíbv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

১৫৬ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Avj KiAv‡bi Av‡jv‡K DbZ Rxe‡bi Av'k, প্রাগুক্ত, পৃ, ৩৪১

Dhaka University Institutional Repository

মানসিকতা, অব্যাহত চেষ্টা সাধনা, সুচিন্তা, স্থিতিশীল ও শীতল মেজাজ, কাজের প্রতি ভালবাসা, দৃঢ় মনোবল, একনিষ্ঠতা, ঐকান্তিক চেষ্টা, সুসাস্থ্য ও বিশ্বস্ততা।[১৫৭] আর এ জন্য আভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী যে জিনিসটি প্রয়োজন তা হচ্ছে, নৈতিকতা। মানুষের নৈতিক শক্তি অপেক্ষা অধিক কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টিকারী আর কিছু থাকতে পারেনা।

নৈতিক চরিত্রে উজ্জীবিত একজন মানুষ কোন কাজে অলসতাকে প্রশ্রয় দেননা। তিনি অনুৎপাদনশীল কাজে সামান্য সময়ও অপচয় করেন না। তিনি আজকের কাজ আগামী কালের জন্য রেখে দেননা। তিনি কামনা করেন, আজকের তুলনায় আগামী দিনটি হবে অধিক কর্মময় ও সাফল্যমণ্ডিত।[১৫৮] তিনি চান তার জীবন দীর্ঘ হোক যেন তিনি অনেক বেশি পরিমাণ কল্যাণকর কাজ করতে পারেন। তিনি জাগতিক উন্নয়নের প্রতিটি কাজকেই পরকালের পাথেয় মনে করেন।[১৫৯] এজন্য নির্লোভ থেকে প্রতিটি কাজই তিনি নিখুঁত এবং নির্ভেজালভাবে সম্পন্ন করেন।

ইসলামি নৈতিকতা মানুষকে শিক্ষা দেয়, যে কোন ধরনের দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আসে, এটি আল্লাহ্ প্রদত্ত আমানত, তিনি মানুষকে দায়িত্বের পাশাপাশি তা পালনের যোগ্যতাও দান করেন এবং এ দায়িত্বের বিষয়ে তাঁর নিকট অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।[১৬০] যে কোন ধরনের অবহেলা ও বাড়াবাড়ির শাস্তি এবং সফলতার ক্ষেত্রে পুরস্কারও আল্লাহ্ তা'আলাই প্রদান করবেন। দায়িত্ব বা নেতৃত্ব কোনাটিই চেয়ে নেয়ার বিষয় নয়, আবার প্রাপ্ত দায়িত্ব পালনে অবহেলা বা অলসতা করারও কোন সুযোগ ইসলামে নেই। ইসলামি নৈতিকতা সম্পন্ন কোন নাগরিকের উপর ছোট বা বড় যে কোন কাজের ভার অর্পিত হলে উক্ত বিশ্বাসবোধের কারণে তিনি তা পালনে উদ্যোগী হয়ে উঠেন। কর্ম সম্পাদনকালে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট জবাবদিহিতার ভয়ে ভীত থাকেন। ফলে তিনি কারো উপর বাড়তি শক্তি প্রয়োগ করেন না, কোন কিছুর বিনিময়ে কাউকে জয়ী করার দুঃসাহস দেখান না ফলে তিনি উন্নয়ন ও উৎপাদনে সর্বাধিক সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেন।[১৬১]

উন্নয়ন ও উৎপাদনে নৈতিকতার প্রভাব এতো প্রবল, তার কারণ হলো ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি। নৈতিকতা ব্যক্তির মধ্যে এমন প্রেরণাদায়ক চেতনাবোধ সৃষ্টি করে, যার কারণে তিনি কর্মের মাঝেই প্রশান্তি খুঁজে পান। তিনি পৃথিবীতে এমন কাজ ও জ্ঞান রেখে যেতে চান, যার ফলে যুগযুগ ধরে মানুষ কল্যাণ লাভ করতে থাকবে।[১৬২] এমনভাবে ব্যয় করে যেতে চান যার ফলাফল কোন দিন নিঃশেষ হবেনা। এমন নৈতিক চরিত্রবান সন্তান রেখে যেতে চান, যারা সকল ক্ষেত্রে উত্তম ধারা বজায় রাখবে।[১৬৩] তিনি নিশ্চিতভাবেই জানেন ও বিশ্বাস করেন, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এ সকল কাজের মূল্য অনেক বেশি। এরূপ পবিত্র ভাবধারার কারণেই উন্নয়ন ও উৎপানে নৈতিক চরিত্রবান নাগরিক সবচেয়ে বেশি সহায়ক।

---

১৫৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১

১৫৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০

১৫৯ ٱلۡمَالُ وَٱلۡبَنُونَ زِينَةُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيۡرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيۡرٌ أَمَلًا ‘ ধন সম্পদ এবং সন্তান সন্ততি জাগতিক জীবনের একটি সৌন্দর্য মাত্র। আর তোমার প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার আর প্রত্যাশিত বস্তু হিসেবে উত্তম হলো স্থায়ী ও চলমান পুণ্যকাজ।' দ্র. আল কুর'আন, ১৮: ৪৬

১৬০ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, 'সাবধান তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই কিয়ামাতের দিন তোমাদের দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।' দ্র. ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারি, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১২২

১৬১ وَإِذَا قُلۡتُمۡ فَٱعۡدِلُواْ وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰ 'যখন কথা বলবে সত্য ও ন্যায্য কথা বলবে, এমনকি আত্মীয়ের ব্যাপারে হলেও।' আল কুর'আন, ০৬: ১৫২

১৬২ মুহাম্মদ আলি আল হাশিমি, অনু. মাসউদুর রহমান নূর, A\' k gm\jg, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫

১৬৩ কারণ তারা আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের আলোকে সৎ শিক্ষা ও সদুপদেশের মাধ্যমে পরিবার গঠন ও পরিচালনা করে থাকেন। يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارًا 'হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।' দ্র. আল কুর'আন, ৬৬: ০৬

Dhaka University Institutional Repository

### ৫.৩.৫ পৃথিবী ও পরকালে জবাবদিহিতার অনুভূতি

নৈতিকতা সম্পন্ন একজন মানুষ পৃথিবীতে তার সঙ্গী, সহযোগী, সহকর্মী, অধঃস্তন ও ঊর্ধতন পর্যায়ে সকল মানুষের নিকট জবাবদিহি করতে প্রস্তুত থাকেন। কারণ, তিনি প্রকাশ্যে এবং গোপনে সকল অবস্থায়ই নিজের বিবেকের নিকট দায়বদ্ধ থেকে সততার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।[১৬৪] তিনি প্রকাশ্যে যা করতে পারেন না, গোপনেও তা করেন না।[১৬৫] তাই, অন্যের নিকট জবাবদিহি করতে তিনি বিচলিত হননা। তিনি জবাবদিহি করাকে নিজের জন্য কল্যাণের উপায় মনে করেন। যেন এর মাধ্যমে নিজেকে আরো যোগ্য, সতর্ক, গতিশীল ও দক্ষ করে গড়ে তোলার মাধ্যমে সফলতা লাভ করতে পারেন।

এজন্য তিনি সানন্দে জবাবদিহির উদ্দেশ্যে নিজেকে এবং নিজ কর্মকে সংশ্লিষ্টদের ব্যাখ্যা করতে সব সময় প্রস্তুত থাকেন। নৈতিকতার কারণে তিনি সমালোচনাকে ভয় পান না এবং সমলোচককে শত্রুও মনে করেন না। আপন কর্মের সমালোচনাকারীকে তিনি পরম বন্ধু ও হিতাকাঙ্খী মনে করেন। তিনি অন্যের নিকট নিজেকে উপস্থাপনের মাধ্যমে নিজের ভুলত্রুটিগুলো আয়নার মতো করে দেখে নিতে চান।[১৬৬] যেন পরবর্তীতে সেগুলো থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে আরো সুন্দরভাবে সকল কর্ম সম্পাদন করতে পারেন।

নৈতিকতা সম্পন্ন একজন ব্যক্তি কেবল মানুষের নিকট জবাদিহির অনুভূতি পোষণ করেন তা নয়, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পরকালে সকল কাজের জন্য জবাব দেয়ার অনুভূতিও সবসময় লালন করেন।[১৬৭] তার মনে এ অনুভূতিতে সব সময় জাগ্রত থাকে যে, তিনি যেখানেই থাকেন এবং যে অবস্থায়ই থাকেন, আল্লাহ্ তা'আলা তার সাথে রয়েছেন। দিনের আলোতে, রাতের অন্ধকারে, নিজ ঘরে, কর্মস্থলে তার কোন গতিবিধিই আল্লাহ্ তা'আলার অজানা নয়। এমনকি তিনি যা চিন্তা করছেন, যা অতি সংগোপনে করতে মনস্থির করেছেন, তার সবকিছুই আল্লাহ্ তা'আলা দেখতে পান।[১৬৮]

নৈতিকতার কারণে একজন মানুষ সর্বদা এ বিশ্বাস নিয়ে পথ চলেন, আল্লাহ্ তা'আলার নিয়োজিত লেখকগণ তার সব কাজের বিস্তারিত বিবরণ প্রতি মুহূর্তে সংরক্ষণ করছেন।[১৬৯] পরকালে জাগতিক জীবনের প্রত্যেকটি কাজ কর্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাব দিতে হবে।[১৭০] ভাল কাজ করলে আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমা লাভ করার মাধ্যমে চিরস্থায়ী সফলতা স্বরূপ জান্নাত পাওয়া যাবে। অপরদিকে মন্দ কাজ করলে আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তোষের শিকার হয়ে অনন্তকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

---

১৬৪ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Avj KiAv‡bi Av‡jv‡K DbZ Rxe‡bi Av‘k, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭

১৬৫ নৈতিক মূল্যবোধের কারণে তিনি সব সময় আল্লাহ্ তা'আলার এ ঘোষণা জ্ঞানে ধারন করেন এবং হৃদয়ে লালন করেন। وَهُوَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَاوَاتِ وَفِى ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ 'মহাকাশে এবং পৃথিবীতে তিনিই আল্লাহ্। তিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই জানেন। তোমরা যা অর্জন করছো তাও তিনি জানেন।' দ্র. আল কুর'আন, ০৬: ০৩;

১৬৬ জাবেদ মুহাম্মদ, সম্পা. আ.ন.ম আব্দুল মান্নান খাঁন ও অন্যান্য, Avj KiAvbj Kvixg I nw‘‡mi Av‡jv‡K m”Pwi Î MV‡bi i/c †iLv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪

১৬৭ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, Zvdmxi dx whjwjj †KviAvb, প্রাগুক্ত, খ. ০৫, পৃ. ১৬৯

১৬৮ يَعْلَمُ خَآئِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصُّدُورُ 'আল্লাহ্ চোখের চুরিকেও জানেন, আর বুকের মধ্যে লুকিয়ে থাকা গোপন কথাও জানেন।' দ্র. আল কুর'আন, ৪০: ১৯

১৬৯ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ 'যে শব্দই তার মুখে উচ্চারিত হয়, তা সংরক্ষণের জন্য একজন পর্যবেক্ষক সর্বক্ষণ প্রস্তুত রয়েছেন।' দ্র. আল কুর'আন, ৫০: ১৮

১৭০ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ 'অনন্তর যে ব্যক্তি পৃথিবীতে বিন্দু পরিমাণ ভাল কাজ করবে, সে পরকালে তা দেখতে পাবে। আর যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সেও তা দেখতে পাবে।' দ্র. আল কুর'আন, ৯৯: ০৭-০৮

*Dhaka University Institutional Repository*

নৈতিকতা সম্পন্ন মানুষের পরকালে হিসেব প্রদান ও প্রতিফল পাওয়া সম্পর্কে এ বিশ্বাসের ফলে তিনি নিজেই নিজের শাসক ও পর্যবেক্ষক রূপে গড়ে উঠেন।[১৭১] তিনি সদা জাগ্রত চেতনাবোধ থেকে এবং চূড়ান্ত পরিণতির ব্যাপারে সচেতন অবস্থায় প্রতিটি কাজ সম্পাদন করেন। ফলে তিনি কখনো অন্যায় অবিচার করেন না। কারো সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করেন না। কটু কথার মাধ্যমে অনর্থক মানুষকে কষ্ট দেননা। ঝগড়াঝাটিতে লিপ্ত হয়ে পরিবেশকে কলুষিত করেন না। তিনি কোন পরিস্থিতিতেই অন্যের অধিকার অস্বীকার করেন না।

একজন নৈতিকতা সম্পন্ন মানুষ অহংকার বশত অন্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন না। কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কিছু দাবী করেন না। যে কাজের জন্য পরকালে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট জবাবদিহি করতে হবে, সে কাজ তিনি কখনোই করতে রাজি হন না। নৈতিকতা অর্জনকারী মানুষ সুযোগ পেয়েও অন্যের সম্পদ হরণ করেন না। কখনো আমানতের খিয়ানত করেন না। ভেজাল মিশ্রণ, ওজনে কম দেয়া, নিপিড়ণ করা, মানুষকে ভয় প্রদর্শন করা, কোনঠাসা করে স্বার্থ উদ্ধার করা এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করে দুর্নীতি করা ইত্যাদি যাবতীয় অপরাধ থেকে সবসময় বিরত থাকেন।[১৭২]

ইসলামি নৈতিকতা অর্জন করার ফলে মানুষ এ জীবনই শেষ নয় নিশ্চিতভাবে অনুভব করেন। তার চূড়ান্ত পরিণতি অবিশ্যম্ভাবী।[১৭৩] ভাল হোক বা মন্দ হোক তার প্রতিটি কাজের প্রতিফল অবশ্যই পেতে হবে। তাকে এ জীবনে স্বাধীনতা ও কর্ম বাছাইয়ের যে অধিকার দেয়া হয়েছে। শক্তি প্রয়োগ ও সুযোগ অন্বেষণের সকল দরজা তার জন্য যে উন্মুক্ত রাখা হয়েছে, এজন্য তাকে অবশ্যই এসব বিষয়ে জবাব দিতে হবে। এ জীবন শেষ হয়ে যাওয়ার পরও আরেকটি জীবন রয়েছে। সেখানে মানুষের বর্তমান জীবনের সকল কাজের হিসেব নেয়া হবে। যে মন্দ কাজ করে গিয়েছে, সে তার পরিণতি ভোগ করবে। যে উত্তম কাজ করে গিয়েছে, সে উত্তম ফলাফল লাভ করবে।[১৭৪] উক্ত নৈতিক অনুভূতির ফলে মানুষ পৃথিবীতে সকল অন্যায় ও অপরাধমূলক কাজ পরিহার চলে। এ কারণে মানব সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, সহাবস্থান ও পারস্পরিক সুসম্পর্ক বিরাজমান থাকে। সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, মানব সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য নৈতিক চরিত্রে শক্তিমান জাগ্রত বিবেকের অধিকারী নাগরিক একান্তই প্রয়োজন।

### ৫.৩.৬ আত্মার প্রশান্তি ও পারলৌকিক মুক্তি

পৃথিবীতে ভাল এবং মন্দ কাজের ভিত্তিতে পরকালে জান্নাত ও জাহান্নামের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরকালে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য প্রয়োজন ভাল কাজ করা। উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হওয়া।[১৭৫] মানব মন থেকে সকল ধরনের অসৎ চিন্তা দূর করে নৈতিকতার অধিকারি হলেই সম্ভব পরকালীন মুক্তি লাভ। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করে মন্দ

---

১৭১ وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا الخ 'আমরা প্রতিটি মানুষের কর্ম তার গলায় ঝুলিয়ে রেখেছি এবং আমরা মহাপ্রলয়ের দিন তার জন্য একটি সংরক্ষণকৃত পুস্তক বের করবো, সেটি সে উন্মুক্ত অবস্থায় পাবে। তাকে বলা হবে, আপন কর্মের সংরক্ষিত পুস্তক পড়। আজ তুমি নিজেই তোমার হিসেবের জন্য যথেষ্ট।' দ্র. আল কুর'আন, ১৭: ১৩- ১৪

১৭২ মোহাম্মদ মনজুর হোসেন খান, 'bwZi KviY I cwZKvi, দৈনিক সংগ্রাম, ১৯ ফেব্রুয়রি, ২০১৪, https://www.dailysangram.com, Visited on, 02/02/2018

১৭৩ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ 'বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও, অথচ পরকাল বহুগুণে উত্তম ও চিরস্থায়ী।' দ্র. আল কুর'আন, ৮৭: ১৬-১৭

১৭৪ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ 'যে পরকালীন ফসল চায়, তার ফসল আমি বৃদ্ধি করে দেই। আর যে লোক জাগতিক সফলতা চায়, তাকে এ জগত হতেই কিছু দান করি, কিন্তু পরকালে তার কিছুই প্রাপ্য থাকেনা।' দ্র. আল কুর'আন, ৪২: ২০

১৭৫ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا 'নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং উত্তম কর্ম করেছে, তাদের মেহমানদারীর জন্য ফেরদাউস নামক জান্নাত রয়েছে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং সেখান থেকে তারা অন্য কোথাও যেতে চাইবে না।' দ্র. আল কুর'আন, ১৮: ১০৭-১০৮

Dhaka University Institutional Repository

কাজ পরিত্যাগ করে ভাল কাজ করার জন্য আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং পারলৌকিক মুক্তি লাভে নৈতিকতার গুরুত্ব অপরিসীম।[১৭৬]

ইসলামি নৈতিকতা মানুষকে শিখায় এ পৃথিবী তার আসল ঠিকানা নয়, এখানে তাকে হাসি আনন্দে কাটিয়ে দেয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। তাকে কোন উদ্দেশ্য ছাড়াও সৃষ্টি করা হয়নি। জাগতিক জীবন খুবই ক্ষণস্থায়ী, আচিরেই কোন এক অজানা সময়ে সৃষ্টিকর্তার ডাকে সাড়া দিয়ে তাকে মৃত্যু বরণ করতে হবে।[১৭৭] সেখানে তাকে বর্তমান সময়ের সকল তৎপরতার বিন্দু বিন্দু করে হিসেব দিতে হবে। মূলত এ জীবন পরীক্ষা ক্ষেত্র ছাড়া কিছুই নয়। এর ফলাফল তাকে অবশ্যই পরকালে ভোগ করতে হবে। আর পারকাল কখনো নিঃশেষ হবেনা। সেখানে তাকে অনন্তকাল থাকতে হবে।

ইসলামি নৈতিকতার প্রভাবে ব্যক্তির মন ও মননে, চিন্তা এবং চেতনায় সারাক্ষণ পরকালের সফলতাই আসল উদ্দেশ্য হিসেবে উদ্ভাসিত হয়। তিনি কেবল সে চূড়ান্ত সফলতার জন্যই নিজের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। ফলে তার আত্মা সার্বক্ষণিক আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণে মগ্ন থাকে।[১৭৮] প্রতিটি কাজ তিনি আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ নিষেধকে প্রাধান্য দিয়ে করার মাধ্যমে প্রাণে অভাবনীয় প্রশান্তি অনুভব করেন। ইসলামি নৈতিকতার প্রভাবে একজন মানুষ সকল ধরনের অপরাধ, অবিচার, অশালীনতা, অসভ্যতা ও অরাজকতা থেকে বিরত থাকেন বিধায় তার হৃদয়ে কোনরূপ অস্থিরতা সৃষ্টি হয়না। ফলে নৈতিকতা সম্পন্ন মানুষ আত্মপ্রশান্ত ও স্থীরচিত্ত হয়ে থাকেন। কোন অভাব অনটন, ভয়ভীতি বা লোভ লালসাও তাকে বিচ্যুত করতে পারে না।

ইসলামি নৈতিকতার ফলে একজন মানুষ নিজেকে ঠিক তেমনভাবেই গড়ে তোলেন, যেমন আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন। অপরদিকে পারলৌকিক মুক্তির জন্য প্রয়োজন আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি অবিচল বিশ্বাস ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর পূর্ণ আনুগত্যের ভিত্তিতে সকল প্রকার অন্যায় অপরাধ থেকে বিরত থাকা। আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী তাঁর দাসত্ব করা এবং নির্দেশিত ন্যায় কাজসমূহ বাস্তবায়ন করা।[১৭৯] ইসলামি নৈতিকতা মূলত মানুষের বাস্তব জীবনে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ ও নিষেধের প্রতিফলন। তিনি কেবল সে কাজটিই করতে প্রস্তুত থাকেন যা আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন আর তাঁর অপছন্দের কাজকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে পরিহার করে চলেন।[১৮০]

ইসলামি নৈতিকতা মানুষের জীবনকে এমনভাবে গড়ে তোলে, আল্লাহ্ তা'আলা যা ভালবাসেন তিনি তাই ভালবাসেন আর আল্লাহ্ তা'আলা যা অপছন্দ করেন, তিনিও তা অপছন্দ করেন।[১৮১] তিনি যা কিছু ভালবাসেন আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই ভাল বাসেন আর যা কিছু ঘৃণা করেন তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই ঘৃণা করেন। ফলে তার সকল কর্মকাণ্ড আল কুর'আন ও সুন্নাহ্ অনুযায়ী পরিচালিত হওয়ায়

---

১৭৬ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Avj KiAv‡bi Av‡jv‡K DbZ Rxe‡bi Av'k, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬

১৭৭ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ 'প্রত্যেক জীবন্তকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর আমি ভালো ও মন্দ অবস্থায় ফেলে তোমাদের পরীক্ষা করছি। শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে আমার দিকেই ফিরে আসতে হবে।' দ্র. আল কুর'আন, ২১: ৩৫

১৭৮ وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِى نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَافِلِينَ 'আপনি নিজ অন্তরে ভীত সন্ত্রস্ত ও বিনীত অবস্থায় আপনার প্রতিপালকের স্মরণে মগ্ন থাকুন। এবং সকাল সন্ধ্যায় অনুচ্চস্বরে তাঁর স্মরণ করুন। আপনি অমনযোগিদের অন্তর্ভূক্ত হবেন না।' দ্র. আল কুর'আন, ০৭: ২০৫

১৭৯ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, Zvdmxi dx wh jwjj †KviAvb, প্রাগুক্ত, খ. ০৫, পৃ. ১১০

১৮০ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ وَأُخْرِجُوا۟ مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا۟ فِى سَبِيلِى وَقَاتَلُوا۟ وَقُتِلُوا۟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ 'তারা আমার জন্যই মাতৃভূমি ত্যাগ করেছে, আমার জন্যই নিজেদের ঘর বাড়ী হতে বহিষ্কৃত হয়েছে, নির্যাতিত হয়েছে, আমার পথে লড়াই করেছে এবং নিহতও হয়েছে, তাদের সকল অপরাধই আমি ক্ষমা করে দিব আর তাদেরকে আমি জান্নাত দান করবো। যার তলদেশে রয়েছে প্রবামান ঝর্ণাধারা।' দ্র. আল কুর'আন, ০৩: ১৯৫

১৮১ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, 'আল্লাহ্র কাছে বান্দার কাজের সর্বাপেক্ষা প্রিয় কাজ হচ্ছে, আল্লাহ্র জন্য কাউকে ভালবাসা এবং আল্লাহ্র জন্য কোন কিছুকে ঘৃণা করা।' দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ মানযুর নো'মানী, অনু. মুহাম্মদ নূরুয্যামান, gv'Awidj nv'xm (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.), হাদিস নং- ১৩৭, খ. ২, পৃ. ১৮৬

Dhaka University Institutional Repository

তিনি জাগতিক জীবনে সফলতার পাশাপাশি চিরস্থায়ী পারলৌকিক জীবনেও মহান প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমে চূড়ান্ত সফলতা অর্জন করেন।

উন্নত নৈতিক চরিত্র মানুষকে পৃথিবীতে যেমন অপমান অপদস্ত হওয়া ও শাস্তি পাওয়া থেকে রক্ষা করে। পরকালে যে শাস্তির ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে তা থেকেও মুক্তি দান করে আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষিত পুরস্কার পেতে সহায়তা করে। ফলে পৃথিবীতে শান্তি লাভ করে পারলৌকিক মুক্তি ও পুরস্কার পাওয়ার অধিকারী সে সকল মানুষই, যারা ইসলামি নৈতিক আচরণের পরিপূর্ণ অনুশীলন করেন।[১৮২] এক কথায়, জাগতিক জীবনের সৌন্দর্য এবং পরকালীন মুক্তি দু'টোই নির্ভর করে ব্যক্তির নৈতিক চরিত্রের উপর।

## ৫.৪ আল কুর'আনে নিষিদ্ধ দুর্নীতির বিবরণ

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান।[১৮৩] সকল যুগে এবং সমকালীন প্রেক্ষাপটে ইসলামি নীতি আদর্শ মানব চরিত্রকে বিশ্লেষণ করে সংগঠিত সংকটসমূহের পূর্ণাঙ্গ সমাধান উপস্থাপন করেছে। বর্তমান সময়ে দুর্নীতি একটি বহুল প্রচলিত শব্দ।[১৮৪] সমাজ বিশ্লেষক এবং রাষ্ট্র বিজ্ঞানীগণ বিভিন্নভাবে একে সংজ্ঞায়িত করেছেন। এটি প্রতিরোধের বিভিন্ন উপায়ও বিশ্লেষণ করেছেন। ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির তুলনায় সে সকল সংজ্ঞা ও প্রতিরোধের উপায়সমূহ নিতান্তই একপেশে, আংশিক এবং অপূর্ণ। তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শ্রেণিগত, গোষ্ঠীগত বা জাতীয়তাবাদী চেতনাবোধ থেকে এবং নিজেদের সীমিত তথ্য ও অভিজ্ঞতা থেকে দুর্নীতি শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন।[১৮৫]

অপরদিকে দুর্নীতি রোধ এবং প্রতিকারের ক্ষেত্রে তারা যে সকল নীতি ও সুপারিশ গ্রহণ করেছেন, সেগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অদূরদর্শী, অবাস্তব, অমৌলিক এবং ফলাফল শুণ্য। এমতাবস্থায় আল কুর'আনের আলোকে দুর্নীতির সংজ্ঞা ও পরিচিতি নির্ণয় এবং এর প্রকৃত উৎস অন্বেষণ, প্রধান কারণসমূহ বিশ্লেষণ, সর্বগ্রাসি কুফল এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে এর ব্যপ্তি বিষয়ে আলোচনা অত্যন্ত প্রয়োজন। এ পর্যায়ে আল কুর'আনের আলোকে দুর্নীতির সংজ্ঞা ও পরিচিতি বিষয়ে আলোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

### ৫.৪.১ দুর্নীতির আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা

দুর্নীতির শাব্দিক পরিচয় বিভিন্ন অভিধান প্রণেতা বিভিন্ন শব্দাবলীর মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। এতে দুর্নীতি শব্দটির সাধারণ পরিচয় লাভ করা যায়। এর পারিভাষিক সংজ্ঞা অত্যন্ত ব্যাপক। বিভিন্ন বিশ্লেষক অভিজ্ঞতা সুলভ ও বাস্তবতার নিরিখে এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দুর্নীতি যেমন ব্যাপক ও ভয়ানক পর্যায়ে পৌঁছেছে এর সংজ্ঞা নিরূপণেও তেমনি নতুন নতুন ধারণা সংযুক্ত হচ্ছে। নিম্নে এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হল।

দুর্নীতির আভিধানিক সংজ্ঞা

---

১৮২ হাফিজ ইব্ন কাসির, Zvdmxiæj KiÔAwbj ÔAwhg (কায়রো: দারুল হাদিস, ২০০২ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ৩৭০

১৮৩ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ‘নিশ্চয়ই জীবনব্যবস্থা আল্লাহ্‌র কাছে একমাত্র ইসলাম। দ্র. আল কুর'আন, ০৩: ১৯; গোলাম মোস্তফা, নাসির হেলাল সম্পাদিত, †Mvjvg †gv¯Ídv mgM (ঢাকা: সুহৃদ প্রকাশন, ১ম প্রকাশ, ২০০৫ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৪১; الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ‘আজ আমি তোমাদের প্রতি পূর্ণ করে দিলাম তোমাদের জীবনব্যবস্থা, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জীবনব্যবস্থা হিসাবে শুধুমাত্র ইসলামকে মনোনীত করলাম।’ দ্র. আল কুর'আন, ০৫: ০৩

১৮৪ দুর্নীতি, Cf.https://www.bn.m.wikipedia.org , visited on, 02/02/2018

১৮৫ দুর্নীতি, Cf.https://www.prothomalo.com/bangladesh/artical/, 30/03/2016, visited on, 03/02/2018

Dhaka University Institutional Repository

দুর্নীতি বর্তমান সময়ে অত্যন্ত আলোচিত একটি শব্দ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শব্দটি বেশি আলোচিত হলেও এ নিয়ে সর্ব মহলেই উৎকণ্ঠার অন্ত নেই।[১৮৬] শব্দটি নেতিবাচক।[১৮৭] এটি ইতিবাচক শব্দ 'নীতি' থেকে উদ্ভূত হয়েছে। দুর্নীতি শব্দের আভিধানিক অর্থ নীতিবিরুদ্ধ কাজ, অনৈতিক কাজ, রীতি বিরুদ্ধ কাজ, অন্যায় করে কিছু অর্জন, অসদাচরণ, কুনীতি এবং নীতিহীনতা ইত্যাদি। এর 'আরবি প্রতিশব্দ আল ফাসাদ বা আল ইফসাদ।[১৮৮]

ইংরেজি প্রতিশব্দ corruption.[১৮৯] ব্যাপক অর্থে ন্যায় বিবর্জিত ও নীতি বহির্ভূত কাজই দুর্নীতি।[১৯০] সকল ধরনের অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার ও যুল্‌ম দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত।

দুর্নীতির পারিভাষিক সংজ্ঞা

দুর্নীতির কোনো সাধারণ বা নির্দিষ্ট সংজ্ঞা না থাকলেও নিরূপিত সংজ্ঞাসমূহ পরস্পর সমার্থক। তবে আল কুর'আনের আলোকে দুর্নীতি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। আল কুর'আনে নিষিদ্ধ সকল অপরাধই দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত।[১৯১] সাধারণভাবে দুর্নীতি বলতে নীতি বা 'আইন বিরুদ্ধ কাজকেই বুঝানো হয়। কিছু কিছু অপরাধ সকল দেশেই দুর্নীতি বলে বিবেচিত হলেও বিভিন্ন দেশের সমাজ বিশ্লেষক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানিদের তালিকাভুক্ত অপরাধ এবং এর ধরনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিধ্যমান। তাই সাধারণত প্রত্যেক রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্ম তার নিজস্ব অপরাধের তালিকার ভিত্তিতে দুর্নীতির বিষয়টি চিহ্নিত করে থাকে।

প্রাপ্ত ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে যদি কোনো পক্ষ শুধু তার একক অথবা অপর পক্ষের বা পক্ষসমূহের যৌথ আর্থিক অথবা বৈষয়িক স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে অন্য কোনো পক্ষের বা পক্ষসমূহের ক্ষতি সাধনের মাধ্যমে 'আইন পরিপন্থি কাজে লিপ্ত হয়, তাহলে সে কাজকে দুর্নীতি বলে চিহ্নিত করা হয়।[১৯২] 'ইচ্ছাকৃতভাবে নিজ ক্ষমতা অর্থ প্রাপ্তি বা কোনো অবৈধ সুযোগ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অসৎ বা কোনো অসঙ্গত কাজে ব্যবহার করাকে বলা হয় দুর্নীতি।'[১৯৩] 'রাজনৈতিক ও সরকারি প্রশাসনে দুর্নীতি বলতে সাধারণত ঘুষ, বল প্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শন, ব্যক্তি বিশেষকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অফিস বা কর্মক্ষেত্রকে ব্যক্তিগত স্বার্থ লাভের জন্য অপব্যবহার করাকে বুঝায়।'[১৯৪]

---

১৮৬ দুর্নীতি, Cf.https://www.corruptionwatchbd.com , visited on 03/02/2018

১৮৭ প্রফেসর ড. মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, Bmj¨v‡gi ‘ó‡Z ‘bxZ cwZ‡iva: †cÖ¶vcU ebsj¨v‡‘k, আব্দুল জলিল জমাদার সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বর্ষ ৫০, সংখ্যা ১, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৪৩

১৮৮ ইব্‌ন মানজুর, wjmvbj Avie (মিশরঃ দারুল হাদিস, ২০০৩ খ্রি.), খ. ০১, পৃ. ১০০; মুনির আল বা'লাবাক্কি, Avj gvIqwi‘ (বৈরুতঃ দারুল 'ইল্‌ম লিল মালায়িন, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ২২০

১৮৯ A. t. Dev, *students favourite dictionary, English to Bengoli* (Colkata: Mallennium edition, 2001), p. 318

১৯০ নূরুল ইসলাম, Bmj¨v‡gi ‘ó‡Z ‘bxZ cwZ‡iva, মাসিক পৃথিবী (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, মার্চ ২০১৭ খ্রি.), বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৫, পৃ. ২২

১৯১ মোঃ আবু নসর, ‘bxZi KviY I cwZKvi, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ০৪/১০/২০১৭, https://www.m.dailynayadiganta.com , visited on, 04/02/2018

১৯২ A. s. Horn, *Oxford advanced learners Dictionary* (New York: Oxfrs University Press, 1993), p. 244

১৯৩ 'Willing to use their power to do dishonest or illegal things of money or to get an advantage.' A.S. Horn by, *Oxford advanced Lerners Dictionnary*, ibid, p. 344.

১৯৪ `Corruption is in political and service administration, the abuse of office for personal gain usaualy through bribery, extortion, influence and special treatment given to some citizens and not to others.' মোঃ আতিকুর রহমান, evsjv‡‘‡ki cavb cavb mvgwRK mgm¨v I miKvix bxwZ (ঢাকাঃ আল কুরআন পাবলিকেশন্স, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ৩৩৫

'অবৈধ সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য কোনো ব্যক্তির নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে ইচ্ছাকৃত অবহেলাই দুর্নীতি।'[১৯৫] 'ব্যক্তিগত স্বার্থ লাভের জন্য গণ প্রশাসনের অপব্যবহারকেই দুর্নীতি বলা হয়।'[১৯৬] দুর্নীতির মাধ্যমে দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিরা সাময়িকভাবে লাভবান হলেও সামগ্রিকভাবে সমাজ ও অর্থনীতির উপর এর মারাত্মক বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হয়। দুর্নীতি ন্যায় বিচার ও সুষম বণ্টন বাধাগ্রস্থ করে। সরকারের ভিত্তি ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে চরমভাবে দুর্বল করে ফেলে। বিভেদ ও বৈষম্য সৃষ্টির মাধ্যমে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। সামগ্রিক বিবেচনায় দুর্নীতি সব সময়ই ধ্বংসাত্মক ও পরিত্যাজ্য বিষয়।

সম্পদ পাচার, নিয়ম বহির্ভূতভাবে সম্পদ অর্জন, রাষ্ট্র ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে অপকৌশল অবলম্বন, এবং অভাবগ্রস্থতার কারণে অন্যায় পথ অন্বেষণ, সরকারি কর্মচারি কর্তৃক জনসেবার ক্ষেত্রে জিম্মি করে অর্থ গ্রহণ, নিজের অবৈধ সুবিধা লাভ করার জন্য রাজনৈতিক নেতা বা সরকারি কর্মচারিকে অর্থ প্রদান, অসাধু ব্যবসায়ী মহলের চোরা কারবার, কালোবাজারী, মজুতদারীর মাধ্যমে মূল্য বৃদ্ধি এবং ব্যাংকের টাকা আত্মসাত করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা তথ্য প্রদান, মামালায় নিজের পক্ষে রায় পাওয়ার জন্য বিচারককে কিছু প্রদান প্রভৃতি সকল অপকর্মই সাধারণভাবে দুর্নীতির আওতাভূক্ত।[১৯৭]

### ৫.৪.২ আল কুর'আনে দুর্নীতির পরিচয়

আল কুর'আনের দৃষ্টিতে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে কোন অবহেলা, অযুহাত, অন্যায় এবং অপরাধই দুর্নীতি।[১৯৮] মানব স্বার্থ বিরোধী শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে কোন অপরাধই দুর্নীতি।[১৯৯] অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ন হতে পারে, এমন সকল কর্মকাণ্ড দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত।[২০০] আল কুর'আন ঘোষিত নীতির বিরুদ্ধে যে কোন কাজই দুর্নীতি।[২০১] আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ্

---

১৯৫ 'In corruption a person willfully neglects his specified duty in order to have an undue advantage.' Ramnath Sharma, *Indian Social problems* (Bombay: Media promoters and publishers pvt. Ltd. 1982), p.101

১৯৬ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল এর অভিমত হলো, 'Corruption is the abuse of public office for private gain.' নূরুল ইসলাম, Bmjv‡gi ‘wó‡Z ‘bwZ cwZ‡iva, মাসিক পৃথিবী, প্রাগুক্ত, বর্ষ-২৬, সংখ্যা-৫, পৃ. ২২

১৯৭ ড. মোঃ জাকির হুসাইন, Av_-mvgwRK mgm¨v mgvav‡b Avj nv‘x‡mi Ae‘vb: †cw¶Z evsjv‡‘k (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৪০৮-৪১০

১৯৮ কারণ আল কুর'আন জাতীয় স্বার্থে ব্যক্তির দেহ, আত্মা এবং জীবনের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে একাত্ব করে দিয়েছে। 'এখানে ব্যক্তি ও সমাজের উদ্দেশ্য থাকবে এক এবং অভিন্ন। একই জাতির বিভিন্ন সম্প্রদায় স্বার্থ ও কল্যাণের ক্ষেত্রে থাকবে পরস্পর সম্পৃক্ত ও দায়বদ্ধ। ছোট ছোট বিষয় ও চিন্তাধারার ক্ষেত্রে কোন মতবিরোধ থাকলেও লক্ষ্যের দিক দিয়ে তাদের মধ্যে ঐক্য এবং সংহতি সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে। এজন্যই এ ক্ষেত্রে যে কোন অনিয়ম বা অবহেলা দুর্নীতি বলেই বিবেচিত হবে।' দ্র. সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, অনু. মাওলানা কেরামত আলী নিযামী, Bmjv‡g mvgwRK mwePvi, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

১৯৯ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَاداً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ 'তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বিপর্যয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।' দ্র. আল কুর'আন, ০৫: ৬৪

২০০ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, 'কোন কল্যাণকর কাজকে হেয় প্রতিপন্ন করো না। তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ করা এবং তোমার পাত্র হতে তোমার ভাইয়ের পাত্রে কিছু ঢেলে দেয়াও কল্যাণকর কাজের অন্তর্গত।' দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নো'মানী, অনু. মুহাম্মদ নূরুয্যামান, gvÔAwidj nv‘xm, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-১৩২, খ. ২, পৃ. ১৮০; لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيماً 'যা পুরুষরা উপার্জন করেছে, সে অনুযায়ী তার অংশ রয়েছে আর নারীরা যা উপার্জন করেছে, সে অনুযায়ী তার অংশ নির্দিষ্ট। আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর অনুগ্রহ লাভের জন্যে প্রার্থনা করো। অবশ্যই আল্লাহ্ সব বিষয়ে জ্ঞান রাখেন।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ৩২

২০১ أَفَحُكْمَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ 'তাহলে কি তারা বিচার ফায়সালার ক্ষেত্রে আবার অজ্ঞতার দিকে ফিরে যেতে চায়? অথচ যারা আল্লাহ্‌র উপর আস্থা রাখে তাদের কাছে আল্লাহ্ থেকে কে বেশি ভালো ফায়সালাকারী হতে পারে।' দ্র. আল কুর'আন, ০৫: ৫০; أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ 'সাবধান সৃষ্টি তাঁর সুতরাং আদেশ চলবে তাঁরই। জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্ বড়োই বরকতময়।' দ্র. আল কুর'আন, ০৭: ৫৪

Dhaka University Institutional Repository

(সা.) প্রদর্শিত বিধি-বিধান অনুশীল ও বাস্তবায়নের ব্যাপারে অনাগ্রহ প্রদর্শন বা নীরব থাকাই হচ্ছে দুর্নীতি।[২০২]

আল্লাহ্ তা'আলার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে নিজের যথাযথ পরিচর্যা না করা। পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের অধিকারের ব্যাপারে পরিপূর্ণ মনোযোগী না হওয়া। প্রতিবেশীর নিরাপত্তা, সম্মান এবং অধিকারের ব্যাপারে যত্নবান না হওয়া। সামাজিক দায়িত্ব পালন ও উন্নয়নের ব্যাপারে অমনোযোগি হওয়া। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আর্থসামাজিক সংশোধনের ব্যাপারে অনীহা প্রদর্শন। আল কুর'আনের আলোকে রাষ্ট্রীয় সংস্কার বিষয়ে নিজেকে দায়মুক্ত রাখার চেষ্টা। দ্বিনের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উদাসীনতা। ন্যায় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী না হওয়া এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার না হওয়া এসবই আল কুর'আনের দৃষ্টিতে দুর্নীতির আওতাভূক্ত।[২০৩]

আল কুর'আনের আলোকে অন্যের অর্থ সম্পদ আত্মসাৎ করা একটি গুরুতর দুর্নীতি।[২০৪] আত্মীয়, দল, গোষ্ঠী বা জাতীয় স্বার্থ বিচেনায় অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ন করা। মিথ্যা কথা বা সত্যদাবী অস্বীকার করার পর শপথ করা। লুটতরাজ করা, অপহরণ করা, ছিনতাই করা, চুরি করা, প্রতারণা করা ও জুয়া, সিনেমা, যাত্রাপালা, গান-বাজনার পারিশ্রমিক এবং পতিতাবৃত্তির বিনিময় মূল্য গ্রহণ। ভাগ্যগণনা, পশুর প্রজনন মূল্য গ্রহণ বিভিন্ন অন্যায় চুক্তি ও লেনদেন কিংবা ঘুষ গ্রহণ, যে গুলো শারি'আহ্ অনুমোদিত নয় এমন সকল কর্মকাণ্ডই দুর্নীতি।[২০৫] যে কোন ধরনের অপব্যয়, অপচয় ও অপব্যবহার দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত।[২০৬] মিথ্যাচার করা, মিথ্যাশ্রয়ী হওয়া, মিথ্যা সমর্থন করা, মিথ্যার অপনোদনে সক্রিয় না হওয়া, সত্যের সঙ্গি না হওয়া এ সবই দুর্নীতি।[২০৭]

অঙ্গীকার করে তা রক্ষা না করা, অঙ্গীকার করে তা অস্বীকার করা, এটি রক্ষায় গড়িমশি করা, এটিকে গুরুত্ব না দেয়া অথবা বাস্তবায়ন যোগ্য নয় জেনেও অঙ্গীকার করা গুরুতর দুর্নীতি।[২০৮] মিথ্যা কথা বলা, মিথ্যাকে স্বাভাবিক মনে করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, মিথ্যা শপথ করা, শপথ করে তা ভঙ্গ করা

---

২০২ وَإِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ إِذَا فَرِيقٞ مِّنۡهُم مُّعۡرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلۡحَقُّ يَأۡتُوٓاْ إِلَيۡهِ مُذۡعِنِينَ 'ওদের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য যখন আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয়, তখন তাদের কিছু লোক মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। আর ওরাই যখন কোন স্বার্থ পেয়ে যায় তখন অনুগত হয়ে রাসূলের কাছে চলে আসে।' দ্র. আল কুর'আন, ২৪: ৪৮-৪৯

২০৩ وَمَا لَكُمۡ لَا تُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلۡوِلۡدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخۡرِجۡنَا مِنۡ هَٰذِهِ ٱلۡقَرۡيَةِ الى اخر الاية. 'তোমাদের কি হলো যে তোমরা সে সব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশুদের রক্ষায় আল্লাহ্র দেখানো পথে সংগ্রাম করছ না, যারা নিপিড়ীত হচ্ছে। যারা ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে অত্যাচারীদের জনপদ থেকে উদ্ধার করো। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য অভিভাবক ও সাহায্যকারী প্রেরণ করো।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ৭৫

২০৪ মুহাম্মদ আযীযুল হক ও অন্যান্য, Avj KiAv‡b A_bxwZ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ ২০03 খ্রি.) খ. ১, পৃ. ১৫০

২০৫ কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ পানীপথী (রহ.), অনু. মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ আব্দুল হাই ও অন্যান্য, সম্পা. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক ও অন্যান্য, Zvdmx‡i gvhnvix, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ৪৭৬

২০৬ وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخۡوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورٗا 'আত্মীয় স্বজনকে তাদের অধিকার প্রদান কর এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকে। আর কিছুতেই অপচয় করো না। নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।' দ্র. আল কুর'আন, ১৭: ২৬-২৭; ۞يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ 'হে আদম সন্তানেরা, তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় উত্তম পোশাক পরিধান করে নাও, খাদ্য গ্রহণ করো, পান করো এবং অপচয় করো না।' দ্র. আল কুর'আন, ০৭: ৩১

২০৭ وَمَن يَكۡسِبۡ خَطِيٓـَٔةً أَوۡ إِثۡمٗا ثُمَّ يَرۡمِ بِهِۦ بَرِيٓـٔٗا فَقَدِ ٱحۡتَمَلَ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا 'আর যে ব্যক্তি নিজে কোন অন্যায় কাজ করে, অতঃপর কোন নির্দোষ ব্যক্তির উপর দোষ চাপিয়ে দেয়, সে তো নিজের মাথায় বহন করে জঘণ্য মিথ্যা ও প্রকাশ্য পাপ।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ১১২; لَّعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلۡكَٰذِبِينَ 'যে মিথ্যাবাদী তার উপর আল্লাহ্র অভিশাপ বর্ষিত হোক।' দ্র. আল কুর'আন, ০৩: ৬১

২০৮ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ 'হে বিশ্বাসস্থাপনকারীগণ, তোমরা তোমাদের চুক্তিসমূহ বাস্তবায়ন করো।' দ্র. আল কুর'আন, ০৫: ০১; وَأَوۡفُواْ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمۡ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلۡأَيۡمَٰنَ بَعۡدَ تَوۡكِيدِهَا وَقَدۡ جَعَلۡتُمُ ٱللَّهَ عَلَيۡكُمۡ كَفِيلًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا تَفۡعَلُونَ 'আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার করার পর সে অঙ্গীকার পূর্ণ করো এবং পাকাপাকি কসম করার পর তা ভঙ্গ করো না, অথচ তোমরা আল্লাহ্কে জামিন করেছ। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা জানেন।' দ্র. আল কুর'আন, ১৬: ৯১

Dhaka University Institutional Repository

এসব ইসলামের আলোকে দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত।[২০৯] চুক্তি ভঙ্গ করা, কাজে ফাঁকি দেয়া, দায়িত্বে অবহেলা করা, দায়িত্বকে গুরুত্বহীন মনে করা, দায় এড়িয়ে চলার কৌশল অবলম্বন করা, অলসতা করা এবং অপ্রয়োজনীয় কাজে সময় ও সম্পদ নষ্ট করা দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত।[২১০] মানুষকে কষ্ট দিয়ে বাজারে কৃত্তিম সংকট তৈরি করে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির অপচেষ্টা, পণ্যের দোষত্রুটি গোপন করে বিক্রি করা, পণ্য বিক্রয়যোগ্য হওয়ার পূর্বেই বিক্রয় করা, ক্ষতিকর পণ্যের ব্যবসা করা, অবৈধ পণ্যের ব্যবসা করা, পণ্যের মোড়কে দেয়া ঘোষণা অনুযায়ী গুণাগুণ সমৃদ্ধ না হওয়া এসবই আল কুর'আনের দৃষ্টিতে দুর্নীতি।[২১১]

পদ, পদবী, দায়িত্ব বা ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে নির্ধারিত প্রাপ্যের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করা বর্তমানে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে সংগঠিত হয়। একজন কর্মচারি তার কাজের বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাতা গ্রহণ সত্ত্বেও জনগণকে জিম্মি করে অথবা বাড়তি সুবিধা দেয়ার মাধ্যমে অতিরিক্ত টাকা, উপহার, পুরস্কার, বখশীস বা অন্য যে কোন সুবিধা গ্রহণ করলে আল কুর'আনের দৃষ্টিতে সেটি মারাত্মক দুর্নীতি।[২১২]

মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করে, ত্রাস সৃষ্টি করে, অত্যাচার অনাচার করে ও শক্তি প্রয়োগ করে যে অর্থ সম্পদ আদায় করা হয় সেটিও দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত।[২১৩] অফিসের ফাইল চুরি, তথ্য চুরি, ভাউচার চুরিসহ যে কোন ধরনের চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাই দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত।[২১৪] যে কোন ধরনের ধোঁকা ও প্রতারণা, অপপ্রচার, অপবাদ, পরিকল্পিত অপমান, বিভ্রান্তি, উস্কানি, হয়রানি, বঞ্চিত করণ ও স্বার্থ হরণ করা আল কুর'আনের দৃষ্টিতে দুর্নীতি।[২১৫] সর্বোপরি আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ বাস্তবায়নে উদ্যোগী না হওয়া এবং তার নিষেধ থেকে নিজেকে ও সমাজকে বাঁচিয়ে না রাখাই আল কুর'আনের দৃষ্টিতে দুর্নীতি।[২১৬]

---

২০৯ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ 'তাদের কলব (অন্তর) সমূহে রয়েছে (সন্দেহ ও মুনাফিকির রোগ। তাই, আল্লাহ্ তাদের (এ) রোগকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যা বলে।' দ্র. আল কুর'আন. ০২: ১০

২১০ وَلَقَدْ كَانُوا۟ عَاهَدُوا۟ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَارَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْـُٔولًا 'তারা ইতিপূর্বে আল্লাহ্র সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকারের ব্যাপারে তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।' দ্র. আল কুর'আন, ৩৩: ১৫

২১১ প্রফেসর ড. খুরশীদ আহমদ সংকলিত, অনু. আব্বস আলী খাঁন ও অন্যান্য, সম্পা. অধ্যাপক শরীফ হোসাইন, Bmjvgx A_bxwZ, cv¸3, পৃ. ৭১-৭৪

২১২ ٱنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلَلْـَٔاخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَـٰتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا 'চেয়ে দেখো আমরা কিভাবে কিছু লোককে অপর কিছু লোকের উপর মর্যাদা দান করেছি। আার পরকাল তো শ্রেণি এবং মর্যাদার পার্থক্যের দিক থেকে আরো অনেক বড়।' দ্র. আল কুর'আন, ১৭: ২১; وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَـٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَـٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ 'তিনি আল্লাহ্ই, যিনি পৃথিবীতে তোমাদেরকে প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং তোমাদের একজনকে আরেকজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। উদ্দেশ্য হলো, তোমাদের তিনি যা কিছু দিয়েছেন, তার মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করবেন।' দ্র. আল কুর'আন, ০৬: ১৬৫

২১৩ দ্র. কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ পানীপথী (রহ.), অনু. মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ আব্দুল হাই ও অন্যান্য, সম্পা. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক ও অন্যান্য, Zvdmx‡i gvhnvix, প্রাগুক্ত, খ. ০৩, পৃ. ৫০; يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا 'হে বিশ্বাসস্থাপনকারীগণ, তোমরা নিজেদের মধ্যে অন্যায়ভাবে একে অনন্যের সম্পদ ভক্ষণ করো না। তবে পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে ব্যবসায় করতে পারো। আর নিজেদের মধ্যে হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়োনা। আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদের জন্য কৃপাময়।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ২৯

২১৪ প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৬৩১

২১৫ প্রফেসর ড. খুরশীদ আহমদ সংকলিত, অনু. আব্বস আলী খাঁন ও অন্যান্য, সম্পা. অধ্যাপক শরীফ হোসাইন, Bmjvgx A_bxwZ, প্রাগুক্ত, ৭২-৭৩; وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ কোন কোন লোক জ্ঞান ছাড়াই মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিপথগামী করার উদ্দেশ্যে অসার কাহিনী কিনে আনে এবং আল্লাহ্র পথ সম্পর্কে বিদ্রুপ করে। এদের জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।' দ্র. আল কুর'আন, ৩১: ০৬

২১৬ إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا 'নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি পরম সত্যতার সাথে এজন্যই এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যেন আপনি সে অনুযায়ী মানুষের উপর রাষ্ট্র পরিচালনায় বিচার মিমাংসা করবেন। আপনি খিয়ানতকারীদের সাহায্যকারী ও পক্ষ সমর্থনকারী হবেন না।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ১০৫;

Dhaka University Institutional Repository

### ৫.৪.৩ দুর্নীতির উৎস ও প্রধান কারণসমূহ

বিভিন্ন কারণে সমাজে দুর্নীতি সংঘটিত হয়। এর উৎসমূলও একাধিক। এ পর্যায়ে দুর্নীতি উৎস ও প্রধান কারণসমূহ আলোচনা হলো।

দুর্নীতির উৎস

দুর্নীতির একাধিক কারণ থাকলেও এর উৎস প্রধানত ভ্রান্ত বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত। মানুষের নিজের পরিচয়, পৃথিবীতে তার আগমনের উদ্দেশ্য, এ পৃথিবীতে তার প্রকৃত দায়িত্ব, জাগতিক জীবনের পরিসমাপ্তি এবং পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান, বিশ্বাস এবং অনুভূতির অভাই দুর্নীতির মূল উৎস।[২১৭] আর এ জ্ঞানহীনতা তার বিশ্বাসহীনতা, ভ্রান্ত বিশ্বাস বা বিশ্বাসের দুর্বলতার কারণেই সৃষ্টি হয়। এক কথায় বলতে গেলে ঈমানহীনতা ও ঈমানের অপূর্ণাঙ্গতাই দুর্নীতির উৎস।[২১৮] ঈমানহীনতার কারণে মানুষ তার বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়। ফলে জাগতিক ভোগ বিলাসের মোহ তাকে অন্যায় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ করার মাধ্যম দুর্নীতিতে প্রলুব্ধ করে।

পর্যায়ক্রমে সে একটির পর একটি জাগতিক চাহিদা নিজের মধ্যে সৃষ্টি করে এবং সেগুলো অর্জন করার জন্য দিশেহারা হয়ে যায়। হিতাহিত জ্ঞানশুণ্য হয়ে সম্পদের পিছনে দৌঁড়াতে গিয়ে স্বাস্থ্য হারিয়ে ফেলে অতপর স্বাস্থ্য ফিরে পেতে অর্জিত সম্পদ ক্ষয় করে। এভাবে অসুস্থ্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে যখন বার্ধক্যে উপনীত হয়, তখন আফসোস করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকেনা। এ পরিণতি ঘটে কেবল জীবন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে।[২১৯] আর কেবল পরিপূর্ণ ঈমানই জীবন সম্পর্কে অজ্ঞতা দূর করে মানুষকে দুর্নীতির মতো ভয়ানক অপরাধ থেকে মুক্তি দিতে পারে।

দুর্নীতির উৎস হচ্ছে আল্লাহ্ তা‘আলার প্রতি যথাযথ ঈমান না রাখা বা শির্ক করা।[২২০] যেটি আল্লাহ্র হক বলে বিবেচিত। আর যে দুর্নীতির সূচনা মহান স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ্ তা‘আলার হক নষ্ট করার মাধ্যমে। মানুষের হক বা অধিকার নষ্ট করার মাধ্যমে তা ডাল পালা ও শিকড় গজিয়ে অদ্ভুত একটি আকার ধারন করে। আর সর্বশেষ দুর্নীতিবাজ ব্যক্তি নিজের বিবেকের দংশন এবং আল্লাহ্

---

يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ‘তারা বলে শাসন কাজে আমাদের কোন আদেশ প্রয়োগের স্বাধীনতা আছে কি? বলে দিন স্বাধীনতা সবটাই আল্লাহ্র।’ দ্র. আল কুর’আন, ০৩: ১৫৪; আল্লাহ্ তা‘আলার আদেশ নিষেধ অনুযায়ী পরিচালিত হওয়া এবং সমাজ পরিচালনার বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ‘তোমাদের মধ্যে অবশ্যই এমন একটি দল থাকা চাই, যারা মানব জাতিকে কল্যাণের প্রতি আহবান জানাবে, সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজে বাধা দিবে। তারাই সফলকাম।’ দ্র. আল কুর’আন, ০৩: ১০৪

২১৭ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ‘আর এ পৃথিবীর জীবন কিছুই নয়, শুধু একটি খেলা ও মনভোলানো ব্যাপার মাত্র। আসল জীবনের ঘর তো পরকাল। হায়, একথা যদি তারা জানতো!’ দ্র. আল কুর’আন, ২৯: ৬৪; وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ ‘আপনার জন্য জাগতিক জীবন অপক্ষো পরকাল উত্তম। দ্র. আল কুর’আন, ৯৩: ০৪; আরো বর্নিত আছে, আল কুর’আন, ৮৮: ১-৪; ০৩: ১৮৫; ১০: ৪৫; ১৬: ১১১; ২১: ৩৫

২১৮ আব্দুস শহীদ নাসিম সংকলিত ও সম্পাদিত, Bmjvgx Rxebe¨e¯'vi tgŠwjK iƒc‡iLv, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭; ঈমানহীনতাকে দুর্নীতির উৎস চিহ্নিত করে আল্লাহ্ তা‘আলা ঘোষণা করেন, وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ‘যারা কুফ্রি করেছে তারা ভোগ বিলাসে মত্ত থাকে এবং জন্তু জানোয়ারের মতো উদর পূর্তি করে, আর জাহান্নামই তাদের শেষ আবাস স্থল।’ দ্র. আল কুর’আন, ৪৭: ১২; অন্যত্র ঈমানের অপূর্ণতাকে দুর্নীতির উৎস চিহ্নিত করে বলা হয়েছে, الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ‘মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা একে অপরের ন্যায়। তারা অন্যায় কাজের আদেশ দেয় এবং সৎ কাজে নিষেধ করে আর কল্যাণকর কাজে নিজেদের হাত গুটিয়ে রাখে। তারা আল্লাহ্কে ভুলে গিয়েছে, ফলে তিনি তাদের ভুলে গিয়েছেন। মুনাফিকরাই তো নিশ্চিতভাবে পাপাচারি।’ দ্র. আল কুর’আন, ০৯: ৬৭

২১৯ إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ‘অত্যাসন্ন শাস্তি সম্পর্কে আমরা তোমাদের সতর্ক করে দিলাম। সে দিন প্রতিটি মানুষই দেখতে পাবে তার দু’হাত কী অর্জন করে সম্মুখে পাঠিয়েছে? আর তখন অস্বীকারকারী আফসোস করে বলবে, হায় আমি যদি মাটি হতাম!’ দ্র. আল কুর’আন, ৭৮: ৪০

২২০ ‘আল্লামা ইয্যুদ্দীন বালীক (রহ.), অনু. হাফিজ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল, সম্পা, অধ্যাপক মোঃ আব্দুল মান্নান, wgbnvRm mv‡jnxb, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১২৫

*Dhaka University Institutional Repository*

তা'আলার শাস্তি পাওয়ার মাধ্যমে নিজের হকও চূড়ান্ত বিচারে নষ্ট করে ফেলে।[২২১] এক কথায় ঈমানহীনতাকেই দুর্নীতির মূল উৎস হিসিবে চিহ্নিত করা যায়।

## দুর্নীতির প্রধান কারণসমূহ

জীবন সম্পর্কে ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে সৃষ্ট বিভিন্ন কারণেই মানুষের মধ্যে দুর্নীতি প্রবণতা তৈরি হয়। এজন্য ব্যক্তির ঈমানহীনতা বা ঈমানের দুর্বলতা মূল উৎস হলেও সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবেশ এবং পরিস্থিতি দুর্নীতির অনুকূল ক্ষেত্র ও কারণ সৃষ্টির জন্য দায়ী। দুর্নীতির প্রধান কারণসমূহ আলোচনা করা হল।

### ৫.৪.৩.১ ইসলামি মূল্যবোধের অভাব

ইসলামি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা মানুষের মধ্যে ভোগবাদী মানসিকতার পরিবর্তে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে।[২২২] এ মূল্যবোধের অভাবে দুর্নীতি আরো ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করছে। ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার পরিবর্তে ধর্মহীন ও নৈতিকতা বর্জিত বৈষয়িক প্রতিষ্ঠা লাভের উদ্দেশ্যে যে শিক্ষা, তা শিক্ষিত মানুষকে আরো বেশি লোভি ও আত্মকেন্দ্রিক বানিয়ে দেয়। ফলে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই দুর্নীতির বীজ লুকিয়ে রাখা হয়েছে, একথা বাস্তবসম্মত এবং যথার্থ বলে প্রমাণিত।[২২৩] এমতাবস্থায় বাংলাদেশে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামি শিক্ষার অভাবের কারণে মানুষের সামগ্রিক নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হচ্ছেনা বিধায় দুর্নীতি এতো ব্যাপকতা লাভ করতে পেরেছে। ইসলামি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত থাকলে একজন মানুষ তার উপর অর্পিত দায়িত্বকে আমানত মনে করতো এবং এজন্য পৃথিবীতে সহকর্মীদের কাছে এবং পরকালে মহান আল্লাহ্ তা'আলার কাছে জবাবদিহিতার অনুভূতি নিয়ে কাজ করতো। এ অনুভূতিই তার নিকট জাগতিক জীবনকে ক্ষণস্থায়ী এবং একটি পরীক্ষা ক্ষেত্র হিসেবে গণ্য করতে উদ্বুদ্ধ করবে। ইসলমি মূল্যবোধের মাধ্যমে সৃষ্ট এ অনুভূতির অভাব সমাজে দুর্নীতি বিস্তারে অন্যতম প্রধান কারণ।[২২৪]

### ৫.৪.৩.২ রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মূল্যবোধের অবক্ষয়, অবৈধ উপায়ে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতার পালাবদল এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ এবং ক্ষমতায় টিকে থাকার তীব্র আকাঙ্খা দুর্নীতি বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।[২২৫] বর্তমান প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য নির্বাচনে বিপুল পরিমাণ অর্থ অবৈধভাবে ব্যয়ের মাধ্যমে সাধারণ ভোটারদের প্রভাবিত করে। নির্বাচিত হওয়ার পর ক্ষমতার অপব্যবহার করে দুর্নীতির মাধ্যমে নির্বাচনী ব্যয় উঠিয়ে থাকে। এছাড়া ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে

---

২২১ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, DbZ Rxe‡bi Av'k©, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭; এরূপ লোকের ব্যাপারে বর্ণিত وَٱلْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ الخ 'আজকের দিনে সঠিকভাবে পরিমাপ করা হবে, যাদের ভাল কাজের পাল্লা ভারী হবে, তারা সফলকাম হবে। যাদের ভাল কাজের পাল্লা হালকা হবে, তারা সে সব লোক যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে।' দ্র. আল কুর'আন, ০৭: ০৮-০৯

২২২ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, wkÿv mwnZ¨ I ms¯‹…wZ (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ৫ম সংস্করণ, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ২০; আফজাল হোসাইন, অনু. অধ্যাপক মোশারফ হোসাইন, wkÿv I cÖwkÿY (ঢাকা: ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৩৬

২২৩ আব্দুস শহীদ নাসিম, wkÿv mwnZ¨ ms¯‹…wZ (ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৭৮

২২৪ وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ 'হাশরের ময়দানে আমরা ন্যায় বিচারের দণ্ড স্থাপন করবো। তখন কারো প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করা হবে না। করো কর্ম যদি শস্য পরিমাণ ওজনেরও হয়, সেটি ওজনের আওতায় নিয়ে আসবো। হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে আমরাই যথেষ্ট।' দ্র. আল কুর'আন, ২১: ৪৭; দ্র. গাযী শামছুর রহমান, Bmjv‡gi 'Ðwewa (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৪৫

২২৫ দুর্নীতির কারণ, Cf.https://www.bn.m.wikipedia.org . visited on, 04/02/2018

দুর্নীতিবাজরা ব্যাপকভাবে দুর্নীতি করে থাকে।[২২৬] ক্ষমতারোহন এবং ক্ষমতা কুক্ষিগত করণের জন্য ক্ষমতাসীন ও বিরোধী পক্ষ অসুস্থ্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য সকল ধরনের অপকৌশল ব্যবহার করতে গিয়ে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। অপরদিকে সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্মান ও দায়বদ্ধতার অভাব সমাজে যে ভারসাম্যহীনতা তৈরি করে এবং এক ধরনের অপ্রয়োজনীয় প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে। সেখানে নিজের প্রভাব বৃদ্ধি করার মানসিকতাও দুর্নীতির অন্যতম কারণ।[২২৭]

### ৫.৪.৩.৩ উচ্চাভিলাষী ও ভোগবাদী মানসিকতা

রাতারাতি অর্থ সম্পদের মালিক হয়ে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠালাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা  দুর্নীতি বিকাশের অন্যতম প্রধান কারণ।[২২৮] অল্প সময়ে অধিক সম্পদ লাভের প্রচেষ্টায় সমাজের উচ্চ শ্রেণি তাদের ক্ষমতা ও পেশাগত পদবীর মাধ্যমে দুর্নীতি করে থাকে।[২২৯] মধ্য শ্রেণির বড়ো একটি অংশ তা অবলোকন করে দুর্নীতে উদ্বুদ্ধ হয়। জাগতিক জীবনে আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপনের প্রবণতা দুর্নীতির গুরুত্বপূর্ণ কারণ।[২৩০]

### ৫.৪.৩.৪ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ঔপনিবেশিক শাসনামলে বিদেশী শাসক ও শোষকদের স্বার্থরক্ষার জন্য এদেশে এক শ্রেণির দুর্নীতিবাজ আমলা ও মধ্যস্বত্বভোগী সৃষ্টি করা হয়েছিল, যারা দুর্নীতি, প্রতারণা ও বঞ্চনার মাধ্যমে জনগণকে শোষণ করত। বৃটিশ শাসনামলেও সে ধারা অব্যাহত থাকে। ১৯৪৭ খ্রি. দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানের নব্য ব্যবসায়ীরা প্রচুর মুনাফার জন্য দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। ফলে প্রশাসনিক কাঠামোতে দুর্নীতির বিস্তার ঘটে। ১৯৫৮ খ্রি. পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হলে দুর্নীতি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়। ১৯৯৭১ খ্রি. স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে দুর্নীতির সে ধারা আরো ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে।[২৩১]

### ৫.৪.৩.৫ আর্থিক অসচ্ছলতা

আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য জীবনযাত্রার নিম্ন মান দুর্নীতি বিস্তারের অন্যতম প্রধান কারণ। পরিবারের সাধারণ ব্যয়ভার বহন, সন্তানদের শিক্ষা ব্যয়, বাড়ি ভাড়া পরিশোধ, চিকিৎসার প্রয়োজনে বাড়তি ব্যয়, বাবা মায়ের ইচ্ছা পূরণ, স্ত্রী সন্তানদের আবদার রক্ষা, বিভিন্ন উপলক্ষ্যে আত্মীয় স্বজনের সামনে নিজের ব্যক্তিত্ব রক্ষা ইত্যাদি কারণে আর্থিক অসচ্ছল মানুষ দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন।[২৩২] দারিদ্রের প্রভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন পেশাজীবী ও শ্রমজীবী মানুষ সমাজে স্বাভাবিক উপায়ে এ সকল মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করছে। যার ফলে সমাজে দুর্নীতির প্রসার ঘটছে।

### ৫.৪.৩.৬ বেতন ব্যবস্থায় সুবিচারের অভাব

কর্মজীবী মানুষের বেতন ও পারিশ্রমিক চাহিদার তুলনায় একেবারেই অপর্যাপ্ত। ফলে তারা বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্য অর্থ আত্মসাৎ, ঘুষ বা বিকল্প কোনো অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করে। বাংলাদেশে

---

২২৬ শেখ মোঃ শোয়েব নাজির, ‘‘bxwZ: Gi bvbi¨c, KviY I cÖZKvi¸, মাসিক পৃথিবী (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ডিসেম্বর-২০০৭ খ্রি.), বর্ষ-২৭, সংখ্যা-০২, পৃ. ৩২

২২৭ দুর্নীতির কারণ Cf.https://www.blog.bdnews24.com , visited on, 04/02/2018

২২৮ দুর্নীতির কারণ,  Cf.https://www.dailysangram.com , visited on, 04/02/2018

২২৯ শেখ মোঃ শোয়েব নাজির, ‘bxwZ : Gi bvbi¨c, KviY I cÖZKvi, মাসিক পৃথিবী, বর্ষ ২৭, সংখ্যা-২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

২৩০ দুর্নীতির কারণ Cf.https://www.blog.bdnews24.com, visited on 05/02/2018

২৩১ মেসবাহুল হক, cjvkx h‡×vËi gmwjk mgvR I bxj we‡`vn (ঢাকাঃ ইফাবা, ১৯৮৭ খ্রি.),পৃ. ৫

২৩২ শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির, ‘bxwZ: Gi bvbvi¨c, KviY I cÖZKvi, মাসিক পৃথিবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪

Dhaka University Institutional Repository

স্বল্প বেতনভুক্ত কর্মচারিদের মাঝে দুর্নীতি পরায়ণতা সৃষ্টির পেছনে অপর্যাপ্ত বেতন কাঠামো অনেকাংশে দায়ী।[২৩৩] তারা যখন স্পষ্ট দেখতে পায় মালিক পক্ষ তাদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমকে পুঁজি করে অঢেল সম্মত্তির মালিক হচ্ছে অথচ তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করার মতো বেতন দিতেও প্রস্তুত নয়। এমনকি সামান্য বেতনটুকুও যথাসময়ে না দিয়ে টালবাহানার মাধ্যমে কালক্ষেপণ করে। তখন তাদের মধ্যে ন্যায়বোধ হারিয়ে তদস্থলে ক্ষোভ ও হিংসা কাজ করে। এমতাবস্থায় বঞ্চনার শিকার কর্মচারিদের মধ্যে যারা নৈতিকভাবে দুর্বল তারা অন্যায় পন্থা অবলম্বন করে সম্পদ উপার্জন করাকে দোষের মনে করে না।[২৩৪] কোন কোন ক্ষেত্রে এটিকে তারা তাদের অধিকার মনে করে। সুতরাং এটি স্পষ্ট যে, সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, ব্যক্তি উদ্যোগে পরিচালিত বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক, কর্মচারি ও কর্মকর্তার ন্যায্য বেতন না থাকা এবং নিয়মিত বেতন প্রদান না করা দুর্নীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

৫.৪.৩.৭ কর্মসংস্থানের অভাব

দেশে কর্ম সংস্থানের অভাব রয়েছে, এটি বাস্তব। এ ক্ষেত্রে নতুন কর্ম সংস্থান সৃষ্টির প্রতি যত্নবান না হয়ে সকলেই চাকুরির পিছনে ছুটছে। সীমিত সুযোগের বিপরীতে অসংখ্য চাকুরি প্রার্থী থাকায় সরকার ও প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায় পর্যন্ত অবৈধ অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে চাকুরি প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সমাজের প্রান্তিক স্তর পর্যন্ত দুর্নীতির সেতুবন্ধ তৈরি করে ফেলেছে।[২৩৫] বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য অনেকে অবৈধ উপায়ে এবং ঘুষ প্রদানে বাধ্য হয়ে চাকুরি নিচ্ছে। বেশিরভাগ লোক ঘুষ প্রদান করেও চাকুরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আবার চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে ঘুষ প্রদানের কারণে ঘুষ খাওয়াকে তারা তাদের অধিকার মনে করছে![২৩৬] ফলে এসকল কর্মচারি পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ঘুষের লেনদেনে জড়িয়ে পড়ার মাধ্যমে দুর্নীতি স্থায়ী এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে।

৫.৪.৩.৮ দুর্নীতি দমনে সদিচ্ছার অভাব

দুর্নীতিমুক্ত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা এখন কেবল শ্লোগানে পরিণত হয়েছে। বাস্তবে বিরোধী পক্ষকে হেনস্তা করা ব্যতীত এর বিরুদ্ধে তেমন কোন কার্যকর পদক্ষেপ দৃশ্যমান নয়। অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন, সরকারি অর্থ আত্মসাৎ বা ক্ষমতা অপব্যবহারের জন্য চাকরিচ্যুত বা বিচারের সম্মুখীন করার ব্যাপারে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এ ছাড়া দুর্নীতিবাজদের সাথে শাসকগোষ্ঠীর নানারূপ স্বার্থ জড়িত থাকায় তারা দুর্নীতি নির্মূলে সত্যিকার কোন কর্মসূচি গ্রহণ করে না। ফলে দুর্নীতি বন্ধ না হয়ে বরং প্রসার লাভ করছে।[২৩৭]

৫.৪.৩.৯ অসম অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা

আমাদের সমাজে দেখা যায়, যার যতো বেশি অর্থ সে ততো প্রভাব প্রতিপত্তি ও মর্যাদার অধিকারী। সামাজিক মর্যাদা লাভের এ অসম অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা সমাজে দুর্নীতি বিস্তারে সহায়তা করে থাকে। সৎ উপায়ে অর্জিত অর্থের মাধ্যমে দ্রুত সম্পদশালী হওয়া সম্ভব নয় মনে করে অনেকে দুর্নীতির মাধ্যমে তাড়াতাড়ি ধনী হওয়ার চেষ্টা করে।[২৩৮] অসম অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা মানুষকে

---

২৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

২৩৪ ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম, Bmj‡gi ‘wó‡Z ‘bxwZ cwZ‡iva: †cÿvcU evsjv‡‘k, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

২৩৫ গাযী শামছুর রহমান, Bmj‡gi ‘Ðwewa, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫; https://www.jaijaidinbd.com, Visited on, 04/02/2018

২৩৬ কাজী রুকুনউদ্দীন আহমেদ সম্পাদিত, ‘bxwZi e¨vcKZv †iv‡a miKv‡ii mw‘”Qv c‡qvRb, দৈনিক যায়যায়দিন, https://www.jaijaidinbd.com , Visited on, 06/02/2018

২৩৭ শেখ মোঃ শোয়েব নাজির, ‘bxwZ: Gi bvbi|c, KviY I cwZKvi, মাসিক পৃথিবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

২৩৮ শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির, Av_-mvgwRK mgm¨v mvgvav‡b Avj nv‘x‡mi Ae‘vb: †cw¶Z evsjv‡‘k, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৮-৪১০

Dhaka University Institutional Repository

মোহগ্রস্ত করে ফেলে। সে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জনের মোহে হিতাহিত জ্ঞানশুণ্য হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় টাকা আর সম্পদ ছাড়া অন্য কিছুর প্রয়োজন আছে বলে সে মনে করেনা। টাকাই তার জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে যায়। তখন এ টাকার মালিক হওয়ার জন্য সে যে কোন উপায় অবলম্বনকেই নিজের জন্য স্বাভাবিক মনে করে। এরূপ ভয়ানক অন্যায় প্রতিযোগিতার ফলে মানুষ দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে।

৫.৪.৩.১০ আল্লাহ্ তা'আলার 'আইন প্রয়োগে অনীহা

দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং প্রতিকারে মানুষের সীমিত জ্ঞান ও ক্ষুদ্র চিন্তা প্রসূত কর্মসূচি ও 'আইন প্রয়োগ করার কারণে এর বিভিন্ন দুর্বলতা ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যার সুযোগে দুর্নীতিবাজরা নিষ্কৃতি পেয়ে যাওয়ার ফলে দিনদিন দুর্নীতি আরো ব্যাপকতা লাভ করছে। এতাবস্থায় প্রয়োজন মানুষের জন্য এমন একটি নির্ভেজাল, নিখুঁত, নির্ভুল ও নিরপেক্ষ 'আইন, যা সকল মানুষের জন্য সমভাবে কার্যকর করা সম্ভব হবে। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত 'আইনই সকলের জন্য সমান এবং সকল যুগে সমানভাবে কার্যকর। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, বর্তমান 'আইন প্রণেতাগণ আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত 'আইন বাদ দিয়ে নিজেদের মনগড়া 'আইন প্রণয়ন করে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দমন করতে চাচ্ছেন। বাস্তবতা হচ্ছে দেশব্যাপী দুর্নীতি শুধু বেড়েই চলেছে।

৫.৪.৪ দুর্নীতির ব্যপ্তি ও সর্বগ্রাসি কুফল

বর্তমান সময়ে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি স্তর দুর্নীতির করালগ্রাসে বন্দি এ কথা সর্বজন স্বীকৃত।[২৩৯] বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় সেবামূলক প্রতিষ্ঠান যেমন পুলিশ বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ, ভূমি অফিস, পল্লী উন্নয়ন, বিদ্যুৎ, স্থানীয় সরকার, শিক্ষা, 'আইন বিভাগ ও যোগাযোগ ইত্যাদি বিভাগে দুর্নীতি এখন পুরাটাই উন্মুক্ত বিষয়।[২৪০] এছাড়া বিচার বিভাগের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও ক্ষমতার দাম্ভিকতা এবং লোভ দুর্নীতিকে বহুলাংশে উৎসাহিত করে। সমাজের এমন কোন অংশ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর যেখানে দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশ বিদ্যমান। বর্তমানে ঘুষ না দিলে কোথাও কাঙ্খিত সেবা পাওয়া যায় না।[২৪১]

বর্তমানে সরকারি অফিসের ঘুষ গ্রহণ প্রকাশ্য রূপ লাভ করেছে। বড় বড় দুর্নীতি ঘটছে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়েও।[২৪২] বাজার ব্যবস্থাপনা, পণ্যের গুণাগুণ রক্ষা, মূল্য নির্ধারণ, হিসাব সংরক্ষণ, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, ভ্যাট ও টেক্স প্রদান ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই দুর্নীতি এখন ভয়াবহ রূপ লাভ করেছে।[২৪৩] দাতা সংস্থার সহযোগিতায় পরিচালিত সেবামূল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও দুর্নীতি বিস্তার লাভ করছে। যে কোন নিয়োগ প্রক্রিয়া এখন দুর্নীতি ছাড়া যেন কল্পনাই করা যায়না। হাটবাজার পরিচালনা, ইজারা দেয়া, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা ইত্যাদি প্রতিটি কল্যাণমূলক কাজও এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দুর্নীতি ব্যতীত অকল্পনীয়।[২৪৪]

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে নেই দুর্নীতিবাজরা। পরীক্ষা পদ্ধতি এবং সনদ প্রদানের ক্ষেত্রেও আজ দুর্নীতির দূষিত বাতাসের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।[২৪৫] ধর্ম প্রচার এবং ধর্মীয়

---

২৩৯ 'bxwZi e¨wß, https://www.kalerkantha.com , Visited on, 06/02/2018

২৪০ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, রিপোর্ট ২৯ জুন ২০১৬, 'bxwZi kx‡l †mevLvZ, https://benarnews.org, Visited on, 06/02/2018

২৪১ প্রাগুক্ত, †mevLv‡Z 'bxwZ: RvZxq Lvbv Rwic-2015, https://dailyjugantor.com, Visited on, 06/02/2018

২৪২ প্রাগুক্ত।

২৪৩ প্রাগুক্ত।

২৪৪ ড. মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, Bmjv‡gi 'wó‡Z 'bxwZ cwZ‡iva: †cÿvcU evsjv‡'k, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

২৪৫ ড. আহমদ আব্দুল কাদের, evsjv‡'‡ki mgvR I agxq ivRbxwZ, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, https://www.m.dailynayadigdnta.com, Visited on, 15/02/2018

কর্মকাণ্ডকেও এখন অনেকাংশেই দুর্নীতি স্পর্শ করে ফেলেছে।[২৪৬] এক কথায় ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ড সকল ক্ষেত্রেই দুর্নীতি ভয়াবহ বিস্তার লাভ করেছে। একটি রাষ্ট্রে দুর্নীতি তখনই চরম বিস্তার লাভ করে যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাধারীরা দলীয়করণ, স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নির্মূলে মামলা ও হয়রানি ইত্যাদি নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে।[২৪৭]

দুর্নীতির কুফল বর্ণনাতীত। বলতে গেলে এটি সর্বগ্রাসি মানবতা বিরোধী একটি সামাজিক ব্যাধী। দুর্নীতির কারণে সুশাসন বিঘ্নিত হয়।[২৪৮] সামাজিক সম্পর্ক মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যা একটি জাতিকে অন্ধকার গহ্বরে নিক্ষেপ করে ছাড়ে। সীমাহীন নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ একটি দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত হওয়ায় আন্তজার্তিক অঙ্গনে সম্পর্ক উন্নয়ন ও ব্যবসায় সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে মারাত্মক খারাপ প্রভাব ফেলছে।[২৪৯] ফলে নানা উদ্যোগ গ্রহণ সত্ত্বেও দেশটি কাঙ্খিত উন্নয়নে ব্যর্থ হচ্ছে।

দুর্নীতিই দেশের উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা। যে দেশ যতোবেশি দুর্নীতিমুক্ত, সে দেশ ততো বেশি উন্নত। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় শুধু দুর্নীতিই দেশের জিডিপির দুই থেকে তিন শতাংশ খেয়ে ফেলছে। দুর্নীতি দারিদ্র, বেকারত্ব, অনিয়ম, অবিচার, অপরাধ প্রবণতা, শত্রুতা, হিংসা, ক্ষোভ, হতাশা, কাজে ফাঁকি দেয়া ও অমানবিকতা বৃদ্ধি করে। অপরদিকে মেধার চর্চা, জ্ঞানের প্রতিযোগিতা, যোগ্যতার বিকাশ, সৃষ্টিশীলতা, ভাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, দেশপ্রেম, মানবতা, মানবিকতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা ইত্যাদি বিনাস করে দেয়। দুর্নীতি মানবিক মূল্যবোধ ও কল্যাণকর প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি করে। দুর্নীতি মানুষকে ব্যক্তিত্বহীন ও মান মর্যাদাহীন করে তোলে। দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি নিজে অশান্তির অনলে জ্বলতে থাকে। পরিবার ও সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয় এবং রাষ্ট্রীয় ভিত্তিকে দুর্বল করে ফেলে।

দুর্নীতি ক্ষমতাবানকে চরম উদ্যত ও বেপরোয়া করে তোলে। ধনী ব্যক্তিকে আরো ধনী হওয়ার অবৈধ এবং সহজ সুযোগ করে দেয়। দরিদ্র মানুষকে আরো শোষণ ও নিস্পেষণের মাধ্যমে হত দরিদ্র করে ছাড়ে।[২৫০] রাষ্ট্রীয় কর্মচারিগণ দুর্নীতির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সম্পদ ও অধিকার হাতিয়ে নিয়ে নিজেরা সম্পদের পাহাড় গড়ে এবং প্রকৃত মালিক জনগণকে আরো বেশি নিপীড়ন করে। দুর্নীতির মাধ্যমে সরকারের তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারি এবং রাজনৈতিক কর্মী পর্যন্ত রাতারাতি হত দরিদ্র থেকে সম্পদশালী হয়ে যায়। অপর দিকে অধিকাংশ শিক্ষিত, দেশ প্রেমিক, কর্মঠ, সৎ এবং প্রকৃত মেধাবীগণ অবমূল্যায়নের শিকার হয়ে নিজেদের বিকশিত করতে ব্যর্থ হন।[২৫১] ফলে দেশ ও জাতি সব দিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

দুর্নীতির সবচেয়ে বড় কুফল হচ্ছে, প্রকৃত মেধাবী নাগরিক তাদের মেধা বিকাশের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এ সুযোগে মেধাহীন, অলস ও কর্মবিমুখ মানুষেরা

---

২৪৬ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ‘bxwZi e¨vcKZv GL‡bv D‡ØMRbK, https://www.prothomalo.com>artical, Visited on, 05/02/2018

২৪৭ ‘bxwZi e¨vcKZv, https://jaijaidin.com, Visited on, 05/02/2018

২৪৮ ড. মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, Bmjv‡gi ‘wó‡Z ‘bxwZ cwZ‡iva: †cÿvcU evsjv‡‘k, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

২৪৯ দৈনিক পূর্বকোণ সম্পাদকীয়, ‘bxwZi KviY, cfve I cwZ‡iva, জুলাই ২০১৭, https://dainikpurbpkon.net, Visited on, 15/02/2018

২৫০ শাওয়াল খান, ‘e¨g‡j¨i DaŸMwZ, †eKviZ I ‘bxwZ, দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ, ১৫ অক্টোবর ২০১৭, https://www.alokitobangladesh.com, Visited on, 15/02/2018

২৫১ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠনের মহোৎসবে মেতে উঠে।[২৫২] ফলে সৎ কাজের প্রেরণা হারিয়ে যায় এবং অসৎ কাজের প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়। সমাজে অসৎ লোকদের নিজস্ব বলয় গড়ে উঠে এবং তারা দুর্নীতিতে একে অপরের সহায়তাকারী হয়ে এটিকে এক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করে এ পথে আরো বেশি অগ্রসর হয়।[২৫৩] এ অবস্থায় সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ করার শক্তিটুকুও তারা কেড়ে নেয়।

দুর্নীতি মানবাধিকার লংঘনের প্রধান অবলম্বন।[২৫৪] ইসলামি আদর্শ ও মূলবোধের দৃষ্টিতে দুর্নীতি হচ্ছে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবক্ষয় এবং অর্থনৈতিক আদর্শ থেকে বিচ্যুতি।[২৫৫] দুর্নীতি ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনকেও অসহনীয় করে তোলে। আত্মদহনের অনিবার্য শাস্তি তাকে সর্বক্ষণ মানসিক যন্ত্রণায় ডুবিয়ে রাখে। দুর্নীতির কারণে ভীরুতা এবং কাপুরুষতা তাকে ঘিরে ধরার ফলে সব সময় হীনমন্যতা, অমনযোগিতা, অশান্তি, অস্বাভাবিকতা তার স্বভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠে।[২৫৬]

মানুষের মধ্যে ন্যায় প্রবণতা ও মানবিক আচরণই হচ্ছে নৈতিকতা। চিন্তাগত যে শক্তি মানুষকে নৈতিক হতে এবং নৈতিকতার উপর অটল থাকতে সাহস যোগায় সেটি হচ্ছে নৈতিক মূল্যবোধ। একটি কল্যাণমূখী সমাজের জন্য নাগরিকগণের নৈতিক মূল্যবোধের গুরুত্ব অপরিসীম এবং এর অভাবেই মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় দুর্নীতি। নিয়ম, নীতি, 'আইন, বিধান, ন্যায়, সত্য ও কল্যাণ বিরোধী সব ধরনের কর্মকাণ্ড এবং আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রদর্শিত বিধান বা শারি'আহ্ বিরুদ্ধ যে কোন কাজই দুর্নীতি।

এটি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, আল কুর'আনে নৈতিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা এবং দুর্নীতি বিষয়ে সর্বাধিক আলোচনা রয়েছে। মূলত মানুষকে অন্যায়, অপরাধ ও দুর্নীতি মুক্ত থেকে নৈতিক জীবন যাপনের নির্দেশনা প্রদানই আল কুর'আনের প্রধান আলোচ্য বিষয়। এখানে মানুষকে নৈতিকতা অর্জনে যেমন বারবার তাগিদ দেয়া হয়েছে, তেমনি অনৈতিকতা এবং দুর্নীতিগুলো স্পষ্ট করে দিয়ে তা থেকে বেঁচে থাকা এবং সে অনুযায়ী পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার কঠোর নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। মূলত আল কুর'আন মানুষের বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জনের পরিপূর্ণ নির্দেশনামা। যে পবিত্রতা শুরু হয় পৃথিবীর সকল প্রকার মানবসৃষ্ট ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে তদস্থলে আল্লাহ্ তা'আলাকে একমাত্র প্রভু হিসেবে মেনে নেয়ার প্রকাশ্য ঘোষণা প্রদানের মাধ্যমে। আর বাস্তব জীবনে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রদর্শিত বিধানের আলোকে পরিচালিত হওয়ার মাধ্যমে মানুষ চূড়ান্তরূপে পবিত্রতা অর্জন করতে পারে।

সব ধরনের পাপাচার, মিথ্যাচার, অপরাধ, অবিচার, অন্যায়, অশালীনতা, অযুহাত, অনিয়ম, অনাসৃষ্টি, অকল্যাণ, আপত্তিকর, অমানবিক, অসামাজিক ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার যে মানসিক প্রস্তুতি, তাই হচ্ছে নৈতিক মূল্যবোধের প্রাথমিক প্রেরণা। এ প্রেরণা মানুষকে ত্যাগ স্বীকার ও কষ্ট সাধনার শক্তি যোগায়। আত্মগঠনের উদ্দেশ্যে ইসলামি রীতি নীতি ও পদ্ধতি বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জনের জন্য মনের গভীর থেকে চাপ সৃষ্টি করে। ফলে একজন মানুষ ইসলামি বিধি-বিধান খুব স্বাচ্ছন্দে নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারে। এভাবে ঈমানের মাধ্যমে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়, আর 'ইবাদাতের মাধ্যমে তৈরি হয় আত্মিক পবিত্রতা এবং এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে প্রতিটি কাজে নৈতিক আচরণের মধ্য দিয়ে। আর প্রকৃতপক্ষে নৈতিক মূল্যবোধের প্রভাবেই মানুষ যে কোন ধরনের অন্যায়, অপরাধ ও দুর্নীতি থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

---

২৫২ দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, Dbqbkxj we‡k ‘bxwZ I ‘wi‘, সেপ্টেম্বর ২০১৪, www.ittefaq.com.bd, Visited on, 15/02/2018

২৫৩ প্রাগুক্ত।

২৫৪ ev‡js j v‡‘‡ki A_bxwZ, উইকিপিডিয়া, Cf.https://www.bn.m.wikipedia.org, Visited on, 15/02/2018

২৫৫ মোহাম্মদ মনজুর হোসেন খান, ‘bxwZi KviY I cwZKvi, দৈনিক সংগ্রাম, ১৯ জানু. ২০১৪, https://www.dailysangram.com , Visited on. 15/02/2018

২৫৬ অপরাধ,বাংলাপিডিয়া, Cf.https://www.banglapedia.org;Cf.www.police.gov.bd, Visited on, 15/02/2018

Dhaka University Institutional Repository

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## আল কুর'আনে উল্লিখিত কতিপয় দুর্নীতি ও প্রতিরোধের উপায়

দুর্নীতিকে বর্তমানে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত করে সীমিত পরিসরে ব্যাখ্যা করার যে তৎপরতা, সেটি নিতান্তই আংশিক এবং একপেশে। মানব মস্তিষ্কের স্থূল চিন্তাশক্তির মাধ্যমেএর সংজ্ঞা ও পরিধি নির্ণয় করার ফলেই এ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, মানুষের চিন্তা ও আবেগ, নিজস্ব অতি সীমিত অভিজ্ঞতা, ব্যক্তি এবং গোষ্ঠিগত স্বার্থ, অতীত কর্মকাণ্ড ভুলে যাওয়া, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা, জিদ এবং হটকারিতা মুক্ত নয়।এ ক্ষেত্রে মানুষকে তার স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত সংশয়মুক্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে দুর্নীতিকে সংজ্ঞায়িত করে সে আলোকে এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের উপায় অন্বেষণ করতে হবে। দুর্নীতি যেমন ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়-দায়িত্ব ও কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত, তেমনি নাগরিক হিসেবে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও দুর্নীতির বিষয়টি খুবই প্রাঙ্গিক। এমনকি ধর্মপালন ও এ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনায় দুর্নীতি সংঘটিত হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। আল কুর'আনে উল্লিখিত ব্যক্তিগত, সামাজিক, নাগরিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সংঘটিত দুর্নীতি সম্পর্কে আলোচনা করত এসব দুর্নীতি প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উপায় উপস্থাপন করা হল।

### ৬.১ ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে দুর্নীতি

সমাজে বিভিন্নভাবেই দুর্নীতির মতো অনাকাঙ্খিত অপরাধ সংঘটিত হয়। কিছু কিছু দুর্নীতি সংঘটিত হয় ব্যক্তির নিজস্ব ধ্যানধারণা, স্বার্থ ও চিন্তাভাবনার কারণে। আবার কিছু দুর্নীতি সংঘটিত হয় পরিবার ও সমাজের ব্যর্থতার কারণে। কিছু নীতি বিরুদ্ধ কর্মকাণ্ড আছে যেগুলো ব্যক্তির নিজের উপরই সবচেয়ে বেশি খারাপ প্রভাব সৃষ্টি করে। অপরদিকে কিছু অপরাধ আছে যেগুলো দুর্নীতিবাজ ব্যক্তি, তার পরিবার, প্রতিবেশী এবং সমাজকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার মাধ্যমে সামগ্রিক ক্ষতি সাধন করে। এ পর্যায়ে ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে সংঘটিত নীতি বিরুদ্ধ কর্মকাণ্ড বিষয়ে আলোচনা করা হল।

#### ৬.১.১ আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক করা

শির্ক মারাত্মক অপরাধ। মানুষের আত্মিক পবিত্রতা অর্জন এবং নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য আল কুর'আন যে সকল দুর্নীতিকে অত্যন্ত কঠোভাবে নিষিদ্ধ করেছে তন্মধ্যে প্রধান হচ্ছে, আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে শরিক করা। মানব জীবনে সবচেয়ে বড় দুর্নীতি হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার সত্ত্বা, গুণাবলি এবং পবিত্র নামসমূহের সাথে কাউকে অংশীদার করা। শির্ক[১] হচ্ছে এমন একটি দুর্নীতি যা থেকে অন্য সকল দুর্নীতির উদ্ভব হয়। আল্লাহ্ তা'আলা এক ও অদ্বিতীয়।[২] তিনিই এ পৃথিবী এবং জগতসমূহ সৃষ্টি করেছেন।[৩] তিনি এগুলো পরিচালনা করেন। কোন অবস্থাতেই কারো সাহায্য তাঁর

---

১ শির্ক এর আভিধানিক অর্থ অংশ। আশ শিরকু শব্দের ক্রিয়ামূল হচ্ছে আল ইশরাক। অর্থ শরিক করা, সমান করা, সমতা নিরূপণ করা, অংশগ্রহণ করা, উভয় পক্ষ্য থেকে কোন কাজ হওয়া ইত্যাদি। দ্র. অধ্যাপক আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, Aviex-evsjv Awfavb (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ ২০০৬ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১২৫; 'আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে তাঁর রাজত্বে কাউকে অংশীদার মনে করা। অথচ তিনি তা হতে অতি মহান। শির্ক হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা রবুবিয়াত, স্রষ্টা ও প্রতিপালক হওয়ার গুণে কাউকে শরিক করা।' দ্র. 'আল্লামা ইয্‌যুদ্দীন বালীক (রহ.), অনু. হাফিজ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল, সম্পা. অধ্যাপক মোঃ আব্দুল মান্নান, wgbnvRm mv‡jnxb (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০০৮ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১২৪; মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, wki‡Ki Bn I ciKvjxb ÿwZ, মাসিক আল জান্নাত, ২৯ এপ্রিল ২০১৫, https://www.al-jannatbd.com, Visited on, 04/03/2018

২ قُلۡهُوَ ٱللَّهُأَحَد 'বলুন তিনিই আল্লাহ্, যিনি একক অদ্বিতীয়।' দ্র. আল কুর'আন, ১১২: ১

৩ خَلَقَٱلسَّمَاوَاتِوَٱلأَرۡضَبِٱلۡحَقِّتَعَالَىٰعَمَّايُشۡرِكُونَ 'তিনি বাস্তবতার সাথে মহাকাশ এবং এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তারা তাঁর সাথে যাদের শরিক করে, তিনি তাদের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে।' দ্র. আল কুর'আন, ১৬: ০৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজন হয়না।[৪] তিনি সকলকে সাহায্য করেন। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা করতে পারেন।[৫] মানুষের জীবন, মৃত্যু, সম্মান, সম্পদ, ক্ষমতা, পদ-পদোন্নতি এসব কিছুই এককভাবে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন।[৬] তিনি নিদ্রাচ্ছন্ন হন না, ক্লান্তি বা অবসাদগ্রস্ততা তাঁকে কখনো স্পর্শ করতে পারেনা।[৭] তিনি কারো সন্তান নন, কেউ তাঁর পিতাও নয়। তাঁর সাথে দৃষ্টান্ত দেয়ার মতো কেউ নেই।[৮] তাঁর নিরংকুশ ক্ষমতা সবখানে সব অবস্থায় চির বিরাজমান।[৯] কালের বির্তনের ঊর্ধে তিনি, তিনিই সময়েরও স্রষ্টা।[১০] মানুষের ভাগ্য বিধাতা তিনি ব্যতীত আর কেউ নন।[১১] তিনিই মানুষকে শাসন করার অধিকার রাখেন, অন্য কেই নয়। শাস্তি দেয়া বা ক্ষমা করার স্বাধীনতা কেবল তাঁর হাতেই রয়েছে। মানুষ তাঁর দাস হিসেবে পরস্পর দায়িত্বশীলতার ভিত্তিতে সকল ক্ষেত্রে তাঁর বিধান পরিপালন, অনুশীলন ও বাস্তবায়ন করতে বাধ্য থাকবে।[১২] এসব হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদের মূল কথা। এ সকল বিষয়ে তাঁর উপর নির্ভরশীলতার বিষয়ে সামান্যতম ক্রটি বিচ্যুতিও শির্কের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

মানুষ যখন আল্লাহ্ তা'আলার উক্ত গুণাবলি ভুলে গিয়ে কোন মানুষ, নেতা, রাজা, বাদশা, চাঁদ, সূর্য, পাথর বা নিজ হাতে বানানো মূর্তির মধ্যে কোন কল্যাণ বা অকল্যাণের ক্ষমতা আছে বলে মনে করে, তখনই শির্কের মতো ভয়াবহ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে।[১৩] এ শির্ক হচ্ছে মানব জীবন এবং মানুষের সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে মারাত্মক বিভ্রান্তি।[১৪] এখান থেকে সৃষ্টি হয় জীবনবোধ সম্পর্কে ভুল বিশ্বাস এবং ভুল সিদ্ধান্ত।[১৫] ফলে সফলতা বা ব্যর্থতা সম্পর্কেও বিভান্ত হয়ে মানুষ অব্যাহত অন্যায়, অবিচার এবং অপরাধের শিকার হয়। নিজে অপরাধে জড়িয়ে পড়ে, আর কখনো সেখান থেকে বের হয়ে সুস্থ্য ধারায় ফিরে এসে স্বাভাবিক জীবন যাপনের তাড়না অনুভব করেনা।

---

৪ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Avj KiAv‡bi Av‡jv‡K DbZ Rxe‡bi Av'k (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৪২

৫ إِذَاقَضَىٰٓأَمۡرًافَإِنَّمَايَقُولُلَهُۥكُنفَيَكُونُ 'তিনি যখন কোন সিদ্ধান্ত নেন, তখন বলেন, হও এবং তা হয়ে যায়।' দ্র. আল কুর'আন, ০৩: ৪৭; এ প্রসঙ্গে আরো বর্ণিত আছে, আল কুর'আন, ০২: ১৭৭; ৪০: ৬৮; ৩৬: ৮২; ১৯: ৩৫; ০৬: ৭৩; ১৬: ৪০; ০৩: ৫৯

৬ এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلۡمُلۡكِ تُؤۡتِي ٱلۡمُلۡكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلۡمُلۡكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُۖ 'বলুন, হে আল্লাহ্, আপনি সমস্ত কর্তৃত্বের অধিকারী। আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান করেন এবং যার থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন। যাকে ইচ্ছা আপনি সম্মান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা আপনি অপমানিত করেন।' দ্র. আপল কুর'আন. ০৩: ২৬

৭ لَاتَأۡخُذُهُۥسِنَةٞوَلَانَوۡم 'তিনি ঘুমান না, এমনকি তাঁর ঘুমের ভাবও হয় না।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ২৫৫

৮ لَمۡيَلِدۡوَلَمۡيُولَدۡوَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ 'তাঁর কোন সন্তান নেই, তিনিও কারো সন্তান নন। কেউই তাঁর তুলনায় যোগ্য নয়।' দ্র. আল কুর'আন, ১১২: ৩-৪

৯ وَسِعَكُرۡسِيُّهُٱلسَّمَٰوَٰتِوَٱلۡأَرۡضَوَلَايَـُٔودُهُۥحِفۡظُهُمَا 'আসমান ও পৃথিবী জুড়ে তাঁর শাসন চলছে এবং এ সবের দেখাশোনার কাজ তাঁকে কখনো ক্লান্ত করতে পারে না।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ২৫৫

১০ ٱللَّهُلَآإِلَٰهَإِلَّاهُوَٱلۡحَيُّٱلۡقَيُّومُ 'আল্লাহ্ সে চিরজীবী ও চিরস্থায়ী সত্ত্বা, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ্ নেই।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ২৫৫

১১ وَٱللَّهُيَرۡزُقُمَنيَشَآءُبِغَيۡرِحِسَابٖ 'আল্লাহ্ যাকে চান, অগণিত রিয্ক দান করেন।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ২১২

১২ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Avj KiAv‡b ivó I miKvi (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ৩য় প্রকাশ, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ১০২

১৩ ড. আবু আমিনাহ বিলাল, অনু. আব্দ আল আহাদ, সম্পা. আবু তাসমিয়া আহমদ রাফিক, W' dvÛv‡g›Uvj Ad ZvIwn' (ঢাকা: সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড, ২য় মুদ্রণ, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৫০; وَجَعَلُواْ لَهُۥ مِنۡ عِبَادِهِۦ جُزۡءًاۚ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَكَفُورٞ مُّبِينٌ 'এসব লোক তাঁর বান্দার মধ্য থেকেই কতককে তাঁর অংশ বানিয়ে নিয়েছে। আসল কথা হচ্ছে, এসব মানুল সুস্পষ্ট সত্য অস্বীকারকারী।' দ্র. আল কুর'আন, ৪৩: ১৫

১৪ وَمَن يَدۡعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرۡهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓۚ إِنَّهُۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلۡكَٰفِرُونَ 'যে কেউ আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে ইলাহ্ হিসেবে আহবান করে, যার পক্ষে তার কোন প্রমাণ নেই, সেসব লোকের হিসাব তার প্রতিপালকের নিকট আছে। এমন সত্য অস্বীকারকারীরা কখনো সফলতা লাভ করতে পারেনা।' দ্র. আল কুর'আন, ২৩: ১১৭

১৫ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, Zvdmxi dx whjvwj †KviAvb (ঢাকা: আল কোর'আন একাডেমী লন্ডন, বাংলাদেশ সেন্টার, ৭ম সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.), খ. ১২, পৃ. ১৯২

Dhaka University Institutional Repository

শির্কের মাধ্যমে মানুষ স্বীয় সৃষ্টিকর্তার সাথে তাঁর নগণ্য সৃষ্টিকে একাকার করে ফেলে। শির্ক পরিত্যাগ করা ব্যতীত এরূপ মানুষ দ্বারা আর কল্যাণের কিছু আশা করা যায়না। তার কাছে আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত ন্যায়ভিত্তিক 'আইন ও নীতিমালা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।[১৬]তখন শির্ককারীর কার্যকলাপকে শয়তান তার সামনে উত্তম ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে উপস্থাপন করে। ফলে তারা জীবনের মৌলিক বিষয়গুলোর ব্যাপারে বিভ্রান্ত থেকে সীমাহীন অন্ধকারে ঘুরপাক খেতে থাকে। নিজেদের মনগড়া ধ্যান ধারণা ও খোয়াল খুশির অনুসরণ করে। তাদের ভক্ত অনুসারীদেরকে ও বিভ্রান্তির চক্রে আবর্তিত করার মাধ্যমে বিপর্যস্ত করে রাখে।[১৭]তাই যেসব গোষ্ঠির আদর্শ, চিন্তা ও ধ্যান ধারণা আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদের বিপরীত সে সব অনুসারীদের উচিত এদের ব্যাপারে সতর্ক থাকা এবং সঠিক পন্থায় দ্বিনের জ্ঞান শিক্ষা করা।

বর্তমান যুগে শুধুমাত্র আল লাত, আল মানাত বা আল 'উয্যার মতো মূর্তি নয়, বরং মানুষ পূজা করে বহু বিষয়, বস্তু ও ব্যক্তিকে। বস্তুবাদী মানুষ আল্লাহ্ তা'আলাকে ভুলে গিয়ে সৃষ্টির উপাসনা করছে। এমনকি প্রবৃত্তির অনুসরণ করা এবং আত্মপূঁজায় লিপ্ত হওয়া আরেক ধরনের শির্ক।[১৮] যেহেতু শির্কের মাধ্যমে মহান স্রষ্টার মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যকেই অস্বীকার করা হয়, তাই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট শির্ক হচ্ছে সবচেয়ে ভয়াবহ এবং ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।[১৯]এটি শির্ক সম্পর্কে মূলকথা।

শির্কের প্রকারভেদ

অপরাধ বিবেচনায় শির্ক বিভিন্ন প্রকার। শির্ক হচ্ছে এমন কোন বিশ্বাস পোষণ করা যে, সৃষ্টিজগতের উপর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব, ক্ষমতা এবং প্রতিদান প্রদানে আল্লাহ্ তা'আলার সমকক্ষ বা কাছাকাছি কেউ রয়েছে। অথবা সৃষ্টিকূলের কোন প্রতিপালক নেই।[২০] শির্ক প্রধানত তিন প্রকার। যথা:

রুবুবিয়াহ্ সংশ্লিষ্ট শির্ক

ইসলাম বহির্ভূত প্রচলিত বেশিরভাগ ধর্মগুলো রুবুবিয়াহ্ সম্পর্কিত শির্কের প্রথম শ্রেণিতে নিমজ্জিত। আর বিভিন্ন দার্শনিক ও তাদের মস্তিষ্কপ্রসূত মতবাদগুলো এর দ্বিতীয় শ্রেণিতে নিমজ্জিত। প্রথমটি হচ্ছে অংশীদার সাব্যস্ত করার কারণে সংঘটিত শির্ক। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে অস্বীকার করার কারণে সংঘটিত শির্ক।

অংশীদার সাব্যস্ত করার কারণে সংঘটিত শির্ক

---

১৬ Cf.https://www.islam24.wordpress.com, Visitad on, 04/03/2018

১৭ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَٰلًا ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهِۦ فَحَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَزْنًا'বলুন, আমি তোমাদেরকে কার্যকলাপের দিক থেকে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থদের সংবাদ দিব? যাদের জাগতিক জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টা পণ্ড হয়ে গিয়েছে, অথচ তারা মনে করতো কতো সুন্দর কাজই না তারা করছে! তারাই সে সব লোক যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ ও তাঁর সাক্ষাতের বিষয় অস্বীকার করেছে। ফলে তাদের সমস্ত কর্ম বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। সুতরাং কিয়ামাতের দিন তাদের জন্য ওজন স্থাপন করবো না।' দ্র. আল কুর'আন, ১৮: ১০৩-১০৫

১৮ أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ'আপনি কি তাকে দেখেন না যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে?' দ্র. আল কুর'আন, ২৫: ৪৩

১৯ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰٓ إِثْمًا عَظِيمًا 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করবেন না। এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে চান, তিনি ক্ষমা করে দেন। আর যে আল্লাহ্র সাথে শরিক করে, সে অবশ্যই এক মহা অপরাধ সংগঠিত করলো।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ৪৮

২০ ড. আবু আমিনাহ বিলাল, অনু. আব্দ আল আহাদ, সম্পা. আবু তাসমিয়া আহমদ রাফিক, ॥' dvÛv‡g›Uvj Ad ZvIwn' GK, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

এ পর্যায়ের শির্কে নিমজ্জিত লোকেরা স্রষ্টাকে স্বীকার করলেও একইসাথে বিভিন্ন ব্যক্তি ও বস্তুকে স্রষ্টার সহযোগি বা তাঁর কর্তৃত্বে অংশীদার সাব্যস্ত করে। অদৃশ্য আত্মা, বিশেষ ক্ষমতাবান আত্মা, বিভিন্ন প্রাণী, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, কিংবা বিভিন্ন জড়বস্তুকে স্রষ্টার প্রভূত্বে সহযোগি মনে করে। তারা বিশ্বাস করে যে, অলি দরবেশ বা বিভিন্ন সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের আত্মা পৃথিবীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড এবং ঘটনাকে প্রভাবিত করতে পারে, এমনকি তাদের মৃত্যুর পরেও। তাদের বিশ্বাস এসব পূণ্যবান লোকেরা মানুষের অভাব দূর করতে পারে, বিপদাপদ দূর করতে পারে, কেউ ডাকলে তাকে সাহায্য করতে পারে।[২১]তারা কবরবাসীর উপর আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতা আরোপ করে। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই এসব ক্ষমতা রাখেন।

অনেক আধ্যাত্মবাদী লোকের মধ্যে প্রচলিত একটি বিশ্বাস হলো অদৃশ্য জগতের ক্ষমতা সম্পন্ন কিছু মানুষ রয়েছে। বিশ্বাস করা হয় যে প্রতিরক্ষাকারী বিভিন্ন পদ মর্যাদার সাধুদের হস্তক্ষেপের কারণে পৃথিবী টিকে আছে। পৃথিবীতে এদের সংখ্যা নির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তনীয়। ফলে এদের কেউ মারা গেলে অধঃস্তনদের মাধ্যমে এ সংখ্যা পূর্ণ হয়ে থাকে। এরা মৃত্যুর পর আরো বেশি ক্ষমতা লাভ করেন অথবা মারাই যান না। এদের নির্দেশনায় সৃষ্টি জগতের সব কিছু পরিচালনা করা হয়। এ সমস্ত অদৃশ্য ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের উপাধি হলো, কুত্ব বা কুত্বুল 'আলম।[২২] এ সমস্ত হচ্ছে বিভিন্ন ধর্মের নামে এমনকি ইসলামের নামেও আল্লাহ্ তা'আলার প্রভুত্ব সম্পর্কিত একক ক্ষমতায় অন্যকে সহযোগি সাব্যস্ত করার কারণে সংঘটিত শির্ক।

অস্বীকার করার কারণে শির্ক

কোন কোন দার্শনিক ও আদর্শিক মতবাদ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করার কারণে শির্কে নিমজ্জিত হয়। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার নাবি হযরত মূসা ('আ.) এর সময়ে ফির'আউনের উদাহরণটি উল্লেখ করা যেতে পারে। সেনিজেকে মানুষের নিকট তাদের সর্বোচ্চ প্রভু দাবী করেছিল।[২৩] ডারউইনের বিবর্তনবাদ কোন স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করেনা। তাদের মতে মানুষ যেভাবে সামাজিক বিবর্তনের মাধ্যমে স্বতন্ত্র স্বাধীন ব্যক্তিসত্ত্বা থেকে জাতীয় রাষ্ট্রের ধারায় উন্নীত হয়েছে সেভাবেই শারীরিক বিবর্তনের মাধ্যমে বানর জাতীয় পশু থেকে মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে।[২৪] একধরনের ভ্রান্ত সূফিবাদ আল্লাহ্ তা'আলার স্বতন্ত্র অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে। তাদের মতে সবকিছুই আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্ই সবকিছু। তাদের মত হচ্ছে, মহাবিশ্বের সকল কিছুর সমষ্টিই হলো স্রষ্টা।[২৫] এ সবই অত্যন্ত ভয়াভহ পর্যায়ের শির্ক।

আল্লাহ্ তা'আলার নাম ও গুণাবলি সম্পর্কিত শির্ক

প্রচলিত পৌত্তলিকতা ধর্মের রীতি অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলার উপর তাঁর সৃষ্টির গুণাবলী আরোপ করা এবং তাঁর নাম ও গুণাবলীকে সৃষ্টির উপর আরোপ করা। উভয়টি এ শ্রেণির শির্কের আওতাভুক্ত।

আল্লাহ্ তা'আলার উপর মানবীয় বৈশিষ্ট্য আরোপ করার কারণে শির্ক

---

২১ ড. আবু আমিনাহ বিলাল, অনু. আব্দ আল আহাদ, সম্পা. আবু তাসমিয়া আহমদ রাফিক, w' dvÛv‡g›Uvj Ad ZvI wn' GK,প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

২২ প্রাগুক্ত।

২৩ قَالَ لَئِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ'ফির'আউন বললো, যদি তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ্রূপে গ্রহণ করো, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে বন্দিদের অন্তর্ভূক্ত করবো।' দ্র. আল কুর'আন, ২৬: ২৯; فَقَالَ أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ'সে বললো আমি তোমাদের সর্বোচ্চ রব।' দ্র. আল কুর'আন, ৭৯: ২৪

২৪ ড. আবু আমিনাহ বিলাল, অনু. আব্দ আল আহাদ, সম্পা. আবু তাসমিয়া আহমদ রাফিক, w' dvÛv‡g›Uvj Ad ZvI wn', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

২৫ প্রাগুক্ত, ৫৬; মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Avj KiAv‡bi Av‡jv‡K wkiK I ZI nx' (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ১৭৩

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্‌কে মানুষ এবং অন্যান্য জীব জন্তুর বৈশিষ্ট্য এবং আকৃতি প্রদানের মাধ্যমে এ ধরনের শির্‌ক সংঘটিত হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে চিত্রাংঙ্কন, ভাস্কর্য নির্মাণ, ঢালাই এবং খোদাই কর্মের মাধ্যমে মানুষের আকৃতি এবং শারীরিক বৈশিষ্ট্য প্রদান করেতারা স্রষ্টার প্রতিমা বানায় এবং সেগুলোর উপাসনা করে নিজেদের কল্যাণের আশা করে।

মানুষের উপর আল্লাহ্ তা'আলার বৈশিষ্ট্য আরোপের মাধ্যমে শির্‌ক

আল্লাহ্ তা'আলার কোন নাম বা গুণকে তাঁরই সৃষ্ট বস্তুর উপর আরোপ করে সেগুলোর আরাধনা করা হয়। ভ্রান্ত সূফিবাদের নেতা আল হাল্লাজ এবং তার অনুসারীদের দাবী হলো, তারা স্রষ্টার সাথে এককার হয়ে গেছেন। অতএব তারা হচ্ছেন সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টার মানবরূপী বহিঃপ্রকাশ। তারা বিশ্বাস করে, তারাই সৃষ্টি আবার তারাই স্রষ্টা[২৬]অপরদিকে রয়েছে 'শক্তিকে সৃষ্টি করা বা ধ্বংস করা যায়না, শক্তি কেবল রূপান্তরিত হয়ে পদার্থে আর পদার্থ রূপান্তরিত হয়ে শক্তিতে পরিণত হয়।' আইনস্টাইনের আপেক্ষিক এ তত্ত্বটিও শির্‌ক।[২৭] বাস্তবতা হচ্ছে পদার্থ এবং শক্তি উভয়ই আল্লাহ্‌তা'আলার সৃষ্টি এবং এদের উভয়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। সৃষ্টি সব সময়ই সৃষ্টি এবং তা পরিবর্তনশীল ও ধ্বংসশীল। সৃষ্টির রূপে আবির্ভূত হওয়া স্রষ্টার বৈশিষ্টের বিপরীত। এ সমস্ত চিন্তাধারা বিভ্রান্ত মানুষের বিকৃত কল্পকাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নয়।

'ইবাদত সম্পর্কিত শির্‌ক

মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে কেবল আল্লাহ্ তা'আলার দাসত্ব করার জন্য। তিনি ব্যতীত অন্য কারো দাসত্ব করা কিংবা তাঁর সৃষ্টির কারো কাছে কোন 'ইবাদাতের প্রতিদান আশা করা এ পর্যায়ের শিরকের অন্তর্ভূক্ত। এ ক্ষেত্রে ও শির্‌কের দু'টি শ্রেণি রয়েছে।

গুরুতর শির্‌ক

যে কোন 'ইবাদাত আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে নিবেদন করা। আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন শক্তিকে নিরংকুশ আনুগত্যের দাবীদার মনে করা। তিনি ব্যতীত অন্য কাউকে শর্তহীন ভালবাসা। তিনি ব্যতীত অন্য কারো শাসন কর্তৃত্বের ও 'আইন প্রণয়নের সার্বভৌম অধিকার আছে বলে বিশ্বাস করা।[২৮]

নিজেকে স্বাধীন ভেবে প্রবৃত্তির অনুসরণে সেচ্চাচারী কাজ করা।[২৯] এ ধরনের শির্‌ক হচ্ছে মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধে ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ এবং সর্ব নিকৃষ্ট অপরাধ। বিশ্বব্যাপী প্রতিটি মিথ্যা মতবাদের ভিত্তিই হচ্ছে এ শির্‌ক। কোন নাবি, রাসূল, পির, ফকির বা সাধু সন্নাসির নিকট প্রার্থনা করা এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শক্তির নিকট কল্যাণের আশা বা অকল্যাণের ভয় করা এ পর্যায়ের শির্‌কের অন্তর্ভুক্ত।[৩০]

---

২৬ ড. আবু আমিনাহ বিলাল, সম্পা. আবু তাসমিয়া আহমদ রাফিক, w' dvÛv‡g›Uvj Ad ZvIwn', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

২৭ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ 'পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই ধ্বংসশীল।' দ্র. আল কুর'আন, ৫৫: ২৬; ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ 'আল্লাহ্ সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনিই সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।' দ্র. আল কুর'আন, ৩৯: ৬২

২৮ আবদুস শহীদ নাসিম কর্তৃক সম্পাদিত, Bmjvgx Rxeb e¨e¯'vi †gŠwjK iƒc‡iLv (ঢাকা: শদাব্দী প্রকাশনী, ৩য় মুদ্রণ, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ২০০

২৯ প্রবৃত্তির দাসত্ব মানুষকে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট করে দেয়। এ শ্রেণির মানুষ কোন যুক্তি প্রমাণ মানতে রাজি নয়, ফলে তারা সঠিক পথ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। উদ্ধৃত, সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, Zvdmxi dx wjjvwj †KviAvb, খ. ১৪, পৃ. ২১৮

৩০ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ 'মানুষকে কেবল এ জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা শুধু আমার দাসত্ব করবে।' দ্র. আল কুর'আন, ৫১: ৫৬; قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ 'বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছো, যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি আপতিত হয় অথবা মহাপ্রলয় এসে পড়ে, তবে কি তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?' দ্র. আল কুর'আন, ০৬: ৪০

Dhaka University Institutional Repository

ছোট শির্‌ক

লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কোন ভাল কাজ করা। মানুষের প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে 'ইবাদাত করা। জাগতিক কিছু অর্জনের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় কাজ করা এবং লোক চক্ষুর ভয়ে 'ইবাদাতে মনোযোগের ভান করা। এ সকল ছোট শির্‌কের অন্তর্ভুক্ত।[৩১] রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, 'যে দেখানোর জন্য নামায পড়লো সে শির্‌ক করলো, যে দেখানোর জন্য রোজা রাখলো সে শির্‌ক করলো এবং যে দেখানোর জন্য দান খয়রাত করলো সেও শির্‌ক করলো।'[৩২]

এছাড়াও সমাজে প্রচলিত কিছু শির্‌ক রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে: আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নিকট সন্তান বা যেকোন কল্যাণ কামনা করা। ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় আংটি বা সুতা ব্যবহার করা। ভবিষ্যৎ জানার আগ্রহ নিয়ে জ্যোতিষী বা গণকের নিকট গমন করা। আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো অদৃশ্যের জ্ঞান আছে মনে করা। কবরে মানত করা। 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার' এমন প্রতারণাপূর্ণ কথায় বিশ্বাস করা। লোক দেখানোর জন্য আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত করা। আল্লাহ্ তা'আলার বিধানের বিপরীত অন্য কোন বিধান বা 'আইন মেনে নেয়া। 'জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস মনে করা। বিপদ থেকে বাঁচতে সুতা, বালা, তাবিজ, কবজ ইত্যাদি ব্যবহার করা। মানুষের বানানো নিয়ম নীতিকে 'ইবাদাত হিসেবে গ্রহণ করাও শির্‌ক। অথচ মানুষ না জেনে এসকল শির্‌কে জড়িয়ে পড়ছে।

সমাজে প্রচলিত অন্যান্য শির্‌কগুলোর মধ্যে রয়েছে। নির্বাচন বা কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের পূর্বে কবর যিয়ারত করা। কুলক্ষণে বিশ্বাস করা। মিলাদ বা কোন দো'আর অনুষ্ঠানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উপস্থিত হন এ ধরনের বিশ্বাস পোষণ করা। আল্লাহ্ তা'আলার 'আইনের সমান্তরাল কোন 'আইন তৈরি করা। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামের যিক্‌র করা। আল্লাহ্ ব্যতীত অনুপস্থিত কারো কাছে সাহায্য চাওয়া। কোন সৃষ্টিকে আল্লাহ্ তা'আলার মতো ভালবাসা। 'উপরে আল্লাহ্‌নিচে আপনি' এ জাতীয় কথা বলা বা 'আল্লাহ্ ও রাসূল ভরসা' এমন কথা বলা। বদ নজর থেকে বাঁচতে কপালে কালো টিপ দেয়া, ফসলের ক্ষেতে ঝাড়ু বা কালো পাতিল ব্যবহার করা। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে আল্লাহ্ তা'আলার জোতি নূর মনে করা।[৩৩] এ সকল হচ্ছে সমাজে প্রচলিত শিরক, যেগুলো সাধারণত মানুষ ইসলামি জ্ঞানের এবং সতর্কতার অভাবে করে থাকে।

আল কুর'আন মানুষকে যে সকল অপরাধ ও দুর্নীতি থেকে মুক্ত থাকার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সতর্ক করেছে, শির্‌ক সেগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান। এটি সাধারণ পর্যায়ের কোন দুরাচার দুর্নীতি নয় বরং জগতের স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতা, অধিকার, সম্মান, আনুগত্য এবং দাসত্ব সংক্রান্ত দুর্নীতি। এ কারণেই এটি অন্য সকল দুর্নীতির উৎস।

### ৬.১.২ ফার্‌জ 'ইবাদাত পরিত্যাগ করা

মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার 'ইবাদাত করার জন্য। ঈমান গ্রহণের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের ঘোষণা দেয়ার পর তাঁর নির্ধারিত ফার্‌জ 'ইবাদাত পরিত্যাগ

---

৩১ 'মানুষকে দেখানো এবং মানুষের প্রশসংসা লাভের উদ্দেশ্যে 'ইবাদাত করা হলো 'রিয়া'। এটি একটি শির্‌ক। এ অপরাধ ভাল কাজের মধ্যে নিহীত কল্যাণকে ধ্বংস করে এবং ব্যক্তির জন্য ভয়ানক শাস্তি বয়ে আনে।' দ্র. ড. আবু আমিনাহ বিলাল, সম্পা. আবু তাসমিয়া আহমদ রাফিক, w' dvÛv‡g›Uvj Ad ZvIwn', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪; يُرَآءُونَٱلنَّاسَوَلَايَذۡكُرُونَٱللَّهَإِلَّاقَلِيلًا 'তারা মানুষকে দেখায়। আসলে তারা খুব কমই আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ১৪২; فَمَن كَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗا صَٰلِحٗا وَلَا يُشۡرِكۡ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدَۢا 'সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকাজ করে এবং তার প্রতিপালকের 'ইবাদাতে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত না করে।' দ্র. আল কুর'আন, ১৮: ১১০

৩২ মাওলানা মুহাম্দ মনযূর নু'মানি, অনু. মুহাম্মদ নূরুজ্জামান, gv'Avwidj nv'xm (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.), হাদিস নং- ২৪৬, খ. ২, পৃ. ২৮৬

৩৩ ড. আবুল কালাম আযাদ (বাশার), cPwjZ wkiK I Zv †_‡K evPvi Dcvq (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, ১ম প্রকাশ, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

করা অথবা এ ক্ষেত্রে কোন ধরনের উদাসীনতা প্রদর্শন করা আল কুর'আনের দৃষ্টিতে দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত।[৩৪]বিশেষ করে সালাত, রোজা, হাজ্জ ও যাকাত পরিত্যাগ করা অত্যন্ত বড় মাপের অপরাধ। সালাত পরিত্যাগ করা ইসলামকে অস্বীকার করার শামিল। কারণ, আল কুর'আনে অকাট্যভাবে সালাত অবধারিত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত। আর সালাতে গড়িমশি করা অন্তরে কপটতা লালনকারীর কাজ। এরূপ কপট ব্যক্তি ইসলাম ও মুসলিম সমাজের জন্য ভয়ানক ক্ষতির কারণ।[৩৫]

মানুষকে আভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা অর্জন করার জন্য সর্ব প্রথম যে 'ইবাদাতের মাধ্যমে অব্যাহত চেষ্টা সাধনা করতে হয়, তা হচ্ছে সালাত। সালাতে অমনোযোগিতার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা কঠোর হুঁশিয়ারী প্রদান করেছেন।[৩৬]সালাতের পরই একজন মুসলিমের জন্য যাকাত প্রদান করা বাধ্যতামূলক। এটি আর্থ-সামাজিক 'ইবাদাত। যাকাত প্রদান না করা বা যাকাত প্রদানের বিষয়ে ফাঁকিবাজির আশ্রয় নেয়া ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক ও সামাজিক পর্যায়ের দুর্নীতি।[৩৭]ইসলামের দৃষ্টিতে এটি মানুষের অধিকার, কোন মানুষকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার সুযোগ নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক অনুমোদিত কারণ ছাড়া রমযানের রোজা ভঙ্গ করা বা পরিত্যাগ করা আল কুর'আনের দৃষ্টিতে আরেকটি গুরুতর দুর্নীতি। কাজের ক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রম, পড়ালেখার ক্ষতি, শারীরিক দুর্বলতা ইত্যাদি ঠুনকো অযুহাতে রোজা না রাখার প্রবণতা সম্পর্কে আল কুর'আন কঠোর সতর্কতা উচ্চারণ করেছে।[৩৮]এ ছাড়া হাজ্জ করার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হাজ্জ না করা, আল কুর'আনের দৃষ্টিতে বড় মাপের ব্যক্তিগত দুর্নীতি।[৩৯]যে ব্যক্তি সামর্থ হওয়া সত্ত্বেও হাজ্জ করেনি এবং যাকাত প্রদান করেনি মৃত্যুকালে সে পৃথিবীতে ফিরে আসার প্রার্থনা করবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বেই আমি যে জীবনোপকরণ দিয়েছিতা থেকে খরচ করো। অন্যথায় মৃত্যু এলে বলবে, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে আরো কিছু দিনের জন্য অবকাশ দিলে আমি দান

৩৪ فَوَيْلٌلِّلْمُصَلِّينَالَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَالَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ 'সুতরাং দুর্ভোগ সে সব লোকদের জন্য যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে উদাসীন। যা তারা করে লোক দেখানোর জন্য করে।' দ্র. আল কুর'আন, ১০৭: ৪-৬; এ প্রসঙ্গে আরো বর্ণিত আছে, আল কুর'আন, ০৯: ৩১; ০৭: ৭০; ৯৮: ০৫; ২২: ৭১; ২৫: ৫৫; ৩৪: ৪০; ৩৪: ৪১; ৩৭: ২২

৩৫ ইমাম হাফিজ শামসুদ্দীন যাহাবী (রহ.), অনু. আবু সাদেক মুহাম্মদ নুরুজ্জামান, ॥KZvej Kvev‡qi (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৩৭

৩৬ فَخَلَفَمِنبَعْدِهِمْخَلْفٌأَضَاعُوااَلصَّلاَةَوَاتَّبَعُوااَلشَّهَوَاتِفَسَوْفَيَلْقَوْنَغَيًّا 'ওদের পরবর্তীতে যারা এলো, তারা সালাতকে নষ্ট করলো এবং প্রবৃত্তির কামনা বাসনা অনুসারে কাজ করলো। তারা অবশ্যই এরূপ কর্মের প্রতিফল প্রত্যক্ষ করবে।' দ্র. আল কুর'আন, ১৯: ৫৯

৩৭ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ كَٰفِرُونَ'যারা যাকাত প্রদান করেনা, তারা পরকালের প্রতি অবিশ্বাসী।' দ্র. আল কুর'আন, ৪১: ০৭; যারা যাকাত প্রদান করেনা, তাদেরকে এ আয়াতে অস্বীকারকারী হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। অন্য আয়াতে وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُمۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِۗ لِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ'তারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, আল্লাহ্ অনুগ্রহ করে তাদের যা দিয়েছেন, তাতে কৃপণতা করলে তাদের কল্যাণ হবে। বরং কৃপণতা তাদের জন্য ক্ষতিকর। তারা যে সম্পদে কৃপণতা করে, মহাপ্রলয়ের বিচার দিনে তাই তাদের গলায় বেড়ি হিসেবে রয়ে যাবে।' দ্র. আল কুর'আন, ০৩: ১৮০

৩৮ يَٰأَيُّهَاٱلَّذِينَآمَنُوا۟كُتِبَعَلَيْكُمُٱلصِّيَامُكَمَاكُتِبَعَلَىٱلَّذِينَمِنقَبْلِكُمْلَعَلَّكُمْتَتَّقُونَ'হে বিশ্বাসস্থাপকারীগণ, তোমাদের জন্য রোজার বিধান দেয়া হলো, যেমন পূর্ববর্তীদের উপর দেয়া হয়েছিল। যাতে তোমরা আল্লাহ্ভীতির পর্যায়ে উন্নিত হতে পরো।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ১৮৩

৩৯ وَلِلَّهِعَلَىٱلنَّاسِحِجُّٱلْبَيْتِمَنِٱسْتَطَاعَإِلَيْهِسَبِيلًا 'মানুষের মধ্যে যারা বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত যাওয়ার সামর্থ আছে, তার জন্য হাজ্জ পালন করা অবশ্য কর্তব্য।' দ্র. আল কুর'আন, ০৩: ৯৭; এ প্রসংগে আরো বর্ণিত আছে, আল কুর'আন, ০২: ১৮৯; ০২: ১৯৬; ০২: ১৯৭; ০৯: ০৩; ২২: ২৭

Dhaka University Institutional Repository

খয়রাত করতাম। কিন্তু নির্ধারিত সময় যখন এসে যাবে, আল্লাহ্ তখন আর কাউকে অবকাশ দিবেন না। তোমরা যা করো, আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।[৪০]

এ ছাড়াও আল কুর'আন ও সুন্নাহ্ নির্ধারিত সকল আদেশমূলক কর্মকাণ্ড পরিপালন করা বাধ্যতামূলক 'ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত।[৪১] কোন মুসলিমের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রদর্শিত কার্যাবলী পরিত্যাগ করা মারাত্মক অপরাধ হিসেবে গণ্য। জীবন চলার পথে সকল বিষয়ে সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ মতে চলা এবং কার্যাবলী পরিচালনার জন্য যথোপযুক্ত মানসিকতা ও যোগ্যতা গঠন করার জন্যই এ সকল আনুষ্ঠানিক 'ইবাদাতের আদেশ দেয়া হয়েছে। এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার দাসত্বের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণমূলক 'ইবাদাত।

বস্তুত মু'মিন জীবনের সকল কাজই আল্লাহ্ তা'আলার 'ইবাদাত, যখন সে কাজ তাঁর বিধান অনুযায়ী এবং শুধু তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই করা হয়। ফার্‌জ 'ইবাদাত পরিত্যাগ করা একজন মুসলিমের বিশ্বাস ও ঘোষণার বিপরীত। ইচ্ছাকৃতভাবে 'ইবাদাত পরিত্যাগ করা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এবং প্রতারণা করার শামিল। মুসলিম হিসেবে নিজেকে পরিচয় দেয়ার পর কোন মানুষের জন্য ফার্‌জ 'ইবাদাত পরিত্যাগ করার কোন সুযোগ নেই। এটি মারাত্মক পর্যায়ের দুর্নীতি।

### ৬.১.৩ অঙ্গীকার ভঙ্গ করা

অঙ্গীকার মানুষের পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। অঙ্গীকার[৪২] করার পর তা রক্ষা না করা আল কুর'আনের দৃষ্টিতে আরেকটি বড় দুর্নীতি।[৪৩] এ অঙ্গীকার মৌখিক হতে পারে, লিখিত আবার অলিখিত দায়-দায়িত্বের ভিত্তিতে সুক্ষ্মভাবেও হতে পারে। এটি এক পক্ষীয়, দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপক্ষীয় পর্যায়ে হতে পারে। মানুষে সাথে মানুষের অঙ্গীকার এবং মানুষ কর্তৃক স্বীয় প্রতিপালকের সাথে কৃত অঙ্গীকার সবই এ অন্তর্ভুক্ত। অঙ্গীকার পালন করা আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। নামায, রোজা, হাজ্জ, যাকাতসহ সকল হালাল কাজ ও বাধ্যতামূলক কাজ বাস্তবায়ন করা এবং নিষিদ্ধ কার্যাবলী থেকে নিজেকে বিরত রাখা ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কৃত অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত।[৪৪]

এ ছাড়া মুসলিম ও মুশরিকদের মাঝে যে সকল চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, একজন মানুষ অন্য মানুষের সাথে যে সব চুক্তি করে বা প্রতিশ্রুতি দেয় তা বাস্তবায়ন না করা আল কুর'আনের দৃষ্টিতে দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত। অঙ্গীকার করে তা রক্ষা না করাকে মুনাফিকের আচরণ বলা হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে ইসলাম কঠোর শাস্তির হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছে।[৪৫] রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অঙ্গীকার রক্ষা না করাকে মুনাফিকের

---

৪০ وَأَنفِقُوا۟ مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ দ্র. আল কুর'আন, ৬৩: ১০-১১

৪১ অধ্যাপক মাওলানা হারুনুর রশীদ খাঁন, Avj KiAvb I nv'x‡mi Av‡jv‡K cÖ¨½ gvbe Rxeb (ঢাকা: প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১১০

৪২ অঙ্গীকার শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে প্রতিশ্রুতি; প্রতিজ্ঞা; স্বীকার; কথা দেয়া; সম্মতি দেয়া; স্বীকৃতি দেয়া ইত্যাদি। দ্র. আহমদ শরীফ ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, msw¶ß evsjv Awfavb (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ৪র্থ পুনর্মুদ্রণ, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৫; ইংরেজিতে বলে a promise; undertaking; a pledge; consent; acceptance; approval; make a promise/pledge; commitment. দ্র. মোহাম্মদ আলি ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, †e½wj-Bsw‡jk wWK‡kvbwi (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৮

৪৩ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا 'তোমরা অঙ্গীকার পালন করো, অঙ্গীকার সম্পর্কে তোমাদের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে।' দ্র, আল কুর'আন, ১৭: ৩৪

৪৪ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ 'হে বিশ্বাসস্থাপনকারীগণ, তোমরা নিজেদের প্রতিশ্রুতিসমূহ পালন করো।' দ্র. আল কুর'আন, ০৫:০১

৪৫ ইমাম হাফিজ শামসুদ্দীন যাহাবী (রহ.), অনু. আবু সাদেক মুহাম্মদ নুরুজ্জামান, wKZvej Kvev‡qi, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩

Dhaka University Institutional Repository

নিদর্শন হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[৪৬] অঙ্গীকার ভঙ্গকারী ব্যক্তি সমাজে মিথ্যাবাদী, প্রতারক ও ধোঁকাবাজ হিসেবে চিহ্নিত হয়। এরা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ।

ইসলামে অঙ্গীকার পালন করা প্রশংসনীয় আচরণের বাস্তব নিদর্শন। কোন লোকের সঙ্গে অপর কোন লোক অঙ্গীকার করলে বা কাউকে কোন কথা দিলে বা কোন বিশেষ চুক্তি করলে সেটি পালন করা তার জন্য বাধ্যতামূল করা হয়েছে। জীবন চলার পথে মানুষ পারস্পরিক এসব অঙ্গীকার পূরণ করা সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা রক্ষার জন্য অপরিহার্য। এ ব্যাপারে সামান্যতম অবহেলা সমাজে চরম বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে। অঙ্গীকার পালন করা আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ। এটি ভঙ্গ করা তাঁর নির্দেশ অমান্য করাই নয় বরং তাঁর সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গ করার নামান্তর।

মানুষকে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলার সাথে তার কৃত অঙ্গীকারের বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে এবং এ সংক্রান্ত শর্তাবলী ও বৈশিষ্ট জানতে হবে। মানুষ যেন তার কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ না করে, সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ না করে, তার শক্তিকে অপব্যবহার না করে, তার সত্যিকার প্রকৃতি থেকে বিচ্যুত না হয় এবং এভাবে নিজে ন্যায় বিচারের পথ থেকে সরে না আসে। মূলত যে ব্যক্তি অঙ্গীকার পূরণে ব্যর্থ সে সকল বিচারেই ব্যর্থ। তার ঈমানেরও কোন বাস্তব প্রতিপ্রলন নেই।[৪৭]তার গুরুত্ব মানুষের নিকট যেমন নেই, তেমনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছেও সে একজন অপরাধী।[৪৮]এ কারণে যে ব্যক্তি অঙ্গীকার পালন করে না, সে আর  মু'মিন থাকে না। এটি কপট বিশ্বাসী বা মুনাফিকের স্বভাব।

অঙ্গীকার বা চুক্তি রক্ষায় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্ব অপরিসীম। এটি সামাজিক শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার পূর্বশর্ত। পৃথিবীতে মানুষকে সমাজবদ্ধভাবে বাস করতে হয়। সামাজিক প্রয়োজনেই মানুষকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন অঙ্গীকার ও চুক্তি করতে হয়। কেননা এটি না করলে সমাজ পরিচালনায় বহু রকমের অঘটন ঘটতে পারে। তখন সমাজে বসবাস করা দুর্বিষহ ও কষ্টকর হয়ে পড়ে।

আর পারস্পরিক অঙ্গীকার সঠিকভাবে পরিপালিত না হলে সমাজ আরো ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্যে পতিত হয়। এজন্য অঙ্গীকার পালন না করা বা কথা দিয়ে কথা না রাখা আল কুর'আনের দৃষ্টিতে জঘন্য দুর্নীতি।[৪৯]

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শাসক ও প্রশাসকদের অঙ্গীকার পালন করা একটি জাতির জন্য উন্নতি এবং স্থিতিশীলতার পূর্বশর্ত। জনগণের প্রতিনিধি শাসকগণ এবং তাদের দ্বারা পরিচালিত প্রশাসন মানুষকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ঠিকমতো পালন করেনা বলেই সর্বত্র নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা, সন্ত্রাস, অশান্তি ও দুর্নীতি পরিবেশ তৈরি হয়।[৫০]প্রতিশ্রুতি এক প্রকার ঋণ। কারো নিকট থেকে কোন ঋণ গ্রহণ করলে তা যেমন বাধ্যতামূলকভাবে পরিশোধ করতে হয়, তেমনি কারো সাথে কোন অঙ্গীকার করলে তা অবশ্যই পূরণ করতে হয়।

---

৪৬ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্নিত, রাসলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, 'মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি। যখন সে কথা বলে তখন মিথ্যা কথা বলে, অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করে এবং তার নিকট কিছু গচ্ছিত রাখলে তা খিয়ানত করে।' দ্র. 'আল্লামা মুফতি সাইয়েদ 'আমীমুল ইহসান, অনু. ড. খোন্দকার আ. ন. ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, wdKûm mbwb Iqvj AvQvi (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ২০১০ খ্রি.), হাদিস নং- ২৫০৬, খ. ২, পৃ. ৪৩৫

৪৭ অঙ্গীকার পালন করে চলা ঈমানেরই বাস্তব প্রতিফলন। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْوَعَهْدِهِمْرَاعُونَ 'তারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি পালনকারী।' দ্র. আল কুর'আন, ৭০: ৩২

৪৮ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, Zvdmxi dx wh jwj j †KviAvb, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ২০১

৪৯ يَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُوالِمَتَقُولُونَمَالَاتَفْعَلُون 'হে বিশ্বাসস্থাপনকারীগণ, তোমরা যা করো না, তা কেন বলো?' দ্র. আল কুর'আন, ৬১: ০২

৫০ ড. মুহাম্মদ আব্দুল মুমিন খান, cwZkæwZ cvj‡bi wb‡'kbv, দৈনিক প্রথম আলো, ২২ অক্টো.২০১০ খ্রি., https://www.prpthomalo.cpm, visitsd on, 04/04/2018

*Dhaka University Institutional Repository*

বস্তুত বর্তমান সমাজে বেশিরভাগ মানুষ নিজ অঙ্গীকার রক্ষায় গড়িমশি করার কারণে সীমাহীন সামাজিক সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। এক জনের কারণে অন্যজন ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এবং মানুষ পারস্পরিক আস্থা হারিয়ে ফেলছে। ফলে মানুষের প্রেম ভালবাসা ও বন্ধন ক্রমান্বয়েহ্রাস পেয়ে গোটা সামাজিক কাঠামোকেই দুর্বল করে দিচ্ছে। সুতরাং অঙ্গীকার তা যে পর্যায়েরই হোক এটি ভঙ্গ করা আল কুর'আনের দৃষ্টিতে মহা অপরাধ। যে ব্যক্তি স্বীয় অঙ্গীকার রক্ষা করেনা, সে পারস্পরিক সম্পর্ক, সামাজিক শৃঙ্খলা, প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতা এবং রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ।

### ৬.১.৪ প্রতারণা করা

মানব সমাজকে স্থিতিশীল ও নিরাপদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মানুষের আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টির বিষয়টি আল কুর'আন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আল কুর'আন যে সকল ব্যক্তিগত অপরাধকে সামাজিক হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করে তা থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোরভাবে সতর্ক করেছে, প্রতারণা[৫১]তার অন্যতম।[৫২]যে কোন ধরনের প্রতারণা করা সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ। প্রতারক ব্যক্তি অন্যকে ঠকানোর উদ্দেশ্যে প্রতারণা করে থাকে। এ ক্ষেত্রে সে বিভিন্ন পরিকল্পিত কাহিনী উপস্থাপন, সাজানো বক্তব্য প্রদান, লোভ প্রদর্শন, মিথ্যাচার এবং ধোঁকার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। অন্যকে ধোঁকা দিয়ে সে নিজে লাভবান হতে চায় এবং পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ভয়াবহ অনাস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করে। প্রকৃত পক্ষে প্রতারক ব্যক্তি কখনোই লাভবান হতে পারেনা বরং সে নিজের সাথেই প্রতারণা করে।[৫৩]

চাতুর্যপূর্ণ আচরণের ফলে মানুষ তাকে সন্দেহের চোখে দেখে এবং কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব কখনো তার উপর অর্পণ করেনা। সে নিজ সীমার মধ্যে সকলের আস্থা হারিয়ে ফেলে। কারণ ঈমানদার লোকেরা উজ্জ্বল চরিত্রসম্পন্ন এবং উদার হয়ে থাকে অপরদিকে পাপাপচারী লোকেরা প্রতারক এবং নিচু প্রকৃতির হয়ে থকে।[৫৪]মানুষের মধ্যে লেন দেন, বেচাকেনা ইত্যাদি যে কোন ক্ষেত্রে প্রতারণার উদ্দেশ্যে তথ্য, গুণাগুণ, বা দোষ ত্রুটি গোপন করা ইসলামে সর্বাবস্থায় কঠোভাবে নিষিদ্ধ একটি অপরাধ। এটি হীন মানসিকতার পরিচায়ক।

### ৬.১.৫ হিংসা-বিদ্বেষ লালন করা

মানুষের আত্মশুদ্ধি অর্জন ও নৈতিক মল্যবোধ সৃষ্টি করার জন্য অবশ্যই সব ধরনের ক্ষতিকর চিন্তাধারা এবং কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে হবে। হিংসা বিদ্বেষ চিন্তাধারার দিক থেকে অত্যন্ত নীচু পর্যায়ের চিন্তা এবং কর্মকাণ্ড হিসেবে গোটা সমাজ ব্যবস্থার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর ও অস্বস্তিকর।[৫৫]এটি লালন করা আল কুর'আনের দৃষ্টিতে সামাজিক পর্যায়ের দুর্নীতি। এটি মানব

---

৫১ বাংলা প্রতিশব্দ ছলনা; প্রবঞ্চনা; ঠকামি; জুয়াচুরি; ফেরেকবাজি; শঠতা; ধূর্ততা ও ধোঁকাবাজি ইত্যাদি। দ্র. আহমদ শরীফ ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, msw ÿß evsjv Awfavb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩; ইংরেজিতে বলেcheating; deception; swindle; fraud; beguilement; fraudulence; chicanery;bluff; sharp practices. দ্র. মোহাম্মদ আলি ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, †e½wj-Bswjk wWK‡kvbwi, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৫

৫২ وَيْلٌلِّلْمُطَفِّفِينَٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ'ধ্বংস প্রতারক লোকদের জন্য, যারা মানুষ থেকে গ্রহণ করার সময় পুরোপুরি গ্রহণ করে, কিন্তু দেয়ার সময় পরিমাপে কম দেয়।' দ্র. আল কুর'আন, ৮৩: ০১

৫৩ يُخَادِعُونَٱللَّهَوَٱلَّذِينَآمَنُواوَمَايَخْدَعُونَإِلَّاأَنْفُسَهُمْوَمَايَشْعُرُونَ'তারা প্রতারণা করছে আল্লাহ্‌র সাথে এবং মু'মিনগণের সাথেও। অথচ তারা যেন নিজেদের ছাড়া আর কাউকে ধোঁকা দিচ্ছে না, এটি তারা উপলব্ধি করেনা।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ০৯

৫৪ ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী, অনু. মাওলানা আবদুল্লাহ্‌ বিন সাঈদ জালালাবাদী, Avj-Av'vej gdiv' (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ২০২

৫৫ 'অপরের সুখ সম্পদ দেখে অসন্তুষ্ট হয়ে অন্তরে কষ্ট অনুভব করা এবং তার সে সম্পদ দূর হওয়া কামনা করাকে বলে হিংসা। সে হিংসা চারিতার্থ করার জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করার নাম হচ্ছে বিদ্বেষ।' দ্র. হযরত ইমাম গাযালি (রহ.), অনু. আব্দল খালেক,†mŠfv‡M¨i cikgwY (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৫ম সংস্করণ, ২০০৩ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১৪০

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের জন্য ক্ষতিকর বিষয়। হীন মানসিকতা, সম্পদের মোহ, পদ মর্যাদার লোভ, ক্ষমতার লোভ এবং আত্ম-কেন্দ্রীক পাশবিক চিন্তা থেকেই মানুষের মনে হিংসা বিদ্বেষের জন্ম হয়। হিংসুক ব্যক্তি কাউকে কিছু অর্জন করতে দেখলেই নিজ অন্তরে জ্বালা অনুভব করে। অন্যের সম্পদ ও সম্মানহানী কামনা করে। হিংসা অন্তরে শত্রুতা, অহংকার, পরশ্রীকাতরতা, নিজের অবস্থান নষ্ট হওয়ার আশংকা, নেতৃত্ব লাভের আকাঙ্খা, অনুগত লোকদের উন্নতি লাভ করা, কার্পণ্য ইত্যাদি কারণে সৃষ্টি হতে পারে। আবার কোন কিছু অর্জনে প্রতিযোগী শক্তির মধ্যে অসুস্থ্য মানসিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে পারে।[৫৬]

যে সম্মান বা সম্পদ নিজ যোগ্যতা বলে অর্জিত হয়নি, অপর ব্যক্তিকে তা অর্জন করতে দেখে ব্যথিত হওয়া নীচু পর্যায়ের মনোবৃত্তি ব্যতীত কিছু নয়। এটি আল্লাহ্ তা'আলার বণ্টন ব্যবস্থার উপর অনাস্থা জ্ঞাপন ও অসন্তুষ্টির মধ্যে গণ্য। ফলে হিংসুক ব্যক্তি বিদ্বেষ বশত সমাজে অন্যের ক্ষতি সাধনে প্রলুব্ধ হতে পারে।[৫৭] এরূপ হিংসা ও বিদ্বেষ কেবল একটি অপরাধই নয়, এর ফলে আরো বহু অপরাধ ও দুর্নীতির সৃষ্টি হয়ে থাকে। এজন্য একটি নির্মল, সুখী ও সমৃদ্ধশালী সমাজ বিনির্মাণের জন্য আল কুর'আন মানুষের মধ্য থেকে হিংসা বিদ্বেষকে চিরতরে মুছে দেয়ার জন্য কঠোর নির্দেশনা প্রদান করেছে।

### ৬.১.৬ আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যাগ করা

মানুষ পৃথিবীতে একা আসেনি। জন্মগত ও বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় আত্মীয়তা। এ আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশি নিয়েই চলছে মানব সমাজ।আল কুর'আনের দৃষ্টিতে আত্মীয় স্বজন[৫৮]ও প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, তাদের পরিত্যাগ করা, তাদের সাথে সুবিচারমূলক আচরণ না করা, তাদের খোঁজ খবর না নেয়া, তাদের অধিকার আদায় না করা ইত্যাদি দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত।[৫৯]পৃথিবীতে মানুষ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সৃষ্টির সূচনা থেকে সকলেই একই পিতামাতা আদম ('আ.) ও হাওয়া ('আ.) এর সন্তান।[৬০] জন্মসূত্রে মানুষ একই পরিবারের সদস্য এবং বৈবাহিক সূত্রে নিকটাত্মীয়ের বন্ধনে আবদ্ধ। এজন্য পিতা মাতার সম্মান, সেবা এবং অধিকার আদায় করা প্রত্যেক মানুষের উপর অবধারিত দায়িত্ব।[৬১] এছাড়া ভাই, বোন এবং অন্যান্য নিকটতম ও

---

৫৬ وَمِنْشَرِّحَاسِدٍإِذَاحَسَدَ 'বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি, হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে।' দ্র. আল কুর'আন, ১১৩: ০৫

৫৭ وَدَّتطَّائِفَةٌمِنْأَهْلِالْكِتَابِلَوْيُضِلُّونَكُمْ'আহ্লে কিতাবের কেউ কেউ তোমাদের বিপথগামী করে দিতে অন্তরের সহিত কামনা করে।' দ্র. আল কুর'আন, ০৩: ৬৯

৫৮ আত্মীয় স্বজন অর্থ হচ্ছে জ্ঞাতি, গোষ্ঠি, বংশ, কুটুম্ব। দ্র. আহমদ শরীফ ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, msw ÿß evsjv Awfavb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫; ইংরেজিতে বলে, related by blood or marriage. relative kinsman; kith and kine. দ্র. মোহাম্মদ আলি ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, †e½wj-Bswjk wWK‡kvbwi, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯; 'আরবিতে বলা হয় জাবিল কুরবা, জাবিল আরহাম। দ্র. মুফতী মোহাম্মদুল্লাহ্ ও অন্যান্য, অধ্যাপক আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, Aviex-evsjv Awfavb (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ২০০৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৯৯৩

৫৯ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ'নিকট প্রতিবেশী, দূরতম প্রতিবেশী এবং সঙ্গী সাথীদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে.' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ৩৬; রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তাকে ভাল বাসবেন, সে যেন সত্য কথা বলে, আমানত রাখা হলে তা ফিরিয়ে দেয় এবং তার প্রতিবেশীদের সাথে ভাল আচরণ করে।' দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নু'মানি, অনু. মুহাম্মদ নূরুজ্জামান, gv0Awidj nv'xm, প্রাগুক্ত, খ. ২, হাদিস নং- ১৯৬, পৃ. ২৪০

৬০ وَبَثَّمِنْهُمَارِجَالًاكَثِيرًاوَنِسَاءً'অতপর তাদের দু'জন থেকে সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য পুরুষ ও নারী।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ০১

৬১ এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ হচ্ছে, وَٱعْبُدُوا۟ٱللَّهَوَلَاتُشْرِكُوا۟بِهِۦشَيْـًٔاوَبِٱلْوَٰلِدَيْنِإِحْسَانًا'তোমরা আল্লাহ্র 'ইবাদত করো, তাঁর সাথে কোন অংশীদার সাব্যস্ত করো না আর পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

দূরবর্তী আত্মীয়দের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসলামের কঠোর নির্দেশ রয়েছে।[৬২]

আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করাকে আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হিসেবে অভিহিত করেছেন।[৬৩] কেননা সামাজিক ভারসাম্য সৃষ্টির সূচনাই হয় পরিবার, নিকটাত্মীয় ও প্রতিবেশীর সাথে উত্তম সম্পর্ক বিনির্মাণের মাধ্যমে। এরপর সমগ্র দেশ এবং বিশ্বব্যাপী মানুষ পারস্পরিক আত্মার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একে অপরের অধিকার প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হবে।[৬৪] একারণে আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা ইসলামি সমাজের মূল ভিত্তিগুলোর একটি। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী যে হতভাগা ব্যক্তি তার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা.) চরম দুর্ভাগ্যের সংবাদ দিয়েছেন।[৬৫] একজন সুবিবেচক মুসলিম, যিনি আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা করেন, তিনি কোন অবস্থাতেই এ ব্যাপারে উদাসীন থাকতে পারেন না।

ইসলামের নীতি হচ্ছে একজন মুসলিম স্বীয় আত্মীয় স্বজনের সাথে সৌজন্য ও সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলবে।[৬৬] পৃথিবীর চাকচিক্য ও বৈষয়িক উন্নতির অযুহাতে ব্যস্ততায় ডুবে থেকে কিংবা কেবল স্ত্রী সন্তানের চাহিদা মিটাতে গিয়ে আত্মীয়দের ভুলে যাবেন না। তাদের বিপদাপদে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকবেন না। এ ক্ষেত্রে তিনি ইসলামের আলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এবং ভারসাম্যপূর্ণভাবে অবশ্যই দায়িত্ব পালন করবেন।[৬৭]সর্বোপরি এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, ইসলাম একটি উন্নত সামাজিক ভিত্তি বিনির্মাণের জন্য সর্বপ্রথম পরিবার, আত্মীয় এবং প্রতিবেশীর অধিকারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এ ক্ষেত্রে যে কোন ধরনের অবহেলা, অবজ্ঞা, অযুহাত, অভিযোগ, গড়িমশি বা দোষারোপের পথ চিরতরে বন্ধ করে দিয়ে কঠোর নীতি অবলম্বন করেছে।

### ৬.১.৭ অন্যেরঅর্থ সম্পদ আত্মসাত করা

মানুষের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা ইসলামি সমাজের ভিত্তি। অর্থ সম্পদ আত্মসাৎ করা সমাজের সে ভিত্তিমূলে আঘাত করার শামিল। এটি অর্থনৈতিক অবিচার ও অত্যাচার পর্যায়ের দুর্নীতি।[৬৮] ব্যক্তি, সামাজিক এবং রাজনৈতিক সকল পর্যায়ে এরূপ দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।আল কুর'আন সকল অবস্থায় অসহায়, দুর্বল ও বঞ্চিত শ্রেণির মানুষের আর্থ সামাজিক নিরাপত্তা এবং সম্পদ অর্জন ও সংরক্ষণের অধিকারের বিষয়কে প্রাধাণ্য দিয়েছে। অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করা সর্বাবস্থায়

---

৬২ আত্মীয় স্বজনের অধিকার সম্পর্কে وَٱتَّقُواْٱللَّهَٱلَّذِىتَسَآءَلُونَبِهِۦوَٱلْأَرْحَامَۚإِنَّٱللَّهَكَانَعَلَيْكُمْرَقِيبًا 'তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো, যার দোহাই দিয়ে পরস্পর থেকে অধিকার দাবী করো। আর সতর্ক হও রক্ত সম্পর্কিত নিকটাত্মীয়ের অধিকারের ব্যাপারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের উপর তত্ত্বাবধানকারী পাহারাদার।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ০১

৬৩ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, 'রেহ্‌ম' রক্তের বাঁধন রহ্‌মানের অংশ বিশেষ। সে বলবে হে আমার প্রতিপালক, আমি অত্যাচারীত, আমি ছিন্নকৃত। প্রভু আমি আমি..। তখন আল্লাহ্ তা'আলা জবাব দিবেন, তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে, তোমাকে যে ছিন্ন করবে, আমি তাকে ছিন্ন করবো এবং যে তোমাকে যুক্ত করবে, আমি তাকে যুক্ত করবো।' দ্র. ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারি, অনু. মাওলানা আব্দুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী, A√j A√'√ej gdi√' (ঢাকা: ইসলাসিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি.), হাদিস নং- ৬৫, পৃ. ৬১

৬৪ মুহাম্মাদ আলি আল হাশিমি, অনু. মাসঊদুর রহমান নূর, A√'k gm√jg (ঢাকা: কামিয়া প্রকাশন লিমিটেড, ২য় মুদ্রণ, ২০১১ খ্রি.), পৃ, ১৪০

৬৫ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।' দ্র. ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারি, অনু. মাওলানা আব্দুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী, A√j A√'√ej gdi√', প্রাগুক্ত, হাদিস নং- ৬৪, পৃ. ৬১

৬৬ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, 'প্রতিদানে আত্মীয় স্বজনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখা প্রকৃত সৌজন্যমূলক নয়, বরং প্রকৃত আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী হচ্ছে এ ব্যক্তি, যাকে দূরে ঠেলে দিলেও সে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে চলে।' দ্র. ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারি, অনু. মাওলানা আব্দুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী, A√j A√'√ej gdi√', প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৬৮, পৃ. ৬২

৬৭ মুহাম্মাদ আলি আল হাশিমি, অনু. মাসঊদুর রহমান নূর, A√'k gm√jg, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

৬৮ মাওলানা মুহাম্মদ যোবায়ের ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, Bmj√‡gi e¨em√q I e√YR¨ A√Bb-1 (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১৫ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৬৯

Dhaka University Institutional Repository

নিষিদ্ধ।[৬৯]ইসলামের দৃষ্টিতে ইয়াতিম, অসহায়, বিধবা এবং যে কোন পর্যায়ের দুর্বল ব্যক্তিদের সম্পদের প্রতি লোভ করা, সেগুলো জবরদখল করার চেষ্টা করা, সে সেগুলো ভোগদখল করার জন্য চাপ সৃষ্টি করা, কৌশলে নিজের সম্পদের সাথে মিশিয়ে ফেলা ইত্যাদি সকল অনাচার সামাজিক পর্যায়ের দুর্নীতি।[৭০]ইসলামের দৃষ্টিতে এ সমস্ত অপরাধমূলক কাজ করাতো দূরের কথা, এরূপ চিন্তা করাও জঘন্য অপরাধ।

বিভিন্ন রকম দমন পীড়ন, ভীতিসৃষ্টি, ধোঁকা, প্রতারণা বা অন্য কোন কৌশলে অপর ব্যক্তির সম্পদ আত্মসাৎ করার যে প্রবণতা মানুষের মধ্যে সাধারণত কাজ করে, সেটি চিরতরে বন্ধ করে দিয়ে সমাজে অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার নীতি ইসলাম গ্রহণ করেছে, তার বিপরীত কোন পথ বা পন্থা অবলম্বন করা শাস্তিযোগ্য দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত।[৭১]আত্মসাৎ করা আল কুর'আনের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ভয়াবহ পর্যায়ের এবং অমার্জনীয় দুর্নীতি।[৭২] এ ধরনের দুর্নীতিমূলক অপরাধ বিষয়ে ইসলাম কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

## ৬.১.৮ চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাই করা

আল কুর'আনের দৃষ্টিতে চুরি করা, ডাকাতি করা, ছিনতাই করা, মাস্তানি করা এসবই নীতি বহির্ভূত সামাজিক অপরাধ। এগুলো শাস্তিযোগ্য দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত। মানুষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার প্রয়োজনে ইসলামি 'আইন চুরির শাস্তির বিধান দিয়েছে।[৭৩]বস্তুত গোপনভাবে কারো সম্পদ হস্তগত করাকে চুরি বলে। চুরির শাস্তি কার্যকর করার ক্ষেত্রে কারো সুপারিশ করার কোন অধিকার নেই। আল কুর'আনের নির্দেশ অনুযায়ী রাষ্ট্র এরূপ দুর্নীতির ক্ষেত্রে নির্ধারিত দণ্ড প্রয়োগ করতে বাধ্য থাকবে।[৭৪]ডাকাত মানুষের জীবন ও সম্পদ উভয়ের উপর হামলা চালায়, কখনো শুধু প্রাণহানি ঘটায়, কখনো শুধু সম্পদ নিয়ে যায় আবার কখনো শুধু ভয় দেখায় ও হুমকি দেয়। অপরাধের ভিন্নতার কারণে আল কুর'আন ডাকাতে শাস্তিও বিভিন্ন পর্যায়ে ঘোষণা করেছে।[৭৫]

---

৬৯ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, Zvdmxi dx whjwjj †KviAvb, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১৯

৭০ إِنَّ ٱلَّذِينَيَأۡكُلُونَأَمۡوَالَ ٱلۡيَتَامَىٰ ظُلۡمًاإِنَّمَايَأۡكُلُونَفِيبُطُونِهِمۡنَارًاۖوَسَيَصۡلَوۡنَسَعِيرًا 'যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতিমের সম্পদ ভক্ষণ করে তারা মূলত নিজেদের পেটে আগুন ভর্তি করে। অচিরেই তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ১০

৭১ لَاتَأۡكُلُوٓاْأَمۡوَالَكُمۡبَيۡنَكُمۡبِٱلۡبَاطِلِوَتُدۡلُواْبِهَآإِلَىٱلۡحُكَّامِلِتَأۡكُلُواْفَرِيقًامِّنۡأَمۡوَالِٱلنَّاسِبِٱلۡإِثۡمِوَأَنتُمۡتَعۡلَمُونَ 'তোমরা নিজেদের পরস্পরের সম্পদ অন্যায় অবৈধভাবে ভক্ষণ করো না। আর জেনে বুঝে অপরাধমূলক পন্থায় অপরের সম্পদের কিছু অংশ ভক্ষণ করার উদ্দেশ্যে শাসকদের কাছে উপস্থাপন করো না।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ১৮৮

৭২ এ বিষয়ে কঠোরভাবে সতর্ক করে বর্ণিত হয়েছে, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغۡلُلۡ يَأۡتِ بِمَا غَلَّ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفۡسٍ مَّا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ 'আর যে অন্যায়ভাবে কোন মাল গোপন করবে, কিয়ামাতের দিন সে অবশ্যই তা নিয়ে উপস্থিত হবে। অতৎপর প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সেখানে তার কৃতকর্মের প্রতিফল প্রদান করা হবে।' দ্র. আল কুর'আন, ০৩: ১৬১; কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ্ পানীপথী রহ.), অনু. মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল হাই ও অন্যান্য, সম্পা. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক ও অন্যান্য, Zvdmx‡i gvhnvix (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৫১৫

৭৩ وَٱلسَّارِقُوَٱلسَّارِقَةُفَٱقۡطَعُوٓاْأَيۡدِيَهُمَاجَزَآءَۢبِمَاكَسَبَانَكَٰلٗامِّنَٱللَّهِۗوَٱللَّهُعَزِيزٌحَكِيمٞ'পুরুষ কিংবা নারী যে ই চুরি করুক তাদের হাত কেটে দাও। এটি তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহ্ নির্ধারিত আদর্শ দণ্ড। আল্লাহ্ অত্যন্ত পরাক্রমশালী।' দ্র. আল কুর'আন, ০৫: ৩৮

৭৪ মাওলানা মুহাম্ম ইসহাক ফরিদী ও অন্যান্য, সম্পা. অধ্যাপক মাওলানা আব্দুলমান্নান, ^'bw›'b Rxe‡b Bmjvg (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৮ম সংস্করণ, ২০০৯ খ্রি.), ৫২৩

৭৫ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় তাদের শাস্তি হচ্ছে, তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদের দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে। পৃথিবীতে এটি তাদের জন্য লাঞ্ছনা এবং পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।' দ্র. আল কুর'আন, ০৫: ৩৩; দ্র. আল্লামা ইযযুদ্দীন বালিক (রহ.), অনু. হাফিজ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল, সম্পা. অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান, wgbnvRm mv‡jnxb (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০০৮ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১৫১

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্মান রক্ষায় আল কুর'আন চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের মত নিচু এবং জঘন্য কর্মকাণ্ডকে কঠোভাবে নিষিদ্ধ করেছে। অবৈধ পদ্ধতিতে পরিচালিত ব্যবসা বাণিজ্য করা, অবৈধ পণ্যের ব্যবসা করা এবং গান বাজনা, সিনেমা, থিয়েটার ইত্যাদির মাধ্যমে রোজগার করাও ইসলামের দৃষ্টিতে চুরির অন্তর্ভূক্ত। গান বাজনাকে জীবিকা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হারাম এবং কবিরা গুনাহ্।[৭৬] এতে অর্থনৈতিক উৎপাদন নিরুৎসাহিত হয় এবং সাধারণভাবে চরিত্রহীনতা ও নির্লজ্জতা সৃষ্টি হওয়ার কারণে এগুলো সমাজ বিরোধী দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত।

ছিনতাই অত্যন্ত নিচু পর্যায়ের একটি অপরাধমূল কাজ। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি সমাজের শান্তি বিনষ্টকারী, ভয় ও আতংক সৃষ্টিকারী এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিঘ্নকারী একটি দুর্নীতি। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, কারো স্বতঃস্ফূর্ত অনুমতি ব্যতীত তার অর্থ সম্পদ দখল করা এবং ভোগ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কেউ যদি প্রকাশ্য লুটপাট করে তবে সে আমার উম্মত নয়। কেউ যদি কারো জমি থেকে অর্ধ বিঘত পরিমাণ জমি দখল করে নেয়, তবে কিয়ামাতের দিন সে জমি সাত তবক ওজনসহ বেড়ি বানিয়ে তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে।[৭৭] এ হচ্ছে চুরি, ডাকাতি এবং ছিনতাইয়ের মতো দুর্নীতির বিরুদ্ধে আল কুর'আনের কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি।

### ৬.১.৯ অন্যের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান ও প্রকাশ করা

অন্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশের উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান করা, খারাপ ধারণা পোষণ করা, সম্মানহানীর উদ্দেশ্যে তা প্রকাশ করা ইত্যাদি নীতি বহির্ভূত কর্মকাণ্ড আল কুর'আনের দৃষ্টিতে মারাত্মক পর্যায়ের সমাজ বিরোধী দুর্নীতি। আল কুর'আনের শিক্ষা হচ্ছে, মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করুক, যে পদক্ষেপই গ্রহণ করুক, তার প্রতিটি কথা, কাজ, চিন্তা ও পরিকল্পনা আল্লাহ্ তা'আলার অগোচরে হয়না। সার্বক্ষণিকভাবে মানুষের সকল তৎপরতা তাঁর নির্দেশে সম্মানিত ফিরিশতা দ্বারা সংরক্ষণ করা হচ্ছে।[৭৮] এজন্য অবশ্যই মানুষকে স্বীয় প্রতিপালকের নিকট জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ হচ্ছে অনুমান নির্ভর কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা। কেবল ধারণাবশত কারো প্রতি কোন অভিযোগ বা দোষারোপ না করা। কারো ব্যক্তিগত ও পারিবারিক গোপনীয়তা অনুসন্ধান তৎপরতা থেকে বিরত থাকা এবং কারো প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ বা নিন্দা পোষণ না করা।[৭৯] এ সমস্ত হচ্ছে আল কুর'আনে নিষিদ্ধ দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত।

মানুষের পিছনে তার দোষ অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে লেগে থাকা, নিজেকে শুভাকাঙ্ক্ষী প্রমাণ করার জন্য শপথ করা এবং একজনের কথা অন্য জনের নিকট প্রকাশ করা অত্যন্ত অগ্রহণযোগ্য কাজ।[৮০]সমাজে এরূপ কর্মকাণ্ড করার মতো লোক থাকলে সে সমাজে আর শান্তি, শৃঙ্খলা, সুসম্পর্ক ও সম্মান নিয়ে বসবাস করা সম্ভব হয় না। এজন্য আল কুর'আন একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী, ভ্রাতৃপ্রতীম ও সুদৃঢ়

---

৭৬ أَيُّهَاالرُّسُلُكُلُوامِنَالطَّيِّبَاتِوَاعْمَلُواصَالِحًاإِنِّيبِمَاتَعْمَلُونَعَلِيمٌ 'হে বিশ্বাসস্থাপনকারীগণ, তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার করো এবং সৎকর্ম করো।' দ্র. আল কুর'আন, ২৩: ৫১; দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অন্যান্য, সম্পা. অধ্যাপক মাওলানা আব্দুলমান্নান, ^'bw›'b Rxe‡b Bmjvg, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২২

৭৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪

৭৮ مَايَلْفِظُمِنقَوْلٍإِلَّالَدَيْهِرَقِيبٌعَتِيد 'মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তা সংরক্ষণ করার জন্য তার সাথেই রয়েছে সদা প্রস্তুত পর্যবেক্ষণকারী।' দ্র. আল কুর'আন, ৫০: ১৮

৭৯ يَٰٓأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ وَ لَا تَجَسَّسُوا۟ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا 'হে বিশ্বাসস্থাপনকারীগণ, তোমরা অধিকাংশ অনুমান থেকে দূরে থাকো। কারণ কোন কোন অনুমান পাপ এবং তোমরা পরস্পর গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের পিছনে নিন্দা করো না।' দ্র. আল কুর'আন, ৪৯: ১২

৮০ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيمٍ 'আর সে সব লোকের অনুসরণ করো না, যে কথায় কথায় শপথ করে, যে তার কৃতকর্মের ফলে লাঞ্চিত, যে পিছনে নিন্দাকারী এবং যে একের কথা অপরের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়।' দ্র. আল কুর'আন, ৬৮: ১০-১১

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক কাঠামো বিনির্মাণের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম এ সকল নোংরা এবং নিচু পর্যায়ের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে।

আত্মশুদ্ধি অর্জন ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের দোষ-ক্রটি অনুসন্ধান এবং প্রকাশ করার মত অপরাধ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। মিথ্যা প্রচার, নিন্দাবাদ, মিথ্যা দোষারোপ প্রভৃতি সমাজে শত্রুতা ও সংঘাতের সৃষ্টি করে। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, সংহতি, ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ বিনষ্ট করে। চোগলখোর এবং নিন্দুক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন না। এরূপ ব্যক্তির অন্তর কলুষিত ও কুচিন্তাপূর্ণ থাকে। যারা নিজেদের পার্থিব সুযোগ সুবিধা এবং লোভ লালসার জন্য সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সাথে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করে, এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির বিরুদ্ধে উস্কানি দেয়, দু' বন্ধুর মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পর বিরোধী কথাবার্তা বলে বেড়ায়, হাদিসের পরিভাষায় তাদেরকে কপটতা অবলম্বনকারী হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।[৮১]

ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে সংগঠিত আরো যে সকল দুর্নীতির ব্যাপারে আল কুর'আন কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে সেগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে:

মাতা পিতার অবাধ্য হওয়া এবং তাদের সেবা যত্ন না করা।[৮২] ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে প্রদত্ত দণ্ডবিধি বহির্ভূত কোন পন্থায় কাউকে হত্যা করা।[৮৩]বেপর্দা, অশ্লীলতা, অশালীনতা, সমকামিতা এবং ব্যভিচার করা।[৮৪] মিথ্যাচার, মিথ্যা কসম, মিথ্যাসাক্ষ্য দেয়া ও অহংকার করা।[৮৫] মদ্যপান করা ও জুয়া খেলা।[৮৬]কেবল পার্থিব উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জন করা এবং তা গোপন করা।[৮৭] কাউকে খোঁটা দেয়া এবং বিশ্বাসঘাতকতা করা।[৮৮] অভিশাপ দেয়া এবং অধৈর্য হওয়া।[৮৯] দুর্বল ব্যক্তি, নিজ কর্মচারী, স্ত্রী, সন্তান

---

৮১ মাওলানা মুহাম্দ মনযূর নু'মানি, অনু. মুহাম্মদ নূরুজ্জামান, gv©Awidj nv`xm, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩৮

৮২ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا 'আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে উত্তম আচরণ করার নির্দেশ দিচ্ছি।' দ্র. আল কুর'আন, ২৯: ০৮; আরো বর্ণিত আছে, আল কুর'আন, ৩১: ১৪; ৪৬: ১৫; ১৭: ২৩; ০৬: ১৫১; ০৪: ১৩৫০৪: ১৩৬; ৩১: ১৪; ০২: ৮৩; ০২: ১৮০; ৭১: ২৮

৮৩ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 'আল্লাহ্ যাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ করেছেন তোমরা তাকে হত্যা করোনা, যথার্থ কারণ ও ন্যায় পন্থায় হলে ভিন্ন কথা।' দ্র. আল কুর'আন, ০৬: ১৫১; وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করবে, তার শাস্তি জাহান্নাম। সেখানেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তার উপর ক্রুদ্ধ হন, অভিসম্পাত করেন এবং তার জন্য ভয়ংকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ৯৩; হত্যা নিষিদ্ধ করে আরো বর্ণিত আছে, আল কুর'আন, ১৭: ৩১; ১৭: ৩৩; ০৪: ২৯

৮৪ মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী ও অন্যান্য, অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল মান্নান ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, ^`bw›`b Rxe‡b Bmjvg (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৮ম সংস্করণ, ২০০৯ খ্রি.), ৩৯৫; 'ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হয়োনা। এটি অশ্লীল এবং নিকৃষ্ট পন্থা।' দ্র. আল কুর'আন, ১৭: ৩২;

৮৫ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ 'সুতরাং তোমরা মূর্তিপুজার মতো অপবিত্রতা এবং মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকো।' দ্র. আল কুর'আন, ২২: ৩০; وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا 'তারাই সফল যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অপ্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ডের সম্মুখীন হলে নিজ সম্মান নিয়ে তা পরিহার করে চলে।' দ্র. আল কুর'আন, ২৫: ৭২

৮৬ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 'হে বিশ্বাসস্থাপনকারীগণ, মদ, জুয়া, মূর্তিপুজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক তীর ঘৃণ্য বস্তু এবং শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।' দ্র. আল কুর'আন, ০৫: ৯০

৮৭ ইমাম হাফিজ শামসুদ্দীন যাহাবী (র.), অনু. আবু সাদেক মুহাম্মদ নুরুজ্জামান, wKZve j Kvev‡qi, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮০

৮৮ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ 'হে বিশ্বাসস্থাপনকারীগণ, তোমরা তোমাদের দান সাদাকাগুলো খোঁটা দিয়ে এবং কষ্ট দিয়ে বাতিল করো না।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ২৬৪; বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ 'তোমরা যারা বিশ্বাসস্থাপন করেছো, জেনে বুঝে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না এবং তোমাদের পরস্পর গচ্ছিত দ্রব্যেও না।' দ্র. আল কুর'আন, ০৮: ২৭

৮৯ ইমাম হাফিজ শামসুদ্দীন যাহাবী (র.), অনু. আবু সাদেক মুহাম্মদ নুরুজ্জামান, wKZve j Kvev‡qi, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩

Dhaka University Institutional Repository

এবং পশুর প্রতি অতিরিক্ত কঠোর হওয়া।[৯০] মুসলিমকে এবং প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া। ঝগড়া, বাকবিতণ্ডা, আত্মম্ভরিতা করা এবং আল্লাহ্ তা'আলার রহ্মাত হতে নিরাশ হওয়া।[৯১]

পিতা নয় এমন ব্যক্তিকে পিতা পরিচয় দেয়া এটিও ব্যক্তিগত এবং সামাজিক উভয় ধরনের দুর্নীতি। পুরুষ লোকের স্বর্ণ ও রেশমি কাপড় পরিধান করা। গণকের কথা বিশ্বাস করা। প্রতিকৃতি, ভাস্কর্য নির্মাণ বা চিত্রাংকণ করা। আত্মহত্যা করা। মানুষের মধ্যে বিবাদ ঘটাবার চেষ্টা করা। পুরুষ কর্তৃক নারীর পোষাক এবং নারী কর্তৃক পুরুষের পোষাক পরিধান করা। সৌন্দর্য বর্ধন বা অন্য কোন অযুহাতে চেহারা বিকৃত করা। আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে কোন পশু জবাই করা।[৯২] ব্যক্তিগত এবং সামাজিক পর্যায়ে সংগঠিত এ সকল দুর্নীতি থেকে আল কুর'আন প্রদর্শিত পন্থা অনুযায়ী ব্যক্তি ও সমাজকে মুক্ত রাখতে পারলে একজন মানুষ যেমন সফল মানুষ হতে পারেন, তেমনি সমাজ হতে পারে আদর্শ ও উন্নত সমাজ।

## ৬.২ নাগরিক পর্যায়ে দুর্নীতি

একটি সুসংঘবদ্ধ সমাজে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষ সেখানকার নাগরিক। নাগরিকগণের চিন্তা, চেতনা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী গঠিত হয় রাষ্ট্র। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা, উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য নাগরিকগণের কিছু নীতি, 'আইন ও বিধি-বিধান অবশ্যই পালন করতে হয়। গঠিত রাষ্ট্রের লক্ষ্য অর্জনে যা অপরিহার্য। একজন নাগরিক রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা লাভ করেন এবং রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তায় কতিপয় দায়-দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য থাকেন।[৯৩] নাগরিক কর্তৃক এ দায়িত্ব সমস্ত সঠিকভাবে পালন না করে কোনরূপ অবহেলা করা রাষ্ট্রের জন্য চরম হুমকি স্বরূপ। এজন্য আল কুর'আন একটি কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুপরিকল্পিত দিক নির্দেশনা হিসেবে নাগরিকগণের কতিপয় দুর্নীতি থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোর নির্দেশ প্রদান করেছে। এ পর্যায়ে সে সকল দুর্নীতি বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে, যেগুলো সাধারণত নাগরিকগণের দ্বারা সংগঠিত হয়।

### ৬.২.১ রাষ্ট্রীয় আনুগত্য না করা

আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান, আনুগত্য এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর অনুসরণের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও প্রশাসনের আনুগত্য করা প্রতিটি মুসলিম নাগরিকের জন্য বাধতামূলক করা হয়েছে। এ কারণে, রাষ্ট্রীয় আনুগত্য না করা একজন নাগরিকের জন্য সবচেয়ে বড় দুর্নীতি। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ভাষায় একে রাষ্ট্রদ্রোহীতা বলে।[৯৪] কোন নাগরিকের রাষ্ট্রদ্রোহী মনোভাব থাকলে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার স্বার্থে পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রই তা মেনে নেয় না।[৯৫]আল কুর'আন নাগরিক কর্তৃক রাষ্ট্রের আনুগত্য করাকে নির্দিষ্ট সীমায় বাধ্যতামূলক করেছে এবং আনুগত্যের অনুপস্থিতিকে সবচেয়ে বড় অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। রাষ্ট্র পরিচালানা ও সমাজ ব্যবস্থাপনায় নাগরিক কর্তৃক রাষ্ট্রীয় আনুগত্য হলো সামাজিক শৃঙ্খলা ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য মৌলিক অহরিহার্য বিষয়।

---

৯০ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا 'তোমাদের অধিকারভূক্তদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অহংকারী ও দাম্ভিককে ভালবাসেন না।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ৩৬; সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, Zvdmxi dx wHjwjj †KviAvb, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৫৯

৯১ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ 'আল্লাহর রহ্মাত থেকে নিরাশ হয়োনা, আল্লাহ্ সমস্ত পাপই ক্ষমা করে দিবেন। তিনি তো পরম দয়াশীল ও অতিশয় দয়ালু।' দ্র. আল কুর'আন, ৩৯: ৫৩

৯২ ইমাম হাফিজ শামসুদ্দীন যাহাবী (রহ.), অনু. আবু সাদেক মুহাম্মদ নুরুজ্জামান, wKZvej Kvevq‡qi, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-৫

৯৩ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Bmjvgx ivRbxwZi fwgKv (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ৮ম সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৮৬

৯৪ ড. আব্দুল লতিফ মাসুম, ivó‡`ªvn, ২৯ জানু. ২০১৬ খ্রি., দৈনিক নয়াদিগন্ত, https://www.m.dailynayadiganta.com, visited on, 01/04/2018

৯৫ প্রাগুক্ত।

নাগরিকগণ যথাযথভাবে রাষ্ট্রীয় আনুগত্য না করলে রাষ্ট্র ও সমাজের সার্বিক ভিত্তিই দুর্বল হয়ে পড়ে।[৯৬]ইসলাম নাগরিকগণের শিক্ষা দিচ্ছে নাগরিকগণ সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে। আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের ভিত্তিতেই রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব ও কর্মকর্তাগণের আনুগত্য করবে।[৯৭] তবে রাষ্ট্রীয় আনুগত্য শর্তহীন নয় বরং আল্লাহ্ তা'আলার 'আইনের বাস্তবায়ন ও তাঁর দাসত্ব করাই হবে এর ভিত্তি।[৯৮]রাষ্ট্রকে যেমন আল্লাহ্ তা'আলার বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হতে হবে, তদ্রূপ নাগরিকগণও রাষ্ট্রের আনুগত্যে বাধ্য থাকবে। পরিপূর্ণ আনুগত্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় সাধারণ 'আইন কানুন সঠিকভাবে পালন করা সকল নাগরিকের কর্তব্য।

রাষ্ট্র জনগণের সামগ্রিক স্বার্থে বিভিন্ন সময় তার প্রয়োজন অনুযায়ী 'আইন প্রণয়ন করে থাকে। নাগরিক হিসেবে সেসব 'আইনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন, 'আইন পালন ও বাস্তবায়নে গড়িমশি করা, ফাঁকি দয়ার উদ্দেশ্যে 'আইনের অপব্যাখ্যা অন্বেষণ করা, ব্যক্তিগত বা দলীয় লাভের জন্য 'আইনের উপর প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করা ইত্যাদি সবই আল কুর'আনের দৃষ্টিতে নাগরিক দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত।[৯৯] ইসলাম নাগরিকগণের কেবল 'আইন পালনের মাধ্যমে আনুগত্য প্রত্যাশা করে, তা নয়। বরং প্রতিটি নাগরিককে সকল ব্যাপারে রাষ্ট্রের সহযোগিতা করার মাধ্যমে 'আইনের একেকজন পাহারাদার এবং নিয়ম শৃঙ্খলার বাস্তব দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।[১০০]

ইসলাম কেবল নাগরিকগণকে রাষ্ট্রীয় আনুগত্যে বাধ্য করেই ক্ষান্ত হয়নি, রাষ্ট্রকেও বাধ্য করেছে আল্লাহ্ তা'আলার বিধানাবলী কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে আনুগত্য প্রত্যাশা করার জন্য। রাষ্ট্র আনুগত্য করবে আল্লাহ্ তা'আলার আর জনগণ আনুগত্য করবে আল্লাহ্ তা'আলা এবং রাষ্ট্রের। জনগণ রাষ্টের অনুগত থেকে সকল ব্যাপারে সহযোগিতার মাধ্যমে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অগ্রসর হবে, এটিই ইসলামের শিক্ষা। এ ক্ষেত্রে কোন ধরনের পিছুটান, অলসতা, অযুহাত, অমনোযোগিতা, অসহযোগিতা বা অবহেলা নীতিবিরুদ্ধ কাজ বলে বিবেচিত হবে।

### ৬.২.২ গোপন ষড়যন্ত্র বা তৎপরতা পরিচালনা করা

রাষ্ট্রে বসবাসরত কোন নাগরিক ব্যক্তিগত বা সামষ্টিকভাবেকোন ধরনের গোপন কর্মসূচি গ্রহণ, গোপন পরিকল্পনা প্রণয়ন বা যে কোন গোপন তৎপরতা অবলম্বন করা ইসলামের দৃষ্টিতে নীতি ও 'আইন বহির্ভূত কর্মকাণ্ড।[১০১] মত প্রকাশের স্বাধীনতা লাভ, স্বচ্ছ ও উন্মুক্তভাবে মত প্রকাশ এবং বিরোধীতার ক্ষেত্রে 'আইন ও বিধান মেনে চলা আল কুর'আনের নির্দেশ অনুযায়ী নাগরিকগণের জন্য বাধ্যতামূলক দায়িত্ব।[১০২] ইসলামের উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি সুন্দর ও উন্নত সমাজ গঠন করতে হলে সরকার ও

---

৯৬ আবদুস শহীদ নাসিম ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, Bmjvgx ivó I msweavb (ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ২য় মুদ্রণ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১২৯

৯৭ يَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُواأَطِيعُوااللَّهَوَأَطِيعُواالرَّسُولَوَأُوْلِيالأَمْرِمِنْكُمْ' 'হে বিশ্বাসস্থাপনকারীগণ, তোমরা আল্লাহ্‌কে মেনে চলো এবং রাসূলকে মেনে চলো। আর তোমাদের মধ্যে যাদের আদেশ দেয়ার অধিকার আছে তাদেরকের মেনে চলো।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ৫৯

৯৮ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Bmjvgx ivRbxwZ fvegKv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

৯৯ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Avj KiAv‡b ivó I miKvi (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ৩য় প্রকাশ, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ১৫৫

১০০ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Bmjvgx ivRbxwZ fvegKv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

১০১ এদের প্রতি ইঙ্গিত করে বর্ণিত হয়েছে,مَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِين 'তারা ষড়যন্ত্র করেছিল আর আল্লাহ্ও কৌশল করেন। আল্লাহ্ই উত্তম কৌশলী।' দ্র. আল কুর'আন, ০৩: ৫৪; وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ'তারা চক্রান্ত করেছিল, তাদের প্রাণান্তকর চক্রান্ত। তাদের চক্রান্ত আল্লাহ্ নস্যাৎ করে দিয়েছেন। যদিও তারা এমন চক্রান্ত করেছিল যাতে পাহাড় পর্যন্ত টলে যেত।' দ্র. আল কুর'আন, ১৪: ৪৬; আব্দুস শহীদ নাসিম ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, Bmjvgx ivó I msweavb, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০

১০২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯

Dhaka University Institutional Repository

নাগরিক পরস্পরের প্রতি অবশ্যই বিশ্বস্ত হতে হবে। এ ক্ষেত্রে নাগরিকগণের উপর রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হচ্ছে, তারা শতভাগ বিশ্বস্ত, কল্যাণকামী, স্বচ্ছ মানসিকতা ও ন্যায়সঙ্গত আচরণের অধিকারী হবেন।[১০৩]

আল কুর'আনের দৃষ্টিতে নাগরিকগণ রাষ্ট্রীয় বিষয়ে অবশ্যই ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন এবং নিজের মত প্রচার করে জনমত গঠনের চেষ্টাও করতে পারেন। সরকার কোন বিষয়ে ভুল করলে বা বাড়াবাড়ি করলে সে বিষয়গুলোর বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণ জনসম্মুখে তুলে ধরার মাধ্যমে সরকারকে সঠিক পথে আসার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে পারবেন।[১০৪] এটি করা সচেতন নাগরিকগণের দায়িত্বও বটে। তবে এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের মৌলিক ও স্থায়ী আদর্শ, যার উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তারবিপরীত কোন তৎপরতা পরিচালনা করা যাবেনা। আর রাষ্ট্রের ভিত্তি অবশ্যই হতে হবে, আল্লাহ্ তা'আলার দাসত্ব ও প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে সর্বত্র তাঁর বিধি-বিধান কার্যকর করা।[১০৫]

সরকার অত্যাচারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে বা মুসলিম হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে অথবা জনগণের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভ্রুক্ষেপ না করলে তাকে পদচ্যুত করার জন্য জনগণ আন্দোলন সংগ্রাম করবে, যেন তদস্থলে ভাল সরকার প্রতিষ্ঠা করা যায়।[১০৬]এ ক্ষেত্রে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কোন গোপন মিশন বা মিশনারি পরিচালনার মাধ্যমে তা হতে পারবেনা, কোন অপপ্রচার বা উষ্কানির পথ অবলম্বন করা যাবেনা।[১০৭] কোন বল প্রয়োগ বা সন্ত্রাসের পথ বেছে নেয়া যাবেনা এবং বিদ্যমান আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা যাবেনা।

সরকারের কাজের বিরোধিতা করতে গিয়ে কোন মানুষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা যাবে না। কোনরূপ আতংকজনক পরিবেশ সৃষ্টি বা ভীতি প্রদর্শন করা যাবে না। কোন সম্পদ ভাংচুর, অগ্নি সংযোগ বা অন্য কোন উপায়ে সম্পদ নষ্ট করা যাবে না।[১০৮] সরকারের বিরোধিতার ক্ষেত্রে তার বক্তব্য হবে অত্যন্ত স্পষ্ট, যার দিকে তিনি বা তারা জনগণকে আহবান জানাচ্ছেন। জনগণ ইচ্ছা করলে তার বা তাদের বক্তব্য সমর্থন ও গ্রহণ করতে পারে আবার প্রত্যাখ্যানও করতে পারে। ইসলামের নীতি হলো সরকার যেমন উক্ত বক্তব্য প্রচারে বাঁধা সৃষ্টি করতে পারবেনা, বিরোধী পক্ষও তার মত প্রচারে কোনরূপ গোপন তৎপরতা পরিচালনা করে বা জবরদস্তি করে রাষ্ট্র ও সমাজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারবে না।[১০৯]

আল কুর'আনের দৃষ্টিতে ভিন্নমত প্রকাশের উক্ত নীতি সরকার ও জনগণ মেনে নিতে বাধ্য। নাগরিকগণ বাস্তবিকই এ নীতি পরিপূর্ণ অনুসরণ করলে সমাজে আর কোন অবিশ্বাস, অস্থিরতা, দাঙ্গা হাঙ্গামা, জ্বালাও পোড়াও এবং জন নিরাপত্তা বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার মতো ঘটনা ঘটবেনা। সুতরাং এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট যে,কোন অবস্থাতেই নাগরিকগণ যে কোন ধরনের গোপন তৎপরতা

---

১০৩ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Bmjvgx ivRbxwZi fwgKv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

১০৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

১০৫ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 'আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান অনুযায়ী যারা রাষ্ট্র পরিচালনা ও বিচার মিমাংসা করে না, তারা সত্য অস্বীকার কারী কাফির।' দ্র. আল কুর'আন, ০৫: ৪৪; আরো দু'টি আয়াতে বলা হয়েছে তারা সীমালঙ্ঘনকারী এবং তারা পাপাচারী।

১০৬ আব্দুস শহীদ নাসিম ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, Bmjvgx ivó I msweavb, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২

১০৭ মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, Bmjv‡gi ivó e¨e¯v (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৪১৭

১০৮ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ 'মানুষের প্রতি ইহ্‌সান করো যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি ইহ্‌সান করেছেন। দেশে বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টা করো না।' দ্র. আল কুর'আন, ২৮: ৭৭; আরো বর্ণিত আছে, আল কুর'আন, ০২: ২০৫; ০৫: ৩২; ৮৯: ১২; ০৫: ৬৪; ৪০: ২৬

১০৯ সালাহউদ্দিন বাবর, ivó‡K AvBb gvb‡Z n‡e, ১২ মার্চ, ২০১৭, https://www.dailynayadiganta.com, Visited on, ১২/০৩/২০১৮

Dhaka University Institutional Repository

পরিচালনা করতে পারবেনা। এটি সর্বাবস্থায় অপরাধ এবং নাগরিক কর্তৃক সংঘটিত সমাজ ও রাষ্ট্র বিরোধি দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত।

### ৬.২.৩ যাকাত ও কর বিষয়ে ফাঁকি দেয়া

আল কুর'আনের দৃষ্টিতে নাগরিক কর্তৃক সংঘটিত যে সকল দুর্নীতি সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন এবং অগ্রগতি নস্যাৎ করে দেয় তার অন্যতম হচ্ছে, ইসলাম নির্ধারিত যাকাত এবং রাষ্ট্র নির্ধারিত কর যথাযথভাবে পরিশোধ না করা। অর্থনৈতিক শক্তি ও উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন সামর্থ ছাড়া কোন রাষ্ট্রই তার কাঙ্খিত উন্নতি সাধন করতে পারেনা।[১১০] আর নাগরিকগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছাড়া এটি কখনোই সম্ভবপর নয়। এ ক্ষেত্রে সক্ষম নাগরিকগণ যেন নিজের নৈতিক চেতনাবোধ থেকে এগিয়ে এসে উন্নত, সমৃদ্ধ ও সৌহার্দপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে আল কুর'আন সেরূপ ন্যায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনাপ্রণয়ন ও নির্দেশনা প্রদান করেছে।[১১১]যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা এর বাস্তব উদাহরণ।

আল কুর'আন নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের মালিকের জন্য নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে নির্ধারিত হারে যাকাত, 'উশর ও খারাজ ইত্যাদি আদায়ের বিধান প্রবর্তন করে এর ব্যয়ের খাতও নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।[১১২]এটি পালন করা বাধ্যতামূলক আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত এবং একইসাথে সামাজিক অংশগ্রহণমূলক দায়িত্ব ও রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের প্রমাণ। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যথানিয়মে তা আদায় করবে এবং নির্দিষ্ট খাতে পূর্ণ দায়িত্বশীলতার সাথে বণ্টন ও ব্যয় করবে।

এছাড়াও রাষ্ট্রের উন্নয়ন, নাগরিক সেবা, নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষাসহ বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহ করার জন্য সুবিচারমূলক'আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নির্ধারিত, বিভিন্ন কর বা রাজস্ব[১১৩]যথাযথভাবে রাষ্ট্রীয় তহবিলে জমা দেয়া সকল নাগরিকের জন্য অবশ্য কর্তব্য।[১১৪]এ বিষয়ে কোনরূপ ফাঁকি দেয়া, গড়িমশি করা বা ধোঁকার আশ্রয় নেয়া আল কুর'আনের দৃষ্টিতে নীতিহীন কর্মকাণ্ড এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।[১১৫]সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নতি অগ্রগতি তার অর্থনৈতিক সামর্থ ও সুব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করে বিধায় এ বিষয়ে সর্বোচ্চ দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয়া প্রত্যেক মুসলিম নাগরিকের একান্ত কর্তব্য।

ইসলামের দৃষ্টিতে যাকাত ও নির্ধারিত করসমূহ পরিশোধ না করা আল্লাহ্‌র বিধানকে এবং পর্যায়ক্রমে সমাজ ও রাষ্ট্রকে অবমাননা করার শামিল। ক্ষেত্র বিশেষে এ ধরনের দুর্নীতিকে ধর্মদ্রোহীতা এবং রাষ্ট্রদ্রোহীতার পর্যায়ে গণ্য করা হয়।[১১৬] আল কুর'আন প্রথমত যাকাত ও কর প্রদানে উৎসাহ দানের নীতি গ্রহণ করেছে। অতপর যে কোন ধরনের অবহেলা ও ফাঁকি দেয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ

---

১১০ প্রফেসর খুরশীদ আলম সংকলিত, আব্দুস শহীদ নাসিম ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, সম্পা. অধ্যাপক শরীফ হোসাইন, Bmjvgx A_bxwZ (ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ৩য় মুদ্রণ, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৩৩

১১১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

১১২ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, Zvdmxi dx whjvwjj †KviAvb, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৪

১১৩ অভিধানে কর শব্দের অর্থ হচ্ছে, রাষ্ট্র কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে আদায়কৃত আর্থিক অবদান। এটি হচ্ছে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বেসরকারি খাত থেকে সরকারি খাতে বাধ্যতামূলক স্থানান্তরিত সম্পদ। এটি রাজস্বের একটি প্রধান উৎস যা দ্বারা দেশের উন্নয়নমূলক কাজের ব্যয় নির্বাহ করা হয় এবং এর মাধ্যমে দেশের আয়ের পুনর্বণ্টন মূল্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা, ক্ষতিকর ভোগবিলাস নিরুৎসাহিতকরণ ইত্যাদি আর্থ-সামাজিক উদ্দেশ্য সাধিত হয়। দ্র. এম হাবিবুল্লাহ ও স্বপন কুমার বালা, Ki, বাংলাপিডিয়া, https://www.bn.banglapedia.org, visited on, 02/04/2018

১১৪ ড. এম ওমর চাপরা, অনু. ড. মাহমুদ আহমদ, Bmjvg 'wó‡KvY †_‡K A_©bxwZi fwel¨r (ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ৩৬১

১১৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৪

১১৬ প্রফেসর ড. খুরশীদ আহমদ সংকলিত, আব্বাস আলী খান ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, সম্পা. অধ্যাপক শরীফ হোসাইন, Bmjvgx A_bxwZ (ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ৩য় সংস্করণ, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ২৮৪; মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Bmjvgx A_bxwZi fwgKv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬, ৩৪৮

Dhaka University Institutional Repository

করে ভীতি প্রদর্শনকরা হয়েছে। সবশেষে এ ধরনের অপরাধকে সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে চিরতরে দূরীভূত করার জন্য অপরাধীকে 'আইনের আওতায় এনে জরিমানা ও শাস্তি প্রয়োগ করার মাধ্যমে অপরাধ দমনে সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রদান করেছে।[১১৭] বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, এ ধরনের দুর্নীতি প্রতিরোধ করে রাষ্ট্রকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্রে উন্নীত করার জন্য আল কুর'আনের নির্দেশনা ও বিধি-বিধান অনুসরণ এবং বাস্তবায়নের কোন বিকল্প পথ নেই।

### ৬.২.৪ নেতৃত্ব নির্বাচনে নৈতিকতার প্রাধান্য না দেয়া

কোন সমাজ বা জাতিকে উন্নতি ও কল্যাণের পথে এগিয়ে নেয়ার জন্য অবশ্যই সৎ, যোগ্য, দক্ষ, আমানতদার ও ঈমানদার নেতৃত্ব নির্বাচিত করা নাগরিকগণের জন্য অপরিহার্য দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে কোন রকম অবহেলা করা বা অন্য বিষয়ে প্রাধান্য দেয়া ভয়াবহ পর্যায়ের দুর্নীতি। এমনকি অসংখ্য দুর্নীতির এটিই হচ্ছে উৎস। ইসলামের দৃষ্টিতে নির্বাচন হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার আমানত তাঁর বিধান বাস্তবায়নে যোগ্য ব্যক্তির উপর অর্পণ করার প্রক্রিয়ার নাম।

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব[১১৮] নির্বাচনের যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহলো ভোটাধিকার প্রয়োগ।[১১৯]ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের সকল অধিবাসী তথা নারী বা পুরুষ, বৃদ্ধ বা যুবক, শহরবাসী বা গ্রামবাসী, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, ধনী বা দরিদ্র, এমনকি পথিক বা নিজ বাড়িতে উপস্থিত সকলেরই ভোটাধিকার রয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে নেতা নির্বাচন করা নাগরিকের সর্বজনীন অধিকার যা কোন অবস্থাতেই কেউ হরণ করতে পারেনা। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশিত পথে পরিচালিত সমাজব্যবস্থা প্রকৃত গণঅধিকারের প্রতীক।[১২০] এখানে চেতনাশীল প্রতিটি মানুষই নিজ নিজ কর্মসীমার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিনিধি।[১২১] এ ব্যবস্থায় প্রতিটি নাগরিক ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে তার পছন্দের

---

১১৭ মির্যা আরিফুর রহমান, Ki bv w'‡j wK ¸bvn n‡e?২২ আগষ্ট ২০১২ খ্রি., https://bdnews24com, visited on, 02/03/2018

১১৮ নেতৃত্ব এর বিশেষ্যরূপ হচ্ছে নেতা। ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Leader; guide; conductor; headman; chif commcnder; pioneer. দ্র. মোহাম্মদ আলি ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, †e½wj - Bswjk wWK‡kvbwi, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৪; 'শব্দটি Lead শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে: to show the way by going first, প্রথমে অগ্রসর হয়ে পথ দেখানো; to act first, প্রথমে করা; direction, পরিচালনা; chief role, প্রধান ভূমিকা; initiative, স্বতঃপ্রণোদিত প্রথম উদ্যম; to act as a leader of or take the lead, নেতৃত্ব গ্রহণ করা, আদর্শ স্থাপন করা।' জুলিয়া এলিয়ট, msm' Bswjk-†e½wj wWK‡kvbwi (কলকাতা: শিশু সাহিত্য সংসদগ প্রা. লি., ১৫ তম সংস্করণ, মার্চ ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৬১৬

১১৯ ভোট (Vote) শব্দটি ইংরেজি। 'এর শাব্দিক অর্থ হল মত প্রদান করা, সমর্থন করা, সমর্থন প্রত্যাহার করা, পছন্দ বা অপছন্দের কথা প্রকাশ করা। এক কথায় কোন ব্যক্তি বা বিষয়ের প্রতি সমর্থন জানানোকে ভোট বলে।' দ্র. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, Bmjv‡gi ivóe¨e¯v (ঢাকা: আহসান পাবলিকেসন্স, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৫০৭; অনুমোদিত বা বিধিসম্মত উপায়ে ইচ্ছা বা মত প্রকাশ, ভোট প্রদান, মত প্রদান।' দ্র. জুলিয়া এলিয়ট ও অন্যান্য, msm' Bswjk-†e½wj wWK‡kvbwi, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮০; জুলিয়া এলিয়ট ও অন্যান্য, I ·‡dvW wWK‡kvbwi-3 (নিউইয়র্ক: ওক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৮৬৮

১২০ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Avj KiAv‡b ivó I miKvi (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ৩য় প্রকাশ, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ৩০৩

১২১ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান তালিব অনূদিত, আব্বাস আলী খান সম্পাদিত, Zvdnxgj †KviAvb (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯শ প্রকাশ, ২০০৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৭১

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিনিধি, নেতা বা দায়িত্বশীল নির্বাচিত করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক নাগরিকের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, তার সমর্থন বা ভোট ন্যায় অথবা অন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন হিসেবে গণ্য হবে। জাতীয় পর্যায়ে ন্যায় অথবা অন্যায় বাস্তবায়নের সুপারিশ হিসেবে নিজের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি মনোনীত করার মাধ্যমে, তিনি যে নাগরিক অধিকার প্রয়োগ করলেন এ বিষয়ে অবশ্যই তাকে জবাব দিতে হবে।[১২২]

সুতরাং ভোটাধিকার তথা এ আমানতের প্রয়োগ অবশ্যই অত্যন্ত বিবেচনা প্রসূত এবং সতর্কতামূলক হতে হবে। দুর্নীতিবাজ, মিথ্যাবাদী, অঙ্গীকার ভঙ্গকারী, আমানতের খিয়ানতকারী, সন্ত্রাসবাদী কাউকে নেতৃত্বের জন্য সমর্থন করা ইসলামের দৃষ্টিতে দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত। দুর্বল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, শারীরিক বা মানসিকভাবে অক্ষম এবং ভীতু প্রকৃতির এমন কাউকেও নেতা হিসেবে নির্বাচিত করা যাবেনা। অপরদিকে ইসলামি আদর্শ পরিপন্থি কোন রাজনৈতিক দর্শন বা মতাদর্শে বিশ্বাসি ব্যক্তি,ব্যক্তিগত জীবনে সৎ হলেও নেতৃত্ব লাভের যোগ্য নয়। কারণ, ইসলামি সমাজব্যবস্থা উক্ত ব্যক্তির চেতনা বিরোধী হওয়ায় চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনি তাঁর স্রষ্টা প্রদত্ত আমানতের খিয়ানতকারী এবং জনগণের আমানত রক্ষায় অযোগ্য।

একজন নাগরিকের দায়িত্ব হচ্ছে নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি অবশ্যই এমন ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিবেন, যিনি আল্লাহ্ তা'আলার 'আইন ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রদর্শিত বিধানে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন এবং বাস্তব জীবনে তা পুরোপুরি অনুশীলন করেন।[১২৩]তিনি আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ আস্থাশীল।[১২৪]সমাজ কল্যাণ ও রাষ্টব্যবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কে তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতা রাখেন। সকল অবস্থায় সত্যাশ্রয়ী ও আমানতদার, এমন ব্যক্তিকে নেতৃত্বের জন্য নির্বাচিত করতে হবে।[১২৫] সম্পূর্ণ নির্ভীক এবং আল্লাহ্কে ভয় করে চলেন,[১২৬] সকল পরিস্থিতিতে ধৈর্যশীল, সকলের ব্যাপারে ন্যায়নিষ্ঠ এবংআল্লাহ্ তা'আলার 'ইবাদাতে মনোযোগী, ইসলামের দৃষ্টিতে তিনিই নেতা বা প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য।

এমতাবস্থায় নাগরিকগণ নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে অদূরদর্শীতা, অযোগ্যতা বা ব্যর্থতার পরিচয় দিলে সমাজ পাপ পঙ্কিলতা, দুর্নীতি, দুরাচার, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী, মাস্তানি, অন্যায় অনাচার, হানাহানি ও খুন খারাবিতে সয়লাব হয়ে যাবে। অসৎ নেতৃত্ব সমাজকে অশান্তির দাবানলে ভস্ম করে ছাড়বে। নেতৃত্ব নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী নাগরিকগণ কোন অবস্থাতেই এর দায় এড়াতে পারেন না।[১২৭] অতএব

---

১২২ আবদুস শহীদ নাসিম কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, Bmjvgx Rxeb-e¨e¯'vi tgŠwjK iƒc‡iLv (ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ৩য় মুদ্রণ, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ২২০

১২৩ قُلۡهَلۡيَسۡتَوِى ٱلَّذِينَيَعۡلَمُونَوَٱلَّذِينَلَايَعۡلَمُونَإِنَّمَايَتَذَكَّرُأُوْلُو ٱلۡأَلۡبَٰبِ 'আপনি বলুন, যারা জানে আর যারা জানেনা তারা কি সমান হতে পারে? বুদ্ধিমান লোকেরাই তো উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।' দ্র. আল কুর'আন, ৩৯: ০৯; وَٱلرَّٰسِخُونَ فِي ٱلۡعِلۡمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلّٞ مِّنۡ عِندِ رَبِّنَاۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ 'পক্ষান্তরে যারা জ্ঞান ও বিদ্যায় পারদর্শি লোক তারা বলে, আমরা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি, এসবই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে। আর সত্য কথা হল এটি যে, কোন জিনিস হতে প্রকৃত শিক্ষা কেবল জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরাই লাভ করে।' দ্র. আল কুর'আন, ০৩: ০৭

১২৪ وَعَدَٱللَّهُٱلَّذِينَآمَنُواۡمِنكُمۡوَعَمِلُواۡٱلصَّٰلِحَٰتِلَيَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡفِيٱلۡأَرۡضِكَمَاٱسۡتَخۡلَفَٱلَّذِينَمِنقَبۡلِهِم 'তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছ এবং সৎকর্ম করেছ, তাদের সাথে আল্লাহ্ অঙ্গীকার করছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে নিজ প্রতিনিধি করবেন যেমন তিনি প্রতিনিধি করেছিলেন পূর্ববর্তীদেরকে।' দ্র. আল কুর'আন, ২৪: ৫৫

১২৫ يَٰٓأَيُّهَاٱلَّذِينَآمَنُواۡلَاتَخُونُواۡٱللَّهَوَٱلرَّسُولَوَتَخُونُوٓاۡأَمَٰنَٰتِكُمۡوَأَنتُمۡتَعۡلَمُونَ 'হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.) এবং তোমাদের উপর ন্যস্ত পারস্পরিক আমানতের খিয়ানত করো না। নিশ্চয়ই তোমরা এর গুরুত্ব জানো।' দ্র. আল কুর'আন, ০৮: ২৭

১২৬ يَٰٓأَيُّهَاٱلَّذِينَآمَنُواۡٱتَّقُواۡٱللَّهَوَلۡتَنظُرۡنَفۡسٞمَّاقَدَّمَتۡلِغَدٖۖوَٱتَّقُواۡٱللَّهَۚإِنَّٱللَّهَخَبِيرُۢبِمَاتَعۡمَلُونَ 'হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ, আল্লাহ্কে ভয় করো এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন লক্ষ্য করে যে, আগামী দিনের জন্য সে কী সামগ্রীর ব্যবস্থা করে রেখেছে? আল্লাহ্কেই ভয় করতে থাকো, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তোমাদের সে সব কর্ম সম্পর্কে অবহিত যা তোমরা করছো।' দ্র. আল কুর'আন, ৫৯: ১৮

১২৭ আবদুস শহীদ নাসিম কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, Bmjvgx Rxeb-e¨e¯'vi tgŠwjK iƒc‡iLv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬; নেতৃত্ব নির্বাচনে নৈতিকতার প্রাধান্য না দেয়ার করুন পরিণতি স্বরণ করিয়ে দিয়ে সে আল্লাহ্ তা'আলা

Dhaka University Institutional Repository

সমাজকে আধুনিক ও উন্নত পর্যায়ে পৌঁছাতে হলে নাগরিকগণকে নেতৃত্ব বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই নৈতিকতার প্রাধান্য দিতে হবে।

### ৬.২.৫ সাধারণ নিয়ম-শৃঙ্খলার ভ্রুক্ষেপ না করা

আল কুর'আন নাগরিক কর্তৃক সংগঠিত যে সকল দুর্নীতির ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নাগরিক কর্তৃক 'আইন অমান্য করার প্রবণতা। সাধারণ নিয়ম-শৃঙ্খলার ভ্রূক্ষেপ না করে স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপনের মানসিকতা রাষ্ট্র ও সমাজ বিরোধী দুর্নীতি। অথচ একটি উন্নত সমাজ গঠনের জন্য সামাজিক শৃঙ্খলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি নাগরিকগণের 'আইন জানা, 'আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা এবং তা মেনে চলার মানসিক প্রস্তুতির উপর নির্বরশীল। এ কারণে ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে, জনসাধারণ অবশ্যই 'আইন জানবে, মানবে এবং এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে।[১২৮] এমনকি এ বিষয়ে পরস্পরকে সচেতন হতে সহায়তা করবে। একজন নাগরিক 'আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থা ও কর্তৃপক্ষকে সার্বিক সহযোগিতা করতেও বাধ্য থাকবে।

সরকার রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনগণের সার্বিক স্বার্থ, সামাজিক শৃঙ্খলা ও নাগরিকগণের প্রতিভার বিকাশ সাধন ইত্যাদি উদ্দেশ্যেই সাধারণত 'আইন প্রণয়ন ও তা কার্যকর করে থাকে। এ 'আইন জনগণ কর্তৃক শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে পালিত না হলে, সমাজ ও রাষ্ট্র অর্থহীন, বিশৃঙ্খল এবং অকার্যকর হয়ে পড়ে।[১২৯] আর ইসলাম কোন অবস্থাতেই তার নাগরিকগণের একটি অকার্যকর সমাজ ও রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে দেখতে চায়না।

আল কুর'আন মানুষকে যে কোন সংকটজনক পরিস্থিতিতেওপ্রচলিত সাধারণ নিয়ম মেনে সংকট উত্তোরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করে। সংকট যতো গভীরই হোক না কেন, ইসলাম কোন অবস্থাতেই সামাজিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার অনুমতি প্রদান করেনি। বরং এ ক্ষেত্রে কঠোর সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছে।[১৩০]'আইনের প্রতি অনুগত ও শ্রদ্ধাশীলতা তৈরির মাধ্যমে ইসলাম নাগরিকগণের এমনভাবে গড়ে তোলে যে, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে 'আইন ভঙ্গ করেন না। অনিচ্ছাকৃতভাবে কখনো কোন 'আইন প্রকাশ্যে বা গোপনে ভঙ্গ হয়ে গেলেও তার জন্য অনুতপ্ত হয়। অকপটে নিজের ভুল স্বীকার করে। এ ক্ষেত্রে শাস্তি বা ক্ষতিপূরণের প্রয়োজন হলে তা মেনে নিতে সম্মত থাকে। কারণ, সে বিশ্বাস করে প্রতিটি বিষয়ে মৃত্যুর পরও তাকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট জবাব দিতে হবে।[১৩১] সুতরাং সে পৃথিবীতে নিজেকে সেভাবেই পরিচালনা করে, যেন পরকালে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট জবাব দিতে পারে।

ইসলাম নাগরিকগণকে এমনভাবে গড়ে তুলতে চায়, যেন তারা ব্যক্তিগতভাবে 'আইন পালন করাই যথেষ্ট মনে না করে, পুরো সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায়'আইনের যথাযথ অনুশীলন এবং বাস্তবায়ন দেখতে

---

বলেন, ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ 'লাঞ্চনা, অপমান, দুরবস্থা আর অধঃপতন তাদের উপর চেপে বসলো এবং তারা আল্লাহ্‌র গযবে পরিবেষ্টিত হয়ে গেল।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ৬১

১২৮ সালাহউদ্দিন বাবর, i‡vó‡K AvBb gvb‡Z n‡e, https://www.dailynayadiganta.com, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ১২ মার্চ,২০১৭, Visited on, 10/03/2018

১২৯ জাহিদ হোসেন, ˆ`bw›`b Rxe‡b AvBb: †Kb Avcwb AvBb Rvb‡eb? ল' ইয়ারর্স ক্লাব, ২৯/১১/২০১৭, https://www.lawyersclubbangladesh.com, Visited on, 08/03/2018

১৩০ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ 'বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হত্যাকাণ্ডের চেয়েও গুরুতর অপরাধ।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ১৯১; এ প্রসঙ্গে আরো বর্ণিত আছে আল কুর'আন, ০২: ১৯৩; ০২: ২৭১; ০২: ২১৭; ০৮: ২৫; ০৮: ২৮০৮: ৩৯; ০৮: ৭৩; ৬০: ২৫

১৩১ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ۚ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ 'আর যেদিন আল্লাহ্ তাদের একত্রিত করবেন, তখন তারা অনুভব করবে তারা যেন ক্ষণিকের জন্য পারস্পরিক পরিচয় লাভ করতে পৃথিবীতে অবস্থান করেছিল। প্রকৃতপক্ষে বড়োই ক্ষতির সম্মুখিন সে সব লোকেরা যারা আল্লাহ্ও অনিবার্য সাক্ষাৎকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছিল।' দ্র. আল কুর'আন, ১০: ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

চায়। এ ক্ষেত্রে তারা অপর কেউ 'আইন ভঙ্গ করে কি না, সে বিষয়েও পূর্ণ সতর্ক থাকে এবং 'আইন পালনে সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন।[১৩২]সুতরাং একটি কল্যাণরাষ্ট্র গঠন করতে হলে নাগরিকগণকে অবশ্যই 'আইন ও সামাজিক শৃঙ্খলার প্রতি সর্বোচ্চ যত্নশীল হতে হবে। ইসলামে এ ক্ষেত্রে সামান্যতম অবহেলা বা অমনোযোগিতার কোন অবকাশ দেয়নি।

### ৬.২.৬ সুদ ওঘুষের বিষয়ে জড়িত হওয়া

আল কুর'আন কর্তৃক চিহ্নিত অপরাধের মধ্যে সুদ এবং ঘুষ অন্যতম। এ দু'টি দুর্নীতি একটি সমাজকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট। ইসলাম এ ব্যাপারে যথেষ্ট কঠোর নীতি অবলম্বন করেছে। এ পর্যায়ে সুদ এবং ঘুষের মত জঘন্য সামাজিক অনাচার সম্পর্কে ইসলামের কঠোর নীতি বিষয়ে আলোচনা করা হল।

### ৬.২.৬.১ সুদ

সুদ শব্দটিকে 'আরবিতে বলা হয় রিবা। বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে, বৃদ্ধি, বেশি, চড়া, বিকাশ ইত্যাদি। ইংরেজিতে বলা হয়, Interest.[১৩৩]পরিভাষায় ঋণ গ্রহণ বাবদ ঋণের পরিমাণের হিসাবে যে অতিরিক্ত লাভ দেয়া হয় তাকে সুদ বলে।[১৩৪]আল কুর'আনে বহু পাপের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে এবং সেগুলোর জন্য কঠোর শাস্তি ও ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। কিন্তু সুদের ন্যায় এতো কঠোর ভাষায় অন্য কোন পাপের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়নি।[১৩৫] এতে স্পষ্ট বুঝা যায় সুদ একটি সমাজকে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস জন্য কতো জঘন্য অবিচার, অনাচার ও দুর্নীতি।

সুদ কার্পণ্য, স্বার্থান্ধতা, হৃদয়হীনতা, নিষ্ঠুরতা, অর্থলিপ্সার মতো অসৎ বৈশিষ্ট্য মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে। এটি মানুষের মাঝে সহানুভূতি ও পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার সম্পর্ক ছিন্ন করে।[১৩৬] বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোত্রের মধ্যে শত্রুতার বীজ বপন করে। মানুষের মধ্যে ধন সম্পদ সঞ্চয় করে নিছক নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রবণতা সৃষ্টি করে। অর্থের অবাধ গতি ও আবর্তনেএটি বাধা দেয়। অর্থের গতিকে তার স্বভাবিক প্রকৃতি থেকে ঘুরিয়ে বিত্তবানদের দিকে কেন্দ্রীভূত করে। ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠি আরো হতদরিদ্র হয়ে পড়ে আর ধনিরা সম্পদ পুঞ্জিভূতকরণে আরো অপ্রতিরোধ্য এবং শোষণকারী হয়ে উঠে।[১৩৭]

সুদের মাধ্যমেসমগ্র দেশবাসীর কষ্টে অর্জিত সম্পদ একটি বিশেষ শ্রেণির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে যায়। এতে সমগ্র সমাজ অর্থনৈতিক অবিচারের মাধ্যমে চতুর্মুখী ক্ষতি ও চূড়ান্ত ধ্বংসের কবলে পতিত হয়। এটি কোন বিচারেই ন্যায্য হতে পারেনা। আল কুর'আন সকল অবস্থায় সুদের কারবারের সাথে

---

১৩২ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Bmjvgx ivRbxwZi fwgKv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

১৩৩ মোহাম্মদ আলি ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, †e½wj- Bswjk wWK‡kvbwi (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৮২৭

১৩৪ আহমদ শরীফ ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, msw¶ß evsjv Awfavb (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ৪র্থ মুদ্রণ, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৫৬৫

১৩৫ প্রফেসর ড. খুরশীদ আহমদ সংকলিত, আব্বাস আলী খান ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, অধ্যাপক শরীফ হোসাইন কর্তৃক সম্পাদিত, Bmjvgx A_bxwZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

১৩৬ মুফতি মুহাম্মদ ছালিমুল ওয়াহেদ, hw³i Av‡jv‡K m‡`i ÿwZ I AcKvixZv, আলোকিত বাংলাদেশ, ৩০ অক্টোবর ২০১৬ খ্রি., https://www.alokitobangladesh.com, visited on, 10/01/2018

১৩৭ নূরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, 'wi' we‡gvP‡b Bmjvg (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৪৪০; সাঈদ বিন আলী বিন ওয়াহাফ আল কাহতানি, অনু. আলী হাসান তৈয়ব, KiAvb nv`‡mi Av‡jv‡K m‡`i ÿwZ-AcKvi-Kcfve (রিয়াদ: ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ), https://www.islamhouse.com/p/191664, visited on, 02/04/2018

Dhaka University Institutional Repository

জড়িত হওয়াকে একটি অতি বড় সামাজিক অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে এর বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। একজন আস্থাশীল মুসলিম কোন অবস্থাতেই সুদের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারেন না। সুদকে সমর্থন করা, মেনে নেয়া এমনকি সুদের বিষয়ে সাক্ষী হওয়া[১৩৮] এসবই আল কুর'আনের দৃষ্টিতে নাগরিক পর্যায়ে সংঘটিত অর্থনৈতিক দুর্নীতি।

আল কুর'আন অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্যই সুদ নিষিদ্ধ করে ব্যবসাকে বৈধতা দান করেছে।[১৩৯] পুঁজিবাদী শ্রেণির শোষণ থেকে সমাজের সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্য, সামাজিক সম্প্রীতি ও সংহতি বজায় রাখার জন্য, বিনিয়োগে নিষ্ঠা ও উৎপাদনে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টির জন্য সুদের মতো জঘণ্য আর্থিক অনাচারের বিরুদ্ধে আল কুর'আন যে কঠোর নীতি ঘোষণা করেছে, তা শ্রদ্ধার সাথে অনুসরণ করে কারবার পরিচালনা করা প্রতিটি মানুষের উপর অপরিহার্য।[১৪০] আল কুর'আন ভোগ বিলাসে অন্ধ পুঁজিবাদী চরিত্র, অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মানুষকে মুক্ত করে তদস্থলে একটি সুবিচারপূর্ণ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা উপস্থাপন করেছে।[১৪১]

আল কুর'আনের এ অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় রয়েছে কৃপণতার পরিবর্তে বদ্যান্যতা, স্বার্থান্ধতার পরিবর্তে রয়েছে সহানুভূতি ও পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা। সুদের পরিবর্তে রয়েছে শর্তমুক্ত উত্তম ও কল্যাণকর বিনিয়োগ ব্যবস্থা, কর্য হাসানা, যাকাত ব্যবস্থা, দান, অনুদান ব্যবস্থা এবং ব্যাংকের পরিবর্তে রয়েছে বায়তুলমাল ব্যবস্থা, লাভ লোকসানের ভিত্তিতে অংশীদারী কারবার এবং উৎপাদন ব্যবস্থা।[১৪২]

### ৬.২.৬.২ ঘুষ

ঘুষ শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে উৎকোচ, অবৈধ সহায়তার জন্য প্রদত্ত গোপন পারিতোষিক। বদ করা, সত্য ও ন্যায়কে বদ করা অর্থে।[১৪৩]'আরবিতেঘুষকে 'রাশিন', ঘুষদাতাকে বলে 'রাশি' আর ঘুষ গ্রহীতাকে বলে 'মুরতাশি'।[১৪৪]ইংরেজিতে বলে A bribe, illegal gratification, to take or accept a bribe, to bribe, to grease ons'e plam; One who is given to taking bribes.[১৪৫]পরিভাষায় 'সুপারিশ করা, উপকার করা, বা যে কোন ধরনের স্বার্থ লাভের কারণে নির্ধারিত নয় এমন কোন হাদিয়া, উপঢৌকন, বখ্‌শিস, পুরস্কার, বা বিনিময় প্রদান এবং গ্রহণ করা ঘুষ বলে।[১৪৬] এক কথায় দায়িত্বপূর্ণ পদে থেকে দায়িত্ব পালন বা সেবা দেয়ার বিনিময়ে কারো নিকট থেকে বাড়তি কিছু আদায় করাকে বা নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে কিছু প্রদান করাকে ঘুষ বলে।

---

১৩৮ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, 'সুদ গ্রহণকারী, সুদ প্রদানকারী, সুদ লিপিবদ্ধকারী এবং সুদের সাক্ষী সকলেই সমান অপরাধী। তারা সকলেই অপভিশপ্ত।' দ্র. আল্লামা মুফতী সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান( রহ.), অনু. ড. খন্দকার আ. ন. ম. আব্দুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর, wdKûm mbwb Iqvj AvQvi (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ২০১০ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২৪২

১৩৯ أَحَلَّاللَّهُالْبَيْعَوَحَرَّمَالرِّبَ 'আল্লাহ্ বৈধ করেছেন ক্রয়-বিক্রয় এবং অবৈধ করেছেন সুদ।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ২৭৫; মু. আযীযুল হক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, Avj KiAv‡b A_bxwZ (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০০৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৫৮৬

১৪০ প্রফেসর ড. খুরশীদ আহমদ সংকলিত, আব্বাস আলী খান ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, অধ্যাপক শরীফ হোসাইন কর্তৃক সম্পাদিত, Bmjvgx A_bxwZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬

১৪১ অধ্যাপক মোহাম্মদ মোশারফ হোসাইন, প্রবন্ধঃ A_‰bwZK wbivcËv I Bmjvg, নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, দারিদ্র বিমোচনে ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩

১৪২ নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, 'wi' we‡gvP‡b Bmjvg, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

১৪৩ আহমদ শরীফ ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, msw ÿß evsjv Awfavb, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১

১৪৪ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, AvaybK Avie-evsjv Awfavb (ঢাকাঃ রিয়াদ প্রকাশনী, ৩য় সংস্করণ, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৪১০

১৪৫ সুভাস ভট্টাচার্য, msm' †e½wj- Bswjk wWK‡kvbwi (কলকাতাঃ ৩য় সংস্করণ, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ৩৩৬

১৪৬ ইমাম হাফিজ শামসুদ্দীন যাহাবী (রহ.), অনু. আবু সাদেক মুহাম্মদ নুরুজ্জামান, wKZvej Kvev‡qi, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য আল কুর'আন যে সকল দুর্নীতি ও দুরাচারের বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে ঘুষ আদান প্রদান তার অন্যতম।এটি মানুষের লেনদেনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া নয়। ঘুষের মাধ্যমে অস্বাভাবিক সুযোগ লাভের আশায় একজন ব্যক্তি দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বাড়তি অর্থ বা সুবিধা প্রদান করে থাকে। এতে ঘুষদাতা নিজের প্রাপ্য নয় এমন কিছু নিজের জন্য গ্রহণ করে আর ঘুষ গ্রহীতা অন্যের স্বার্থ, আমানত ও অধিকার ঘুষদাতার হাতে তুলে দেয়। ফলে সমাজে সুবিচার, আমানদারি, বিশ্বস্ততা ও ন্যায় পরায়ণতা চরমভাবে বিঘ্নিত হয়।

ঘুষদাতা যদি কোন মুসলিমকে কষ্ট দেয়ার জন্য অথবা তার প্রাপ্য নয় এমন বস্তু বা সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য ঘুষ দেয় তবে তার উপর আল্লাহ্ তা'আলার অভিসম্পাত অবতীর্ণ হবে। ইসলামের নীতি অনুযায়ী সুদ ও ঘুষ সর্বাবস্থায় হারাম।[১৪৭] তা কাউকে কষ্ট দেয়ার জন্য হোক বা এর মাধ্যমে নিজের প্রাপ্য অধিকার আদায় করা উদ্দেশ্য হোক অথবা অবিচার বন্ধ করার জন্য হোক। কারণ ঘুষ নিজেই ভয়াভহ পর্যায়ের অবিচার। আর অবিচার দিয়ে কখনো কোন অবিচার দূর করা যায় না বরং অবিচারের স্বীকৃতি দেয়ার মাধ্যমে এর পরিধি আরো বিস্তৃত করা হয়।

### ৬.২.৭ যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা

প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ্য পুরুষ নাগরিকের উপর বাধ্যতামূলক। অরাজকতা, বিপর্যয় ও হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী অপশক্তির অনাচার থেকে অসহায় মানুষকে মুক্ত করার জন্য ইসলামি নীতি অনুযায়ী যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া প্রতিটি মুসলিম নাগরিকের জন্য অবশ্য কর্তব্য। অত্যাচারের বিলোপ সাধন করে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য যুদ্ধ যখন অবধারিত হয়ে যায় তখন এ থেকে পিছিয়ে আসা কোন অবস্থাতেই শোভনীয় নয়।[১৪৮] কারণ ধন, সম্পদ, সন্তান ও আত্মীয় স্বজনের মায়ায় যখন মানুষ সত্য ন্যায় সংরক্ষণের কাজে অবহেলা করে, সেটি তার ঈমান ও আধ্যাত্মিকতার দুর্বলতা। এ দুর্বলতা যখন কোন জাতির মধ্যে দেখা দেয় তখন তার মধ্যে মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, আত্মসম্মানের যাবতীয় চেতনা ও অনুভূতি সম্পূর্ণ বিলোপ হয়ে যায়। সে জাতি সত্য ন্যায়কে সমুন্নত রাখা তো দূরের কথা নিজেকেও সত্যের পথে প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারেনা। এ অবস্থায় সে জাতি হীনবল, হীনমন্যতা ও কাপুরুষতার বশে নিজ স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, শিক্ষা, সংস্কৃতি, 'আইন, ধর্মীয় ও নৈতিক মূলনীতিসমূহের উপর অচিলভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনা।[১৪৯]এমতাবস্থায়একটি জাতি শত্রুশক্তির আনুগত্য ও দাসত্ব করতে বাধ্য হয়।

আল কুর'আন একজন নাগরিকের আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ গঠনের জন্য যে সকল অপরাধ থেকে সাবধান করেছে তার আরেকটি কাপুরুষোচিত অপরাধ হচ্ছে যুদ্ধাবস্থায় পলায়ন করা। এটি নাগরিক কর্তৃক সংগঠিত দুর্নীতির অন্তর্ভূক্ত। রাষ্ট্র বা সমাজ কখনো বহিঃশত্রুর আক্রমনের কবলে পড়লে অথবা কোন পক্ষের বাড়াবাড়ির কারণে রাষ্ট্রব্যবস্থা হুমকির মুখে পড়লে, অথবা কোন বিশেষ গোষ্ঠী কর্তৃক মুসলিমগণ নির্যাতিত নিপীড়িত হলে সংঘবদ্ধ রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের অধীনে নাগরিকগণকে অবশ্যই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হবে।[১৫০] আল কুর'আনের দৃষ্টিতে যুদ্ধাবস্থায় সৈনিক এবং সাধারণ

---

১৪৭ হযরত 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা.) হতে বর্ণিত, 'ঘুষ গ্রহীতা ও ঘুষদাতা উভয়কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অভিশাপ দিয়েছেন।' দ্র. আল্লামা মুফতী সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান( রহ.), অনু. ড. খন্দকার আ. ন. ম. আব্দুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর, wdKûm mbwb Iqvj AvQvi, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৬৫; সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, Zvdmxi dx wh jwj †KviAvb, প্রাগুক্ত, খ. ০২, পৃ. ৩৭০

১৪৮ وَقَٰتِلُوا۟ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ'যারা তোমাদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয় তাদের সাথে তোমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করো। কিন্তু যুদ্ধ করতে গিয়ে সীমালংঘন করো না।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ১৯০

১৪৯ আকরাম ফারুক অনূদিত, Avj wRnv' (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৫৫

১৫০ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 'যুদ্ধ সংগ্রাম তোমাদের উপর ফার্‌জ করা হয়েছে, আর তা যদিও তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় মনে হচ্ছে, অথচ এটিই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহ্ই ভাল জানেন, তোমরা জাননা।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ২১৬

*Dhaka University Institutional Repository*

নাগরিক সকলেই ইসলামের পক্ষে একেকজন যোদ্ধা।[১৫১] এ ক্ষেত্রে কোনরূপ অবহেলা, অযুহাত ও অলসতা গ্রহণযোগ্য নয়। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে সকলকেই নিজের সর্বোচ্চ শক্তি সামর্থ নিয়ে যুদ্ধে এগিয়ে আসতে হবে।[১৫২]আল কুর'আনের দৃষ্টিতে যুদ্ধাবস্থায় সুস্থ্য সবল সকল পুরুষ নাগরিকই সৈনিক।

অসহায় নারী, শিশু আর বৃদ্ধ যারা আত্ম রক্ষায় বিশেষত নিজ নিজ ধর্ম ও বিশ্বাস রক্ষায় অসমর্থ, তাদের যাবতীয় নিরাপত্তা বিধান এবং সর্বত্র আল্লাহ্ তা'আলার 'আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তাঁর প্রতিনিধিত্বশীল সুবিচারপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠাই মুসলিমগণের যুদ্ধের প্রেরণা।[১৫৩]সুতরাং রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতির নিরাপত্তা বিধানে এবং তা রক্ষায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে যে যুদ্ধ তাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা প্রত্যেক নাগরিকের উপর অবশ্য কর্তব্য।

মুসলিম জনবসতি বা ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর শত্রু বাহিনী আক্রমণ করলে ধনী, দরিদ্র, আযাদ, গোলাম, নেতা, অনুসারী সকলের উপরই যুদ্ধ নামাজ রোযার মতোই ফার্‌জ হয়ে যায়।[১৫৪]এ ক্ষেত্রে সামান্যতম অবহেলার কোন সুযোগ নেই।[১৫৫]আল কুর'আনের দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত সম্পদ লাভ, আধিপত্য বিস্তার, সাম্রাজ্য বিস্তার, জাতিগত নিধন বা রাষ্ট্রীয় গৌরবের কারণে যুদ্ধ করার কোন অনুমতি নেই। ইসলামে ধর্ম প্রতিষ্ঠার নামে বিচ্ছিন্নভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা, ভীতিকর পরিবেশ তৈরি করা বা সন্ত্রাসবাদের কোন অবকাশ নেই। এ সমস্ত হচ্ছে যুদ্ধ বিষয়ক ইসলামি নীতি।

### ৬.২.৮ ধর্মীয় বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা

নাগরিকগণ নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মীয় বিধি-বিধান পালন করবে। ধর্মীয় বিষয়ে যে কোন ধরনের বাড়াবাড়ি ইসলামে নিষিদ্ধ।[১৫৬] মুসলিমগণ তাদের ঘোষণা অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলার উপর বিশ্বাস রেখে আল কুর'আনের আলোকে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর দেখানো পদ্ধতিতে নিজ জীবন ও কর্ম পরিচালনা করবে। এর বাইরে গিয়ে অন্যের উপর নিজের ধর্মমত জোর করে চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতা এবং অন্যের ধর্মকে অপমান করে প্রচারণা চালানো নীতি বিরুদ্ধ কাজ।[১৫৭] অন্যের উপাস্যকে গালাগালি করা, অন্যের উপাসনালয়ে হামলা করা বা ভীতি প্রদর্শন করা, এ সবই ধর্মীয় বাড়াবাড়ির

---

১৫১ সকল মুসলিমের প্রতি যুদ্ধের আদেশ করে বর্ণিত হয়েছে, تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ 'তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের উপর বিশ্বাস রাখো এবং নিজেদের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করে তাঁর পথে সংগ্রাম করো। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।' দ্র. আল কুর'আন, ৬১: ১১

১৫২ وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ 'ফিতনা ও অরাজকতা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাও।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ১৯৩; এ বিষয়ে আরো বর্নিত আছে, আল কুর'আন, ০৯: ১৪; ০২: ১৯০; ০৪: ৭৬; ০৯: ১২; ০৯: ৩৬; ০৯: ২৯; ০৯: ২৯; ৪৯: ০৯; ০৩: ১৯৫; ০৪: ৮৪

১৫৩ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, Zvdmxi dx whjwjj †KviAvb, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২০২

১৫৪ وَمِنۡهُم مَّن يَقُولُ ٱئۡذَن لِّي وَلَا تَفۡتِنِّيٓۚ أَلَا فِي ٱلۡفِتۡنَةِ سَقَطُواْۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُۢ بِٱلۡكَٰفِرِينَ 'তাদের মধ্যে এমনও আছে যে বলে আমাকে যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি দিন, আমাকে ফিতনায় ফেলবনে না। সাবধান তারা আসলে ফিতনার মধ্যেই পড়ে আছে। জাহান্নাম অবশ্যই এরূপ অস্বীকারকারীদের পরিবেষ্টন করবে।' দ্র. আল কুর'আন, ০৯: ৪৯

১৫৫ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبۡتَغُوٓاْ إِلَيۡهِ ٱلۡوَسِيلَةَ وَجَٰهِدُواْ فِي سَبِيلِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ 'হে বিশ্বাস স্থাপনকারী লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করবে, বিজয়ের উপকরণ অন্বেষণ করবে এবং আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করবে। আশাকারা যায় তোমরা সাফল্যমণ্ডিত হবে।' দ্র. আল কুর'আন, ০৫: ৩৫

১৫৬ لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 'দ্বিনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। সঠিক পথকে ভ্রান্ত পথ থেকে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এখন যে কেউ মানবসৃষ্ট মতবাদকে অস্বীকার করে এক আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পন করবে, সে সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও মজবুত হাতলটিই আঁকড়ে ধরবে, যা কখনো ভেঙ্গে যাবার নয়। আর আল্লাহ্ সব কিছু শুনেন এবং জানেন।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ২৫৬

১৫৭ আকরাম ফারুক অনূদিত, Avj wRnv', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭

Dhaka University Institutional Repository

কারণে নাগরিক কর্তৃক সংঘটিত দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত।[১৫৮] এসব থেকে বিরত থাকার জন্য ইসলামে কঠোর নির্দেশনা রয়েছে।

কোন স্বার্থের কারণে হোক বা কোন কারণ ছাড়াই হোক নিজের মনগড়া বক্তব্যকে ধর্মের নামে প্রচার করা এবং না জেনে বা আংশিক জেনে ধর্মের আলোচনা করা এগুলো ধর্মীয় বাড়াবাড়ি পর্যায়ের দুর্নীতি। বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রুপের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অথবা কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনের স্বার্থে ধর্মীয় বিষয়ে উস্কানি দেয়া, এটি ধর্মীয় বাড়াবাড়ি হওয়ায় অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক ধর্মীয় দুর্নীতি।[১৫৯] নিজের স্বার্থ বিবেচনায় অথবা সহজবোধ্য হওয়ায় ইসলামের নির্দেশসমূহ হতে কতিপয় মেনে নেয়া, আর কতিপয় মেনে না নেয়া অথবা সেগুলোকে কঠিন বা অসম্ভব মনে করে অনুশীলন ও বাস্তবায়ন অযোগ্য ভাববার প্রবণতা ধর্মীয় বাড়াবাড়ির অন্তর্ভুক্ত।[১৬০] অধিক কল্যাণের আশায় অথবা জনগণকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে ইসলামি আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে নতুন কিছু সংযোজন প্রচেষ্টা, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) করেন নি বা বলেন নি, এমন কিছু ধর্মীয় বাড়াবাড়ির পর্যায়ে নাগরিক কর্তৃক সংঘটিত দুর্নীতি। [১৬১]

এ ছাড়াও নাগরিক কর্তৃক সম্ভাব্য যে সকল দুর্নীতির বিষয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে তা হচ্ছে- দু'জন ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ ঘটাবার চেষ্টা করা।আড়ি পেতে অন্য লোকের গোপন কথা শোনা। আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারিত তাকদিরকে অস্বীকার করা। যে কোন বিষয়ে সীমালংঘন করা।প্রতিবেশীর সাথে দুর্ব্যবহার করা এবং মানুষের কাজে অযথা হস্তক্ষেপ করা।প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য অন্যকে না দেয়া।[১৬২]সালাতের জামা'আত অব্যাহভাবে পরিত্যাগ করা। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো সন্তুষ্টি কামনায় সম্পদ ব্যয় করা।[১৬৩] অসিয়ত দ্বারা উত্তরাধিকারীদের ক্ষতিগ্রস্ত করাইত্যাদি।নাগরিকগণের ব্যক্তিগত জীবনে আত্মশুদ্ধি অর্জন ও সামাজিক জীবনে নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করার জন্য আল কুর'আনে উল্লিখিত সকল প্রকার দুর্নীতি অবশ্যই মুক্ত থাকতে হবে। এক্ষেত্রে নাগরিক হিসেবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে যথাযথ ভূমিকা রাখতে হবে এবং রাষ্ট্র ও সমাজকে প্রয়োজনীয় অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

## ৬.৩ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দুর্নীতি

বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বেশি মাত্রায় দুর্নীতি সংঘটিত হয় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে। কারণ, রাষ্ট্র সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থা। ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক শক্তি সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি করে থাকে। অথচ যে কোন ধরনের দুর্নীতি প্রতিরোধ ও প্রতিকার করে করে তদস্থলে সুবিচার ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করাই হল তাদের দায়িত্ব। রাষ্ট্র পরিচালনা ও জনগণের আমানত রক্ষার ক্ষেত্রে সংঘটিত দুর্নীতিসমূহ নিম্নরূপ:

### ৬.৩.১ জনগণকে ধোঁকা দেয়া

---

১৫৮ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. মাওলানা করোমত আলী নিযামী, Bmjv‡g mvgwRK mwePvi (ঢাকা: ইসলামিয়া কুরআন মহল, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৩৬৮

১৫৯ মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল কাদেরী, mv¤ú'wqK m¤úxwZ iÿvq Bmjv‡gi wb‡'kbv, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৮ জানয়রি ২০১৬ খ্রি., https://bd-protidin.com, visited on, 07/02/2018

১৬০ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, Zvdmxi dx whjvwjj †KviAvb, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ১৫১

১৬১ ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপস, অনু. জমি তানভীর, সম্পা. ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী, mf¨Zvi msKU (ঢাকা: সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ৫৩

১৬২ এ সকল হীনমন্যতামূলক অপরাধ সম্পর্কে কঠোর সতর্কতা আরোপ করে وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ 'যারা ছোট খাট জিনিস অপরকে দিতে নিষেধ করে।' দ্র. আল কুর'আন, ১০৭: ০৭

১৬৩ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ 'যারা লোক দেখানোর জন্য ভাল কাজ করে।' দ্র. আল কুর'আন, ১০৭: ০৬

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব লাভ করা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এক পবিত্র ও সম্মানজনক আমানত। এজন্য রাষ্ট্রীয় কোন দায়িত্ব গ্রহণ করার পর জনগণকে ধোঁকা দিয়ে নিজের বা নিজ পছন্দের লোকদের স্বার্থে কোন কাজ করা আল কুর'আনের দৃষ্টিতে অত্যন্ত জঘন্য পর্যায়ের দুর্নীতি।[১৬৪] নির্বাচন পূর্ববর্তী সময়ে জনগণকে অবাস্তব উন্নয়নের অঙ্গীকার করা বা বাস্তবসম্মত অঙ্গীকার করে নির্বাচিত হওয়ার পর তা রক্ষা না করা। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার মনোভাব প্রকাশ করা এবং প্রশাসন থেকে সকল দুর্নীতি নির্মূল করার ঘোষণা দিয়ে নির্বাচিত হওয়ার পর নিজেরাই দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়া।[১৬৫] দ্রব্য মূল্যের নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়ন, 'আইনের শাসন, সকল নাগরিকের প্রতি সমতা প্রতিষ্ঠা, রাস্তাঘাট ও পুল কালভার্ট নির্মাণ, খাল খনন, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, ইয়াতিমখানা ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি চমকপ্রদ অঙ্গীকার করার পর তা সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়া রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে জনগণের সাথে ধোঁকা দেয়ার শামিল।[১৬৬]এসব রাজনৈতিক প্রোপাগাণ্ডা আল কুর'আনের দৃষ্টিতে দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত।

নিজেদের ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য জনগণকে ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করা। জাতীয় উন্নয়নের মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করে প্রোপাগাণ্ডা চালানো, বিরোধী পক্ষকে প্রতিহত করার জন্য মিথ্যা সংবাদ প্রবাহ,ইতিহাস বর্ণনাও রচনার ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ এ সবই রাষ্ট্রীয় দুর্নীতি।[১৬৭] নিজেদের সৎ প্রমাণের জন্য বিচার বিভাগের উপর কৌশলে হস্তক্ষেপ করা। নিজেদের অপরাধ আড়াল করার জন্য বিচার বিভাগকে ব্যবহার করা। 'আইন প্রণয়নে নিজেদের গোষ্টিগত স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া। 'আইনের অপব্যাখ্যা দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করা।[১৬৮] এসবই রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সংঘটিত দুর্নীতি যেগুলোর ব্যাপারে আল কুর'আন কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় টিকে থাকা বা ক্ষমতারোহনের জন্য নির্বাচন ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার অপকৌশল অবলম্বন করা বর্তমান সময়ে সবচেয়ে মারাত্মক আকার ধারন করেছে।[১৬৯] এছাড়া তথ্য গোপন করে নিজেদের পছন্দের লোককে রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কাজের ঠিকাদারী দিয়ে দেয়া।[১৭০] জনগণকে না জানিয়ে আভ্যন্তরীণ বা আন্তজার্তিক কোন গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া। রাষ্ট্রের সম্পদ জনগণের অগোচরে অন্যকোন শক্তিকে দিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া এবং রাষ্ট্রীয় বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে

---

১৬৪ মুফতি আহমদ আব্দুল্লাহ, 'bxZ cÖZ‡iv‡a Bmjvg, দৈনিক আমাদের অর্থনীতি, ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রি., https://www.amaderorthoneeti.com, visited on, 04/04/2018

১৬৫ বদিউর রহমান, e¨w³ †_‡K mvgwRK n‡q 'bxZ GLb ivóxq mgm¨v, দৈনিক যুগান্তর, ২০ অক্টোবর ২০১৬ খ্রি., https://www.jugantor.com,

১৬৬ প্রফেসর মোঃ আবু নসর, 'bxZi KviY I cÖZKvi, দৈনিক আমাদের সময়, ০৩ জানুয়ারি, ২০১৮ খ্রি., https://www.dainikamadersomoy.com, Visited on, 04/04/2018

১৬৭ আনিস রায়হান, ivR‰bwZK wg_¨vPv‡ii 'wjj '¯Ív‡eR, ইস্টিশন, ২৪ জানুয়ারি ২০১৫ খ্রি., https://www.istishon.com, visited on, 05/04/2018; ড. অরুন কুমার গোস্বামী, †'‡ki eZgvb ivRbxwZ I ivR‰bwZK wg_¨vPvi, দৈনিক যায়যায়দিন, ১৭ জানুয়ারি ২০১৫ খ্রি., https://jaijaidinbd.com, visited on, 05/04/2018; সতীর্থ রহমান, mZ¨ew'Zv I ivR‰bwZK wg_¨vPvi, যায়যায়দিন, https://jaijaidinbd.com, visited on, 05/04/2018

১৬৮ এমনেষ্টি বার্ষিক রিপোর্ট ২০১৮, wePvi wefv‡Mi Dci miKv‡ii n¯Í‡ÿc †e‡o‡Q, মানবজমিন, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রি., https://www.m.mzamin.com, visited on, 05/04/2018

১৬৯ কামরান রেজা চৌধুরী, evsjv‡'‡ki MYZ‡š¿i msKU: Îæ¤wUcY wbevPwb e¨e¯'v, ৮ মে, ২০১৫ খ্রি., https://www.benarnews.org, visited on, 03/04/2018

১৭০ গোলাম রহমান, 'bxZi nvjPvj, দৈনিক সমকাল, ২৪ ডিসিম্বও ২০১৪, https://www.samakal.com, visited on, 04/04/2018; আব্দুল গাফফার চৌধুরী, †'‡k mkvmb cÖZôvi Aš¿ivq †Kv_vq? দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ অক্টোবর, ২০১৫ খ্রি., https://www.ittefaq.com.bd, visited on, 02/04/2018

Dhaka University Institutional Repository

গোঁজামিলের আশ্রয় নেয়া রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সংঘটিতদুর্নীতির আওতাভুক্ত।[১৭১]ইসলামের দৃষ্টিতে জনগণের সেবক ও আল্লাহ্ তা'আলার আমানতদারি রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ এবং এর কর্মচারীগণ কোন অবস্থাতেই উক্তরূপ দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে না।

### ৬.৩.২ আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী বিচার মিমাংসা না করা

সকল বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রদর্শিত বিধান অনুযায়ী বিচার মিমাংসা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। মানুষের আত্মশুদ্ধি অর্জন ও নাগরিকগণের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করার জন্য আল কুর'আন যে সকল দুর্নীতি চিহ্নিত করে রাষ্ট্র, সরকার ও প্রশাসনকে তা থেকে বিরত থাকার বিষয়ে কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছে, নিজস্ব খেয়াল মতো মানুষের মধ্যে মিমাংসা করার প্রবণতা সেগুলোর অন্যতম। রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব লাভের পর আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী 'আইনপ্রণয়ন না করে নিজেদের খেয়াল মতো 'আইন ও বিধান প্রণয়ন করে সে অনুযায়ী জনগণের মাঝে মিমাংসা করা আরেকটি জঘন্য রাষ্ট্রীয় দুর্নীতি।[১৭২]এ ক্ষেত্রে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাদের মধ্যে তাঁর দেয়া বিধি-বিধান অনুযায়ী সকল বিষয়ের মিমাংসা করতে হবে।

রাষ্ট্র ও প্রশাসন আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত বিধান কার্যকর করার ব্যাপারে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ মাত্র। কোনভাবেই রাষ্ট্র বা প্রশাসনকে আল্লাহ্ তা'আলার বিধানের বাইরে মানুষকে শাসন ও পরিচালনার জন্য নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত বিধান প্রণয়নের স্বাধীনতা দেয়া হয়নি।[১৭৩] রাষ্ট্র ও তদ্বীয় প্রশাসন এ ক্ষেত্রে মোটেই সার্বভৌম নয় বরং নিরংকুশ সার্বভৌম আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিনিধি মাত্র।[১৭৪]আর প্রতিনিধি কর্তৃক মালিকের আদেশ কার্যকর না করে নিজস্ব চিন্তা কার্যকর করার প্রচেষ্টা যে কোন বিচারেই ভয়াবহ পর্যায়ের নীতি বিরুদ্ধ কাজ। এটি রাষ্ট্র ও প্রশাসন কর্তৃক সংঘটিত দুর্নীতি।

আল্লাহ্ তা'আলাই জগতসমূহের একমাত্র স্রষ্টা, নিয়ন্ত্রণকারী ও পরিচালক। তিনি মানব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় 'আইন ও বিধানদাতা। এ অধিকার কেবল তাঁর জন্যই সংরক্ষিত। সৃষ্টিজগত তাঁর, এর উপর আদেশ চালাবার অধিকারও কেবল তাঁরই রয়েছে।[১৭৫]তিনি নিজেই যদি কাউকে তাঁর দেয়া শিক্ষা ও বিধানের ভিত্তিতে আদেশ দেয়ার অনুমতি প্রদান করেন।[১৭৬]সে অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা

---

১৭১ ড. মুহাম্মদ আব্দুল মজিদ, ev‡RU weZK, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৩ জুন, ২০১৭ খ্রি., https://www.bd-pratidin.com, visited on, 01/04/2018; আবুল কাশেম হায়দার, c¯ÍvweZ ev‡RU: GKwU chv‡jvPbv, দৈনিক ইনকিলাব, ১০ জুন, ২০১৭ খ্রি.,https://www.dailyinqilab.com, visited on, 02/04/2018

১৭২ 'মানব জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে ও সকল অবস্থায় মানুষের রচিত যে কোন 'আইন ও বিধানের চেয়ে আল্লাহ্ তা'আলার 'আইন ও বিধানই শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, পরিপূর্ণ ও সুবিচারপূর্ণ। তা সর্বতোভাবে নিঃসংকোচ ও নিঃশর্ত মেনে নেয়া বা না নেয়ার উপর মানুষের ঈমান ও কুফ্র নির্ভরশীল। মেনে নিলে মু'মিন আর মেনে না নিলে কাফির। কারণ, এ ক্ষেত্রে 'আইন প্রণেতাগণ নিজেদের আল্লাহ্ তা'আলার চেয়েও সূক্ষ্মদর্শী ও প্রাজ্ঞ বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন।' দ্র. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. হাফেজ মুনরি উদ্দিন আহমদ, Zvdmxi dx whjvwjj †KviAvb, cv¸ ³, খ. ০৫, পৃ. ১১০

১৭৩ وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا 'আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়ার পর সে বিষয়ে কোন মু'মিন পুরুষ বা নারীর ভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয়ার কোন স্বাধীনতা নেই। যে কেউ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে অমান্য করবে, সে হবে সুস্পষ্ট বিপথগামী।' দ্র. আল কুর'আন, ৩৩: ৩৬

১৭৪ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Avj KiAv‡b ivó I miKvi (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ৩য় প্রকাশ, ২০০০খ্রি.), পৃ. ৮৫; أَلَا لَهُ ٱلۡحُكۡمُ وَهُوَ أَسۡرَعُ ٱلۡحَٰسِبِينَ'তোমরা জেনে রাখবে সার্বভৌমত্ব কেবল আল্লাহ্রই, আর তিনিই হচ্ছেন সর্বাধিক দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।' দ্র. আল কুর'আন, ০৬: ৬২

১৭৫ أَلَيۡسَ ٱللَّهُ بِأَحۡكَمِ ٱلۡحَٰكِمِينَ 'আল্লাহ্ কি সকল আদেশদাতার তুলনায় অধিক ভালো আদেশদাতা নন?' দ্র. আল কুর'আন, ৯৫: ৮; وَهُوَ خَيۡرُ ٱلۡحَٰكِمِينَ 'প্রকৃতপক্ষে তিনিই সর্বোত্তম বিচার মিমাংসাকারী।' দ্র. আল কুর'আন, ০৭: ৮৭

১৭৬ إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ'আমরা তোমার প্রতি বাস্তবতার নিরিখে এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি, আল্লাহ্র সুবিচার নীতির ভিত্তিতে বিচার মিমাংসা করতে পারো।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ১০৫

Dhaka University Institutional Repository

কর্তৃপক্ষ আদেশ দিতে পারবেন।[১৭৭]তা হবে মূল আদেশ দাতা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিনিধি ও দাস হিসেবে।

আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিনিধি ও দাস হিসেবে মানুষের উপর আদেশ প্রয়োগের ক্ষেত্রে দু'টি মৌলিক বিষয় অবশ্যই পরিপালিত হতে হবে। একটি হচ্ছে, আদেশ দেয়ার সার্বভৌম ক্ষমতা ও নিঃশর্ত অধিকার যে কেবল আল্লাহ্ তা'আলার, তা সকলকে প্রকাশ্যে এবং অকপটে স্বীকার করে নিতে হবে। অন্যটি হচ্ছে, যে কোন আদেশ দেয়া ও কার্যকর করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত সীমা মেনে চলতে হবে। 'আইন প্রণয়ন, আদেশ প্রদান ও কার্যকর করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বা প্রশাসনের কোন মৌলিক অধিকার নেই। আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লংঘন করে মানুষের উপর নিজের আদেশ প্রয়োগ করা আল কুর'আনের দৃষ্টিতে জনগণ এবং আল্লাহ্র অধিকারক্ষুণ্ন করার শামিল। রাষ্ট্র ও প্রশাসন কর্তৃক সংঘটিত এ ধরনের স্বেচ্ছাচারিতা অযৌক্তিক, অনভিপ্রেত এবং অনাকাঙ্খিত নীতি বিরুদ্ধ কাজ। এটি শুধু দুর্নীতিই নয় বরং অসংখ্য দুর্নীতির উৎস।

রাষ্ট্র ও প্রশাসন মানুষ কর্তৃক পরিচালিত হয়। আর মানুষের চিন্তা, অভিজ্ঞতা, ইচ্ছা, বাসনা, কামনা কোনটিই সন্দেহমুক্ত, সংশয়মুক্ত, আবেগমুক্ত, রাগমুক্ত, বিরাগমুক্ত, ব্যক্তি ও গোষ্ঠিস্বার্থ মুক্ত সর্বজনীন এবং নির্ভুল হতে পারেনা। নির্ভুল হতে পারে কেবল আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান ও বিধান। মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার বিধানকে পরিত্যাগ করে নিজ ইচ্ছা ও বাসনা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক আদেশ প্রয়োগ করলে এবং বিচার মিমাংসা করলে নিজ রাষ্ট্র ও প্রশাসনকেই আল্লাহ্র সার্বভৌম ক্ষমতার অংশীদার করা হয়।[১৭৮]সেক্ষেত্রে তারা আল্লাহ্র দাসত্বের পরিবর্তে নিজেদের কামনা বাসনার দাস হয়ে যায় এবং জনগণকে রাষ্ট্রের দাস হতে বাধ্য করে।

আল্লাহ্ তা'আলা নাবি এবং রাসূলগণকেও ('আ.) স্বীয় দাস এবং প্রতিনিধি হিসেবেই মানুষের মাঝে মিমাংসা করার দায়িত্ব দিয়েছেন। নাবি রাসূলগণেরও ('আ.) নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী বিধান প্রণয়ন বা মিমাংসা করার কোন অধিকার ছিলনা।[১৭৯]সাধারণ কোন রাষ্ট্র বা প্রশাসনের তো এরূপ অধিকার বা স্বাধীনতা লাভের প্রশ্নই আসেনা। কোন প্রশাসন যদি মানুষের উপর নিজ ইচ্ছা প্রয়োগের স্বাধীনতা লাভ করে, তাহলে তারা লোভ, মোহ, ক্ষোভ, ইর্ষা ইত্যাদি মানবিক দুর্বলতার কারণে বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে একেক রকম বিধান ও আদেশ দিয়ে বসবে। অতি সীমিত জ্ঞান, খণ্ডিত অভিজ্ঞতা, সংশয়পূর্ণ বিশ্লেষণ, সাময়িক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভাবাবেগের মাধ্যমে তারা যে ভুলের মধ্যে পতিত হবে, সেখান

---

১৭৭ يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ 'হে দাউদ, আমরা তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে পরম সত্যতাসহকারে আদেশ প্রয়োগ করো। নিজস্ব চিন্তা বাসনার অনুসরণ করো না। করলে সেটি তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যূত করে দিবে।' দ্র. আল কুর'আন, ৩৮: ২৬; এখানে হযরত দাউদ (আ.) নিজে সার্বভৌম আদেশ দাতা নন। বরং সার্বভৌম আদেশদাতা আল্লাহ্ তাআলা মনোনীত প্রতিনিধি হিসেবে শর্ত সাপেক্ষে আদেশ প্রয়োগ করবেন। দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Avj KiAv‡b ivó I miKvi, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

১৭৮ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Avj KiAv‡b ivó I miKvi,প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

১৭৯ إِنَّآ أَنزَلۡنَا ٱلتَّوۡرَىٰةَ فِيهَا هُدٗى وَنُورٞۚ يَحۡكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسۡلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلۡأَحۡبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِتَٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيۡهِ شُهَدَآءَۚ فَلَا تَخۡشَوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخۡشَوۡنِ وَلَا تَشۡتَرُواْ بِـَٔايَٰتِي ثَمَنٗا قَلِيلٗاۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ 'আমরা তাওরাত অবতীর্ণ করেছি, তাতে পথনির্দেশ ও আলোকর্তিকা, সকল নাবি যারা ছিলেন আল্লাহ্র প্রতি আত্মসমর্পণকারী তার ভিত্তিতে মিমাংসা করতো এবং এবং জ্ঞানিরাও তার ভিত্তিতে মিমাংসা করতো। কারণ, তাদের বানানো হয়েছিল আল্লাহ্র কিতাবের সংরক্ষণকারী এবং তারা এ কিতাবের স্বাক্ষী। সুতরাং মানুষকে ভয় পেয়ো না, আমাকে ভয় করো আর আমার আয়াতকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করো না। যারা আল্লাহ্র অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী মিমাংসা করেনা তারা কাফির।' দ্র. আল কুর'আন, ০৫: ৪৪; إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِۖ يَقُصُّ ٱلۡحَقَّۖ وَهُوَ خَيۡرُ ٱلۡفَٰصِلِينَ 'চূড়ান্ত আদেশ দেয়ার অধিকার কারোই নেই, আছে কেবল আল্লাহ্ তা'আলার। তিনি পরম সত্য কথা বলেন আর তিনিই হচ্ছেন সর্বোত্তম মিমাংসাকারী।' দ্র. আল কুর'আন, ০৬: ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

থেকে বেরিয়ে আসার আর কোন রাস্তা নিজেরাই খুঁজে পাবেনা।[১৮০]তাদের অব্যাহত ভুল গোটা রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংসের অতল গভীরে নিক্ষেপ করে ছাড়বে।

এমতাবস্থায় এটি শুধু রাষ্ট্র কর্তৃক সংঘটিত দুর্নীতিই থাকবেনা বরং রাষ্ট্র ও প্রশাসন কর্তৃক দুর্নীতির এমন উৎস তৈরি করা হবে যেখান থেকে কেবল দুর্নীতি, দুরাচার, অপরাধ, অপশাসন আর অরাজকতাই সৃষ্টি হবে। দুর্নীতি সমাজের প্রতিটি স্তরে ছড়িয়ে পড়বে এবং মানব সমাজ বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠবে। দুর্নীতি রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে অকার্যকর ও অকল্যাণকর বানিয়ে ছাড়বে। এটি কোন অবস্থাতেই কাম্য হতে পারেনা।

### ৬.৩.৩ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সম্পত্তির অপব্যবহার করা

আল কুর'আনের আলোকে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করার জন্য রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা ও জনগণের সম্পত্তির অপব্যবহারমূলক দুর্নীতি থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করা আল্লাহ্ তা'আলার করুণা বিশেষ। এটি অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষাও বটে।[১৮১]এ ক্ষমতা লাভ করার পর তার অপব্যবহার করা এবং জনগণের আমানত ও অর্থ সম্পত্তির ব্যবহার ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কোনরূপ অনিয়মের আশ্রয় নেয়া রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা সংঘটিত দুর্নীতি। এরূপ অপরাধ কেবল দুর্নীতিই নয় বরং আরো বহু দুর্নীতির উৎসস্থল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা করেন তাদেরকে মানুষের উপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা দান করেন। আবার যখন ইচ্ছা করেন, এ ক্ষমতা কেড়ে নেন।[১৮২] তিনি যাকে ইচ্ছা করেন ক্ষমতা দানের মাধ্যমে অথবা ক্ষমতা ছাড়াই সম্মানিত করেন আবার যাকে ইচ্ছা করেন অপমানিত করেন।[১৮৩] সুতরাং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা স্থায়ী কোন বিষয় নয়।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করার পর সাধারণত ক্ষমতাবানরা নাগরিকগণের অধিকার ভুলে যায়। তাদের উপর ক্ষমতার দণ্ড প্রয়োগ করে অত্যাচার অবিচার করে। নিজেদের মনগড়া ও শোষণমূলক 'আইন কানুন চাপিয়ে দেয়।[১৮৪]নিজেদের লোকদের কোন অপরাধের সঠিকভাবে বিচার না করে সেটিকে আড়াল করার চেষ্টা করে। নিজেদের লোকদের চাকুরি এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ করে দেয়। রাষ্ট্রীয় অর্থ অপচয় করে ভোগবিলাসী জীবনযাপন করে। নিজেরা বিভিন্ন চালাকির আশ্রয় নিয়ে রাষ্ট্রীয় সম্পদ কুক্ষিগত করে। রাষ্ট্রীয় সম্পদকে নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পদের মতো যেভাবে ইচ্ছে সেভাবেই ব্যবহার করে। এ কারণে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সম্পদের অপব্যবহার মূলত সাধারণ কোন দুর্নীতি নয় বরং এ দু'টি দুর্নীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে অসংখ্য দুর্নীতির মাধ্যমে। রাষ্ট্র পরিচালনায় এর চেয়ে সীমালংঘন আর কিছু হতে পারে না।

---

১৮০ صُمٌّۢ بُكۡمٌ عُمۡيٌ فَهُمۡ لَا يَرۡجِعُونَ 'তারা বধির, বোবা, অন্ধ হয়ে পড়েছে, তাই তারা সঠিক পথে ফিরে আসতে পারবে না।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ১৮

১৮১ وَلَنَبۡلُوَنَّكُمۡ حَتَّىٰ نَعۡلَمَ ٱلۡمُجَٰهِدِينَ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَنَبۡلُوَاْ أَخۡبَارَكُمۡ'আমরা অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করবো, যতোদিন বাস্তবে তোমাদের মধ্যে সংগ্রাম এবং ধৈর্যে অবিচল থাকার বাস্তবতা স্পষ্ট না হবে। এ জন্য আমরা তোমাদের পরীক্ষা করি।' দ্র. আল কুর'আন, ৪৭: ৩১

১৮২ কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ পানীপথী (রহ.), অনু. মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল হাই ও অন্যান্য, সম্পা. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক ও অন্যন্য, Zvdmx‡i gvhnvix, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০

১৮৩ এটি পৃথিবীতে বা পরকালে কিংবা উভয় স্থলেই হতে পারে। পৃথিবীতে সাহায্য, বিজয় ও ক্ষমতা দানের মাধ্যমে সম্মানিত করতে পারেন আবার পরাজিত, লাঞ্চিত, নিস্পেষিত ও বঞ্চিত করে অপমানিত করতে পারেন। পরকালে নাজাত দানের মাধ্যমে সম্মানিত বা শাস্তি দেয়ার মাধ্যমে অপমানিত করতে পারেন। কোন অবস্থাতেই কেউ তাঁর সিদ্ধান্তে বাধা দিতে পারে না। দ্র. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, Zvdmxi dx wh jwj j †KviAvb, প্রাগুক্ত, খ. ০৩, পৃ. ৬৯

১৮৪ প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২২৭

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতাপ্রাপ্ত সকল কর্তৃপক্ষের উচিত এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার বিধান মনে রেখে প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা। আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত ক্ষমতাকে মানুষের সেবা করার সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করা। নিজেদেরকে অতি সাধারণ সেবক মনে করে আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া বিধি-বিধান মোতাবেক মানুষের মাঝে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করা এবং তাদের অর্থ সম্পদের সঠিক ব্যবহার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। নাগরিকের সম্পদ ও নিরাপত্তার ব্যাপারে সবসময় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট জবাবদিহিতার ভয়ে ভীত থাকা এবংজনগণের কল্যাণ সাধনে সবসময় আন্তরিক তাড়না অনুভব করা রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত।

### ৬.৩.৪ মুসলিমগণের মধ্যে সালাত ও যাকাত প্রতিষ্ঠা না করা

আত্মশুদ্ধি অর্জন ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করার জন্য আল কুর'আন রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে, মুসলিম নাগরিকগণের মধ্যে সালাত ও যাকাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আল কুর'আনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই হচ্ছে মুসলিম নাগরিকগণের মধ্যে সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত ব্যবস্থা কার্যকর করা, ন্যায় কাজের আদেশ করা এবং সকল অন্যায় কাজ বন্ধ করা।[১৮৫]এটি রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র অবহেলা, অবজ্ঞা, অযুহাত প্রদর্শন বা ভিন্ন চিন্তা করার কোন সুযোগ নেই।

আল কুর'আনের বক্তব্য অনুযায়ী যারা আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাহায্যকারী এবং তাঁর সাহায্য লাভের প্রত্যাশি তাদের দায়িত্ব হচ্ছে যখন পৃথিবীতে তাদের রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতা দান করা হয় তখন তারা ব্যক্তিগত জীবনে যেমন অপরাধ ও দুষ্কৃতি থেকে দূরে থাকবে, তেমনি আত্মম্ভরীতা ও অহংকারের শিকার না হয়ে নিজ প্রশাসনিক সীমায় নাগরিকগণের মধ্যে সালাত প্রতিষ্ঠা করবে। ধন সম্পদের প্রাচুর্যে বিলাসিতা ও প্রবৃত্তি পুঁজায় লিপ্ত না হয়ে নির্ধারিত নিয়মে যাকাত আদায় করে তা নির্ধারিত খাতে ব্যয় করবে। প্রশাসনকে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যবহার করবে। রাষ্ট্রীয় শক্তিকে সকল ধরনের অন্যায় ও অসৎ কাজ নির্মূল করার জন্য ব্যয় করবে।[১৮৬]এ দায়িত্ব পালন করা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের উপর বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

ব্যক্তিগতভাবে সালাত আদায় করা যেমন প্রত্যেক মুসলিম নাগরিকের উপর অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব। তেমনি সমাজের প্রতিটি বিশ্বাসী নাগরিকের সালাতের জামা'আতে নিয়মিত উপস্থিতির বিষয়ে প্রশাসন দায়বদ্ধ। যদি রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ এ দায় এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে, তবে সেটি আল কুর'আনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র কর্তৃক সংঘটিত দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত হবে। রাষ্ট্র কোন অবস্থাতেই নাগরিকগণের সালাতের দায় এড়িয়ে যেতে পারেনা। যাকাতের বিষয়টিও অনুরূপ। নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের মালিকের জন্য নির্দিষ্ট মেয়াদে এবং নির্ধারিত হারে যাকাত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

প্রত্যেক মুসলিম নাগরিক ব্যক্তিগতভাবে নিজ সম্পদের সঠিক হিসাব কষে যাকাত পরিশোধ করতে বাধ্য। একইভাবে রাষ্ট্রকেও বাধ্য করা হয়েছে সক্ষম নাগরিকগণের যথাযথভাবে চিহ্নিত করে তাদের নিকট হতে পূর্ণ দায়িত্বশীলতার সাথে যাকাতের অর্থ আদায় করা। আদায়কৃত অর্থ আল কুর'আন নির্ধারিত খাতে ধারাবাহিক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যথাযথ আমানতদারি ও দায়িত্বশীলতার সাথে ব্যয় করা। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে যাকাত দাতার উপর নির্ভর করে বসে থাকার কোন সুযোগ নেই বরং কেউ

---

১৮৫ আবদুস শহীদ নাসিম ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত এবং সম্পাদিত, Bmjvgx ivó I msweavb (ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ২য় মুদ্রণ ২০০৪ ক্রি.), পৃ. ৪২০

১৮৬ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۗ 'এরা হচ্ছে সেসব লোক যাদেরকে আমরা পৃথিবীকে কর্তৃত্ব দান করলে তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তণ করবে, ন্যায় কাজের আদেশ দিবে এবং অন্যায় কাজ বন্ধ করবে ।' দ্র. আল কুর'আন, ২২: ৪১

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত প্রদানে গড়িমশি করলে জোরপূর্বক তা আদায় করার জন্য রাষ্ট্রকে আদেশ দেয়া হয়েছে।[১৮৭] রাষ্ট্র ও তার প্রশাসন এ ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র অবহেলা করা মারাত্মক অপরাধ এবং রাষ্ট্রীয় দুর্নীতি। এ বিষয়ে কোনরূপ অবহেলা করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

১৮৭ আল্লামা মুফতি সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল উহসান, অনু. ড. খোন্দকার আ. ন. ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, wdKûm mbwb Iqvj AvQvi, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪১৯

Dhaka University Institutional Repository

## ৬.৩.৫ নাগরিকগণের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা না করা

আল কুর'আনের দৃষ্টিতে সকল মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার বান্দা। তারা সকলে একই পিতা মাতা হযরত ('আ.) ও হাওয়া ('আ.) এর সন্তান। এ হিসেবে সকল মানুষ রক্ত সম্পর্কীয় ভাই আর মুসলিমগণ পরস্পর দ্বিনি ভাই।[১৮৮]ইসলামের এ সাম্য[১৮৯] নীতি সমাজের সকল নাগরিকগণের মধ্যে সর্বস্তরে বাস্তবায়ন করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। মানুষ হিসেবে সকলে সমান অধিকার ও সুযোগ সুবিধা লাভ করবে। মুসলিমগণ তাদের সুনির্দিষ্ট দায়-দায়িত্বের কারণে সে সম্পর্কিত সুবিধা লাভ করবে অমুসলিমগণও একইভাবে তাদের দায়-দায়িত্বের সাথে সম্পৃক্ত সুবিধা লাভ করবে। তবে প্রত্যেক মানুষ সে মুসলিম হোক কিংবা অমুসলিম হোক, ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, দুর্বল বা সবল যাই হোক কিছু মৌলিক বিষয়ে সমান অধিকার লাভ করবে।[১৯০]মানুষের মাঝে এ সমান অধিকার নিশ্চিত করার ভার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের উপর ন্যস্ত।[১৯১]

রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রশাসন এ সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোনরূপ অবহেলা করলে সেটি গোটা রাষ্ট্র কাঠামো এবং মানবাধিকারের জন্য চরম হুমকি স্বরূপ। নাগরিকগণের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে রাষ্ট্রীয় আনুগত্য বিদ্রোহে রূপ নিতে পারে এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে দুর্বল করে দিয়ে শত্রু পক্ষের আক্রমণের জন্য সুযোগ করে দিতে পারে।এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ কোনভাবেই নিজেদের দায় এড়িয়ে যেতে পারেনা। রাষ্ট্রকে অবশ্যই আল কুর'আনের বিধান অনুযায়ী সকল নাগরিকের মৌলিক সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। নাগরিকের এ মৌলিক সমান অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রপক্ষের জন্য অপরিহার্য এবং এ ক্ষেত্রে কোন অবহেলা করা বা অযোগ্যতা প্রদর্শন করা আল কুর'আনের দৃষ্টিতে অবিচার এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের দুর্নীতি।

বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল সংবিধানে নাগরিকগণের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে।[১৯২] অবশ্য এ সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকা শক্তির আন্তরিকতা এবং সফলতা বিষয়ে অনেক প্রশ্ন রয়েছে।ইসলামে নাগরিকগণের মধ্যে মৌলিক অধিকারের সাম্য প্রতিষ্ঠায় যে কোন ব্যর্থতাকে দুর্নীতি ও অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করেছে।[১৯৩] সুসংগঠিত জাতি ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো বিনির্মাণের জন্য প্রকৃত মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এরূপ দুর্নীতি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। রাষ্ট্র নাগরিকগণের মধ্যে নিম্ন বর্ণিত চারটি বিষয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠা

---

১৮৮ يَٰٓأَيُّهَاٱلنَّاسُٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً 'হে মানব! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র সত্ত্বা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে আর তাদের দু'জনের মাধ্যমে বহু নর নারী পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেন।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ০১

১৮৯ সাম্যঃ ইংরেজিতে বলা হয়, equality; evenness; equipoise; equal/normal state, Similarity; similitude, balance; mental equilibrium, maintenance of balance/equilibrium. দ্র. মোহাম্মদ আলি ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, †e½wj- Bswjk wWK‡kvbwi, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১৮; সাম্য শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে we ১ সমদর্শিতা। ২ সমতা। ৩ সাদৃশ্য। ৪ ক্রোধাদিশূন্য নির্বিকার ভাব। রাষ্ট্রের সব লোকের জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সমান অধিকার থাকা। দ্র. আহমদ শরীফ ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, msw ÿ ß evsjv Awfavb, পৃ. ৫৫৯; সাম্য হচ্ছে মানুষে মানুষে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পারিবারিকভাবে সবাই সমান মর্যাদার অধিকারী। ইসলামই একমাত্র সাম্য মৈত্রি ও মানবতার দ্বারা বিশ্বভ্রাতৃত্বের আহবান জানিয়েছে। দ্র. অধ্যাপক দুদুল কান্তি বড়ুয়া, Bmjv‡g mvg¨bxZ, ২৮ জুলাই, ২০১৬, দ্র. https://www.ctgpost.com, visited on, 08/04/2018

১৯০ আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী ও অন্যান্য, সম্পা. অধ্যাপক এ.টি.এম. মুছলেহ উদ্দিন ও অন্যান্য, mxivZ wek‡Kvl (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯২

১৯১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

১৯২ আব্দুল মতিন খসরু, মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, MYcRvZš¿x evsjv‡`‡ki msweavb (ঢাকাঃ ৩১ মে ২০০০ খ্রি.), দ্বিতীয় ভাগ, অনুচ্ছেদ-১৯, পৃ. ৬

১৯৩ আল্লামা ইউসুফ কান্ধলভী (রহ.), অনু. মাওলানা আবদুল মতিন জালালাবাদী, হায়াতুস সাহাবা (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাইন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২১৬

Dhaka University Institutional Repository

করতে বাধ্য থাকবে। সেগুলো হচ্ছে, মৌলিক মানবাধিকার, সামাজিক সামষ্টিক ক্ষেত্রে সমঅধিকার, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সমঅধিকার এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সমঅধিকার।[১৯৪]

মৌলিক মানবাধিকার বলতে মানুষের জন্মগত অধিকার বুঝায়। মানবিক বিকাশ, বোধশক্তি, কর্মদক্ষতা ও নৈতিক গুণাবলির উন্নতি সাধনের জন্য সকল মানুষের জন্য সমান সুযোগ সুবিধা প্রদান করা রাষ্ট্রের অপরিহার্য দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে ন্যায় বিচারকে খর্ব করে কোন রকম পক্ষপাতমূলক আচরণ করা আল কুর'আনের দৃষ্টিতে দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত। মৌলিক মানবাধিকারের বিষয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। একটি হচ্ছে নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের সাথে সম্পৃক্ত অন্যটি 'আইনগত অধিকার ও নিরাপত্তার সাথে সম্পৃক্ত।[১৯৫]

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে জন্মগতভাবে নৈতিক মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। এটি মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ। মানুষ হিসেবে এখানে সকলের মর্যাদা ও অধিকার সমান। ধর্ম, বর্ণ, জাতি, গোষ্ঠি, অঞ্চল, ভাষা বা সংস্কৃতি কোন ভেদাভেদ মানুষের এ মৌলিক অধিকার হরণ করতে পারে না। আল কুর'আনের এ নীতি দর্শনের আলোকে পৃথিবীর সকল অঞ্চলের প্রতিটি মানুষের প্রতি সমান আচরণ নিশ্চিত করা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এটি হচ্ছে মানুষের নৈতিক উৎকর্ষ সম্পর্কিত সমঅধিকার।

সকল মানুষকে অত্যাচার অবিচার, বল প্রয়োগ, ভীতি প্রদর্শন, ক্ষতি সাধন ও হুমকি প্রদান থেকে নিরাপত্তা দান করা এবং 'আইনগত সুবিচারের মাধ্যমে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। 'আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে প্রতিটি মানুষের সুবিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও 'আইন বিভাগের জন্য অপরিহার্য।[১৯৬] এ ক্ষেত্রে যে কোন ধরনের অবহেলা বা পক্ষপাতিত্ব ইসলামের দৃষ্টিতে জঘণ্য অপরাধ।নাগরিকগণের'আইনগত ও বিচারিক সাম্য লাভের কয়েকটি মৌলিক দিক নিম্নে আলোচনা করা হল।

প্রতিটি মানুষের জীবনের নিরাপত্তা প্রদানে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। জীবন আল্লাহ্ তা'আলার এক মহা অনুগ্রহ। অতএব এ ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, অঞ্চল, ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত সকলের জীবনের মূল্য সমান এবং সকলের নিরাপত্তার ব্যাপারেই রাষ্ট্র সমভাবে দায়বদ্ধ।[১৯৭] মানুষের সম্পদ অর্জন ও সংরক্ষণের ব্যাপারে সাম্য প্রতিষ্ঠা করাও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। মানুষ নিজ জীবন ধারণের প্রয়োজনে বিভিন্ন বৈধ পন্থায় সম্পদ অর্জন করবে এবং তা 'আইনগত স্বাধীনতার ভিত্তিতে ব্যয় ও বাড়তি অংশ সংরক্ষণ করবে। এ ক্ষেত্রে কারো কোন জবরদস্তি বা হস্তক্ষেপ

---

১৯৪ আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী ও অন্যান্য, সম্পা. অধ্যাপক এ.টি.এম. মুছলেহ উদ্দিন ও অন্যান্য, mxiVZ wek‡Kvl, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

১৯৫ আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী ও অন্যান্য, সম্পা. অধ্যাপক এ.টি.এম. মুছলেহ উদ্দিন ও অন্যান্য, mxiVZ wek‡Kvl,প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

১৯৬ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি জনাব আব্দুল হামিদ বলেন, 'বাংলাদেশ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে পরিচিত রাষ্ট্রীয় সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সকল নাগরিক 'আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং 'আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। এ অবস্থায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো, সকল নাগরিকের 'আইনের আশ্রয় লাভের সুযোগ সৃষ্টি করা।' উদ্ধৃত, বাংলাদেশ নিউজ, এস.এস.জের. ২৭/০৪/২০১৬,https://www.bdn24.com, visited on, 10/04/2018

১৯৭ وَلَا تَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا 'আল্লাহ্ যে হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ 'আইনগত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করো না। কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে আমি এর প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি। কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে।' দ্র. আল কুর'আন, ১৭: ৩৩; এ প্রসঙ্গে আরো বর্ণিত আছে, আল কুর'আন, ০৫: ৩২; ০৪: ৯৩; ১৭: ৩১; ৮১: ৮৯

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণযোগ্য নয়।[১৯৮] রাষ্ট্র প্রতিটি নাগরিকের বিষয়ে সমান গুরুত্ব দিয়ে সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করবে।

সম্পদের নিরাপত্তা বিষয়ক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য আল কুর'আন ঘোষিত কয়েকটি মূলনীতি হচ্ছে, সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে বৈধএবং 'আইনগত নীতি অবলম্বন করতে হবে। ব্যয়ের ক্ষেত্রেও পরিকল্পিত নীতি অবলম্বন করার মাধ্যমে মিতব্যয়ী হতে হবে। অপচয়কারী, ভোগবিলাসি, আত্মকেন্দ্রীক, স্বার্থপর, নির্বোধ ও দুর্নীতিগ্রস্তব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট অর্থ সম্পদ বিষয়ক কোন দায়িত্ব অর্পণ করা যাবে না। কোন অবস্থাতেই কারো সম্পদ বে 'আইনিভাবে দখল করা যাবে না। চুরি, ডাকাতি, ঘুষ, ঠকবাজি ও যে কোন পর্যায়ের দুর্নীতির দণ্ড বিধান কার্যকর করতে হবে। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে কারো কোন সম্পদ অধিগ্রহণ করতে হলে অবশ্যই উপযোক্ত মূল্য পরিশোধ করতে হবে।[১৯৯] এ সকল নীতি বাস্তবায়ন করলে সম্পদের মালিকানায় নিরাপত্তা বিষয়ক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষায় সাম্য প্রতিষ্ঠা করা এটিও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। নাগরিকগণের সুন্দর , সুশৃঙ্খল, রুচিসম্মত ও নিরাপদ জীবন যাপনের জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও গোপনীয়তা রক্ষায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ে রাষ্ট্র দায়বদ্ধ। ইসলাম এ বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর নীতি গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর অর্পণ করেছে।[২০০] রাষ্ট্র মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা সংরক্ষণে কোনরূপ অবহেলা, অবজ্ঞা, অমনোযোগিতা বা ব্যর্থতার পরিচয় দিলে আল কুর'আনের দৃষ্টিতে এটি রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংঘটিত দুর্নীতির গণ্য হবে।

ইসলামে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংরক্ষণ এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রতিটি মানুষের জন্য সমভাবে এবং যথার্থরূপে সংরক্ষিত। কোন অপরাধের জন্য শাস্তি প্রযোজ্য হলে তা হবে কেবলঅপরাধ বিবেচনায়। অপরাধি ব্যক্তির ব্যক্তিগত পরিচয়, ক্ষমতা বা সম্মান বিবেচনায় অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করা ইসলামে ন্যায়সঙ্গত নয়। একই ধরনের অপরাধের জন্য একই পর্যায়ে শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে। তবে অপরাধের বিষয়ে কোন সংশয় থাকলে শাস্তি দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা, বস্তুনিষ্ঠতা, সততা, যৌক্তিকতা, ন্যায়পরায়ণতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত সাপেক্ষে সুবিচারপূর্ণ 'আইনের ভিত্তিতে সকলের জন্য সমান সুযোগ রেখে অপরাধের বিচার করতে হবে। মানুষের উচ্চ পর্যায়ের মানবীয় মর্যাদার কারণে শাস্তি প্রদান করাকে উদ্দেশ্য হিসেবে না নিয়ে বরং 'আইনের সঠিক চর্চার মাধ্যমে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠাকে উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।[২০১]

রাষ্ট্র মানুষের মানবিক সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করবে। দল, মত, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মৌলিক সম্মান ও অধিকারের ক্ষেত্রে সাম্যনীতি অবলম্বন করবে। কোন মানুষকে তার প্রাপ্য সম্মান ও অধিকার তেকে বঞ্চিত করা যাবে না। কোথাও কেউ বঞ্চিত হতে দেখলে রাষ্ট্র সেখানে হস্তক্ষেপ করে মানবিক সাম্যনীতি প্রতিষ্ঠা করবে। এটি ইসলামের বিধান। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ এবং তদ্বীয় প্রশাসন এ বিষয়ে কোনভাবেই দায়মুক্ত নয়। সমাজের সকল স্তরে এবং সর্বপর্যায়ে সাম্য প্রতিষ্ঠায় যে কোন ধরনের

---

১৯৮ এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে বর্ণিত হয়েছে, وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا 'তোমরা ভাল জিনিসের সাথে মন্দ মিশাবে না এবং তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদ মিশিয়ে গ্রাস করো না। নিশ্চয়ই এটি বড় অপরাধ।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ০২; এ বিষয়ে কঠোর সতর্ক করে আরো বর্ণিত হয়েছে, আল কুর'আন, ০৪: ০৫; ১৭: ২৯; ০২: ১৮৮; ৫৭: ০৭; ০৪: ০৭; ০৪: ০৯

১৯৯ আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী ও অন্যান্য, সম্পা. অধ্যাপক এ.টি.এম. মুছলেহ উদ্দিন ও অন্যান্য, mxiZ wek‡Kvl, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৭৭

২০০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

২০১ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا 'নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের জন্য বাহন দান করেছি, উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছি এবং আমি যা সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।' দ্র. আল কুর'আন, ১৭: ৭০

Dhaka University Institutional Repository

অনিয়ম, অবহেলা, অবজ্ঞা, অমনোযোগিতা, অসহোযোগিতা, ব্যর্থতা বা অপারগতা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সংঘটিত দুর্নীতির আওতাভুক্ত। এ পর্যায়ের দুর্নীতি মূলত মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। ইসলাম এর চির অবসান করে মানুষের প্রকৃত সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায়সব সময় দৃঢ় প্রত্যয়ী প্রশাসন দেখতে চায়।

### ৬.৩.৬ ভিন্নমতের নাগরিকগণের উপর অত্যাচার করা

বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় ভিন্নমতের মানুষের উপর অবিচার, অত্যাচার, শোষণ ও নিপীড়ন দিন দিন বেড়েই চলছে। একটি রাষ্ট্রে বহু মানুষ বসবাস করে। রাষ্ট্রে বসবাসরত বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, চিন্তা, চেতনা ও সংস্কৃতির মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি সুশৃঙ্খল এবং উন্নত রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে। রাষ্ট্র পরিচালনায় নাগরিকগণের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, ব্যবসায়িক, সাংস্কৃতিক ও সেবামূলক সংগঠন গড়ে উঠে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তির মতামত, চিন্তাধারা, কর্মসূচি ও কর্ম পদ্ধতি বিভিন্ন রকম হতে পারে। বিভিন্ন দল ও সংগঠনের আচরণ, বক্তব্য, চিন্তাধারা, কর্মসূচি ভিন্ন ভিন্ন হবে এটিই স্বাভাবিক। রাষ্ট্রে বিদ্যমান বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সাংস্কৃতিক সংগঠন, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম বা বিভিন্ন নাগরিক সরকারের বিভিন্ন কাজের সমালোচনা করবেন, এটি একেবারেই স্বাভাবিক। একটি জবাবদিহিমূলক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার জন্য এটি অপরিহার্যও বটে। এ ক্ষেত্রে সমালোচনা বা বিরোধিতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করে তাদের উপর বিভিন্নভাবে অত্যাচার করা, হয়রানি করা, ভয় ভীতি প্রদর্শন করা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সংঘটিত ভয়াবহ দুর্নীতি। আল কুর'আন এরূপ দুর্নীতি বিষয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

আল কুর'আন কোন অবস্থাতেই রাষ্ট্র বা সরকার কর্তৃক জনগণের অত্যাচারিত হওয়ার বিষয়টি এড়িয়ে যায় নি।[২০২] অত্যাচারি শক্তির নিকট মানুষকে জিম্মি হতে দিয়ে কেবল কিছু ব্যক্তিগত সংশোধনের উপদেশ দিয়ে দায়িত্ব ক্ষান্ত করেনি। বরং অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবেতিনটি কঠোর ও বৈজ্ঞানিক পন্থাই সমান্তরালভাবে প্রয়োগ করেছে। প্রথমটি হচ্ছে একটি ন্যায়নিষ্ঠ, উদার, মানবতাবাদী সমস্ত মানুষের জন্য কল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে পৃথিবীর ইতিহাসে অনুসরণীয় বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।[২০৩] দ্বিতীয়টি হচ্ছে রাষ্ট্রশক্তিকে অন্যায় অবিচার থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছে।[২০৪] সর্বশেষ অত্যাচারি রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম এবং প্রয়োজেন সশস্ত্র যুদ্ধের আদেশ দিয়ে ভাল সরকার গঠনের উদ্যোগকে বাধ্যতামূলক করেছে।[২০৫]

আল কুর'আন অবিশ্বাসী ও আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি বিদ্রোহী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংগ্রাম করা যেমনি বাধ্যতামূল করেছে তেমনি নির্যাতিত মুসলিমগণকে রক্ষার জন্য অত্যাচারি সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাও বাধ্যতামূলক করেছে। ইসলামের নীতি অনুযায়ী মুসলিমগণ সংগ্রাম করে মানুষের

---

২০২ وَلَا تَحۡسَبَنَّ ٱللَّهَ غَٰفِلًا عَمَّا يَعۡمَلُ ٱلظَّٰلِمُونَۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمۡ لِيَوۡمٖ تَشۡخَصُ فِيهِ ٱلۡأَبۡصَٰرُ مُهۡطِعِينَ مُقۡنِعِي رُءُوسِهِمۡ لَا يَرۡتَدُّ إِلَيۡهِمۡ طَرۡفُهُمۡۖ وَأَفۡـِٔدَتُهُمۡ هَوَآءٞ 'অত্যাচারির কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে আল্লাহ্কে উদাসীন মনে করো না। তিনি তাদের অবকাশ দিচ্ছেন সে দিন পর্যন্ত যেদিন তাদের দৃষ্টি স্থির হয়ে যাবে। সেদিন হতবিহ্বল হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা ছুটোছুটি করবে। তাদের দৃষ্টি নিজেদের দিকে ফিরবেনা। তাদের অন্তর থাকবে উদাসীন।' দ্র. আল কুর'আন, ১৪: ৪২-৪৩

২০৩ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Avj-KziAv‡b ivó I miKvi, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

২০৪ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظۡلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبۡغُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ 'যারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং যারা পৃথিবীর মধ্যে অপরাধ করে তারা দোষী। তাদের জন্য কষ্টকর শাস্তি রয়েছে। দ্র. আল কুর'আন, ৪২: ৪২; إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا وَٱنتَصَرُواْ مِنۢ بَعۡدِ مَا ظُلِمُواْۗ وَسَيَعۡلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَيَّ مُنقَلَبٖ يَنقَلِبُونَ 'অত্যাচারীরা শীগ্রই জানবে ওদের গন্তব্যস্থল কোথায়?' দ্র. আল কুর'আন, ২৬: ২২৭

২০৫ قَٰتِلُوهُمۡ يُعَذِّبۡهُمُ ٱللَّهُ بِأَيۡدِيكُمۡ وَيُخۡزِهِمۡ وَيَنصُرۡكُمۡ عَلَيۡهِمۡ وَيَشۡفِ صُدُورَ قَوۡمٖ مُّؤۡمِنِينَ 'তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, আল্লাহ্ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দিবেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন আর তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং মু'মিনগণের হৃদয়কে নিরাময় করে দিবেন।' দ্র. আল কুর'আন, ০৯: ১৪; মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.) ও মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহ.), অনু. মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম, Zvdmx‡i Dmgvbx (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি.). খ. ১, পৃ. ৩৬২

*Dhaka University Institutional Repository*

মুক্তির জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশিত পথ ও পন্থায় আর আল্লাহ্ বিদ্রোহীরা যুদ্ধ সংগ্রাম করে শয়তানের প্ররোচণায় শক্তি ও সম্পদ প্রাপ্তির নেশায়।[২০৬]এসকল আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় রাষ্ট্র ও প্রশাসন কর্তৃক জনগণের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে আল কুর'আনের নীতি অত্যন্ত কঠোর।

এছাড়াও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের পরিমণ্ডলে আরো অনেক দুর্নীতি সংঘটিত হয়। তবে উল্লিখিত দুর্নীতিসমূহ অন্যান্য সকল দুর্নীতির মূল কারণ। আল কুর'আনে যতো দুর্নীতির বর্ণনা দিয়ে সেগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে তার বেশিরভাগ দুর্নীতিরই উৎসস্থল এবং আশ্রয় স্থল হচ্ছে রাষ্ট্রব্যবস্থা। কারণ পৃথিবীতে রাষ্ট্রই একমাত্র সংস্থা জনগণের উপর সব সময় যে কোন ধরনের প্রভাব বিস্তার করতে পারে। প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিজের ইচ্ছাকে কার্যকর করতে পারে। রাষ্ট্র যেভাবে চাইবে সেভাবে শিক্ষা বিস্তার, প্রচারণা, নির্দেশনা প্রদান ও 'আইন প্রণয়নের মাধ্যমে জনগণের মন মানসিকতা ও চিন্তা চেতনা গঠন করতে পারে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন 'আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ এবং সকল ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠন করতে পারে। এ কারণে কোন সমাজে দুর্নীতি বিস্তারের জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থাই সবচেয়ে বেশি দায়ী। সে দুর্নীতি ব্যক্তি পর্যায়ে হোক, নাগরিক হিসেবে হোক কিংবা ধর্মীয় বা রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে হোক, রাষ্ট্র এর দায় থেকে কোনভাবেই মুক্ত থাকতে পারে না।[২০৭] এজন্য দুর্নীতি প্রতিরোধ ও প্রতিকার করতে হলে রাষ্ট্রকেই সবার আগে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

## ৬.৪ আল কুর'আনের আলোকে দুর্নীতি রোধ ও প্রতিকার

ইসলাম দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য শুধু শাস্তির ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং কেউ যেন দুর্নীতি করতে না পারে সেজন্য যুগোপযোগী ও কার্যকর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। উপদেশ দান, শাসন, তিরস্কার, মনোভাব গঠন ইত্যাদি সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণকরেছে। এ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

### ৬.৪.১ ইসলামি শিক্ষা ও আদর্শের পূর্ণ বাস্তবায়ন

আল কুর'আনের আলোকে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের মধ্যে বিদ্যমান দুর্নীতি প্রবণতাকে প্রতিহত করা অত্যন্ত জরুরি। দুর্নীতির প্রতিরোধ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মধ্যে যে বাস্তবসম্মত কর্মসূচি উপস্থাপন করেছেন পৃথিবীর ইতিহাসে তার কোন তুলনা নেই। কেবলযথাযথভাবে ইসলামি শিক্ষা[২০৮]প্রদান ও আদর্শের পূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই দুর্নীতি সঠিকভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

ইসলামি শিক্ষা ও আদর্শ মানুষের মাঝে এ চেতনা সৃষ্টি করে যে, পৃথিবীর এ জীবনই শেষ নয় বরং মৃত্যুর পর মানুষকে আখিরাতের অনন্তজীবনে প্রবেশ করতে হবে। সেদিন সকলকে আল্লাহ তা'আলার দরবারে জীবনের প্রতিটি কর্মের হিসাব দিতে হবে।[২০৯] মূলতইসলামি শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত

---

২০৬ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّـٰغُوتِ فَقَـٰتِلُوٓا۟ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَـٰنِ كَانَ ضَعِيفًا'যারা বিশ্বাসস্থাপন করেছে তারা আল্লাহ্র পথে লড়াই করে আর যারা সত্য অস্বিকারকারী তারা শয়তানের পথে লড়াই করে। কাজেই তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। শয়তানের ষড়যযন্ত্র বড়োই দুর্বল।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ৭৬

২০৭ মোঃ বেলায়েত হোসেন, dyeËvq‡bi ivRbxwZ †_‡K †ewi‡q Avm‡Z n‡e, বাংলাদেশ নিউজ, ২২ অক্টোবর ২০১২ খ্রি., https://www.bangladeshnews.247.com, Visited on, 10/04/2018

২০৮ আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব, তাঁর গুণাবলির তত্ত্ব ও বাস্তবতা, বিশ্বলোকে সদা কার্যকর নিয়ম, বস্তু ও গুণাবলি এবং মানুষের কল্যাণে তার প্রয়োগ পদ্ধতি। সর্বোপরি নিজের বিশেষত্ব, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত, নিজের দায়িত্ব, কর্তব্য, জবাবদিহি সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা লাভ এবং বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে তা আত্মস্থ্য করে পূর্ণ বিকাশ লাভই হচ্ছে ইসলামি শিক্ষা।' দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, wkÿv mvwnZ¨ I ms¯‥wZ (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ৫ম সংস্করণ, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ৬৫

২০৯ ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفْوَٰهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ'আজ আমি তাদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি। তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা সাক্ষ্য দিবে যে, তারা পৃথিবীতে কী অর্জন করে এসেছে।' দ্র. আল কুর'আন, ৩৬: ৬৫

*Dhaka University Institutional Repository*

পরকালের প্রকৃত বিশ্বাস মানুষের জীবনে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে থাকে। যে ব্যক্তি পরকালে জবাবদিহিতায় বিশ্বাস করে সে কখনো দুর্নীতি করতে পারে না। ফলে তাদের মধ্যে লোভ সৃষ্টি হয়না। বস্তুত লোভই দুর্নীতির প্রধান কারণ।[২১০] কেননা মানুষ পৃথিবীতে দীর্ঘদিন ভোগ-বিলাসে নিমগ্ন থাকার জন্য দুর্নীতি করে থাকে। এ ক্ষেত্রে ইসলামেরশিক্ষা হচ্ছে, মানুষের জাগতিক জীবন হচ্ছে অতি সংক্ষিপ্ত এবং আখিরাতই হচ্ছে অনন্ত জীবন।[২১১]মানুষের মধ্যে এ চেতনাবোধ সৃষ্টি হলে সে অবশ্যই দুর্নীতি থেকে বিরত থাকবে।

সমাজ থেকে দুর্নীতি দূরীভূত করার জন্য প্রয়োজন সৎ, যোগ্য ও নির্ভীক ব্যক্তি। যারা কোনো মানুষের বা শাসনদণ্ডের ভয়ে নয় বরং আল্লাহ্ তা'আলার ভয় ও ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যাবতীয় দুর্নীতি প্রতিরোধ করবে। ইসলামি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা মুসলিমগণকে সে লক্ষ্যে গড়ে তোলার জন্য তাদের উপর কতকগুলো মৌলিক ও আনুষ্ঠানিক'ইবাদত আবশ্যক করেছেন। এ সকল 'ইবাদাতের মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতপক্ষেই আদর্শ মানুষে পরিণত হয়।[২১২]

আল্লাহভীরু ব্যক্তি অবশ্যই দুর্নীতিমূলক কাজ হতে দূরে থাকবে। এছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ সম্পর্কে বলেন, 'রোযা ঢাল স্বরূপ' যা তোমাদেরকে যাবতীয় অন্যায় কাজ হতে রক্ষা করে। কাজেই 'ইবাদাতের মাধ্যমে দুর্নীতির মতো অপকর্ম হতে বিরত থাকার মানসিকতা গড়ে তোলা যায়। মানুষকে দুর্নীতি হতে দূরে রাখার জন্য 'ইবাদাত পালন এক অব্যর্থ উপাদান। ইসলামে দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য জনগণকে হালাল হারামের দিক নির্দেশনামূলক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এজন্য ইসলাম হালাল বা বৈধ উপার্জনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে এবং হারাম উপার্জন বর্জন করার নির্দেশ দিয়েছে।[২১৩]সমাজের কোথাও দুর্নীতিসহ অন্যান্য অপরাধ সংঘটিত হতে দেখলে ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে, প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য ব্যক্তিগত এবংসমষ্টিগতভাবে তা বন্ধ করার চেষ্টা করা।[২১৪]

দুর্নীতির মাধ্যমে যে সমস্ত অপরাধ সংঘটিত হয় তার অধিকাংশই মানুষের অধিকার বিষয়ক। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে যোগ্য ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে অযোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদান, পদোন্নতি ও বাড়তি সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং স্বজনপ্রীতি ও অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ ইত্যাদি। এ সব ব্যাপারে ইসলামি শিক্ষা ও আদর্শ কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে মানুষের অধিকার যথাযথ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে।[২১৫]দুর্নীতির কারণ সম্পর্কে গবেষণায় দেখা গেছে, সম্পদের মোহ এবং উচ্ছাভিলাসী জীবনযাপনই দুর্নীতির অন্যতম প্রধান কারণ।

---

২১০ ইকবাল মাহমুদ, দুদক চেয়ারম্যান, mªk ÿ vB 'bxwZ cÖZ‡iv‡a gL¨ fwgKv iv‡L‡e, দৈনিক শিক্ষা, ২৮ জুলাই ২০১৬, https://www.dainikshiksha.com, visited on, 14/04/2018

২১১ এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, بَلْتُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَاوَٱلآخِرَةُخَيْرٌوَأَبْقَى 'বরং তোমরা পৃথিবীর জীবনকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছ। অথচ পরকাল অনেক উত্তম এবং চিরস্থায়ী।' দ্র. আল কুর'আন, ৮৭: ১৬-১৭

২১২ সালাতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, إِنَّ ٱلصَّلَواةَتَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِوَٱلْمُنْكَرِ'নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে যাবতীয় অন্যায় ও অশ্লীল কাজ হতে ফিরিয়ে রাখে।' দ্র. আল কুর'আন, ২৯: ৪৫; يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَآمَنُواكُتِبَعَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُكَمَاكُتِبَعَلَى ٱلَّذِينَمِنقَبْلِكُمْلَعَلَّكُمْتَتَّقُونَ 'রোযার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন, তোমাদের উপর রোযা ফার্য করা হচ্ছে যেমন ফার্য করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা আল্লাহ্ভীরু হতে পারো।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ১৮৬।

২১৩ فَكُلُوامِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُحَلالاًطَيِّباًوَٱشْكُرُواْنِعْمَةَ ٱللَّهإِنكُنْتُمْإِيَّاهُتَعْبُدُونَ 'আল্লাহ্ তোমাদের হালাল এবং পবিত্র যা দিয়েছেন তা হতে তোমরা আহার করো এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তোমরা কেবল তাঁরই 'ইবাদাত করো।' দ্র. আল কুর'আন, ১৬: ১১৪

২১৪ كُنْتُمْخَيْرَأُمَّةٍأُخْرِجَتْلِلنَّاسِتَأْمُرُونَبِٱلْمَعْرُوفِوَتَنْهَوْنَعَنِ ٱلْمُنْكَرِوَتُؤْمِنُونَبِٱللَّه'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, যাদের আবির্ভাব ঘটেছে মানুষের জন্য, তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অন্যায় ও দুর্নীতিমূলক কাজসমূহ প্রতিরোধ করবে। আর আল্লাহ্ তা'আলার উপর বিশ্বাস রাখবে।' দ্র. আল কুর'আন, ০৩: ১১০

২১৫ إِنَّ ٱللَّهَيَأْمُرُكُمْأَنتُؤَدُّوا ٱلأَمَانَاتِإِلَىٰ أَهْلِهَ 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা যেন আমানত তার হকদারকে প্রত্যার্পন কর।' আল কুর'আন, ০৪: ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ মৃত্যুর কথা এবং পরকালে জবাদিহিতার ভয় ভুলে দুর্নীতিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এজন্য আল কুর'আনে বারবার মৃত্যু ও পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে বলা হয়েছে, 'প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।'[২১৬]'পার্থিব ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করলে আল্লাহ্ মানুষকে ভালবাসেন। আর লোকের কাছে যা আছে তার লালসা পরিত্যাগ করলে, মানুষের আস্থা ও ভালবাসা অর্জন করা যায়।সমাজ থেকে দুর্নীতি দূর করার কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন মানুষকে সদুপদেশ প্রদান ও সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করা। এ জন্য ইসলামি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা উত্তম পন্থায় সদুপদেশের মাধ্যমে মানুষের চিন্তার পরিবর্তন ঘটাবার প্রয়াস গ্রহণ করেছে।[২১৭] অপরদিকে সম্পদের মোহ মানুষের স্বভাবজাত। এ মোহ সীমা অতিক্রম করলে অন্তর কলুষিত হয়ে পড়ে। ফলে সে অবৈধ সম্পদ অর্জনে ঝুঁকে পড়ে। আল্লাহ্র পথে ব্যয় করলে অর্থের মোহ দূরীভূত হয়ে পরকালমুখি চেতনাবোধ বৃদ্ধি পায়। ফলে অবৈধ সম্পদের লিপ্সা দূরীভূত হয়ে দুর্নীতির মোহ কেটে যায়। এজন্য আল কুর'আন ও হাদিসে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার জন্য বিভিন্নভাবে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।[২১৮]

সাধারণত মানুষ দ্রুত সম্পদ, সম্মান ও ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার জন্য দুর্নীতি করে থাকে। এ ক্ষেত্রে ইসলাম বিত্তশালীর চেয়ে বিত্তহীনের বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে মর্যাদার মাপকাঠি সম্পদ বা ক্ষমতা নয়। মানব সমাজে দৃশ্যমান যে খ্যাতি তাও কোন মানুষের প্রকৃত মর্যাদানয়।'[২১৯]বরং ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে যিনি যতবেশি আল্লাহ্ভীরু হিসেবে জীবন যাপন করেন, তিনি ততবেশি সম্মনিত ও মর্যাদাবান।'[২২০] ইসলামি শিক্ষার এ আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মানুষ সাধারণ সম্মান অর্জন ও সম্পদ লাভের পিছনে সময় নষ্ট না করে সত্যাশ্রয়ী হয়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠাকেই নিজের দায়িত্ব বলে মনে করে। সুতরাং এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, সমাজের সকল পর্যায় থেকে দুর্নীতি উচ্ছেদ করে তদস্থলে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসলামি শিক্ষা ও আদর্শের পূর্ণ বাস্তবায়ন একান্ত অপরিহার্য।

---

২১৬ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ আল কুর'আন, ০৩: ১৮৫

২১৭ ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের পথে প্রজ্ঞার সাথে এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে মানুষদেরকে আহবান করো। আর উৎকৃষ্ট যুক্তি প্রয়োগে তাদের মুকাবিলা করো।' দ্র. আল কুর'আন, ১৬: ১২৫

২১৮ এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ الخ 'যারা সোনা রূপা,ধন সম্পদ জমা করে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় তা খরচ করে না, তাদের আপনি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন। সেদিন ধন সম্পদ জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে। অতপর তা দিয়ে তাদের কপাল পাঁজর আর পিঠে দাগ দেয়া হবে। বলা হবে তোমরা যা কিছু নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে এখন তার স্বাদ গ্রহণ কর।' দ্র. আল কুর'আন, ০৯ ৩৪-৩৫

২১৯ প্রফেসর ড. খুরশীদ আহমদ সংকলিত, অনু. আব্বাস আলী খান ও অন্যান্য,Bmj vgx A_bxwZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

২২০ এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 'নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সেই আল্লাহ্র নিকট অধিক সম্মানিত যে অধিক আল্লাহভীরু।' দ্র. আল কুর'আন, ৪৯: ১৩

Dhaka University Institutional Repository

## ৬.৪.২ সর্বস্তরে চরিত্রবান নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা

আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য আল কুর'আন যে পথনির্দেশ প্রদান করেছে তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সমাজ থেকে অপরাধ ও দুর্নীতি সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করা। কোন সমাজ বা জাতিকে দুর্নীতি দুরাচার থেকে মুক্ত করে উন্নতি ও কল্যাণের পথে এগিয়ে নেয়ার জন্য সমাজের সর্বস্তরে সৎ, চরিত্রবান, ঈমানদার ও আমানতদার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য।[২২১]সমাজ ও রাষ্ট্রে নেতৃত্ব বাছাই করার জন্য প্রধানত যে বিষয়গুলো প্রাধান্য দিতে হবে তা হচ্ছে নেতৃত্বের দায়িত্ব একজন মুসলিমের উপর অর্পণ করতে হবে।[২২২] কারণ, একজন মুসলিম তার স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞ এবং ন্যায়পথে চলার বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ। নেতৃত্ব নির্বাচনে অবশ্যই নারীর চেয়ে পুরুষকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কারণ সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার উপযুক্ত সামর্থ, সাহস, দৃঢ়তা, শারীরিক শক্তি, মানসিক যোগ্যতা, ব্যক্তিত্ব ও দূরদর্শীতা দিয়েই আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন। এজন্য কেবল নেতৃত্বের দায়িত্ব পুরুষের উপরই অর্পণ করেছেন।[২২৩] নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে সুস্থ্য ও স্বাভাবিক মানসিকতা সম্পন্ন,পরিণত বয়সেরব্যক্তিকে বাছাই করে নিতে হবে।[২২৪] এছাড়া সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন কোন ব্যক্তির দ্বারা সম্ভব নয়।

তাকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের নাগরিক হতে হবে।[২২৫] এ ছাড়া রাষ্ট্র, সমাজ ও জনগণের প্রতি তার কোন মায়া মমতা এবং দায় দায়িত্ববোধ থাকবেনা। তাকে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত ও আমানতদার হিসেবে প্রমাণিত হতে হবে।[২২৬] এ ছাড়া রাষ্ট্রের সম্পদ ও জনগণের স্বার্থ মোটেই নিরাপদ নয়। তাকে জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে।[২২৭] অনভিজ্ঞ লোকের উপর নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পণ করা হলে দুর্যোগকালীন পরিস্থিতি সঠিকভাবে মোকাবিলার পরিবর্তে তিনি নিজেই আরো গভীর বিপর্যয়ের কারণ হয়ে উঠতে পারেন। দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে এমন লোকদের উপর যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে চলেন। প্রকাশ্য এবং গোপনে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার উপস্থিতি অনুভব করে তারা নিজের দায়িত্ব পালন করেন।[২২৮]

সমাজ ও রাষ্ট্রকে দুর্নীতি মুক্ত রাখতে হলে ভোগবিলাসী নন এবং প্রবৃত্তির অনুস্বরণ করেন না এমন ব্যক্তির উপর নেতৃত্ব অর্পিত হতে হবে। তিনিআল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের ভিত্তিতে তাঁর নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞার কথা স্বরণ রেখে সকল কাজ করবেন।[২২৯]তিনি পদ মর্যাদার লোভ রাখেন না এবং নেতৃত্ব পাওয়ার জন্য আকাঙ্খা পোষণ করেন না এজন্য চেষ্টা তদবিরও করেন না এমন ব্যক্তিকে নেতৃত্বের

---

২২১ ড. শাহ্ মো. আহসান হাবীব, †hvM¨ I ‘ÿ †bZZ c‡qvRb, বনিক বার্তা, ১২ মে ২০১৬, https://www.bonikbarta.com, visited on, 18, 04/2018

২২২ يَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَوَأَطِيعُوا الرَّسُولَوَأُولِىالأَمْرِمِنْكُم ‘হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ, তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহ্র, তাঁর রাসূলের এবং সে লোকদের যারা তোমাদের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছে।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ৫৯

২২৩ اَلرِّجَالُقَوَّامُونَعَلَىالنِّسَاءِ ‘পুরুষ নারীদের উপর কর্তৃত্ব সম্পন্ন। ' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ৩৪

২২৪ وَلاتُؤْتُوا السُّفَهَاءَأَمْوَالَكُمُالَّتِيجَعَلَاللَّهُلَكُمْقِيَامًا ‘তোমাদের ধন সম্পদ যা আল্লাহ্ তোমাদের অস্তিত্ব রক্ষার উপকরণ বানিয়েছেন তা নির্বোধ লোকদের হাতে সোপর্দ করো না।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ০৫

২২৫ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يُهَاجِرُوا۟ مَا لَكُم مِّن وَلَٰيَتِهِم مِّن شَىْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا۟‘যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি, তাদের পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব তোমাদের নয়, যতক্ষণ তারা হিজরত না করে।' দ্র. আল কুর'আন, ০৮: ৭২

২২৬ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا‘আল্লাহ্ তোমাদের আদেশ করছেন যে, দায়িত্বপূর্ণ পদ বিশ্বাসযোগ্য লোকদের উপর অর্পন করো।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ৫৮

২২৭ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا‘নাবি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা শাসনকার্যের জন্য তোমাদের উপর তালুতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং তাকে বিদ্যাবুদ্ধি ও দৈহিক শক্তিতে সমৃদ্ধি দান করেছেন।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ২৪৭

২২৮ ‘আল্লামা কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ্ পানীপথী (রহ.), অনু. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম ও অন্যান্য, Zvdmx‡i gvhnvix, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৪১৯

২২৯ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُۥ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمْرُهُۥ فُرُطًا‘তোমরা এমন ব্যক্তির আনুগত্য স্বীকার করোনা, যার মন আল্লাহ্র স্বরণ শূন্য, যে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যে কাজ কর্মে সীমালংঙ্ঘনকারী।' দ্র. আল কুর'আন, ১৮: ২৮

Dhaka University Institutional Repository

দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে।[২৩০] বিপরীত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার নিজের ভোগ, বিলাশ ও লোভ চারিতার্থ করার জন্য প্রাপ্ত দায়িত্ব ও ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করবে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বনাশ করে ছাড়বে।

সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল স্তর থেকে দুর্নীতি দূর এবং নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে হলে আল্লাহ্ তা'আলার সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত সৎ ও চরিত্রবান নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই।[২৩১]আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিনিধিত্বশীল রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূলনীতি হচ্ছে, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের চূড়ান্ত অধিকারী হিসেবে কেবল তাঁকেই মেনে নিতে হবে।প্রশাসনিক কাঠামোর সকল পর্যায়েআল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ কার্যকর করে দুর্নীতি ও দুঃশাসন মুক্ত একটি ইতিবাচক এবং উন্নত সামাজিক কাঠামো তৈরি করা একদল সৎ ও চরিত্রবান কর্মকর্তার দ্বারাই সম্ভব।[২৩২]

### ৬.৪.৩ মৌলিক সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা

সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে দুর্নীতি দূর করে নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে হলে সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল স্তরে আল কুর'আন ও সুন্নাহ্র ভিত্তিতে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আল কুর'আন ও সুন্নাহ্র আলোকে সুবিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সমাজে সকল অন্যায় অপরাধ সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা এবং সর্বপ্রকার ন্যায় ও ভালো কাজকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।[২৩৩] সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠায় বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে, জনগণের মধ্যে ন্যায়, নীতি ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হবে না। ফলে সমাজ দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়বে। এজনই আল্লাহ্ তা'আলা সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায়-নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন।'[২৩৪]

যে সমাজে বা রাষ্ট্রে সুবিচার ও ন্যায়-নীতি নেই, সেটিকে কখনো সভ্য সমাজ বা রাষ্ট্র বলা চলে না।সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিগণ পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কর্মজীবন ও পেশাগত জীবন নির্বাহ করে। কাজেই কারো প্রতি যাতে অবিচার না হয় সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় প্রশাসন মানুষের জীবনের সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করে বিধায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় শাসক শ্রেণিকে আন্তরিক হয়ে বাস্তবসম্মত কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।[২৩৫]দেশের শাসন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা ও অর্থ ব্যবস্থাপনয় যদি ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়, তবে জাতীয় জীবনে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, সন্ত্রাস ও নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেয়। জাতীয় জীবনে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা এবং দুর্নীতি নির্মূল করার জন্য সর্বক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য।

---

২৩০ আব্দুস শহীদ নাসিম ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, Bmjvgx ivó I msweavb, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪

২৩১ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Aciva cwZ‡iv‡a Bmjvg, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

২৩২ মুহাম্মদ লুৎফর রহমান শেখ, Bmjvg : ivó I mgvR(ঢাকা; বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪খ্রি.), পৃ. ৩৭

২৩৩ আব্দুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী ও অন্যান্য, সম্পা. অধ্যাপক এ.টি.এম. মুছলেহ উদ্দিন ও অন্যান, mxivZ wek‡Kvl, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ৯৮

২৩৪ لَقَدْأَرْسَلْنَارُسُلَنَابِٱلْبَيِّنَاتِوَأَنزَلْنَامَعَهُمُ ٱلْكِتَابَوَٱلْمِيزَانَلِيَقُومَ ٱلنَّاسُبِٱلْقِسْطِ 'নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়-নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।' দ্র. আল কুর'আন, ৫৭: ২৫; وَإِذَاقُلْتُمْفَاعْدِلُواوَلَوْكَانَذَاقُرْبَىٰ 'এবং যখন তোমরা কথা বলবে, তখন ন্যায় বলবে, স্বজনের সম্পর্কে হলেও।' দ্র. আল কুর'আন, ০৬: ১৫২; وَأَقْسِطُوٓاإِنَّ ٱللَّهَيُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ 'আর তোমরা সুবিচার করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সুবিচারকারীদের ভালবাসেন।' দ্র. আল কুর'আন, ৪৯: ০৯; وَإِذَاحَكَمْتُمْبَيْنَ ٱلنَّاسِأَنتَحْكُمُوابِٱلْعَدْلِ 'তোমরা যখন মানুষের বিচার করবে, তখন তোমরা ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ৫৮

২৩৫ ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, mvgwRK Dbqb t bxwZ I cwiKíbv (ঢাকা: তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ১ম সংস্করণ, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ১২৬

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে দুর্নীতি দমন এবং নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে হলে দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক বৈষম্য নির্মূল করতে হবে।[২৩৬] কারণ দারিদ্র ও অর্থনৈতিক বৈষম্য বিদ্যমান থাকাবস্থায় কখনোই  দুর্নীতি নির্মূল ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।[২৩৭] মানুষ দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত হতে থাকলে জীবন রক্ষার তাগিদে সে দুর্নীতির আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। নৈতিক মূল্যবোধের উপর সে আর অবিচল থাকতে পারে না। অতএব দুর্নীতি নির্মূল ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে হলে অবশ্যই দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে হবে।

আর এটি অনস্বীকার্য যে, বর্তমান পৃথিবীতে যেসব অর্থনৈতিক মতবাদ চালু আছে, সেসব মতবাদ দিয়ে কখনোই দারিদ্র বিমোচন করা সম্ভব নয়। দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে হলে অবশ্যই ইসলামি অর্থব্যবস্থা চালু করতে হবে। কারণ ইসলামি অর্থব্যবস্থা একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা। এতে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে কোনো বৈষম্য থাকার সুযোগ নেই। রাসূলুল্লাহ্(সা.) ধনার্জন ও বণ্টনের জন্য একটি মধ্যমপন্থার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উপস্থাপন করেছেন, যাতে শ্রেণিদ্বন্দ্ব, বৈষম্য ও পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হতে না পারে।[২৩৮]

### ৬.৪.৪রাষ্ট্রের সকল স্তরে সচেতনতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ

জনগণের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি দমন করতে হলে সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল স্তরে জবাবদিহিতা ও আল্লাহ্‌ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। যখন জনগণের মধ্যে সামগ্রিক জবাবদিহিতার পরিবেশ গড়ে উঠবে তখন সমাজ থেকে সকল প্রকার দুর্নীতি নির্মূল করা সম্ভব হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্ম এবং অধীনস্তদের সম্পর্কে নিজ বিবেক এবং প্রশাসনিক পদ্ধতির নিকট জিজ্ঞাসিত হওয়াই হলো জবাবদিহিতা।[২৩৯] মুসলিমের পরিবার ও অধীনস্থদের মধ্যে যদি কাউকে কিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তিরস্কার করা হয় ও শাস্তি দেয়া হয়, তাহলে এর জন্য সে যিম্মাদার হবে। তার  কাছেই তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে। এ পৃথিবীতে সব কিছু একে অপরের কাছে আমানত স্বরূপ। সবকিছুর জন্যই আমাদের আল্লাহ্‌র কাছে জবাব দিতে হবে।[২৪০]

সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে জবাবদিহিতা ও দায়িত্বানুভূতির ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র ভয় সৃষ্টি হয়, তাহলে কারো দ্বারা কোনো নৈতিকতা বিরোধী কাজ সংঘটিত হবে না। কেউ কারো দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, কষ্ট পাবে না এবং অকারণ অসহায় মানুষের কারোর চোখের পানি ঝরবে না। এ দায়িত্বের অনুভূতি যখন কোনো মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়, কাজে অবহেলা করে তিনি শান্তি ও প্রশান্তিতে থাকতে পারেন না। তিনি নিজের অলসতা ও অবহেলার উপর অটল থাকতে পারেন না। এ অবস্থায় তিনি স্বীয় দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠেন।তিনি নিজ কর্ম পরিধির মধ্যে

---

২৩৬ অধ্যাপক হাওলাদার আবদুর রাজ্জাক, gnvbex (mv.)-i A_‰bwZK mvg¨ I eZgvb wek, মাহাম্মদ গোলাম মোস্তাফা সম্পাদিত, wek kwšÍ I gvbewaKvi cwZôvq gnvbex (mv.) (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ২৫৫

২৩৭ প্রফেসর ড. খুরশীদ আহমদ সংকলিত, অনু. আব্বাস আলী খান ও অন্যান্য, Bmjvgx A_bxwZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

২৩৮ ড. এম ওমর ছাপরা, অনু. ড. মাহমুদ আহমদ, Bmjwg ‘wó‡KvY †_‡K A_kv‡¯¿i fwel¨r (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট,  ২০১১ খ্রি.), পৃ. ৯০

২৩৯ জাবাদিহিতা অর্থ হচ্ছে, কৈফিয়ত; কারণ দর্শানো; দায়িত্ব গ্রহণ; দায় স্বীকারের মানসিক প্রস্তুতি ইত্যাদি। কোন কাজের দায় দায়িত্ব গ্রহণ এবং তৎসংক্রান্ত প্রশ্নাদির জবাব দিতে প্রস্তুত থাকা। দ্র. . আহমদ শরীফ ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, msw¶ß evsjv Awfavb, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮; জবাব দেওয়া, ইংরেজিতে বলে, *v.* to answer, to reply, to respond, to explain, to rejoin. জবাবদিহিতা, *n.* An explanation, liability to explain. *v.* To give an explanation; to account for. দ্র. মাহাম্মদ আলি ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, msm‘ †e½wj-Bswjk wWK‡kvbwi, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯১

২৪০ فَلَنَسْأَلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ 'অতঃপর যাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল তাদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করবই এবং রাসূলগণকেও জিজ্ঞাসা করব।' আল কুর'আন, ০৭: ০৬

*Dhaka University Institutional Repository*

কোনরূপ অসংগতি বা অরাজকতা দেখলে সেগুলো দূর করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেন। এমতাবস্থায় আভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক সকল অন্যায়, অনাচার, অবহেলা, অলসতা, অমনোযোগীতা ও অসততা এবং এ সবের কারণসমূহ দূর করার প্রয়াস গ্রহণ করা তিনি নিজের দায়িত্ব মনে করেন। এভাবে যখন জবাবদিহিতার অনুভূতি সম্পন্ন জনবল এবং জবাবদিহিমূলক  প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর সমাজ গঠিত হয়, তখন সমাজে কোনো দুর্নীতি প্রশ্রয় পায় না।

বর্তমান সমাজ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় জবাবদিহিতার পরিবেশ দুর্বল থাকার কারণেই এক শ্রেণির সমাজ বিরোধী মানুষনিজেদের হীন স্বার্থে নৈতিকতা বিরোধী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে।রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত শক্তিগুলো দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন ও অনুন্নয়নমূলক কর্মের ফলাফলে একে অপরকে দায়ী করার অনর্থক প্রতিযোগিতা চালালেও প্রশাসনকে জবাবদিহিতার আওতায় আনার ব্যাপারে তেমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না।[২৪১] জবাবদিহিতা শুধু জনগণের জন্যই নয়, বরং দেশের সরকারও জবাবদিহিতার অন্তর্ভুক্ত।[২৪২] একটি স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক দেশে সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও নেতৃত্বদান করে।[২৪৩] তার কাজ জনগণের দেয়া দায়িত্বের ভিত্তিতে সে জনগণের সম্পদ সংরক্ষণ ও যথাযথ খাতে ব্যয় করা। জনগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত সম্পদের ভিত্তিতে গড়ে উঠা রাজস্ব তহবিলের সুষ্ঠু ব্যবহার করা, সুষ্ঠু নিরাপত্তা বিধান করা, সাধারণের সম্পদ ও জীবনের নিরাপত্তা বিধান করা একটি সরকারের প্রধান দায়িত্ব।[২৪৪] এর জন্য সরকারকেও অবশ্যই জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।

এভাবে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে যে কোনো বিষয় ঘটা না ঘটার ব্যাপারে সরকারের জবাবদিহিতা অত্যন্ত স্বচ্ছ থাকা উচিত। আমাদের প্রিয় নাবি মুহাম্মদ (সা.) সরকার প্রধান ছিলেন। তাঁর নীতি ছিল সরকারের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণজনগণের সার্বিক কল্যাণে জবাবদিহিতার সাথে কাজ করবে।[২৪৫]‘উমর (রা.) শাসনকাল ছিল রাষ্ট্রীয় প্রশাসন কর্তৃক জনগণের নিকট এবং আল্লাহ্‌র নিকট জবাবদিহিতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।[২৪৬]মোটকথা জবাবদিহিতা নিশ্চিত হলে সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে সর্বাবস্থায় ইসলাম ও সমগ্র জাতি সত্তার কল্যাণ চেষ্টায় নিয়োজিত থাকবে।

### ৬.৪.৫ গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা

সমাজের সকল পর্যায় থেকে দুর্নীতি দূর করেতদস্থলে নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে হলে সর্বপ্রথম আল কুর'আনের দৃষ্টিতে দুর্নীতিকে যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। এর ক্ষেত্র সীমা, পরিসীমা ও কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে হবে। সে ধারণার আলোকে সমাজের সর্বস্তরে এর নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে গণমানুষকে পূর্ণ সচেতন করে তুলতে হবে। যেন প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ কর্মসীমায়

---

২৪১ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Aciva cwZ‡iva Bmjvg, প্রাগুক্ত, পৃ.

২৪২ দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কমিশনার আমিনুল ইসলামের এ প্রসঙ্গে বক্তব্যের শিরোনাম, ivRbxwZwe'iv PvB‡j 'bxwZ _vK‡e bv, ০১ এপ্রিল, ২০১৮ খ্রি., https://www.independent24.com, visited on, 19/04/2018

২৪৩ 'ভোট হচ্ছে ব্যক্তির নিজস্ব মতামত কিংবা জনমত প্রতিফলনের একটি গ্রহণযোগ্য মাধ্যম বা পদ্ধতি বিশেষ।' দ্র. উইকিপিডিয়া, https://www.bn.m.wikipedia.org, visited on, 19/04/2018

২৪৪ evsjv‡'‡ki ivR¯bxwZ, https://www.bn.m.wikipedia.org, visited on, 19/04/2018

২৪৫ নঈম সিদ্দিকী, অনু. আকরাম ফারুক, সম্পা. আবদুস শহীদ নাসিম, gvbeZvi eÜ gnvb¯' imjjøvn (সা.), ঢাকাঃ শতাব্দী প্রকাশনী, দশম মুদ্রণ, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৪৮১

২৪৬ ড. আবদুর রহমান রা'ফাত পাশা, অনু. মোহাম্মদ আব্দুল মোনয়েম, mvnvex‡'i wecøex Rxeb (ঢাকাঃ কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ২য় মুদ্রণ, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৩১৭

Dhaka University Institutional Repository

দুর্নীতি থেকে মুক্ত থাকতে পারে এবং এর বিরুদ্ধে যথাযথ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে।[২৪৭] এ ক্ষেত্রে কিছু বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণ করা দরকার।

দুর্নীতি বিরোধী শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা

গণ মানুষকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন করার জন্য সর্বপ্রথম প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে এর স্পষ্ট ধারণা দিতে হবে। ছাত্রদের মাঝে দুর্নীতি বিরোধী বৈপ্লবিক মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে, যেন তারা একে ঘৃণার চেখে দেখে এবং দুর্নীতি মুক্ত থেকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করাকে গৌরবের কারণ মনে করে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ করাকে বীরত্বপূর্ণ নাগরিক দায়িত্বেরঅংশ মনে করে। দুর্নীতিমুক্ত অনাড়ম্বর জীবন যাপনকে প্রকৃত আভিজাত্য ও গৌরবের প্রতীক বলে মনে করে। শিল্পকলা চর্চা, সাহিত্য রচনা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দুর্নীতির ভয়াবহ পরিণামের প্রতিফলন ঘটিয়ে দর্শক, শ্রোতা ও পাঠক হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করা যেতে পারে।[২৪৮]

ইসলামিক স্কলার ও ইমামগণের অংশগ্রহণ

দেশের বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয় সভা, ওয়াজ মাহফিল, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সিরাত মাহ্ফিল, তাফসির মাহফিল, আলোচনা সভা, মতোবিনিময় সভা ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইসলামিক পণ্ডিতগণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে ইসলামের কঠোর নিষেধাজ্ঞা এবং এর ভয়াভহ পরিণাম উপস্থাপন করতে পারেন। যেন এসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিভিন্ন বয়স, পেশা, শিক্ষা ও পদমর্যাদার মানুষ এর বিরুদ্ধে স্বোচ্চার মানসিকতা গ্রহণ করতে পারেন।[২৪৯]এ ক্ষেত্রে সুচিন্তিত বক্তব্য ও সুপরিকল্পিত উপস্থাপনা ব্যাপক সুফল বয়ে আনতে পারে। ইমামগণ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর বিশেষ আলোচনায়, জুমু'আ এবং দু'ঈদের খুৎবায় বিভিন্ন মৌলিক ইসলামি বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি দুর্নীতির সুস্পষ্ট পরিচয় ও এর বাস্তব দৃষ্টান্তসমূহ তুলে ধরে এর বিরুদ্ধে আল কুর'আনের কঠোর নিষেধাজ্ঞা ব্যাখ্যা করলে সর্বস্তরের জনগণ এ বিষয়ে আরো বেশি সচেতন হতে পারেন।

দুর্নীতি বিরোধী দিবস পালন

দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণকে আরো বেশি সচেতন করার জন্য বছরে একদিন ব্যাপক প্রচারণা সৃষ্টি করে দুর্নীতি বিরোধী দিবস পালন করা যেতে পারে। এ উপলক্ষে এর বিরুদ্ধে ব্যাপক পোস্টার, লিফলেট, ষ্টিকার, গবেষণাপত্র, স্বরণিকা, প্রমাণপত্র এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা যায়। এ দিবসে উন্মুক্ত বক্তৃতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালা, টেলিভিশন প্রোগ্রাম ও টকশো ইত্যাদির আয়োজন করা হলে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি হবে।[২৫০]সামাজিক প্রতিরোধের জন্য এটি অত্যন্ত কার্যকর পন্থা হিসেবে পালিত হতে পারে।

গণপ্রতিরোধ ও বয়কট করণ

জনগণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারলে অন্যান্য সকল অঙ্গনে এর প্রভাব সৃষ্টি হবে। একদিকে প্রতিরোধকারী জনগণ প্রেরণা লাভ করেআরো

---

২৪৭ ইকবাল মাহমুদ, দুদক চেয়ারম্যান, 'bxwZ †iv‡a mKj‡K m‡PZb Ki‡Z n‡e, নিউজ বাংলাদেশ ডট কম, ২২ এপ্রিল ২০১৬ খ্রি.,https://wwww.newsbangladesh.com, visited on, 19/04/2018

২৪৮ ইকবাল মাহমুদ, দুদক চেয়ারম্যান, mgv‡R 'bxwZ we‡ivax ms¯‹wZ †cv_Z Ki‡Z n‡e, বনিক বার্তা, ০৯ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রি., visited on, 19/04/2018

২৪৯ ড. মুহাম্মদ জাকির হুসাইন, Av_-mvgwRK mgm¨v mgvav‡b Avj nv'x‡mi Ae'vb : †cwÿZ evsjv‡'k (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৪৪৯

২৫০ আরটিভি অনলাইন নিউজ, 'bxwZi weiæ‡× mvgwRK cwZ‡iva M‡o Zj‡Z n‡e, ২৪ মে ২০১৭, https://www.rtvonline.com, visited on, 12/04/2018

Dhaka University Institutional Repository

সক্রিয় ভূমিকা রাখবে অপরদিকে দুর্নীতির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ভয় ও শংকা সৃষ্টি হবে।[২৫১] দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি যে ই হোক তাকে পরিবার, সমাজ ও প্রতিষ্ঠান থেকে বয়কট করতে হবে। তার সাথে উঠাবসা, লেনদেন, আত্মীয়তা করা, কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে সম্পৃক্ত করা বন্ধ করে দিতে হবে।[২৫২] এ ধরনের লোক জনপ্রতিনিধিত্ব লাভের জন্য প্রার্থী হলে সমগ্র সমাজ মিলে তার বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে। জনগণকে সাথে নিয়ে এ বিষয়টি ব্যাপকভাবে তোলে ধরতে হবে যে, এ লোকদের কারণেই সমাজে যতো হানাহানি, অবক্ষয় এবং অশান্তি। এরা ভদ্রবেশী দস্যু এবং সমাজ, রাষ্ট্র ও মানবতার আসল শত্রু এরাই।

### ৬.৪.৬ ইসলামি বিধান ও দণ্ডবিধির প্রয়োগ

আল কুর'আনের আলোকে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল পর্যায় থেকে দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ইসলামি বিধি-বিধান অনুশীলন ও বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য। ইসলামি জীবনযাপন নীতি এবং এ সংক্রান্ত বিধানসমূহ বাস্তবায়নের পরও যখন ব্যতিক্রম হিসেবে কোন ক্ষেত্রে সীমিত পরিসরে দুর্নীতির মতো অগ্রহণযোগ্য কার্যকলাপ সংগঠিত হয়, তখন এর প্রতিকারের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা বাধ্যতামূলক। এ ক্ষেত্রে কোনরূপ অবহেলা, অযুহাত এবং দ্বিধা সংকোচ করার অবকাশ নেই। কাউকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে ইসলামের দণ্ড বিধি ঘোষিত হয়নি। নাগরিকগণেরঅপরাধ প্রবণতা কমিয়ে চরিত্র গঠন, তাদের সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিতকরণ এবং নির্দোষ ও পরিশুদ্ধ বানানোর লক্ষ্যেএ ব্যবস্থা করা হয়েছে।[২৫৩] যেন তারা চরিত্রহীনতায় ডুবে না গিয়ে বরং উচ্চতর মান ও মর্যাদায় উন্নীত হয়েপারস্পরিক ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধের ভিত্তিতে একটি জবাবদিহিমূলক উন্নত সমাজে গঠনে সহায়ক হতে পারে।

#### ইসলামি বিধি-বিধান প্রয়োগ

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য একটি কল্যাণকর সমাজ প্রতিষ্ঠা করে পৃথিবীর বুকে চির অম্লান দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে মানুষের শিক্ষকরূপে প্রেরণ করেছেন।[২৫৪] পৃথিবীতে সকল ধরনের কল্যাণের পথ যেমন তিনি দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন তেমনি সকল অকল্যাণ, অন্যায় এবং অপরাধ সম্পর্কেও সুস্পষ্টভাবে সতর্ক করে গিয়েছেন। তিনি সকল পবিত্র জিনিসকে বৈধ এবং সকল অপবিত্র জিনিসকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন। সুবিচার, ন্যায়পরায়ণতা এবং কল্যাণ প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়েছেন সকল প্রকারের নির্লজ্জতা, নিচুতা ও ঘৃণ্য কাজকে নিষিদ্ধ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) গোটা পৃথিবীতে স্বীয় অনুসারীগণকে এমন এক উদার, উন্মুক্ত, পরিচ্ছন্ন, পবিত্র ও ভ্রাতৃপ্রতীম পরিবেশে রেখে গিয়েছেন, যার উপমা পৃথিবীর মানুষ কখনো প্রত্যক্ষ করেনি। এরপরও যে ব্যক্তি অন্যায়, অপরাধ ও দুর্নীতির পথ অবলম্বন করবে তারজাগতিক এবং পারলৌকিক উভয় জগতে খারাপ পরিণামের ব্যাপারে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন।[২৫৫] যে ব্যক্তি আল্লাহ্

---

২৫১ ড. মুহাম্মদ আব্দুল মুমিন খান, 'bxwZ cwZ‡iv‡a heK‡'i fwgKv, দৈনিক প্রথম আলো, https://www.prothomalo.com, visited on, 19/04/2018

২৫২ ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম, Bmjv‡gi 'wó‡Z 'bxwZ cwZiva : †cÖyvcU evsjv‡'k, আব্দুল জলিল জমাদার সম্পাদিত, ত্রৈমাসিক ইসলামিক ফাউন্ডেশনগবেষণা পত্রিকা (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বর্ষ ৫০, সংখ্যা-১, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৬৫

২৫৩ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Aciva cwZ‡iv‡a Bmjvg, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯

২৫৪ মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.) ও মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহ.), অনু. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম, Zvdmx‡i Dmgvbx (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৮৯

২৫৫ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ 'যে লোকেই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানি করবে এবং তাঁর নির্দিষ্ট সীমাসমূহ লংঘন করবে, তিনি তাকেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, তথায় সে চিরদিন থাকবে এবং ভোগ করবে অপমানকর শাস্তি।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ১৪

Dhaka University Institutional Repository

তা'আলানির্ধারিত সীমা লংঘন করে অনাচার ও অপরাধের পথ অবলম্বন করবে তাকেই অপমানকর শাস্তি, সীমাহীন লাঞ্ছনা এবং পরাজয় পরিবেষ্টিত করবে বলে বারবার সতর্ক করা হয়েছে।[২৫৬]

আল কুর'আনের নীতি হচ্ছে প্রথমত ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ সংশোধন, মানসিক পবিত্রতা, চিন্তার পরিচ্ছন্নতা এবং আচরণের পরিশুদ্ধিকরণ। ইসলাম মানুষের মনের গভীরে ঈমানের বীজ বপন করে আল্লাহ্ভীতি সৃষ্টি করার মাধ্যমে তার চরিত্রকে কল্যাণমুখী বানিয়ে অপরাধ ও দুর্নীতি বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করে দেয়।একনিষ্ঠ ও দৃঢ় প্রত্যয়ী ঈমানই সকল পর্যায়ের দুর্নীতির বিরুদ্ধে এ শক্ত প্রতিরোধ।[২৫৭]

দণ্ডবিধির প্রয়োগ

আল কুর'আনে নির্দেশিত দুর্নীতি বিষয়ক বিধান কেবল পরকালের শাস্তির ভয় দেখিয়েই দায়িত্ব শেষ করেনি। গুরুতর কিছু অপরাধের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ও বিচারিক ব্যবস্থায় জাগতিক শাস্তির দণ্ডও ঘোষণা করেছে। যে সকল দুর্নীতির পরকালীন শাস্তি জাহান্নাম, সেগুলোর বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাগতিক শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে কিছু মানুষ ইসলামি নীতি ও শিক্ষার প্রভাবে দুর্নীতি থেকে বিরত থাকবে। কিছু মানুষ বিরত থাকবে শাস্তির ভয়ে এবং কিছু মানুষ বিরত থাকবে শাস্তির দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করার কারণে। এটি স্পষ্ট যে, দুর্নীতি সামগ্রিকভাবে দূর করার জন্য কেবল ইসলামি নীতি, দর্শন ও বিধি-বিধান প্রচার করাই যথেষ্ট নয়। কারণ, ইসলামি বিধানের আলোকে সমাজের প্রতিটি স্তরে শিক্ষা বিস্তার, অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, পরকালের ভয় জাগ্রতকরণ এবং সামগ্রিক ব্যবস্থা গ্রহণের পরও অতি লোভি ও বিকৃতমস্তিষ্ক কিছু লোক দুর্নীতিতে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারে। এ ক্ষেত্রে এর প্রতিকারের জন্য ইসলাম বিজ্ঞানসম্মত বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করেছে। প্রতিকারমূলক এ বিধিব্যবস্থাকেই ইসলামি দণ্ডবিধি বলা হয়।[২৫৮]

দুর্নীতি প্রতিকারের ক্ষেত্রে বিচারক অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রা অনুযায়ী আল কুর'আন ও সুন্নাহ্র আলোকে চূড়ান্ত নির্ধারিত শাস্তি অর্থাৎ চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ, মাদকাসক্তি ও ধর্ম ত্যাগের শাস্তি ব্যতীত যে কোনো শাস্তি প্রদান করতে পারেন। অর্থ আত্মসাত, দলীয়করণ, মিথ্যাচার, স্বজনপ্রীতি, সরকারি অর্থ অপচয়, প্রশাসনিক মিথ্যা সাক্ষ্য, হয়রানী করা, কাজে ফাঁকি দেয়া, ঘুষ গ্রহণ, আমানতের খিয়ানত করা, ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা দেয়া, অপরাধীদের আত্মগোপনে সাহায্য করা, চাঁদাবাজি ও মজুদদারী প্রভৃতি দুর্নীতির ক্ষেত্রে বিচারক আল কুর'আন সুন্নাহ্র ভিত্তিতে প্রণীত স্থানীয় 'আইনের মাধ্যমে শাস্তি প্রয়োগ করতে পারেন।[২৫৯]প্রথমটিকে হদ্দ বা আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারিত শাস্তি এবং দ্বিতীয়টিকে 'আইন বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি বা তাযিরবলা হয়।[২৬০] একটি আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত শাস্তি অপরটি আল্লাহ্র 'আইনের ভিত্তিতে প্রণীত রাষ্ট্র কর্তৃক নিধার্রিত শাস্তি।

---

২৫৬ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِى وَٱلْأَقْدَامِ 'অপরাধীরা চিহ্নিত ও পরিচিত থাকবে তাদের মুখায়বয়বের লক্ষণ দ্বারা। অতপর তাদের মাথা ও পাসহ পাকড়াও করা হবে।' দ্র. আল কুর'আন, ৫৫: ৪১

২৫৭ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Aciva cÖwZ‡iv‡a Bmjvg, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

২৫৮ ড. আহমদ আলী, Bmjv‡gi kw¯Í AvBb (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ২৪

২৫৯ গাজী শামসুর রহমান, Bmjv‡gi ‘Ðwewa (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ২৩৮-২৪৩

২৬০ 'মিথ্যা সাক্ষ্যদান, ঘুষ গ্রহণ, সুদের লেনদেন, আমানতের খিয়ানত করা, পণ্যে ভেজাল মিশ্রণ বা ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা দেয়া, অপরাধীর আত্মগোপনে সাহায্য করা। ব্যভিচার ব্যতীত অন্য যে কোন অপরাধ মিথ্যাভাবে কারো উপর আরোপ করা, নামায, রোজা, যাকাত, হাজ্জ প্রভৃতি ফার্‌জ 'ইবাদাত পরিত্যাগ করা এবং যে সব অপরাধের জন্য হদ নির্দিষ্ট কিন্তু তা প্রমাণের জন্য জরুরি শর্তসমূহ পূর্ণ মাত্রায় পাওয়া যায়নি সেগুলো সবই তাযির পর্যায়ের অপরাধ।' উদ্ধৃত, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Aciva cÖwZ‡iv‡a Bmjvg, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামি 'আইনে শাস্তির দর্শন

ইসলামি 'আইনে শাস্তি প্রদান সুনির্দিষ্ট দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেগুলো হচ্ছে দুর্নীতিরসকল ধরনের পথ রুদ্ধ করা এবং এর সামগ্রিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। অপরাধ থেকে হুমকি দিয়ে ও সতর্ক করে বিরত রাখা এবং অপরাধসমূহের উপর পর্দা দেয়া ও গোপন করে লুকিয়ে রাখা। অপরাধের কাফফারা ও জরিমানা আদায় করে এবং অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ক্ষমা প্রাপ্তির আশা করা। জননিরাপত্তা, সামাজিক শান্তি ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা বিধান করা। ইসলামি 'আইনে যে কোনো শাস্তিই আরোপ করা হোক এর লক্ষ্য হলো বান্দাদের কল্যাণ, মানসিক চিকিৎসা, অপরাধ থেকে বিরত রাখা ও অপরাধীকে অপরাধ করা থেকে ফিরিয়ে রাখা। অপরাধীর অভ্যাসকে তার শিকড় থেকে মূলোৎপাটন করা, বিশৃঙ্খলা থেকে সংরক্ষণ করা, অপরাধীকে সংশোধন করা, বান্দাদের প্রতি করুণা করা সর্বোপরি মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে এনে, পরকালে ক্ষমা লাভ করে ভাগ্যবান হওয়া ইত্যাদি।[২৬১]

শাস্তি প্রদান মানুষকে অপরাধে জড়িত হওয়া থেকে বিরত রাখার প্রধান উদ্দেশ্য। যেহেতু শাস্তি মানুষকে অপরাধে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখে এজন্য যখন কেউ অপরাধে জড়িয়ে পড়ে, তখন অপরাধের জন্য শাস্তি পাওয়া তার জন্য জরুরি হয়ে পড়ে। অবশ্য অপরাধ বিষয়েআগে থেকেই হুমকি সৃষ্টি করা সামাজিক দায়িত্ব। কোনো কোনো ইসলামি'আইনবিদ বলেন, নিশ্চয়ই শাস্তি 'আইন অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাকে নিরুৎসাহিত করে না। বরং এ ক্ষেত্রে ইসলামি বিধান ও শাস্তি বিষয়ক জ্ঞান সম্প্রসারণ করা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।শাস্তি বিষয়ক জ্ঞান সম্প্রসারণের মাধ্যমে হুমকি সৃষ্টি করা যাতে কোন ব্যক্তি অপরাধের উপর পদক্ষেপ নিতে সাহস করতে না পারে। এমনকি অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পরও যেন এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে।[২৬২]

ইসলামি 'আইনে শাস্তি বিধান মানুষের সামগ্রিক উপকারার্থে ও কল্যাণের প্রয়োজনে করা হয়েছে। শাস্তি প্রদান 'আইন মানবতার কল্যাণের জন্য রচিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে অপরাধের ধরন বিবেচনায় অতীব শাস্তি ও কঠোর অথবা হালকা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অপরাধীর অভ্যাসসমূহ সংশোধন করা ও সমাজ থেকে অনাচার মুলোৎপাটন করাই প্রধান উদ্দেশ্য।

অপরাধের দণ্ড প্রয়োগ যখন সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ বয়ে আনবে, তখনই শাস্তিকে বিধিসংগত হিসেবে গণ্য করা হবে। সে ক্ষেত্রে হদ্দ ও কিসাস ব্যতীত সুনির্দিষ্ট কোনো শাস্তির উপর দণ্ড প্রয়োগ সীমাবদ্ধ করা উচিত হবে না।[২৬৩]শাস্তির উদ্দেশ্যই হচ্ছে আদব কায়দা শিক্ষা দেয়া, কল্যাণের পথে পরিচালিত করা, ভীতি প্রদর্শন করা,হুমকি দেয়া এবং সর্বোপরি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে রহ্‌মাত কামনা করা। মানুষের আচার আচরণ সংশোধন করা এবং অপরাধের ভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে শাস্তির বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করা। এ শাস্তিসমূহ আল্লাহ্‌তা'আলার সুনিশ্চিত রহ্‌মাত হিসেবে অপরাধীর জন্য নির্ধারন করা হয়েছে।যেমন পিতা তার পুত্রকে আদব কায়দা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে হুমকি প্রদান করে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধনের উদ্দেশ্যে শাস্তি প্রদান করে থাকেন। ডাক্তার রোগীকে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে অপারেশন করে থাকেন।সমাজ ও রাষ্ট্রের অস্তিত্বের সাথে সম্পৃক্তবিধিবদ্ধ অপরাধগুলোকে দু'শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। এগুলোর প্রত্যেকটির জন্য আলাদা বিধান রয়েছে।

---

২৬১ ড. আহমদ আলী, Bmjv‡gi kw¯Í AvBb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

২৬২ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Aciva cÖZ‡iv‡a Bmjvg, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

২৬৩ ড. আহমদ আলী, ইসলামের শাস্তি আইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

বিধিবদ্ধ দণ্ড ঘোষিত অপরাধসমূহ

হুদুদ জাতীয় অপরাধগুলোর শাস্তি প্রয়োগের জন্য পন্থা ও প্রমাণের দিকে থেকে পূর্ণ শর্তাবলী পূরণ করা অপরিহার্য। এ ধরনের অপরাধ সাতটি। ধর্মত্যাগ, রাষ্ট্রদ্রোহীতা, ডাকাতি, চুরি, ব্যভিচার, অপবাদ ও মদ্যপান। ইসলামি‘আইনে এ সকল অপরাধের শাস্তি সংখ্যা, শ্রেণি ও গুণগতদিক থেকে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। বিচারক বা শাসকের জন্য তা লংঘন করার স্বাধীনতা নেই। এমনকি বৃদ্ধি করা বা পরিবর্তন করারও অধিকার নেই। যে ব্যক্তি এ সকল অপরাধকর্ম ঘটাবে তার জন্য সুনির্দিষ্ট শাস্তি রয়েছে। এ ‘আইনে ব্যক্তিত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখা হবে না, শাসকের তা ক্ষমা করার স্বাধীনতা নেই। অনুরূপভাবে শাস্তির ক্ষেত্রেও অবস্থার দিকে কোনরূপ দৃষ্টি দেয়া যাবে না।[২৬৪]

এ সকল অপরাধের জন্য এ শাস্তি স্পষ্টভাবে নির্ধারিত। সামষ্টিকতার দিকে দৃষ্টি দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এ সকল দণ্ডবিধির উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমাজ থেকে বিশৃঙ্খলা সম্পূর্ণরূপে দমন করা, সকলের কল্যাণ সাধন করা এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। কোনো বিবেক বুদ্ধি অদ্যাবধি এ দণ্ডবিধির গুরুত্বকে অস্বীকার করে না। পৃথিবীর সকল মানুষ এ সকল অপরাধের ক্ষতি ও ধ্বংসাত্মক পরিণতির ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেন।

দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে কিসাস ও রক্তপণ

হত্যাকারীকে শাস্তি হিসেবে হত্যার নির্দেশ দেয়া অথবা রক্তপণ আদায় করা। হত্যা ও জখমের শাস্তি, ইচ্ছাকৃত হোক, ভুলবশত হোক বা অন্য কোনো প্রকারে হোক, এর শাস্তি হিসেবে কিসাস বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।[২৬৫] অভিভাবক সম্প্রদায়কে ক্ষমা, কিসাস ও দিয়াতের যে কোনো একটির স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে এর সীমা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। পক্ষান্তরে ভুলবশত হত্যার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে সাবধান করে দেয়ার জন্য তাযিরি শাস্তি রয়েছে, তাতে হত্যাকারীর অবস্থাসমূহকে বিবেচনায় আনা হয়। এ সকল দিকগুলো সার্বিক কল্যাণ ও বাস্তবতার আঙ্গিকে বিবেচনা করা হয়। কিসাসের মাধ্যমে হত্যাকৃত ব্যক্তি ও তার অভিভাবকের ক্ষোভেরযন্ত্রণা লাঘব করা হয় এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধের বিষয়ে চরম হুমকি প্রদান করা হয়। রক্তপণ দ্বারা নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ যারা তার রোজগারের উপর নির্ভরশীল ছিল, তাদেরকে সাহায্য করা যায়।[২৬৬] হত্যাকাণ্ড বিষয়ে ইসলামের এ ন্যায়সঙ্গত বিচার ব্যবস্থা পরম ভারসাম্যপূর্ণ, উদার এবং একই সাথে অত্যন্ত কঠোর।

তৃতীয় প্রকার হচ্ছে তাযির

হুদুদ ও কিসাসের বিধান ছাড়া অন্য সকল অপরাধের শাস্তি এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এ ক্ষেত্রে বিচারক বা শাসকের বিভিন্নতার কারণে শাস্তির ধরন, প্রকার ও বৈশিষ্ট্য বিভিন্নহতে পারে। এ ক্ষেত্রেঅপরাধীর ব্যক্তিগত অবস্থা, অপরাধের সময়, অপরাধে ব্যবহৃত উপকরণ, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতাসকল দিক বিবেচনায় আনা হয়। এ অপরাধের শাস্তি বাস্তবায়নে অপরাধীর একক ও সামষ্টিক দিক আলোচিত হবে। সামষ্টিক দিকটাকে বিবেচনা করেকঠোরতা ও লঘুদণ্ড পাত্রভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে। সকল শাস্তিতে জাতয়স্বার্থকে সংরক্ষণের দিকটাকে লক্ষ্য রাখতে হয়। ব্যক্তির সাথে শাস্তির কষ্ট প্রদান

২৬৪ ‘রাষ্ট্রের অভিজ্ঞ ‘আলিম ও ফকিহগণ হুদুদ ও কিসাস ব্যতীত অন্য সকল অপরাধের সংজ্ঞা এবং শাস্তি নির্ধারণ করবেন এবং এটি বাস্তবতার আলোকে ইসলামের মূলনীতির ভিত্তিতে পরিবর্তন যোগ্য।’ Bmjwg ‘Ðwewai wZb aviv, https://www.kaizenseries.worldpress.com, visited on, 19/04/2018

২৬৫ কিসাস অনুরূপ করা বা সমান করা। হত্যা বা জখমের মতো অপরাধের ক্ষেত্রে অনুরূপতা নীতি ভিত্তিক ন্যায় বিচারকে কিসাস বলে। وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ‘কাজেই জীবনের পরিবর্তে জীবন, চোখের পরিবর্তে চোখ, নাকের পরিবর্তে নাক, হত্যার পরিবর্তে হত্যা এটিই হলো কিসাস।’ দ্র. আল কুর’আন, ০৫: ৪৫

২৬৬ ড. মোহাম্মদ আলী, Bmjv‡gi kw¯Í AvBb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

করাটা লক্ষ্য রাখা হয়। যেহেতু অপরাধী সে অপরাধ ঘটায় ফলে তার উপরই শাস্তি কার্যকর করা হয়।[২৬৭] তার পরিবার বা অন্যদের উপর শাস্তি আরোপ করা হয় না।

অপরাধ প্রতিরোধ এবং প্রতিকারে ইসলামি ‘আইন ও প্রচলিত ‘আইনের মধ্যে বস্তুত মৌলিক উদ্দেশ্যগত কোনো বিভেদ নেই। যেহেতু শাস্তির উদ্দেশ্য তিনটি। সার্বিক প্রতিরোধ, ন্যায় বিচার ও বিশেষ প্রতিরোধ। তবে শুধুমাত্র মৌলিক পদ্ধতিতে মত পার্থক্য রয়েছে। অনুরূপভাবে বিধিবদ্ধ দণ্ড ও কিসাস যা বাস্তবায়ন করা হয়, উভয়টাতেই ‘চিন্তাগত মতভেদ রয়েছে। উল্লিখিত তিনটি উদ্দেশ্যে শাস্তি ও তার প্রকৃতি, পদ্ধতি ও কার্যকারিতার দিক থেকে বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। সাধারণ ‘আইনবিদগণের বিশ্বাস হলো শাস্তি সম্পর্কিত শুধু ভাষ্য সাধারণ প্রতিরোধ প্রমাণ করে। অনুরূপভাবে শাস্তি ঘোষণা বিচারকদের বক্তব্য বাস্তবায়িত হয়।[২৬৮]

পক্ষান্তরে ইসলামি ‘আইনে সাধারণ প্রতিরোধ শুধু শাস্তির ভাষ্য দ্বারাই কার্যকর হয়। তবে এতে শ্রেণি বিন্যাসের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়। শর্তপূরণ না হলে হুদুদ ও কিসাসের বিধান কার্যকর করা হয় না। অপরাধের শাস্তির উপকারিতা প্রমাণের জন্য কার্যকর করা হয়, যাতে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা হয়। বিশেষ প্রতিরোধ ব্যবস্থার সামষ্টিক প্রয়োজনীয়তা হদ কার্যকর করার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। তাযিরি শাস্তি অপরাধ ও অপরাধীর জন্য প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে যা কার্যকর করা হয় তাহলো প্রতিরোধমূলক উদ্দেশ্য। আর সেটি হচ্ছে সর্বসাধারণের কল্যাণের প্রয়োজনে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা।[২৬৯] ইসলাম সংশোধনের এ পদ্ধতিকে বস্তুত দা‘ওয়াত ও সৎপথ প্রদর্শনের জন্য গুরুত্ব দিয়েছে। এভাবে পর্যায়ক্রমে অপরাধের সংশোধনের পদ্ধতি অন্য কোনো বিধানে পাওয়া যায় না। এ জন্যই ‘আইন বিশেষজ্ঞগণ সংশোধনের ইসলামি পদ্ধতিকে শাস্তির দর্শন হিসেবে গ্রহণে ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

ইসলামি শারি‘আহ হচ্ছে বিশ্বাস, চরিত্র ও বিধানসমূহের সমন্বয়। আর ইসলামি অপরাধ দমন ‘আইন হচ্ছে বিধানসমূহের একটি শ্রেণি। মানব সমাজের মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামি অপরাধ ‘আইন মানবতার কল্যাণে ও বান্দাদের সুবিধা প্রদানের জন্য রচিত হয়েছে। অনুরূপভাবে এটি সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে তৈরি করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে হচ্ছেধর্ম, রাষ্ট্র, বিবেক, সম্পদ, সম্মান, বংশ ও দেহকে সংরক্ষণ করা। এগুলোকে পাঁচটি মৌলিক প্রয়োজন ও বাঞ্ছনীয় বিষয় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। আর চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্ তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা।

ইসলামের দুর্নীতি বিরোধী বিধান চিরন্তন ও অলংঘনীয়যা কখনো পরিবর্তন করা যায় না। এর মৌলিক নীতিও দর্শনের আলোকে স্থান, কাল, পরিবেশ, পাত্র-ভেদে মুসলিম বিশেষজ্ঞ গবেষকগণের বিশ্লেষণ দ্বারা শাখা প্রশাখায় সংস্কার করা যায়। এ বিধান দ্বারা মুসলিম উম্মাহ্ অতীতের তিনটি যুগে বিশ্বব্যাপী শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করেছিল। অনুরূপভাবে এটি আল্লাহ্ তা‘আলার অবতীর্ণ বিধান।এ বিধান ও ‘আইন বাস্তবায়ন না করার কারণে বিশ্ববাসী ধ্বংস, অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলায়দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। এখানেও ইসলামি ‘আইন ও দণ্ডবিধি কার্যকর না থাকায় হতাশাজনক ফলাফলের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। সমাজ জীবন অসহনীয় হয়ে উঠেছে। হত্যা, সন্ত্রাস, চুরি ডাকাতি,ছিনতাই, ঘুষ, সুদ ও অভাবনীয় পর্যায়ের দুর্নীতিসহ সব ধরনের অনিষ্ট সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়েছে। কোন ‘আইন দ্বারাই এসব প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে না।

আল কুর’আন দুর্নীতি বিষয়ে অত্যন্ত ব্যাপক, গভীর এবং বাস্তব সম্মত সংজ্ঞা প্রদান করে প্রতিটি দুর্নীতিকে আলাদাভাবে সনাক্ত করে সেগুলো থেকে বেঁচে থাকার জন্য কঠোর নির্দেশ আরোপ

---

২৬৭ وَلاتَكْسِبُكُلُّنَفْسٍإِلاَّعَلَيْهَاوَلاتَزِرُوَازِرَةٌوِزْرَأُخْرَىٰ ‘প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী, কেউ কারো বোঝা বহন করবে না।’ দ্র. আল কুর’আন, ০৬: ১৬৪

২৬৮ ড. আহমদ আলী, Bmjv‡gi kw¯Í AvBb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

২৬৯ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Aciva cwZ‡iv‡a Bmjvg, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭

Dhaka University Institutional Repository

করেছে। এ ক্ষেত্রে দুর্নীতিকে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা, সকল ধরনের দুর্নীতিকে চিহ্নিত করা, সেগুলো থেকে বেঁচে থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করা ও সতর্ক করা, নৈতিক কাজের প্রতি উৎসাহিত করা, পরকালের ভীতি প্রদর্শন করা এবং দুর্নীতিগ্রস্থ ব্যক্তির 'আইনি ও প্রশাসনিক শাস্তির বিধান প্রণয়ন করার মাধ্যমে সর্বব্যাপী চিরস্থায়ী নীতি দর্শন প্রদান করেছে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় তা অনুসরণ করলে সমাজ থেকে দুর্নীতি চিরতরে দূর করা সম্ভব হবে। অতএব যথাযথভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও ন্যায়সঙ্গতভাবে এর প্রতিকারের জন্য পরিপূর্ণভাবে আল কুর'আনের অনুশীলন ও সর্বক্ষেত্রে ইসলামি 'আইন বাস্তবায়ন করা একান্ত অপরিহার্য।

*Dhaka University Institutional Repository*

# সপ্তম অধ্যায়

## বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ

একটি জাতি তার নিজস্ব সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক চর্চায় অভ্যস্ত হয়। তাই আত্মশুদ্ধি অর্জন ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য প্রতিটি জাতি রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা এবং ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে মানুষের চিন্তাধারার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য সৃষ্টি হয়। সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের কারণে মানুষের পরিবর্তন ও সংশোধনের পন্থাও বিভিন্ন রকম হয়। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার দ্বারা মানুষের সামগ্রিক উন্নয়ন সক্ষমতা অর্জিত হয়। রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা ও সদিচ্ছার মাধ্যমে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই জাতীয় পর্যায়ে চূড়ান্ত সফলতা লাভ করা যায়। বাংলাদেশী মানুষ ও বাঙ্গালি জাতি পৃথিবীর বুকে মিশ্র এবং বৈচিত্রমণ্ডিত একটি জাতি সত্ত্বা।[১] বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচয়, ইসলাম প্রচারের ইতিহাস, সামগ্রিক সাংস্কৃতিক অবস্থা, ধর্মীয় প্রেক্ষাপট এবং রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে সে অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার নিরিখে এবং আল কুর'আনের নির্দেশনা অনুযায়ী সামগ্রিক সংস্কার কর্মপন্থা নির্ধারণপূর্বক কর্মসূচি গ্রহণ করলে নাগরিকগণের আত্মশুদ্ধি অর্জন ও নৈতিক মূল্যবোধ গঠন করা সম্ভব হবে। এ পর্যায়ে আল কুর'আনের আলোকে এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করার জন্য দেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা বিশ্লেষণ করে এ ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি পর্যালোচনা করতঃ প্রয়োজনীয় সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

### ৭.১ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আত্মশুদ্ধি অর্জন ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য সর্ব প্রথম এ অঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় পরিস্থিতি, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিষয়ে নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া জরুরি। কারণ আজকের বাংলাদেশ একদিনে তৈরি হয়নি। এর রয়েছে হাজার বছরের ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চার ধারাবাহিকতা। এটি বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও সংস্কৃতির সম্মিলনে সমৃদ্ধ অঞ্চল। এখানে একই পাড়ায় বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্রের লোক নানা বৈচিত্রময় চিন্তাদর্শন, সংস্কৃতি ও  আদর্শকে লালন করে শান্তিপূর্ণভাবে যুগযুগ ধরে বসবাস করেছে।

#### ৭.১.১ বাংলাদেশের পরিচয়

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার উত্তর পূর্ব অংশে অবস্থিত একটি জনবহুল মুসলিম রাষ্ট্র। সাংবিধানিক নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। ভূ-রাজনৈতিকভাবে পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয়, পূর্ব সীমান্তে আসাম, ত্রিপুরা ও মিজোরাম, দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে মায়ানমারের চীন ও রাখাইন রাজ্য এবং দক্ষিণ উপকূলের দিকে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত।[২] বাংলাদেশের ভূখণ্ড ভৌগোলিকভাবে একটি উর্ভর ব-দ্বীপের অংশ বিশেষ। পার্শ্ববর্তী দেশের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরাসহ বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে জাতিগত ও ভাষাগত "বঙ্গ" অঞ্চল নামে পরিচিত। "বঙ্গ" ভূখণ্ডের

---

১ আহমদ মনসুর, eV½jx RwZi DrcwË I µg weKvk, দৈনিক সংগ্রাম, ১০ ফেব্রু. ২০১৭ খ্রি., https://www.dailysangram.com, Visited on, 01/06/2018; সিরাজুল ইসলাম, eV½wj RwZ, বাংলাপিডিয়া, Cf.https://www.bn.banglapedia.org, visited on, 01/06/2018

২ "evsjv‡'k‡K Rvbb" বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, Cf.https://www.bangladesh.gov.bd, visited on, 03/05/2018

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বাংশ পূর্ব বাংলা নামে পরিচিত ছিল, যা ১৯৭১ সালে 'বাংলাদেশ' নামে স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।[৩] পৃথিবীতে যে ক'টি রাষ্ট্র জাতিরাষ্ট্র হিসেবে মর্যাদা পায় তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

বাংলাদেশের বর্তমান সীমান্ত তৈরি হয়েছিল ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের পর। যখন বঙ্গ বা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি এবং ব্রিটিশ কর্তৃক ভারত বিভাজন করা হয়েছিল। বিভাজনের পরে বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চল পূর্ববাংলা নামে পরিচিত ছিল। এটি তখন নবগঠিত দেশ পাকিস্তানের পূর্ব অঞ্চল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।[৪] পাকিস্তান থাকাকালীন 'পূর্ব বাংলা' থেকে পরিবর্তন করে 'পূর্ব পাকিস্তান' নাম করণ করা হয়েছিল।[৫] শোষণ, বৈষম্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে।[৬] স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দারিদ্র পীড়িত বাংলাদেশে বিভিন্ন সময় দুর্ভিক্ষ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটেছে। এছাড়াও প্রলম্বিত রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও বারবার সামরিক অভ্যুত্থান এদেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ব্যাহত করেছে। গণসংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৯১ সালে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বেশ কিছু জটিলতা সত্ত্বেও এ ধারাবাহিকতা মোটামুটি অব্যাহত আছে। সকল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও গত দুই দশকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি সারা বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করেছে।[৭]

জনসংখ্যার দিক দিয়ে পৃথিবীর ৮ম বৃহত্তম দেশ এবং ৪র্থ বৃহৎ মুসলিম দেশ। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হিসেবে বিশ্বের তৃতীয় দেশ। জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক দিয়ে বিশ্বের ৭ম বৃহৎ দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ। দশ কোটির উপর জনসংখ্যার দেশ হিসেবে বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ।[৮] জিডিপির দিক থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতি পৃথিবীর ৩৫তম এবং জিডিপি বৃদ্ধির দিক থেকে পৃথিবীর ২৮তম অর্থনৈতিক অগ্রগতির দেশ।[৯]

নাগরিকগণ ভাষা ভিত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাঙ্গালি এবং জাতীয়তায় বাংলাদেশী বলে পরিচিত। বর্তমানে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক সরকার দ্বারা পরিচালিত।[১০] মোট জনসংখ্যা ১৬.১৭ কোটি। পুরুষ ৮.১০ কোটি, মহিলা ৮.০৭ কোটি।[১১] শিক্ষার হার ৬৩.৬ শতাংশ, ৯৫ শতাংশ জনগণ জাতীয় ভাষা বাংলায় আর ৫ শতাংশ জনগণ অন্যান্য ভাষায় কথা বলে। ইংরেজি ভাষার ব্যবহার ব্যাপকভাবে প্রচলিত রয়েছে। দেশের ৮৬.৬ শতাংশ মানুষ ইসলামের অনুসারী। বাকী ১২.১ শতাংশ হিন্দু ০.৬ শতাংশ বৌদ্ধ, ০.৪ শতাংশ খ্রিস্টান এবং ০.৩ শতাংশ মানুষ অন্যান্য ধর্মের অনুসারী।[১২]

---

৩ মোনায়েম সরকার, e½eÜ †kL gwRei ingvb : Rxeb I ivRbxwZ (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ১৫২

৪ এবনে গোলাম সামাদ, AvZ¥ cwiP‡qi mÜv‡b (ঢাকা: র‍্যামন পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৯২

৫ প্রফেসর মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী, A_©bwZK I AvÂwjK f‚‡Mvj (ঢাকা: বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লি. ১৯৯৭ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩-৫

৬ হাসান হাফিজুর রহমান, evsjv‡`‡ki ¯vaxbZv hy× : `wjjcÎ (ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ৫২৬

7 ড. হারুন-অর-রশিদ, evsjv‡`k : ivRbxwZ miKvi I kvmbZvwšK Dbqb 1757-2000 (ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স) পৃ. ১২৭; বাংলাদেশ, Cf.https://bn.wikipedia.org, তথ্য সংকলন; Visited on; 03/05/2018

৮ Countries in the world by population (2018), http://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/, Visited on; 03/05/2018

৯ Cf.https://www.imf.org, Visited on; 03/05/2018

১০ সুলতান মাহমুদ রানা, msm`xq MYZš: msKU I DËiY, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ জানু. ২০১৩ খ্রি., https://www.ittefaq.com.bd, visited on, 01/06/2018

১১ ড. সৈয়দ শাহজাহান আহমেদ, f‚‡Mvj (ঢাকা: কাজল ব্রাদার্স লি. ২০১১ খ্রি.), পৃ. ৩২-৩৩

১২ দৈনিক প্রথম আলো, ৩১ আগস্ট ২০১৩ খ্রি., https://www.prothomalo.com, visited on, 25/05/2018

Dhaka University Institutional Repository

জনগণের মধ্যে শুণ্য থেকে ১৪ বছর বয়স ৩০.৮ শতাংশ, ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়স ৫৩.৭ শতাংশ, ৫০ থেকে ৫৯ বছর বয়স ৮.২ শতাংশ এবং ৬০ বছরের উর্ধ্বে ৮.১ শতাংশ। প্রতি ১০০ জন নারীর বিপরীতে পুরুষ জনসংখ্যা হচ্ছে ১০০.৩ জন। মোট জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বাঙ্গালি ৯৮ শতাংশ, ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠী ২ শতাংশ। প্রধান নৃ গোষ্ঠীসমূহ হচ্ছে চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, গারো, মনিপুরী, ত্রিপুরা ও তনচংগা।[১৩] বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। ভূমি ১,৩৩,৯১০ বর্গকিলোমিটার এবং জলাভূমি ১০,০৯০ বর্গকিলোমিটার। মোট ৮টি বিভাগে বিভক্ত প্রশাসনিক কাঠামো। বিভাগুলো হচ্ছে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, রাজশাহী, বরিশাল, রংপুর এবং ময়মনসিংহ। মোট জেলা ৬৪টি এবং উপজেলা ৪৯১টি।

উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক অর্জন হচ্ছে বাংলাদেশ ডি-৮ এর সদস্য এবং গোল্ডম্যান স্যাস কর্তৃক Next Eleven Economy of the world হিসেবে বিবেচিত। বর্তমান মাথাপিছু আয় ১,৬০২ ইউএস ডলার। জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.২৪ শতাংশ। দারিদ্রের হার ২৩.৫ শতাংশ। মানব উন্নয়ন সূচকে অবস্থান ১৩৯ তম। আন্তর্জাতিক অনুদান নির্ভরতা ২ শতাংশ। শিল্প ভিত্তিক শ্রমিক বণ্টন হচ্ছে, কৃষি ৪৮.৪ শতাংশ, শিল্প ২৪.৩ শতাংশ, অন্যান্য ২৭.৩ শতাংশ। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা ও বিমসটেক এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এছাড়া জাতিসংঘ, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, বিশ্ব শুল্ক সংস্থা, কমনওয়েলথ অফ নেশনস, উন্নয়নশীল ৮টি দেশ, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন এবং ওআইসি ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংঘের সক্রিয় সদস্য।[১৪]

### ৭.১.২ বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস

ইসলাম বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম। এ দেশের সর্বাধিক জনগণ ইসলাম ধর্মে দৃঢ় বিশ্বাসী। বাংলাদেশে মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ১৪৮.৬ মিলিয়ন বা ১৪.৮৬ কোটি। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বের চতুর্থ। বৃহত্তম মুসলিম জন অধ্যুষিত দেশ ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান এবং ভারতের পরেই বালাদেশের অবস্থান।[১৫] ২০১০ সালের আদমশুমারী অনুসারে, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯০.৪ শতাংশই মুসলিম।[১৬]

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস সুপ্রাচীন। বিশেষ করে তিনটি প্রধান মাধ্যমে এ দেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদিনার ইসলামি রাষ্ট্রের ইসলাম প্রচার কার্যের অংশ হিসেবে, 'আরব মুসলিম ব্যবসায়ীগণের ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং পির দরবেশ ও মুহাদ্দিসগণের মাধ্যমে এ অঞ্চলে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। হিজরি প্রথম শতকেই 'আরব ব্যবসায়ীগণের মাধ্যমে এদেশে সর্বপ্রথম ইসলামের আগমন ঘটে।[১৭] বাণিজ্যের পাশাপাশি সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার বিস্তীর্ণ উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলোতে তারা ইসলাম প্রচার করেছিলেন। যার মধ্যে বাংলাদেশও ছিল। চিনের ক্যান্টন সমুদ্রতীরে অবস্থিত সাহাবি হযরত আবু ওয়াক্কাস মালিক বিন ওহাইবের (রা.) মাজার সে সাক্ষ্যই বহন করছে। তিনি নবুওয়াতের সপ্তম বর্ষে অর্থাৎ ৬১৭ খ্রি. কাসেম ইব্ন হুযাইফা (রা.) উরওয়াহ্ ইব্ন আছাছা (রা.) ও আবু কায়েস ইব্ন হারিস (রা.) কে

---

১৩ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৬, বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো, http://www.bbs.gov.bd/, Visited on; 05/05/2018

১৪ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, http://www.bbs.gov.bd/, Visited on; 03/05/2018

১৫ মিলার, ট্রেসি, সম্পাদক (২০০৯), wek gmwjg RbmsL¨vi Ae¯v: msL¨v Ges Ae¯v‡bi wfwË‡Z wek gmwjg RbmsL¨vi Dci cwZ‡e'b, পিউ রিসার্স সেন্টার, ০৮/১০/২০১৮, https://www.bn.m.wikipedia.org, visited on, 01/06/2018

১৬ বাংলাদেশে ইসলামের সূচনা যেভাবে, নিউজ ডেস্ক, সিলেট বার্তা২৪.কম, ২১ এপ্রিল ২০১৬, https://www.sylhetbarta24.com, visited on, 01/06/2018

১৭ আব্বাস আলী খান, evsjvi gmjgvb‡'i BwZnvm (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ৫ম প্রকাশ, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

সাথে নিয়ে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে চীন আগমন করেন। সমুদ্রতীরে কোয়াংটা মসজিদ তিনিই নির্মাণ করেন।[১৮] চীন যাবার পথে তাঁকে বাংলাদেশের বন্দরগুলোতেও নোঙ্গর করতে হয়েছে। আর তাঁর পবিত্র সাহচর্যে এসে এদেশের অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

সম্প্রতি লালমনিরহাটের সদর উপজেলার পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের মজদের আড়া গ্রামে ৬৯ হিজরিতে বা ৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। এর মধ্যে ৬ ইঞ্চি দৈর্ঘ ও ৬ ইঞ্চি প্রস্থ পরিমাপের একটি শিলালিপি পাওয়া যায়। যার মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে 'আরবিতে "লা ইলাহা ইল্লালাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্, হিজরি ৬৯" লিখা রয়েছে। ৬৯ হিজরি ছিল বনু উমাইয়ার যুগ। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর যুগের সাথে এর ব্যবধান মাত্র ৫০ বছর। মসজিদটি ৬৯ হিজরিতে নির্মিত হলেও এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে ছিলো আরও আগেই।[১৯] কারণ সে সময় পাকা ঘর তৈরি করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হত।

এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের এ ধারা 'আব্বাসি খিলাফতকালে আরও জোরদার হয়। নওগাঁর পাহাড়পুরে বৌদ্ধবিহার খননকালে দু'টি 'আরবি মুদ্রা পাওয়া যায়। এ মুদ্রা দু'টি তৈরি হয়েছিল ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে 'আব্বাসি খালিফা হারুনুর রশিদের শাসনকালে। সে সময়ের কোন ইসলাম প্রচারক এ মুদ্রাগুলো বহন করেছিলেন। পাহাড়পুরে আসার পর বৌদ্ধদের হাতে তিনি শহিদ হন। কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে খননকালে 'আব্বাসি যুগের আরও দু'টি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়। এসব মুদ্রাপ্রাপ্তি খ্রিষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতকে এদেশে 'আরব মুসলিমগণের যাতায়াত ছিল, এ কথাই প্রমাণ করে। খ্রিষ্টীয় দশম শতকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে একটি মুসলিম রাজ্য স্থাপিত হয় বলে ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। মূলত হিজরি প্রথম শতকেই বাংলায় ইসলামের আগমন ঘটে।[২০]

বাংলাদেশে ইসলামি জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা, প্রচার ও প্রসারের ইতিহাসে মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতিয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত কয়েকজন পির দরবেশ ও মুহাদ্দিসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিম্নে কয়েকজনের পরিচয় তুলে ধরা হলো:

মধ্য এশিয়ার বলখের শাসক শাহ্ মুহাম্মাদ সুলতান বলখি (রহ.) রাজ্যশাসন ত্যাগ করে দামেশক এসে বহু দিন তাওফিক নামক এক বুযুর্গের সংশ্রবে থাকেন। বুযুর্গ তাঁকে বাংলায় এসে ইসলাম প্রচারে উৎসাহিত করেন। শাহ্ মুহাম্মাদ সুলতান বলখি (রহ.) ১০৪৭ খ্রি. মোতাবেক ৪৪০ হি. সনে নৌপথে চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ পৌঁছেন। সেখান থেকে তিনি হিন্দু রাজা বলরামের রাজ্য হরিরাম নগরে এসে ইসলাম প্রচার শুরু করলে রাজা বলরাম বাধা দেন। ফলে উভয়ের মাঝে সংঘর্ষ বাঁধে। এতে রাজা নিহত হন। রাজার মন্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করলে শাহ্ বলখি (রহ.) তাকেই সিংহাসনে বসান। অতপর তিনি রাজা পশুরামের রাজ্য বগুড়ার মহাস্থানগড়ে আসেন। রাজা পশুরাম সুলতান বলখি ও তাঁর সঙ্গীদের উপর সশস্ত্র হামলা চালান। যুদ্ধে রাজা নিহত হন। মহাস্থানগড়ে শাহ্ মুহাম্মাদ সুলতান বলখি মসজিদ ও ইসলামি শিক্ষালয় স্থাপন করে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন।[২১] সম্প্রতি প্রতি বছর ১০ মে মহাস্থানে হযরত শাহ সুলতান বলখির বিজয় উপলক্ষ্যে বিজয় দিবস পালন করা হয়।[২২]

---

১৮ মাওলানা বি.এইচ.মাহিনী, evsjv‡'‡k Bmjv‡gi AvMg‡bi BwZnvm, ১৭ মে ২০০৪ খ্রি., https:/www.somewherinblog.net, visited on, 01/06/2018

১৯ জাহাঙ্গীর আলম শোভন, jvjgwbinv‡Ui nvRv‡bv gmwR' BwZnv‡mi Ask, ১০ মার্চ ২০১৭ খ্রি., https://www.swarnobaj.com, visited on, 01/06/2018

২০ শেখ মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, evsjv‡'‡k Bmjvg cPv‡ii BwZnvm, ০১ নভেম্বর ২০১৬, https://www.iscabd.org, visited on, 10/05/2018; মুফতি এহসানুল হক জেলানী, evsjv‡'‡k Bmjvg cPvi, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১ জুন, ২০১৮, https://www.bd-pratidin.com, visited on, 01/06/2018

২১ শাহ্ মাহাম্মদ সুলতান বলখি, Cf.https://www.bn.m.wikipedia.org, visited on, 02/06/2018

২২ Cf.https://m.bdnews24.com, visited on, 01/06/2018

Dhaka University Institutional Repository

১০৫৩ খ্রি. মোতাবেক ৪৪৬ হিজরি শাহ্ মুহাম্মাদ সুলতান রুমি (রহ.) প্রথমে চট্টগ্রামে আগমন করেন। অতপর মেঘনা ও ব্রক্ষ্মপুত্র হয়ে বর্তমান নেত্রকোণার মদনপুরে কোচ রাজার রাজ্যে ইসলাম প্রচার করেন। ১১১৯ খ্রি. বিক্রমপুরে আদম নামক একজন ইসলাম প্রচারক এসেছিলেন। তখন এটি রাজা বল্লাল সেনের শাসনাধীন ছিল। রাজা বল্লাল সেন ইসলাম প্রচারে বাধা দেন। এতে মুসলিমদের সাথে তার যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে আদম শহিদ (রহ.) নিহত হন। খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ দশকের শেষ দিকে শাহ্ মাখদুম রুপোস নামক একজন ইসলাম প্রচারক রাজশাহী অঞ্চলে আসেন। তাঁর দা‘ওয়াতেও বহুলোক ইসলাম গ্রহণ করেন।[২৩]

বঙ্গদেশ মুসলিম শাসনের স্থপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ ইব্ন বখতিয়ার খিলজি। তিনি উত্তর আফগানিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। দিল্লিতে তখন কুতবুউদ্দিন আইবেকের শাসনামলে ১১৯৩ সালে তিনি ভারতে আসেন। ১২০৪ সালে তার প্রতিনিধি হিসেবে বখতিয়ার খিলজি বিহার ও বাংলা জয় করেন।[২৪] ১২৭৮ সালে ইসলামের অন্যতম প্রচারক ও মুহাদ্দিস শায়খ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামাহ পূর্ব বাংলার রাজধানী সোনারগাঁও আগমন করেন। তিনিই এদেশে প্রথম বুখারি শরিফ নিয়ে আসেন এবং ‘ইল্মে হাদিসের শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। এটিই হলো উপমহাদেশে হাদিস শাস্ত্রের প্রথম মাদ্রাসা। তখন সে মাদ্রাসার ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। শায়খ আবু তাওয়ামা (রহ.) দীর্ঘ ২৩ বছর ইসলামি জ্ঞান বিজ্ঞান সম্প্রসারণে পরম ত্যাগ স্বীকার করার পর ১৩০০ সালে ইন্তিকাল করেন। ঢাকার নিকটবর্তী সোনারগাঁওয়ে তাঁর কবর রয়েছে।[২৫]

হযরত খানজাহান ‘আলি (রহ.) ছিলেন একজন ইসলাম প্রচারক এবং বাগেরহাটের স্থানীয় শাসক। তিনি ১৩৬৯ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লিতে জন্ম গ্রহণ করেন।[২৬] সুলতান নাছির উদ্দিন মাহ্মুদ শাহের সময়ে (১৫৩৪) তিনি বাগেরহাটে খলিফাবাদ রাজ্য গড়ে তোলেন। খানজাহান ‘আলি বৈঠক করার জন্য একটি দরবার হল স্থাপন করেন। যা পরে ষাট গম্বুজ মসজিদ হয়। হযরত খানজাহান ‘আলি (রহ.) বৃহত্তর যশোর ও খুলনা জেলার বিভিন্ন অংশে সর্বপ্রথম মুসলিম বসতি গড়ে তুলে ছিলেন। তিনি এ দু’ জেলায় কয়েকটি শহর প্রতিষ্ঠা, মসজিদ, মাদ্রাসা, সরাইখানা, মহাসড়ক ও সেতু নির্মাণ এবং বহু সংখ্যক দিঘি খনন করেন। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যকীর্তি বর্তমান বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ। হযরত খানজাহান ‘আলি (রহ.) ২৫ অক্টোবর ১৪৫৯ খ্রি. ষাট গম্বুজ মসজিদে এশার নামাজরত অবস্থায় ৯০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।[২৭]

হযরত শাহ্জালাল ইয়ামানি ‘আরবের ইয়ামেন হতে ৩৬০ জন সহচরসহ বাংলাদেশের সিলেট আগমন করেন এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার করেন। ইসলাম প্রচারের পাশাপাশি মুসলিমগণকে ব্যাপকভাবে ‘ইল্মে হাদিস শিক্ষা দান করেন। ১৩০৩ সালে বিখ্যাত আধ্যাত্মিক সাধক হযরত শাহ্জালাল ইয়ামানি (রহ.) রণপ্রস্তুতি নিয়ে সিলেট আগমন করেন। তখন গৌরগোবিন্দ নামক

---

২৩ জনাব এ.টি.এ. মুছলেহ উদ্দীন ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, Bmjvgx wek¦Kvl (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম সংস্করণ, ২০০৫ খ্রি.), খ. ২৩, পৃ. ৬৭৯; আবদুল করিম, kvn mjZvb iæwg (in.), https://bn.banglapedia.org, visited on, 25/05/2018

২৪ জনাব এ.টি.এ. মুছলেহ উদ্দীন ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, Bmjvgx wek¦Kvl, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৭১১; এ.বি.এম শামছুদ্দীন আহমদ, eLwZqvi wLjwR, বাংলাপিডিয়া, https://www.bn.banglapedia.org, visited on, 27/05/2018; আব্বাস আলী খান, evsjvi gmjgvb‡`i BwZnvm, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১‘

২৫ মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, BwZnv‡mi GK SjK, মাসিক আল কাউসার, সেপ্টেম্বর ২০১২ খ্রি., https://www.alkawsar.com, visited on, 19/03/2018; kidwÏb Ave ZvIqvgv, বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২য় সংস্করণ, https://www.bn.banglapedia.org, visited on, 02/06/2018

২৬ জনাব এ.টি.এ. মুছলেহ উদ্দীন ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, Bmjvgx wek¦Kvl, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৫০৩; খান জাহান আলী, Cf. https://www.bn.m.wikipedia.org.wiki, visited on, 02/06/2018

২৭ খাঁন জাহান আলী, Cf.https://www.bagerhat.gov.bd, visited on, 02/06/2018; https://www.archaeolofy.gov.bd, 13 july 2015, visited on, 02/06/2018

*Dhaka University Institutional Repository*

একজন মুসলিম নির্যাতনকারী হিন্দু রাজা সিলেট শাসন করত। তখন লাখনৌতি এর শাসক ছিল সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ্।[২৮]

ফিরোজ শাহ্ গৌরগোবিন্দের বিরুদ্ধে সেনাপতি সিকান্দার গাজির নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। দু'বার হামলা চালিয়েও সিকান্দার গাজি তাকে পরাজিত করতে পারেননি। পরে অন্যতম সেনাপতি সাইয়েদ নাসিরুদ্দিন তাঁকে সহযোগিতা করেন। তখন শাহজালাল (রহ.) তাঁর সাথীদের নিয়ে মুসলিম বাহিনীতে যোগ দেন। গৌরগোবিন্দের বিরুদ্ধে আবারও সামরিক অভিযান পরিচালিত হলে তিনি পরাজিত হয়ে জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যান।[২৯] খ্রিষ্টীয় ১৩০৩ সালে সিলেট লাখনৌতি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। সিলেট বিজয়ের পর হযরত শাহজালাল (রহ.) তাঁর সাথীদের নিয়ে সিলেট অঞ্চলে থেকে যান। তাঁর উন্নত চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে বাংলার হাজার হাজার হিন্দু ও বৌদ্ধ ইসলাম গ্রহণ করেন। ১৩৪১ সালে এ মহান দরবেশ ইন্তিকাল করেন এবং সিলেটে সমাধিস্থ হন।[৩০]

সৈয়দ শাহ্ 'আলি বাগদাদি একশজন সহচরসহ ইসলাম প্রচারের উদেশ্যে তুঘলক রাজত্বের শেষের দিকে বাগদাদ হতে ভারতে আগমন করেন। তিনি কিছুকাল দিল্লি অবস্থান করেন এবং তথায় সৈয়দ রাজত্ব শুরু হলে সৈয়দ রাজবংশে বিবাহ করেন। রাজ দরবার হতে বাংলার ফরিদপুর জেলার ঢোলসমুদ্র নামক স্থানে ১২ হাজার বিঘা জমি অনুদান প্রাপ্ত হয়ে তিনি বাংলায় আগমন করেন। দীর্ঘকাল 'ইল্‌মে দ্বিনের প্রচার ও প্রসার শেষে ঢাকার মিরপুরে এসে ইন্তিকাল করেন।[৩১]

মাওলানা হাজি শরি'আতুল্লাহ্ মাদারীপুর জেলার শিবচর থানার অন্তর্গত শামাইল নামক গ্রামে ১৭৮৬ সালে তালুকদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইসলাম প্রচার ও প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তিনি নীলকর ও সামন্তবাদ বিরোধী নেতৃত্ব গড়ে তুলে বৃটিশদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ সৃষ্টি করেন এবং মানুষকে শিরক ও বিদ'আত থেকে মুক্ত করার জন্য ফরায়েজি আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করেন। তিনি একদিকে ছিলেন একজন একনিষ্ঠ ইসলাম প্রচারক অপরদিকে শ্রমজীবি ও বঞ্চিত মানুষকে শোষণ থেকে মুক্ত করার জন্য গণ আন্দোলনের নেতা। এ মহান ইসলাম প্রচারক ১৮৩১ সালে ইন্তিকাল করেন [৩২]

মাওলানা কারামত 'আলি জৈনপুরি ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে জৈনপুরের এক সম্ভ্রান্ত ছিদ্দিকি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাওলানা আহ্‌মদুল্লাহ্ আমনির নিকট 'ইল্‌মে হাদিস শিখেন। সৈয়দ শাহিদ ব্রেলভির নিকট থেকে তিনি 'ইল্‌মে মা'রিফাতের জ্ঞান অর্জন করেন। সৈয়দ শাহিদের আদেশে তিনি

---

২৮ এ. বি. এম শামছুদ্দীন আহমদ, kvgQwÏb wd‡ivR kvn, https://www.bn.banglapedia.org, visited on, 25/05/2018; আ.ন.ম বজলুর রশীদ, Avgv‡`i mdx mvaK (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ২০-৩৫

২৯ আব্দুল মান্নান তালিব, evsjv‡`‡k Bmjvg (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ১২৪

৩০ জনাব এ.টি.এ. মুছলেহ উদ্দীন ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, Bmjvgx wek‡Kvl, প্রাগুক্ত, খ. ২৩, পৃ. ৬৪৮; আতিকুর রহমান নগরী, nhiZ kvnRvjvj (in.) Gi msMvgx Rxeb I ag cPvi, দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ সেপ্টম্বর ২০১৪ খ্রি., https://www.ittefaq.com.bd, visited on, 01/06/2018; মুফতি আজহারুল ইসলাম, kxn‡Æ Bmjvg †R¨wZ (ঢাকা: উৎস প্রকাশন, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ২৩; শাহ ওয়ালি উল্লাহ্, kvn Rvjvj (in.) (ঢাকা: ছাফা বুক কর্পোরেশন, জুলাই ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ১৭-৩৮; আব্দুল করিম, kvn Rvjvj (in.), বাংলাপিডিয়া, Cf. https://www.bn.banglapedia.org, visited on, 02/06/2018

৩১ জনাব এ.টি.এ. মুছলেহ উদ্দীন ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, Bmjvgx wek‡Kvl, প্রাগুক্ত, খ. ২৩, পৃ. ৬৪২; সৈয়দ রশিদ আলম, mjZvbj AvDwjqv nhiZ kvn Avjx evM`v`x (in.), দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯ জানু. ২০১৬ খ্রি., https://www.ittefaq.com.bd., visited on, 02/06/2018; ড. আয়েশা বেগম, wgici `iMvn kixd, দৈনিক যুগান্তর, ২০ ডিসে. ২০১৩ খ্রি., https://www.jigantor.com., visited on, 02/06/2018

৩২ হাজী শরীয়তুল্লাহ্, Cf. https://www.bn.m.wikipedia.org., visited on, 25/05/2018; জনাব এ.টি.এ. মুছলেহ উদ্দীন ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, Bmjvgx wek‡Kvl, প্রাগুক্ত, খ. ২৩, পৃ. ৩২৭

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে আত্মোনিয়োগ করেন। প্রায় একান্ন বছরকাল এ কাজে ব্যাপৃত থেকে তিনি উত্তর বঙ্গের রংপুর জেলায় ১৮৭৩ খ্রি. ইন্তিকাল করেন।[৩৩]

এছাড়াও প্রখ্যাত 'আলিমগণের মধ্যে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন তেতাভূমি দায়রায়ে রাহমানিয়ার মাওলানা 'আব্দুর রহ্মান পির সাহেব তিনি বড় হুজুর নামে পরিচিত ছিলেন। নাগাইশ দরবার শারিফের মাওলানা 'আব্দুর রাজ্জাক (রহ.) সোনাকান্দার 'আব্দুর রহমান হানাফি (রহ.), আড়াইবাড়ীর আজগর আহ্মাদ ছাইদ আল কাদরি (রহ.) দেশের বিভিন্ন এলাকায় ইসলাম প্রচারের স্বার্থে বহু দ্বিনি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন [৩৪] বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে 'আরব মুসলিম ব্যবসায়ীগণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে একই সাথে বিভিন্ন 'আরব দেশ থেকে আগত ইসলাম প্রচারকগণের ভূমিকাও অত্যন্ত ব্যাপক। মুসলিম শাসক এবং সেনাপতিগণের সমর্থন সহযোগিতাও ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছে।

এ দেশে যারা ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদের জীবনকে আলোকিত করেছেন তাদের মধ্যে এবং তাদের বংশধরদের মধ্যে অনেক ইসলাম প্রচারক, পির ও দরবেশ ইসলাম প্রচারে বর্ণনাতীত অবদান রেখেছেন। বাংলাদেশে ইসলামের ইতিহাস নতুন নয় বরং প্রথম হিজরিতে সম্মানিত সাহাবাগণের মাধ্যমেই এ দেশে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। যা পরবর্তীতে এ অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষের জাগতিক ও পারলৌকিক মুক্তির একমাত্র উপায় হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করার মাধ্যমে প্রধান ধর্ম হিসেবে আত্ম প্রকাশ করে। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের মানুষের সার্বিক মুক্তির একমাত্র উপায় হিসেবে ইসলামের অনুসরণ ও বাস্তবায়নকেই অধিকাংশ মানুষ অনিবার্য মনে করে।

### ৭.১.৩ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ।[৩৫] এদেশের অর্থনীতিকে নিম্ন আয়ের উন্নয়নশীল এবং স্থিতিশীল অর্থনীতি হিসেবে চিহ্নিত করা হতো।[৩৬] কিন্তু বর্তমানে তা মধ্যম আয়ের উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে জাতিসংঘের রাষ্ট্র তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে মধ্যম হারের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি, পরিব্যাপ্ত দারিদ্র, আয় বণ্টনে অসমতা, শ্রমশক্তির উল্লেখযোগ্য বেকারত্ব, জ্বালানী, খাদ্যশস্য এবং মূলধনী যন্ত্রপাতির জন্য আমদানী নির্ভরতা, জাতীয় সঞ্চয়ের নিম্নহার, বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা এবং কৃষি খাতের সংকোচনের বিপরীতে পরিসেবা খাতের দ্রুত প্রবৃদ্ধি।[৩৭] ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশ অর্থনীতিতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প বিশ্বের বৃহত্তম শিল্পের মধ্যে অন্যতম। ১৯৮০ সালের আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত পাট ও পাটজাত পণ্য নির্ভর ছিল। কিন্তু ১৯৭০ সাল থেকে পাটজাত দ্রব্যের জনপ্রিয়তা ও বাণিজ্য কমতে থাকে। বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি স্বাধীনতার পরপর ১৯৭০ এর দশকে সর্বোচ্চ ৫৭

---

৩৩ এম. ইমামুল হক, †KivgZ Avjx †RŠbcix, বাংলাপিডিয়া, Cf.https://www.bn.banglapedia.org., visited on, 28/05/2018; কারামত আলী জৌনপুরী, উইকিপিডিয়া, Cf.https://www.bn.m.wikipedia.org., visited on, 28/06/2018

৩৪ মাওলানা এইচ.এম গোলাম কিবরিয়া (রাকিব), evsjv‡'‡k Bmjv‡gi c‡ek, দৈনিক সংগ্রাম, ০৬ জানুয়ারি ২০১৭, https://www.dailysangram.com., visited on, 12/05/2018

৩৫ বশিরা মান্নান ও মোঃ নুরুল ইসলাম, Dbqb I mgvRKg (ঢাকা : অসডার পালিকেশন্স, ১ম সং, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ১৭

৩৬ Dr. M. Kabir Hassan, *The Bangladesh Economy in the 21st Century* (Dhaka: Public Relations Department, I B B L, 1st Ed., 2003), p. 76; Reproductive Health and Rights is Fundamental for Sound Economic Development and Poverty Alleviation, United Nations Population Fund, Retrieved 9June, 2009

৩৭ সৈয়দ আশরাফ আলী, d‡ib G·‡PÄ I AvšÍRwZK ewYR¨ A_©bxwZ (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২য় সংস্করণ,২০০৮ খ্রি.), পৃ. ১৫৭

শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। তবে এ প্রবৃদ্ধি বেশিদিন টিকেনি। ১৯৮০ এর দশকে এ হার ছিল ২৯শতাংশ এবং ১৯৯০ এর দশকে ছিলো ২৪ শতাংশ।[৩৮]

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে বর্ধিত জনসংখ্যার চাপ সত্ত্বেও বাংলাদেশ ইতোমধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। অবশ্য এখনো মোট জনসংখ্যার ১০ থেকে ১৫ শতাংশ অপুষ্টি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।[৩৯] বাংলাদেশের কৃষি মূলত অনিশ্চিত মৌসুমী আবহাওয়া এবং নিয়মিত বন্যা ও খরার উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। দেশের যোগাযোগ, পরিবহণ ও বিদ্যুৎ খাত সঠিকভাবে গড়ে না উঠায় অর্থনৈতিক উন্নতি অনেকাংশে ব্যাহত হচ্ছে। বাংলাদেশের শিল্প কাঠামো এখনো অনেক দুর্বল এবং অধিকাংশ শ্রমিক অদক্ষ এবং মজুরি সস্তা। মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক এখনো দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে। একই আয়ের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের সেবার মান অনেক কম। বাংলাদেশে ঐতিহাসিকভাবেই বিরাট বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে এবং অর্থনীতি বর্তমানে বিদেশে কর্মরত শ্রমিকের পাঠানো রেমিট্যান্সের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।[৪০]

বর্তমানে বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের কঠোর পরিশ্রমের কল্যাণে বৈদেশেক মুদ্রার রিজার্ভ স্থিতিশীল রয়েছে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসেব অনুযায়ী বিগত ২০০৯/১০ ও ২০১০/১১ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬.০৭ শতাংশ ও ৬.৭১ শতাংশ। মন্দা পরবর্তী পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশে উন্নীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১১/১২ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় ৬.২৩ শতাংশ। বর্তমানে বিশ্ব বাণিজ্যের ধীর গতির মাঝেও বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে এবং রেমিট্যান্স প্রবাহের উচ্চ প্রবৃদ্ধির ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে।[৪১] অর্থনীতির বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জন করার ফলে বাংলাদেশকে ‘The Next Asian Tiger’ ভাবা হয়।[৪২]

একটি নিম্ন আয়ের উন্নয়নশীল এবং স্থিতিশীল অর্থনৈতিক অবস্থার পাশাপাশি বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থার চিরায়ত বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে অনগ্রসর অর্থনীতি, নিম্নমানের মাথাপিছু আয়, অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র, যুব সমাজের বিশাল অংশ বেকার, সহিংস রাজনীতি, দুর্নীতি ও অপরাধ প্রবণ সমাজ। বাংলাদেশের সামাজিক খাতগুলোর উন্নয়নে সরকারের ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ সীমিত। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন এবং শিক্ষা কর্মসূচিতে সরকারি ব্যয় মোট বাজেটের মাত্র এক তৃতীয়াংশ।

প্রাচীন কাল থেকে ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর সমাজ ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। রাজনৈতিক কলহ, সামরিক শাসন, ভূস্বামীদের কর্তৃত্ব এবং স্থানীয় সরকারের স্বাধীন ভূমিকার অভাবে এদেশের জনগণ মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। কৃষি ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় ধীরগতি

---

৩৮ বাংলাদেশের অর্থনীতি, উইকিপিডিয়া, Cf.https://www.bn.m.wikipedia.org, visited on, 03/06/2018

৩৯ বাংলাদেশের অর্থনীতি, Cf.https://bn.m.wikipedia.org/wiki/, visited on, 14/05/2018; সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, AcÖó I RwZq ÿwZ, দৈনিক ইত্তেফাক, ০৭ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি., https://www.ittefaq.bd., visited on, 02/06/2018

৪০ অর্কপ্রব দেব, A_bxwZ‡Z cevmx Av‡qi Ae‘vb, দৈনিক ইত্তেফাক ০৯ ফেব্রু. ২০১৩ খ্রি., https://www.ittefaq.com.bd., visited on, 02/06/2018; অর্থনৈতিক প্রতিবেদক, বিডি নিউজ টোয়েন্টিফের ডটকম, †iwg‡UÝ cev‡n fvUv, ০২ অক্টো. ২০১৭ খ্রি., https://www.m.bdnews24.com., visited on, 03/06//2018

৪১ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, evsjv‡`k A_©bwZK mgxÿv 2013 (ঢাকা: অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ২০১৩ খ্রি.), পৃ.১৫

৪২ A Conversation with U.S Amb. to Bangladesh Dan Mozena, *The Next Asian Tiger?* Bangladesh Bank, Retrieved 25 April 2014, https://www.businessinsider.com, visited on, 17/05/2018

*Dhaka University Institutional Repository*

সম্পন্ন শিল্পায়ন, জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং বিপুল সংখ্যক বেকার জনগোষ্ঠীর কারণে জনগণের আয় বৈষম্য এবং আঞ্চলিক বৈষম্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। উপরন্তু প্রতিবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষভাবে বন্যা, খরা, শিলাবৃষ্টি, মৌসুমী ঝড়, পাহাড় ধ্বস এবং জলোচ্ছাস গ্রামীণ সমাজ জীবনে বিরূপ প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশের প্রধান সামাজিক খাতসমূহ কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ, জ্বালানী, পরিবহণ, যোগাযোগ, মানবসম্পদ, দারিদ্র এবং পরিবেশ ইত্যাদির উন্নয়নে এখনো দীর্ঘমেয়াদী এবং টেকসই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। ২০১২/১৩ অর্থবছর পর্যন্ত মাথাপিছু জাতীয় আয় ও মাথাপিছু জিডিপি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৯২৩ ও ৮৫৯ মার্কিন ডলার।[৪৩] বাংলাদেশ এখন একটি উন্নয়নশীল দেশ। জাতিসংঘের শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী এটি একটি স্বল্পোন্নত দেশ। ২০১৭ সালের মার্চ মাসে ১০০০ টাকার আন্তজার্তিক মূল্যমান কমবেশী ১২.৫৯৯২ মার্কিন ডলার (১ মার্কিন ডলার = ৭৯.৩৭ টাকা)। দেশে বৈদেশিক মূদ্রার রিজার্ভ ৩২.৯৭ বিলিয়ন ডলারের বেশি।[৪৪]

সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ কিছুটা অগ্রসর হওয়ার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি রয়েছে। এর মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো, বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচনেও কিছুটা সফলতা এসেছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশ ছাড়িয়ে যাওয়া, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে থাকা, রিজার্ভ ভালো থাকার বিপরীতে বেসরকারি বিনিয়োগ আশানুরূপ না হওয়া অনেকটাই হতাশার কারণ। বৈচিত্রহীন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সুযোগে সার্বিকভাবে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ২০১৬ সাল কিছুটা ভাল কাটলেও দুর্নীতি, রাজনৈতিক প্রশ্রয়ে সন্ত্রাস এবং বিভিন্ন সময়ে জেগে উঠা ধর্মভিত্তিক উগ্রতা জনগণকে মাঝেমধ্যেই আতংকিত করে রাখে।[৪৫]

স্বাধীনতার ৪৭ বছর পরও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব এবং রাষ্ট্রীয় প্রশ্রয়ে দুর্নীতির ব্যাপকতাকেই বেশি দায়ী করা যায়। তদুপরি যতোটা অর্জন তাও নিতান্ত কম নয়, এ ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগ এবং সাধারণ জনগণের উন্নয়ন মানসিকতা ও পরিশ্রমের অবদানই সবচেয়ে বেশি। দুর্নীতি ও দুঃশাসন মুক্ত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামো বিনির্মাণ করে জনগণের মাঝে সুবিচার ও সুষম বণ্টন ব্যবস্থা ছড়িয়ে দিতে পারলে অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে পারবে।

### ৭.১.৪ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অবস্থা

মানব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবশ্য পালনীয় মূল্যবোধ গঠন ও উৎকর্ষ সাধনের প্রচেষ্টা থেকেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোর সৃষ্টি হয়। সংস্কৃতির মাধ্যমে মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে কামনা বাসনা ইত্যাদি নিম্নতর স্বভাবগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করে আত্ম বিকাশের পথ প্রশস্ত করে। বুদ্ধিবৃত্তি, নৈতিকতা, ও সৌন্দর্য সম্পর্কিত মূল্যবোধের সমন্বয় থেকেই সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোর উদ্ভব হয়। এ কারণে সমাজ ও সামাজিক আদর্শ ভেদে সাংস্কৃতিক অবস্থাও বিভিন্ন রকম হয়। মানবীয় ব্যক্তিত্বের মধ্যে একই সাথে অনেকগুলো দিক বিদ্যমান থাকে। একজন ব্যক্তি একটি পরিবারের সদস্য এবং একটি সমাজের অংশ। একারণে মানুষের সাংস্কৃতিক আচরণও বিভিন্ন রকম হয়। মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ, আদান প্রদান, দায় দায়িত্ব এবং সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে সমাজ গড়ে উঠে। এ ক্ষেত্রে

---

৪৩ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, বাংলাদেশ A_©bwZK mgxÿv 2013, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৪৪ বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ, Cf.https://bn.wikipedia.org/wiki/, (accessed 14 April 2018), visited on, 12/05/2018; বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ এপ্রিল ২০১৮ খ্রি., https://www.ittefaq.com.bd., visited on, 03/06/2018

৪৫ শামস মণ্ডল ও আশরাফুর রহমান, we‘vqx eQ‡i evsjv‡`‡ki Av_-mvgwRK I ivR©bwZKcwiw¯'wZi gj¨vqb, ২০১৬-১২-৩১, https://www.parstoday.com, visited on, 17/05/2018; প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাহবুব আলী, evsjv‡`‡ki Av_-mvgwRK Ae¯'v, দৈনিক ইত্তেফাক, ০৮ জানু. ২০১৮ খ্রি., https://www.ittefaq.com.bd., visited on, 02/06/2018

একটি সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষ ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা, স্মৃতি সংরক্ষণ, ভবিষ্যতে উন্নতির আকাঙ্খা এবং বিশ্ব প্রকৃতির রূপ সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলার মাধ্যমে পরিতৃপ্ত হওয়ার জন্য সাংস্কৃতিক আচরণ ও অনুষ্ঠানাদি ধারন করে।[৪৬]

মানুষের চিন্তাগত মূল ভিত্তি থেকে সংস্কৃতি গড়ে উঠায় একই রাষ্ট্রে বসবাস করা সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক ভিন্নতা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সংস্কৃতির কিছু দিক ব্যক্তি ও পরিবার, কিছু দিক সমাজ রাষ্ট্র ও স্থানীয় ঐতিহ্য এবং কিছু দিক ধর্ম বিশ্বাস ও জীবন সম্পর্কে মূল্যবোধের সাথে সম্পৃক্ত। এ কারণে বাংলাদেশে মানুষের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট মোটেই অভিন্ন নয়। বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্র, বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে নানাবিদ সাংস্কৃতিক আচার আচরণে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট। এ অঞ্চলে মানুষের ভাষার মিশ্রণ, জাতিতে মিশ্রণ এবং সংস্কৃতিতেও মিশ্রণের ফলে বিভিন্ন ধারার বৈচিত্রময় সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছে।[৪৭] অপরদিকে এখানে বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালি জাতির হাজার বছরের বেশি পুরনো সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য রয়েছে।[৪৮]

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিবেচনায় ৭ম শতাব্দীতে রচিত বৌদ্ধদোহার চর্যাপদ সঙ্কলন বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত। মধ্যযুগে বাংলা ভাষায় কাব্য, লোকগীতি ও পালাগানের প্রচলন ঘটে। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাংলা কাব্য ও গদ্য সাহিত্যের ব্যাপক বিকাশ ঘটে। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ বাংলা ভাষায় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। বাংলার লোক সাহিত্যও যথেষ্ট সমৃদ্ধ।

বাংলাদেশের সংগীত বাণি প্রধান, এখানে যন্ত্রসংগীতের ভূমিকা সামান্য। গ্রাম বাংলার লোক সঙ্গীতের মধ্যে বাউল গান, জারি, সারি, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, মুর্শিদী, গম্ভীরা, কবিগান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[৪৯] গ্রামাঞ্চলের এ লোকসঙ্গীতের সাথে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে মূলত একতারা, দোতারা, ঢোল, বাঁশি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। নৃত্যশিল্পের নানা ধরন বাংলাদেশে প্রচলিত। এর মধ্যে রয়েছে উপজাতীয় নৃত্য, লোকজ নৃত্য, শাস্ত্রীয় নৃত্য ইত্যাদি। দেশের গ্রামাঞ্চলে যাত্রা পালার প্রচলন রয়েছে। ঢাকা ভিত্তিক চলচ্চিত্র শিল্প হতে প্রতি বছর প্রায় ৮০ হতে ১০০টি বাংলা চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়। এসব চলচিত্রের বেশিরভাগই ইসলামি চিন্তা, আদর্শ ও সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কহীন হওয়ায় নগণ্য সংখ্যক মানুষ এসবের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে।

বাংলাদেশে প্রায় ২০০টি দৈনিক সংবাদপত্র ও ১৮০০ এর বেশি সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তবে নিয়মিতভাবে পত্রিকা পড়েন এরকম লোকের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৫ শতাংশ। গণমাধ্যমের মধ্যে রেডিও অঙ্গনে বাংলাদেশ বেতার ও বিবিসি বাংলা জনপ্রিয়। সরকারি টেলিভিশন সংস্থা বাংলাদেশ টেলিভিশন ছাড়াও বাংলাদেশ থেকে বেসরকারি ১০টির বেশি উপগ্রহভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল ও ৫টির বেশি রেডিও সম্প্রচারিত হয়।[৫০] বাংলাদেশের রান্না-বান্নার ঐতিহ্যের সাথে ভারতীয় ও মধ্যপ্রাচ্যের রান্নার মিল রয়েছে। ভাত, ডাল ও মাছ বাংলাদেশীদের প্রধান খাবার, এ জন্য বলা হয়ে থাকে মাছে ভাতে বাঙ্গালি। দেশে ছানা ও অন্যান্য প্রকারের মিষ্টান্নের মধ্যে রসগোল্লা, চমচম, সন্দেশ, কালোজাম বেশ জনপ্রিয়।[৫১] বাংলাদেশের নারীদের প্রধান পোষাক শাড়ি। অল্পবয়স্ক মেয়েদের মধ্যে সালোয়ার কামিজেরও প্রচলন রয়েছে। পুরুষদের প্রধান পোষাক লুঙ্গি ও

---

৪৬ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, wkÿv mwnZ¨ I ms¯‹…wZ (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ৫ম প্রকাশ, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ২৬৬
৪৭ এ কে নাজমুল করিম, mgvRweÁvb mgxÿY (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ৫৭
৪৮ গোলাম মুরশিদ, nvRvi eQ‡ii ev½wj ms¯‹…wZ (ঢাকা: অবসর পাবলিকেশন্স, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ২৩
৪৯ প্রাগুক্ত।
৫০ মাহমুদুল হক সোহাগ, evsjv‡`‡ki m¤úPvi gva¨‡gi gwjKvbv we‡køIY, ০৩ সেপ্টে. ২০১৬ খ্রি., https://www.sohsgjmsju.blogpost.com., visited on, 03/06/2018
৫১ মোহাম্মদ সা'দাত আলী, evOwj gmjgvb‡`i ms¯‹…wZ (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ২৮

পাঞ্জাবি তবে শহরাঞ্চলে শার্ট ও প্যান্ট প্রচলিত রয়েছে। বিশেষ অনুষ্ঠানে পুরুষরা পাঞ্জাবি ও পায়জামা পরিধান করে থাকেন।

বাংলাদেশের প্রধান অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে মুসলিমগণের পবিত্র উৎসব 'ঈদুল ফিত্‌র ও 'ঈদুল আজহা। হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্গাপূজা, বৌদ্ধদের প্রধান উৎসব বুদ্ধ পূর্ণিমা এবং খ্রিষ্টানদের বড়দিন। তবে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক উৎসব হচ্ছে 'ঈদুল ফিত্‌র ও 'ঈদুল আজহা। 'ঈদুল ফিতরের আগের দিনটি বাংলাদেশে 'চাঁদ রাত' নামে পরিচিত। শিশু কিশোরো এ দিনটি অনেক সময়ই আতশবাজির মাধ্যমে পটকা ফাটিয়ে উদযাপন করে। 'ঈদুল আজহার সময় শহরাঞ্চলে প্রচুর কোরবানির পশুর আগমন হয়। এটি নিয়ে কিশোরদের মাঝে একটি উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়। এ উভয় 'ঈদেই বাংলাদেশের রাজধানী শহর ঢাকা ছেড়ে বিপুলসংখ্যক মানুষ নিজ জন্মস্থল গ্রামে পাড়ি জমায়।[৫২] এছাড়া বাংলাদেশের সর্বজনীন উৎসবের মধ্যে পহেলা বৈশাখ এবং এ উপলক্ষ্যে ব্যবসায়ীদের হালখাতা ও আপ্যায়ন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৫৩] গ্রামাঞ্চলে নবান্ন, পৌষ পার্বণ ইত্যাদি লোকজ উৎসবের প্রচলন রয়েছে। বিজয় দিবস এবং ভাষা আন্দোলনের শহিদগণের স্মরণে ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে শহিদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সম্মানের সাথে পালিত হয়। এ সকল জাতীয় দিবস সমূহের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশে উৎসব পালনে রয়েছে এক অনন্য সাধারণ সাংস্কৃতিক চর্চা।[৫৪]

বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ ইসলামের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে এখানে ইসলামি সংকৃতির চর্চা যথেষ্ট কম। বলতে গেলে বেশিরভাগ মুসলিম সংস্কৃতি বলতে কেবল কিছু উপভোগ্য সিনেমা, নাটক, নাচ, গান, অভিনয় বা যাত্রামঞ্চকে বুঝে থাকেন। অথচ ইসলাম অনুমোদিত জীবন পদ্ধতি ও তার ভিত্তিতে গড়ে উঠা জাতীয় চেতনাবোধই হচ্ছে ইসলামি সংস্কৃতি। আর সে চেতনাবোধের প্রকাশ ঘটে যে সকল আচরণ ও আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে তা ই হচ্ছে ইসলামি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এখানে মিথ্যা অভিনয়ের কোন সুযোগ নেই, জৈবিক দাহিদা পূরণে নারী পুরুষের সম্মিলিত শিল্পকলার নামে অশ্লীলতারও কোন প্রশ্রয় নেই। কেবল আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য তাঁর প্রদত্ত বিধি-বিধানের আলোকে সমাজ বিনির্মাণের যে বাসনা এবং এ থেকে সৃষ্ট যাবতীয় সম্মিলিত আচরণ ও শিল্পকলাই হচ্ছে ইসলামি সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতি শাশ্বত, চিরন্তন ও সর্বজনীন।

### ৭.১.৫ বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা দেশটির জন্মের ইতিহাস, বিদ্যমান সরকার ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক প্রভাব এবং গণমানুষের রাজনৈতিক সচেতনতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় অস্থায়ী সরকার গঠন এবং অস্থায়ী সংবিধান প্রণয়নের পর এ পর্যন্ত কমপক্ষে পাঁচবার সরকার ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমানে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। এ পদ্ধতিতে প্রধানমন্ত্রীর হাতে সরকারের প্রধান নির্বাহি ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। তিনি মন্ত্রী পরিষদের মাধ্যমে নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। বহুদলীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের সরাসরি ভোটে জাতীয় সংসদের

---

৫২ ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ, evsjvq gmwjg ms¯‹wZ, দৈনিক সংগ্রাম, ০৬ মে ২০১৫ খ্রি., https://www.dailysangram.com., visited on, 05/06/2018

৫৩ আবুল হাসান চৌধুরী, ˆekvLx †jvK-Drme I †gjvi PvjwPÎ (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ১২৬

৫৪ মেহেদী হাসান পলাশ, ev½vjx gwjg‡'i ms¯‹wZ Z‡e Kx? দৈনিক ইনকিলাব, ২৪ এপ্রিল ২০১৬ খ্রি., https://www.dailyinqilab.com, visited on, 03/06/2018; ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ, evsjvq gmwjg ms¯‹wZ, দৈনিক সংগ্রাম, ০৬ মে ২০১৫ খ্রি., https://www.dailysangram.com., visited on, 03/06/2018; মোহাম্মদ সা'দাত আলী, ev0wj gmjgvb‡'i ms¯‹wZ (ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ২৮-৩০

Dhaka University Institutional Repository

সদস্যরা নির্বাচিত হন। জাতীয় সংসদ দেশের প্রয়োজন অনুসারে ‘আইন প্রণয়ন করে। ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণীত হয়। এ পর্যন্ত এতে ১৬ টি সংশোধনী যোগ করা হয়েছে।[৫৫]

বাংলাদেশের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর অংশগ্রহণের সুযোগ সরাসরি না থাকলেও বিভিন্ন সময়ে সেনা শাসন এবং সেনা প্রভাব বাংলাদেশের রাজনীতির গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করেছে।[৫৬] রাজনীতির লক্ষ্য প্রতিনিধিত্বশীল শাসনব্যবস্থা এবং জনকল্যাণ। সাধারণ মানুষের ভোটের অধিকার রাজনীতিতে তাদের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে। বাংলাদেশের মানুষ অত্যন্ত রাজনীতি সচেতন। তারা সকল ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশে বহুসংখ্যক রাজনৈতিক দল রয়েছে যার  মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি বা বিএনপি প্রধান দু’টি রাজনৈতিক শক্তি। বিএনপি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামিসহ বেশ কিছু ইসলামপন্থী দলের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করেছে। অপরদিকে আওয়ামী লীগ ঐতিহ্যগতভাবে বামপন্থী ও ধর্মনিরপেক্ষ দলসমূহের সঙ্গে সমান্তরালভাবে সংযুক্ত রয়েছে। তৃতীয় শক্তিটি হলো জাতীয় পার্টি যা সাবেক সেনাশাসক হোসাইন মুহাম্মদ এরশাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।[৫৭]

বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সংকটাবস্থা বিরাজমান। একারণে বিশ্ব রাজনীতিও এ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছে। নিউইয়র্ক টাইমস, টাইমস অব ইন্ডিয়া, জাতিসংঘ, হিউম্যান রাইটসসহ বিভিন্ন পত্রিকা ও সংস্থা বর্তমান বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করছে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের পক্ষ থেকেও বাংলাদেশের গুম, খুন ও বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ জানিয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্বের চলমান রাজনৈতিক সংকট এবং সংঘাতময় দেশের তালিকায় বাংলাদেশও আজ বিশেষভাবে বিবেচিত হচ্ছে।[৫৮] এছাড়া  দেশ এখন গৃহযুদ্ধের দিকে, বাংলাদেশ এখন যুদ্ধক্ষেত্র, দেশে সামরিক শাসন আসন্ন, দেশের গণতন্ত্র আজ সংকটময়, স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের উত্থানের আশঙ্কা, কোথায় চলেছে দেশ, দেশে জরুরি অবস্থা জারির পাঁয়তারা, রাজনৈতিক ক্যান্সারে আক্রান্ত দেশ, রাজনৈতিক অস্থিরতায় দেশের অর্থনীতিতে অশনি সংকেত এ রকম অসংখ্য নেতিবাচক মন্তব্য আজ সুশীল সমাজের মুখে মুখে এবং পত্রিকার পাতায় পাতায় স্থান করে নিয়েছে।[৫৯]

দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলন সংগ্রাম নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার। কিন্তু সে দাবি আদায়ে নৃশংসতা, ভীতি সৃষ্টি করা, সম্পদ নষ্ট করা কিংবা অমানবিকভাবে প্রাণহানি করা কোন সভ্য সমাজ ও আদর্শ রাষ্ট্রে একেবারেই কাম্য নয়। বাস্তবতা হচ্ছে, বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত অবিশ্বাস্য রকমভাবে রাজনৈতিক সহিংসতা, সন্ত্রাস ও হত্যাকাণ্ড বেড়েছে।[৬০] গত ২২ বছরে প্রায়

---

৫৫ এডভোকেট সোয়েব রহমান, GK bR‡i evsjv‡`k msweav‡bi c_g †_‡K †lvok ms‡kvabx, ল’ইয়ার্স ক্লাব বাংলাদেশ, উৎসব ডটকম, ১৫ ফেব্রু. ২০১৭ খ্রি., https://www.lawyersclubbangladesh.com, visited on, 06/06/2018

৫৬ বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীর ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক, ৩ মার্চ, ২০১৩, https://www.bbc.com, visited on, 25/05/2018

৫৭ ড. নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ, †Rv‡Ui ivRbxwZ, bv †L‘vi ivRbxwZ, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ০৭ জুন ২০১৭ খ্রি., https://www.bd.pratidin.com, visited on, 06/06/2018; https://bn.wikipedia.org, visited on, 13/05/2018; মাহমুদুল আলম, ivRbxwZ‡Z †RvU MVb, বাংলা ইনসাইডার, ১০ মে ২০১৭ খ্রি., https://www.banglainsider.com, visited on, 06/06/2018

৫৮ মেহেদী হাসান, Lb ¸g wb‡q c‡ki g‡L miKvi, দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২৬ এপ্রিল ২০১৮, https://www.kalerkantho.com, visited on, 07/06/2018

৫৯ হাবিবুর রহমান, Pjgvb ivR‰bwZK msKU Ges KiYxq, ০৩ আগস্ট ২০১৮ খ্রি., https://www.bangarashtra.net, visited on 07/06/2-18

৬০ আব্দুল্লাহ আল মিশু, _vg‡Qbv Lb ¸g, দৈনিক যুগান্তর, ১০ ডিসে. ২০১৭ খ্রি., https://www.jugantor.com, visited on, 08/06/2018

আড়াই হাজার (২৫১৯) মানুষ রাজনৈতিক সহিংসতায় প্রাণ হারিয়েছে। ১৯৯৯ সালে ২৩৩ জন, ২০০০ সালে ২০৮ জন, ২০০১-২০০৬ পর্যন্ত ৯০৮ জন এবং ২০০৯ থেকে বর্তমান পর্যন্ত পায় ৫০০ জনের মতো মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। গত তিন বছরে দেশে ১২ হাজার খুন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ৩৫৯ জন, গুম ১০০ জন, গুপ্ত হত্যার পর লাশ উদ্ধার হয়েছে ১৬ জন। তিন বছরে মোট ৫ লাখ ৩৭ হাজার ৬৪টি ফৌজদারি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। আর বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে লগি ও বৈঠার আক্রমনের তাণ্ডব, ২০০৯ সালের ২৫, ২৬ ফেব্রুয়ারি পিলখানায় বিডিআর সদর দপ্তরে ৫৭ জন সেনা অফিসারসহ ৭৪ জনকে অমানবিকভাবে হত্যার লোম হর্ষক ঘটনা, ২০১৩ এর ২৮ ফেব্রুয়ারি একটি মামলার রায়কে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দ্বারা সারা দেশে প্রায় ১৭০ জন প্রতিবাদি নাগরিক হত্যা, একই বছর ৬ মে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে প্রতিবাদি সাধারণ মাদ্রাসা ছাত্রদের আন্দোলনে সহিংসতা সৃষ্টি এবং বহু হতাহতের ঘটনা বিশ্ববাসীকে হতবাক করেছে।[৬১] ধারাবাহিকভাবে রাজনৈতিক সহিংসতার বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতারই বহিঃপ্রকাশ। হরতাল, অবরোধ, মিছিলে বা কোনো দাবি আদায়ের আন্দোলনে অগণিত তাজা প্রাণের অনাকাঙ্খিত মৃত্যুই যেন বর্তমান রাজনীতিতে স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে।[৬২]

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলাই রাজনীতির প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। মিথ্যাচার এবং পারস্পরিক বিষেধাগার বর্তমান বাংলাদেশের বেশিরভাগ রাজনীতিকদের প্রধান কৌশল। সাম্প্রতিক পাস্পরিক অবিশ্বাস, অনাস্থা এবং অসম্মান করার প্রবণতা রাজনীতিকে চরম কলুষিত করে তুলেছে। ভিন্নমতের প্রতি অশ্রদ্ধা ও প্রতিদ্বন্ধি শক্তিকে প্রতিপক্ষ বানিয়ে নির্মূল করার প্রকাশ্য ঘোষণা মানুষের মধ্যে রাজনীতির ব্যাপারে ভীতি, আতংক এবং ক্ষেত্র বিশেষে ঘৃণা সৃষ্টি করেছে। মানব সেবা ও উন্নত নৈতিকতার পরিবর্তে নীতিহীনতাই যেন এখন রাজনীতির প্রধান উপকরণ হতে চলেছে। বর্তমান বাংলাদেশের রাজনীতি অনেকাংশেই দুর্নীতি ও অপরাধের লালনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। কোন অপরাধে কাউকে শাস্তি দেয়ার পূর্বে রাজনৈতিক পরিচয়কে প্রাধান্য দেয়ার বিষয়টিও আলোচিত হচ্ছে। এক কথায় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা সামগ্রিক বিবেচনায় মোটেই সন্তিদায়ক নয়।

### ৭.১.৬ বাংলাদেশের ধর্মীয় অবস্থা

বাংলাদেশ এমন এক দেশ হিসেবে পৃথিবীর বুকে আজ পরিচিত লাভ করেছে যে, সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষ এখানে শান্তিময় সহাবস্থান করছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে বিশ্বের জন্য দৃষ্টান্ত বলে মন্তব্য করেছেন ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা পোপ ফ্রান্সিস। তিনি বলেন, বাংলাদেশ হলো আন্তঃধর্ম ও ঐক্যতানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।[৬৩] এদেশে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ সকল নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতা সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে।[৬৪] নাগরিকগণের সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবমুক্ত থেকে সাম্প্রদায়িক আচরণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ২৮(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়ছে, কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো

---

৬১ ড. সুলতান মাহমুদ রানা, Avi KZ Lb, ¸g, AcniY? দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ মে ২০১৪ খ্রি., https://www.ittefaq.com, visited on, 07/06/2018

৬২ মেহেনাজ তাবাস্সুম, evsjv‡`‡ki eZgvb ivR^bwZK cwiw¯wZ I Avgv‡`i gvbweKZv, https://www.muslin.com.bd, (accessed 14 April 2018), visited on, 07/05/2018; †`‡k Lb ¸g I AcniY D‡ØMRbK, নিউজ গার্ডেন, ১৭ মে ২০১৫ খ্রি., https://www.newsgarden24.com, visited on, 08/06/2018

৬৩ পোপ ফ্রান্সিস Ôevsjv‡`‡k agxq mnve¯vb we‡ki Rb¨ `óvšÍÕ, বাংলাকথা ডট কম। ৩ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রি., http://www.banglakatha.com, visited on, 04/06/2018

৬৪ আব্দুল মতিন খসরু, এম. পি., MYcRvZšx evsjv‡`‡ki msweavb, ৩১ মে ২০০০ খ্রি. পর্যন্ত সংশোধিত, পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না। সংবিধানে কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোনো নাগরিককে কোনোরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না। আর কাজ বা চাকরির ক্ষেত্রেও অসাম্প্রদায়িক নীতির কথা বলেছে বাংলাদেশের সংবিধান।[৬৫]

বাংলাদেশ শতকরা প্রায় ৮৭ জন মুসলিমের আবাসস্থল।[৬৬] হযরত শাহ্‌জালাল, শাহ্ আমানত আর খানজাহান 'আলিসহ অসংখ্য পির আউলিয়ার দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর বংশধরসহ শত বীর শাহিদের রক্তে ভেজা এ দেশ।[৬৭] এদেশের কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার নাম নিয়ে ঘুমাতে যায়। ঘুম থেকে জেগে উঠে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তাঁর নামে খাওয়া শুরু করে, খাওয়া শেষে তাঁরই প্রশংসা করে। ভোরবেলা আজানের মোহনীয় সুরে এদেশের মানুষের ঘুম ভাঙ্গে। ঈমান ও ইসলামের কারণেই এদেশ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। ভারত ও বার্মার মত ভিন্ন ধর্মী আর বঙ্গোপসাগরের মত বিপজ্জনক প্রতিবেশী দ্বারা বেষ্টিত একটি মুসলিম দেশ, বাংলাদেশ। এদেশের অধিকাংশ মানুষের আদর্শ ইসলাম।

সুজলা, সুফলা, শস্য শ্যামল, অসম্প্রদায়িক, ধনে জনে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ যেমন ভিন্ন প্রকৃতির, বাংলাদেশের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যও তেমনি ভিন্ন রকমের। অমুসলিমদের ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ হলো, 'তাদের জীবনও সম্পদ মুসলিমদের জীবন ও সম্পদের মতই নিরাপদ।'[৬৮] এ কারণেই বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ন রয়েছে। এখানে সাম্প্রদায়িক হিংস্রতা নেই বললেই চলে, যেমনটি প্রতিবেশি কোনো কোনো দেশে দেখা যায়।[৬৯]

ইসলামি আদর্শের শত্রুরা মুসলিমগণের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অংশ হিসেবে বিভিন্ন অপপ্রচার অব্যাহত রেখেছে। ইসলামের ব্যাপারে এখানকার মুসলিমদের খণ্ডিত চিন্তা ও জ্ঞান, তাদেরকে এ সুযোগ করে দিচ্ছে। খণ্ডিত কিছু আনুষ্ঠানিক কাজকেই অনেক মুসলিম মুক্তির মাধ্যম মনে করে। এছাড়া মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর ইসলাম বিমুখ জীবন ও চরিত্র, বাংলাদেশের 'আলিম সমাজ ও পির দরবেশদের সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি, মানবতা, জীবন ও জগৎ বিমুখ ধ্যান ধারণা। ইসলামপন্থীদের পারস্পরিক অনৈক্য, দলাদলি, কোন্দল ও হানাহানি চক্রান্তকারীদের অপকর্মকে আরো তরান্বিত করছে। এসব কারণেই আজ বাংলাদেশে মুসলিমদের অনৈক্য এবং অনগ্রসরতা তৈরি হয়েছে।[৭০] সাম্প্রতিক বাংলাদেশে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও মুসলিম সংস্কৃতিকে সাম্প্রাদায়িক চর্চা বলে অ্যাখ্যা দেয়া এবং সাইবারে ব্যাপক অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে কুৎসিত রচনার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ফলে ধর্মীয় অসহশীলতা,

৬৫ আব্দুল মতিন খসরু, এম. পি., MYcRvZš¿ evsjv‡`‡ki msweavb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

৬৬ দৌনক ইত্তেফাক রিপের্ট, ৩০ মে ২০১৭ খ্রি., https://www.ittefaq.com.bd, visited on, 08/06/2018

৬৭ মুহাম্মদ আমিনুল হক (রিপন), evsjv‡`‡k Bmjvg cPv‡i cxi Avl jxqv‡`i Ae`vb, https://www.sunnisangbad.com, visited on, 09/06/2018

৬৮ মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা সম্পাদিত, wek kwš Í I gvbewaKvi cwZôvq gnvbwe (mv.) (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৩৩৯

৬৯ মুহাম্মদ ফয়জুর রহমান, mv¤ú`wqK m¤úxwZi ag Bmjvg, কালের কণ্ঠ, ১৫ জুলাই ২০১৭ খ্রি., https://www.kalerkantho.com, visited on, 09/06/2018, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ বাহাউদ্দীন, mv¤ú`wqK m¤úxwZ I Bmjvg, দৈনিক সমকাল, ১৭ নভে. ২০১৭ খ্রি., https://www.samakal.com, visited on, 09/06/2018

৭০ মাহমুদ আহমদ, Bmjv‡gi `wó‡Z mv¤ú`wqK m¤úxwZ I Rw½ev`, প্রতিদিনের সংবাদ, ২৫ মে ২০১৭ খ্রি., https://www.protidinersanbad.com, visited on, 07/06/2018; হাফেজ মুহাম্মদ আবুল বাশার, mv¤ú`wqK m¤úxwZ Bmjv‡gi wPišÍb Av`k, দৈনিক ইনকিলাব, ২৭ সেপ্টে. ২০১৬ খ্রি., https://www.dailyinqilab.com, visited on, 06/06/2018

Dhaka University Institutional Repository

ঘৃণা, বিদ্বেষ এবং অমূলক শত্রুতা সৃষ্টির মাধ্যমে হত্যাকাণ্ড, অতর্কিত হামলা এবং বিভিন্ন অনাকাঙ্খিত অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি সংগঠিত হচ্ছে।[৭১]

বাংলাদেশের সামগ্রিক ধর্মীয় অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এখানে হানাফি মাজহাবভুক্ত মুসলিমই বেশি তবে শতকরা প্রায় ১০/১২ জন আহ্‌লে হাদিস অনুসারী রয়েছেন। আহ্‌লে হাদিস অনুসারীদের কোন কোন স্থানে আলাদা মসজিদও রয়েছে। রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া ও সাতক্ষিরা ইত্যাদি এলাকায় আহ্‌লে হাদিস অনুসারী বেশি। এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক হাদিস বিশেষজ্ঞ থাকলেও বেশিরভাগ মানুষ হাদিস শাস্ত্র সম্পর্কে সরাসরি তেমন কোন জ্ঞান রাখেন না। এরা বেশিরভাগই জন্মসূত্রে আহ্‌লে হাদিসের অনুসারী হওয়ায় মাজহাব বিরোধি হওয়া সত্ত্বেও নিজেরাই নিজেদের অনুসারীদের জন্য আহ্‌লে হাদিস নামক মাজহাব সৃষ্টি করে নিয়েছেন। এদের মধ্যে উদারপন্থী যেমন আছে, তেমনি উগ্র পন্থীও রয়েছে। এরা সাধারণত রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ধর্ম নিরপেক্ষ। এ কারণে এদের কার্যক্রম শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক ‘ইবাদাত সংশোধনে প্রচারণা চালানো এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ইসলামি সমাজ বিনির্মাণে প্রয়াসি শক্তির বিরুদ্ধাচারণ করার মধ্যে সীমিত।

বাংলাদেশে কিছু পরিমাণ শিয়া, ইছনা ‘আশারিয়্যা ও ইসমা‘ঈলিয়া রয়েছেন। এরা ঢাকা ভিত্তিক নিজেদের মিশন পরিচালনা করে থাকেন। হানাফিদের মধ্যে কথিত সুন্নি ও ওহাবি বিভক্তি রয়েছে। এখানে ওহাবি বলতে তাবলিগ জামাত, দেওবন্দি ‘উলামা ও ইসলামি আদর্শ বাস্তবায়নে প্রয়াসি রাজনৈতিক ও দা‘ওয়াতি শক্তিগুলোকে বুঝানো হয়। আর শিয়া‘ সংশ্লিষ্ট রেজাখান ব্রেলবির অনুসারি এবং রাজনৈতিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ শ্রেণিকে কথিত সুন্নি বলা হয়। পাকিস্তান ও ভারতে তারা ব্রেলবি নামেই পরিচিত। কথিত সুন্নিদের মধ্যে মাজারপন্থী, বিদ‘আতপন্থী এবং কবর পুঁজারীও রয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ‘আলিয়া মাদ্‌রাসার সাথে সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় কিছু অংশ, মাজারপন্থী গ্রুপ এবং কিছু কিছু পির দরবেশ ও তাদের অনুসারীরা নিজেদের সুন্নি বা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন।

ইসলামি জ্ঞান এবং সচেতনতার অভাবে আমাদের দেশে সাধারণ জনগণের উপর মাজারের একটি বড় প্রভাব রয়েছে। এদের বড় একটি অংশ মূলত ধার্মিক না হলেও ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন হওয়ার কারণেই মাজার দ্বারা প্রভবিত ও বিভ্রান্ত হয়ে থাকেন। বাংলাদেশে এমন অসংখ্য মাজার রয়েছে যেখানে প্রতিনিয়ত মানুষ শির্‌ক ও বিদ‘আতের মতো জঘণ্য পাপের কাজকে পুণ্য মনে করে থাকে। তাদের কোন কোন গ্রুপ মাজারে সিজ্‌দা পর্যন্ত করছে এমনকি তাদের একটি অংশ মাজারে মাদক সেবন করতেও দ্বিধা করছে না।

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল অসংখ্য পির এবং তাদের কথিত খানকা ও দরবার শরিফে ভরপুর। এ সমস্ত পিরতান্ত্রিক সিলসিলার মধ্যেও নানা রকম বিভেদ এবং দ্বন্দ্ব বিদ্যমান রয়েছে। কিছু কিছু পির তাদের নিজস্ব পন্থায় ইসলামের মৌলিক বিধান অনুশীলন করলেও বেশিরভাগ পির এবং তাদের খানকাসমূহ সুস্পষ্ট শির্‌ক ও কুফ্‌রে নিমজ্জিত রয়েছে। চরমোনাই, ছারছিনা, ফুরফুরা, আটরশি, ফুলতলী, মাইজভাণ্ডারী, দেওয়ানবাগী, রাজারবাগী, বাংলাদেশের প্রধান পিরতান্ত্রিক খানকা। এ সব খানকাগুলোতে মুরিদদের আত্মশুদ্ধির জন্য বিভিন্ন তরিকা অনুসরণ করা হয়। চিশতিয়া, গাউছিয়া, নকশেবন্দিয়া ও মুজাদ্দিদিয়া এ চারটি প্রধান তরিকায় বিভক্ত বাংলাদেশের পিরদের আধ্যাত্মিক অনুশীলন পন্থা। এছাড়াও রয়েছে তরিকায়ে কাদেরিয়া, তরিকায়ে মদিনার জামায়াত এবং আরো

---

৭১ মাহমুদ আহমদ, Bmjv‡gi ‘wó‡Z mv¤ú‘wqK m¤úxwZ I Rw½ev‘, প্রাগুক্ত; মুহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন, Bmjv‡g kwšÍcY mnve¯'v‡bi ¸iæZ, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ৩০ মার্চ ২০১৭ খ্রি., https://www.m.dailynayadiganta.com, visited on, 08/06/2018

*Dhaka University Institutional Repository*

অসংখ্য তরিকা।[৭২] মাজার ভিত্তিক বিভিন্ন তরিকা এবং বংশানুক্রমিক পিরও রয়েছে। এসব পির এবং তাদের অনুসারীরা সাধারণত রাজনীতিতে ধর্ম নিরপেক্ষ।

বাংলাদেশে প্রচলিত কিছু ভণ্ড পির রয়েছে যারা আল্লাহ্ তা'আলা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং দ্বিন ইসলামের দুশমন। নামাজ, রোজা, হাজ্জ, যাকাত ও সুন্নাতি জীবন যাপন, পর্দা বা শালীনতা তাদের নিকট গুরুত্বহীন। তারা মাজারে লালসালু বাদ্যযন্ত্র ও নারীদের নিয়ে আসর বসায়। এদের মুরিদরা মনে করে পিরই তাদের প্রকৃত বাবা আর বাবার হাত ধরার ফলে বাবাই তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করে দিবে। কোন কোন ভণ্ডপির ফকিরেরা নারী পুরুষ একত্রিত হয়ে বাদ্য যন্ত্রের আওয়াজের তালে তালে নেচে গেয়ে বাতি নিভিয়ে যিক্র করতে করতে বেহুশ হয়ে পড়ে। তাদের ধারণা বাদ্যের তালে তালে ক্বাল্বের দরজা খুলে যায়। আবার কিছু পির নামাজ না পড়লেও তার মুরিদরা মনে তরে পির কা'বা শরিফে গিয়ে প্রতি ওয়াক্ত নামাজ পড়ে আসে। তাদের ধারণা মনের নামাজ আসল নামাজ বাহ্যিক নামাজের কোন প্রয়োজন নেই এবং মনের পর্দাই আসল পর্দা বাহ্যিক পোষাক মূলহীন।[৭৩] এভাবে বাংলাদেশে পির মুরিদির নামে সীমাহীন কুসংস্কার, অন্যায়, অপরাধ, কবিরা গুনাহ্, দুর্নীতি, দুরাচার, শির্ক, বিদ'আত এমনকি কুফ্রি কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় হল এ সমস্ত ইসলামের নামেই করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে ইসলামি রাজনীতির প্রশ্নে জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য ইসলামি দলের সাথে কাওমি 'আলিমগণের বিরোধ অনেক পুরনো। রাজনীতির প্রশ্নে কাওমি 'আলিমগণ সাধারণত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের সমর্থক। তারা সাধারণত মসজিদ, মক্তব এবং মাদ্রাসা পরিচালনা আর বিভিন্ন বিরোধপূর্ণ ফিক্হি বিষয়ে ফতোয়া দানের মধ্যেই নিজেদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রেখেছেন। মুসলিম জাতির বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে ইসলামি সমাজ বিনির্মাণের চেয়ে বিভিন্ন ফিক্হি বিষয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, গ্রন্থ প্রণয়ন এবং মতোবিরোধ বা বিরোধ মিমাংসা করা নিয়েই তারা নিজেদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।

ধর্মনিরপেক্ষ মতাবলম্বিদের সাথে ইসলামি সমাজ ও কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসীদের সাথে যেমন ঐতিহাসিক বিরোধ রয়েছে তেমনি আবার ইসলামি রাজনীতিতে বিশ্বাসী বিভিন্ন দলের মধ্যেও রয়েছে যথেষ্ট মতোবিরোধ। ইসলামি রাজনীতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রুপের বিপরীতমূখী অবস্থান, 'আকিদা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মতোবিরোধ, পারস্পরিক বিদ্বেষ ও শত্রুমনোভাবাপন্ন অবস্থা বাংলাদেশে ইসলামি সমাজ বিনির্মাণের জন্য একটি বড় সমস্যা। এছাড়া এ দেশে ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাবলিগ জামায়াতের বিরাট প্রভাব রয়েছে। এরা মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রচার করেন এবং মাস্জিদভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকেন। এরা সাধারণত ইসলামি রাজনীতি বিরোধী এবং রাজনৈতিকভাবে ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদের সমর্থক হওয়ায় জামায়াতে ইসলামীর সাথে বৈরিতা অনেকটা স্পষ্ট। এরা ঐতিহাসিকভাবে দেওবন্দের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে হেফাজতে ইসলামের প্রতি সহানুভূশীল।[৭৪]

এমতাবস্থায় এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের মানুষ একদিকে যেমন ইসলামের প্রতি আবেগপ্রবণ অপরদিকে ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তিও প্রবল। যার ফলশ্রুতিতে এখানে ইসলামি শক্তিগুলো বহুধা বিভক্ত এবং পরস্পর বিরোধে জড়িত থাকায় সামগ্রিকভাবে ইসলামি সমাজ বিনির্মাণ ও সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ বলে প্রতীয়মান হয়। এরপরও সকল বিভ্রান্তির অপনোদন করে মৌলিক 'আকিদা বিশ্বাস ও মুসলিম স্বার্থের ভিত্তিতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে সঠিক

---

৭২ মাওলানা মুহাম্মাদ হুমায়ুন কবির খান, kqZv‡bi †gvKv‡ejv I Avjøvn cvwßi Dcvq(ঢাকা: সিরাজাম মনীরা প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৩৪৫

৭৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭-৩২০

৭৪ ড. আহমদ আব্দুল কাদির, evsjv‡'‡ki mgvR I agxq ivRbxwZ, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ১০ ফেব্রু. ২০১৬ খ্রি., https://www.dailynayadiganta.com, visited on, 09/06/2018

Dhaka University Institutional Repository

নেতৃত্বের মাধ্যমে পরিচালনা করতে পারলে বাংলাদেশকে একটি আধুনিক সমৃদ্ধশালী মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করা সম্ভব হবে।

## ৭.২ আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সরকারি পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

কেবল ব্যক্তি উদ্যোগে জাতীয় পর্যায়ের কোন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা সহজ বিষয় নয়। এজন্য দরকার সরকারি উদ্যোগ, সহযোগিতা ও আন্তরিকতা। অত্যন্ত ব্যাপক ও সর্বক্ষেত্রে সমভাবে বাস্তবসম্মত কর্মসূচি গ্রহণ করে তা দীর্ঘ মেয়দী পরিকল্পনার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার জন্য সরকার ব্যবস্থাই সবচেয়ে কার্যকর প্রতিষ্ঠান। এ কারণে সরকার পূর্ণ আন্তরিক হলেই নাগরিকগণের আত্মশুদ্ধি অর্জন ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য হলেও বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ সরকারের যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নাগরিকগণের আত্মশুদ্ধি অর্জন ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে তা উল্লেখযোগ্য। সরকারের ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, সরকারি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামি শিক্ষা বাস্তবায়ন এবং ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এ পর্যায়ে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত এ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি, কর্মপন্থা ও কার্যকারীতা পর্যালোচনা করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

### ৭.২.১ ইসলামিক ফাউন্ডেশন

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ হল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। এটি ইসলামের আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রচার করে এবং সে সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করে।[৭৫] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকার ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ এক অধ্যাদেশবলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামি আদর্শের যথাযথ প্রকাশ এবং ইসলামের উদার মানবতাবাদী চেতনা বিকাশের লক্ষ্যে একটি রাষ্ট্রীয় সংস্থা হিসেবে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠা ছিলো তৎকালীন সরকারের সুদূরপ্রসারী চিন্তার ফসল।[৭৬]

ইসলামিক ফাউন্ডেশন মাসজিদ নির্মাণ, ইসলামি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা, সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রয়েজনীয় আর্থিক সাহায্য প্রদান করার মাধ্যমে বিভিন্ন উপায়ে ইসলামি আদর্শের প্রচার ও প্রসার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলছে। ফাউন্ডেশন সংস্কৃতি, মনন, বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলাম ও মুসলিম অবদান সম্পর্কে গবেষণার ব্যবস্থা করে জনগণকে ইসলামি আদর্শের প্রেরণা দান করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, সহনশীলতা ও ন্যায় বিচার সংক্রান্ত ইসলামের মৌলিক আদর্শের প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করা। ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, 'আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে মানুষের আত্মশুদ্ধি অর্জন ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টির বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।[৭৭]

ফাউন্ডেশন চাঁদ দেখা কমিটির কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও হাজ্জ ব্যবস্থাপনা, যাকাত সংগ্রহ, প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য মাঠ পর্যায়ে ইমাম বাছাই, জেলা কার্যালয়ের লাইব্রেরি পরিচালনা, মসজিদ ও পাঠাগার স্থাপন ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায় করার মাধ্যমে মানুষের মাঝে ইসলামের আলো ছড়িয়ে

---

৭৫ Syed Mohammed Shah Amran and Syed Ashraf Ali, Islamic Foundation Bangladesh, Banglapedia: The National Encyclopedia of Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka; *Retrieved: 2007-12-25*

৭৬ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইতিহাস, Cf.https://www.islamicfoundation.gov.bd, আপডেটঃ ২০১৫-০৩-১৬, visited on, 12/05/2018

৭৭ মাওলানা কাশেম শরীফ, BmjwgK dvD‡Ûk‡bi †MŠiegq c_Pjv, দৈনিক কালের কণ্ঠ, ০৭ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি., https://www.kalerkantho.com, visited on, 09/06/2018

*Dhaka University Institutional Repository*

দিচ্ছে।[৭৮] ২৮টি জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত ইসলামিক মিশনের ৩১টি কেন্দ্র ইসলামের মানবতাবাদী ও সেবাধর্মী বৈশিষ্ট্যের বাস্তব রূপায়ণের উদ্দেশ্যে অনগ্রসর মানুষের চিকিৎসা সেবা, সুদমুক্ত ঋণ ও সিলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে ইবতেদায়ি মাদ্‌রাসা এবং মসজিদ ভিত্তিক মক্তব, নৈশ মক্তব প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা করছে। নূরানি পদ্ধতিতে আল কুর'আন ও নামায শিক্ষা প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ইসলামি আদর্শে জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারে মুবাল্লিগ নিয়োগ করছে। নওমুসলিম ও মক্তব শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, ইসলামি আদর্শের ভিত্তিতে জীবন যাপনে জনগণকে সহযোগিতা ও উদ্বুদ্ধ করা, বনায়নের উদ্দেশ্যে চারা রোপনের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে দেশকে রক্ষায় সহযোগিতা ইত্যাদি কল্যাণমুখী নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।[৭৯]

ফাউন্ডেশন ইসলামের শাশ্বত মহিমা, সৌন্দর্য, শিক্ষা ও আদর্শ প্রচার করার জন্য এ পর্যন্ত ৩ হাজার ২০০ শিরোনামের পুস্তক প্রকাশ করেছে। ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলীসহ আল কুর'আন ও হাদিস সম্পর্কিত এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর জীবনচরিতসহ তাঁর অনুপম আদর্শ ও শিক্ষাসম্বলিত বহু বই প্রকাশ করেছে। এ ছাড়া ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, সমাজনীতি, 'আইন, এবং ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি সম্পর্কে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পুস্তক প্রকাশ করে মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে ইসলামে আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা' নামে একটি ত্রৈমাসিক জার্নাল ৫০ বছর যাবত প্রকাশিত হচ্ছে।[৮০]

আল কুর'আন, তাফসির, সিহাহ্ সিত্তাহ্সহ অন্যান্য প্রামাণ্য হাদিস গ্রন্থসমূহ এবং ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় রচিত পুরাতন ও আধুনিক গ্রন্থাবলী বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার কাজে ফাউন্ডেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এ পর্যন্ত অনূদিত ও প্রকাশিত মোট গ্রন্থের সংখ্যা ৩৫৯টি। আল কুর'আনের বঙ্গানুবাদটি বিশুদ্ধতা, প্রামাণ্যতা ও শিল্পসুষমায় অনন্য হওয়ায় দীর্ঘ চার দশকেরও বেশি সময় ধরে মুসলিম পাঠকগণের চাহিদা মিটিয়ে চলেছে। ইতোমধ্যে 'ইসলামী বিশ্বকোষ' শিরোনামে ২৬ খণ্ড (২৮টি বই) সম্বলিত বাংলা ভাষার বৃহত্তম বিশ্বকোষ প্রকাশিত হয়েছে। এটি ইসলাম, মুসলিম ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মুসলিম মনীষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, স্থাপত্য, 'আইন ও বিচার, ইসলামি পরিভাষা ইত্যাদি বিষয়ে এক সুবিশাল তথ্যভাণ্ডার।[৮১]

ফাউন্ডেশনের ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি থেকে এ পর্যন্ত মোট ৬৬ হাজার ৩২৭ জন ইমামকে নিবিড় প্রশিক্ষণ, ২১ হাজার ১৬৬ জন ইমামকে রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ, ১ হাজার ১০০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ, ১ হাজার ৪৮০ জন ইমাম, মাদ্‌রাসার ছাত্র ও বেকার যুবককে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ৩০ হাজার ৪৮ জন ইমামকে মানবসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ইউএসএইড এর অর্থায়নে এশিয়া ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ১৫ হাজার ১ জন ইমামকে লিডার্স অব ইনফ্লুয়েন্স (এল. ও. আই.) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের আওতায় এ পর্যন্ত সর্বমোট প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ১২২ জন। ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলা/বিভাগের মোট ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ইমাম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।[৮২] ইমাম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

---

৭৮ মোঃ তালহা তারিফ, Bmjvg cPv‡i BmjwgK dvD‡Ûkb, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫ মার্চ ২০১৬ খ্রি., https://www.ittefaq.com.bd, visited on, 09/06/2018

৭৯ প্রাগুক্ত।

৮০ ইসলামিক ফাউন্ডেশন গবেষণা বিভাগ থেকে পত্রিকাটি প্রকাশ করা হয়। মহাপরিচালক এটির প্রধান সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

৮১ জনাব এ.টি.এ. মুছলেহ উদ্দীন ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, Bmjvgx wek‡Kvl, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৫১

৮২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭২

Dhaka University Institutional Repository

দেশে নাগরিকগণের আত্মশুদ্ধি অর্জন ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করার মাধ্যমে সার্বিক মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক বিরাট ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ইসলামি লাইব্রেরি। বর্তমানে এর পুস্তক সংখ্যা ১ লক্ষ ১২ হাজার। এ ছাড়া দৈনিক, সাপ্তাহিক ও অন্যান্য সাময়িকী মিলিয়ে দেশী ও বিদেশী ৪০টি পত্র-পত্রিকা পাঠক গবেষকদের জন্য রাখা হয়। লাইব্রেরি ভবনের নিচ তলায় বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ইসলামি সংস্কৃতির সমন্বয়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত একটি প্রদর্শনী হল রয়েছে।[৮৩] বাংলাদেশে সরকারিভাবে যাকাত সংগ্রহ এবং তা যথাযথভাবে দুস্থ্য ও দরিদ্রদের কল্যাণে ব্যয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি রয়েছে।[৮৪] যাকাত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে টংগী শিশু হাসপাতাল পরিচালনা, সিলাই প্রশিক্ষণ, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, দরিদ্র বেকারদের রিকশা, ভ্যান ও সিলাই মিশিন প্রদান। এ ছাড়া ফাউন্ডেশন অসহায় বিধবা মহিলাদের দারিদ্র বিমোচন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে হাঁস মুরগি, গরু ছাগল প্রদান, নদী ভাঙন এলাকায় বাস্তুহারা দরিদ্র মহিলাদের গৃহ নির্মাণে সহায়তা দান, দরিদ্র বেকারদের মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে পুঁজির সংস্থান ইত্যাদি সেবামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। যাকাতের অর্থে এ পর্যন্ত ৫ লক্ষ ৪৫ হাজার ৮৮১ জনকে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা, ১২ হাজার ৪৮২ জন দুস্থ্যকে সিলাই প্রশিক্ষণ, ৯ হাজার ৯৮ জন দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি, ২ হাজার ১৬টি রিকশা/ভ্যান ও সিলাই মেশিন প্রদান করা হয়েছে।[৮৫]

সরকার কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের অংশ হিসেবে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বাংলাদেশে ইসলামি জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সম্প্রসারণে অনন্য ভূমিকা পালন করছে। কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ইসলামিক ফাউন্ডেশন যেভাবে বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে তার ফলে মানুষ ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পাচ্ছে। বহু ইমাম ও 'আলিম ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নিয়ে মাসজিদ মাদ্‌রাসা ও মক্তব পরিচালনা করছেন। কর্মমুখী প্রশিক্ষণ লাভ করে তরুন সমাজ আত্মকর্মসংস্থান বাস্তবায়নে মনোনিবেশ করার সুযোগ পাচ্ছেন। সামগ্রিকভাবে মানুষ ইসলামের সৌন্দর্য ও সহযোগিতা বাস্তবে অবলোকন করছে। ফলে এ সমস্ত কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিবছর লাখ লাখ মানুষ নিজেকে পরিশুদ্ধ করার এবং নৈতিক জীবন যাপন করার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে।

### ৭.২.২ সরকারি মাদ্‌রাসা শিক্ষা

বর্তমানে বাংলাদেশে তিন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। সাধারণ শিক্ষা, মাদ্‌রাসা শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা। মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা আবার কয়েক ভাগে বিভক্ত। 'আলিয়া, কাওমি ও ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা। মূলত 'আলিয়া মাদ্‌রাসাকেই সরকারি মাদ্‌রাসা শিক্ষা বলা হয়। বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক মাদ্‌রাসা শিক্ষা পরিচালনা করা হয়। এটি ১৯৭৮ সালের মাদ্‌রাসা শিক্ষা অধ্যাদেশবলে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষার আধুনিকীকরণ, নিয়ন্ত্রণ ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর দেশের সকল মাদ্‌রাসা পরিচালনা করে। একজন অধ্যক্ষের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে উপাধ্যক্ষের সহযোগিতায় যাবতীয় একাডেমিক, প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সরকারি মাদ্‌রাসা শিক্ষার নিজস্ব পাঠপরিকল্পনা হলো, দাখিল ৬ষ্ঠ-৮ম, দাখিল

---

৮৩ জনাব এ.টি.এম মুছলেহ উদ্দীন ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, Bmjvgx wekØ‡Kvl, প্রাগুক্ত পৃ. ৫৭৮
৮৪ যাকাতের অর্থে বাস্তবায়িত কার্যক্রম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২৬ অক্টো. ২০১৫ খ্রি., http://www.islamicfoundation.gov.bd, visited on, 10/06/2018
৮৫ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইতিহাস, Cf.http://www.islamicfoundation.gov.bd/, visited on, 13/05/2018

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ, মুজাব্বিদ, বিজ্ঞান, হিফ্যুল কুর'আন, ব্যবসায় শিক্ষা, 'আলিম সাধারণ, মুজাব্বিদ, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা।[৮৬]

১৬৬৪ সালে সুবেদার শায়েস্তা খানের উদ্যোগে ঢাকায় বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে একটি মাদ্রাসা ও মসজিদ নির্মাণের ইতিহাস পাওয়া যায়। ১৭৮০ সালে ইংরেজ গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস সর্বপ্রথম মাদ্রাসা-ই-আলিয়া নামে কলকাতায় 'আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামে আলাদা রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে 'আলিয়া মাদ্রাসা কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। 'আলিয়া মাদ্রাসা ঢাকায় স্থানান্তরের মাধ্যমে বাংলাদেশে 'আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষার গোড়াপত্তন ঘটে। ঢাকায় দাপ্তরিকভাবে 'মাদ্রাসা-ই আলিয়া ঢাকা' হলেও ঢাকা 'আলিয়া নামেই অধিক পরিচিত। ঢাকা 'আলিয়া মাদ্রাসার প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন খান বাহাদুর মাওলানা জিয়াউল হক।[৮৭]

বাংলাদেশ সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার বহুমুখী উন্নয়নের জন্য 'মাদ্রাাসা শিক্ষা অধ্যাদেশ ১৯৭৮' নামে, ২ মার্চ ১৯৭৮ সালে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে। এটি বাংলাদেশ গেজেটের বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। এ প্রজ্ঞাপনের ধারা অনুসারে 'বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড' নামে একটি স্বায়ত্বশাসিত বোর্ড গঠন করা হয়। উক্ত অধ্যাদেশ বলে ১৯৭৯ সালে ৪ জুলাই বোর্ডের একজন চেয়াম্যান নিয়োগ করে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করা হয়।[৮৮] ১৯৭৮ সালের এক অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় রূপান্তর করা হয়।[৮৯]

২০০৬ সালে ফাজিল এবং কামিলকে ডিগ্রি এবং অনার্সের সরকারি মান ঘোষণা দেয়ার পর ঢাকা 'আলিয়া মাদ্রাসা কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত হয়।[৯০] বর্তমানে ঢাকা 'আলিয়াসহ দেশের সব 'আলিয়া মাদ্রাসাকে ইসলামি 'আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা হয়েছে।[৯১] ঢাকা 'আলিয়া মাদ্রাসায় বর্তমানে ১৩ টি অনুষদ রয়েছে। ২০১০ সালে মাদ্রাসায় অনার্স চালু করার পর ঢাকা 'আলিয়ায় কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আল কুর'আন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আল-হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ, দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আরবি এবং ইসলামের ইতিহাস এই চারটি বিষয়ে অনার্স কোর্সের পাঠদান চালু করে।[৯২] তবে ২০১৫-১৬ সেশন থেকে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে সারাদেশের ফাজিল থেকে কামিল পর্যন্ত 'আলিয়া মাদ্রাসাগুলোকে ইসলামি 'আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা হয়।

বর্তমানে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সারাদেশে ১ হাজার ৪৮টি ফাযিল মাদ্রাসা এবং ২০৬টি কামিল মাদ্রাসা রয়েছে। এরমধ্যে ৫২টি মাদ্রাসায় ৫টি বিষয়ে স্নাতক সম্মান পাঠদান করা হয়। দেশে পূর্ণ সরকারি 'আলিয়া মাদ্রাসা রয়েছে চারটি। ঢাকা 'আলিয়া ছাড়া বাকি তিনটি হলো, সিলেট সরকারি 'আলিয়া মাদ্রাসা, সরকারি মুস্তাফাবিয়া 'আলিয়া মাদ্রাসা বগুড়া এবং রাজশাহীর সরকারি মাদ্রাসা (আলিম)। এছাড়া সারাদেশে বর্তমানে ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা ছাড়াও প্রায় ২৬

---

৮৬ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ইতিহাস, Cf.http://www.bmeb.portal.gov.bd, visited on, 17/05/2018

৮৭ শাহনূর শাহীন, evsjv‡'‡k †hfv‡e Awjqv gv'ivmvi †MvovcËb, https://www.ourislam24.com, visited on, 22/05/2018

৮৮ মোঃ আবদুস সাত্তার, evsjv‡'‡k gv'ivmv wkÿv I mgvR Rxe‡b Zvi cfve (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ২৯৪

৮৯ আব্দুল হক ফরিদি, gv'ivmv wkÿv : evsjv‡'k (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৬৯

৯০ Cf.https://www.iu.ac.bd/madrasa, visited on, 10/05/2018

৯১ Cf.https://www.iau.edu.bd. visited on, 10/05/2018

৯২ কে. এস. সিদ্দিকী, Awjqv gv'vmv: wkÿv we¯Ív‡i Zvi Awe¯§iYxq fwgKv, দৈনিক ইনকিলাব, ১৬ অক্টো. ২০১৭ খ্রি., https://www.dailyinqilab.com, visited on, 10/06/2018

হাজার ইবতেদায়ি এবং অসংখ্য দাখিল ও ‘আলিম মাদ্‌রাসা রয়েছে। এর মধ্যে কিছু ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত, কিছু আধা সরকারি এবং এমপিওভুক্ত মাদ্‌রাসা রয়েছে।[৯৩]

‘আলিয়া মাদ্‌রাসা ইসলামি শিক্ষার জন্য উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সরকার গঠিত শিক্ষা কমিশন কর্তৃক প্রণীত পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী ‘আলিয়া মাদ্‌রাসায় ৫টি স্তর ইবতেদায়ি (প্রাথমিক) ৫ বছর, দাখিল (মাধ্যমিক) ৫ বছর, ‘আলিম (উচ্চ মাধ্যমিক) দু’ বছর, ফাযিল (ডিগ্রি) দু’বছর এবং কামিল (স্নাতকোত্তর) দু’বছর মোট ১৬ বছরের কোর্স পরিচালিত হয়। কামিল (স্নাতকোত্তর) পর্যায়ে তাফসির, হাদিস, ফিক্‌হ, ‘আরবি সাহিত্য এবং মুজাবিবদ শাখায় দু’বছর মেয়াদি কোর্স শেষে ডিগ্রি প্রদান করা হয়। বাংলাদেশে দু’ধরনের ‘আলিয়া মাদ্‌রাসা রয়েছে। সরকার কর্তৃক পরিচালিত মাদ্‌রাসাগুলি সরকারি আলিয়া মাদ্‌রাসা এবং সরকার অনুমোদিত ও অনুদানপ্রাপ্ত মাদ্‌রাসাগুলি বেসরকারি ‘আলিয়া মাদ্‌রাসা হিসেবে পরিচিত।[৯৪]

২০০৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড ‘আলিয়া মাদ্‌রাসা শিক্ষার ইবতেদায়ি (প্রাথমিক) হতে কামিল (স্নাতকোত্তর) পর্যন্ত সকল স্তরের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করত। এরপর Islamic University (Amendment) Act, ২০০৬ মোতাবেক সাধারণ শিক্ষার সাথে ‘আলিয়া মাদ্‌রাসা শিক্ষা সমন্বিত করার কারণে ফাযিল (ডিগ্রি) ৩ বছর এবং কামিল (স্নাতকোত্তর) ২ বছর মোট ৫ বছরের কোর্স চালু হয়েছে। তাই সিদ্ধান্ত হয় যে, ২০০৬ সালের পর থেকে মাদ্‌রাসা বোর্ড শুধু দাখিল ও ‘আলিম পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করবে। উক্ত ‘আইন অনুসারে ১,০৪৮ টি ফাযিল (স্নাতক) ও ২০৬ টি কামিল (স্নাতকোত্তর) মাদ্‌রাসা অর্থাৎ ১,২৫৪টি মাদ্‌রাসাই ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত হয়। এতে সাধারণ শিক্ষার সাথে মাদ্‌রাসা শিক্ষার দীর্ঘ দিনের বিরাজমান পার্থক্য দূরীভূত হয়।[৯৫] বর্তমানে ইসলামি ‘আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সকল ফাজিল ও কামিল মাদ্‌রাসা পরিচালিত হচ্ছে।[৯৬]

‘আলিয়া মাদ্‌রাসায় সাধারণ শিক্ষার মত ইংরেজি, অংক, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় পড়ানো হয়। এর পাশাপাশি ইসলামের শিক্ষা প্রচার ও প্রসার করার লক্ষ্যে এখানে আরো অনেকগুলো বিষয় পর্যায়ক্রমে পড়ানো হয়। মাদ্‌রাসা শিক্ষার এ সমস্ত বিষয়, শিক্ষা পদ্ধতি, পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি, অনুশীলন পদ্ধতি যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে নাগরিকগণের আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে অসাধারণ অবদান রেখে চলেছে। এ পর্যায়ে মাদ্‌রাসা শিক্ষার বিভিন্ন স্তরভিত্তিক সিলেবাস উপস্থাপন করা হল।

দাখিল পর্যায়ের সিলেবাস

আল কুর’আন বিষয়ে সূরা আল বাকারা ও সূরা আলে ‘ইমরান, এ দু’টি সূরার প্রত্যেকটি আয়াতের অর্থ, অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট, শাব্দিক বিশ্লেষণ, আয়াতের ব্যাখ্যা ও ব্যাকরণগত বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়। হাদিস। বিষয়ে মিশকাতুল মাসাবিহ্‌ এর কিতাবুল আদাব অংশ থেকে হাদিসের অর্থ, ব্যাখ্যা, ব্যাকরণগত বিষয় এবং প্রয়োজনীয় মাস’আলা শিক্ষা দেয়া হয়।[৯৭] আল ‘আকাইদ ওয়াল ফিকহ্‌ বিষয়ে উসূলুল ফিকহ্‌  হিসেবে উসূলুস শাশি পড়ানো হয়। ‘আরবি সাহিত্য বিষয়ে আল মুনতাখাবুল ‘আরাবি, এবং ‘আরবি ব্যাকরণ হিসেবে হিদায়াতুন্নাহু পড়ানো হয়। ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) এর জীবনী শিক্ষা দেয়া হয়।

---

৯৩ মিনহাজুল ইসলাম, evsjv‡`‡k Awjqv gv`ªvmvi DrcwË I µg weKvk, দৈনিক সংগ্রাম, ১৮ অক্টো. ২০১৪ খ্রি., https://www.dailysangram.com, visited on, 10/06/2018

৯৪ A.K.M. Ayyub Ali, *History of Traditional Islamic Education in Banglsdesh* (Dhska: I.F.B. 1983), P. 194-196

৯৫ আলিয়া মাদ্রাসা, Cf.https://bn.wikipedia.org, visited on, 22/05/2018

৯৬ বাংলাদেশে মাদ্‌রাসাশিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

৯৭ ড. হাসান মোহাম্মদ, evsjv‡`‡ki gv`ªvmv wkÿv (ঢাকা: এশিয়া পাবলিকেশন্স, তাবি. ), পৃ. ৩৭

*Dhaka University Institutional Repository*

'আলিম পর্যায়ের সিলেবাস

আলিম পর্যায়ে আল কুর'আন বিষয়ে সূরা নিসা, সূরা মায়িদা, সূরা আন'আম, সূরা আ'রাফ, সূরা আনফাল এবং সূরা তাওবা এ ছয়টি সূরার অর্থ, অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট, শাব্দিক বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও ব্যাকরণগত বিষয় পড়ানো হয়। হাদিস বিষয়ে মিশকাতুল মাসাবিহ্ গ্রন্থের কিতাবুল ঈমান, কিতাবুল 'ইল্ম ও কিতাবুত তাহারাত এবং কিতাবুস সালাত এ চারটি অধ্যায়ের হাদিসের অনুবাদ, ব্যাখ্যা, ব্যাকরণগত বিষয় এবং সংশ্লিষ্ট মাস'আলা পড়ানো হয়। উসূলুল হাদিস বিষয়ে সাইয়েদ মুফ্তি 'আমিমুল ইহ্সান (রহ.) রচিত মিযানুল আখবার এবং ফিক্হ্ বিষয়ে শারহুল বিকায়াহ্ পড়ানো হয়। উসূলুল ফিক্হ্  বিষয়ে নূরুল আনওয়ার এবং 'আরবি সাহিত্য বিষয়ে আলমুনতাখাবুল 'আরাবি আর 'আরবি ব্যাকরণ বিষয়ে হিদায়াতুন নাহু পড়ানো হয়।[৯৮]

ফাযিল (বিএ) পাস কোর্সের সিলেবাস

১ম বর্ষে তাফসিরুল কুর'আন বিষয়ে তাফসিরে জালালাইন থেকে সূরা আন নূর, সূরা ইয়াসিন, সূরা আল ফাতাহ্, সূরা আল হুজুরাত, সূরা আর রাহ্মান এবং ৩০তম পারার সম্পূর্ণ তাফসির পড়ানো হয়। 'উলূমুল কুর'আন বিষয়ে আত তিব্ইয়ান ফি 'উলূমিল কুর'আন এবং আল কুর'আনের আলোকে ইসলামি আদর্শ ও মূল্যবোধ বিষয়ে পরিবার ও পারিবারিক জীবন, নারীর অধিকার, খিলাফাত, সন্ত্রাস, মাদকাসক্তি, তাকওয়া, ইসলামি নেতৃত্ব, মানবাধিকার এবং প্রতিবেশীর অধিকার বিষয়ে ব্যাপক পর্যালোচনামূলক পাঠদান করা হয়।

আল হাদিস ও 'উসূলুল হাদিস বিষয়ে মিশকাতুল মাসাবিহ্ হতে কিতাবুয যাকাত, কিতাবুস সাওম, কিতাবুল মানাসিক, কিতাবুল বুয়ূ' এবং কিতাবুন নিকাহ্ পড়ানো হয়। হিফ্যুল হাদিস বিষয়ে দা'ওয়াত, জিহাদ, সবর, ইহ্সান, আখলাক, মানবাধিকার, সুদ, ঘুষ, আমানাত ও হিজাব প্রতিটি বিষয় থেকে ৫টি করে হাদিস মুখস্থ করতে দেয়া হয়। উসূলুল হাদিস বিষয়ে উসূলুল হাদিস পরিচিতি, আলোচ্য বিষয়, উদ্দেশ্য, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ধারা ইত্যাদি বিস্তারিত পাঠদান করা হয়। আল 'আকাঈদ আল ইসলামিয়্যাহ্ বিষয়ে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান, তাওহিদের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ, শির্ক, কুফ্র, নিফাক, বিদ'আত, রিসালাতের প্রতি ঈমান, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর পরিচয়, মর্যাদা, মি'রাজ ও অন্যান্য মু'জিযা, তাঁর নবুওয়াতের সর্বজনীনতা, খাতমুন নুবুওয়্যাত, আনুগত্য, সাহাবিগণের মর্যাদা পাঠ দান করা হয়। এছাড়াও কিতাব, মালাইকা, আখিরাত, কবরের 'আযাব, জান্নাত, জাহান্নাম, সিরাত, শাফা'আত, তাকদির এবং 'আকিদাগত বিভাজন এর কারণ ও প্রেক্ষাপট, আহ্লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের পরিচয়, এর 'আকিদাহ্, বিভ্রান্ত দল-উপদলসমূহ, তাদের মতাদর্শ ও ইতিহাস সংক্রান্ত বিস্তারিত পাঠ দান করা হয়।

এ ছাড়াও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বর্ষে আল ফিক্হ  বিষয়ে হিদায়া গ্রন্থ থেকে কিতাবুল বুয়ূ', কিতাবুল মুদারাবা, কিতাবুল কারাহিয়্যাহ্, কিতাবুর রাহিন, কিতাবুল ওসায়া, কিতাবুল মুরাবাহা, কিতাবুর রিবা পড়ানো হয়। তারিখু 'ইলমিল ফিক্হ বিষয়ে 'ইলমুল ফিক্হের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, তাবাকাতুল ফুকাহা, বিশিষ্ট ফকিহ্ পরিচিতি, ফকিহ্ সাহাবিগণ, ফকিহ্ তাবিয়ি'গণ, ইমাম চতুষ্টয়, আসবাবু ইখতিলাফিল ফুকাহা সংক্রান্ত শিরোনামে পাঠদান করা হয়। কমিউনিকেটিভ 'আরবি বিষয়ে ''আরবিতে কথা বলা, বিশুদ্ধভাবে পড়া, শুনে বুঝা, লিখা, অনুবাদে পারদর্শিতা অর্জন, 'আরবি ব্যাকরণে পারঙ্গমতা অর্জন ইত্যাদি বিষয় এ কোর্সটিতে অনুশীলন করানো এবং শিক্ষা দেয়া হয়।

---

৯৮ বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, বকশিবাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত সিলেবাস, Cf.https://www.bmeb.com, visited on, 12/05/2018

*Dhaka University Institutional Repository*

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ইমাম মাওয়ার্দী, ইমাম ইব্‌ন খালদুন, ইমাম আল গাযালি ও ইমাম আল-ফারাবি (রহ.) এর রাজনৈতিক তত্ত্ব বিষয়ে বিস্তারিত পাঠ দান করা হয়। [৯৯]

কামিল : কামিল শ্রেণিকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১. কামিল এমএ (আদাব)

এখানে যাহেলি যুগ, ইসলামের প্রারম্ভিক যুগ, উমাইয়া ও ‘আব্বাসি এবং আধুনিক যুগের ‘আরবি সাহিত্যের গদ্য ও পদ্যসমূহ, আরবি সাহিত্যের ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ ইত্যাদি শিরোনামে পাঠ দান করা হয়।

২. কামিল এমএ (ফিকহ্)

কামিল ফিকহ্ বিষয়ে ইমাম আবূ জা‘ফর আত তাহাবি (রহ.) এর শারহু মা‘আনিল আছার গ্রন্থের কিতাবুন নিকাহ্, কিতাবুত তালাক, কিতাবুল ঈমান ওয়াননুযুর, কিতাবুল হুদুদ, কিতাবুস সিয়ার পড়ানো হয়। মুসলিম ‘আইনের গুরুত্বপূর্ণ দিক বিশেষ করে বিবাহ, স্ত্রীর ভরণ পোষণ, দাম্পত্য অধিকার, দেন মোহর, বিবাহ বিচ্ছেদ, সন্তানের বংশ পরিচয়, জন্মের বৈধতা ও স্বীকৃতি, সম্পত্তির অভিভাবকত্ব এবং আত্মীয়দের ভরণ পোষণ এ সকল শিরোনামে পাঠদান করা হয়। এ ছাড়া ইমাম ‘আলি ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল বাযদাভি (রহ.) এর উসূলে বাযদাভি পড়ানো হয়। তাবাকাতুল ফুকাহা বিষয়ে সাহাবা ও তাবি‘ঈগণের মধ্যে বিখ্যাত ফকিহ্গণ, চার মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকিহ্গণের জীবনী ও অবদান, চার মাযহাব ব্যতীত অন্যান্য বিখ্যাত ফকিহ্গণ, উপমহাদেশের বিখ্যাত ফকিহ্গণ এবং তাদের কর্ম শিরোনামগুলো অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে পাঠ দান করা হয়। ইসলামি বিচার ব্যবস্থা বিষয়ে ইসলামি বিচার ব্যবস্থার ইতিহাস, ইসলামে বিচারের গুরুত্ব ও মৌলিক শর্তাবলী ও আদবসমূহ, রীতি ও বিচার পদ্ধতি, বিচারক হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা সংক্রান্ত জ্ঞান দান করা হয়। ইসলামি রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থা বিষয়ে ইসলামি রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থার সংজ্ঞা, শাসকের যোগ্যতা ও শাসক নির্বাচন পদ্ধতি, শাসক ও শাসিতের অধিকার এবং ইসলামি সংবিধানের রূপরেখা পড়ানো হয়।[১০০]

এ পর্যায়ে ফতোয়া দেয়ার অধিকার, নিয়ম, শর্ত ও আদবসমূহ বিষয়ে ফতোয়ার সংজ্ঞা, ফতোয়ার হুক্‌ম, ফতোয়া দেয়ার নিয়ম, মুফ্‌তি ও বিচারকের মধ্যে পার্থক্য বিষয়ে জ্ঞান দান করা হয়। ফিকহুল ইকতিসাদ বিষয়ে ইসলামি অর্থনীতির সংজ্ঞা, প্রকৃতি, পরিধি, মূলনীতি, মৌলিক উপাদান (যাকাত, ‘উশ্‌র, খারাজ ও সাদাকাহ্), মালিকানা তত্ত্ব, ইসলামের দৃষ্টিতে কর, যাকাত ও কর ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য, সুদ ও মুনাফা, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও ইসলামি অর্থব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা, ইসলামি ব্যাংকের সংজ্ঞা, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ইসলামি বীমার সংজ্ঞা, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, প্রচলিত বীমা ও ইসলামি বীমার তুলনামূলক আলোচনা এ সকল শিরোনামে বিস্তারিত পড়ানো হয়।[১০১]

৩. কামিল এমএ (তাফসির)

‘উলূমুল কুর’আন বিষয়ে কুর’আন মাজিদের পরিচয়, অবতীর্ণের পদ্ধতি, নাসিখ, মানসূখ, ‘আম, খাস, হাকিকাত, মাযায, কাসাসুল কুর’আন, কুর’আনের বৈজ্ঞানিক আয়াতসমূহ ইত্যাদি বিষয় পড়ানো হয়। তাফসির বির রিওয়ায়াত বিষয়ে ইব্‌ন কাছির (রহ.) এর তাফসিরুল কুর’আনুল ‘আযিম হতে সূরা ফাতিহা থেকে সূরা আন‘আম পর্যন্ত পড়ানো হয়। সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে রাখা হয়েছে ইমাম

৯৯ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া কর্তৃক প্রকাশিত ফাযিল (বি.এ) পাস কোর্স সিলেবাস, Cf.https://www.iu.ac.bd, visited on, 18/05/2018

১০০ প্রাগুক্ত।

১০১ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া কর্তৃক প্রকাশিত ফাযিল (বি.এ) পাস কোর্স সিলেবাস, Cf.https://www.iu.ac.bd, visited on, 18/05/2018

*Dhaka University Institutional Repository*

নাসিরুদ্দিন আল বায়যাবি (রহ.) এর আনওয়ারুত তানযিল ও আসরারুত তা'বিল, ইমাম ইব্ন মাস'উদ আল বাগভি (রহ.) এর মু'আলিমুত তানযিল, ইমাম ইসমা'ঈল হাক্বি (রহ.) এর রুহুল বায়ান। আত তাফসিরুল মু'আসির বিষয়ে ইমাম মুহাম্মদ 'আলি আস সাবুনি (রহ.) এর সফওতুত তাফাসির পড়ানো হয়। সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে রাখা হয়েছে ইমাম আবু বাক্র আল জাবির আল জুজানি (রহ.) এর আয়সারুত তাফাসির, শিহাবুদ্দিন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ আল হুসাইনি আল আলুসি (রহ.) এর রুহুল মা'আনি ফি তাফসিরিল কুর'আনিল 'আযিম ওয়াস্ সাব'উল মাছানি, মুফ্তি শফি' (রহ.) এর তাফসিরে মা'আরিফুল কুর'আন। ইমাম যামাখশারি (রহ.) এর তাফসির আল কাশ্শাফ সূরা মার্ইয়াম থেকে সূরা ইয়াসিন এবং কাযি নাসিরুদ্দিন আল বায়যাবি (রহ.) এর তাফসির আল বায়যাবি থেকে সূরা সাফ্ফাত থেকে সূরা নাস পর্যন্ত পড়ানো হয়।[১০২]

৪. কামিল এমএ (হাদিস)

কামিল এম.এ হাদিস ১ম পর্বে রয়েছে সুনানু আবি দাউদ, জামি'উত-তিরমিযি, সুনানু ইব্ন মাযাহ্, শারহু মা'আনিয়িল আছার, আত তারিখুল ইসলামি ও তারিখু 'ইলমিল হাদিস। কামিল এম.এ হাদিস ২য় পর্বে রয়েছে আস সহিহুল বুখারি, আস সহিহ্ লিমুসলিম, সুনানুন নাসাঈ ও 'উলূমুল হাদিস।[১০৩]

সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে পরিচালিত এ সকল মাদ্রাসার সিলেবাস, শিক্ষাদান ও অনুশীলন পদ্ধতি, পরীক্ষা গ্রহণ ও সনদ প্রদান পদ্ধতি এবং এর ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিশ্লেষণ করলে অত্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নাগরিকগণের আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সরকারি মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।

### ৭.২.৩ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামি শিক্ষা

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ মূলত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত, বেসরকারি উদ্যোক্তা দ্বারা পরিচালিত এবং আন্তর্জাতিক বা আন্তর্জাতিক সংগঠন কর্তৃক পরিচালিত। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অধিভুক্ত। এটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি আদেশ ১৯৭৩ সালের পি.ও. নং ১০ অনুযায়ী গঠিত একটি কমিশন।[১০৪]

বাংলাদেশ সরকার বিপুল পরিমাণ শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে বর্তমান পর্যন্ত ৪০টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে।[১০৫]

শিক্ষাজীবনের মোট ১২টি শিক্ষাবর্ষ শেষে শুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের লেখাপড়া। এ পর্যায়টি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এ দু'ভাগে বিন্যস্ত। বিএ, বিকম, বিএসসি স্নাতক পর্যায়ভুক্ত। আর এমএ, এমকম, এমএসসি স্নাতকোত্তরের আওতাধীন। এর পরের স্তরে উচ্চতর গবেষণার জন্য এম.ফিল ও পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উচ্চতর গবেষণার ব্যবস্থা রয়েছে। স্নাতক শ্রেণীর আবার দু'টি ধারা রয়েছে একটি পাস কোর্স এবং অপরটি অনার্স কোর্স। পাস কোর্স এখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত। অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু অনার্স বা স্নাতক সম্মান কোর্স চালু আছে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ইসলামি শিক্ষার সুযোগ বাংলাদেশে বর্তমানে অপ্রতুল। ডিগ্রি পাস কোর্সে মানবিক গ্রুপে ৩০০ নম্বরের ইসলামিক স্টাডিজ শিক্ষার সুযোগ আছে।

---

১০২ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া কর্তৃক প্রকাশিত ফাযিল (বি.এ) পাস কোর্স সিলেবাস, Cf.https://www.iu.ac.bd, visited on, 18/05/2018

১০৩ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া কর্তৃক প্রকাশিত কামিল এম.এ এর সিলেবাস, ২০০৬-২০০৭ এবং ২০০৭-২০০৮ শিক্ষাবর্ষ, Cf.https://www.iu.ac.bd, visited on, 18/05/2018

১০৪ "বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন" Cf.https://www.moedu.gov.bd, visited on, 14/05/2018

১০৫ Cf.https://www.ugc.gov.bd/en/home/university, visited on, 12/05/2018

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের ইতিহাস ও ‘আরবির জন্যও আলাদা ৩০০ নম্বর করে বরাদ্দ আছে। তবে যারা বাণিজ্য বা বিজ্ঞান নিয়ে পড়বে তাদের জন্য ইসলামি শিক্ষা, ইসলামের ইতিহাস বা ‘আরবির কোনো বাধ্যবাধকতা বা সুযোগ অবারিত নেই। স্নাতক সম্মানে প্রত্যেকটি বিষয়ে আলাদা ও বিশ্লেষণাত্মক পড়াশোনা হয়। এ স্তরে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ চালু আছে এবং তা যথেষ্ট সমৃদ্ধ। এমন কি ‘আরবি বিভাগের চাইতেও জনপ্রিয়। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার দিক থেকেও মানবিক অনুষদের অনেকগুলো বিভাগের চেয়ে অধিক কোলাহলমুখর।[১০৬]

সরকারি উদ্যোগে গৃহীত পদক্ষেপের মাধ্যমে পরিচালিত বাংলাদেশে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্বদ্যিালয় অধিভুক্ত কলেজসমূহে ইসলামি শিক্ষা বিষয়, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয় এবং ‘আরবি ও ইসলামি শিক্ষা বিষয়ে বিপুল পরিমাণ ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করে কর্ম জীবনে ইসলামি নীতি ও আদর্শের বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন এমনটিই স্বাভাবিক। যদিও প্রয়োজনের তুলনায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামি শিক্ষা বিষয়কে কম গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে এবং এ বিষয়ে সরকারসমূহের আন্তরিকতার বিষয়ে প্রশ্ন তোলার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। এরপরও নির্দ্বিধায় বলা যায় ইসলাম সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান লাভ করার কারণে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামি শিক্ষার ছাত্রছাত্রিগণ আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জন করায় নিজ নিজ কর্মসীমায় ন্যায় প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

### ৭.২.৪ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত প্রথম সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এটিই দেশের সর্বোচ্চ ইসলামি বিদ্যাপীঠ। দেশে শুধুমাত্র এ বিশ্ববিদ্যালয়টিতেই ধর্মতত্ব ও ইসলামি ‘আইনের উপর স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান করা হয়। শুরুর দিকে বিশ্ববিদ্যালয়টি আর্থিকভাবে ইসলামি সম্মেলন সংস্থার সাহায্য পরিচালিত হয়েছে। ইসলামি শিক্ষার উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে ১৯৮০ সালে খুলনা বিভাগের কুষ্টিয়া জেলায় প্রতিষ্ঠানটি গঠন করা হয়। ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৬ সালের ২৮ জুন তাদের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

১. কলা ও বিজ্ঞানের বিবিধ শাখার সাথে ইসলামি শিক্ষার সংযোগ ও সমন্বয় সাধন।

২. নতুন আঙ্গিকে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও পুনর্বিন্যস্ত করণ।

৩. ঐশী ও জাগতিক জ্ঞানের বিবিধ ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে দেশে একটি সুসংহত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন।[১০৭]

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে একটি ইসলামি বিদ্যাপীঠ স্থাপনের উদ্যোগ অনেক পুরনো। সর্বপ্রথম ১৯২০ সালে মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদি চট্টগ্রামের পটিয়ায় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ফান্ড গঠন করেন। ১৯৩৫ সালে মাওলানা শওকত ‘আলি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯৪১ সালে মাওলা বক্স কমিটি ‘ইউনিভার্সিটি অব ইসলামিক লার্নিং’ প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ করে। ১৯৪৬-৪৭ সালে সৈয়দ মোয়াজ্জেম উদ্দীন কমিটি এবং ১৯৪৯ সালে মওলানা মুহাম্মদ আকরাম খাঁ কমিটি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ করে। ১৯৬৩ সালের ৩১ মে ড. এস. এম. হোসাইন এর সভাপতিত্বে ‘ইসলামি ‘আরবি বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন’ গঠন করা হয়।[১০৮]

---

১০৬ ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী, RvZxq KwiKjv‡g Bmjwg wk¶vi i|c‡iLv : wekwe`¨vjq chvq, ১৬ মে ২০১৬, https://www.dailyinqilab.com, visited on, 12/05/2018

১০৭ প্রফেসর ড. আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী, Bmjvgx wekwe`¨vjq BwZnvm I HwZn¨ (কুষ্টিয়াঃ রাহিন রাশখাদ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ২২

১০৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান এ দেশের মুসলিম জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটিয়ে ১ ডিসেম্বর ১৯৭৬ সালে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। ১৯৭৭ সালের ২৭ জানুয়ারি প্রফেসর এম. এ. বারীকে সভাপতি করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ২০ অক্টোবর ১৯৭৭ সালে রিপোর্ট পেশ করে। কমিটির সুপারিশে থিওলজি এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদের অধীন আল কুর'আন ওয়া 'উলূমুল কুর'আন, উলূমুত তাওহিদ ওয়াদ দা'ওয়াহ, আল হাদিস ওয়া 'উলূমুল হাদিস, আশ শারি'আহ্ ওয়া উসূলুস শা'রিআহ্, এবং আল ফাল সাফাহ ওয়াততাসাউফ ওয়াল আখলাক বিভাগ চালু করা হয়। মানবিক ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের অধিনে 'আরবি ভাষা ও সাহিত্য, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, অর্থনীতি, লোক প্রশাসন, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, এবং বাণিজ্য বিভাগ চালু করা হয়। বিজ্ঞান অনুষদের অধিনে পদার্থ বিজ্ঞান, গণিত, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, এবং প্রাণিবিদ্যা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়াও টিচার্স ট্রেইনিং ইনস্টিটিউট, অনুবাদ ও প্রকাশনা ব্যুরো, মধ্যপ্রাচ্য অধ্যয়ন ও মুসলিম বিশ্বের ভাষা শিক্ষা ইনস্টিটিউট চালুর সুপারিশ করা হয়।[১০৯]

৩১ মার্চ থেকে ৮ এপ্রিল ১৯৭৭ সালে মাক্কায় ওআইসি এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মুসলিম বিশ্বের রাষ্টপ্রধান ও সরকার প্রধানগণের এক সম্মেলনে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়। এ সুপারিশের ভিত্তিতে ২২ নভেম্বর ১৯৭৯ সালে কুষ্টিয়া শহর থেকে ২৪ কিলোমিটার দক্ষিণে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ মহাসড়কের পাশে শন্তিডাঙ্গা-দুলালপুর নামক স্থানে ১৭৫ একর জমিতে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯৮৩ সালের ১৮ জুলাই এরশাদ সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে ঢাকা হতে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে গাজীপুরের বোর্ড বাজারে স্থানান্তর করেন। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে আবারো কুষ্টিয়াতে পুনস্থানান্তর করা হয়।

বর্তমানে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫টি অনুষদের অধীনে ৩৩টি বিভাগ রয়েছে। ধর্মতত্ত্ব অনুষদের বিষয়সমূহ হচ্ছে, আল কুর'আন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, আল হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ এবং দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ। ফলিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদে ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রকৌশল, ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য প্রযুক্তি, বায়োটেকনোলজি এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল, তথ্য ও যোগাযোগ প্রকৌশল বিভাগ, গণিত, পরিসংখ্যান, বায়োমেডিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ফার্মেসি, ইনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড জিওগ্রাফি বিভাগ রয়েছে।[১১০]

ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১১২৬২ জন। ২৫ জন মহিলা শিক্ষকসহ মোট শিক্ষক সংখ্যা ৩৩৫ জন। কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ৭২৬ জন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ৮টি আবাসিক হল আছে। সা'উদি 'আরব সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাদশাহ্ ফাহাদ ইব্ন 'আবদুল আজিজ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগারে বইয়ের সংখ্যা ৮১,১০০টি এবং জার্নালের সংখ্যা ১৭০৭১টি। প্রতিটি বিভাগে বিভাগীয় গ্রন্থাগার এবং কম্পিউটার সেন্টার রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে শরীরচর্চা ও ক্রীড়া বিভাগ, ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর ও স্কাউটস। এছাড়া ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রসহ রয়েছে চিকিৎসা কেন্দ্র, স্টেডিয়াম, জিমনেসিয়াম, প্রেস, কেন্দ্রীয় মাসজিদ, শাহিদ মিনার, মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য, ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ এবং নিজস্ব পরিবহণ ব্যবস্থা।[১১১]

---

১০৯ প্রফেসর ড. আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী, Bmjvgx wekwe`¨vjq BwZnvm I HwZn¨, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

১১০ Cf.https://www.bn.wikipedia.org, visited on, 04/06/208

১১১ প্রফেসর ড. আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী, Bmjvgx wekwe`¨vjq BwZnvm I HwZn¨, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫৯-৬১

*Dhaka University Institutional Repository*

ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট ৯টি গবেষণা জার্নাল প্রকাশিত হয়। অনুষদগুলি থেকে দ্যা ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ জার্নাল, আইআইইআর রিসার্চ জার্নাল, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জার্নাল, আল কুর'আন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে দ্যা কুর'আনিক স্টাডিজ, দাও'য়াহ্ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে দা'ওয়াহ রিসার্চ জার্নাল, আল হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে হাদিস রিসার্চ জার্নাল, 'আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ থেকে এরাবিক রিসার্চ জার্নাল, ইংরেজি বিভাগে থেকে ক্রিটিক এবং বাংলা বিভাগ থেকে বাংলা গবেষণা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়।[১১২] এ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকগণের উচ্চতর গবেষণা কর্ম যথেষ্ট প্রশংসনীয় ও গতিশীল। ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উচ্চতর গবেষণার জন্য ৪৭৪ জনকে এম.ফিল. এবং ২৮৭ জনকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি প্রদান করা হয়। কেবল ধর্মতত্ত্ব অনুষদেই এম.ফিল. ৩২৩ জন এবং পিইচ.ডি. ১৪৮ জন ইসলামি জ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে ডিগ্রি লাভ করেছেন।[১১৩] এটি নিঃসন্দেহে মুসলিম উম্মার জন্য ইসলামি জ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে একটি বড় অর্জন।

এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, অনেক প্রতিকূলতা, প্রতিবন্ধকতা ও ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে মুসলিম উম্মার জন্য একটি বড় সম্পদ। বিশেষ করে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্ব অনুষদের ছাত্র ছাত্রী ও গবেষকগণ সম্মানিত শিক্ষকগণের নীবিড় তত্ত্বাবধানে ইসলামের মৌলিক ও গভীর জ্ঞান লাভ করে জাতীয় পর্যায়ে অসামান্য অবদান রাখছেন। বাংলাদেশে ইসলামি জ্ঞান প্রচার ও প্রসারে এবং গবেষণার মাধ্যমে ইসলামি জ্ঞানের নতুন নতুন দিক উদঘাটনের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অনস্বীকার্য।

### ৭.২.৫ অন্যান্য সরকারি পদক্ষেপসমূহ

মানুষের আভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধি লাভ ও নৈতিক চরিত্রের সংশোধনের জন্য সরকারি ব্যবস্থাপনায় আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ কার্যকর রয়েছে। সুনাগরিক ছাড়া যে কোনো রাষ্ট্রের সকল কর্ম তৎপরতাই বৃথা যেতে বাধ্য। 'আইন শৃঙ্খলা ও 'আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিটি নাগরিককে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। নাগরিকগণের আত্মশুদ্ধি অর্জন ও নৈতিকতাবোধই পারে সমাজ ও রাষ্ট্রকে উন্নত পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে। নাগরিকগণের সহযোগিতার ফলে রাষ্ট্রে 'আইনের শাসন ও 'আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ হয়। তাই রাষ্ট্রকে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের যে সকল কর্মক্রম, নীতিমালা ও নীতি কৌশল রয়েছে তার মধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, জাতীয় শুদ্ধাচার নীতিমালা, কারা ব্যবস্থাপনা ও ধর্মশিক্ষা, সমাজসেবা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত নানাবিদ কর্মসূচি, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের হাজ্জ ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

#### দুদক

দুর্নীতি দমন কমিশন বা দুদক বাংলাদেশে দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ, ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গঠিত একটি স্বায়ত্বশাসিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এটি ২০০৪ সালের ৯ মে দুর্নীতি দমন 'আইন অনুসারে কার্যকর হয়েছে।[১১৪] দুদকের ভিশন হচ্ছে, একটি শক্তিশালী দুর্নীতি বিরোধী সংস্কৃতি চালু করা যা সমাজের সর্বস্তরে প্রবাহিত হবে। এর মিশন হচ্ছে, দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ, ও দুর্নীতি প্রতিরোধে ক্লান্তিহীনভাবে

---

১১২ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, Cf.https://www.bn.banglapedia.org, visited on 27/05/2018

১১৩ প্রফেসর ড. আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী, Bmjvgx wekwe`¨vjq BwZnvm I HwZn¨, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

১১৪ দুর্নীতি দমন কমিশন (বাংলাদেশ), Cf.https://www.bn.wikipedia.org, visited on, 14/05/2018

Dhaka University Institutional Repository

লড়াই করে যাওয়া।[১১৫] দুদক তার নির্দিষ্ট ভিশন ও মিশনকে সামনে রেখে একটি নির্দিষ্ট ছকে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

দুদকের কার্যাবলী হচ্ছে তফসিলে উল্লিখিত অপরাধসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনা করা। অপরাধ অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনার ভিত্তিতে দুদক 'আইনের অধীন মামলা দায়ের ও পরিচালনা। দুর্নীতি সম্পর্কিত কোন অভিযোগ নিজ উদ্যোগে বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে অনুসন্ধান। দুর্নীতি দমন বিষয়ে 'আইন দ্বারা কমিশনকে অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করা। দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য 'আইনের অধীন স্বীকৃত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা এবং কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ করা। দুর্নীতি প্রতিরোধের বিষয়ে গবেষণা করে পরিকল্পনা তৈরি করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে করণীয় সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ করা। দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে নাগরিকগণের মধ্যে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি করা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা।

দুর্নীতি বিরোধী মনোভাব গঠনের উদ্দেশ্যে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা দুদকের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রকার দুর্নীতির উৎস চিহ্নিত করা এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ করা। দুর্নীতির অনুসন্ধান, তদন্ত, মামলা দায়ের এবং উক্তরূপ অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে কমিশনের অনুমোদন পদ্ধতি নির্ধারণ করা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন কার্য সম্পাদন করা।[১১৬] এ হচ্ছে অপরাধ প্রবণ নাগরিকগণের অপরাধ থেকে বিরত রাখা এবং অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর তা প্রতিবিধান করে ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দুদকের কার্যক্রম।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

নাগরিকের মানবাধিকার রক্ষা এবং তার উন্নয়নের প্রধান দায়িত্ব রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র তার প্রশাসন, বিচার বিভাগ ও 'আইন প্রণয়ন বিভাগের মাধ্যমে জনগণের মানবাধিকার রক্ষা কাজ করবে।[১১৭] বর্তমান বিশ্বে সভ্যরাষ্ট্র পরিমাপের অন্যতম মাপকাঠি হচ্ছে সে রাষ্ট্রের মানবাধিকার পরিস্থিতি মূল্যায়ন। এজন্য বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজ নিজ দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নে রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদানের জন্য জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান গঠন করে। রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত হলেও জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বাধীনভাবে কাজ করে। তারা দেশের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে এবং যথাযথ পর্যালোচনা শেষে এ বিষয়ের সুপারিশ প্রদান করে। জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে মূলত 'পরামর্শ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান' হিসেবে অভিহিত করা হয়।[১১৮] বাংলাদেশেও রয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ ২০০৭ এর মাধ্যমে ২০০৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর প্রথম একটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়।[১১৯]

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কর্মপরিধি ও স্বাধীনতা যথেষ্ট ব্যাপক। বাংলাদেশ সংবিধান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন 'আইন এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তিসমূহ যেগুলো বাংলাদেশের পক্ষভুক্ত সেগুলো থেকে এ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকায় বলা হয়েছে, যেহেতু সংবিধান অনুযায়ী মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য, তাই

---

১১৫ দুদক পরিচিতি, ভিশন মিশন, Cf.https://www.acc.org, visited on, 12/05/2018
১১৬ দুদক পরিচিতি ও কার্যাবলী, Cf.https://www.acc.org.bd, visited on, 12/05/2018
১১৭ জাতীয়-মানবাধিকার-কমিশন Cf.https://www.bn.banglapedia.org, visited on, 15/05/2018
১১৮ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, Cf.https://smahasnatbarta.wordpress.com, visited on, 14/05/2018
১১৯ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন-২০০৯, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন মন্ত্রণালয়, ১৪ জুলাই, ২০০৯ খ্রি., পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কমিশনের স্বাধীন দায়িত্ব হচ্ছে, কমিশন যে কোন ধরনের মানবাধিকার লংঘনজনিত অভিযোগের তদন্ত করতে পারবে। কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা না হলেও কমিশন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অভিযোগ গ্রহণ করতে পারবে।

কমিশন জেলখানা, থানা হেফাজত ইত্যাদি আটকের স্থানসমূহ পরিদর্শন করে সেগুলোর উন্নয়নে সরকারকে সুপারিশ করবে। সংবিধান এবং দেশের প্রচলিত 'আইনের আওতায় গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ পর্যালোচনা করে এর কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে সুপারিশ করবে। মানবাধিকার বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিল বিষয়ে গবেষণা করা এবং সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে সুপারিশ ও চাপ সৃষ্টি করা এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার 'আইনের সঙ্গে দেশীয় 'আইনের সামঞ্জস্য বিধানে ভূমিকা রাখা কমিশনের দায়িত্ব। কমিশন মানবাধিকার বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করবে, আপোষের মাধ্যমে নিষ্পত্তিযোগ্য কোন অভিযোগ মধ্যস্থতা ও সমঝোতার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করবে এবং মানবাধিকার সংরক্ষণ বিষয়ে 'আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যসহ অন্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও পর্যবেক্ষণ করবে।[১২০]

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য ও দায়িত্ব হল নাগরিকের জন্য 'আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকারের সাম্য, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা। সে লক্ষ্য বাস্তবায়নেই রাষ্ট্র সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য কৌশল হল সমাজ ও রাষ্ট্রকে দুর্নীতিমুক্ত রাখা এবং দেশে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করা। [১২১] ১৯৭৪ সালে ২৫ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বলেন, 'সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়তে হলে দেশবাসীকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে হবে। কিন্তু একটি কথা ভুলে গেলে চলবে না- চরিত্রের পরিবর্তন না হলে এ অভাগা দেশের ভাগ্য ফিরানো যাবে কি না সন্দেহ। স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতিও আত্মবঞ্চনার উর্ধ্বে থেকে আমাদের সকলকে আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধি করতে হবে।" বর্তমান প্রধানমন্ত্রি বলেন, আমরাও আমাদের রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় সকল কাজে আত্মশুদ্ধি ও চরিত্রনিষ্ঠার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছি"।[১২২]

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ১৮ অক্টোবর ২০১২ সালে অনুমোদিত হয়ে সরকারি মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও প্রশাসনিক বিভিন্ন স্তরে আত্মশুদ্ধি অর্জন ও নৈতিক মূল্যবোধ বিরোধি সকল কর্মকাণ্ডকে দূরীকরণে বিশেষভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং নৈতিকতাকে উৎসাহিত করার জন্য উদ্দীপনা স্বরূপ জাতীয় নৈতিকতা সম্মাননা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের প্রতিটি স্তর দুর্নীতি মুক্ত হয়ে এবং নৈতিকতার শক্তি অর্জন করে জনগণকে আরো উন্নত ও দ্রুত সেবা প্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে আরো উন্নত এবং অগ্রগামী করবে। সে ক্ষেত্রে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর কর্মপরিকল্পনা ও কর্মপরিধি ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী।

মানুষ বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন কারণে অপরাধে জড়িয়ে যেতে পারে এটি অস্বাভাবিক নয় কিন্তু তার আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধের স্তর যতো দ্রুত ফিরিয়ে আনা যায় ততোই রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য কল্যাণ। সরকারিভাবে সে মহান দায়িত্বটি পালন করছে বাংলাদেশ কারা কর্তৃপক্ষ। কারাগার আধুনিক সভ্যতায় বন্দিদের সংশোধন ও সুপ্রশিক্ষিত করে সভ্য সমাজের মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার

১২০ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন-২০০৯, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

১২১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, †mvbvi evsjv Movi cZ¨q: RvZxq ï×vPvi †KŠkj, (National Integrity Strategy of Bangladesh), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, অক্টোবর ২০১২ খ্রি. পৃ. ৩

১২২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠান। 'আইন অনুসারে শাস্তি প্রদানের পাশাপাশি তাকে সংশোধন করে গড়ে তোলার দায়িত্ব বাংলাদেশ কারা বিভাগের। "রাখিব নিরাপদ দেখাব আলোর পথ" এ মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে দেশের কারাগারসমূহে আগত বিপথগামী লোকদের সঠিক প্রেরণা প্রদানের মাধ্যমে তাদের কৃত ভুল বুঝতে সহায়তা করা ও সংশোধন করা এবং বর্তমান যুগের সাথে তাল মিলিয়ে সঠিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে সমাজে ফিরিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে কারা প্রশাসন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ১৩ টি কেন্দ্রীয় কারাগার ও ৫৫টি জেলা কারাগার এ মহৎ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ কারা বিভাগের ভিশন হচ্ছে বন্দীদের নিরাপদ আটক নিশ্চিত করা, কারাগারের কঠোর নিরপত্তা ও বন্দিদের মাঝে শৃঙ্খলা বজায় রাখা, বন্দিদের সাথে মানবিক আচরণ করা, যথাযথভাবে তাদের বাসস্থান, খাদ্য, চিকিৎসা এবং আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও আইনজীবীদের সাথে সাক্ষাৎ নিশ্চিত করা এবং একজন সুনাগরিক হিসেবে সমাজে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা।[১২৩]

বাংলাদেশ সরকারের উপরোক্ত রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপসমূহ নাগরিকগণের আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য উপকারী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিশেষ অবদান রাখছে। প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল এবং বিভিন্ন দুর্বলতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও উক্ত সরকারি পদক্ষেপসমূহ এ ক্ষেত্রে প্রশংসা লাভের যোগ্য।

## ৭.৩ বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত কর্মসূচি

একটি দেশ ও সমাজে বসবাসরত নাগরিকগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ব্যতীত কাঙ্খিত অগ্রগতি লাভ করা সম্ভব নয়। এ জন্য সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি উদ্যোগ এবং নাগরিকগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা একান্ত জরুরি। বাংলাদেশে সমাজ ও রাষ্ট্রকে আলোকিত করতে নাগরিকগণের আত্মশুদ্ধি অর্জন ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে নানাবিদ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বেসরকারি মাদ্রাসা শিক্ষা ও ইসলামিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সমাজের ইমাম ও 'আলিমগণ বিভিন্ন পর্যায়ে নানামুখি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন ইসলামি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে ।

এ ছাড়া মানুষকে আত্মশুদ্ধি অর্জন ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টির গুরুত্ব অনুধাবন ও বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান করতে কাজ করে যাচ্ছে ছোট বড় অনেকগুলো ইসলামি দাও'য়াহ্ সংগঠন। বিশ্বায়নের যুগে উন্মুক্ত স্যাটেলাইট সংস্কৃতির প্রবাহের কারণে সমাজের প্রতিটি পর্যায়ে অপসংস্কৃতি ও বিজাতীয় সংস্কৃতি ঢুকে পড়েছে যার অনুকরণ ও অনুসরণ মুসলিম সমাজে নানাবিদ সমস্যা ও হুমকি সৃষ্টি করেছে। সে অপসংস্কৃতির ধারাকে প্রতিরোধ করে ইসলামি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ও ইসলামি সংস্কৃতির সাথে মানুষকে পরিচিত করে আত্মশুদ্ধি অর্জনে ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে, ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী মিডিয়াসমূহ বিভিন্ন সামাজিক ধারা ও ইসলামি জ্ঞান চর্চা ভিত্তিক অনুষ্ঠানমালা নির্মাণ ও প্রচারের মাধ্যমে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত উল্লেখিত পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপঃ

১২৩ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রধানমন্ত্রীর বাণী, সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ঃ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

### ৭.৩.১ বেসরকারি মাদ্‌রাসা শিক্ষা ও ইসলামিক স্কুলসমূহ

বেসরকারি মাদ্‌রাসা শিক্ষা

বেসরকারি মাদ্‌রাসা শিক্ষা বলতে 'আলিয়া মাদ্‌রাসার বাহিরে সকল ধরনের দ্বিনিয়া মাদ্‌রাসাকে বুঝানো হয়। বাংলাদেশে বেসরকারি কাওমি মাদ্‌রাসা বা দেওবন্দি মাদ্‌রাসা নামে প্রচলিত।[১২৪] বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ৩ শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যায়। প্রাচীন কাঠামোভিত্তিক দারসে নিজামি, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত পাঠ্যক্রম ভিত্তিক দারসে নিজামি, এবং 'আলিয়া নেসাব। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির মাদ্‌রাসাসমূহকে কাওমি বা বেসরকারি মাদ্‌রাসা বলা হয়।[১২৫]

বর্তমানে কাওমি মাদ্‌রাসাগুলো বেসরকারি অর্থায়নে পরিচালিত কিন্তু সরকারি বিভিন্ন শিক্ষা বিভাগ এর সাথে তার মান উন্নয়ন ও শিক্ষা সনদের মান প্রদান এবং প্রতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলার কাজ করে যাচ্ছে। কাওমি মাদ্‌রাসা গণপজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার স্বীকৃত বেসরকারি ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দ নামক স্থানে "আল জামে'য়াতুল ইসলামিয়া দারুল 'উলুম দেওবন্দ" নামে। [১২৬]

বাংলাদেশে কাওমি মাদ্‌রাসাসমূহ স্তর ভিত্তিক শিক্ষাবোর্ডসমূহের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা উপজেলা ভিত্তিক প্রাথমিক ও নিম্ন-মাধ্যমিক আন্তঃউপজেলা কাওমি মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ডসমূহের পরোক্ষ ও মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়ে থাকে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশে ৬টি সাধারণ কাওমি মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ড রয়েছে। এগুলো হচ্ছে, বেফাকুল মাদারিসিল 'আরাবিয়া বাংলাদেশ ঢাকা, আন্‌জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিসিল কাওমিয়া চট্টগ্রাম, বেফাকুল মাদারিসিল কাওমিয়া গওহরডাঙ্গা, বাংলাদেশ আযাদ দ্বিনি এদারা সিলেট, তানজিমুল মাদারিসিল কাওমিয়া বগুড়া, জাতীয় দ্বিনি মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ড বাংলাদেশ। উচ্চতর ডিগ্রি "দাওরা-ই-হাদিস" এর সিলেবাস প্রণয়ন, পরীক্ষা পদ্ধতি প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ, উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও সনদপত্র বিতরণের জন্য রয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত স্বতন্ত্র সংস্থা - আল হাইয়াতুল 'উলয়া লিল জামি'য়াতিল কাওমিয়া বাংলাদেশ (বাংলাদেশ কাওমি বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষা কমিশন)।[১২৭]

উক্ত সংস্থা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর পক্ষে সরকার স্বীকৃত "দাওরা-ই-হাদিসের" মাস্টার্স (এমএইন ইসলামিক ষ্টাডিজ এন্ড এরাবিক) এর মান বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করে থাকে। বাংলাদেশে সহিহ্ কুর'আন শিক্ষার জন্য বিভিন্ন বোর্ড রয়েছে। উল্লেখযোগ্য কুর'আন শিক্ষাবোর্ড হচ্ছে আঞ্জুমানে তা'লিমুল কুর'আন বাংলাদেশ, নূরানি তা'লিমুল কুর'আন বোর্ড বাংলাদেশ, মাদানিয়া কুর'আন শিক্ষাবোর্ড সিলেট, বাংলাদেশ কুর'আন শিক্ষাবোর্ড এবং আল খলিল কুর'আন শিক্ষা বোর্ড, সিলেট।[১২৮]

---

১২৪ মাওলানা আবু তাহের নদ্‌ভী, KIgx gv' ivmv Kx I †Kb? (ঢাকা: আল-কাউসার প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ,২০১৩ খ্রি.), পৃ.০৯

১২৫ ভারতীয় উপমহাদেশে মাদ্রাসা, বাংলাদেশ, কওমি মাদ্রাসা, Cf.https://www.bn.wikipedia.org, visited on, 25/05/2018

১২৬ সরকারি অনুদান প্রত্যাখ্যান: কাওমি মাদ্রাসা বোর্ডের দায়িত্বশীলদেরকে ধন্যবাদ, Cf.https://www.alkawsar.com, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ খ্রি., visited on, 16/05/2018

১২৭ পৃথক সংস্থার অধীনে দাওরায়ে হাদিসের পরীক্ষা ও সনদ, দৈনিক প্রথম আলো, ১৭ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি. https://www.prothomalo.com, visited on, 16/06/2018

১২৮ আল আমিন আশরাফি, †hfv‡e G‡jv KIwg gv' ivmv, কালের কণ্ঠ, ৩০ সেপ্টে. ২০১৬ খ্রি., https://www.kalerkantho.com, visited on, 16/06/2018

২০০৮ সালের হিসাব অনুযায়ী শুধুমাত্র বেফাকুল মাদারিসিল 'আরাবিয়া বাংলাদেশ নিম্নলিখিত পর্যায়ের প্রায় ৯০০০টি মাদ্‌রাসা তত্ত্বাবধান করে থাকে।[১২৯]

| কাওমি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মাদ্‌রাসাসমূহের ধরন | বিবরণ | বিদ্যালয় সংখ্যা |
|---|---|---|
| তাকমিল | মাস্টার্স ডিগ্রি | ৩০০ |
| ফাযিল | স্নাতক | ২০০ |
| সানুভিয়া আম্মাহ্‌ | মাধ্যমিক | ১০০০ |
| মুতাওয়াছসিতাহ্‌ | নিম্ন মাধ্যমিক | ২০০০ |
| ইবতিদাইয়্যাহ্‌ | প্রাথমিক | ৩০০০ |
| তাহ্‌ফিজুল কুর'আন বা হিফ্‌জুল কুর'আন | কুর'আন এর মেমোরাইজেশন বা কুর'আন মুখস্থবিদ্যা | ২০০০ |

বাংলাদেশে কতিপয় উল্লেখযোগ্য কাওমি মাদ্‌রাসা হচ্ছে, আল জামি'য়াতুল আহ্‌লিয়া দারুল 'উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। জামি'য়া দারুল মা'আরিফ আল ইসলামিয়া, আযিযাবাদ, হাজিরপুল, চাঁন্দগাও, চট্টগ্রাম। জামি'য়াতু ইব্রাহিম মাহমুদনগর, সাইনবোর্ড, ডেমরা, ঢাকা। জামি'য়া ইসলামিয়া ইব্রাহিমিয়া উজানি, কচুয়া, চাঁদপুর। কচুয়া জামি'য়া ইসলামিয়া আহ্‌মাদিয়া মাদ্‌রাসা, চাঁদপুর। জামি'য়া ইসলামিয়া দারুল 'উলুম খাদেমুল ইসলাম গওহরডাঙ্গা, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ। জামি'য়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। জামি'য়া ফকিহুল উম্মাহ, মান্ডা, মুগদা, ঢাকা। আল জামি'য়াতুশ শারই'য়্যাহ, মালিবাগ, ঢাকা। বর্তমানে সারা দেশে ১৩৯০২ টি কাওমি মাদ্‌রাসায় প্রায় ১৪ লাখ শিক্ষার্থি রয়েছে। ১৪ টি শিক্ষা বোর্ড ২০ হাজারেরও বেশি কাওমি মাদ্‌রাসা পরিচালনা করছে।[১৩০]

এ দেশে ইসলামি শিক্ষা বিস্তার এবং নীতি ও আদর্শের প্রচারের মাধ্যমে নাগরিকগণের আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে কাওমি মাদ্‌রাসাসমূহের অবদান অত্যন্ত ব্যাপক। কাওমি 'আলিমগণ হাদিস, ফিক্‌হ তাফসিরসহ বিভিন্ন শাস্ত্রের সহায়ক বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। পাশাপাশি আল কুর'আনের অপব্যাখ্যা ও বিকৃত ব্যাখ্যাকারীদের বিরুদ্ধে জ্ঞানগত আন্দোলন চালিয়ে মুসলিম উম্মাহকে এ সম্পর্কে সচেতন করছেন। দেশ ও জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি ও স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় প্রহরীর ভূমিকা পালন করেন। ভারত বর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে 'উলামায়ে দেওবন্দের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাওমি 'আলিমগণের কর্ম তৎপরতা কেবল শিক্ষা ও সংস্কৃতির মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং উপমহাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুসলিম উম্মাহর মাঝে ব্যাপক জাগরণ সৃষ্টিতে অবদান রেখেছেন। কাওমি মাদ্‌রাসা হতে শিক্ষা লাভ করে গড়ে উঠা 'আলিমগণের মাধ্যমে এদেশে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সংস্কৃতিক সুস্থ্য চিন্তাধারার বিকাশ, দ্বিনের প্রচার ও প্রসার এবং ইসলামি জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয় ।[১৩১]

---

১২৯ বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ, উইকিপিডিয়া, Cf.https://www.bn.m.wikipedia.org, visited on, 16/06/2018

১৩০ ডয়চে ভেলের প্রতিবেদন, কালের কণ্ঠ অনলাইন, ২২ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি., Cf.https://www.kalerkantho.com, visited on, 15/06/2018

১৩১ মাওলানা আজিজুল হক ইসলামাবাদী, Kv‡jg gv'ivmvi BwZnvm HwZn¨ I Ae'vb, দৈনিক ইনকিলাব, ২৮ অক্টোবর, ২০১৬ খ্রি., https://www.dailyinqilab.com, visited on, 22/05/2018; আল্লামা শাহ সালাহ্‌ উদ্দীন, Zvewj‡Mi i/cKvi gvIjvbv Bwjqvm (in.), দৈনিক ইত্তেফাক, ০৯ জানু. ২০১৬ খ্রি., https://www.ittefaq.com.bd, visited on, 16/06/2018

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামিক স্কুল

সাধারণত আমাদের দেশের শিশু-কিশোরেরা সকালে মসজিদ এবং মক্তবে গিয়ে আল কুর'আনের পাঠ গ্রহণ করে। বর্তমানে বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়মের কারণে এ সুযোগ আর নেই। এখন শিশুরা সকালে স্কুলে, বিকেলে থাকে খেলার মাঠে। তাই শিশুদেরকে আনন্দ ও বিনোদনের মাধ্যমে অর্থাৎ খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে প্রাণবন্ত উপায়ে আল কুর'আন পড়া ও 'আরবি ভাষা শিখানো অতীব প্রয়োজন। একটি শিশুর শৈশব জীবনের শিক্ষা দীক্ষা ও ধ্যান ধারণা তার সারা জীবনের উপর প্রভাব ফেলে। তাই শিশু জীবনকে যুগোপযোগী তথ্য-প্রযুক্তির জ্ঞানে সমৃদ্ধ, বিজ্ঞানমনস্ক ও ইসলামের আলোকে বিকশিত করার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলামিক স্কুলের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ সকল ইসলামিক স্কুল ধর্মীয় শিক্ষা সমন্বয়ে আধুনিক শিক্ষার প্রতিশ্রুতি নিয়ে গড়ে উঠছে।[১৩২]

বর্তমান ইসলামিক স্কুল মূলত সাবেক কিন্ডারগার্টেন স্কুল, প্রি-পারেটরি স্কুল ও চাইল্ড হোম এর ইসলামি সংস্করণ। এখানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে আধুনিক শিক্ষা ধারা ইংরেজি, বাংলা, গণিত ও ইংলিশ ভার্সনভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রমকে সমন্বয় করে ধর্মীয় শিক্ষার সমাবেশ ঘটিয়ে আধুনিক এবং ধর্মীয় শিক্ষা সমন্বয়ের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। সম্প্রতি পরিচালিত এক জরীপে দেখা যায়, সারা বিশ্বের ৯০% অনারব মুসলিম কুর'আন পড়তে জানে না। আমাদের দেশের শতকরা ৮/৯ জন মুসলিম আল কুর'আন পড়তে জানে। আবার অধিকাংশের তিলাওয়াত শুদ্ধ হয় না। এ প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠিত বর্তমানে ঢাকায় কয়েকটি বিখ্যাত বেসরকারি ইসলামিক স্কুলের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, ফয়জুর রহমান আইডিয়াল ইনস্টিটিউট, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, হলি চাইল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ, বাংলাদেশ আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ইকরা বাংলাদেশ এবং মাদ্‌রাসার মধ্যে রয়েছে নিবরাস ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত নিবরাস ইসলামিক স্কুল এন্ড মাদ্‌রাসা। এছাড়া রয়েছে তানজিমুল উম্মাহ্ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত তানজিমুল উম্মাহ্ ক্যাডেট মাদ্‌রাসা ও তানজিমুল উম্মাহ্ হিফ্‌জ মাদ্‌রাসা এবং ইসলামি ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ।[১৩৩]

বেসরকারি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষা ও আদর্শ সম্প্রসারণে ২০০৫ সালে বাংলাদেশ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেশের সুপ্রসিদ্ধ 'আলিম মাওলানা সাইয়্যেদ কামাল উদ্দিন জাফরি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমানে এখানে পাঁচটি বিভাগ রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, এ বিভাগে পনের জন শিক্ষক রয়েছেন। এছাড়া রয়েছে পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ইসলাম, ইসলাম এন্ড সাইন্স, মুসলিম ফিলোসফি, ইসলামিক ইকনোমিক সিষ্টেম, ইসলামিক দা'ওয়াহ্, ইসলামিক কালচার এন্ড সিভিলাইজেশান, ম্যান ইন দ্য কুর'আন এন্ড সুন্নাহ্ ইত্যাদি বিষয়গুলো এখানে পড়ানো হয়।[১৩৪]

১৯৮৯ সালে ঢাকার ধানমণ্ডিতে প্রতিষ্ঠা করা হয় দারুল ইহ্‌সান বিশ্ববিদ্যালয়। এটি ১৯৯৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন থেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে অনুমোদন লাভ করে। এর প্রতিষ্ঠাতা সাবেক অধ্যাপক ড. সৈয়দ আলী আশরাফ। শিক্ষাদান পদ্ধতিকে আধুনিক জ্ঞান গবেষণা ও ইসলাম প্রদত্ত মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি অনুষদ ছিল। দ্বিনি বিজ্ঞান অনুষদ, মানবিক বিজ্ঞান অনুষদ এবং বিজ্ঞান অনুষদ। দ্বিনি বিজ্ঞান অনুষদের আওতায় ছিল ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ এবং দা'ওয়াহ বিভাগ। এ

১৩২ ইসলামি ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ, Cf.https://www.ibiscdhaka.com, visited on, 22/06/2018

১৩৩ তানজিমুল উম্মাহ্ ফাউন্ডেশন, Cf.https://www.tanzimulummah.org, visited on, 22/06/2018

১৩৪ বাংলাদেশ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, Cf.www.biu.ac.bd, visited on, 16/06/2018

Dhaka University Institutional Repository

অনুষদে শিক্ষা দানের ভাষা ছিল ‘আরবি। একারণে এখানকার ছাত্রগণ ‘আরবিতে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করায় মিশরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পেয়েছিল। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিটি কোর্স পড়ানোর সময় ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইসলামি তত্ত্বের বিশ্লেষণ দেয়া হতো। মালিকানা সংকট, অনিয়ম ও সনদ বাণিজ্যের অভিযোগে বর্তমানে দেশের অন্যতম সেরা এ বিশ্ববিদ্যালয়টির ১৩৪ টি আউটার ক্যাম্পাস এবং চারটি ব্যবস্থাপনা শাখা বন্ধ রয়েছে।[১৩৫]

১৯৯৫ সালে ‘ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চিটাগাং ট্রাস্ট’ কর্তৃক আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচটি অনুষদ রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো শারি‘আহ্ ও ইসলামি শিক্ষা অনুষদ। এর অধীনে কুর’আনিক সাইন্স এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ, দা‘ওয়াহ্ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ, এরাবিক ল্যাংগুয়েজ এন্ড লিটারেচার, আর্টস এন্ড হিউম্যানিটিজ বিষয়ে পাঠ দান করা হয়।[১৩৬] এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা ১৬ হাজার এবং শিক্ষক সংখ্যা ৪০০। এটি ৬০ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত বৃহত্তম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। দীর্ঘ দিন ধরে এ বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামি শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে যে অসাধারণ অবদান রেখে চলেছে তার ফলে ছাত্র সমাজের আত্মশুদ্ধি অর্জন ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

এ ছাড়াও সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়, পিপল্স ইউনিভার্সিটি, শান্ত মারইয়াম ইউনিভার্সিটি, লিডিং বিশ্ববিদ্যালয় সিলেটসহ আরো অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ নামে পৃথক বিভাগ রয়েছে। যেখানে আল কুর’আন, হাদিসসহ ইসলামের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়।

### ৭.৩.২ ইমাম ও ‘আলিমগণের নানামুখি পদক্ষেপ

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উন্নত সমাজ বিনির্মাণে ইমাম ও ‘আলিমগণের ভূমিকা সব সময়ই প্রসংশনীয়। ইমাম ও ‘আলিমগণের নানামুখি পদক্ষেপ সমাজের ব্যক্তি ও পরিবারকে সবসময় হিদায়াতের পথ প্রদর্শন করতে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। মসজিদভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা হওয়ার কারণে ইমামগণ সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির আত্মশুদ্ধি অর্জন ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় নানামুখি সফল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষমতা রাখেন। স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকে দেশ ও জাতির প্রয়োজনে চরিত্রবান নাগরিক গঠনে ইমাম ও ‘আলিমগণ সে ভূমিকা রেখেছেন তা অন্য সকল পদক্ষেপের তুলনায় ব্যাপক। এ ক্ষেত্রে ইমাম ও ‘আলিমগণের নানামুখি পদক্ষেপ উপস্থাপন করা হলঃ

ইসলামি শিক্ষার প্রচার ও প্রসার কল্পে ইমাম ও ‘আলিমগণ সমাজে প্রতি শুক্রবার জুমু‘আর বক্তব্য ও বিভিন্ন দিবসকে কেন্দ্র করে আল কুর’আন এবং হাদিস থেকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা উপস্থাপন করেন। সে আলোচনা সবসময় গতানুগতিক হয় না। সমাজের চাহিদা ও সময়ের প্রয়োজনের সাথে সাথে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন ইস্যুও সেখানে বিবেচনায় থাকে।[১৩৭] দেশের বেশিরভাগ অঞ্চলে মাসজিদকে কেন্দ্র করে মাদ্রাসা, ইয়াতিমখানা, নূরানি মক্তব, বয়স্ক কুর’আন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠান সমাজের সামগ্রিক অবস্থা পরিবর্তন ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে অনন্য ভূমিকা রাখছে।

---

১৩৫ এইচ এম. মুশফিকুর রহমান, ‘viæj Bnmvb wekwe`¨vjq eÜ †NvlYv †f‡½ hv‡"Q GK gnvb ‘vZvi ¯c, সেপ্টম্বর ২০১৬ খ্রি., https://www.chhatrasangbad.com, visited on, 16/06/2018; আজিজুল পারভেজ, দারুল ইহসান বন্ধ, কালের কণ্ঠ, ২৭ জুলাই ২০১৬ খ্রি., https://www.kalerkantho.com, visited in, 16/06/2018

১৩৬ আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম, Cf.https://www.iiuc.ac.bd, visited on, 18/05/2018

১৩৭ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর, RgAvi LZev I mgKvjxb cm½ (ঝিনাইদহঃ বাংলাদেশঃ ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

আল কুর'আনের আলোকে আত্মশুদ্ধি অর্জন করার পথ ও পন্থা উপস্থাপনের মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে ইমাম ও 'আলিমগণ অগ্রগণ্য ভূমিকা রেখে চলেছেন। সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে ইমাম ও 'আলিমগণ আল কুর'আনের জ্ঞান চর্চা ও প্রসারের মাধ্যমে সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন বিভ্রান্তি কুসংস্কার ও অনাচার নির্মূলে কাজ করে যাচ্ছেন। যুব সমাজকে অগ্রগণ্য ও ভালো কাজে সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত করে তাদের বিভিন্ন অপকর্ম ও খারাপ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখতে অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। একই সাথে আল্লাহ্ প্রদত্ত ও তাঁর রাসূলের অনুসৃত পথে তাদের পরিচালিত করতে নানামুখি কর্মতৎপরতা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছেন। বিশেষভাবে বিভিন্ন সময় ইসলামি জলসা, ওয়াজ মাহ্ফিল, দো'আ পরিচালনা, ইফতার আয়োজন, সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সাহায্যে সকলের মনোভাব সৃষ্টি করার মাধ্যমে নাগরিকগণের মধ্যে নৈতিকতার প্রশিক্ষণ প্রদানে ইমাম ও 'আলিমগণ অনন্য অবদান রেখে চলেছেন।[১৩৮]

প্রতি ওয়াক্ত নামাজের জামা'আতের আগে ও পরে এবং প্রতিটি জুমু'আর আলোচনায় ইমামগণ নিয়মিত কোটি কোটি মানুষের নিকট আল কুর'আনের বিধান উপস্থাপন করে তাদেরকে যেভাবে নৈতিকতা অর্জন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন, সমাজ জীবনে তার ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হওয়ার ফলে এখনো মানুষের মধ্যে অনেক মৌলিক সৎ স্বভাব বিদ্যমান রয়েছে। সমাজ থেকে সুদ, ঘুষ, বেপর্দা, ব্যভিচারসহ সকল ধরনের অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদী কণ্ঠটি ইমাম ও 'আলিম সমাজ থেকেই আসে। ইমাম ও 'আলিমগণ তাদের আলোচনা, বক্তৃতা ও নানাবিদ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজ থেকে এসকল খারাপ কাজগুলো বিদূরিত করে মানুষকে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনে সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত করেন।

### ৭.৩.৩ ইসলামি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ

আল কুর'আনের আলোকে মানুষের আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে ইসলামের বিজয় সুনিশ্চিত করতে হলে ইসলামি সংস্কৃতির ব্যাপক বিকাশ অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে সারা দেশে ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিবর্গ ইসলামি সংস্কৃতি চর্চায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখছেন। অন্যদের তুলনায় অতি সামান্য আকারে হলেও তাদের প্রচেষ্টায় মহানগরসহ দেশের প্রধান প্রধান শহরে বেশ কিছু এনজিও এবং সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে উঠেছে যারা সুস্থ্য সংস্কৃতির বিকাশ চায়। তাদের মাধ্যমে কিছু জাতীয় ইস্যু পালন ছাড়াও অপসংস্কৃতির প্রতিরোধে সাহিত্য সামগ্রীসহ গান ও নাটকের বেশ কিছু অডিও, ভিডিও এবং ক্যাসেট প্রকাশিত হয়েছে, যদিও তা পুরোপুরি আধুনিক মানের হয়ে ওঠেনি। আধুনিক প্রকাশনী, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, আলমানার অডিও ভিজ্যুয়াল সেন্টার, আইসিএস প্রকাশনী, স্পন্দন অডিও ভিজ্যুয়াল সেন্টার, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, চট্টগ্রাম সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, রাজশাহী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রসহ সারাদেশে জেলাভিত্তিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রসমূহ ছাড়াও ইসলামি চেতনার অনেক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন এ অঙ্গনে কাজ করে যাচ্ছে।

ছাত্র যুবকদের মধ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে 'সমন্বিত সংস্কৃতি সংসদ' সারাদেশের সাহিত্য, নাট্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন নিয়ে গঠিত। এদের মধ্যে ঢাকার সাইমুম শিল্পী গোষ্ঠী, অনুপম, উচ্চারণ শিল্পী গোষ্ঠী, বিপরীত উচ্চারণ, চট্টগ্রামের পাঞ্জেরী, রাজশাহীর প্রত্যয় ও বিকল্প, বগুড়ার সমন্বয় সম্মিলন মাহী, খুলনার টাইফুন, বরিশালের হেরার রশ্মি এবং ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যতিক্রম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বেশ কিছু সাংস্কৃতিক সংগঠনের ভাল কার্যক্রম

১৩৮ ফিরোজ আহমদ, kxZKvjxb IqvR gvnwd‡ji Zvrch©, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ০২ ফেব্রু. ২০১৭ খ্রি., https://www.dailynayadiganta.com, visited on, 16/06/2018

*Dhaka University Institutional Repository*

রয়েছে। এ সংগঠনগুলো নিয়মিত সাহিত্য সভা, লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশনা, নাটক মঞ্চায়ন ও সঙ্গীত চর্চা প্রভৃতির ক্ষেত্রে আশার আলো ছড়াতে সমর্থ হয়েছে।[১৩৯]

আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ইসলামি আদর্শ উপস্থাপনে নিজেদের লিখনির মাধ্যমে অনন্য ভূমিকা পালন করছেন অসংখ্য লেখক, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সাংস্কৃতি সেবক। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লোখযোগ্য হলেন জনাব আলী আজম, আবিদ আজম, জাকির হোসেন এর মতো কবি ও ছড়াকারগণ। সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠক হিসেবে বাংলাদেশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে কাজ করছে ইসলামি ব্যাংকের বর্তমান ও সাবেক বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা। শাহ আবদুল হান্নান, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, আতা সরকার, মাহবুবুল হক, সাবেক বিচারপতি আবদুর রউফ, এরশাদ মজুমদার, আবদুল হাই শিকদার, রেজাউদ্দিন স্টালিন, আবুল আসাদ, বুলবুল ইসলাম, আবুল কাসেম ফজলুল হক, মোশাররফ হোসেন খান, জহিরুদ্দীন বাবর, মাসুদ মজুমদার, আরিফ নজরুল, আলতাফ হোসাইন রানা, আল হাফিজ, মাসরুর নেপচুন, এম আর মনজু, তৌহিদুল ইসলাম কনক, রফিক মুহাম্মদ, নূর-ই আওয়াল, কামাল হোসাইন, জুলফিকার শাহাদাৎ, শাহ আলম সরকার, ইকবাল কবির মোহন, মোজাম্মেল প্রধান, সুমাইয়া বরকতউল্লাহ এবং কামরুজ্জামান প্রমুখ।[১৪০]

দেশকে অপসংস্কৃতির কবল থেকে মুক্ত করে সুস্থ্য সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ধারা তৈরি করতে না পারলে অচিরেই সারা দেশে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড অপসংস্কৃতিক অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে। এটি আমাদের কারোই কাম্য নয়। আর এ সুস্থ্য সাংস্কৃতিক বিকাশে সারা দেশে গড়ে তোলা হয়েছে, (সিএনসি, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, স্বদেশ সাংস্কৃতিক পরিষদ, উৎসঙ্গ সৃজন চিন্তন, মৃত্তিকা একাডেমি, শহিদ মালেক ফাউন্ডেশন, কিশোর কণ্ঠ ফাউন্ডেশন, সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী, বিপরীত উচ্চারণ, পল্টন সাহিত্য পরিষদ, ফররুখ পরিষদ, চত্বর সাহিত্য পরিষদ, কিশোর কলম সাহিত্য পরিষদ, ফুলকুঁড়ি সাহিত্য পরিষদ, আল হেরা সাহিত্য পরিষদ, মাস্তুল সাহিত্য সংসদ, সম্মিলিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ, স্পন্দন সাহিত্য পরিষদ, কবি সংসদ বাংলাদেশ, কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ সাহিত্য সংসদ, কানামাছি সাহিত্য পরিষদ, অনুশীলন সাহিত্য পরিষদ, পারফর্মিং আর্ট সেন্টার, সংগ্রাম সাহিত্য পরিষদ, উচ্ছ্বাস সাহিত্য সংসদ, ইসলামি সাহিত্য পরিষদ, দাবানল একাডেমিসহ শতাধিক সংগঠন।[১৪১]

এ সকল সাহিত্য ও সাংস্কৃতি সংগঠনের তত্ত্বাবধানে যেসব পত্রিকা ও সাহিত্য কাগজ মানুষের কাছে প্রতিনিয়ত পৌঁছে যাচ্ছে সেগুলো হচ্ছে ডাকটিকিট, ফুলকুঁড়ি, কিশোর কথা, ছাত্রকথা, নতুন কলম, সাহিত্য সমাচার, ফররুখ একাডেমি পত্রিকা, সত্যের আলো, আল হেরা, বাংলা সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, মাসিক আল আবরার, মাসিক আদর্শ নারী, মাসিক আল কাউসার, মাসিক পৃথিবী, মাসিক দ্বিন দুনিয়া, মাসিক আল হুদা, মাসিক জিজ্ঞাসা এবং সাপ্তাহিক সোনার বাংলাসহ শতাধিক পত্রিকা ও সাহিত্য কাগজ।[১৪২]

এ সকল ইসলামি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ তাদের বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানুষের মাঝে ইসলামের মর্মবাণি পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব পালন করে চলেছে। পশ্চিমা অপসংস্কৃতি

---

১৩৯ ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ, wekvm AvawbKZv I MYgva¨g ms¯wZ, Cf.https://www.islamibarta.com, visited on, 17/05/2018

১৪০ আবুল আসাদ, evsjv‡'k ms¯wZi AZxZ I eZgvb, দৈনিক সংগ্রাম, ১৪ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি., Cf.https://www.dailysangram.com, visited on, 16/06/2018

১৪১ ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন, Bmjwg ms¯wZ, DrcwË I µgweKvk : †cwÿZ evsjv‡'k, Cf.https://www.worldpress.com, visited on, 26/06/2018

১৪২ বাংলাদেশে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ইসলামী পত্রিকা, Cf.https://www.peaceinislam.com, visited on, 23/06/2018

Dhaka University Institutional Repository

এবং ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির অশুভ আক্রমন থেকে যুব সমাজকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন শিল্প, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সৌন্দর্য সৃষ্টির মাধ্যমে মুসলিম সংস্কৃতির প্রকৃত রূপ উপস্থাপন করে চলেছে। আত্ম প্রশান্তির নামে মাদক গ্রহণে অভ্যস্ত বৈরাগ্যবাদী অপসংস্কৃতির আঘাত থেকে যুব সমাজকে রক্ষা করে ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির পথে আকৃষ্ট করছে। ইসলাম এবং মুসলিম সমাজের বিরুদ্ধে পরিচালিত চাপিয়ে দেয়া অপসংস্কৃতির মোকাবিলায় উক্ত সাহিত্য ও সংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ সকল ক্ষেত্রে যথেষ্ট না হলেও নিঃসন্দেহে মানুষের আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে অনন্য অবদান রেখে চলেছে।

## ৭.৩.৪ ইসলামি দা'ওয়াহ্ সংগঠনসমূহ

১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির পর থেকে দেশে ইসলামি দা'ওয়াত সম্প্রসারণে 'আলিমগণ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। ধারাবাহিকভাবে সে চিন্তা ও কার্যক্রম বাংলাদেশকে একটি ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রয়াসে রূপ নিতে থাকে। এ উদ্দেশ্যে দেশে বিভিন্ন ইসলামি দা'ওয়াহ সংগঠন গড়ে উঠে। কর্মসূচি ও কর্মকৌশলগত দিক থেকে ভিন্নতা থাকলেও এ ক্ষেত্রে সকলেরই উদ্দেশ্য ইসলামের অনুসরণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষকে সামগ্রিক কল্যাণ লাভে উদ্বুদ্ধ করা। এখন পর্যন্ত দেশের দা'ওয়াহ্ সংগঠনসমূহ সে লক্ষ্যে পৌঁছাতে না পারলেও ব্যক্তি এবং সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে মানুষকে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে।

বতর্মানে বাংলাদেশে যেসব প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন ইসলামের প্রচার ও প্রসার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে তাদের মধ্যে অন্যমত হচ্ছে তাবলিগ জামাত। এটি একটি অরাজনৈতিক ইসলামিক মিশন। দেশে অবস্থিত মাসজিদগুলোই হলো এ দলের দা'ওয়াতি কেন্দ্র। এ দলের সদস্যদের কোন পদ নেই। জাগতিক কোন স্বার্থের জন্য এরা এ কাজ করে না। নিজের উপার্জিত অর্থ খরচ করে, পরিবার পরিজন ছেড়ে, নিজের সময় ব্যয় করে মানুষের দ্বারে দ্বারে আল্লাহ্র বড়ত্ব এবং ইসলামের গুরুত্ব প্রচার করে। তাবলিগ জামাতের কেন্দ্রসমূহকে কয়েকভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে, বিশ্ব মারকায, দেশের কেন্দ্রীয় মারকায, জেলা মারকায, থানা মারকায এবং গ্রাম বা মহল্লা মারকায।[১৪৩]

তাবলিগ জামা'আতের পাশাপাশি বর্তমানে বাংলাদেশে কিছু ইসলামি রাজনৈতিক সংগঠনও মানুষের মাঝে ইসলামের প্রচার ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চারিত্রিক সংশোধন এবং নৈতিক উন্নতির জন্য অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। যেসব রাজনৈতিক সংগঠন মানুষের নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য ইসলাম প্রচারের কাজ করে যাচ্ছেন তাদের কয়েকটির পরিচয় ও দা'ওয়াত প্রচারের পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করা হলো:

বাংলাদেশে ইসলামি দাওয়াহ্ সংগঠনসমূহের মৌলিক আহবান হচ্ছে, কেবল আল্লাহ্ তা'আলার দাস হয়ে জীবন যাপন করা, নিজের স্বাধীন ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির বাসনাকে পরিত্যাগ করে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা। নিজেকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য মনে করা। কারণ স্বীয় জীবন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, জ্ঞান, দৈহিক শক্তি সবকিছুই আল্লাহ্র মালিকানাধীন এবং তাঁর আমানত। আল্লাহ্ তা'আলা যা পছন্দ করেন, তা ই নিজের পছন্দ এবং যা কিছু আল্লাহ্ তা'আলার অপছন্দ সে সব নিজের অপছন্দরূপে গ্রহণ করা। আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভকেই জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা। আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ম, নীতি ও 'আইনের বিপরীত যাবতীয় 'আইন ও পদ্ধতিকে প্রত্যাখ্যান করা। জীবনের সকল ব্যাপারে আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ্কে অকাট্য, প্রামাণ্য, বিশ্বস্তসূত্র ও নির্ভুল জ্ঞানের একমাত্র উৎসরূপে গণ্য করা এবং 'মুহাম্মাদ (সা.) সত্য দ্বিনসহ প্রেরিত আল্লাহ্র সর্বশেষ রাসূল' একথা মেনে নেয়া। উক্ত বিশ্বাস ও দর্শনের ভিত্তিতে মানুষকে আল

১৪৩ ড. শেখ মো. ইফসুফ, ZveijM RvgvZ I Kgc×wZ, দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ জানু. ২০১'৫ খ্রি., https://www.ittefaq.com.bd, visited on, 16/06/2018

*Dhaka University Institutional Repository*

কুর'আন ও সুন্নাহ্ প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্ম সংশোধন ও স্বভাব পরিমার্জনের মাধ্যমে উন্নত গুণাবলি সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইসলামি সংগঠনসমূহ অবিরাম কাজ করে চলেছে।

১৯৯০ সালে খেলাফত মজলিস, নেজাম-ই-ইসলাম, ফারায়েজি জামাত, ইসলামি মোর্চা, 'উলামা কমিটি, ন্যাপের (ভাসানী) ক্ষুদ্র একটি অংশ এবং ইসলামি শাসনতন্ত্র আন্দোলন বাংলাদেশ[১৪৪] এ সাতটি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামি ঐক্যজোট। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে খিলাফতের আদর্শে একটি ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলা। ইসলামি ঐক্যজোটের সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে রয়েছে জোটভুক্ত প্রতিটি দল থেকে পাঁচ জন করে সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি মজলিশ-ই-শুরা এবং একটি উপদেষ্টা পরিষদ। ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে এ দলটি একটি সংসদীয় আসন লাভ করে। ২০০১ সালের নির্বাচনে তারা দু'টি আসন লাভ করে।[১৪৫] বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি হচ্ছে বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রথম ইসলামি সংগঠন। এ সংগঠনটি ১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার অনেক আগ থেকেই এ সংগঠনটি ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মানুষকে দ্বিনের দা'ওয়াত ও প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে।

বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন ১৯৮৯ সালের ৮ ডিসেম্বর ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনিস্টিটিউশন মিলনায়তনে এক জাতীয় সম্মেলনের মাধমে তৎকালীন শায়খুল হাদিস 'আল্লামা 'আযিযুল হকের নেতৃত্বাধীন 'খেলাফত মজলিস' নামে আত্মপ্রকাশ করে। 'খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণআন্দোলন গড়ে তুলুন' এ শ্লোগানকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই খেলাফত মজলিশ জনগণের কাছে ইসলামের দা'ওয়াত অব্যাহত রেখেছে। ইসলামি দা'ওয়াত প্রচারের পাশাপাশি দেশ-বিদেশে ইসলাম বিরোধী বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগঠনটি অবদান রেখে আসছে। ভারতের ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রতিবাদে লং মার্চ, ১৯৯৪ সালে নাস্তিক ও মুরতাদ তাসলিমা নাসরিন বিরোধী আন্দোলন ছাড়াও বিভিন্ন সরকারের ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও সংগ্রামে খিলাফত মজলিশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অব্যাহত রয়েছে।[১৪৬]

এসব ইসলামি দল ছাড়াও আছে ইসলামি মোর্চা বাংলাদেশ, জমিয়তে 'উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ এবং জাকের পার্টি ইত্যাদি। এ সকল ইসলামি সংগঠন ইসলামি দা'ওয়াত প্রচার, নিয়মিত সমর্থক ও কর্মী গঠন, মানোন্নয়নের জন্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ, আল কুর'আন, হাদিস, ইসলামি সাহিত্য অধ্যয়নে উদ্বুদ্ধকরণ, ইসলামি সাহিত্য রচনা ও প্রকাশ, বিভিন্ন আলোচনা সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, মাহ্ফিল ইত্যাদি বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে মানুষকে ইসলামি শিক্ষা ও বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ দান করার মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে আত্মিক পরিশুদ্ধি লাভ এবং সামগ্রিকভাবে নৈতিকতা সম্পন্ন নেতৃত্ব সৃষ্টিতে অনন্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। দেশে সৎ মানুষ তৈরির জন্য এ সকল দ্বিনি দা'ওয়াহ্ সংগঠনসমূহের ব্যাপক অবদান অনস্বীকার্য।

ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে মুসলিমদের সচেতন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশে ইসলামি আদর্শের আলোকে গড়ে উঠা সামাজিক সংগঠনের মধ্যে আঞ্জুমান-ই-ইসলাম নামে প্রতিষ্ঠানটি অন্যতম। এ সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, অর্থনীতি বিষয়ক নানা কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলার মুসলিমগণকে সচেতন করা। ১৮৫৫ সালের ৮ মে কলকাতায় এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিমদের জন্য এটিই

১৪৪ ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ এর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ফজলুল করীম, বর্তমান নেতা সৈয়দ রেজাউল করীম, উইকিপিডিয়া, https://www.bn.m.wikipedia.org, visited on, 19/06/2018

১৪৫ বাংলা পিডিয়া (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), খ. ৯, পৃ. ১৯

১৪৬ খেলাফত মজলিশ, Cf.https://www.khelafat-majlis.org, visited on, 23/06/2018

Dhaka University Institutional Repository

ছিল প্রথম ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠন। ১৮৬৩ সালে আব্দুল লতিফ কর্তৃক মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হলে আঞ্জুমানের কার্যক্রমকে এর সাথে অনেকটা একিভূত করা হয়।[১৪৭]

আঞ্জুমান-ই-‘উলামা-বাঙ্গালা, ১৯১৩ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ‘উলামাদের এ সংগঠনটি। এর উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম প্রচার, ইসলামি শিক্ষার প্রসার, খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচারক ও অন্যান্য ধর্মানুসারীদের শত্রুতামূলক অপপ্রচারের মোকাবিলা করে পুস্তক ও পত্র লিখা, আল কুর’আন ও সুন্নাহ্র আলোকে মুসলিম সমাজের সংস্কার সাধন করা। আঞ্জুমানের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা মনিরুজ্জামান, মাওলানা আকরাম খাঁ, ড. মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ্ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এ সংগঠনটির প্রচার মুখপাত্র ছিল “আল-এসলাম” (১৯১৫-১৯২১)।[১৪৮]

মুসলিমদের ধর্মবিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের সংগে সংশ্লিষ্ট ও সঙ্গতিপূর্ণ জনহিতকর কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে সুরাটের ইব্রাহিম মুহাম্মদ ডুপ্লের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯০৫ সালে কলকাতায় আঞ্জুমান-ই-মুফিদুল ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রধান লক্ষ্য ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশের মাধ্যমে মুসলিমদের মাঝে সামাজিক সচেতনতা পুনরুজ্জীবিত করা। ১৯৫০ সালে এটি একটি স্বনির্ভর সংগঠনরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এ সংগঠনের লক্ষ্য ছিল, মুসলিম ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা। মুসলিমদেরকে দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য আর্থ-সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করা। সুবিধা বঞ্চিত পরিবারের ছেলে মেয়েদের মধ্যে ধর্মীয়, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটানো। ইয়াতিম, বিধবা, দরিদ্র, দূর্বল, অসমর্থ, দুর্দশাগ্রস্থ ও অসহায় লোকদেরকে সাধারণ নাগরিকগণের সমপর্যায়ে উন্নীত করে সমাজের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় করে তুলতে সাহায্য করা। নিরাশ্রয় মহিলা ও শিশুদের জন্য আশ্রয়, ভরণপোষণ ও প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করা এবং ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের চিকিৎসা সহায়তা করা। বতর্মানে দেশব্যাপী ২২টি শাখার মাধ্যমে আঞ্জুমান জনহিতকর সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।[১৪৯]

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নাগরিকগণের মাঝে ইসলামের আহবানকে ছড়িয়ে দিয়ে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ ইসলামি জ্ঞান অর্জন ও আল্লাহ্ তা‘আলার বিধান অনুশীলনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জন্য মানবিক ও সামাজিক সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইসলামি দা‘ওয়াহ্ ও আদর্শবাদী সংগঠনসমূহ আত্মিকভাবে পরিশুদ্ধ এবং নৈতিকভাবে উন্নত নাগরিক সৃষ্টির যে অতুলনীয় প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

### ৭.৩.৫ ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী মিডিয়াসমূহ

বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাপী যে কোন আদর্শ প্রচার, প্রসার ও বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া বিকল্পহীন এবং অপ্রতিরোধ্য উপকরণ এতে কোন সন্দেহ নেই। ইসলামি আদর্শ প্রচার এবং ইসলাম বিরোধী শক্তির অপপ্রচারে সৃষ্ট বিভ্রান্তি দূরিকরণে ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী মিডিয়ার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বর্তমানে এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি টিভি দেখেন না বা রেডিও শোনেন না কিংবা খবরের কাগজ পড়েন না। ইন্টারনেট সেবা চালু হওয়ার মাধ্যমে মিডিয়া এখন আরও অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। এখন ইন্টারনেটও একটি গুরুত্বপূর্ণ মিডিয়া। এ যুগে যে কোনো তথ্যের জন্য মানুষ ইন্টারনেটের শরণাপন্ন হচ্ছে। বহির্বিশ্বের সকল ছাত্র-ছাত্রী প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য ইন্টারনেটের দুয়ারে ছুটে আসে ।

ইসলামের বিরুদ্ধ শক্তি এ মিডিয়াগুলোকে কাজে লাগিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম অপপ্রচার চালিয়ে অব্যাহভাবে বিদ্বেষ ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে অনেকেই এখন ইসলামি মিডিয়ার

---

১৪৭ আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম, Cf.https://www.bn.m.wikipedia.org, visited on, 24/06/2018

১৪৮ প্রাগুক্ত।

১৪৯ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা ভাবছেন। অনেকে কাজও শুরু করেছেন। বাংলা ভাষায় ইসলাম প্রচার এবং ইসলামি জ্ঞান বিতরণে বেশ কিছু ওয়েবসাইটও প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখছে। আগে পৃথিবীর অনেক দেশেই ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ও বিস্তারিত কোনো তথ্য পেতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হত। কিছু মিডিয়া ব্যক্তিত্বের অবদানের ফলে বর্তমানে এ অবস্থায় যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছে।

ইন্টারনেট প্রযুক্তির মাধ্যমে এখন মানুষ বাড়িতে বসে অনায়াসে ইসলাম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে। মোবাইলে ইন্টারনেট সার্ভিস যোগ হওয়ায় প্রযুক্তি সচেতন মানুষের হাতের মুঠোয় তথ্যসম্ভার চলে এসেছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে ঘন্টা ভাড়া নিয়ে অনেকে ইসলামি প্রোগ্রাম চালু করেছেন। মাসিক, পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক অনেক ইসলামি ম্যাগাজিন থাকলেও পরিপূর্ণ ইসলামি কোনো দৈনিক নেই। ইসলামের প্রতি সহানুভূতিশীল মাত্র দু'একটি খবরের কাগজ রয়েছে। সবচেয়ে দুঃখের কথা যে মাধ্যমটি সবার ঐক্যমতে ইসলামের সেবায় কাজে লাগানো যেতে পারে, সে রেডিও নিয়ে কাঙ্খিত তৎপরতা নেই। মোবাইলে এফএম রেডিও চালু হওয়ায় এখন এ প্রাচীন মাধ্যমটি অনেক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। একে ইসলাম প্রচারে আমাদের কাজে লাগানো দরকার। দেশের প্রতিটি মোবাইলে এখন মানুষ রেডিও শোনে। এ বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে ইসলামের অমীয় বাণী পৌঁছাতে, ইসলামের আদর্শ তুলে ধরতে একটি এফএম রেডিও চালু এখন সময়ের দাবি।[১৫০] এতদসত্ত্বেও কিছু মিডিয়া সীমাহীন প্রতিকূলতা ডিঙ্গিয়ে মানুষের আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা লাভ এবং নৈতিক উৎকর্ষ অর্জনে অব্যাহতভাবে ইসলামের সর্বজনীন শিক্ষা ও আদর্শ প্রচার করে চলেছে।

বাংলাদেশে ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী টিভি চ্যানেল

বাংলাদেশে ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী টিভি চ্যানেলের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ইসলামিক টিভি। এটি বাংলাদেশের প্রথম ইসলামিক চ্যানেল। তবে এটিকে নিয়ম ভঙ্গের কারণ দেখিয়ে সম্প্রচার সাময়িক নিষিদ্ধ করার অযুহাতে দীর্ঘ দিন ধরে বন্ধ রাখা হয়েছে।[১৫১] ইসলামিক টিভি প্রচারিত ইসলামিক অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পাওয়া অনুষ্ঠানগুলো হলো নও মুসলিম, লাইট আপন লাইট, জেনে নিন, আল কুর'আনের সহজ সরল অনুবাদ, সালাত স্রষ্টার সান্নিধ্য, মুক্তির জ্ঞান এবং ইসলামের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান।

বাংলাদেশের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যানেল হচ্ছে, এটিএন ইসলামিক টিভি। এটিএন ইসলামিক টিভি (ATN Islamic TV) হচ্ছে ২৪ ঘন্টাব্যাপী সম্প্রচারিত একটি বাংলাদেশি ইন্টারনেট ভিত্তিক ইসলামিক টেলিভিশন চ্যানেল। চ্যানেলটি এটিএন মিডিয়া কর্পোরেশন বাংলাদেশ কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে এবং সম্পূর্ণভাবে একক মালিকানাধীন।[১৫২] ২০১৩ সালের ২৬ জুলাই তারিখে চ্যানেলটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়। এটি এটিএন বাংলা এবং এটিএন নিউজ এর সহোদর চ্যানেল হিসেবে পরিচালিত হয়।

এ ছাড়া দিগন্ত টেলিভিশন (Diganta Television) বাংলাদেশের অন্যতম বেসরকারি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল। এটি ২৮ আগস্ট, ২০০৮ এ বাংলাদেশ ব্রডকাস্ট এর আওতায় পূর্ণ প্রচার শুরু করে। এটিতে সংবাদ ও ইসলামি আদর্শভিত্তিক বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।[১৫৩] দিগন্ত টেলিভিশন ২০১২ সালে বিশ্বজুড়ে তাদের অনুষ্ঠানগুলো সম্প্রচারের লক্ষ্যে সরাসরি অনলাইন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রচার শুরু করে। দিগন্ত টেলিভিশন ইসলামি মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিকে অনুসরণ

---

১৫০ আলী হাসান তৈয়ব, সম্পা. ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী. Bmjwg wgwWqv: mgm¨v I m¤¢vebv, Posted on জানুয়ারি ২৪, ২০১১, https://sorolpath.wordpress.com, visited on, 16/05/2018

151 ইসলামিক টিভি, Cf.https://bn.wikipedia.org/s/2hca, visited on, 05/05/2018

১৫২ এটিএন ইসলামিক টিভি, Cf.https://www.atnislamic.tv/, visited on, 05/05/2018

১৫৩ দিগন্ত টেলিভিশন, https://bn.wikipedia.org/s/2xe6, visited on, 06/05/2018

Dhaka University Institutional Repository

করে তাদের সকল প্রকার প্রোগ্রাম তৈরি করেছিল। সরকারের বিশেষ আদেশে বর্তমানে জনপ্রিয় এ চ্যানেলটিও বন্ধ রয়েছে।

প্রিন্ট মিডিয়া

আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে বাংলাদেশে ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী প্রিন্ট মিডিয়াসমূহের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। নাগরিকগণের সচেতন করার লাক্ষ্যে ঘুষ, দুর্নীতি, সুদের ক্ষতি, যাকাত প্রদান, আয়কর প্রদান, অনুদান ইত্যাদি বিষয়ে আল কুর'আন ও হাদিসের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন প্রবন্ধ নিবন্ধ প্রকাশ করে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। মানুষকে অপরাধমূলক কাজ থেকে বিরত থাকার বিষয়ে সচেতনতামূলক সংবাদ ও কলাম প্রচার করছে। হত্যা, সন্ত্রাস ও অন্যান্য সমাজবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে নিয়মিত লেখা ছাপিয়ে মানুষের চরিত্র সংশোধনে অবদান রাখছে বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক এবং ত্রৈমাসিক পত্র পত্রিকা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পত্র পত্রিকা হচ্ছে:

দৈনিক ইনকিলাব: ১৯৮৬ সালের ৪ জুন মুসলিম উম্মার আশা আকাঙ্খার প্রতিফলণ ঘটিয়ে দৈনিক ইনকিলাব আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকাটি জাতীয় স্বাধীনতা, স্বার্বভৌমত্ব, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, ইসলামি মূল্যবোধ সংরক্ষণ এবং স্বাধীন দেশের স্বকীয় সত্ত্বা বিকাশের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে এসেছে। বর্তমানে পত্রিকাটি ইসলামি আদর্শ ও নৈতিক অবস্থান থেকে অনকটাই সরে আসার কারণে এর জনপ্রিয়তাও যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে।[১৫৪]

দৈনিক নয়াদিগন্তঃ ২০০৪ সালের ২৫ জুন বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসে যুক্ত হয় দৈনিক নয়াদিগন্ত। নয়াদিগন্ত অত্যন্ত সাহসীকতার সঙ্গে ইসলাম ও মুসলিম স্বার্থে কথা বলে। বর্তমান সময়ে ইসলাম ও ইসলামি শিক্ষাকে সন্ত্রাসি কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যে তথ্য সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে নয়াদিগন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তার মোকাবিলায় ইসলামি নীতি আদর্শ উপস্থাপন করে তরুন সমাজকে সঠিক পথ প্রদর্শনে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। নয়াদিগন্তের নিয়মিত লেখক মাহমুদুর রহমান, ফরহাদ মাজহার, আমানুল্লাহ্ কবীর, আতাউস সামাদ, সিরাজুল ইসলাম এবং মাসুদ মজুমদার প্রত্যেকেই দুর্নীতি, দূরাচার, দুঃশাসন, অন্যায়, অপরাধ, অবিচার, অত্যাচার ও অমানবিকতার বিরুদ্ধে তাদের কলমকে আপোষহীণভাবে কাজে লাগিয়ে চলেছেন।[১৫৫]

এছাড়াও রয়েছে দৈনিক আমার দেশ, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক দিনকাল, দৈনিক সংগ্রম, দৈনিক সমকাল এবং দৈনিক সংবাদ পত্রিকা এবং বিভিন্ন অনলাইন ভিত্তিক, পত্রিকা ও ইসলামি ওয়েবসাইট, যারা বিভিন্ন সময়ে ইসলামি গবেষকগণের লেখা প্রকাশ করার মাধ্যমে ইতিবাচক অবদান রাখছেন।[১৫৬]

সামগ্রিক আলোচনায় এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, মিডিয়া অনলাইন হোক বা স্যাটেলাইট চ্যানেল হোক অথবা প্রিন্ট মিডিয়া হোক, আদর্শ প্রচার এবং প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অতুলনীয়। ইসলামের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী অপপ্রচারের মোকাবিলা এবং প্রান্তিক জনগণের নিকট ইসলামের আদর্শ সঠিকভাবে পৌঁছে দেয়ার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী না হলেও ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী মিডিয়াসমূহ নিজেদের সীমিত সামর্থের মাধ্যমে সামগ্রিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশের মানুষের আল কুর'আনের আলোকে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের লক্ষ্যে ইসলামি শিক্ষা, সংস্কৃতি, আচার ব্যবহার, রীতি-নীতি এবং মূল্যবোধ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এ সকল মিডিয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা অনস্বীকার্য।

---

১৫৪ আশরাফ আলী নিজামপুরী, wgWqv mš‹vm (চট্টগ্রাম: আল মাকতাবাতুত তাওফিক্বিয়্যাহ্, ৪র্থ মুদ্রণ, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৪১৯
১৫৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩১
১৫৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৬

Dhaka University Institutional Repository

## ৭.৪ আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় করণীয়

আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় প্রত্যেক নাগরিককে ব্যক্তিগতভাবে এগিয়ে এসে চেষ্টা সাধনা করতে হবে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে এ বিষয়ে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে সকল ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে। রাষ্ট্রকে বাস্তবতার আলোকে স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়দী পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নে উদ্যোগী হতে হবে। আল কুর'আনের আলোকে আত্মশুদ্ধি অর্জন ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সমাজ ও রাষ্ট্রে নিম্নের কতিপয় সংস্কার প্রস্তাবনা গ্রহণ করা যেতে পারে।

### ৭.৪.১ আল কুর'আনের আলোকে শিক্ষা সংস্কার

সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে হলে সর্বপ্রথম শিক্ষা ব্যবস্থাকে আল কুর'আন ও সুন্নাহ্ অনুযায়ী ঢেলে সাজাতে হবে। বর্তমানে সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যক্তি ও সমাজকে আলোকিত করতে এবং মানব উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। শিক্ষা অর্জন করে মুসলিমগণ নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সমাজ থেকে ক্রমেই ইসলামি মূলবোধ বিতাড়িত হচ্ছে। সমাজ অধঃপতনে নিমজ্জিত হচ্ছে। মূলত ইসলামি শিক্ষার অভাবই ইসলামি মূল্যবোধ ও নৈতিকতার সামাজিক রূপায়ণের অন্যতম প্রধান সমস্যা। এ সমস্যা সাধানের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষার সকল পর্যায়ে ইসলামি নীতি আদর্শের বাস্তবায়ন। বাংলাদেশের বর্তমান চরম নৈতিক অধঃপতনের প্রেক্ষাপটে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ইসলামি মূল্যবোধের আলোকে প্রণয়ন করা সবচেয়ে বেশি জরুরি ।

শিক্ষা ব্যবস্থা এমনভাবে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে, যা ইসলামের মূল আহবান এবং চিন্তা দর্শনের সাথে সঙ্গতিশীল হবে। মুসলিম সমাজে ইসলামি ভাবধারার আলোকে শিক্ষাকে এমনভাবে পরিচালনা করতে হবে, যাতে প্রশাসন ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে ইসলামি আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। শিক্ষার এ স্বয়ংসম্পূর্ণতার মাধ্যমেই নাগরিকগণ আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জন করে বিশ্বে নেতৃত্বের যায়গা করে নিতে পারবে এবং বিশ্ববাসীর কাছে নিজেদের বার্তা পৌঁছে দিয়ে ধ্বংসোন্মুখ পৃথিবীবাসীকে মুক্তির পথ দেখাতে সক্ষম হবে।

শিক্ষা সংস্কারের পদক্ষেপ হিসেবে প্রথমেই শিক্ষাকে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে যাতে মানুষের আধ্যাত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, চিন্তামূলক, ইন্দ্রিয় ও ভাষাজনিত ক্ষমতাসমূহের সুষম ভারসাম্যের উল্লেখ থাকে। শিক্ষার দু'টি বিভাগ থাকবে একটি হবে আল্লাহ্‌র কিতাবভিত্তিক শ্বাশত জ্ঞান আর অপরটি হবে মানুষের গবেষণালব্ধ অর্জিত জ্ঞান।[১৫৭] উক্ত বিভক্তির ভিত্তিতে ঐতিহ্যগত এবং আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠক্রম এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে এ উভয়বিধ শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে ইসলামি পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হতে পারে। উক্ত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য সর্বক্ষেত্রে এমনভাবে গবেষণা ও পরিচালনার সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচনা করতে হবে যেন ইসলাম বিমুখ ভাবধারার পরিবর্তে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে।

মানব ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তার দেহের চেতনা, অনুভূতি, বুদ্ধিবৃত্তিক, আধ্যাত্মিকতা ও বিচারজ্ঞান সম্পন্ন আত্ম সচেতনতার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এটি হওয়া সম্ভব। মানুষের আধ্যাত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, কাল্পনিক, দৈহিক, বৈজ্ঞানিক, ভাষাগত দিক, ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিক দিক সবকিছুর উন্নয়ন করাই শিক্ষার মূল কাজ।[১৫৮] এসব দিকের কল্যাণ ও পরিপূর্ণতা অর্জনে উজ্জীবিত করাও শিক্ষার অংশ হিসেবে গণ্য করতে হবে। মুসলিম শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে

---

১৫৭ ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ عَلَّمَ ٱلْإِنسَٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ 'পড়ুন আপনার প্রতিপালক বড়ই দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে তিনি এমন জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন যা তারা জানতো না।' দ্র. আল কুর'আন, ৯৬: ০৩-০৫

১৫৮ আবদুস শহীদ নাসিম, wkÿv mwnZ¨ I ms¯‹…wZ (ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৭৩

ব্যক্তি গঠন, সামাজিক শৃঙ্খলা, জাতীয় উন্নয়ন ও সর্বোপরি ব্যক্তিগত পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের চেতনা সৃষ্টি করা। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে:

- শিক্ষা ক্ষেত্রে মাতৃভাষার পাশাপাশি 'আরবি ভাষা' শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। আল কুর'আন ও হাদিসে উপস্থাপিত ঐশী বিধানের ভিত্তিতে শাশ্বতজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করার পন্থা হিসাবে 'আরবি ভাষা শিক্ষার উপর জোর দিতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের চিন্তাধারায় ইসলামি চেতনাবোধ জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্য শিল্পজনিত কর্মকাণ্ডের বিপরীতে ইসলামি সংস্কৃতি ও রুচি ফুটিয়ে তোলার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় নৈতিক চরিত্র ও ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির বিচার বিবেচনা প্রাধান্য দিতে হবে।
- শিক্ষকদের এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে যেন তারা ইসলামের প্রকৃত 'আকিদায় অনুপ্রাণিত হয় এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে ইসলামি মূল্যবোধ ও নীতির প্রতিনিধি হয়ে ছাত্রদের নিকট ইসলামের সম্ভাব্য উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন।
- শিক্ষক নির্বাচন ও নিয়োগে লেখাপড়ার যোগ্যতাই শুধু ভিত্তি হওয়া উচিত নয় বরং তাদের ঈমান এবং আচরণের প্রতিও নিবীড় পর্যক্ষেণ থাকতে হবে।
- নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে সহশিক্ষা পদ্ধতি বর্জন করে নারীর প্রকৃতির সাথে মিল রেখে শিক্ষা পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে। নারী-পুরুষের সহশিক্ষা বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- সুচিন্তিত বৈজ্ঞানিক নীতিমালার ভিত্তিতে নারী শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করা জরুরি। এ ব্যবস্থার প্রতিটি স্তর হবে স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। এতে নারী চরিত্র ও স্বভাব উপযোগী কোর্স থাকবে। যেন সমাজে মহিলা সেবা কর্মের চাহিদা পূরণ করে পারিবারিক বন্ধন ও নৈতিকতা জোরদার সাপেক্ষে স্বাভাবিক ও আনুষ্ঠানিক বিশিষ্টতার প্রতি দৃষ্টি রেখে নারীসমাজে বৃহদাকারে শিক্ষা সম্প্রসারিত হয়। কারণ ইসলামে জ্ঞান অর্জনের দায়িত্ব নারী-পুরুষ উভয়ের উপরই সমভাবে ন্যস্ত করা হয়েছে।[১৫৯]
- যুব সমাজের মধ্যে ইসলামি চেতনা ও নৈতিক চরিত্র সৃষ্টির প্রয়াসে প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাসজিদ নির্মাণ এবং ইসলামি ভাবধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি রচনার উদ্দেশ্যে সৃজনশীল ছাত্র ও যুব সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইসলামি গবেষণা কেন্দ্র হতে পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশনার মাধ্যমে ইসলামি চিন্তার ঐক্য ও প্রসার ঘটানোর ব্যবস্থা বৃদ্ধি করতে হবে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক ব্যাপকভাবে ইসলামি শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞান বিষয়ক সংস্থা গঠন করতে হবে।
- ইসলামি ও 'আরবি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একটি 'ইসলামি ও 'আরবি শিক্ষা ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠাকরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা যেতে পারে।
- মুসলিম নেতৃত্বকে শারি'আহ্ কার্যকর এবং জনগণের জীবন প্রণালী ইসলামি নীতি ও মূল্যবোধের আলোকে গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

---

১৫৯ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِّ وَٱلْأَنْعَٰمِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَٰنُهُۥ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ 'আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞান সম্পন্ন লোকেরাই তাঁকে ভয় করে চলে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মহাশক্তিশালী ও ক্ষমাশীল।' দ্র. আল কুর'আন, ৩৫: ২৮

Dhaka University Institutional Repository

- আল কুর'আন অধ্যয়নই হচ্ছে মুসলিমগণের ঈমান, নৈতিকতা, চিন্তা, মূল্যবোধ ও ধারণা গঠনের মৌলিক উপায়। অতএব প্রাথমিক স্তর থেকে উপরের দিকে আল কুর'আন তিলাওয়াত ও মুখস্তকরণ বাধ্যতামূলক করতে হবে।[১৬০]
- মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা শেষে যে কোনো ছাত্র আল কুর'আনের কমপক্ষে কিছু অংশ মুখস্ত করানো এবং এগুলোর সাধারণ অর্থও বুঝার ব্যবস্থা করতে হবে। ক্রমবর্ধমান পাঠ পরিকল্পনায় গোটা দেশের বালক ও বালিকাদের জন্য একই রকমের আরো কুর'আন শিক্ষা স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একই সময়ে সর্বস্তরে হাদিস পাঠও আয়ত্তকরণের উপর জোর দিতে হবে।[১৬১]
- ধর্মীয় পাঠক্রম ও ধর্মীয় পুস্তকাদি আল কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে হবে এবং তা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন সৃষ্টি জগতে আল্লাহ্‌র নিদর্শন এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) এর অলৌকিকতা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। ইসলামের শত্রুদের অপবাদসমূহ প্রত্যাখ্যাত হয় এবং তরুণদের হৃদয় আল্লাহ্‌র ভয় ও রাসূলের অনুসরণে আগ্রহী হয়।
- সমসাময়িক বাস্তব ও অভিজ্ঞ জীবনের সাথে ফিক্‌হ শাস্ত্রকে সম্পর্কযুক্ত জীবন চলার পথে সৃষ্ট সমস্যা ও এর ইসলামি সমাধানের পন্থা, প্রয়োগ পদ্ধতি এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা একান্ত অপরিহার্য।
- 'আইন কোর্স বা এর পঠিতব্য বিষয়ের মূল পাঠ্যক্রম প্রণীত হবে শারি'আহ্‌ ও এর সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ নিয়ে। ধর্মনিরপেক্ষ 'আইন ও শারি'আহ্‌ এর তুলনামূলক পাঠ্য সিলেবাসে বাধ্যতামূল করতে হবে। বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ দক্ষতার প্রয়োগে জনগণের সেবা এবং মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রয়োজন পূরণের জন্য শারি'আর অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যসমূহের ব্যাখ্যা প্রদান করবেন এবং বর্তমান ভোগবাদী সমাজের প্রতিষ্ঠিত 'আইন প্রয়োগের দোষক্রুটিসমূহ বিশ্লেষণ করে এর অসারতা উপস্থাপন করবেন।
- ইসলামি সংস্কৃতির বিকাশে শিক্ষার সর্বস্তরে বাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় ও সামরিক একাডেমি এবং প্রত্যেক কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমনভাবে এ শিক্ষা প্রদান করতে হবে যাতে ছাত্রদের বৈজ্ঞানিক, আদর্শিক এবং ধর্মীয় সমস্যাবলীর সমাধান দেয়া যায়। তাদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার পর্যাপ্ত ও গ্রহণযোগ্য উত্তর দেয়া যায়। ইসলামি সংস্কৃতির পাঠ ইসলামের মহত্ত্ব প্রদর্শন করবে। এর সামগ্রিকতা, অনুপম মূল্যবোধ, নীতিমালা এবং সর্বকালের, সর্বস্থানের মানবগোষ্ঠীর উপর এর পদ্ধতি ও প্রভাব স্পষ্ট করবে।
- শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে মানবিক, রাজনৈতিক, সামরিক ও সংস্কৃতিকসহ সকল ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক সাফল্য ও মর্যাদায় ইসলামি সংস্কৃতি এবং ইতিহাস কোর্স চালু করা।
- অতীত ও বর্তমানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সর্বক্ষেত্রেই মানব রচিত শাসন পদ্ধতিতে নিপীড়ণের বিপরীতে ইসলামের কল্যাণকর প্রভাব ফুটিয়ে তুলতে হবে।[১৬২]
- মানবসৃষ্ট ভোগবাদী দর্শনের নীতি বিচ্যুতির বিপরীতে ইসলামি বিধানে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব উপস্থাপন করতে হবে।

---

১৬০ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَٰبِ مِن شَيْءٍۚ 'এ কিতাবে কোন কিছুই আমি বাদ দেই নি।' দ্র. আল কুর'আন, ০৬: ৩৮; إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَٰلَمِينَ 'এটি তো বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ।' দ্র. আল কুর'আন, ৮১: ২৭

১৬১ আফজাল হোসাইন, অনু. অধ্যাপক মোশাররাফ হোসাইন, ïkÿv I cïkÿY (ঢাকা: ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ২৭২

১৬২ لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاۚ فَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ 'যদি আকাশ ও পৃথিবীতে এক আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কোন প্রতিপালক থাকত তাহলে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো, কাজেই এরা যে সব বিষয় বানায় তা থেকে 'আরশের মালিক আল্লাহ্‌ অতি পবিত্র।' দ্র. আল কুর'আন, ২১: ২২

Dhaka University Institutional Repository

- সামাজিক, প্রাকৃতিক এবং বিজ্ঞান যেগুলোর জ্ঞান ক্রমাগত বৃদ্ধি ও পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে এ ক্ষেত্রে মূল্যবোধের উৎস হিসেবে ইসলামের পরিসীমায় থেকে নানা সংস্কৃতি ও বৈচিত্র সৃষ্টির পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
- জ্ঞান আহরণ করা হবে উভয় উৎস থেকে তবে প্রথমত বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে ইসলামি উৎসের উপর। যা শিক্ষার বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে এবং শিক্ষার নিম্নতম পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে অধ্যয়নরত সমস্ত মুসলিমের উপর বাধ্যতামূলক থাকবে।
- মূল পাঠক্রমের প্রধান বিভাগ হিসেবে থাকবে বাধ্যতামূলক 'আরবি শিক্ষা। কারণ এ দু'টো বিষয়ই ইসলামি সভ্যতা টিকিয়ে রাখতে ও মুসলিম উম্মাহর স্বকীয়তা সংরক্ষণ করার জন্য জরুরি।
- শিক্ষাক্রমে বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব অর্জনে মুসলিমগণের ভূমিকা উপস্থাপনের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদানসহ জ্ঞান বিজ্ঞানের ইতিহাস পাঠ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।[১৬৩]
- ইসলামের সোনালী দিনে বিজ্ঞানের উন্নতির কারণসমূহ ও পরবর্তীতে এর পতনের কারণ বিশদভাবে অনুসন্ধান করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- প্রাকৃতিক এবং ফলিত বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে ইসলামি প্রেরণায় পুনর্গঠিত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি তীব্রতর হয় ও তাদের ঈমানের সাথে এর সংযোগ স্থাপিত হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর অলৌকিক সৃষ্টি কৌশল অনুধাবনে সক্ষম হয়।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সীমিত পরিধির বাইরে সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রচনা করতে হবে এবং আদর্শ ও মূল্যবোধের জন্য ক্ষতিকারক বিজাতীয় অপবিত্রতা থেকে সামাজিক পরিবেশ পরিশোধিত করতে হবে যেন শিক্ষা ও সমাজ উভয়ের লক্ষ্য ও আচরণ অনুশীলনে কোনো বিরোধ না থাকে।[১৬৪]
- পাশ্চাত্য সমাজ বিজ্ঞানের স্থানে ইসলামের আলোকে নবোদ্ভাবিত সমাজ বিজ্ঞানের পাঠ পরিকল্পনা থাকতে হবে। যে সবের ধ্যান ধারণা ইসলামের বিপরীত সেগুলোর আমূল পরিবর্তন করে আল কুর'আন ও সুন্নাহ্র ভিত্তিতে এর নীতিমালাও দৃষ্টিভঙ্গি প্রণয়ন করতে হবে।
- যে কোন সাহিত্যের মূল্যায়ন ও বিচার বিশ্লেষণের জন্য ইসলামের নীতিমালা ও মানের ভিত্তিতে অনুমোদন দানের জন্য একটি সায়ত্বশাসিত সংস্থা গড়ে তুলতে হবে।
- মুসলিম পণ্ডিতগণকে আর্থিক সাহায্য ও সুবিধা প্রদান করে এবং তাদের মধ্যে যারা বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী তাদেরকে উচ্চতর গবেষণার জন্য নির্বাচিত করতে।
- বিশেষ গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউট ও সোসাইটি দ্বারা ব্যক্তি পর্যায় এবং দলভিত্তিক গবেষণা পরিচালনায় ব্যবস্থাসহ সমাজ বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের ঐতিহ্য বিষয়ক গ্রন্থরাজি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজও বাস্তবায়ন করতে হবে।

সর্বোপরি আল কুর'আন ও সুন্নাহ্কে জ্ঞনের উৎস হিসেবে নির্ধারণ করে জাগতিক উন্নতির জন্য জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখাকে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত করে একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। মানুষ যেন প্রকৃত শিক্ষা লাভ করে তার সৃষ্টিকর্তার পরিচয় লাভে নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন হতে পারে।[১৬৫] ইসলামের আলোকে সামজিক, মানবীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণ সক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষাক্রম সাজাতে হবে।

---

১৬৩ অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আলমগীর, BwZnv‡mi Av‡jv‡K Avgv‡'i wkÿvi HwZn¨ I cKwZ (ঢাকাঃ বুক পয়েন্ট, ২য় সংস্করণ, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৪৩

১৬৪ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ 'তোমরা পুণ্যময় ও আল্লাহ্ভীতিমূলক কাজে পরস্পরের সহযোগিতা কর এবং সীমালংঘন ও আল্লাহ্দ্রোহিতামূলক কাজে সহযোগিতা করো না। আর তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর।' দ্র. আল কুর'আন, ০৫: ০২

১৬৫ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, wkÿv mwnZ¨ I ms¯‹wZ (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ৫ম প্রকাশ, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ৯৬-৯৮

Dhaka University Institutional Repository

যেন প্রতিটি শিক্ষার্থী সহজেই পাঠ্যক্রম অতিক্রম করে পরবর্তী ধাপে উন্নীত হতে পারে। শিক্ষার্থীর আচরণ, স্বভাব চরিত্র, জ্ঞান অর্জন, প্রয়োগ কৌশল, প্রায়োগিক দক্ষতা, বিশ্বাসের গভীরতা এবং মননশীলতার উন্নয়নের উপর ভিত্তি করে পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা উক্ত মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সংস্কার করা হলে মুসলিম জনগণের প্রকৃত চিন্তা চেতনায় আল কুর'আনের আলোর প্রতিফলন ঘটবে এবং দেশে উচ্চ দক্ষতা ও উন্নত নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন চরিত্রবান নাগরিক গড়ে উঠবে।

৭.৪.২ আল কুর'আনের আলোকে সামাজিক সংস্কার

ইসলামি মূল্যবোধের ভিত্তিতে সামাজিক রূপায়ণের সর্বাধিক গুররুত্বপূর্ণ উপায় হচ্ছে বর্তমান সমাজকে পরিমার্জন করে নতুন সমাজ কাঠামো সৃষ্টি করা। ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা বলতে এমন সমাজকে বুঝায়, যে সমাজ আল্লাহ্‌র একত্ববাদের সুমহান শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ। যেখানে মানুষের মৌলিক বিশ্বাস, সকল 'ইবাদত, রাষ্ট্রীয় 'আইন-কানুন, রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা, পারস্পরিক সম্পর্ক, ব্যবহারিক জীবন, এককথায় জীবনের প্রতিটি দিকের উপরই ইসলামি নীতি আদর্শ বাস্তবসম্মতভাবে ক্রিয়াশীল থাকবে। ইসলামি সমাজ গঠনই পারে সমাজে নৈতিক ও মানবিক মূলবোধকে প্রতিষ্ঠিত করতে। সমাজের সকল স্তর থেকে দুর্নীতি দূর এবং নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে হলে সমাজে ইসলামি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। ইসলামি মূল্যবোধের আলোকে যদি সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠে তাহলে ক্রমশঃ দেশের নাগরিকগণ নীতিবান ও চরিত্রবান হয়ে গড়ে উঠবে এবং সমাজে কোনো দুর্নীতি, দুরাচার, অন্যায় বা অপরাধ থাকবে না।

বিদ্যমান আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় এমন কিছু দুর্বলতা রয়েছে, যেগুলো কোনো 'আইন করেই বন্ধ করা সম্ভব নয়। এ সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের নীতিবান হয়ে গড়ে উঠার কোনো উপাদান নেই। যতই দিন যায় মানুষ ততই হিংস্র ও দুর্নীতিপরায়ণ লোভী ও স্বার্থপর হয়ে উঠে। ফলে এ সমস্ত কারণে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধে দুর্নীতি প্রবেশ করে সমাজ জীবনকে কলুষিত করে তোলে। সুতরাং সমাজ জীবনের এ সকল কলুষতা দূর করতে হলে এবং দুর্নীতি নির্মূল করে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করতে হলে ইসলামি মূল্যবোধের আলোকে সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। আল কুর'আন সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায়-নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার গুরুত্বারোপ করেছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা:) এর রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল মসজিদভিত্তিক এবং সামাজিক বন্ধন নির্ভর। যার দরুন সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ও সমাজে অপকর্ম রোধ করা ছিল একটি সহজ ব্যাপার। সামাজিক বন্ধন দৃঢ় ও মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সমাজে ধনী দরিদ্র, সাদাকালো উঁচু নিচুর পার্থক্যটা ছিল খুবই কম এবং একে অপরের সহযোগিতার কারণে যে কোনো সমস্যার আশু সমাধান ছিল হাতের কাছে। আজ আমাদের সমাজও মসজিদভিত্তিক কিন্তু সমাজের মসজিদের দায়িত্বশীলদের মধ্যে আল্লাহ্‌ভীরুতা, ইসলামি জ্ঞান ও নৈতিক মূল্যবোধের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এমন কি সমাজের সবচেয়ে দুর্নীতিবাজ, সুদ ও ঘুষখোর ব্যক্তিরাই সমাজপতি হিসেবে মাসজিদকে পরিচালনা করছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে সমাজ ও মসজিদ পরিচালনার দায়িত্ব তুলে দিতে হবে ঈমানদার, পরকালমুখী, সালাত ও যাকাত আদায়কারী এবং নির্ভীকি দ্বিনের সেবকদের হাতে। তারা আল কুর'আনের 'আইন নিজে পালন করবে অন্যকে পালন করতে উৎসাহিত করবে এবং সমাজকে একই পন্থায় পরিচালনা করবে ।

ইসলামের আলোকে সমাজ সংস্কারের তিনটি মৌলিক বিষয়

ইসলাম মানুষের আত্মিক পরিচ্ছন্নতা অর্জন ও নৈতকি মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য উন্নত সামাজিক ভিত্তি বিনির্মাণে তিনটি বিষয় বাস্তাবায়ন এবং তিনটি বিষয় থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ প্রদান করে। এ গুলোর উপর গোটা মানব সমাজে পরিশুদ্ধি ও সার্থকতা নির্ভরশীল।

Dhaka University Institutional Repository

ক. সমাজ সংস্কারে ইসলামের প্রথম নির্দেশ হলো সমাজের সকল স্তরে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য সম্ভাব্য সকল ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা। মানুষের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে ভারসাম্য ও সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রত্যেককে যথাযথভাবে তার অধিকার প্রদান করা। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নৈতিক, সম্পর্কগত, অর্থনৈতিক, 'আইনগত, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার যথাযথভাবে প্রদান করা।

খ. সমাজ সংস্কারের জন্য ইসলামের দ্বিতীয় নির্দেশ হলো 'ইহ্‌সান' প্রতিষ্ঠা করা। ইহ্‌সান মানে সুন্দর ব্যবহার, হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ, চমৎকার আচরণ, পারস্পরিক ঔদার্য, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, অপরকে তার অধিকারের চেয়ে বেশী দেয়া এবং নিজের অধিকারের চেয়ে কম পেয়েও সন্তুষ্ট থাকা।[১৬৬] ইহ্‌সান 'আদল বা ন্যায় বিচারের চেয়ে বেশী কিছু বুঝায়। সামাজিক জীবনে ইহ্‌সানের গুরুত্ব 'আদলের চেয়েও বেশী। আদল হচ্ছে সামাজিক জীবনের ভিত আর ইহ্‌সান হলো সমাজের কারুকাজ। 'আদল সমাজকে অসন্তোষ ও তিক্ততা থেকে রক্ষা করে আর ইহ্‌সান তাতে সন্তোষ ও মাধুর্য এনে দেয়।

গ. সমাজ সংস্কারের জন্য ইসলামের তৃতীয় নির্দেশটি হলো 'সেলায়ে রেহ্‌মি'। এ হচ্ছে আত্মীয় স্বজনদের প্রতি ইহ্‌সান করার একটি উন্নততর পন্থা। প্রত্যেক সামর্থবান ব্যক্তি তার ধনসম্পদে নিজের ও নিজের সন্তান সন্ততির অধিকার প্রদানের সাথে সাথে স্বীয় আত্মীয় স্বজনের অধিকারও স্বীকার করে নিবে। আল্লাহ্‌র বিধান প্রত্যেক পরিবারের সচ্ছল ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে দায়িত্বশীল বানিয়েছে যে, সে তার আত্মীয় স্বজনকে অন্নহীন বা বস্ত্রহহীন থাকতে দিবেনা।[১৬৭] ইসলামের দৃষ্টিতে মানব সমাজে এর চেয়ে নিকৃষ্ট কোনো অবস্থা হতে পারেনা যে, সেখানে পরিবারের এক ব্যক্তি সম্পদের প্রাচুর্যে আরাম আয়েশে কাটাবে, আর সে পরিবারেরই অপর কোনো সদস্য ভাত কাপড়ের অভাবে দুর্ভোগ পোহাবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ সংগঠনের অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে পরিবার। এক্ষেত্রে ইসলামের নীতি হচ্ছে, পরিবারের স্বচ্ছল লোকদের উপর দরিদ্রদের প্রথম অধিকার রয়েছে। এরপর তার অধিকার বর্তায় আত্মীয় এবং অন্যদের উপর। এ কথাটিই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর বিভিন্ন বাণিতে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন। কোনো ব্যক্তির উপর সর্বপ্রথম অধিকার বর্তায় তার মাতাপিতা, স্ত্রী, সন্তান সন্ততি এবং ভাই বোনের। অতপর সেসব লোকদের অধিকার বর্তায় যারা পরবর্তী পর্যায়ের নিকটজন। এভাবে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য নিকটতর লোকের অধিকার বর্তায়।[১৬৮]

সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে উপরে আলোচিত তিনটি কল্যাণকর কাজের বিপরীতে আল্লাহ্ তা'আলা তিনটি মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ মন্দ কাজগুলো ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে এবং সামাজিকভাবে গোটা সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

ক. সামাজিক সংস্কারের পদক্ষেপ হিসেবে প্রথমেই নিষেধ করা হয়েছে 'ফাহ্‌শা' তথা যাবতীয় অনর্থক, অশ্লীল ও লজ্জাকর কাজকে। এমন প্রতিটি মন্দ কাজই ফাহশা, যা প্রকৃতিগতভাবেই মন্দ, লজ্জাকর এবং কুশ্রী। যেমন, কৃপণতা, ব্যভিচার, নগ্নতা ও উলংগপনা, সমকামিতা,

---

১৬৬ ইহ্‌সান অর্থ ভালভাবে সম্পন্ন করা, অনুগ্রহ, দান, বদান্যতা, কল্যাণ, পরোপকার ও সুসম্পাদন ইত্যাদি। দ্র. অধ্যাপক আ.ত.ম. মুছলেহ ইদ্দীন ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, Aviex-evsjv Awfavb (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ২০০৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৬৬

১৬৭ فَـَٔاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ 'অতএব আত্মীয়দের, মিসকিনদের আর পথিকদেরকে তাদের অধিকার দিয়ে দাও। এটি সে সব লোকের জন্য কল্যাণকর যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছা করে। আর তারাই হবে সফলতা অর্জনকারী।' দ্র. আল কুর'আন, ৩০: ৩৮

১৬৮ অধ্যাপক মাওলানা আবদুল মান্নান ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, ^'bw›'b Rxe‡b Bmjvg (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৮ম সংস্করণ, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৪৪০-৪৪২; فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ 'আল্লাহ্‌র কিতাবে আত্মীয়রাই পরস্পরের অধিকতর হকদার।' দ্র. আল কুর'আন, ৩৩: ০৬

Dhaka University Institutional Repository

নিষিদ্ধ নারীদের বিয়ে করা, চুরি ডাকাতি, মদ্যপান, ভিক্ষাবৃত্তি, গালাগাল এবং অশ্লীল কথাবার্তা বলা ইত্যাদি।[১৬৯] একইভাবে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে মন্দ কাজে লিপ্ত হওয়া এবং মন্দ কাজ ছড়িয়ে দেয়াও ফাহ্শার অন্তর্ভুক্ত। যেমন, মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা করা, অপবাদ দেয়া, গোপন অপরাধসমূহের প্রচার করা এবং অসৎ কর্মে উদ্বুদ্ধ করা। তাছাড়া  গল্প, নাটক ও ফিল্মে নারীদের সাজগোজ প্রদর্শন করে প্রকাশ্যে চলাফেরা, নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা, মঞ্চে উঠে নারীদের নাচগান করা এবং বিভিন্ন শারীরিক ভঙ্গীমা প্রদর্শন করা ইত্যাদি অশ্লীল কাজের অন্তর্ভুক্ত।

খ. আল কুর'আনের আলোকে সমাজ সংস্কারের অংশ হিসেবে দ্বিতীয়ত যে বিষয়টি থেকে নিষেধ করা হয়েছে, তা হলো মুনকার বা যে কোন ধরনের মন্দ কাজ।[১৭০] এমন প্রতিটি মন্দ কাজই মুনকার, যাকে মানুষ স্বভাবগতভাবে মন্দ বলে জানে, সব সময় যাকে মন্দ বলে আসছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত বিধি-বিধানে যেসব কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

গ. আল কুর'আনের আলোকে সমাজ সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানুষের আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য তৃতীয় নিষিদ্ধ কাজ হচ্ছে 'বাগি' বা নিজের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া এবং অন্যদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা। চাই সে অধিকার স্রষ্টার হোক কিংবা সৃষ্টির।[১৭১] অর্থাৎ সমাজের প্রতিটি নাগরিক নিজ সীমার ভিতর সকল কাজ করবে, কোন অবস্থাতেই সীমা লংঘন করে অপরের কষ্টের কারণ হতে পারবে না।[১৭২]

এসব হচ্ছে এমন মৌলিক গুণবৈশিষ্ট্য যার উপর ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠিত। এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্র নির্দেশ মেনে চলা ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্র সকলেরই দায়িত্ব। এ নির্দেশসমূহ পালন এবং নিষেধ থেকে বিরত থাকা ও রাখার জন্য সমাজ এবং তার নাগরিকগণের উপর নৈতিক ও 'আইনগত সকল শক্তি প্রয়োগ করতে হবে।[১৭৩] সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে, সমাজে জবাবদিহিমূলক এবং জবাদিহি আদায়ে সক্ষম সংস্থা ও সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। প্রতিটি মানুষকে ব্যক্তিগত জবাবদিহির আওতায় নিয়ে আসতে হবে এবং একই সাথে মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতাও থাকতে হবে। সামাজিক সংস্থা ও তার কর্তৃত্বের সীমা আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারিক সীমা লংঘণ করতে পারবেনা। ব্যক্তি স্বাধীনতার সীমা সমাজের অন্য মানুষের অশান্তির কারণ হতে পারবেনা।

সমাজকে এমনভাবে সাজাতে হবে যেন প্রত্যেক ব্যক্তি বৈধ পন্থায় যে কোন উপায় উপকরণ কাজে লাগিয়ে উপার্জন করতে পারে এবং নিজের প্রয়োজনে খরচও করতে পারে এক্ষেত্রে অবশ্যই সামাজিক শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এমন কোন কাজ করা যাবে না। সমাজের মানুষ নিজেদের চিন্তাভাবনাগুলোকে এমনভাবে গঠন করবে যেন সমাজের দুস্থ্য ও অসহায় মানুষের সেবা করাকেই নিজের প্রধান কর্তব্য মনে করে। সকল ধরনের অনাচার ও অবিচার দূর করার জন্য সামাজিক সম্পর্ক ও দায়বদ্ধতাকে এমনভাবে সাজাতে হবে যেন কোন অপরাধি অপরাধ করার পূর্বে গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে তার প্রতিপক্ষ মনে করে ভীতসন্তস্ত্র হয়ে পড়ে। এভাবে আল কুর'আনের আলোকে

---

১৬৯ অধ্যাপক আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, Avie×-evsjv Awfavb, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৩১

১৭০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬৭

১৭১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৯

১৭২ বাগি অর্থ অত্যাচার করা, বিদ্রোহ করা, উৎপীড়ন করা, যথেচ্চারী হওয়া। দ্র.  অধ্যাপক আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, Avie×-evsjv Awfavb, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪১৯; لَهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا خِزۡيٞ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٞ 'যারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে সীমালংঘন করে তারা অবশ্যই অপরাধী। এ সে সব লোক যাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ১১৪

173 ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۗ 'এ সব লোকদের আমরা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত আদায় করবে, ভাল কাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে।' দ্র. আল কুর'আন, ২২: ৪১

Dhaka University Institutional Repository

সমাজিক কাঠামো ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে পারলে সামগ্রিকভাবে মানুষ আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জন করে একটি উন্নত ও সুখী সমাজ কাঠামো বিনির্মাণ করতে পারবে।

### ৭.৪.৩ আল কুর'আনের আলোকে ব্যবসায় ও অর্থনৈতিক সংস্কার

সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে দুর্নীতি দমন এবং নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে হলে আল কুর'আনের আলোকে ব্যবসায়-বণিজ্যে ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সংস্কার করার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক বৈষম্য নির্মূল করতে হবে। কারণ দরিদ্র ও অর্থনৈতিক বৈষম্য বিদ্যমান থাকাবস্থায় কখনোই দুর্নীতি নির্মূল ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। মানুষ দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত হতে থাকলে সাধারণত জীবন রক্ষার প্রয়োজনে অপরাধপ্রবণ ও দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে পড়ে। অতএব দুর্নীতি নির্মূল ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে হলে অবশ্যই দারিদ্র বিমোচনের জন্য বাস্তবসম্মত সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে হবে।

বর্তমান পৃথিবীতে যেসব অর্থনৈতিক মতবাদ চালু আছে, সে সমস্ত দিয়ে কখনোই সামগ্রিকভাবে দারিদ্র বিমোচন করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা এ সাক্ষ্যই বহন করছে। দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে হলে অবশ্যই আল কুর'আনের বিধি-বিধানের আলোকে ইসলামি অর্থব্যবস্থা চালু করতে হবে। ইসলামি অর্থব্যবস্থা আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত ব্যবস্থা হওয়ার কারণে সুবিচারপূর্ণ, যুক্তি সংগত, ন্যায়ভিত্তিক এবং ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় ধনী-দরিদ্রের মধ্যে কোনো বৈষম্য থাকা বা শক্তিমান দ্বারা দুর্বলকে শোষণ করার কোন সুযোগ নেই। একটি মধ্যপন্থার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হওয়ায় শ্রেণিদ্বন্দ্ব ও পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে সামাজিক বিশৃঙ্খলা তৈরি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।[১৭৪]

- দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক বৈষম্য নির্মূল করার জন্য ইসলামের আলোকে যাকাতভিত্তিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।
- সরকারকে যাকাত আদায়ের দায়িত্ব নিয়ে ইসলাম নির্ধারিত খাতে ব্যয় করতে হবে। যাকাতকেও কর ব্যবস্থার মতো বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মতো করে জাতীয় যাকাত বোর্ড গঠন করতে হবে।
- জীবিকা উপার্জনের জন্য ইসলাম অসংখ্য বৈধ উপায় উন্মুক্ত রেখেছে, সে সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং সকল ধরনের অবৈধ ও হারাম পন্থা 'আইন করে কঠোরভাবে বন্ধ করে দিতে হবে।
- ইসলাম নির্ধারিত স্বত্তাধিকার নীতির আলোকে মানুষের সম্পদ অর্জন ও সংরক্ষণের স্বাধীনতা দিতে হবে। নৈতিক শিক্ষা প্রদান এবং সমাজে নৈতিক প্রভাব ও অনুশাসনের দ্বারা অস্বাভাবিক লোভী লোকদের অর্থপুঁজার মানসিকতা দূর করার ব্যবস্থা নিতে হবে।
- মানুষের অর্থোপার্জনের সাধারণ প্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে 'আইনগত বিধি-নিষেধ আরোপের মাধ্যমে নতুন নতুন বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
- ইসলমি অর্থব্যবস্থায় সম্পদ আয়ের ক্ষেত্রে যেমন আল কুর'আনের নীতি অনুসরণ করতে হবে, ব্যয়ের ক্ষেত্রেও তেমনি ইসলামি নীতির বাস্তবায়ন করতে হবে।[১৭৫]

---

১৭৪ ড. এম ওমর চাপরা, অনু. ড. মাহমুদ আহমদ, Bmjvg ‘wó‡KvY †_‡K A_kv‡¯¿i fwel¨r(ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ১ম প্রকাশ, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ৮৯-৯২

১৭৫ প্রফেসর ড. খুরশীদ আহমদ সংকলিত, আব্বাস আলী খান ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, Bmjvgx A_bxwZ(ঢাকাঃ শতাব্দী প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, ৩য় মুদ্রণ, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৫১-৫৭

Dhaka University Institutional Repository

- কোন ব্যক্তি ইচ্ছে করলেই যেন তার অতিরিক্ত সম্পদ অপরাধমূলক কাজে ব্যয় করতে না পারে সে দিকেও রাষ্ট্রের কঠোর দৃষ্টি থাকতে হবে।
- মদ্যপান, ব্যভিচার, গান, বাদ্য, নৃত্য, আনন্দ বিহার ইত্যাদিতে নিজের অর্থ ব্যয় করার অনুমতি ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় না থাকায় এসব বন্ধ করতে হবে।
- অর্থ থাকলেই কোন পুরুষের রেশমি পোশাক, সোনার অলংকার বা নারীদের পুরুষসুলভ পোষাক পরার অনুমতি নেই।
- মানুষ তার প্রবৃত্তির লালসা চারিতার্থ করার জন্য অর্থ ব্যয় করবে, এমন সব পথ চিরতরে বন্ধ করে দিয়ে তদস্থলে কল্যাণকর খাতে বিনোয়োগে উদ্বুদ্ধকরণ এবং প্রয়োজন হলে বাধ্য করতে হবে।
- যে কোন ধরনের অপচয়কে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে। নিজের বৈধ এবং যুক্তিসংগত প্রয়োজন পূরণ করার পর ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা, সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, কল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ এবং রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে।[১৭৬]
- ইসলামি অর্থনীতিতে বৈরাগ্য ও কৃপণতাকে কাপুরুষতা গণ্য করা হয়েছে একারণে বৈরাগ্য অবলম্বন নিষিদ্ধ করতে হবে এবং পোষ্যদের নির্ধারিত ব্যয়ে কার্পণ্য করলে ‘আইনের আওতায় এনে শাস্তির ব্যস্থা করতে হবে।
- আল কুর’আনের আলোকে উত্তরাধিকার ‘আইন বাস্তবায়ন করতে হবে।[১৭৭]
- উত্তরাধিকার প্রাপ্তি প্রদানের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ এবং কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনে আলাদা সংস্থা গড়ে তুলতে হবে।
- অসহায় ও দুর্বলদের সম্পদের সংরক্ষণে রাষ্ট্রকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।
- যে কোন ধরনের জবর দখলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, ধোঁকা, প্রতারণা ও ঠকবাজির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রকে কঠোর হতে।[১৭৮]
- করারোপের ক্ষেত্রে কেবল অতিরিক্ত সম্পদের উপর আল কুর’আনের সুবিচারমূলক নীতির আলোকে কর নির্ধারণ করতে হবে। ঘুষ ও দুর্নীতিকে কঠোরভাবে বন্ধ করতে হবে।
- রাষ্ট্রীয়ভাবে সুদকে নিষিদ্ধ করে লাভ লোকসানের ভিত্তিতে অংশীদারী ব্যবসাকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
- ইসলামি ব্যাংকিং ও ইসলামি বীমা ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে।
- ইসলামি ‘আইনের পূর্ণ প্রয়োগের মাধ্যমে শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণ এবং বীমা ব্যবস্থাকে ইসলামি ‘আইন ও নীতির আলোকে সংস্কার করতে হবে।

---

১৭৬ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ‘অর্থ ব্যয়ে সীমা লংঘন করো না। আল্লাহ্ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।’ আল কুর’আন, ০৬: ১৪১; وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ লোকেরা আপনার নিকট জানতে চায় তারা আল্লাহ্র পথে কি পরিমাণ খরচ করবে? আপনি বলুন, যা তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত।’ দ্র. আল কুর’আন, ০২: ২১৯

১৭৭ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُو۟لُوا۟ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ‘উত্তরাধিকার বন্টনের সময় যখন আত্মীয়, ইয়াতিম ও মিসকিন ব্যক্তিরা উপস্থিত হবে তখন তা থেকে তাদেরকে কিছু দিবে এবং তাদের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলবে।’ দ্র. আল কুর’আন, ০৪: ০৮

১৭৮ প্রফেসর খুরশীদ আহমদ সংকলিত, আব্বাস আলী খান ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, Bmjvgx A_bxwZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২-৭৩

*Dhaka University Institutional Repository*

- ব্যাংকিং বিনিয়োগ নীতিমালায় ক্ষুদ্র ব্যবসাকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং প্রয়োজনে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সরকারি উদ্যোগে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।
- দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে মানুষের মাঝে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রেরণা সৃষ্টি করতে হবে।
- অর্থনৈতিক উন্নয়নে মানুষের চিন্তার বিকাশ সাধনে বৈপ্লবিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।
- শিক্ষিত যুব সমাজকে চাকুরি করার প্রবণতা পরিত্যাগ করে পশুপালন, চারা রোপন, মৎস চাষ, হাঁস মুরগীর খামার প্রতিষ্ঠা, ফল উৎপাদন, বিদেশে রপ্তানি যোগ্য বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক আগ্রহী করে তুলতে হবে।
- আল কুর'আনের আলোকে সর্বক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ নিতে হবে। যেন সকল ধরনের অর্থনৈতিক অবিচার, অতিরিক্ত মুনাফাখুরী, দখলদারী এবং জুয়াচুরির পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে সমাজে উত্তম নৈতিক গুণাবলি বিকশিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়।
- আল কুর'আনের আলোকে অর্থ ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে যেন প্রত্যেক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে সেচ্ছাপ্রণোদিত ও স্বার্থহীন সহযোগিতা, অনুগ্রহের আচরণ করাকে আল্লাহ্‌র 'ইবাদাতের মধ্যে গণ্য করে। এতে মানুষের মাঝে পারস্পরিক সম্মান ও ভালবাসা তৈরি হবে।
- মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মানুষের মন ও মননে সততা ও আমানতদারী সুলভ অর্থনৈতিক চিন্তাধারা গড়ে তুলতে হবে।
- মানুষের অর্থনৈতিক চিন্তা দর্শনকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন মানুষ আল্লাহ্‌ তা'আলার দাসত্ব ভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য নিজেকে নৈতিকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মনে করে।
- নাগরিকগণের মূল্যবোধকে এমনভাবে জাগ্রত করতে হবে যেন ব্যক্তিগত ভোগ বিলাসের পরিবর্তে মানব সমাজের সংকট সমাধানকেই নিজের প্রধান কর্তব্য মনে করে।
- মানুষ সকল ধরনের অর্থনৈতিক উপায় উপকরণ, সুযোগ সুবিধা ও অর্জনকে আল্লাহ্‌ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ মনে করে পৃথিবীতে তাঁর বিধান বাস্তবায়নে উদ্যোগী হবে এবং তাঁর সৃষ্টিকুলের কল্যাণে সর্বদা সক্রিয় থাকার প্রেরণা সৃষ্টি করতে হবে।
- রাষ্ট্র দেশের সকল মানুষকে উপার্জনের যতো ধরনের বৈধ পন্থা ও উপকরণ আছে সব উন্মুক্ত করে দিবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।
- অর্থ সম্পদের প্রবাহ যেন ভ্রান্ত ও অবৈধ উপায়ে কোন বিশেষ দিকে ধাবিত হতে না পারে এবং বৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদও যেন পুঁজিভূত হয়ে অনুৎপাদনশীল না থাকে, রাষ্ট্রকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অর্থ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অর্থের সর্বোচ্চ প্রবাহ এবং আবর্তনের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে, যেন সাধারণ জনগণ সে আবর্তনের কারণে কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ করতে পারে।[১৭৯]

আল কুর'আনের আলোকে ব্যবসায় ও অর্থনৈতিক সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য রাষ্ট্রকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র কিছু 'আইন প্রণয়ন, নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং

১৭৯ প্রফেসর খুরশীদ আহমদ সংকলিত, আব্বাস আলী খান ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, Bmjvgx A_bxwZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করলেই এ সংস্কার কার্যক্রম সফলতা লাভ করবে। কারণ এ সমস্ত অপরিহার্য দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে ছেড়ে দেয়ার পর অবশিষ্ট সমস্ত প্রক্রিয়া ব্যক্তির মানসিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণ এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধনে মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় আল কুর'আন ও সুন্নাহ্ নির্ধারিত নীতি ও বিধি-বিধান কার্যকর করলে এ ব্যবস্থাপনার আওতায় সাধারণ মানুষ লোভ লালসা, অবিচার, শোষণ ও ভোগবাদ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জন করতে পারবে।

### ৭.৪.৪ আল কুর'আনের আলোকে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংস্কার

আল কুর'আনের আলোকে নাগরিকগণের আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে হলে বাংলাদেশে ধর্মীয় অবস্থার কিছু সংস্কার করা অপরিহার্য। সকল ধর্মের নাগরিকগণের নিজ নিজ ধর্ম পালন, অনুশীলন ও প্রচারের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিতে হবে। কোন ধর্মের প্রতি অবমাননা মূলক প্রচারণা এবং ধর্মীয় উস্কানি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে।

- ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা সংরক্ষণে রাষ্ট্রকে দায়িত্ব নিতে হবে।
- ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার করার ক্ষেত্রে 'জাতীয় শারি'আহ্ বোর্ড' গঠন করে তার আওতায় দা'ওয়াতি গ্রুপগুলোকে অনুমোদন দিতে হবে। যেন কোন বিভ্রান্ত, স্বার্থান্বেষী ও ষড়যন্ত্রকারী ব্যক্তি বা গ্রুপ ইসলামের নামে মানুষকে ভুল তথ্য দিয়ে বিপথগামী করতে না পারে।
- সুস্পষ্ট শির্ক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে 'আইন প্রণয়ন করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে দেশব্যাপী অসংখ্য মাজার ও দরগাহ্ কেন্দ্রীক যে সকল অপকর্ম সংঘটিত হয় সেগুলোকে কঠোরভাবে দমন করতে হবে।[১৮০]
- জাতীয় শারি'আহ্ বোর্ডের আওতায় নবীন 'আলিমণকে ইসলামি 'আকিদাহ্ ও দা'ওয়াহ্ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে দ্বিনের দাও'য়াতের জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রেরণ করতে হবে।
- মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে আরো বেশি প্রয়োগযোগ্য করে উপস্থাপন করতে হবে।
- মাসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণকে ইসলামের মৌলিক বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে। তাদেরকে পরিচালনা, প্রশিক্ষণ দেয়া ও নিয়ন্ত্রণের জন্য 'জাতীয় মসজিদ বোর্ড' গঠন করতে হবে। ইমাম মুয়াজ্জিন ও খাদেমকে সরকারি সম্মানির আওতায় আনতে হবে।
- মাসজিদ, মাদ্‌রাসা, শরিয়াহ্ বোর্ড ও মসজিদ বোর্ডকে সরকারগুলোর রাজনৈতিক চিন্তাধারার বাইরে স্বায়ত্বশাসিত ও স্বাধীন রাখতে হবে।
- সরকার কোন মৌলিক নীতি গ্রহণ করতে হলে জাতীয় শারি'আহ্ বোর্ডের অনুমোদন নেয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- 'আলিমগণকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর উত্তরাধিকারী হিসেবে জাতীয়ভাবে সম্মান দিতে হবে।[১৮১]
- 'আলিমগণকেও পারস্পরিক বিবাদ ও বিদ্বেষ পরিহার করতে হবে।

---

১৮০ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفۡتَرَىٰٓ إِثۡمًا عَظِيمًا 'আল্লাহ্ কেবল শির্কের গুনাহ্ই মাফ করেন না। এ ছাড়া অন্য যত গুনাহ্ আছে তা যার জন্য ইচ্ছা মাফ করে দেন। যে আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরিক করেছে, সে তো বড় মিথ্যা তৈরি করল এবং বিরাট গুনাহ্ করল।' দ্র. আল কুর'আন, ০৪: ৪৮

১৮১ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِّ وَٱلۡأَنۡعَٰمِ مُخۡتَلِفٌ أَلۡوَٰنُهُۥ كَذَٰلِكَۗ إِنَّمَا يَخۡشَى ٱللَّهَ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَٰٓؤُاْۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্কে তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই ভয় করে। আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী এবং ক্ষমাশীল।' দ্র. আল কুর'আন, ৩৫: ২৮

Dhaka University Institutional Repository

- ধর্মীয় কোন বিষয়ে মতবিরোধ হলে বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করতে হবে।
- বিরোধপূর্ণ বিষয়ে ঐক্যমত্যে পৌঁছাতে না পারলে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের স্বার্থে ধৈর্যধারণ করতে হবে।
- 'আলিমগণকে একে অপরের বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজী ও গলাবাজী বন্ধ করে ইসলামের প্রকৃত শত্রুদের চিনার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।
- কোন 'আলিমে বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কাজের অভিযোগ উত্থাপিত হলে প্রথমে জাতীয় শারি'আহ বোর্ডে অভিযোগ করতে হবে। জাতীয় শারি'আহ্ বোর্ড অপরাধের প্রমাণ পেলে বিচারের জন্য 'আদালতে প্রেরণ করবে।

মোট কথা ইসলাম প্রচার ও প্রচারে রাষ্ট্রকে সামগ্রিক সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং ধর্মীয় বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে কঠোর 'আইনানুগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের নিজ নিজ ধর্ম স্বধীনভাবে পালন করার সুযোগ করে দিতে হবে।

এ ছাড়া নাগরিকগণের আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে শক্তিশালী ইসলামি সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা ঈমানের অপরিহার্য দাবি। এ দাবি পূরণ করতে হলে কেবল সাংস্কৃতিক চর্চা নয় বরং একটি সুপরিকল্পিত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূচনা করা অত্যাবশ্যক। সাংস্কৃতিক চর্চা না করার কারণে আমাদের জাতিসত্তা আজ অপপ্রচারের সম্মুখীন। সমাজের বুকে ইসলামি পরিবেশ রচনার মাধ্যমে যোগ্য মুসলিম নাগরিক গড়ে তোলার একটি অপরিহার্য মাধ্যম হচ্ছে ইসলামি সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশ। অবশ্য সাংস্কৃতিক চর্চা আর সাংস্কৃতিক আন্দোলন এক জিনিস নয়। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন সংস্কৃতিক চর্চার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা।

ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে প্রতিটি মানুষ যেন নিজেকে ইসলামের রঙে রাঙিয়ে তোলার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও অব্যাহত গতিতে অনুপ্রাণিত হয় তার জন্য যে প্রচেষ্টা সেটিই হচ্ছে ইসলামি সাংস্কৃতিক আন্দোলন। ইসলামি আন্দোলন যেমন জনগণকে ইসলামের দিকে প্রভাবিত করার মধ্যেই তার কাজকে সীমাবদ্ধ রাখে না, বরং সর্বস্তরে ইসলামের বিজয়ের পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হয়। তেমনি ইসলামি সাংস্কৃতিক আন্দোলনও কেবল কিছুসংখ্যক সাংস্কৃতিক তৎপরতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। সংস্কৃতিক বিজয়ের বাস্তব পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হয়। ইসলামি সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে প্রতিপক্ষের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

সংস্কৃতি হচ্ছে জাতির প্রাণ। সে প্রাণশক্তিকে অরক্ষিত রেখে জাতিকে বাঁচানোর চেষ্টা অনর্থক। সুতরাং কার্যকর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোকে ইজতেহাদি শক্তির দ্বারা আয়ত্ব করে ইসলামি নীতির আলোকে মুসলিমগণের কল্যাণের কাজে সফলভাবে প্রয়োগ করতে হবে। তর্ক দিয়ে যুগের গতিকে বদলানো যায় না, যুগের জোয়ারের মুখে অলসভাবে দাঁড়িয়ে থাকাও সম্ভব নয়। হয় স্রোতের মুখে ভেসে যেতে হবে, নয়তো পূর্ণ বিক্রমে স্রোতের গতিপথ ঘুরিয়ে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে নিম্নের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে:

- বর্তমান আগ্রাসনি অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে ইসলামি মিডিয়া প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- পাশ্চাত্য শক্তি মুসলিমদের চৈতন্য ও আবেগকে বশীভূত করার জন্য সংস্কৃতির যে দিকগুলো বেছে নিয়েছে সেগুলোকে পুরোপুরি আয়ত্ত করে, সেখান থেকে ইসলাম বিরোধীদের হটিয়ে দিয়ে ইসলামের এবং মানব কল্যাণের কাজে লাগানোই হবে ইসলামি সংস্কৃতি বিকাশের জন্য মুসলিম সমাজের দায়িত্ব।

Dhaka University Institutional Repository

- ইসলামের সৌন্দর্যকে বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করে দেখাতে হবে। সেজন্য চাই প্রস্তুতি, জ্ঞানার্জন, অনুশীলন এবং আধুনিক প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার।
- আমাদের মনে রাখতে হবে, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন একটি সর্বাত্মক যুদ্ধ। যুদ্ধকে যুদ্ধ দিয়েই জয় করতে হয়। প্রগতির ধারায় নেতৃত্ব দান বা ইমামতি করার জন্যই মুসলিমগণকে ইমাম হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে ইমাম আজ পিছনে পড়ে থাকলে চলবে না।
- সাংস্কৃতিক অগ্রাসন সম্পর্কে বাংলাদেশ তথা মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি সদস্যকে এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে এবং এর বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।
- ঈমান ও 'আকিদা বিরোধী এবং চরিত্র ধ্বংসকারী স্যাটেলাইট মিডিয়াগুলোর সম্প্রচার বন্ধ করতে হবে। সকল ধরনের অশ্লীল পত্র-পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল করতে হবে এবং পত্রিকার মাধ্যমে অশ্লীলতা বিস্তারকারীদের বিরুদ্ধে 'আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।[১৮২]
- সিনেমা হলগুলোতে ইংরেজি ছবির ছদ্মাবরণে নীল ছবির প্রদর্শনী বন্ধ করতে হবে। ফটোজেনিক প্রদর্শনী এবং ফ্যাশন শো'র নামে সুন্দরী প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে হবে।
- নারীদেরকে ভোগ্যপণ্যে রূপান্তরিত না করে তাদেরকে মাতা-ভগ্নি ও কন্যার মর্যাদা দিতে হবে।
- চলচ্চিত্রে অশ্লীলতা রোধ, প্রকাশ্যে অশ্লীল সিনেমা-পোস্টার লাগানো এবং বিকৃত ও অবৈধ যৌনচারকে উৎসাহিত করে এমন সকল কর্মকাণ্ড কঠোভাবে বন্ধ করতে হবে।
- টেলিভিশন বিজ্ঞাপনের নাচ-গানে অশ্লীল দৃশ্য, শব্দ প্রয়োগ ও যৌন উত্তেজক দৃশ্য বন্ধ করতে হবে। অশ্লীল সিডি, ভিসিডির প্রচার ও বিপণনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।[১৮৩]
- ফেসবুক, ইমোও, হোয়াটস অ্যাপ ইত্যাদি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম গুলোর অন্যায় ও অসামাজিক ব্যবহার বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ইউটিউব থেকে অশ্লীল ভিডিও অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং অশ্লীল ওয়েবসাইট বন্ধে কঠোর হতে হবে।
- পার্শ্ববর্তী দেশগুলো হতে জোয়ারের মতো ভেসে আসা ইয়াবা ও ফেনসিডিলসহ সকল নেশাজাতীয় দ্রব্যের অবাধ ব্যবসা বন্ধ করতে হবে।
- ইসলামি নীতি আদর্শ ও সামজিক শৃঙ্খলা বিরোধি যে কোন চলচিত্র, নাটক, গান, বিজ্ঞাপন, প্রদর্শনী, উপন্যাস, কবিতা, গল্প ইত্যাদি নির্মাণ ও প্রচার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে।
- সকল ধরনের অপসংস্কৃতি বিস্তারের ছিদ্রপথগুলোকে বন্ধ করে ইসলামের সুস্থ্য সুন্দর সংস্কৃতির প্রচার প্রসারে আরো বেশি মনোযোগী হতে হবে।
- এ লক্ষ্যে ইসলামের সুস্থ্য সাংস্কৃতিক চর্চা বৃদ্ধি কল্পে ব্যাপকভাবে ইসলামি শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে। যুবকদের চরিত্রকে পবিত্র ও আদর্শবান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ইসলামি শিক্ষার পাশাপাশি সম্মিলিত অনুশীল ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে।
- ইসলামি আদর্শের ভিত্তিতে আরো ব্যাপকভাবে শিল্প ও সাহিত্য সংস্থা গড়ে তুলতে হবে।
- ইসলামি জীবন দর্শনকে প্রতিফলিত করে ব্যাপক বই-পুস্তক রচনা, নাটক সিনেমা নির্মাণ করে ব্যাপক প্রচার, প্রকাশ ও বাজারজাত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

---

১৮২ অধ্যাপক মাওলানা আবদুল মান্নান ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, ^'b৷›'b Rxe‡b Bmjvg, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪২

১৮৩ ٱلۡمُنَٰفِقُونَ وَٱلۡمُنَٰفِقَٰتُ بَعۡضُهُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمُنكَرِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَقۡبِضُونَ أَيۡدِيَهُمۡۚ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمۡۚ إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ 'মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী তারা একে অপরের দোসর। তারা মন্দ কাজের আদেশ দেয়, ভাল কাজে নিষেধ করে এবং তাদের হাত গুটিয়ে রাখে। তারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গিয়েছে, ফলে তিনিও তাদের উপেক্ষা করে আছেন। নিশ্চয়ই মুনাফিকরা পাপাচারি।' দ্র. আল কুর'আন, ০৯: ৬৭; إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلۡفَٰحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ 'যারা চায় যে ঈমানদার লোকদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার ঘটুক, তাদের জন্য পৃথিবীর জীবনে এবং পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।' দ্র. আল কুর'আন, ২৪: ১৯

Dhaka University Institutional Repository

- ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী মিডিয়া ও পত্র পত্রিকার প্রকাশনা বৃদ্ধি করতে হবে।
- ইসলামি আদর্শের আলোকে নির্মিত ও প্রকৃত ইসলামি চরিত্র প্রতিফলিত করে সিডি ভিসিডি ব্যাপকহারে ছড়িয়ে দিতে হবে।
- রেডিও ও টেলিভিশনে ইসলামি সংস্কৃতির আলোকে প্যাকেজ প্রোগ্রাম তৈরি ও প্রচার করতে হবে।

সামগ্রিকভাবে মুসলিম কবি, সাহিত্যিক, গল্পকার, প্রবন্ধকার, বক্তা, খতিব, সাংবাদিক, শিক্ষক ও ছাত্র সমাজকে ইসলামি সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসি উদ্যোক্তা এবং বিনিয়োগকারীগণকেও এ ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে হবে। রাষ্ট্রকে উন্নত ও কল্যাণকর রাষ্ট্র বিনির্মাণে উপযুক্ত নৈতিকতা সম্পন্ন সৎ নাগরিক গঠনের প্রয়োজেনেই ইসলামি সংস্কৃতিকে লালন ও বাস্তবায়নে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

### ৭.৪.৫ আল কুর’আনের আলোকে রাজনৈতিক সংস্কার

আল কুর’আনের আলোকে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে হলে বর্তমান বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কিছু মৌলিক সংস্কার অপরিহার্য। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যেকোন সফলতা নির্ভর করে রাষ্ট্রে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রদর্শিত সমাজ বিনির্মাণ ও রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক চিন্তাদর্শনই মুসলিমগণের একমাত্র রাজনৈতিক ব্যবস্থা হওয়া উচিত। আল কুর’আনের আলোকে রাজনৈতিক চিন্তাদর্শনের মূল ভিত্তিই হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার নিরংকুশ সার্বভৌমত্ব এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রদর্শিত বিধি-বিধান বাস্তবায়ন।[১৮৪] মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হিসেবে বাংলাদেশের প্রতিটি রাজনৈতিক দল ও তার নেতৃবৃন্দের সে চিন্তাদর্শন ও আদর্শের উপর ভিত্তি করেই নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে হবে। কারণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ঈমানদার, সৎ ও আল্লাহ্ ভীরু লোক না থাকলে সমাজ কেমন হতে পারে এবং কিভাবে একটি গোটা সমাজ ব্যবস্থা অশান্তির দাবানলে দগ্ধ হতে পারে তার উদাহরণ বর্তমান সমাজেই বিদ্যমান। বর্তমান প্রেক্ষাপটে আল কুর’আনের আলোকে রাজনৈতিক সংস্কারে নিম্ন বর্ণিত প্রস্তাব উপস্থাপন করা হল:

- সমাজ ও রাজনৈতিক দলে সে সকল লোকদের উপর দায়িত্ব আর্পণ করতে হবে যাতে রাষ্ট্র পরিচালনার প্রতিটি নীতি ও কর্মপ্রন্থা আল কুর’আনের নির্দেশিত পথ ও পন্থায় হয় এবং তা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর প্রর্দশিত নিয়মে বাস্তবায়িত হয়।
- বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য সর্বপ্রথম দরকার নীতির সংস্কার।
- রাজনীতির প্রতিটি স্তরে আল কুর’আনের নীতি ও শিক্ষা অনুসরণ, অনুশীলন, প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের অঙ্গীকার নিয়ে রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।
- আল কুর’আনের আলোকে রাজনৈতিক কর্মীদের চরিত্র সংশোধন করে নিজেদেরকে ইসলামের জীবন্ত নিদর্শন হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।[১৮৫]
- তারপর সে নীতি ও আদর্শের কল্যাণ উপস্থাপন করে মানুষকে বৈজ্ঞানিক পন্থায় পরিবর্তনের দিকে আহবান জানাতে হবে।
- রাজনীতিতে কোন অবস্থাতেই চাপিয়ে দেয়া বা শক্তি প্রয়োগের নীতি অবলম্বণ করা যাবে না। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক সংস্কারের প্রথম ধাপ হবে রাজনৈতিক নেতা ও

---

১৮৪ ثُمَّ رُدُّوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ مَوۡلَىٰهُمُ ٱلۡحَقِّۚ أَلَا لَهُ ٱلۡحُكۡمُ وَهُوَ أَسۡرَعُ ٱلۡحَٰسِبِينَ ‘তোমরা জেনে রাখবে স্বার্বভৌমত্ব কেবল আল্লাহ্‌রই। তিনিই হচ্ছেন সর্বাধিক দ্রুত হিসাবগ্রহণকারী।’ দ্র. আল কুর’আন, ০৬: ৬২; وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ‘আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়ার পর সে বিষয়ে কোন মু’মিন পুরুষ বা নারীর ভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতা নেই। যে কেউ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে অমান্য করবে সে হবে সুস্পষ্ট বিপথগামী।’ দ্র. আল কুর’আন, ৩৩: ৩৬

১৮৫ صِبۡغَةَ ٱللَّهِ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبۡغَةٗۖ وَنَحۡنُ لَهُۥ عَٰبِدُونَ ‘বলো আমাদের রঙ হলো আল্লাহ্‌র রঙ এবং রঙের দিক থেকে আল্লাহ্‌র চেয়ে সুন্দর আর কে? আমরা তাঁরই দাসত্বকারী।’ দ্র. আল কুর’আন, ০২: ১৩৮

কর্মীদের আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিতে এবং ইসলামি আদর্শের অনুসারীতে পরিণত করা।

- রাজনৈতিক দলগুলোর নীতি নির্ধারনি পর্যায়ে জ্ঞান চর্চার পাশাপাশি সৎ যোগ্য ও আল্লাহ্ ভীরুদের নেতৃত্বে আসার মত কর্মপন্থা ও পদ্ধতির প্রবর্তন করে তার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
- রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম ব্যক্তি নির্ভর না হয়ে একটি সুষম প্রক্রিয়া নির্ভর হওয়া উচিত, যেখানে উচ্চ পর্যায় থেকে নিম্ন পর্যায়ের সকলেই প্রত্যক্ষভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত থাকবে এবং সকল কর্মসূচিতে তাদের মতামত ও প্রয়োজনীয়তা প্রতিফলিত হবে।
- নির্বাচন পদ্ধতির যাবতীয় দুর্বলতা দূর করে প্রকৃত জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। ইসলামের বিধান হচ্ছে, জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে, যেন তারা নির্বাচিত হয়ে আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে তাঁর দেয়া বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করতে পারেন। ইসলামি রাজনীতিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ মৌলিকভাবে ‘আইন প্রণয়নের ব্যাপারে স্বাধীন নন বরং যে ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র বিধান ও রাসূলের সুন্নাহ্ পাওয়া না যাবে কেবল সে ক্ষেত্রে ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে জনকল্যাণে ‘আইন প্রণয়ন করবে। নাগরিকগণের আভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধি ও উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য ইসলামের উক্ত নীতির ভিত্তিতে রাজনৈতিক সংস্কার একান্ত অপরিহার্য।
- প্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক কাঠামো বিনির্মাণের জন্য প্রয়োজন একযোগে রাজনৈতিক পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানের আমূল সংস্কার এবং গণমুখী নিয়মনীতির চর্চা, যার লক্ষ্য হবে একদিকে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করা এবং একইসাথে সৎ ব্যক্তিদের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র বিধান বাস্তবায়ন করা।[১৮৬]
- দেশের সকল মানুষের রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত হতে হবে। সকলের জন্য নেতৃত্বদানের অধিকার থাকতে হবে।
- দেশের স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অঙ্গীকারের ভিত্তিতে রাজনৈতিক যাত্রা শুরু হবে।
- দেশের বেশিরভাগ মানুষের ধর্ম বিশ্বাস তথা ইসলামি নীতি আদর্শের বিপরীত রাজনৈতিক সংগঠনের অনুমোদন বন্ধ করতে হবে।
- জনগণকে ভীত সন্ত্রস্ত করে অথবা শক্তি প্রয়োগ করে রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করতে প্রয়াসি যে কোন শক্তিকে অনুমোদন বন্ধ বা নিষিদ্ধ করতে হবে।
- ‘আইনের আওতায় এনে রাজনৈতিক মিথ্যাচার ও অপপ্রচার বন্ধ করতে হবে।
- আল্লাহ্‌র ‘আইন ও রাসূলের সুন্নাহ্‌র আনুগত্যের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলের অনুমোদন দিতে হবে।
- রাজনৈতিক দলসমূহের নিবন্ধন ও নির্দিষ্ট সময় পর নিবন্ধন নবায়ন ‘আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং শুধু নিবন্ধিত দলই নির্বাচনে প্রার্থী দিতে পারবে।
- কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থী হতে পারবে না। ব্যক্তিগভাবে প্রার্থী হওয়ার প্রবণতাই দুর্নীতির অন্যতম কারণ।
- নিবন্ধনের শর্ত হিসেবে প্রতিটি দলের লিখিত গঠনতন্ত্র থাকতে হবে এবং দলীয় গঠনতন্ত্রে নির্ধারিত পদসমূহ সকল পর্যায়ে নিয়মিতভাবে যথাযথ নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করতে হবে।

---

১৮৬ شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ ‘রমযান হচ্ছে সে মাস যাতে আল কুর’আন অবতীর্ণ করা হয়েছে। যা মানব জাতির জন্য জীবন বিধান, জীবন বিধান হিসেবে সুস্পষ্ট আর ভালোমন্দ এবং সত্য-মিথ্যার অকাট্য মানদণ্ড।’ দ্র. আল কুর’আন, ০২: ১৮৫

Dhaka University Institutional Repository

- কোন দলকে নিবন্ধিত হতে হলে উদার, সহনশীল ও সকলের রাজনৈতিক অধিকারে বিশ্বাসী হতে হবে। নির্বাচন পদ্ধতিকে স্বচ্চ, গ্রহণযোগ্য, নিরপেক্ষ ও বাস্তবসম্মত করার জন্য ন্যায়ভিত্তিক নির্বাচনি ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।
- নারীদের জন্য অন্তত এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত রাখতে হবে এবং সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে, যেন তারা নির্বাচিত হয়ে নারী কল্যাণে বিশেষভাবে কাজ করতে পারেন। দলীয়ভাবে মোট প্রাপ্ত ভোটের হিসেবে সংসদীয় আসন বণ্টন করতে হবে।
- রাজনৈতিক সংস্কারের অংশ হিসেবে চিহ্নিত সন্ত্রাসী, চোরা-কারবারি, দখলদার, চাঁদাবাজ, কালোটাকার মালিক, ঋণ খেলাপি, মাদক ব্যবসায়ি, ফৌজদারি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত অপরাধী, দুর্নীতির দায়ে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে দলের সদস্যপদ প্রদান থেকে বিরত থাকতে হবে।
- প্রতিটি দলের তহবিল গঠন ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ এবং সকল লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।
- প্রতি বছর দলসমূহের আয়-ব্যয়ের অডিট করা হিসাব নিবন্ধনদাতা সংস্থায় উপস্থাপন ও জনসম্মুখে প্রচার করতে হবে।
- প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের স্বার্থে সকল স্তরে নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গঠন করতে হবে এবং এগুলোর উপর ‘স্থানীয় শাসনের’ দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে।
- সকল নির্বাচনকে সরকারি প্রভাবমুক্ত রাখার স্বার্থে জাতীয় নির্বাচনের সাথে একই সময়ে স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে। ক্ষমতা ও দায়-দায়িত্বের ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণ করে ইউনিয়ন/পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনকে স্থানীয় সরকারের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করতে হবে।
- জাতীয় বাজেটের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কাছে একটি স্বাধীন অর্থ কমিশনের মাধ্যমে সরাসরি হস্তান্তর করা যেতে পারে।
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর ‘আইন ও বিধান প্রবর্তন করতে হবে।
- নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে সত্যিকার অর্থে স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করে শাসন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে।
- দল বা সরকার নয় নীতির সংস্কারই অপরিহার্য। রাজনৈতিক ইতিবাচক সংস্কৃতি চালু করার পদক্ষেপ হিসেবে রাজনীতিতে সব ধরনের আক্রমণাত্মক ও ব্যঙ্গাত্মক বক্তব্য, বিবৃতি, পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন, লিফলেট, দেয়াল লিখন, কার্টুন প্রকাশ বন্ধ করার পদক্ষেপ নিতে হবে।
- সব ধরনের জ্বালাও, পোড়াও ও নির্মূলমূলক এবং ঘৃণা প্রকাশক স্লোগান পরিহার করতে হবে।
- কাউকে আক্রমণাত্মক বক্তব্য না দিয়ে সব ধরনের বক্তব্যে ইতিবাচক উপস্থাপনের সংস্কৃতি চালু করতে হবে।
- রাষ্ট্রের কর্মচারী নিয়োগ, ক্রয়-বিক্রয়, টেন্ডার, ইজারার বিষয়ে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়কে পরিপূর্ণভাবে বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে।
- সকল পদন্নতির ক্ষেত্রে সততা, দক্ষতা, দূরদশীতা এবং জৈষ্ঠতাকে প্রাধান্য দিতে হবে।
- নির্বাহী, ‘আইন ও বিচার বিভাগে সকল ধরনের সুপারিশ ও তদবির বন্ধ করতে হবে।
- বয়স বৃদ্ধি বা ঘাটতি করে কাউকে নিয়োগ ও পদন্নতি দেয়া বা কারও নিয়োগ ও পদন্নতি রদ করা বন্ধ করতে হবে।
- নির্বাহী, ‘আইন ও বিচার বিভাগে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বন্ধ করতে হবে।

*Dhaka University Institutional Repository*

- প্রশাসনে সব ধরনের রাজনৈতিক ওএসডি বন্ধ করতে হবে।
- প্রত্যেক দলের গঠনতন্ত্র অনুসারে তাদের কমিটি/কমিটিসমূহের নির্বাচন সম্পন্ন করতে বাধ্য করতে হবে।
- মেয়াদোত্তীর্ণ হলে কমিটির কোন কাজ বা দায়িত্ব পালন বৈধ বলে গণ্য হবে না এবং সকল রাজনৈতিক দলের কমিটির মেয়াদ তিন/চার বছর করা যেতে পারে।

আল কুর'আনের আলোকে রাজনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন ছাড়া কেবল বিচ্ছিন্নভাবে কিছু শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, ওয়াজ বা উপদেশের মাধ্যমে নাগরিকগণের আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা মোটেই বাস্তবসম্মত হতে পারে না। এজন্য প্রয়োজন সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতির পরিবর্তন এবং সে নীতি ও বিধান বাস্তবায়নে যোগ্য নেতৃত্ব এবং সংগঠন। সুতরাং আল কুর'আনের আলোকে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য রাজনীতিকে গ্রহণ করতে হবে ইসলামি নীতির আলোকে নেতৃত্ব ও কর্মী বাহিনী গড়ে তুলতে হবে সে নীতির বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এবং রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সে নীতি বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

### ৭.৪.৬ সর্বস্তরে আল কুর'আনের বিধি-বিধান প্রবর্তন

আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় মানব জীবন এবং মানব সমাজের সর্বস্তরে আল কুর'আন ও সুন্নাহ্র বিধি-বিধান প্রবর্তন করতে হবে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র। স্থানীয়, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক প্রতিটি পর্যায়ে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে এ নীতির অনুসরণ করতে হবে। আল কুর'আনের প্রতিটি বিধান চিরন্তন, সর্বজনীন, সর্বাধুনিক, প্রয়োগযোগ্য, যৌক্তিক এবং বৈজ্ঞানিক। এ সকল বিধান কেবল মানুষের জন্যই দেয়া হয়েছে। মানুষ যেন মানুষের তৈরি 'আইন ও বিধানের কারণে একে অন্যের দ্বারা বা এক জাতি অন্য জাতি দ্বারা শোষিত বা নিস্পেষিত না হয়। মানুষ কোনভাবেই মানবীয় দুর্বলতা মুক্ত নয় একটি জাতিকে পরিচালনার জন্য সুবিচারমূলক 'আইন প্রণয়নের মতো দূরদর্শীও নয়। এজন্য 'আইন প্রণয়ন করার মতো জটিল বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে বাধ্য না করে কেবল তাঁর দেয়া 'আইন বাস্তবায়নে বাধ্য করেছেন। এবং মানুষকে সে 'আইন বাস্তবায়নে সামর্থও তিনি দিয়েছেন। আল কুর'আন একজন ব্যক্তি হিসেবে মানুষের দায়িত্ব, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে।

নৈতিকতা সম্পন্ন সুনাগরিক গঠন করতে হলে রাষ্ট্র পরিচালনার সকল নীতিতে আল কুর'আনের বিধি-বিধান প্রয়োগ করতে হবে। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, জবরদখল, চাঁদাবাজি ইত্যাদি বন্ধ করতে আল কুর'আনের বিধি-বিধানের প্রয়োগ করতে হবে। ব্যভিচার এবং অপবাদের ক্ষেত্রে ইসলাম নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করলেই কেবল আশা করা যায় সমাজ থেকে এ ধরনের অশ্লীলতা দূর হবে। মদের ব্যবসা, মদ্যপান, বা মাদক দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণে ইসলামি বিধান প্রয়োগ করতে হবে।[১৮৭] সুদ ও অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য এ সংক্রান্ত ইসলামি বিধান কার্যকর করতে হবে। ঘুষ, দুর্নীতি, ধোঁকা ও প্রতারণর অবসান করে আল্লাহ্ তা'আলার 'আইনের ভিত্তিতে প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। হত্যা-কলহ বন্ধ করতে হলে আল কুর'আন নির্ধারিত প্রতিহত্যার বিধান প্রবর্তন করতে হবে।[১৮৮] যে সকল অপরাধের ক্ষেত্রে আল কুর'আন কোন শাস্তি বর্ণনা করেনি কেবল সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সুবিচারমূলক নীতির ভিত্তিতে 'আইন প্রণয়ন করে শাস্তির ব্যবস্থা করবে। এটি রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

---

১৮৭ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ 'হে বিশ্বাসস্থাপনকারীগণ, মদ, জুয়া, আস্তানা ও পাশা খেলা এ সবই নোংরা শয়তানী কাজ। অতএব তোমরা এসব পরিত্যাগ কর।' দ্র. আল কুর'আন, ০৫: ৯০

১৮৮ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, Aciva cwZ‡iv‡a Bmjvg (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ৪র্থ প্রকাশ, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ১৮৯-২১৯; وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ 'হে বুদ্ধিমান লোকেরা, কিসাসে তোমাদের জন্য জীবন নিহিত রয়েছে। এর ফলে তোমরা রক্ষা পাবে বলে আশা করা যায়।' দ্র. আল কুর'আন, ০২: ১৭৯

*Dhaka University Institutional Repository*

পরিবার পরিচালনা, আত্মীয়তাকরণ, সম্পর্কোন্নয়ন, ব্যবসায় পরিচালনা, চুক্তিকরণ, চুক্তি বাতিলকরণ, রাজনীতিকরণ, শিক্ষা বিস্তার, সমাজ সংস্কার, ধর্ম পালন, উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ, বন্ধু নির্বাচন, শত্রু সনাক্ত করণ, যুদ্ধ পরিচালনা, সন্ধিকরণ, বিচার পরিচালনা এবং ক্ষমা প্রদর্শন সকল ক্ষেত্রেই আল কুর'আনের বিধি-বিধান শর্তহীনভাবে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। মুসলিমগণের জন্য এটি অবধারিত। সামগ্রিকভাবে আল কুর'আনের আলোকে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার জন্য আল কুর'আনে বর্ণিত বিধি-বিধান জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সমাজ ও রাষ্ট্রের সমগ্র বিষয়ে বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য।

সর্বোপরি বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে মুসলিম বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন একটি স্বাধীন স্বার্বভৌম রাষ্ট্র। ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই এ দেশে মুসলিম 'আরব মুসলিম ব্যবসায়ী, সুফি দরবেশ এবং মুসলিম সেনা নায়কদের তত্ত্বাবধানে ইসলামের প্রচার শুরু হয়। এ দেশে ইসলামের ইতিহাস অনেক পুরাতন ও ব্যাপক। ধর্মীয়, সামাজিক, সংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিভিন্ন সংকট সত্ত্বেও ধীরে ধীরে অগ্রসরমান একটি দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ। কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূল উপাদান সৎ ও যোগ্য নাগরিক গঠনের উদ্দেশ্যে মানুষের আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে এখানে সরকারি এবং বেসরকারিভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপের কিছুটা অবদান থাকলেও বাস্তবতার তুলনায় মোটেও যথেষ্ট নয়। এ জন্য দরকার আল কুর'আনের আলোকে সামগ্রিক সংস্কারমূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং সে অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে আল কুর'আনের বিধি-বিধান প্রবর্তন।

*Dhaka University Institutional Repository*

Dcmsnvi

# Dcmsnvi

মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। জ্ঞান, বিবেক, বাকশক্তি ও লিখনি শক্তির বিবেচনায় মানুষ অতুলনীয় সেরা জীব। বিভিন্ন ইতিবাচক ও নেতিবাচক স্বভাবের কারণে মানুষ অতি জটিলতম এক সৃষ্টি। মানুষের স্বভাব এতোই জটিল ও বহুমুখী যে, পৃথিবীর কোন দার্শনিক বা বিজ্ঞানির পক্ষেই এ বিষয়ে চূড়ান্ত কোন মতামত প্রদান সম্ভব হয়নি। তাই মানুষকে কোন মানবীয় নিয়ম নীতি বা 'আইন দিয়েই নিয়ন্ত্রণ করা প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব। আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশিত জ্ঞানই কেবল মানুষের কল্যাণ এবং অকল্যাণের পথ প্রদর্শন করতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে 'রুহ্' বা আত্মা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং এ আত্মার স্বাধীনতাই তাকে তাঁর প্রতিনিধিত্ব লাভের যোগ্য করেছে। আত্মার স্বাধীনতাকে ব্যবহার করে মানুষ নিজের ভিতর লুকায়িত খারাপ স্বভাবের দিকে ধাবিত হয়ে খারাপ পরিণতি লাভ করতে পারে আবার খারাপ স্বভাবকে দমন করে ন্যায় স্বভাবের বিকাশ ঘটানোর মাধ্যমে পৃথিবীতে সফলতা ও পরকালে জান্নাত লাভ করতে পারে। যদি সে খারাপ স্বভাবকে দমন করে আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা বা আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে পারে, তবেই তার দ্বারা আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্ব লাভ করা সম্ভব। আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বব্যবস্থায় আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠিত থাকবে এটিই হচ্ছে মানুষের আত্মশুদ্ধির প্রকৃত উদ্দেশ্য।

আল্লাহ্ তা'আলা আল কুর'আনে মানুষের মানবীয় জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব, উদ্ভাবন ও বিশ্লেষণের ক্ষমতা, বিবেকের শক্তি ও স্বাধীনতার কথা বর্ণনা করেছেন। যাতে মানুষ তার নিজের সম্পর্কে এবং সমাজে অন্যান্য মানুষ সম্পর্কে নিশ্চিত প্রয়োজনীয় মৌলিক জ্ঞান লাভ করতে পারে। কারণ, একে অন্যের সাথে বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা, আনুগত্য, নেতৃত্ব, ব্যবসা বাণিজ্য ও সামাজিক যোগাযোগ এবং সম্পর্ক ইত্যাদি ব্যতীত মানব সমাজ কল্পনাই করা যায় না। এছাড়া মানুষ গোটা সৃষ্টি জগতের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে জ্ঞান ও বিবেকের এক উচ্চতম শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেই সৃষ্টি করেছেন।

সৃষ্টিগতভাবেই মানুষের মধ্যে কিছু সহজাত নেতিবাচক প্রবৃত্তি বিদ্যমান। সেগুলো হচ্ছে স্বেচ্ছাচারিতা ও নৈরাজ্য, ভয় ও কাপুরুষতা, উদাসীনতা, জড়তা ও স্থবিরতা, কৃপণতা, অহংকার, লালসা ও জোর জবরদস্তি প্রবণতা, অদূরদর্শিতা এবং সংশয়বাদিতা ও দুর্বলমনা ইত্যাদি। এ ছাড়া মানুষের অন্তরের ক্ষতিকর রোগসমূহের মধ্যে সর্বাধিক ক্ষতিকর হিসেবে প্রমাণিত যেগুলো তা হচ্ছে অহংকার, হিংসা, মিথ্যাচার, ক্রোধ, ভোগের মোহ, দীর্ঘ আশা আকাঙ্খা, লৌকিকতা, সুখ্যাতির প্রবণতা, শক্রতা পোষণ করা, লালসা, পরনিন্দা ও আত্ম-গৌরব ইত্যাদি। এসমস্ত নেতিবাচক প্রকৃতি ও আবেগ অনুভূতি মানুষ বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে প্রকাশ করে থাকে। সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে মানব স্বভাবকে পরিচ্ছন্ন করাই হচ্ছে আল কুর'আনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রধান কাজ।

আল কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে সকল প্রকার পাপ, অপরাধ, অশালীনতা, বেহায়াপনা, কলুষতা প্রভৃতি থেকে প্রকাশ্য এবং গোপনে নিজেকে মুক্ত রাখাই হচ্ছে আত্মশুদ্ধি। আত্মশুদ্ধির জন্য অন্তরকে সকল প্রকার আভ্যন্তরীণ নাপাকি বিশেষ করে কুফ্‌র, শিরক, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের উপর ভরসা করা, পরনিন্দা, অহংকার, ক্রোধ, কৃপণতা, লোভ, হিংসা, পৃথিবীর মোহ, লৌকিকতা প্রভৃতি থেকে মুক্ত করতে হবে এবং অন্তরে সকল প্রকার ভালো ও সৎ গুণ বিশেষ করে ইখলাস, তাকওয়া, তাওক্কুল, সবর, শোকর প্রভৃতিকে তদস্থলে প্রতিস্থাপন করতে হবে।

মানুষের আত্মশুদ্ধি হচ্ছে মহৎ গুণাবলীসমূহ অর্জনের মূল প্রেরণা শক্তি। এর তাত্ত্বিক ভিত্তি হচ্ছে উন্নত চেতনা বোধ, ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপন ও আদর্শ রীতি-নীতির এক অপূর্ব সমন্বয়। এগুলো হচ্ছে পরিতৃপ্তি, জাগতিক নির্মোহ, পবিত্র হওয়া, গভীর ও পবিত্র ধ্যান, সদা সতর্কতা, আত্মসচেতনতা, সাহসিকতা, জ্ঞানার্জনের আগ্রহ, আত্মার পরিচ্ছন্নতা, বড়দের সম্মান করা, ছোট দুর্বল বা অসুস্থ্যদের

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি যত্নবান হওয়া, সমস্ত মানুষ ও সকল প্রকার সৃষ্টির প্রতি নিয়মানুযায়ী সহানুভূতি প্রদর্শন, লেন-দেনের ক্ষেত্রে সদয় আচরণ, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতি সমবেদনা, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের মাধ্যমে সৌন্দর্য মণ্ডিত হওয়া, তাওহিদে বিশ্বাসিদের সাথে পরস্পর সহযোগিতা করা, এমন প্রত্যেক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে মু'মিনদেরকে সাহায্য করা যা তাদের ঐক্য রক্ষায় সহায়ক হয়, তাদের বিভিন্ন মতকে একত্রিত করে এমন পথ বের করে দেয়া যার মাধ্যমে স্বাধীনতা, সামাজিক ন্যায়-নীতি, নিরাপত্তা, চুক্তি, শান্তি, প্রশান্তি, সৌভাগ্য, স্বাচ্ছন্দ্য এবং সমৃদ্ধি অর্জিত হয়।

অপরদিকে কোনো জিনিসকে সঠিক বা বেঠিক বিচার করা যায় যে বিশেষ বোধশক্তি, বুঝশক্তি বা জ্ঞানশক্তি দিয়ে সেটিই হচ্ছে মূল্যবোধ। অর্থাৎ গ্রহণ বা বর্জনের মাপকাঠিই হচ্ছে মূল্যবোধ। আর নৈতিক জ্ঞান তথা আল কুর'আন, সুন্নাহ্র জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে সৎ চিন্তা এবং ন্যায় কর্মের যে বিশেষ শক্তিশালী অভ্যাস ও চেতনাবোধ উঠে সেটিই হচ্ছে নৈতিক মূল্যবোধ। কোন জিনিস পরিত্যাগ অথবা গ্রহণ করার সিদ্ধান্তের জন্য সেটি জীবনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে আনন্দ, উপভোগ বা লাভের কারণ কিনা এটি না দেখে জীবনের শেষ পর্যায়ে চূড়ান্ত ফলাফলের দিক থেকে কেমন হতে পারে এ বিবেচানবোধ থেকে যে সুক্ষ্ম চিন্তাশক্তি অর্জিত হয়, তাই হচ্ছে নৈতিক মূলবোধ। আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ একটি আরেকটি পরিপুরক। আত্মশুদ্ধি ব্যক্তির উন্নত পর্যায়ের স্বভাব দ্বারা প্রকাশ পায় আর নৈতিক মূল্যবোধ পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উন্নত ন্যায়-নীতির অনুসরণ দ্বারা প্রকাশ পায়।

আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধের অনুপস্থিতিতে মানুষের মধ্যে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থ বিরোধী যে সমস্ত অবহেলা, অযুহাত, অন্যায় এবং অপরাধ প্রবণতা দেখা দেয় সেগুলোই দুর্নীতির মূল কারণ। এ জন্য মানব স্বার্থ বিরোধী শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে কোন অপরাধই দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত। অন্যের অর্থ সম্পদ আত্মসাৎ, অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ন করা, মিথ্যা কথা বলা, সত্য অস্বীকার করা, মিথ্যা শপথ করা, লুট, অপহরণ, ছিনতাই, চুরি, প্রতারণা, জুয়া, গান বাজনার পারিশ্রমিক, বিভিন্ন অন্যায় চুক্তি ও লেনদেন, ঘুষ গ্রহণ, অপব্যয়, অপচয়, অপব্যবহার, মিথ্যাচার, মিথ্যার অপনোদনে সক্রিয় না হওয়া, অঙ্গীকার করে তা রক্ষা না করা, চুক্তি ভঙ্গ করা, কাজে ফাঁকি দেয়া, দায়িত্বে অবহেলা করা, দায়িত্বকে গুরুত্বহীন মনে করা, দায় এড়িয়ে চলা, অলসতা করা, অপ্রয়োজনীয় কাজে সময় ও সম্পদ নষ্ট করা, বাজারে কৃত্তিম সংকট তৈরি করে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির চেষ্টা, পণ্যের দোষত্রুটি গোপন করে বিক্রি করা, পণ্য বিক্রয়যোগ্য হওয়ার পূর্বেই বিক্রয় করা, ক্ষতিকর পণ্যের ব্যবসা করা এবং অবৈধ পণ্যের ব্যবসা করা ইত্যাদি আল কুর'আনের দৃষ্টিতে দুর্নীতি।

পদ বা ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে নির্ধারিত প্রাপ্যের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করা বর্তমান প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে সংঘটিত হয়। একজন কর্মচারি তার কাজের বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাতা গ্রহণ সত্ত্বেও জনগণকে জিম্মি করে অথবা বাড়তি সুবিধা দেয়ার মাধ্যমে অতিরিক্ত কোন সুবিধা গ্রহণ করা, মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করে অর্থ সম্পদ আদায় করা, অফিসের ফাইল চুরি, তথ্য চুরি, ভাউচার চুরিসহ যে কোন ধরনের চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাই, যে কোন ধরনের ধোঁকা ও প্রতারণা, অপপ্রচার, অপবাদ, পরিকল্পিত অপমান, বিভ্রান্তি, উস্কানি, হয়রানি, বঞ্চিতকরণ ও স্বার্থ হরণ করা আল কুর'আনের দৃষ্টিতে দুর্নীতি। সর্বোপরি আল কুর'আনের দৃষ্টিতে ইসলামি শারি'আহ্ অনুমোদিত নয় এমন সকল কর্মকাণ্ডই দুর্নীতি।

এরূপ দুর্নীতি প্রবণ নাগরিক এ সমাজেরই সৃষ্টি। দুর্নীতির দুষ্ট চক্রে বন্দি আজ গোটা বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা। মানুষকে দুর্নীতি প্রবণতা থেকে মুক্ত করে উন্নত চরিত্রবান নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা মূলত রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব। মানুষ যখন রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি ও পরিকল্পনার মাধ্যমে এবং নিজেদের প্রচেষ্টার দ্বারা আত্মশুদ্ধি অর্জনের কারণে আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা লাভ করবে এবং তার মধ্যে আল কুর'আনের আলোকে উন্নত মূল্যবোধ সৃষ্টি হবে। তখনই সে যাবতীয় অন্যায়, অপরাধ ও দুর্নীতি মুক্ত থাকতে পারবে। একটি সমৃদ্ধশালী সমাজ ও উন্নত রাষ্ট্রীয় কাঠামো বিনির্মাণের জন্য সর্বপ্রথম দরকার

*Dhaka University Institutional Repository*

নাগরিকগণের চরিত্রের মান উন্নয়ন। মানুষের চরিত্রের মান উন্নয়ন কেবল আল কুর'আনের আলোকে সামগ্রিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সম্ভব।

মানুষের আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জন করার জন্য সরাসরি আল কুর'আনের বিধি-বিধান অনুশীলন ও বাস্তবায়ন করার কোন বিকল্প নেই। কারণ আল কুর'আনই মানুষের পরিশুদ্ধির জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক অবতীর্ণ এক মহা বিশ্বয়কর গ্রন্থ। মানুষের প্রশিক্ষণ ও পবিত্রতা অর্জনের জন্য তিনি এর বাস্তবায়নকারী ও প্রশিক্ষক হিসেবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে মনোনীত করেছেন। এ কুর'আন মানুষকে উদ্দেশ্য করেই অবতীর্ণ করা হয়েছে। পৃথিবীতে বিদ্যমান শির্ক, কুফর, মূর্খতা, অজ্ঞতা, অন্যায়, অসত্য, অবিচার, অনাচার, অশ্লীলতা, অসাস্থ্য, অনুৎপাদন ও অমানবিকতা ইত্যাদির দূরীভূত করে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান, আনুগত্য, তাঁর ভয় ও প্রতিনিধিত্ব ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা কার্যকর করাই হচ্ছে আল কুর'আনের মূল উদ্দেশ্য।

সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে মানুষের জন্য যে বিষয়টি সব চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে আল কুর'আনের আলোকে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জন। মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের পিছনে যে সমস্ত উপাদান বিদ্যমান তার মধ্যে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নৈতিকতা মানব চরিত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে মানবীয় গুণাবলীর সমাবেশ ঘটে। যার আত্মা যত বেশি পরিশুদ্ধ সে তত বেশি নীতিবান। অনুরূপভাবে যে নৈতিক চরিত্রের অধিকারী তার আত্মা পরিশুদ্ধ। আল কুর'আনের শিক্ষা কারো অন্তরে আবেদন সৃষ্টি করার জন্য তার আত্মাকে অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হতে হবে। আল কুর'আন থেকে যথার্থ উপকার পেতে হলে প্রথমেই অন্তরাত্মাকে তার উপযুক্ত পাত্রে পরিণত করা প্রয়োজন। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নবুওয়াতের প্রথম জীবনে এ শুদ্ধি অভিযানেই দীর্ঘ সময় ব্যয় করেছেন।

তিনি ইসলামের দা'ওয়াত সম্প্রসারণের জন্য মানুষের চিন্তা প্রসূত ভৌগোলিক বা ভাষাগত 'আরব জাতীয়তাবাদ, বিত্তহীনদের অর্থনৈতিক মুক্তি অথবা সংস্কারবাদী আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করেননি। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে মানুষের নিকট কেবল আল কুর'আনের দা'ওয়াত দিয়েছেন। মুসলিমগণকে সে আলোকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং সমাজের সকল পর্যায়ে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করেছেন। এ কুর'আনের শিক্ষা যারাই গ্রহণ করেছেন, তাদেরই হৃদয় কুসংস্কার ও গোঁড়ামী থেকে মুক্তি পেয়েছে এবং সত্যের চিরন্তন আলো তাদের হৃদয়ে জ্বলে উঠেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং সাহাবাগণ দুর্নীতি, অন্যায়, অত্যাচারে জর্জরিত জাহেলি সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবিরাম চেষ্টা সাধনা করে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে তাঁর বিধান পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে আত্মশুদ্ধি অর্জন করা আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় অবস্থা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় রাষ্ট্রের প্রতিটি বিভাগই আজ নৈতিক অধঃপতনে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে। যেভাবে মানুষের নৈতিকার পদস্খলন ঘটছে তাতে মানুষের আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি ছাড়া এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই। ইসলাম বিরোধী শক্তি বাংলাদেশ এবং বিশ্বের অধিকাংশ মানুষের হৃদয়গুলোকে কুফরি, শির্কি জীবনাদর্শের বিভ্রান্তির অন্ধকারে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছে। অথচ আজ আমাদের জীবনাচরণ এবং সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আল কুর'আনের বিধি-বিধানের পূর্ণ অনুসরণ নেই। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষণা হচ্ছে আল কুর'আনই একমাত্র বিশুদ্ধ জীবনাদর্শ, বিশুদ্ধ চিন্তা ও পরিশুদ্ধ আত্মা গঠনের জ্ঞানউৎস। বিশ্বের ইতিহাস ও বর্তমান প্রেক্ষাপট এ ঘোষণার জীবন্ত সাক্ষী।

এ জন্য বাংলাদেশের সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে কুর'আনের আলোকে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জন করার জন্য ব্যক্তিগত জীবনে কঠোর সাধনা, অধ্যবসায় ও ত্যাগ স্বীকার করা একান্ত জরুরি। পরিবারকে এ ক্ষেত্রে নিজস্ব পরিমণ্ডলে সামগ্রিক ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করার দায়িত্ব নিতে হবে। দায়িত্ব নিতে হবে প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজন একে অপরের বিষয়ে। সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে সবচেয়ে বেশি একারণে যে, সামাজিক রীতিনীতি, শাসন, তিরস্কার ও সম্মানকে মানুষ সবচেয়ে

Dhaka University Institutional Repository

বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বিজ্ঞ ‘আলিমগণকে তাদের ভূমিকা আরো বৃদ্ধি করতে হবে। শিক্ষকগণকে হতে হবে আরো আন্তরিক ও পরিপূর্ণ যত্নবান। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেও হতে হবে পরম দায়িত্বশীল। শিক্ষা উদ্যোক্তাগণকেও অবধারিত দায়িত্ব মনে করে এগিয়ে আসতে হবে। ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী সাংবাদিক, মিডিয়া কর্মী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, কবি, সাহিত্যিক, গল্পকার, ছড়াকার, প্রাবন্ধিক এবং রাজনীতিবিদ সকলকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব সরকারের। কারণ বর্তমান প্রেক্ষাপটে একটি জাতিকে সরকার যে দিকে নিয়ে যেতে চায় জাতি সে দিকেই যেতে বাধ্য হয়। সকল আর্থিক এবং ‘আইনগত শক্তি সরকারে করায়ত্বে থাকার কারণে সরকার এ ক্ষেত্রে স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে। সরকার শিক্ষা ব্যবস্থা সংশোধন, সামাজিক রীতি নীতির পরিবর্তনের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিমার্জন, অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় পরিবর্তন, ধর্মীয় বিষয়ে সত্যের প্রসার এবং বিভ্রান্তি অপনোদনের দায়িত্ব নিলে নাগরিকগণের ব্যাপকভাবে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জন সহজ হয়ে যায়। সরকার রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রতিটি স্তরে আল কুর’আনের বিধি-বিধান প্রয়োগ করলে, কেউ ‘আইন ভঙ্গ করলে বা কোন অপরাধমূল কর্মকাণ্ড সংঘটিত করলে আল কুর’আনের বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা নিলে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের পথ প্রশস্ত হয়।

মোটকথা আল্লাহ্ তা‘আলা মানুষকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করার মাধ্যমেই প্রকৃত মানুষের মর্যাদা দিয়েছেন এবং তাদেরকে পবিত্র করার জন্য আল কুর’আন অবতীর্ণ করেছেন। মানুষের পরিশুদ্ধির একমাত্র দালিল হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব আল কুর’আন এবং এর আলোকে মানুষকে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য প্রেরিত হয়ে ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সকল অন্যায় অপরাধ ও দুর্নীতি দূর করে তদস্থলে ন্যায়-নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে হলে মানবসৃষ্ট সকল মতবাদ, পথ, পন্থা বা তরিকা পরিহার করে ব্যক্তি পর্যায়ে আল কুর’আনের পূর্ণ অনুসরণ ও অনুশীলন করতে হবে। সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে ও সকল স্তরে আল কুর’আনের বিধি-বিধান প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

# গ্রন্থপঞ্জি

# গ্রন্থপঞ্জি


১. আল কুর'আন

২. মাওলানা আমিন আহ্সান ইসলাহি, অনু. সৈয়দ মোহাম্মদ জহীরুল হক, Ki0Avb M‡eIYvi gjbwZ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০০হি./১৯৮০ খ্রি.

৩. ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ, Ki0Avb cwiwPwZ, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৫ খ্রি.

৪. ড. মুহাম্মদ হুসাইন, AvZ Zvdwmi Iqvj gdvmwmiæb, করাচি: ইদারাতুল কুর'আন ওয়াল 'ইল্ম, তাবি.

৫. আবু 'আবদিল্লাহ্ হুসাইন ইব্ন ইবরাহিম, Avj Ki0Avbj Kwig, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯০ খ্রি.

৬. ড. মুজীবুর রহমান, evsjv fvIvq Ki0Avb PPv, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খ্রি.]

৭. মুফতি মুহাম্মদ শফি', অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, gv0Awidj K0iAvb, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০৯ হি./১৯৮০ খ্রি.

৮. আস সুয়ূতি, Avj BZKvb wd Djwgj Ki0Avb, বৈরুত: দারু ইহয়াউ 'উলূম, খ. ১, ১৪০৭ হি./ ১৯৮৭ খ্রি.

৯. খুররম মুরাদ, অনু. কামারুজ্জামান, Ki0Avb Aa¨qb mnwqKv, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৭ খ্রি.

১০. মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ আল কুরতুবি, Avj-RwgO0D wj AvnKwgj Ki0Avb, বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, তাবি.

১১. আর রাগিব আল ইসফাহানি, Avj gdiv' wd Mwiwej Ki0Avb, বৈরুত: দারু মাকতাবাতিল হিলাল ১৯৯১ খ্রি./১৪১১ হি.

১২. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াকুব মাজদুদ্দিন আল ফিরোজাবাদি, Avj Kvgmj gwnZ, কায়রো: আল মাকতাবাতুত তাওফিকিয়্যাহ্, খ. ১, তাবি.

১৩. মুহাম্মদ 'আব্দুল 'আযিম আয যারকানি, gvbwnjj 0Bidvb wd 0Djwgj Ki0Avb, মিশর: দারুত তাওফিকিয়্যাহ্ লিত তুরাস, খ. ১, ২০১১ খ্রি.

১৪. মুহাম্মদ আলি আস সাবূনি, AvZ wZeBqvb wd 0Djwgj Ki0Avb, বৈরুত: আলামুল কুতুব, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৫ খ্রি.

১৫. ড. মুহাম্মদ হুসাইন, AvZ-Zvdwmi Iqvj gdvmwmiæb, করাচি: ইদারাতুল কুর'আন ওয়াল 'উলুম, ১৪০৬/১৯৮৭

১৬. মাওলানা জা'ফর আহমাদ 'উসমানি, AvnKvgj Ki0Avb, করাচি: 'ইদারাতুল কুর'আন ওয়াল 'উলুমিল ইসলামিয়্যাহ্, ১৪১৩ হি.

১৭. 'আলি ইব্ন মোহাম্মদাল 'আমিদি আল হাসান, Avj GnKvg wd 0Djwgj AvnKvg, বৈরুত: দারু কিতাবিল 'আরাবি, ১৪০৪ খ্রি., খ. ১

১৮. মাজদুদ্দিন আল ফিরোযাবাদি, Avj Kvgmj gwnZ, কায়রো: আল মাকতাবাতুত তাওফিকিয়্যাহ্, ৭২৯ খ্রি.) খ. ২

১৯. মান্না আল কাত্তান, gvewwnQ wd 0Djwgj Ki0Avb, বৈরুত: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ্, ২৬তম সংস্করণ, ১৯৯৫ খ্রি.

২০. মুহাম্মদ তাকি 'উসমানি,0Djgj Ki0Avb, মিশর: দারুল কিতাবুল 'আরাবি, তাবি., খ. ১

২১. আব্দুস শহীদ নাসিম, Avj Ki0Avb AvZ Zvdmxi, ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৯ খ্রি.

২২. মাওলানা আব্দস শহীদ নাসিম, Avj KiAvb mnR evsjv Abev', ঢাকা: বাংলাদেশ কুর'আন শিক্ষা সোসাইটি, ১ম প্রকাশ, ২০১২ খ্রি.

২৩. সাইয়্যেদ কুতুব, wd whjwjj Ki0Avb, কায়রো: দার আল শুরুক, ১৪০২ হি.

২৪. 'আল্লামা মাহমুদ ইব্ন 'উমর আল যামাখশারি, Avj Kvkkvd, বৈরুত: দারুল মা'রিফা, তা. বি.


*Dhaka University Institutional Repository*

২৫. শায়খ মুহাম্মদ ‘আব্দুল ‘আযিম আয যারকানি, gvbvwnjj ÔBidvb wd ÔDjywgj KziÔAvb, কায়রোঃ দারু ইয়াহইয়াইল কুতুবিল ‘আরাবিয়্যা, ১৯৮০ খ্রি.

২৬. মাওলানা জা‘ফর আহমাদ ‘উসমানি, AvnKvgj KziÔAvb, করাচিঃ ইদারাতুল কুর’আন ওয়াল ‘উলুমিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪১৩ হি.

২৭. আবু জা‘ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারির আত তাবারি, RvwgÔDj eqvb Avb Avwqj KziÔAvb, তাফসিরে তাবারি হিসেবে প্রসিদ্ধ , বৈরুতঃ দারুল মা‘রিফা, ১৪০৬ হি/১৯৮৬ খ্রি.

২৮. মাওলানা আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম অনূদিত, ‘Zvdmx‡i Dmgvbx, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, খ. ১, ২০০৪ খ্রি.

২৯. আব্দুস সালাম মিতুল সম্পাদিত, Zvdmx‡i mvC‘x, ঢাকাঃ গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ২০০৮ খি.

৩০. আবু দাউদ আস্ সিজিস্তানি, mbvb Ave ‘vD‘, সিরিয়াঃ দারুল হাদিস, ১৯৭০ খ্রি.

৩১. মুহাম্মদ ইব্‌ন ‘আবদিল্লাহ আল হাকিম, gvÔwidvZ ÔDjywgj nvw‘m, বৈরুতঃ ১৪০৬/১৯৮৬ খ্রি.

৩২. আল ইমাম আল বুখারি, mwnn Avj eLvwi, ইস্তাম্বুলঃ আল মাকতাবাত আল ইসলামিয়া, ১৯৮১ খ্রি.

৩৩. আবু ‘ঈসা আত তিরমিযি, Rvwg AvZ wZiwgwh, বৈরুতঃ দারু ইয়াহয়িউত তুরাস, তা. বি.

৩৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আল হাজ্জাজ আল কুশাইরি, ইমাম মুসলিম, mwnn gmwjg, বৈরুতঃ দারু ইহইয়াইত তুরাসিল ‘আরাবি, তা.বি.

৩৫. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, nv‘xm msKj‡bi BwZnvm, ঢাকাঃ ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৯৭ খ্রি.

৩৬. বিচারপতি মালিক গোলাম আলী, আব্দুস শহীদ নাসিম সম্পাদিত, ivmv‡qj I gvmv‡qj, ঢাকাঃ শতাব্দী প্রকাশনী, ১৯৯৫ খ্রি.

৩৭. ড. আহমদ আশ শারবাসি, AvLjvKj KziÔAvb, বৈরুতঃ দার আর রায়িদ আল ‘আরাবি, ১৯৭১ খ্রি.

৩৮. ইব্‌ন হাজর আল আসকালানি, dZû Avj evwi, রিয়াদঃ দার আল ইফ্‌তা, ১৪০১ হি.

৩৯. ‘আল্লামা আবু জা‘ফর মুহাম্মদ ইবন জারির তাবারী, অনু. মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন ও অন্যান্য, Zvdmx‡i Zvevix kix‡d, ঢাকাঃ ইফাবা, ১৯৯৪ খ্রি., খ. ৬

৪০. মাওলানা মুহাম্মদ যোবায়ের ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, Bmjv‡gi e¨emvq I evwYR¨ AvBb-1, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক ল’ রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, খ. ১, ২০১৫ খ্রি.,

৪১. অধ্যাপক মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, Avãi iDd †PŠaix iPbv mgMÖ- 3, ঢাকাঃ নসাস, ২০০৩ খ্রি.

৪২. সম্পাদনা পরিষদ, mxivZ ¯§iwYKv, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৭ হি.

৪৩. মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, †gv¯Ídv PwiZ, ঢাকাঃ ঝিনুক পুস্তিকা, ১৩৭৬/১৯৭৫

৪৪. মুহাম্মদ আবদুল মা‘বুদ, Avmnv‡e ivmj (mv.), ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৪১৩/১৯৯৩

৪৫. মুফতি মুহাম্মদ শাফি‘ ও আশরাফ ‘আলি থানভি, gvKv‡g mvnvev I Kvivgv‡Z mvnvev, ঢাকাঃ মোহাম্মদী লাইব্রেরি, ১৪১৩/১৯৯৩

৪৬. আব্দুল মওদুদ, gmwjg gbxlv, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০খ্রি.

৪৭. মুহাম্মদ রিদওয়ানুল হক ও খালিদ সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী, Zwi‡L ÔAvjv‡g Bmjwg, ঢাকাঃ রিদওয়ানিয়া লাইব্রেরি, ১৩৭৮/১৯৭৭

৪৮. আ. ত. ম মুছলেহ উদ্দীন, Avix mvwn‡Z¨i BwZnvm, ঢাকাঃ ইফাবা. ১৯৮২ খ্রি.

৪৯. একে এম শওকত আলী খান, ¯vaxb evsjv‡‘‡ki Af¨‘‡q‡i BwZnvm, ঢাকাঃ গ্রন্থ কুটির প্রকাশনী, ২০১৪ খ্রি.

৫০. মোনায়েম সরকার, e½eÜ †kL gwRei ingvb : Rxeb I ivRbxwZ, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ২০০৮ খ্রি.

৫১. এবনে গোলাম সামাদ, AvZ¥ cwiP‡qi mÜv‡b, ঢাকাঃ র‍্যামন পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, ২০১৫ খ্রি.

*Dhaka University Institutional Repository*

৫২. হাসান হাফিজুর রহমান, evsjv‡`‡ki ¯^vaxbZv hy× : `wjjcÎ, ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২ খ্রি.

৫৩. ড. হারুন-অর-রশিদ, evsjv‡`k : ivRbxwZ miKvi I kvmbZvwš¿K Dbqb 1757-2000, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স

৫৪. আব্বাস আলী খান, evsjvi gymjgvb‡`i BwZnvm, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ৫ম প্রকাশ, ২০০৬ খ্রি.

৫৫. আব্দুল মান্নান তালিব, evsjv‡`‡k Bmjvg, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮০ খ্রি.

৫৬. গোলাম মুরশিদ, nvRvi eQ‡ii ev½vwj ms¯‹wZ, ঢাকা: অবসর পাবলিকেশন্স, ২০০৬ খ্রি.

৫৭. মোহাম্মদ সা'দাত আলী, evOvwj gymjgvb‡`i ms¯‹wZ, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ২০১৩ খ্রি.

৫৮. প্রফেসর ড. আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী, Bmjvgx wekwe`¨vjq BwZnvm I HwZn¨, কুষ্টিয়া: রাহিন রাশখাদ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ২০১৬ খ্রি.

৫৯. জুলফিকার নিউটন, ms¯‹wZi mgvRZË¡, ঢাকা: গাজী প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ২০১১ খ্রি.

৬০. ড. আবদুর রহমান রা'ফাত পাশা, অনু. মোহাম্মদ আব্দুল মোনয়েম, mvnvex‡`i wecøex Rxeb, ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ২য় মুদ্রণ, ২০১২ খ্রি.

৬১. মুহাম্মদ লুৎফর রহমান শেখ, Bmjvg : ivó I mgvR, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৪০৪/১৯৮৪

৬২. মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান, Aciva weÁvb, ঢাকা:বাংলা বাজার, ১৯৭৬ খ্রি.

৬৩. বুরহানুদ্দিন খান, Aciva weÁvb cwiwPwZ, যশোর: প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ১৯৮৬ খ্রি.

৬৪. গাজী শামছুর রহমান, Aciva we`¨v, ঢাকা: পল্লব পাবলিসার্স, প্রথম সংস্করণ,বাংলাদেশ বুক হাউজ, তাবি.

৬৫. আলিমুজ্জামান চৌধুরী, evsjv‡`k gwwjg AvBb, ঢাকা: অরণী প্রকাশনী, মহিউদ্দিন বুক হাউস, তাবি.

৬৬. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Bmjvg I gvbewaKvi, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, জুলাই-১৯৮৯ খ্রি.

৬৭. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Aciva cwZ‡iv‡a Bmjvg, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, জুলাই'১৯৮৯ খ্রি.

৬৮. শাহিদ 'আব্দুল কাদের আওদা, অনু. মাওলানা ছমির উদ্দিন, Bmjvgx AvB‡bi mswÿß BwZnvm, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮০ খ্রি.

৬৯. নির্মলেন্দু ধর, `Ðwewa I †dŠR`vix Kvhwewa, ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল, জানুয়ারী-১৯৮৩ খ্রি.

৭০. ডেপুটি কন্ট্রোলার বাংলাদেশ ফরমান ও প্রকাশনা অফিস, MYcRvZš¿x evsjv‡`k msweavb, ঢাকা: তেজগাঁও,১৯৯৩, ১৯৯১ খ্রি. পর্যন্ত সংশোধিত

৭১. ইব্ন খালদুন, অনু. গোলাম সামদানী কোরায়শী, Avj gKwÏgvn, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৬৬ খ্রি.

৭২. ড. আহমদ আলী, Bmjv‡gi kw¯Í AvBb, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯ খ্রি.

৭৩. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন-২০০৯, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন মন্ত্রণালয়, ১৪ জুলাই, ২০০৯ খ্রি.

৭৪. আব্দুল মতিন খসরু, মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, MYcRvZš¿x evsjv‡`‡ki mswweavb, ঢাকা: ৩১ মে ২০০০ খ্রি.

৭৫. আল গাযালি, আব্দুল খালেক অনূদিত, †mŠfv‡M¨i cik gwb, ঢাকা: ইফাবা, খ. 1-4, ২০০৩ খ্রি.

৭৬. জাবেদ মুহাম্মদ, m"Pwi Î MV‡bi i/c‡iLv, ঢাকা: আদর্শ শিক্ষা ও গবেষণা সোসাইটি, ঢাকা, তা.বি.

৭৭. ইমাম শামসুদ্দিন আয যাহাবি, আবু সাদেক মুহাম্মদ নুরুজ্জামান অনুদিত, wKZvej Kvev‡qi, ঢাকা: ইফাবা. ২য় সংস্করণ, ২০০৫ খ্রি.


Dhaka University Institutional Repository

৭৮. মোহাম্মদ কুতুব, মোহাম্মদ আব্দুস সালাম সম্পাদিত, Bmjv‡gi cwkÿY c×wZ, ঢাকাঃ সিন্দাবাদ প্রকাশনী

৭৯. মাওলানা জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ রূমী (রহ.), অনু. মোহাম্মদ ঈশা শাহেদী, gmbex kixd, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৮ খ্রি.

৮০. ইফাবা গবেষণা বিভাগ, Avj KiÔAv‡b A_bxwZ, ঢাকাঃ ১৯৮৫-১৯৯০ খ্রি.

৮১. প্রফেসর ড. খুরশীদ আহমদ কর্তৃক সংকলিত, আব্বাস আলী খাঁন ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, Bmjvgx A_bxwZ, ঢাকাঃ শতাব্দী প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, ২০০২ খ্রি.

৮২. অনু. আব্বাস আলী খাঁন ও অন্যান্য, Bmjvgx A_bxwZ, শতাব্দী প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, ২০০২ খ্রি.

৮৩. আব্দুশ শহীদ নাসিম, Bmjv‡g A_ DcvRb, ঢাকাঃ শতাব্দী প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ২০০৮ খ্রি.

৮৪. আব্দুল খালেক, A_%bwZK e¨e¯vq hvKvZ, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪ খ্রি.

৮৫. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান অনুদিত, Bmjvgx ms¯wZi ggK_v , ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৭ খ্রি.

৮৬. আব্দুল মান্নান তালিব অনূদিত wLjvdvZ I qv gjwKqvZ, দিল্লীঃ মারকাযি মাকাতাবাহ্ ইসলামি

৮৭. আব্দুস শহীদ নাসিম সম্পাদিত, Bmjvg I cvðvZ¨ mf¨Zvi ‘Ü, ঢাকাঃ শতাব্দী প্রকাশনী, ২০০২ খ্রি.

৮৮. সম্পাদনা পরিষদ, nv‘xm I mvgwRK weÁvb , ঢাকাঃ ইফাবা, ২০০৪ খ্রি.

৮৯. মোঃ ইন্নাস আলী, evsjvi mgvR I ivRxbwZ, ঢাকাঃ কনফিডেন্স পাব.,অক্টো. ২০০২ খ্রি.

৯০. এ. এন. এম সিরাজুল ইসলাম, Bmjvgx kixqvn I mbvn, ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৪০৯/১৯৮৯

৯১. Ramanath Sharma, *Indian Social problems,* Bombay, Media promoters and publishers Pvt. Ltd. 1982

৯২. Bosworth smith Reverend : *Mohammad and Mohammadanism*(1889)

৯৩. Morrth S. Seale : *Muslim Theology,* London, 1964

৯৪. Well hausen J. : *Muslim Theology* London, 1947

৯৫. আব্দুস শহীদ নাসিম অনূদিত, Bmjvgx ivó I miKvi, ঢাকাঃ শতাব্দী প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি.

৯৬. মোঃ আতিকুর রহমান, evsjv‡‘‡ki cavb cavb mvgwRK mgm¨v I miKvix bxwZ, ঢাকাঃ আল কুরআন পাবলিকেশন্স, ২০০০ খ্রি.

৯৭. ড. মোঃ জাকির হুসাইন, Av_-mvgwRK mgm¨v mgvav‡b Avj nv‘x‡mi Ae‘vb: †cw¶Z evsjv‡‘k, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি.

৯৮. মুহাম্মদ আযীযুল হক ও অন্যান্য, Avj KiAv‡b A_bxwZ, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ ২০০৩ খ্রি., খ. ১

৯৯. সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, অনু. মাওলানা কেরামত আলী নিযামী, Bmjv‡g mvgwRK mwePvi, ঢাকাঃ ইসলামিয়া কুর'আন মহল, ২০০২ খ্রি.

১০০. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, cwievi I cwievwiK Rxeb, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৬ খ্রি.

১০১. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম অনূদিত, Bmjv‡gi ewbqv‘x wkÿv,ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮০ খ্রি.)

১০২. আব্দুল্লাহ আল-মাহমুদ অনূদিত, dx AvmgvÔvBi wiRvj, লক্ষ্মীপুরঃ সাহাবা প্রকাশনী, ১৪১৪/১৯৯৪ খ্রি.

১০৩. আবদুস শহীদ নাসিম, wmnvn wmËvi nv‘xm K‘mx , ঢাকাঃ ১৯৯৫ খ্রি.

১০৪. খন্দকার আবুল খায়ের অনূদিত nvKxKZ wmwiR, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৪শ সংস্করণ, ১৯৭৯ খ্রি.

১০৫. আব্দুল মান্নান তালিব সম্পাদিত, ¯vaxbZvi Rb¨ mwnZ¨, ঢাকাঃ বাংলা সাহিত্য পরিষদ, মার্চ ২০১০ খ্রি.

*Dhaka University Institutional Repository*

১০৬. ডা. জাকির নায়েক, পিস সম্পাদনা পর্ষদ কর্তৃক সম্পাদিত, †jKPvi mgM, ঢাকাঃ পিস পাবলিকেসন্স, ১ম সংস্করণ, ২০১০ খ্রি.

১০৭. বদরুদ্দীন উমর, ms¯‹…wZi msKU, ঢাকাঃ ১৯৮৪ খ্রি.

১০৮. ইয়াসির নাদীম, সম্পা. জয়নুল আবেদীন আব্দুল্লাহ, wekvqb: mv¤ªvR¨ev‡`i bZb ÷¨v‡UwR, ঢাকাঃ প্রফেসর'স পালিকেশন্স, ২য় সয়স্করণ, ২০০৮ খ্রি.

১০৯. আশরাফ আলী নিজামপুরী, wgwWqv mš¿vm, চট্টগ্রামঃ আল মাকতাবাতুত তাওফিক্বিয়্যাহ্, ৪র্থ সংস্করণ, ২০১০ খ্রি.

১১০. প্রফেসর ড. আব্দুর রহমান আরওয়ারী, gnvbex (mv.) Gi `vIqvZ chvqµwgK †KŠkj I gva¨g, ঢাকাঃ কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, ২০১২ খ্রি.

১১১. আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ, nv`x‡mi Av‡jv‡K gvbe Rxeb, ঢাকাঃ খেলাফত পাবলিকেশন্স, ২০০৩ খ্রি.

১১২. ড. আবু আমীনাহ্ বিলাল ফিলিপস, অনু. আব্দ আল আহাদ, সম্পা. আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক, w` dvÛv‡g›Uvjm Ad ZvIwn` GK, ঢাকাঃ সিয়ান পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ২য় মুদ্রণ ২০১৫ খ্রি.

১১৩. মোঃ আব্দুল হাই তালুকদার, 'উনিশ শতকে বাংলায় মানবতাবাদী চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ড, শরীফ হারুন সম্পাদিত, evsjv‡`k `kb: HwZn¨ I cKwZ AbmÜvb, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯ খ্রি.), খ. ৩

১১৪. ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, Bmjvg I Ab¨vb¨ gZev`, ঢাকাঃ আইসিএস পাবলিকেশন, ২০১৪ খ্রি.

১১৫. মুহাম্মদ আল ব্যুরে, অনু. আমীর মুহাম্মদ নসরুল্লাহ, ckvmwbK Dbqb: Bmjvgx `wó f½x, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ১ম প্রকাশ, ২০০৭ খ্রি.

১১৬. মুফতী ফজলুল হক আমিনী (রহ.), সম্পা. মুফতী মুহাম্মদ তৈয়ব হোসাইন, Av`k ivóbxwZ Av`k ivRbxwZ, ঢাকাঃ নতুন ডাক প্রকাশন, ২য় সংস্করণ, ২০১৩ খ্রি.

১১৭. ড. আবুল কালাম আযাদ (বাশার), cPwjZ wkiK I Zv †_‡K evPvi Dcvq, ঢাকাঃ আহসান পাবলিকেশন, ১ম প্রকাশ, ২০১৭ খ্রি.

১১৮. ড. এম ওমর চাপরা, অনু. ড. মাহমুদ আহমদ, Bmjwg `wó‡KvY †_‡K A_kv‡¯¿i fwel¨r, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ২০১১ খ্রি.

১১৯. ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপস, অনু. জমি তানভীর, সম্পা. ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী, mf¨Zvi msKU, ঢাকাঃ সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ২০১৬ খ্রি.

১২০. প্রফেসর মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী, A_©bwZK I AvÂwjK f‚Mvj, ঢাকাঃ বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লি. ১৯৯৭ খ্রি., খ. ২,

১২১. ড. সৈয়দ শাহজাহান আহমেদ, f‚Mvj, ঢাকাঃ কাজল ব্রাদার্স লি., ২০১১ খ্রি.

১২২. বশিরা মান্নান ও মোঃ নুরুল ইসলাম, Dbqb I mgvRKg, ঢাকা : অসডার পালিকেশন্স, ১ম সং, ১৯৮৩ খ্রি.

১২৩. Dr. M. Kabir Hassan, *The Bangladesh Economy in the 21st Century,* Dhaka: Public Relations Department, I B B L, 1st Ed., 2003

১২৪. মোঃ আবদুস সাত্তার, evsjv‡`‡k gv`ivmv wkÿv I mgvR Rxe‡b Zvi cfve, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি.

১২৫. আব্দুল হক ফরিদি, gv`ivmv wkÿv : evsjv‡`k, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫ খ্রি.

১২৬. A.K.M. Ayyub Ali, *History of Traditional Islamic Education in Banglsdesh*, Dhaka: I.F.B. 1983

১২৭. ড. হাসান মোহাম্মদ, evsjv‡`‡ki gv`vmv wkÿv, ঢাকাঃ এশিয়া পাবলিকেশন্স, তাবি.

১২৮. মাওলানা আবু তাহের নদ্ভী, KIgx gv`ivmv Kx I †Kb?, ঢাকাঃ আল-কাউসার প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৩ খ্রি.


*Dhaka University Institutional Repository*

১২৯. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর, RgAvi LZev I mgKvjxY cm½, ঝিনাইদহ, বাংলাদেশঃ ২০০৮ খ্রি.

১৩০. নাসির হেলাল সম্পাদিত, †Mvjvg †gv¯Ídv mgM, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকাঃ সুহৃদ প্রকাশন, ২০০৫ খ্রি.

১৩১. খন্দকার আশ্রাফ হোসেন সম্পাদিত, ডাঃ লুৎফর রহমান iPbv mgM, ঢাকাঃ ঝিনুক প্রকাশনী, ২০০৩ খ্রি.

১৩২. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, evsjv‡`k A_ˆbwZK mgxÿv 2013, ঢাকাঃ অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ২০১৩ খ্রি.

১৩৩. এ কে নাজমুল করিম, mgvRweÁvb mgxÿY, ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৯ খ্রি.

১৩৪. ‘আল্লামা ইয্যুদ্দীন বালীক (রহ.), অনু. হাফিজ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল, সম্পা. অধ্যাপক মোঃ আব্দুল মান্নান, wgbnvRm mv‡jnxb, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০০৮ খ্রি., খ. ১

১৩৫. আহমদ শরীফ সম্পাদিত, mswÿß evsjv Awfavb, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৪১২/১৯৯২ খ্রি.

১৩৬. মাওলানা আলাউদ্দীন আল আযহারী, ÔAviex-evsjv Awfavb, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৪১৩/১৯৯৩ খ্রি.

১৩৭. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjvgx wek‡Kvl, L. 1-26, ঢাকাঃ ইফাবা. ১৪১৭/১৯৯৬ খ্রি.

১৩৮. সম্পাদনা পরিষদ, mxivZ wek †Kvl, L. 1g-14k, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

১৩৯. জামালুদ্দিন ইব্‌ন মানযূর ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুক্‌রিম, wjmvbj ÔAvive, বৈরুতঃ দারু সাদির, ১৪১০/১৯৯০খ্রি.

১৪০. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, Aviex-evsjvAwfavb, ঢাকা : ইফাবা, ১ম প্রকাশ, ২০০৬ খ্রি.), খ. ১

১৪১. ড. শাওকি, সম্পা. মুহাম্মদ মুস্তাফা, Avj gÔRvgj IqwmZ, ঢাকাঃ আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ্‌, ২০১৩ খ্রি.

১৪২. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, Avj gÔRvgj Iqvdx, AvaywbK Aviex-evsjv Awfavb ঢাকাঃ রিয়াদ প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৬ খ্রি.

১৪৩. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, AvaywbK ÔAviex-evsjv Awfavb, ঢাকাঃ রিয়াদ প্রকাশনী, ৩য় সংস্করণ, ২০০৬ খ্রি.

১৪৪. A. t. Dev, *students favourite dictionary,* English to Bengoli, Colkata: Mallennium edition, 2001

১৪৫. A. s. Horn, *Oxford advanced learners Dictionary,* New York: Oxfrs University Press, 1993

১৪৬. সুভাস ভট্টাচার্য, msm` †e½wj-Bswjk wWK‡kvbwi, কলকাতাঃ ৩য় সংস্করণ, ২০০০ খ্রি.

১৪৭. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, Bgvg Zvnvfx (i.) Rxebl Kg, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৪১৮/১৯৯৮ খ্রি.

১৪৮. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আলমগীর, BwZnv‡mi Av‡jv‡K Avgv‡`i wkÿvi HwZn¨ I cKwZ, ঢাকাঃ বুক পয়েন্ট, ২য় সংস্করণ, ২০০৬ খ্রি.

১৪৯. ডঃ মোহাম্মদ হান্নান, evsjv‡`‡ki gw³h‡×i BwZnvm, ঢাকাঃ স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৯২ খ্রি.

১৫০. শহীদ আব্দুল কাদের আওদা, মাওলানা ছমির উদ্দিন, Bmjvgx AvB‡bi mswÿß BwZnvm , ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮০ খ্রি.

১৫১. হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইব্‌ন কাসির, অনু. ড. মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান, Zvdmxi Be‡b Kwmi, হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬ খ্রি.

১৫২. মাও. মাহমুদুল হাসান (রহ.) ও মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানি (রহ.), অনু. মাও.আবম সাইফুল ইসলাম, Zvdmx‡i Dmgwb, ঢাকাঃ ইফাবা, ১৯৯৬ খ্রি.

১৫৩. মাওলানা আমিন আহসান ইসলাহি, অনু. সৈয়দ মোহাম্মদ জহীরুল হক, KiÔAvb M‡elYvi


*Dhaka University Institutional Repository*

gjbwZ, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০০হি./১৯৮০ খ্রি.
১৫৪. ‘আল্লামা কাযী মুহাম্মদ সানা উল্লাহ্ পানীপথী (রহ.), সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত, Zvdmx‡i gvhnvix, ঢাকাঃ ইফাবা, ২০০৫ খ্রি.
১৫৫. অনু. মাও.আব্দুল মান্নান তালিব, সম্পা. হাফেজ আকরাম ফারুক, Zvdnxgj KiAvb, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, খ. ১-১৯, ২০০২ খ্রি.
১৫৬. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমেদ, Zvdmxi dx wlhjwjj †KviAvb, ঢাকাঃ আল কুরআন একাডেমী লন্ডন, বাংলাদেশ সেন্টার, ২০০৭ খ্রি., খ. ১-২২
১৫৭. ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল বুখরি (রহ.), সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত eLvix kixd, ঢাকাঃ ইফাবা, ২০০৫ খ্রি.
১৫৮. ‘আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, অনু. খাদিজা আক্তার রেজায়ী, Avi ivnxKj gvLZg, ঢাকাঃ আল কুরআন একাডেমী লন্ডন, বাংলাদেশ সেন্টার, ২০০৭ খ্রি.
১৫৯. মাওলানা জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ রূমী (রহ.), অনু. মোহাম্মদ ঈশা শাহেদী, gmbex kixd, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৮ খ্রি.
১৬০. নঈম সিদ্দিকী, অনু. আকরাম ফারূক, সম্পা. আব্দুস শহীদ নাসিম, gvbeZvi eÜ gnvb¤§‘ imjjøvn (mv.), ঢাকাঃশতাব্দী প্রকাশনী, ১৯৯৮ খ্রি.
১৬১. মুফ্তি মুহাম্মদ তাকি উসমানি, অনু. মাওলানা মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন ও মাওলানা ফযলুদ্দিন শিবলী, Bmjvnx gvRwjm, ঢাকাঃ মুমতাজ লাইব্রেরী, ২০০৯ খ্রি.
১৬২. অনু. আব্দস শহীদ নাসিম, আকরাম ফারুক ও অন্যান্য, Bmjvgx ivó I msweavb, ঢাকাঃ শতাব্দী প্রকাশনী, ১৯৯৭ খ্রি.
১৬৩. ‘আল্লামা ইফসুফ আল কারযাভি, অনু. ড. মাহফুজুর রহমান, D‡cÿv I DMZvi †eovRv‡j Bmjvgx RvMiY, ঢাকাঃ খায়রূন প্রকাশনী, ২০০৪ খ্রি.
১৬৪. ইমাম গাযালি, অনু. মুফতি মুহাম্মদ উবায়দুল্লাহ, gKv‡kdvZj Kje, ঢাকাঃ দারূল কিতাব, ২০০৩ খ্রি.
১৬৫. স্যার সৈয়দ আমীর আলী, অনু. ও সম্পা. মাসহুদ হাস্য়ান, দ্য w¯úwiU Ae Bmjvg GÛ G mU wnw÷ Ae ‘¨ m¨viwmY, ঢাকাঃ জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ২০০৯ খ্রি.
১৬৬. আব্দুর রহমান বারাকাত পাশা, অনু. হাফেজ মাওলানা মাসউদুর রহমান, Zv‡eC‡‘i Bgvb‘xß Rxeb, ঢাকাঃ রাহনুমা প্রকাশনী, ২০১১ খ্রি.
১৬৭. সাইয়্যেদ কুতুব, অনু. মহাম্মদ খলীলুর রহমান মুমিন, Avj KiAv‡bi ˆkwíK †mš›‘h, ঢাকাঃ খায়রূন প্রকাশনী, ১৯৯৭ খ্রি.
১৬৮. সাইয়্যেদ কুতুব, অনু. মাওলানা গোলাম সোবহান সিদ্দিকী, Avj KiAv‡b wKqvg‡Zi ‘k¨, ঢাকাঃ ইফাবা, ২০০৪ খ্রি.
১৬৯. মাওলানা মুহাম্মদ মানযুর নো‘মানি ও মাওলানা যাকারিয়া সাম্বলি, অনু. মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ আব্দুল হাই, gvÔAwidj nv‘xm, L. 8, ঢাকাঃ ইফাবা, ২০০৭ খ্রি.
১৭০. মাওলানা বদরে আলম মিরাঠী, অনু. আবুল কালাম আযাদ, ZiRgvbm mbvn, ঢাকাঃ ইফাবা, ২০১১ খ্রি.
১৭১. আব্দুল গাফ্ফার হাসান নদভী, অনু. মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, সম্পাদনা অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ মুজাম্মেল হক, G‡š Í Lv‡e nv‘xm, ঢাকাঃ আহসান পাবলিকেসন্স, ২০০১ খ্রি.
১৭২. ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা‘ঈল বুখারি (রহ.), অনু. মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, Avj Av‘vej gdiv‘, ঢাকাঃ ইফাবা, ১৯৮৪ খ্রি.
১৭৩. ‘আল্লামা মুফতি সাইয়্যেদ আমিমুল এহসান, অনু. ড. খোন্দকার আনম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গির, wdKûm mbv‡b I qvj AvQvi, ঢাকাঃ ইফাবা, ২০১০ খ্রি.
১৭৪. আব্দুল মান্নান তালিব অনূদিত, Bmjvgx †i‡bmv Av‡›‘vjb, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯১ খ্রি.
১৭৫. শাইখ মুহাম্মদ বিন সালিহ আল উসাইমিন (রহ.), অনু. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ শাহেদ ও মু. আব্দুল্লাহ আল কাফি dvZIqv AviKvbj Bmjvg, ঢাকাঃ তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেন্সস, ঢাকা, ২০১০ খ্রি.

১৭৬. সৈয়দ আব্দুল মান্নান অনূদিত, Bmjvg cwiwPwZ (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২৯ তম সংস্করণ, ২০১১ খ্রি.)

১৭৭. আফজাল হোসাইন, অনু. অধ্যাপক মোশারফ হোসাইন, wkÿv I cwkÿY, ঢাকা: ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ১৯৯৩ খ্রি.

## cÎ-cwÎKv I Rvbvj

১৭৮. খন্দকার আব্দুল মোমেন সম্পাদিত, †cÿY, সাহিত্য ত্রৈমাসিক, ঢাকা: ২০০৬ খ্রি.

১৭৯. প্রফেসর ওয়াকিল আহমাদ সম্পাদিত, বাংলাদেশ GwkqwUK †mvmvBwU cwÎKv, ঢাকা: ২য় সংখ্যা, খ. ১২, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ডিসেম্বর' ১৯৯৪ খ্রি.

১৮০. আব্দুল মান্নান তালিব (সম্পাদিত), gwmK cw_ex, ঢাকা: ১০ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ও বর্ষ ২৮, স. ৫, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, মার্চ' ১৯৯১ খ্রি.

১৮১. ড. মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন, সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, gj‡eva RvMZ KivB wkÿv, চট্রগাম: দৈনিক পূর্বকোণ, ১৪ জানু. ২০১৪ খ্রি.

১৮২. ড. শাহনাজ পারভীন, gvbe Rxe‡bi ‘cY, , দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১৯ জুলাই ২০১৫ খ্রি.

১৮৩. মতিউর রহমান সম্পাদিত, ˆ`wbKc_g Av‡jv, ঢাকা: ৩১ আগষ্ট ২০১৩ খ্রি.

১৮৪. নূরুল ইসলাম সম্পাদিত, ‘Bmjv‡gi ‘wó‡Z ‘bwZ cwZ‡ivaÕ, ঢাকা: মাসিক পৃথিবী, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, বর্ষ-২৬, সংখ্যা- ৫, মার্চ' ২০০৭ খ্রি.

১৮৫. এ বি এম বাহাউদ্দিন, ‘‘bwZi ÿwZÕ দৈনিক ইনকিলাব, ৯ অক্টোবর'২০১৫ খ্রি.

১৮৬. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, Bmjv‡gi ‘wó‡Z ‘bwZ cwZ‡iva: †cÿvcU evsjv‡`k, আব্দুল জলিল জমাদার সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বর্ষ-৫০, সংখ্যা-১, ২০১০ খ্রি.

১৮৭. সুলতান মাহমুদ রানা, msm`xq MYZš: msKU I DËiY, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ জানু. ২০১৩ খ্রি.

১৮৮. আহমদ মনসুর, ev½vjx RwZi DrcwË I µg wieKvk, দৈনিক সংগ্রাম, ১০ ফেব্রু. ২০১৭ খ্রি.

১৮৯. ইকবাল মাহমুদ, দুদক চেয়ারম্যান, mwkÿvB ‘bwZ cwZ‡iv‡a gL¨ fwgKv ivL‡e, দৈনিক শিক্ষা, ২৮ জুলাই ২০১৬ খ্রি.

১৯০. মাওলানা এইচ.এম গোলাম কিবরিয়া (রাকিব), evsjv‡`‡k Bmjv‡gi c‡ek, দৈনিক সংগ্রাম, ০৬ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রি.

১৯১. মুফতি আহমদ আব্দুল্লাহ, ‘bwZ cwZ‡iv‡a Bmjvg, দৈনিক আমাদের অর্থনীতি, ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রি.

১৯২. মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল কাদেরী, mv¤ú`wqK m¤úwZ iÿvq Bmjv‡gi wb‡`kbv, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৮ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রি.

১৯৩. মুফতি মুহাম্মদ ছালিমুল ওয়াহেদ, hw³i Av‡jv‡K m‡`i ÿwZ I AcKvixZv, আলোকিত বাংলাদেশ, ৩০ অক্টোবর ২০১৬ খ্রি.

১৯৪. সালাহউদ্দিন বাবর, ivó‡K AvBb gvb‡Z n‡e, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ১২ মার্চ, ২০১৭ খ্রি.

১৯৫. ড. আব্দুল লতিফ মাসুম, ivó‡`vn, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ২৯ জানু. ২০১৬ খ্রি.,

১৯৬. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মুমিন খান, cwZkÖwZ cvj‡bi wb‡`kbv, দৈনিক প্রথম আলো, ২২ অক্টো.২০১০ খ্রি.

১৯৭. মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, BwZnv‡mi GK SjK, মাসিক আল কাউসার, সেপ্টেম্বর ২০১২ খ্রি.

১৯৮. মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, wki‡Ki Bn I ciKvjxb ÿwZ, মাসিক আল জান্নাত, ২৯ এপ্রিল ২০১৫ খ্রি.

১৯৯. শাওয়াল খান, ‘e¨g‡j¨i DaŸMwZ, †eKviZ I ‘bwZ, দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ, ১৫ অক্টোবর ২০১৭ খ্রি.

২০০. দৈনিক পূর্বকোণ সম্পাদকীয়, ‘bwZi KviY, cfve I cwZ‡iva, জুলাই ২০১৭ খ্রি.

২০১. ড. আহমদ আব্দুল কাদের, evsjv‡`‡ki mgvR I agxq ivRbwZ, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রি.


*Dhaka University Institutional Repository*

২০২. শেখ মোঃ শোয়েব নাজির, ‘bvwZ: Gi bvbiƒc, KviY I cÖZKvi, মাসিক পৃথিবী , ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, বর্ষ-২৭, সংখ্যা-০২, ডিসেম্বর ২০০৭ খ্রি.

২০৩. মোঃ আবু নসর, ‘bvwZi KviY I cÖZKvi, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ০৪ অক্টোবর, ২০১৭ খ্রি.

২০৪. মোহাম্মদ মনজুর হোসেন খান, ‘bvwZi KviY I cÖZKvi, দৈনিক সংগ্রাম, ১৯ ফেব্রুয়রি ২০১৪ খ্রি.

I‡qe mvBUmgn

২০৫. www.bangladictionary.org, www.englishbangla.com

২০৬. https://bn.m.wikipedia.org

২০৭. https://www.prothomalo.com

২০৮. https://blog.bdnews24.com

২০৯. https://dailysangram.com

২১০. https://benarnews.org

২১১. https://www.islam24.wordpress.com

২১২. https://bdnews24com,

২১৩. https://www.lawyersclubbangladesh.com,

২১৪. https://www.islamhouse.com

২১৫. https://www.jugantor.com,

২১৬. https://www.dainikamadersomoy.com

২১৭. https://www.istishon.com;

২১৮. https://jaijaidinbd.com,

২১৯. https://www.m.mzamin.com

২২০. https://www.samakal.com

২২১. https://www.ittefaq.com.bd

২২২. https://www.bd-pratidin.com,

২২৩. https://www.dailyinqilab.com

২২৪. https://www.bangladesh.gov.bd

২২৫. https://www.sylhetbarta24.com

২২৬. https://www.somewherinblog.net

২২৭. https://www.swarnobaj.com

২২৮. https://www.iscabd.org

২২৯. https://www.sohsgjmsju.blogpost.com

২৩০. https://www.islamicfoundation.gov.bd,

২৩১. http://www.bmeb.portal.gov.bd

২৩২. https://www.acc.org

২৩৩. https://www.iiuc.ac.bd

২৩৪. https://www.islamibarta.com

*Dhaka University Institutional Repository*